শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ

শ্রীমজ্জীব গোস্বামী

শ্রী চৈতন্য মঠ

শ্রী ধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদগণানুচরবৃন্দাশ্রিত-**শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা**-সভাজন-
পূজাভাজনেন শ্রীরূপানুগপ্রাণবিনোদেন

শ্রীমতা জীবগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

'সর্বসংবাদিনী'-ব্যাখ্যয়া তদ্‌রচিতানুব্যাখ্যয়া সম্বলিতঃ
(ষট্‌সন্দর্ভনাম্নো **ভাগবতসন্দর্ভস্য** দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ)

শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকবরস্য গৌড়ীয়াচার্যভাস্করস্য
ওঁবিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশত**শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠক্কুরস্য**

পাদপদ্মাশ্রিতেন ত্রিদণ্ডিযতিনা **শ্রীমতা ভক্তিসাধক-নিষ্কিঞ্চন**-
মহারাজেন তৎকৃত-বঙ্গানুবাদটিপ্পনীভ্যাং সহ গুম্ফিতঃ,

কলিকাতামহানগর্য্যাং '৭০বি-রাসবিহারি-য়্যাভিনিউ'-স্থিত-'শ্রীচৈতন্যরিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্'-প্রতিষ্ঠানস্য
প্রতিষ্ঠাপক-সভাপতিনা শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষেণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যপাদেন ত্রিদণ্ডিগোস্বামিনা
শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ।

প্রথমং সংস্করণম্
শ্রীরাসপূর্ণিমা, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দঃ।

'বিদ্যাভূষণো'পাহ্বেন শ্রীশুকদেবব্রহ্মচারিণা, 'বি-এ'-ইত্যুপাধিধারিণা কলিকাতা-
মহানগর্য্যাং '৭০বি-রাসবিহারি-য়্যাভিনিউ'স্থ-শ্রীচৈতন্যরিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্-সংজ্ঞক-প্রতিষ্ঠানাৎ প্রকাশিতঃ।
শ্রীধামমায়াপুরস্থ-'নদীয়াপ্রকাশপ্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্'-সংজ্ঞে মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীসুন্দরগোপাল-ব্রহ্মচারি-ভক্তিশাস্ত্রি-সেবাকৌস্তুভেন মুদ্রিতঃ।

ভৈক্ষ্যম্—মুদ্রাপঞ্চ৷ 50

শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদগণানুচরবৃন্দাশ্রিত-শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-
পূজাভাজনেন শ্রীরূপানুগপ্রাণবিনোদেন

শ্রীমতা জীবগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

'সর্বসংবাদিনী'-ব্যাখ্যয়া তদ্রচিতানুব্যাখ্যয়া সম্বলিতঃ
(ষট্সন্দর্ভনাম্নো ভাগবতসন্দর্ভস্য দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ)

শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকবরস্য গৌড়ীয়াচার্যভাস্করস্য
ওঁবিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠক্কুরস্য

পাদপদ্মাশ্রিতেন ত্রিদণ্ডিযতিনা শ্রীমতা ভক্তিসাধক-নিষ্কিঞ্চন-
মহারাজেন তৎকৃত-বঙ্গানুবাদটিপ্পনীভ্যাং সহ গুম্ফিতঃ,

কলিকাতামহানগর্য্যাং '৭০বি-রাসবিহারি-য়্যাভিনিউ'-স্থিত-'শ্রীচৈতন্যরিসার্চ-ইন্স্টিটিউট্'-প্রতিষ্ঠানস্য
প্রতিষ্ঠাপক-সভাপতিনা শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষেণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যপাদেন ত্রিদণ্ডিগোস্বামিনা
শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ।

প্রথমং সংস্করণম্
শ্রীরাসপূর্ণিমা, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দঃ।

'বিদ্যাভূষণো'পাহ্বেন শ্রীশুকদেবব্রহ্মচারিণা, 'বি-এ'-ইত্যুপাধিধারিণা কলিকাতা-
মহানগর্য্যাং '৭০বি-রাসবিহারি-য়্যাভিনিউ'স্থ-শ্রীচৈতন্যরিসার্চ-ইন্স্টিটিউট্-সংজ্ঞক-প্রতিষ্ঠানাৎ প্রকাশিতঃ।
শ্রীধামমায়াপুরস্থ-'নদীয়াপ্রকাশপ্রিন্টিং-ওয়ার্কস্'-সংজ্ঞে মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীসুন্দরগোপাল-ব্রহ্মচারি-ভক্তিশাস্ত্রি-সেবাকৌস্তুভেন মুদ্রিতঃ।

ভৈক্ষ্যম্—মুদ্রাপঞ্চা 50

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্বসংবাদিনীসহ ভগবৎসন্দর্ভের

গুম্ফিতার অঞ্জলি

তত্ত্বসন্দর্ভের গুম্ফনে পাঠকগণকে যে নিবেদন করা হইয়াছিল, ভগবৎসন্দর্ভের গুম্ফনেও তাহাই প্রদত্ত হইতেছে, যেহেতু উহা লিখিবার সময় আমি স্বচক্ষু ব্যবহার করিতেছিলাম। এক্ষণে চক্ষুতে ক্যাটারাক্ট (ছানি) পড়ায় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ হইয়াছে। তৎসম্পর্কীয় সর্বসংবাদিনীর কিয়দংশ নিজেই লিখিয়াছি। এখন আর নিজে লিখিবার শক্তি নাই। সেই জন্য শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী প্রভুর সাহায্যে উহা লিখিলাম। এতজ্জন্য শ্রীমান্‌কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দৃষ্টিশক্তির অভাবে শাস্ত্রসমূহ অনুশীলন করিতে না পারায় বিস্তৃত গুম্ফন সম্ভবপর হইল না। সর্বসংবাদিনীর শ্রদ্ধাস্পদ পাঠকমহোদয়গণ এই অবস্থায় যাহাতে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন, আমি তজ্জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু

শ্রীভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-বিষয়সূচী

শ্রীসর্বসংবাদিন্যাঃ ভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যাংশস্য

বিষয়সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষট্‌সন্দর্ভাত্মক-শ্রীভাগবতসন্দর্ভে দ্বিতীয়ঃ

শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো বিজয়তে।

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥ ১॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥ ২॥

অনুবাদ ও টিপ্পনীর মঙ্গলাচরণ

ভূয়ান্মে গুরুপাদাব্জে দৃঢ়া রতিরকৈতবা।
যয়াঽজ্ঞস্যাপি মেঽজ্ঞাঃ স্যাৎ শক্তিঃ সন্দর্ভগুম্ফনে॥

অনুবাদ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জয়যুক্ত। সেই সাধূত্তম শ্রীল রূপ-সনাতনগোস্বামিপাদদ্বয়ের সন্তোষসাধনজন্য দাক্ষিণাত্যদেশবাসী ভট্ট (শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিবর) এই গ্রন্থ (ষট্‌সন্দর্ভ-নামক ভাগবতসন্দর্ভ) পুনরায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদ্বারা গ্রন্থের প্রথম লিখনটী স্থলবিশেষে ক্রমভঙ্গ-যুক্ত, কোনও স্থলে বা ক্রমবিপর্যয়-দুষ্ট, আবার কোথাও বা খণ্ডিত অবস্থায় স্থিত ছিল। এই ক্ষুদ্র জীব পর্যায় পর্যালোচনা করিয়া লিখিতেছে। ১-২।

টিপ্পনী—শ্রীগ্রন্থকার জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, ষট্‌সন্দর্ভনামে ছয়ভাগে বিভক্ত, সমস্তটিই একই গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়া এখানে কোনও মঙ্গলাচরণের স্বতন্ত্র অবতারণা করেন নাই। প্রথম সন্দর্ভ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে (১১।৫।৩২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর তত্ত্বনির্ণায়ক শ্লোক উদ্ধারপূর্বক সেই শ্লোকের স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য স্বকৃত শ্লোক (তঃ সঃ ২) রচনাদ্বারা বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের পর পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকযোগে আশীর্নমস্ক্রিয়াত্মক মঙ্গলাচরণমুখে স্বীয় গুরুদেব ও পরমগুরুদেব শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদদ্বয়ের আদেশই তাঁহাকে তাঁহাদেরই উপদেশানুযায়ী এই তত্ত্বজ্ঞানমূলক গ্রন্থ লিখিতে প্রবর্তিত করিয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। তৎপরবর্তী (চতুর্থ ও পঞ্চম) শ্লোক দুইটী বর্তমান আলোচ্য শ্লোক দুইটীরই অনুরূপ গ্রন্থলিখনের ভূমিকা। ষষ্ঠ শ্লোকটীও

ভগবচ্ছব্দবাচ্যতত্ত্ব-নিরূপণম্

অথৈবমদ্বয়জ্ঞানলক্ষণং তৎ তত্ত্বং সামান্যতো লক্ষয়িত্বা পুনরুপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজসত্তাবিশেষং বিশেষতো নিরূপয়তি "বদন্তী"ত্যস্যৈবোত্তরার্দ্ধেন—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইতি। (ভাঃ ১।২।১১)

অথ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে—ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি, ক্বচিৎ পরমাত্মেতি, ক্বচিদ্ ভগবানিতি চ। কিন্ত্বত্র শ্রীমদ্ব্যাসসমাধিলব্ধাদ্ভেদা'জ্জীব ইতি চ শব্দ্যতে' ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ব্রহ্মভগবতোর্ব্যাখ্যাতয়োঃ পরমাত্মা স্বয়মেব ব্যাখ্যাতো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব প্রস্তূয়েতে। মূলে তু ক্রমাদ্বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় তথা বিন্যাসঃ। অয়মর্থঃ—তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদাত্ম্যমাপন্নে

অনুবাদ

এখন এইরূপে (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থে) অদ্বয়জ্ঞানলক্ষণ সেই তত্ত্ব সামান্যাকারে বর্ণন করিয়া পুনরায় বিভিন্ন উপাসকগণের বিশিষ্ট বা পরস্পর ভিন্ন যোগ্যতানুসারে যে তত্ত্ববস্তু নিজের বিশেষ বিশেষ সত্তা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্" (১।২।১১) এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধাংশে "ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী শব্দদ্বারা লক্ষিত হন"—বলিয়া শ্রীসূতগোস্বামিপাদ নিরূপণ করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত-নামক শাস্ত্রে, কোন কোন অন্যশাস্ত্রেও, সেই একই তত্ত্ব তিন প্রকারে বলা হয়, কোথায়ও বা 'ব্রহ্ম', কোথায়ও 'পরমাত্মা', আবার কোথাও বা 'ভগবান্'—এইরূপ। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমদ্ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ দর্শনে (ভাঃ ১।৭।৪-৫) জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়াই কথিত; 'অভিন্ন' বলা হয় নাই, ইহাই জানিতে হইবে। তাঁহাদের (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের) মধ্যে 'ব্রহ্ম' ও 'ভগবান্' ব্যাখ্যাত হইলে 'পরমাত্মা'র ব্যাখ্যা আপনা হইতেই হইবে বলিয়া প্রথমতঃ এই দুইটী তত্ত্বই আলোচিত হইতেছেন। কিন্তু মূল ভাগবতশ্লোকে ক্রম-অনুসারে বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনের জন্য ঐরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্) বিন্যাস বা ক্রমানুযায়ী সজ্জা করা হইয়াছে। ইহার এইরূপ অর্থ, যথা—সেই অখণ্ড আনন্দস্বরূপ তত্ত্ব এক; যে সকল পরমহংস (জড়াসক্তিশূন্য মহাযোগী) সাধনযোগে তাদাত্ম্য বা ব্রহ্মভূতত্ব পাইয়া পারমেষ্ঠ্য বা ব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তে ঐ তত্ত্ববস্তু যেরূপ সামান্যভাবে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যরহিতরূপে পরিলক্ষিত হ'ন, সেই ভাবেই প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন, বা সেই

টিপ্পনী

ভূমিকারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া কোন্ প্রকৃতির লোক এই গ্রন্থের যোগ্য পাঠক, তাহার উপদেশাত্মক। সপ্তমশ্লোকে শ্রীগুরুবর্গকে প্রণামপূর্বক মঙ্গলাচরণ শেষ হইয়াছে। অষ্টমশ্লোকে গ্রন্থের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ ও প্রয়োজন—প্রেম পরিস্ফুটভাবে বলিয়া এবং অভিধেয় ভক্তিকে আপাততঃ সম্পুটে রক্ষা করিয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। এই ভূমিকামাত্র দিয়া গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে বর্তমান শ্লোকদুইটীর টিপ্পনী শেষ করা হইতেছে বলিয়া সুধীপাঠকগণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া অনুগ্রহপূর্বক শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের চতুর্থ ও পঞ্চমশ্লোকের বিস্তৃত টিপ্পনী আলোচনা করিবেন। ১-২।

সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাৎ তদ্গ্রহণাসামর্থ্যে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্ বা তদ্বদেবাবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদয়া প্রতিপাদ্যমানং বা 'ব্রহ্মে'তি শব্দ্যতে। অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তৃ পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দ-সন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধকতম-তদীয়স্বরূপানন্দশক্তি-বিশেষাত্মকভক্তিভাবিতেষ্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্ বা তদ্বদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তি-শক্তিমত্তা-ভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা 'ভগবানি'তিশব্দ্যতে। এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন—

"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমাত্মমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তী"তি ॥ (ভাঃ ৫।১২।১১)

অনুবাদ

রূপই অপৃথক্ শক্তি ও শক্তিমত্তা-হেতু অভেদরূপে প্রতিপন্ন হইয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য হ'ন,। আবার সেই একই তত্ত্ব স্বরূপভূতা শক্তির যোগে কোনও এক বিশেষভাব ধারণপূর্বক অন্যান্য শক্তিগণেরও মূল আশ্রয়-রূপ; তাঁহার অনুভবজনিত আনন্দপুঞ্জের অন্তর্ভূত সেইরূপ ব্রহ্মানন্দানুভবী ভাগবত পরমহংসগণের সেইরূপ অনুভবের একমাত্র সাধনোপায় তাঁহার স্বরূপভূতা আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষবৃত্তিরূপ ভক্তিভাবযুক্ত অন্তঃস্থ, এমন কি বহিঃস্থ ইন্দ্রিয়গুলিতেও স্ফূর্তিপ্রাপ্ত, অথবা সেইরূপ পৃথক্ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াও অভেদশক্তি-শক্তিমৎ-তত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইয়া 'ভগবান্'-শব্দে শব্দিত। শ্রীজড়ভরত এইরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।১২।১১): "বিশুদ্ধ পরমার্থজ্ঞান এক বা অদ্বয়, অন্তর বা ব্যবধানরহিত, বহিরর্থশূন্য সত্য, প্রত্যগ্ (আভ্যন্তরীন অন্তর্যামী), প্রশান্ত ব্রহ্ম, 'ভগবৎ'-শব্দ-শব্দিত এই তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ 'বাসুদেব' বলেন।" শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীমনুও বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।১১।৩০): "হে ধ্রুব! তুমি প্রত্যগাত্মা, আনন্দমাত্র, সমস্তশক্তিসম্পন্ন, অনন্ত ভগবানে ভক্তিবিধান কর।" এইভাবে 'আনন্দমাত্র' তত্ত্ববস্তুর বিশেষধর্ম; সমস্ত শক্তিগুলি তাঁহার বিশেষণ বা বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ, আর বিশিষ্ট অর্থাৎ তল্লক্ষণে লক্ষিত হইতেছেন ভগবান্, ইহাই সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে এইরূপ বৈশিষ্টা প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাবির্ভাব অর্থাৎ সর্বতঃ সম্যক্ প্রকাশময়

টীপ্পনী

শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের ৫১ অনুচ্ছেদে শ্রীসূতগোস্বামিকথিত (ভাঃ ১।২।১১) শ্লোকের পূর্বার্ধ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নিত্য ও তিনি পরমপুরুষার্থ প্রেমানন্দ প্রকাশপূর্বক পরমসুখাশ্রয়।' এই অনুচ্ছেদে তত্ত্ববস্তুর তিনটী নাম প্রকাশাত্মক শ্লোকটীর অপরার্ধ উদ্ধারপূর্বক দেখাইতেছেন, তত্ত্ববস্তু এক হইলেও বিভিন্ন উপাসকের বিভিন্ন উপলব্ধি অনুসারে তত্ত্বৎ উপলব্ধিগত তিনটী নাম বিশিষ্টলক্ষণাত্মক। কিন্তু এই তিন নামেই পরিচিত তত্ত্ববস্তু হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য শ্রীব্যাসসমাধিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। একই তত্ত্ব তিনপ্রকারে শব্দিত হইতেছেন বলিয়া পাছে 'জীব'ও তন্মধ্যে স্থান পায়, তজ্জন্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রীব্যাসসমাধিদর্শনের উল্লেখদ্বারা সে আশঙ্কা নিরাস করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রীব্যাসসমাধিদর্শন শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে ৩০-৩৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এই তিনপ্রকারের পরস্পর-বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন-মুখে শ্রীজীবপাদ প্রস্তাব করিতেছেন যে, 'ব্রহ্মতত্ত্ব' ও 'ভগবত্তত্ত্বে'র

শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ—

"ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তা"বিতি। (ভাঃ ৪।১১।৩০)

এবঞ্চানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। তথাচৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব ইত্যাগতম্। ইদন্তু পুরস্তাদ্ বিস্তরেণ বিবেচনীয়ম্।

ভগবচ্ছব্দার্থঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ—

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ম্। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥

অনুবাদ

অখণ্ড পূর্ণ তত্ত্বই 'ভগবান্'। কিন্তু 'ব্রহ্ম' সুস্পষ্ট প্রকাশহীন বৈশিষ্ট্যের আকারমাত্ররূপে অসম্যগ্ আবির্ভাব, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই অগ্রে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৬৬-৬৯) 'ভগবান্'—এই শব্দের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, পাণিপাদাদিযুক্ত নহেন, বিভু, সর্বগত, নিত্য, ভূতসমূহের কারণ, স্বয়ং কারণহীন, সর্বব্যাপক, কিন্তু ব্যাপ্য নহেন, সমস্তই যাহা হইতে, তাঁহাকে সূরি অর্থাৎ প্রকৃত পণ্ডিতগণ দর্শন করেন। তিনি পরমধাম ব্রহ্ম; তিনি মোক্ষকামগণের ধ্যেয় তত্ত্ব। শ্রুতি-বাক্যে তিনি সূক্ষ্মতত্ত্ব ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত। অতএব এই ব্রহ্ম 'ভগবৎ'-পদদ্বারা বাচ্য পরমাত্মার স্বরূপ; 'ভগবৎ'-শব্দ সেই আদি অক্ষরাত্ম ব্রহ্মের বাচক।"

ইহার পর পুনরায় বলিতেছেন (৬।৫।৭৩-৭৫): "হে মুনে! 'ভ'-কার দুইটী অর্থ যুক্ত, যথা 'সম্ভর্তা' ও 'ভর্তা'; 'গ'-কারের অর্থও 'নেতা', 'গময়িতা', 'স্রষ্টা'। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টীর প্রসিদ্ধি বা নাম 'ভগ'। সমগ্র ভূতসমূহের আত্মতত্ত্ব ভগবানে ভূতগণ বাস করে এবং তিনিও সমস্তভূতে বাস করেন, ইহাই 'ব'-কারের অর্থ; অতএব তিনি অব্যয়তত্ত্ব।" ইহা বলিয়া আরও বলিতেছেন (৬।৫।৭৯): "হেয় প্রাকৃত গুণ প্রভৃতির অতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য,

টিপ্পনী

ব্যাখ্যা হইলেই 'পরমাত্মতত্ত্ব' আপনা হইতেই ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। শ্রীসূতগোস্বামিপাদের উক্তিতে প্রথমে 'ব্রহ্ম' ও শেষে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে, মধ্যে 'পরমাত্মা' থাকায় প্রথম ও তৃতীয় তত্ত্বের লক্ষণ স্পষ্টীকৃত হইলে দ্বিতীয়টীর লক্ষণও উঁহাদের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার লক্ষণ ক্রমপর্যায়-হেতু স্পষ্টীকৃত হইবেই, এইজন্য তাঁহার স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যানের প্রয়োজন হইবে না বলিয়া উহা স্থগিত হইতেছে। মূল ভাগবতশ্লোকে নামত্রয়ের ক্রমবিন্যাস তদুদ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যত্রয়ের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছে।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু এক, ছান্দোগ্যশ্রুতিতে (৬.২।১)ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রে তাহা স্পষ্টীকৃত। তবে 'অদ্বয়' ও 'অদ্বিতীয়' শব্দ দুইটী একার্থবোধক নহে; ইহার বিচার শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ৫১ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে শ্রুতিস্মৃতিমূলে আলোচিত হইয়াছে। পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ও আর আর পাত্রগণের আনন্দ খণ্ডিত, অখণ্ড নহে। তাই

বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতয়োনিমকারণম্। ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্। শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদম্॥
তদেতদ্ ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥"
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৬-৬৯)

অনুবাদ

বীর্য ও তেজ 'ভগবৎ' শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট।" (শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলিতেছেন) এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, পূর্বের ন্যায় এগুলির বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশিষ্টতা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশেষণও যে অহেয় বা অপ্রাকৃত, তাহাও ব্যাখাত হইবে। 'অরূপ পাণিপাদাদিবিহীন'—এই উক্তি 'ব্রহ্ম'নামক কেবল বিশেষ্যের আবির্ভাবে নিষ্ঠাযুক্ত। 'সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য' প্রভৃতি কেবল বিশেষণে নিষ্ঠাযুক্ত অর্থাৎ তন্নির্দেশক। 'বিভু, সর্বগত' প্রভৃতি কিন্তু বিশিষ্টের নির্দেশক। অথবা 'অপরূপ' ইত্যাদি প্রাকৃতরূপাদিনিষেধক। 'পাণিপাদাদিযুক্ত নহেন' বলাতে মাত্র সংযোগসম্বন্ধ পরিহার করা হইয়াছে, সমবায় বা নিত্যসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয় নাই, ইহা জানিতে হইবে। 'বিভু' পদের অর্থ সর্ববৈভবযুক্ত; 'ব্যাপী' বলিতে সর্বব্যাপক ও 'অব্যাপ্য' বলিতে অন্য কেহ তাঁহাকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। অতএব (৬৯ শ্লোকে) এই ব্রহ্মস্বরূপ 'ভগবৎ'-শব্দদ্বারা বাচ্য, লক্ষণাদ্বারা লক্ষিতব্য নহেন। তাহাই নির্ধারণ করিতেছেন 'ভগবচ্ছব্দ' তাহার বাচক বলিয়া; যেমন গঙ্গাশব্দ নদীবিশেষের বাচকই, তটশব্দের ন্যায় লক্ষক নহে। এইরূপ হওয়ায় (অর্থাৎ 'ভগবৎ' শব্দ ব্রহ্মের বাচক হওয়ায়) 'অক্ষর সমতাহেতু নিঃশেষে বা সম্যগ্‌ভাবে বলা বা নির্দেশ করা বিধেয়'—নিরুক্তশাস্ত্রের এই মত অবলম্বনপূর্বক 'ভগ' প্রভৃতি শব্দ-গুলির অর্থ বলিতেছেন (৭৩-৭৫ শ্লোকে)। 'সম্ভর্তা' অর্থাৎ স্বীয় ভক্তগণের পোষক; 'ভর্তা' অর্থে ধারক, স্থাপক; 'নেতা' অর্থে স্বীয় ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহার প্রাপক; 'স্রষ্টা' অর্থে নিজ ভক্ত-গণের মধ্যে তাঁহাদের গুণাবলীর উদ্গমকারক বা উদ্বোধক, তাঁহার যে জগৎপোষণাদিকার্য, তাহা সাক্ষাৎ তাঁহার নহে, পরম্পরা অনুসারে বলিয়া জানিতে হইবে। 'ঐশ্বর্য' অর্থে সকলের বশীকারিত্ব অর্থাৎ সকলকে স্ববশে রক্ষা। 'সমগ্র' পদটী 'ঐশ্বর্যা'দি সকলগুলির সহিতই যোজ্য। 'বীর্য' অর্থে মণিমন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় প্রভাব। 'যশঃ' অর্থে কায়, মন ও বাক্যের সদ্‌গুণযুক্ত বলিয়া খ্যাতি। 'শ্রী' অর্থে

টিপ্পনী

জ্ঞানী পরমহংস মহাযোগিগণ ঐরূপ আনন্দকে থুৎকৃতি বা নিষ্ঠীবন সহকারে ঘৃণা করিয়া থাকেন; ভক্তগণ, তাহাত' করেনই, যেমন বৃত্রাসুর বলিয়াছেন (ভাঃ ৬।১১।২৫): "ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং, ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥"—অর্থাৎ 'হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মসেবা-জনিত আনন্দ ছাড়িয়া স্বর্লোকের আনন্দ, ব্রহ্মলোকের আনন্দ, সমগ্র পৃথিবীর বা রসাতলের আধিপত্য-লব্ধ আনন্দ বা যোগিগণের বিভূতি-লব্ধ আনন্দ, এমন কি মোক্ষানন্দ পর্যন্ত চাই না।' নাগপত্নীগণও ঠিক এইরূপ একটী স্তোত্রে (১০।১৬।৩৭) ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—'আপনার পাদপদ্মাশ্রিতগণ ঐ সব আনন্দ চান না।' শ্রীভগবান্‌ও ঠিক ঐরূপ একটী শ্লোকে

ইত্যাদ্যুক্ত্বা—

সংভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩-৭৫)

ইতি চোক্ত্বা—"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনাহেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯)

অনুবাদ

সর্বপ্রকারের সম্পৎ। 'জ্ঞান' বলিতে সর্বজ্ঞত্ব। 'বৈরাগ্য'-অর্থে প্রপঞ্চের বা মায়িক জগতের বস্তুসমূহে অনাসক্তি। 'ইঙ্গনা'-অর্থে সংজ্ঞা। অক্ষরগুলির সমতা রক্ষা করিয়া (মতুপ্ যোগে) পদটী হয় (ভ-গ-ব+বান্) 'ভগববান্'; কিন্তু তাহার পরিবর্তে 'ভগবান্' এইপদ হওয়ায় 'অ' বর্ণের পরে 'মতুপ্'

টিপ্পনী

(১১।১৪।১৪) শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—'আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্ত কেহই ঐ সমস্ত আনন্দ চান না।' পরমহংসের ধর্ম শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজকে এক পরমহংস মুনি বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।১৩।২০-২৫)। শ্রীশুকদেব ও চতুঃসন প্রভৃতি যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাই পরমহংস। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে পরমহংস-লক্ষণ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৮।২৮):—"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥"—অর্থাৎ 'পরমহংস বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে পারেন, আবার নিরপেক্ষ ভক্ত হইতে পারেন। তিনি সমস্ত-আশ্রমচিহ্ন-রহিত বিধিনিষেধের অতীত আচরণযুক্ত হ'ন।' 'স্বরূপশক্তিবৈচিত্রী'—ভগবানের স্বরূপই শক্তি; শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭):—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥" শ্রীজীবপাদ ভাঃ ১।৩।৩ ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—"স্বরূপমেব শক্তিঃ……শক্তি-স্বরূপয়োরভেদাৎ।" তবে সেই শক্তির বিচিত্রতা বা বিবিধত্ব আছে, যেমন শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৬।৮) বলিয়াছেন :—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"—অর্থাৎ 'ভগবানের পরা অবিচিন্ত্যা স্বাভাবিকী স্বরূপভূতা শক্তি এক হইয়াও জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)-ভেদে ত্রিবিধা।' এই স্বরূপশক্তিরও বৈচিত্রীর কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দরায়ের মুখে এইরূপ প্রকাশ করাইয়াছিলেন, যথা (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫৩-১৫৭): "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি' মানি॥ কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥" চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬০-৬২-তেও অনুরূপ পদ্য, গ্রন্থবিস্তারভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত হইল না। এই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার শ্রীজীবপাদ এই সন্দর্ভের ১০২ অনুচ্ছেদে করিয়াছেন। তিনি ৬ষ্ঠ বা প্রীতিসন্দর্ভে ৬৫ অনুচ্ছেদে স্বরূপশক্তি-বৈচিত্রীতে ভগবানের রসিকভক্তগণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ নাই, ইহা দেখাইতে যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার অনুবাদ এইরূপ প্রদত্ত হইতেছে—"বেদ (গোপালতাপনীতে) বলিয়াছেন—'ভক্তিই ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ, ভক্তিরই বাহুল্য'। অতএব বিচার্য এই

ইতি পর্যন্তেন। পূর্ববদত্র চ বিশেষ্যবিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনীয়া। বিশেষণস্থাপ্যহেয়ত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতি। অরূপং পাণিপাদাদ্যসংযুতমিতীদং ব্রহ্মাখ্য-কেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠম্। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠম্। বিভুং সর্বগতমিত্যাদিকন্তু বিশিষ্টনিষ্ঠম্। অথবা অরূপমিত্যাদিকং প্রাকৃতরূপাদিনিষেধনিষ্ঠম্। অতএব পাণিপাদাদ্যসংযুতমিতি সংযোগসম্বন্ধ এব পরিব্রিয়তে ন তু সমবায়সম্বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ম্। বিভুমিতি সর্ববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ ব্যাপীতি সর্বব্যাপকম্।

অনুবাদ

প্রত্যয়ের আদিষ্ট 'ব'-কারের যে লোপ হইয়াছে, উহা ছান্দস বা বৈদিক। 'সম্ভর্তা' ইত্যাদির তাৎপর্য 'সম্ভর্তৃত্ব' ইত্যাদি; যেরূপ 'সুবন্ত ও তিঙন্ত পদসমূহযোগে বাক্য গঠিত হয়', এই নিয়মানুসারে 'অত্র পচতি ভবতি' এই বাক্যের অর্থ হয় 'এখানে পাক হইতেছে'। অথবা যেরূপ সত্তা বুঝাইতে 'অস্তি',

টিপ্পনী

যে ভক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দদ্বারা উন্মত্ত করান; তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই— শ্রুতি-অনুসারে ভগবান্ মায়াদ্বারা অভিভবযোগ্য নহেন বলিয়া ও তিনি স্বতঃতৃপ্ত হওয়ায় তাহা সাঙ্খ্যবাদিগণের প্রাকৃতসত্ত্বময়ী মায়িকী আনন্দরূপা নহে, আর অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া নির্বিশেষবাদিগণের ভগবৎস্বরূপানন্দরূপাও নহে। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৪৮) কথিত ভগবানের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিত্রয়ের মধ্যে একমাত্র হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিদ্বারাই ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষ-যুক্ত এবং তদ্দ্বারাই সেই প্রকার আনন্দ ভক্তগণকে অনুভব করান। সেই হ্লাদিনীর কোনও সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইয়া ভগবৎপ্রীতি নামে পরিচিত হয় ও তাহারই অনুভবমুখে শ্রীভগবান্ও ভক্তগণের অত্যধিক প্রীতি গ্রহণ করেন। এই স্বরূপশক্তিবৈচিত্রী কথিত পরমহংসগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহারা তত্ত্ববস্তুর সামান্য ভাব মাত্র লক্ষ্য করেন, কোনও বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি তাঁহাদের নাই। শক্তিমান্ তত্ত্ববস্তু হইতে শক্তির অভেদত্ব হেতু তাঁহার শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিতে পারায় তাঁহার শক্তিমত্তাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। এইরূপ নির্বিশেষ তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'-নামে পরিচিত। কিন্তু ভাগবত পরমহংসগণের অনুভূতিতে নির্বিশেষভাবের আদর নাই। তাঁহাদের ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানীর শুষ্ক ব্রহ্মানন্দ নহে। তাঁহারা ঐ তত্ত্ববস্তুর শক্তিমত্তার আশ্রয়ে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি ভক্তিসহযোগে পরানন্দলাভের অধিকারী, যাহার তুলনায় জ্ঞানিগণের ব্রহ্মানন্দ অতিতুচ্ছ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩৮) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণী কৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি॥"—অর্থাৎ 'ব্রহ্মানন্দকে পরার্ধগুণ বর্ধিত করিলেও উহা সান্দ্রানন্দ ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুর সহিতও তুলনা-যোগ্য নহে।' শ্রীরূপপাদ প্রমাণস্বরূপ হরিভক্তিসুধোদয় (১৪।৩৬) উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥"—অর্থাৎ (প্রহ্লাদের উক্তি):—'হে নৃসিংহদেব! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে স্থিত হওয়ায় ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট গোষ্পদের (গরুর খুরে খাত গর্তের জলের) ন্যায় বোধ হইতেছে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দসরস্বতীর সভায় বলিয়াছেন, (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আ ৭।৯৭):—"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥" ভাগবতপরমহংসগণই এই পরানন্দ-লাভের অধিকারী, অন্য পরমহংসগণ নহেন। তাঁহাদেরই স্বরূপশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ববস্তুর ভগবত্তার উপলব্ধি হয়। তাঁহা-দের হৃদয় সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত। সুতরাং তাঁহাদের পরানন্দ নিত্যস্থায়ী। শ্রীব্রহ্মা তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌কে

অব্যাপ্যমিতি অন্যেন ব্যাপ্তুমশক্যম্। তদেতদ্ ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং ন তু লক্ষ্যম্। তদেব নির্ধারয়তি, ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবদ্বাচক এব, ন তু তটশব্দবল্লক্ষকঃ। এবং সত্য'ক্ষরসাম্যান্নিব্রু'য়া'দিতি নিরুক্তমতমাশ্রিত্য ভগাদিশব্দানামর্থমাহ—সংভর্তেতি। সংভর্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্তা ধারকঃ, স্থাপক ইত্যর্থঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্ণঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদ্গুণস্যোদ্গময়িতা। জগৎপোষকত্বাদিকন্তু তস্য পরম্পরয়ৈব ন তু সাক্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্যং সর্ববশীকারিত্বম্। সমগ্রস্যেতি সর্বত্রান্বেতি। বীর্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। যশো বাঙ্মনঃশরীরাণাং সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীঃ সর্বপ্রকারা সম্পৎ। জ্ঞানং সর্বজ্ঞত্বম্। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। ইঙ্গনা সংজ্ঞা। অক্ষরসাম্যপক্ষে ভগববানিতি বক্তব্যে মতুপো বলোপশ্ছান্দসঃ। সংভর্তেত্যাদিষু সংভর্তৃত্বাদিষ্বেব তাৎপর্যম্। যথা 'সুপ্তিঙন্তচয়ো বাক্যমি'ত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে। যথা বা সত্তায়ামস্তি

অনুবাদ

'ভবতি', সেইরূপ এখানেও ধাতুর অর্থই বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। অতএব এইরূপে 'ভগবান্'—এস্থলে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের অর্থ যোগ করা যাইতে পারে। (৬৯ শ্লোকে) প্রকারান্তরে ছয়টী 'ভগ' দেখাইতেছেন। 'জ্ঞান' অন্তঃকরণের, 'শক্তি' ইন্দ্রিয়সমূহের, 'বল' শরীরের; 'ঐশ্বর্য' ও 'বীর্য' পূর্বে

টিপ্পনী

বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৯।১১):—"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।" —অর্থাৎ 'হে প্রভো! ভক্তগণ গুরুমুখে ভবদীয় কথা শ্রবণান্তর আপনার সাক্ষাৎকারলাভের পথ অবলম্বন করিলে আপনি তাঁহাদের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্বদা বিশ্রাম করেন।' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বৈষ্ণববন্দনায় বলিয়াছেন:—"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।" সুতরাং ব্রহ্মানন্দের অসম্যক্ সুখ অপেক্ষা কোটিগুণে গুণিত ভগবৎপ্রেমসুখ-সাগরে তাঁহারা নিমগ্ন। ভগবান্ স্বকীয় স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তিবলেই ভক্তের নিকট সম্যক্ প্রকাশমান।

এই সম্যক্ ও অসম্যগ্ দর্শনের তারতম্য উপাসনা-প্রণালী ভেদে সঞ্জাত। ভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।২১):—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।' একমাত্র কেবলা অনন্যা ভক্তিসহযোগেই ভগবানের সম্যগ্ দর্শন সম্ভবপর, অন্য উপায়ে নহে, মিশ্রভক্তিদ্বারাও নহে। গীতাতেও (১৮।৫৫) তিনি ইহাই বলিয়াছেন:—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" পূর্ব শ্লোকানুসারে এই ভক্তি পরা, শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ নির্মলা, যথা 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতা'। 'যশ্চাস্মি'—ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন 'সচ্চিদানন্দঘনঃ', অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহময়। ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণে ব্রহ্মসংহিতা (৫।১) বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" এই তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মঃ ৮।১৩৩-৩৫) এইরূপ প্রকটিত যথা—"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্। সর্ব-অবতারী সর্বকারণ-প্রধান। অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার॥ সচ্চিদানন্দতনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি, সর্বরসপূর্ণ॥" শ্রীরামানন্দরায়ের মুখে এই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইলেন যে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিবৈচিত্রী কেবল ভাগবত পরমহংসগণেরই অধিগম্য, ইহা জ্ঞানিপরমহংসগণের অনুভূতি হইতে বহু যোজন দূরে।

ভবতীত্যত্র ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ। তদেবমেব ভগবানিত্যত্র মতুবর্থো যোজয়িতুং শক্যতে। প্রকারান্তরেণ যড়্ভগান্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তীতি। জ্ঞানমন্তঃকরণস্য। শক্তিরিন্দ্রিয়াণাম্। বলং শরীরস্য। ঐশ্বর্য-বীর্যৌ ব্যাখ্যাতে তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষণান্যেবৈতানি ন তূপলক্ষণানীত্যর্থঃ। অত্র ভগবানিতি 'নিত্যযোগে মতুপ্'। অথ তথাবিধ ভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবং তৎ তত্ত্বং পূর্ববজ্জীবাদিনিয়ন্তৃত্বেন স্ফুরদ্ বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মেতি শব্দ্যত ইতি। যদ্যপ্যেতে ব্রহ্মাদি শব্দাঃ প্রায়ো মিথোঽর্থেষু বর্তন্তে তথাপি তত্র তত্র সঙ্কেতপ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তম্। শ্রীসূতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'তেজঃ'-অর্থে কান্তি। 'অশেষতঃ'-অর্থে সমগ্রভাবে। 'ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি'-অর্থে ভগবানের এগুলি বিশেষণ, উপলক্ষণ নহে। এখানে 'ভগবান্' ইহা নিত্যযোগে মতুপ্ (টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এখন, সেইপ্রকার 'ভগবদ্'-রূপে পূর্ণ আবির্ভাবময় সেই তত্ত্ববস্তু পূর্বকথিতানুসারে জীবাদির নিয়ন্তা বলিয়া স্ফূর্তিপ্রাপ্ত বা প্রতিপাদিত হ'ন, অথবা 'পরমাত্মা'-নামে পরিচিত হ'ন। যদিও এই 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ প্রায়ই পরস্পর (অর্থাৎ একটী আর একটীর) অর্থে প্রযুক্ত হ'ন, তথাপি সেই সেই সঙ্কেতের প্রাধান্য বলিবার জন্য (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে স্বস্ববৈশিষ্ট্যজ্ঞাপনের জন্য) এই প্রকার কথিত হইয়াছে। ইহা "বদন্তি" শ্লোকটী শ্রীসূতোক্তি। ৩।

টিপ্পনী

'স্বয়ং ভগবান্' ইহার অর্থ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮):—"যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" ভগবান্ 'সর্বরসপূর্ণ'। শ্রুতিতে (তৈঃ ২।৭) "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বানন্দী ভবতি।" বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন ত' করিয়াছেনই, অধিকন্তু 'আনন্দী' বলিয়া তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকেও স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ ভগবানে শক্তিসমূহের বিকাশ অনুভব না করিয়া তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলিবার জন্য ব্যস্ত।

উপাসনার প্রণালীভেদে তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ ও অসম্যক্ দর্শনের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন, যথা (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪):—"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥ পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার 'আত্মা' হ'ন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস॥ ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥" ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে ইহার সরল ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যাঁহারা নির্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হ'ন। যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত জগদ্গত পরমাত্মা উদিত হ'ন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে দর্শন করেন।"

ব্রহ্মবিচারে চৈঃ চঃ আঃ ২।১২-১৩ বলিতেছেন—"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল॥ চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥" ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০) শ্রীগোবিন্দের স্তবে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্-

টিপ্পনী

শেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"—অর্থাৎ 'কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, নিরংশ, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।'

মুণ্ডকোপনিষৎও (২।২।১০) ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বত্ব বলিয়াছেন, যথা—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" পরমাত্ম বিচারে চৈঃ চঃ আঃ ২।১৮.১৯ বলিয়াছেন—"আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয়॥ অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥" অন্তিমশয্যায় ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন (ভাঃ ১।৯।৪২):—"তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥"—অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! একই সূর্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতিদেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্‌তত্ত্বরূপে অনুমিত হ'ন। কিন্তু যখন তাঁহারা তোমার আত্মকল্পিত হন, অর্থাৎ তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানেন, তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগতভেদমোহ হইয়া আমি তোমার অজস্বরূপের জ্ঞানলাভ করিলাম।" গীতায় (১০।৪২) ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"—অর্থাৎ "আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।" ভগবদ্‌বিচারে চৈঃ চঃ আঃ ২।২৩-২৮ বলিতেছেন—"পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ-নাম। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥ বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম। পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ। জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম-আত্ম-রূপে তাঁরে করে অনুভব॥ উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য তাঁর দিয়েত উপমা॥ সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার বিভেদ॥" এতৎপ্রসঙ্গে তত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম অনুচ্ছেদ টিপ্পনীসহ আলোচনীয়।

শ্রীজড়ভরতোক্ত শ্লোকে 'সত্য কি ?'—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অদ্বয়জ্ঞানই সত্য; ইহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ গুণাতীত, পরমার্থ অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপক ও নির্বিকল্প; ইহাদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম' লক্ষিত হইতেছেন; এবং ইহা প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্বজীবের অন্তরে বিরাজমান ও প্রশান্ত, অর্থাৎ ক্ষোভশূন্য; ইহাদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' লক্ষিত হইতেছেন; এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতির নাম 'ভগবান্'। কবিগণ তাঁহাকেই 'বাসুদেব' বলেন। 'কবিগণ'-অর্থে শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তৎকৃত-ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—'তাঁহারা নির্বিশেষজ্ঞানবাদিগণ হইতেও শব্দপ্রমাণে নিপুণ।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উক্তভাবে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই তত্ত্বত্রয় দেখাইয়া গীতা হইতে শ্রীকৃষ্ণোক্তি 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' (১৪।২৭), 'আমি একাংশে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছি' (১০।৪২) উদ্ধার করিয়া এবং আরও অনেক প্রমাণ দেখাইয়া 'বাসুদেব' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমপূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব, ইহা স্থাপিত করিয়াছেন।

ধ্রুবের প্রতি পিতামহ মনুর উপদেশের প্রসঙ্গ এই যে, ধ্রুব যখন ভগবদাদেশে রাজ্যশাসন করেন, তখন তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়াকালে তিনটী বলিষ্ঠ যক্ষের হস্তে নিহত হ'ন। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে মাতা সুরুচিও প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া ধ্রুব যক্ষদিগের স্থান অলকাপুরী আক্রমণ করিয়া বহু যক্ষের বিনাশ সাধন করেন। তখন মনু তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন যে, ভগবদ্ভক্তগণ সর্বভূতে আত্মভাব দর্শনপূর্বক ভূতমাত্রে দয়া, শত্রুকে ক্ষমা প্রভৃতি শিষ্ট আচরণদ্বারা ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ করেন; সুতরাং ধ্রুবের এই যক্ষনিধনকার্য ধ্রুবচরিত্রের অনুরূপ

টিপ্পনী

নহে। উদ্ধৃত শ্লোকে 'প্রত্যগাত্মা' ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে উদ্দেশ করে, যেহেতু তিনি জীবাত্মার পশ্চাতে বা অন্তর্দেশে সাক্ষিরূপে বিরাজমান। 'তদা'-অর্থে পূর্ববর্তী (২৯) শ্লোকে উপদিষ্ট 'পরমাত্মান্বেষণের কালে' বুঝিতে হইবে। 'অনন্ত'-শব্দে উপাধি প্রভৃতি পরিচ্ছেদরহিত ভগবান্ লক্ষিত। 'আনন্দমাত্র' অর্থাৎ আনন্দৈকরস ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী অধ্যায়ের সমস্ত অনুবাকগুলিতেই বর্ণিত। তিনি 'উপপন্ন-সমস্তশক্তি', অর্থাৎ নিখিল শক্তি তাঁহাতেই উপপন্ন বা সম্যগ্ভাবে সিদ্ধ; নির্বিশেষবাদিগণ তাঁহার শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলেও তিনি সমস্ত-শক্তির আশ্রয়। শ্রুতি তাঁহাকে বিবিধশক্তিমান্ বলিয়াছেন, যথা—শ্বেতাশ্বতর ৬।৮। এখানে পরা শক্তিরই কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১) পরা, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (জীবাখ্যা) ও কর্মসংজ্ঞা বা অবিদ্যা—মূলতঃ এই তিন শক্তির কথা বলিয়াছেন, যথা— "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ৮।১৫০-১৫১) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তা'তে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি-নাম॥ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥" চিচ্ছক্তি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (১।৩) আরও বলিয়াছেন যে, ভগবানের এই আত্মভূতা চিচ্ছক্তি নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা; এবং তিনি কাল ও জীবের সহিত নিখিল কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব, যথা—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ" (শ্বেঃ ৬।১৬) বলিয়া ভগবানের জীবশক্তির কথাও শ্রুতি বলিয়াছেন। গীতায়ও (৭।৪-৫, ৯।৮-১০ ইত্যাদি) ভগবান্ স্বীয় শক্তিমত্তার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং নির্বিশেষবাদিগণ স্বমতপোষণজন্য স্বীকার না করিলেও শ্রীভগবানের সর্বশক্তিমত্ত্ব শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি প্রমাণে স্থাপিত। আর সমস্তশক্তির আশ্রয়ই তিনি। আর কাহারও কোনও শক্তি নাই; তবে আর সকলে যে শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা তাঁহারই শক্তিবলে সাধিত। শ্রুতি (কেনোপনিষদ ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। দেবাসুরসংগ্রামে ব্রহ্মেরই বিজয়বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হইয়া মনে করিলেন, "এই বিজয় আমাদেরই।" ব্রহ্ম ইঁহাদের মিথ্যাভিমান জানিয়া তাঁহাদের মঙ্গলার্থে যক্ষরূপে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হই-লেন। অগ্নি ও বায়ু তাঁহার পরিচয় জানিতে তাঁহার নিকটে গেলে তিনি তাঁহাদের বীর্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অগ্নি পৃথিবীর সমস্তবস্তু দগ্ধ করিতে পারেন ও বায়ু সমস্তগ্রহণ করিতে পারেন বলিলে, তিনি একে একে প্রত্যেককে একটী তৃণ দিয়া তাহা যথাক্রমে দাহ ও গ্রহণ করিতে বলেন। তাঁহারা না পারিলে ইন্দ্র গেলে হৈমবতী এক স্ত্রীরত্নের (ব্রহ্ম-বিদ্যার) দর্শন পান। তাঁহার নিকট যক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, "উনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ॥" এই বৃত্তান্ত হইতে উপদেশ প্রাপ্তব্য যে, ব্রহ্মই সকলের শক্তির মূল; তাঁহার শক্তি ভিন্ন কাহারও কোনও সামর্থ্য নাই। এইরূপ ভগবানে পরমা (অর্থাৎ 'অহৈতুকী অব্যবহিতা', ভাঃ ১।২।৬) ভক্তি করিলে 'অহং-মম' এই অবিদ্যাগ্রন্থি সহজে ভেদ করিতে পারা যায়। একথা উপনিষদ্ (মুণ্ডক ২।২।৮) ও ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৩০) "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"—অর্থাৎ "ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিলজীবের আত্মস্বরূপ আমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আমার দর্শনে হৃদয়ের অবিদ্যাজনিত দেহাদিতে 'অহং-মম' বুদ্ধির গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" মনূক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলিতে-ছেন যে, আনন্দমাত্র অর্থাৎ কেবল আনন্দই ভগবত্তত্ত্বে বিশেষ্য বা গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্য, আর সমস্ত শক্তিই বিশেষণ বা প্রভেদকারক গুণ, সুতরাং ভগবান্ ইঁহাদের দ্বারা বিশিষ্ট বা অন্যসমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ, ইহাই শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে। বক্তব্য এই যে, ভগবান্ নির্বিশেষ তত্ত্ব নহেন। তত্ত্ববস্তুর 'ব্রহ্ম'-অনুভূতিতে বিশেষত্ব নাই, ব্রহ্মানুভবিগণের দর্শনে ব্রহ্ম

টিপ্পনী

নির্বিশেষ। সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ-আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশলক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু, সেই তত্ত্বকেই ভগবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। যে হেতুকর্তা জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থানপূর্বক নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত। জীব স্বরূপতঃ আত্মা; জীবাপেক্ষা তাঁহার পরমত্ব; তিনি জীবের সহযোগী ও সাক্ষিরূপে ব্যক্ত।

মনূক্তশ্লোকে যেরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশিষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকেও তাহা প্রদর্শিত। অরূপত্ব, অপাণি-পাদত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম নামক কেবল বিশেষ্য-নির্দেশক; সমগ্র ঐশ্বর্য প্রভৃতি কেবল বিশেষণবাচক। আর বিভুত্ব, সর্বগতত্ব প্রভৃতি বিশিষ্টবাচক। অন্যভাবে অরূপ, অপাণিপাদ প্রভৃতি প্রাকৃতরূপাদি-নিষেধক; জড় জগতে যে রূপ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদি লক্ষিত হয়, চিজ্জগতে তত্ত্ববস্তু সেরূপ প্রকৃতি-রাজ্যান্তর্গত রূপাদিবিশিষ্ট নহেন। 'সংযোগ' ও 'সমবায়' শব্দ দুইটী ন্যায়-শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা। যেখানে নিত্যসম্বন্ধ নাই, সেখানে আকস্মিক মিলনজাত সংযোগ নিত্য নহে। সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌বিগ্রহে অচিৎপ্রকৃতিগত অঙ্গাদির সংযোগ হইতে পারে না। 'অরূপাদি'-দ্বারা তাহাই নিরস্ত হইয়াছে। 'সমবায়' অর্থে অঙ্গ ও অঙ্গী, গুণ ও গুণীর মধ্যে আধার্য ও আধারভাবযুক্ত সম্বন্ধকে বুঝায়। এই সমবায় সম্বন্ধের নিরাস করা হয় নাই, ইহাই শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন। 'ভগবৎ'-শব্দ 'বিভু', 'সর্বগত', 'ব্যাপী', 'অব্যাপ্য' প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপের বাচক, কেবল লক্ষকমাত্র নহে, যেমন 'গঙ্গা'-শব্দ নদীবিশেষের বাচক, তটশব্দের ন্যায় কেবল লক্ষক মাত্র নহে। এই 'বাচ্য' ও 'লক্ষ্য' শব্দদ্বয়ও অলঙ্কারশাস্ত্রের শব্দের বৃত্তিভেদানুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বাচক'-শব্দের লক্ষণে সাহিত্য-দর্পণে দেখা যায়—"বস্ত্যাভিধাবৃত্ত্যাবোধয়তি অর্থানিতি বাচকঃ।" অর্থাৎ অভিধাবৃত্তিদ্বারা যে শব্দ অর্থ বোধগম্য করায়, সেই শব্দকে বাচক বলে, সুতরাং ঐ অর্থ বাচ্য। 'অভিধা'র লক্ষণে বলিয়াছেন—"সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমা অভিধা।" —অর্থাৎ 'সঙ্কেতিত অর্থের বোধোদ্গম করায় বলিয়া শব্দের প্রধানা বা মুখ্যা বৃত্তিই অভিধা।' যে শক্তিদ্বারা কোষ-ব্যাকরণাদি প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয়, তাহাই অভিধা। 'লক্ষ্য'-সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণে বলিয়াছেন—"লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ"—অর্থাৎ 'যে অর্থ শব্দের লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে লক্ষ্য বলে।' শব্দের লক্ষণা বৃত্তি গৌণী বৃত্তি, যে শক্তি-দ্বারা প্রয়োজনবশতঃ বা বহু প্রয়োগবশতঃ প্রকৃত অর্থসম্বন্ধীয় অন্যার্থের বোধ হয়, তাহা 'লক্ষণা'। শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় 'লক্ষণার' লক্ষণ, যথা—"যাদৃশার্থস্য সম্বন্ধবতি শক্তস্তু যদ্ভবেৎ। তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি॥"—অর্থাৎ শব্দের সঙ্কেতিত অর্থ যখন উদ্দিষ্ট-অর্থ-প্রকাশে অক্ষম, তখন তল্লক্ষক অন্য অর্থই গ্রহণীয়।' ইহারই নাম লক্ষণা। লক্ষণার সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—অর্থাৎ 'গঙ্গাতে ঘোষপল্লী'; এখন 'গঙ্গাতে' বলিলে 'গঙ্গার জলমধ্যে' এই অর্থ হয়; কিন্তু গঙ্গার জলমধ্যে ঘোষগণের বাসস্থান কিরূপে সম্ভবপর? এখানে প্রয়োজনবশতঃ সঙ্কেতিত অর্থের স্থলে বাসস্থান-লক্ষক অর্থই লইতে হইবে। অতএব 'গঙ্গাতে' এই শব্দের অর্থ 'গঙ্গার জলমধ্যে' না বুঝিয়া 'গঙ্গাতীরে' বুঝিতে হইবে। ইহাই লক্ষণা। এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকমহোদয়গণকে অস্মদীয় সংস্করণের 'তত্ত্বসন্দর্ভ'-সহিত প্রকাশিত 'সর্বসংবাদিনী'র ২৫-৩০শ পৃষ্ঠায় 'শব্দবৃত্তি' প্রকরণটীর আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন 'ভগবৎ-শব্দ ব্রহ্ম-স্বরূপের বাচক।' ভগবত্তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বস্তুতঃ একই; উপাসকের উপলব্ধি-ভেদে সংজ্ঞা পৃথক্ হইলেও বস্তুতত্ত্বে কোনও পার্থক্য নাই; কেবলাদ্বৈতবাদিগণের উপলব্ধি জন্য ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক ইত্যাদি, কিন্তু ভক্তগণের

টিপ্পনী

সম্যক্ উপলব্ধিজন্য তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, ইত্যাদি ভগবন্নামে পরিচিত। সুতরাং ভগবৎ-শব্দ ব্রহ্মের বাচক, লক্ষক নহে।

এক্ষণে নিরুক্তমতাশ্রয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত 'ভগ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নির্ণীত হইতেছে। 'নিরুক্তির অর্থ নির্বচন বা নিঃশেষে কথন, প্রত্যেক অক্ষরটীর অর্থ লইয়া অর্থ-নির্ণয়। 'নিরুক্ত' বেদের পদসমুদায়ের অবয়বার্থ-নির্বচন-প্রতিপাদক যাস্কপ্রভৃতি মুনি-প্রণীত বেদাঙ্গগ্রন্থ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদাঙ্গ। 'নিরুক্ত' বলিতে নিপাতন বা ব্যাকরণ-লক্ষণদ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্যও উক্ত। ইহা পঞ্চবিধ, যথা—"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ, দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। ধাতোস্তদর্থাতিশয়েনযোগ,-স্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"—অর্থাৎ বর্ণের আগম, বিপর্যয়, বিকার এবং নাশ বা লোপ, আর ধাতুর নির্দিষ্ট অর্থ হইতে অতিরিক্ত অর্থের যোগ, এই পাঁচ প্রকার নিরুক্ত বা নিপাতন। প্রথম চারিটীর উদাহরণ, যথা—"ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ, সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ। গূঢ়োত্মা বর্ণবিকৃতেঃ, বর্ণলোপে পৃষোদরঃ॥"—অর্থাৎ 'হংস'-শব্দে 'স' আগম হইয়াছে, 'সিংহ'-শব্দে 'হিন্স' ধাতুর বিপর্যয় হইয়াছে; 'গূঢ়ঃ আত্মা' 'আ' বিকৃত হইয়া 'ও' হওয়ায় সন্ধিতে 'গূঢ়োত্মা' (পরমেশ্বর) হইয়াছে; আর পৃষ × উদরঃ, 'ৎ' লোপ হওয়ায় 'পৃষোদরঃ' (মেঘ) হইয়াছে। আর নিরুক্তানুসারে ধাতুর অতিরিক্ত অর্থের উদাহরণ 'সম্ভর্তা' প্রভৃতি শব্দদ্বারা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ দেখাইয়াছেন।

'পচতি ভবতি'—কেবল তিঙন্ত-পদযোগে বাক্যরচনার উদাহরণ দেখাইয়া শ্রীজীবপাদ কেবল 'পচতি'-অর্থে পাক হইতেছে বুঝাইলেও পুনরায় তাহার সহিত সত্তা-বাচক 'ভবতি' পদযোগ করিয়া দেখাইতেছেন 'পচতি' তিঙন্ত-পদ হইলেও ইহাতে ধাতুর অর্থ যে পাক, তাহাই বুঝাইতেছে। সেইরূপ 'ভগব' শব্দ ব্রহ্মের বাচক হইলেও তাহার পরে আবার অস্ত্যর্থ-মতুপ্ প্রত্যয়-যোগদ্বারা 'ভগববৎ' না হইয়া নিরুক্তানুসারে 'বৎ'এর 'ব' লোপ হওয়ায় বৈদিকবিধানে 'ভগবৎ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত দুইটী শ্লোকে (৭৩ ও ৭৫) 'ভ' 'গ' 'ব', এই অক্ষরত্রয়ের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; অক্ষর-সাম্যে নির্বচনদ্বারা 'ভ-গ-ব' শব্দ গঠিত হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ 'মতুপ্' প্রত্যয়টী 'নিত্যযোগে' বলিয়াছেন, অর্থাৎ 'ভ গ-ব' অক্ষরগুলির উদ্দিষ্ট গুণগুলি ভগবানে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। পাণিনি-ব্যাকরণে অস্ত্যর্থ 'মতুপ্' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি সাত প্রকার অর্থে ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন, যথা—"ভূমনিন্দাপ্রশংসায়াং নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং মত্বাদয়ো ভবন্ত্যমী",—অর্থাৎ 'ভূমা' (বহুত্ব), নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ, অতিশায়ন (অতিরিক্ততা) ও সংসর্গ, এইসকল অর্থে, এবং 'অস্তি' বা 'আছে' বলিবার ইচ্ছা বুঝাইলে মতুপ্ প্রভৃতি অস্ত্যর্থক প্রত্যয়গুলি হইয়া থাকে। ক্রমিক উদাহরণ, যথা—গোমান্ (বহু গাভীর অধিকারী); হনূমান্ (যাঁহার হনূ বা গণ্ডস্থলের উপরিভাগ নিন্দিত); রূপবান্ (যাঁহার রূপ প্রশংসনীয়); ক্ষীরী বৃক্ষঃ (যে বৃক্ষে ক্ষীর বা দুগ্ধের ন্যায় রস নিত্যযুক্ত বা বর্তমান, যেমন বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ প্রভৃতি); উদরিণী (স্থূলোদরযুক্তা) কন্যা; দণ্ডী (যাঁহার দণ্ডের সহিত সংসর্গ, যেমন একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী); অস্তিমান্ (অস্তিত্বযুক্ত) অস্ত্যর্থ প্রত্যয়গুলি, যথা মতুপ্ বতুপ্, বিন্, ইন্, লচ্, ইলচ্, শ, ইলচ্, উরম্, র, ত্বলচ্, বলচ্, ব, আমিন্, আলুচ্, কিন্, ভ, অচ্, যুস্, প্রভৃতি পাণিনির "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ", "ঝয়ঃ সংজ্ঞায়াম্" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে শব্দের অন্তে অ-আ বা স্পর্শ বর্ণ, উপধাস্থানে ম, অ বা আ থাকিলে 'মতুপ্' এর 'ম' স্থানে 'ব' হয়, তবে যবাদি-শব্দের হয় না। অতএব 'ভগব' শব্দের অন্তে অকার থাকায় তাহার পর 'মতুপে'র 'মৎ' স্থানে 'বৎ' হইয়া 'ভগববৎ' হয়, পুনরায় সেখানে ছান্দসবিধি অনুসারে 'বৎ' এর 'ব' কারেরও লোপ হইয়া 'ভগবৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

পূর্ণভগবত্তত্ত্ব যখন জীবের সম্পর্কে দ্রষ্টা, সাক্ষী, নিয়ন্তৃরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তখন তিনি 'পরমাত্মা' এই নামে প্রসিদ্ধ। একই পূর্ণতত্ত্ব ভগবান্ অসম্যক্ (শক্তিপ্রভৃতি বিশেষরহিত) ভাবে উপলব্ধ হইলে 'ব্রহ্ম'-নামে পরিচিত হন,

এবমেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং বিবৃণোতি—

রাজোবাচ—"নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৪)

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ—

"স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥"
(ভাঃ ১১।৩।৩৫)

অত্র প্রশ্নস্যার্থঃ। নারায়ণাভিধানস্য ভগবতঃ। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদি—প্রসিদ্ধতৎ-সমুদায়তৃতীয়তয়া পাঠাৎ। "নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে" ইত্যত্র স্পষ্টীভাবিত্বাচ্চ। নিষ্ঠাং তত্ত্বম্। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরমাহ, স্থিতীতি। যৎ স্থিত্যাদিহেতুরহেতুশ্চ ভবতি, যচ্চ জাগরাদিষু সদ্বহিশ্চ ভবতি, যেন চ দেহাদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি, তদেকমেব পরং তত্ত্বং

অনুবাদ

এইরূপই প্রশ্নোত্তরযোগে বিবৃত হইতেছে। বিদেহরাজ শ্রীনিমি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার সভায় উপনীত নবযোগীন্দ্র মুনিগণকে বলিলেন (ভাঃ ১১।৩।৩৪)—"হে মুনিগণ! যেহেতু আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আপনারা 'নারায়ণ'-শব্দ-প্রতিপাদ্য বস্তুর এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ আমাদের নিকট বর্ণন করিবার সম্যগ্‌ যোগ্য, অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্বক বর্ণন করুন।" উঁহাদের অন্যতম শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন (ভাঃ ১১।৩।৩৫):—"হে নরেন্দ্র! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু অথচ স্বয়ং হেতুরহিত, তাঁহাকে নারায়ণাখ্য পরমতত্ত্বরূপে জানুন; যিনি স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিদশায় অনুবর্তী থাকিয়া বহিঃ অর্থাৎ সমাধি প্রভৃতি অবস্থায়ও অনুবর্তী, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানুন; এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও হৃদয় যাঁহার বলে সঞ্জীবিত থাকিয়া স্ব-স্ব-কার্যে প্রবৃত্ত থাকে, তাঁহাকে পরমাত্মাখ্য পরমতত্ত্বরূপে জানুন।"

এক্ষণে প্রশ্নটীর অর্থ (শ্রীগ্রন্থকারপ্রদত্ত)—নারায়ণসংজ্ঞক শ্রীভগবান্‌। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ সে সমুদয় তত্ত্ব তৃতীয়স্তরভূতরূপে পঠিত। (ভাঃ ১১।১৫।১৬):—"ভগবন্নামে প্রসিদ্ধ নারায়ণের আখ্যা 'তুরীয়' বা চতুর্থস্তরভূত"—এখানে অর্থটী স্পষ্টীভূত হইবে। 'নিষ্ঠা'—তত্ত্ব। প্রশ্নের ক্রম-অনুসারে (শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি) উত্তর দিতেছেন। যিনি স্থিতি প্রভৃতির হেতু ও স্বয়ং অহেতু, আর যিনি জাগর প্রভৃতি অবস্থায় বিরাজিত থাকিয়া বহির্দেশস্থও হ'ন, এবং যদ্দ্বারা দেহাদি সঞ্জীবিত থাকিয়া

টিপ্পনী

(জগতের অন্তর্যামিরূপে) অংশভাবে উপলব্ধ হইলে 'পরমাত্মা' এই নামে পরিচিত; ভক্তগণের ব্যাসসমাধির (ভাঃ ১।৭।৪) ন্যায় ভক্তিযোগে সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধ হইয়া 'ভগবান্‌'-নামে পরিচিত। তিনটী নামই এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুকেই উদ্দেশ করে। মূলের প্রারম্ভেই যে 'সত্তা'-শব্দ, সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে তাহার অর্থ দিয়াছেন 'প্রকাশ'। ৩।

প্রশ্নক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্ধীতি যোজনীয়ম্। তথাপি ব্রহ্মত্বস্পষ্টীকরণায় বিপর্যয়েণ ব্যাখ্যায়তে। তত্রৈকস্যৈব বিশেষণভেদেন তদবশিষ্টত্বেন চ প্রতিপাদনাৎ তথৈব তত্তদুপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চাবির্ভাবনাম্নোর্ভেদ ইত্যুত্তরবাক্যতাৎপর্যম্। এতদুক্তং ভবতি। স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্তকাবস্থপরমাত্মপরপর্যায়স্বাংশলক্ষণ-পুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্‌ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। পরমাত্মতা চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ, যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদি সর্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্ব-স্ব-কার্যে প্রবর্তন্তে তৎ পরমাত্মরূপং বিদ্ধি। তথা চ—

অনুবাদ

বিচরণ করে, সেই একই পরতত্ত্ব প্রশ্নক্রমানুসারে নারায়ণাদিরূপ বলিয়া জানুন, ইহা যোগ দিতে হইবে। তথাপি ব্রহ্মত্ব স্পষ্ট করিবার জন্য বিপরীতক্রমে ব্যাখ্যাত হইতেছে। সে স্থলে একই তত্ত্ব বিশেষণভেদে তাহা অবিশিষ্টরূপেও প্রতিপাদিত হওয়ায় সেই রূপেই বিভিন্ন উপাসকের অনুভবভেদহেতুও আবির্ভাব ও নামের ভেদ—ইহাই উত্তর বাক্যের তাৎপর্য, ইহা কথিত হইতেছে। তাঁহার কোনও হেতু নাই; স্বরূপশক্তির সহিত বিলাসমাত্র তৎপর থাকায় তাঁহার স্থিত্যাদির হেতু হওয়া সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিয়া

টিপ্পনী

এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই 'বিবৃণোতি' অর্থাৎ বর্ণন করিতেছে, বলা হইয়াছে। এই ক্রিয়ার কর্তৃপদ 'শ্রীনারদ', ইহা অনুচ্ছেদের অন্তে বলা হইয়াছে। একাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত উপদেশপ্রার্থী শ্রীবসুদেবের নিকট শ্রীনারদ বিদেহরাজ শ্রীনিমির সভায় নবযোগীন্দ্রগণের তত্ত্বোপদেশ বিবৃত করেন। শ্রীপিপ্পলায়ন সেই পরমহংস যোগিবরগণের অন্যতম। তাঁহার উপদেশ শ্রীনারদই বর্ণন করায় 'রাজোবাচ', 'শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ' প্রভৃতিদ্বারা তিনিই বক্তা। তাই অনুচ্ছেদের অন্তে 'শ্রীনারদঃ' বলা হইয়াছে। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ (ভাঃ ১১।৩।৩৩):—"নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্"—অর্থাৎ 'নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অনায়াসে দুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন' বলিয়া তাঁহার উপদেশের উপসংহার করিলে, নিমিরাজ উদ্ধৃত প্রশ্নটী করেন। তাহার উত্তর শ্রীপিপ্পলায়ন দেন। নিমিরাজ শ্রীপ্রবুদ্ধের অন্তিম উপদেশে 'নারায়ণপরায়ণ' কথাটী শুনিয়া শ্রীনারায়ণের স্বরূপসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উদ্ধৃত (ভাঃ ১১।১৫। ১৬) শ্লোকাংশে 'নারায়ণ ভগবান্' বলা হইয়াছে। সুতরাং নারায়ণ-নামক ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এই শ্লোকাংশটীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—"তুরীয়াখ্যো—'বিরাড়্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ॥' ইত্যেবং তুরীয় আখ্যা যস্য তস্মিন্নিত্যনেন ভগবচ্ছব্দশব্দিত ইত্যনেন চ নারায়ণস্য তুরীয়ত্বে ষড়ৈশ্বর্যবত্ত্বে চ মনসা ধার্যমাণে সত্যেবেতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ—যস্য স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চেতি কার্যদ্বয়ং সোপাধি, কারণং মায়া চ সোপাধিঃ, কিন্তু তুরীয়ং সচ্চিদানন্দবস্তু আখ্যা আখ্যাগম্য আকারো যস্য তস্মিন্ নারায়ণে। স চ কেন শব্দেনোচ্যতে তত্রাহ ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।"—অর্থাৎ 'বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ, এই তিনটী উপাধি; যাহা এই তিনটী হইতে মুক্ত, সেই পদ ঈশ্বরের বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। এই প্রকারে যাঁহার তুরীয় আখ্যা, তিনি নিত্যতত্ত্ব বলিয়া ভগবচ্ছব্দশব্দিত; ইহাদ্বারা শ্রীনারায়ণ তুরীয় ও ষড়ৈশ্বর্যবান্ মনে ধারণাদ্বারা বিভাব্য। অর্থ এই—তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য দুইটী উপাধিযুক্ত, আর কারণ বা মায়াও উপাধিযুক্ত। কিন্তু যাঁহার

"তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে" (ভাঃ ১০।২৮।৬) ইত্যত্র বরুণকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তুতৌ। টীকা চ—"পরমাত্মনে সর্বজীবনিয়ন্ত্রে" ইত্যেষা। জীবস্যাত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমত্বমিত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি। তত্তদ্‌বিশিষ্টত্বেন ব্রহ্মত্বমাত্রৈক্যে-বমুপতিষ্ঠতীত্যাহ, "স্বপ্নেতি।" যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়মবিশিষ্টং তদ্‌ব্রহ্মরূপং বিদ্ধীতি। শ্রীনারদঃ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্তক-অবস্থাপ্রাপ্ত পরমাত্মা বলিয়া অন্য নামে প্রসিদ্ধ স্বীয় অংশভূত লক্ষণযুক্ত পুরুষযোগে যিনি এই সৃষ্টি-স্থিতি প্রভৃতির হেতু হইয়া থাকেন, তাঁহাকে ভগবদ্রূপে জানুন। পরমাত্মত্ব এইভাবে উপস্থিত হয়, তাহাই বলিতেছেন। যদ্দ্বারা অর্থাৎ যাঁহার হেতুত্বে আত্মার অংশভূত জীব প্রবিষ্ট হইলে দেহাদি, উপলক্ষণে প্রধানাদি সমস্ততত্ত্বই, সঞ্জীবিত হইয়া যাঁহার প্রেরণাক্রমে বিচরণ করে, অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পরমাত্মরূপে জানুন। আরও (ভাঃ ১০।২৮।৬):—"ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব আপনাকে প্রণাম।" বরুণদেব কৃত শ্রীকৃষ্ণের এই স্তবের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"পরমাত্মা অর্থাৎ সর্বজীবের নিয়ন্তা।" জীব আত্মতত্ত্ব; তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের পরমত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব; এই কারণে পরমাত্মশব্দে তাঁহার সহযোগী তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। সেই ভগবান্, পরমাত্মার অবিশিষ্টভাবই ব্রহ্মত্বমাত্র, এইরূপই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; ইহাই 'স্বপ্ন' প্রভৃতিদ্বারা বলিতেছেন। সেই তত্ত্ব যিনি স্বপ্নপ্রভৃতিতে অন্বয়ভাবে স্থিত, আর যাহা তাঁহা হইতে বহিঃস্থ বা ভিন্নভাবে শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতেও সেই ভাবে স্থিত, কিন্তু স্বয়ং অবিশিষ্ট, তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে জানুন। শ্রীনারদের উক্তি। ৪।

টিপ্পনী

তুরীয় (নিরুপাধিক) সচ্চিদানন্দবস্তু আখ্যা, অর্থাৎ ঐ নামে বোদ্ধব্য যাঁহার আকার, তিনি নারায়ণ। তিনি কোন্ শব্দদ্বারা কথিত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি ভগবান্ এই শব্দদ্বারা শব্দিত। গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন:—"জগতে যাবতীয় ক্রিয়মাণ বস্তুর সহিত ভগবৎসেবাসম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয় হইলে জীবের দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চাদি ধারণা অতিক্রম করিয়া (তদতিরিক্ত চতুর্থ) তুরীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হয়।" 'স্থিত্যুদ্ভব'-শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"প্রশ্নক্রমেণৈব প্রথমং নারায়ণং লক্ষয়তি। 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥" (ভাঃ ১।৩।১)। ইত্যাদ্যুক্তেঃ পুরুষরূপ এব অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়ানাং হেতুঃ। স্বয়মহেতু র্হেতুশূন্যঃ......পরব্যোম-নাথ-বাসুদেব-মহাবিষ্ণু......রামকৃষ্ণাদিনামা নারায়ণো যো ভগবচ্ছব্দবাচ্যঃ। স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সৎ অনুবর্তমানং বহিশ্চ সমাধৌ সৎ ব্যাপকং বস্তু যদেব ব্রহ্মশব্দবাচ্যম্। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনাংসি সঞ্জীবিতানি যেন পরমাত্ম-শব্দবাচ্যেন তৎ পরং পরমেশ্বরমেকমেব তত্ত্বমবেহি।" অনুবাদে এই টীকারই অনুসরণ করায় এথানে অর্থ না দিয়া গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের বিস্তৃত বিবৃতি হইতে উপসংহার অংশমাত্র উদ্ধার করিয়া বিষয়টীর সরল অর্থ প্রদত্ত

ইদমেব ত্রয়ং সিদ্ধিপ্রসঙ্গেঽপ্যাহ, ত্রিভিঃ—

"বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞচোদনাম্ ॥
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দ-শব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ ॥
নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরানন্দমবাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥"　　(ভাঃ ১১।১৫।১৫-১৭)

অনুবাদ

এই তিনটী তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতকর্তৃক যোগিগণের বিভিন্ন-সিদ্ধিলাভ-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটী শ্লোকে এইরূপ কথিত হইয়াছে। (ভাঃ ১১।১৫।১৫-১৭):—"ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর বা নিয়ন্তা ও কালবিগ্রহ অর্থাৎ কলয়িতা বা দ্রষ্টা বিষ্ণুতে যিনি চিত্ত ধারণ করেন, তিনি ঈশিত্ব লাভ করেন, যাহার লক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞ

টিপ্পনী

হইতেছে, যথা—"ভগবান্ বিশ্বের জন্মস্থিতিলয়ের 'হেতু' হইয়াও স্বয়ং 'অহেতু'। তিনি জীবের দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-হৃদয় সকলকে জাগর, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও সমাধিতে সঞ্জীবিত করিয়া বিচরণ করাইয়া হেতুকর্তৃরূপে বিচরণ করিয়াও স্বয়ং অহেতু; সেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বকেই 'ভগবত্তত্ত্ব' বলিয়া জানিবে। মহদাদিস্রষ্টা পৌরুষরূপ ধারণ করিয়া যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 'হেতু' পুরুষ, তিনি স্বয়ং হেতুশূন্য হইয়া নিজ স্বরূপে 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য; যিনি জীবের জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ে বর্তমান এবং সমাধিকালেও ব্যাপ্ত, তিনিই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য; এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া যাঁহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ, তিনিই 'পরমাত্ম'-শব্দবাচ্য। সেই পরমেশ্বর বস্তুই শ্রীভগবান্।" শ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যা অনুবাদেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। বরুণদেবের স্তবের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ দেখাইয়াছেন—"ভক্ত্যা জ্ঞানেন যোগেন চ ত্বমেবোপাস্যঃ।"—অর্থাৎ 'ভক্তগণ ভক্তিযোগে আপনার ভগবৎস্বরূপের উপাসনা করেন, জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে আপনার ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করেন, আর যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগে আপনার পরমাত্মস্বরূপের উপাসনা করেন।' শ্রীল সরস্বতী গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণস্তবে তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্ম'-শব্দদ্বয়দ্বারাও নমস্কার করিয়াছেন। সর্ব জীবের নিয়ন্তাই পরমাত্মা এবং জীব সেই আত্মতত্ত্বাংশ। তাহার অংশীর পরমত্ব সিদ্ধ বলিয়া জীবাভিধানের আপেক্ষিক বিচারে পরমাত্মা 'জীব-সহযোগি'রূপে অভিহিত হইয়াছেন। সেই বিশেষসমূহ অবসর লাভ করিলে নির্বিশেষ ব্রহ্মত্বমাত্র অবিশিষ্ট থাকে।" 'বহিঃ'-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ 'শুদ্ধ জীবাখ্যশক্তিতে স্থিত' বলিয়াছেন, কিন্তু চক্রবর্তিপাদ 'সমাধিকালেও ব্যাপ্ত' বলিয়াছেন; শ্রীল সরস্বতীপাদ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই উপরিলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বপ্নাদিতে ও শুদ্ধজীবশক্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত দেখাইয়া ব্যতিরেকভাবে স্বয়ং অবিশিষ্টরূপে স্থিত, দেখাইয়াছেন। অতএব অল্প ভিন্নত্ব সত্ত্বেও মূলতঃ অর্থ একই। প্রশ্নটীতে 'নিষ্ঠা'র-অর্থ স্বরূপ বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ব্রহ্মৈব তাবন্নারায়ণ ইতি ভগবানিতি পরমাত্মেতি চোচ্যতে।" আর শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উপদেশ হইতে ভাঃ ২।৬।৩১ শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীনারায়ণতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, যথা—"নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্। গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥"—অর্থাৎ 'ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। তিনি স্বয়ং অগুণ (মায়াতীত) থাকিয়াও সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম রুদ্রাদিরূপে মায়ার দ্বারা মহৎ গুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকেন'। ৪।

টীকা চ—"ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি। অতএব কালবিগ্রহে আকলয়িতৃরূপে অন্তর্যামিণি। তুরীয়াখ্যে—

'বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরি'ত্যেবং লক্ষণে।
'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥' তদ্বতি ভগবচ্ছব্দ-শব্দিতে।"

ইত্যেষা। শ্রীভগবান্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

জীব ও ক্ষেত্র বা তাহার উপাধিসমূহের প্রেরণাদান অর্থাৎ উহাদের মধ্যে স্বশক্তি-সঞ্চারণ। যিনি তুরীয় সংজ্ঞক, ষড়ৈশ্বর্যসমৃদ্ধ, 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য নারায়ণ আমাতে চিত্ত ধারণ করেন, তিনি মদীয় ধর্মযুক্ত হইয়া বশিতা অর্থাৎ গুণসমূহে অনাসক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে তাঁহার নির্মল মন ধারণ করেন, তিনি যাহাতে সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি হয়, তাদৃশ পরমানন্দলাভ করেন।" শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—"ত্র্যধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণ-মায়া-নিয়ন্তা। অতএব কালবিগ্রহ আকলয়িতা বা গণনাকারী অর্থাৎ সাক্ষিরূপ অন্তর্যামী। তুরীয়াখ্য—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ, এই তিনটী উপাধি; ঈশতত্ত্ব এই তিনটী হইতে মুক্ত বলিয়া তাঁহার পদকে তুরীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন; 'তুরীয়াখ্য'-অর্থে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত বলা হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম 'ভগ'। এই সকল যাঁহার আছে তিনি 'ভগবৎ'-শব্দ-শব্দিত।" ভাগবতীয় তিনটী শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন।৫।

টিপ্পনী

শ্রীউদ্ধবকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধের পঞ্চদশাধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিঘ্নকর চিত্তধারণানুগত অণিমাদি অষ্ট প্রধানা সিদ্ধি ও দশটী গৌণী সিদ্ধি বর্ণন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এই অধ্যায়টীকে শ্রীজীবপাদ 'সিদ্ধিপ্রসঙ্গ' বলিয়াছেন। প্রধান সিদ্ধিগুলির নাম—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি দেহের, প্রাপ্তি ইন্দ্রিয়ের, শেষ চারিটি স্বভাবের। উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকে যথাক্রমে ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চমশ্লোকে এই তিনটীর সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এইরূপ, যথা—"শক্তি-প্রেরণমীশিতা"—অর্থাৎ স্বশক্তিসঞ্চারণ 'ঈশিতা'-নাম্নী সিদ্ধি; "গুণেষসঙ্গো বশিতা"—অর্থাৎ গুণসমূহে বা বিষয়ভোগে অনাসক্তি 'বশিতা'-নাম্নী সিদ্ধি; এবং "যৎকামস্তদবস্যতি"—অর্থাৎ যে যে সুখ কামনা করা যায়, তাহাই নিজের সীমা প্রাপ্ত হয়, ইহাই 'কামাবসায়িতা'-নাম্নী সিদ্ধি।

উদ্ধৃত তিনটী শ্লোকের প্রথমটীর (১৫শ) বিবৃতিতে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"ভগবানের মায়াশক্তিতে গুণত্রয়ের অবস্থান। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁহা হইতে কাল উদ্ভূত হইয়াছে। তিনিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক, সর্বান্তর্যামী। তাঁহার সেবক মুক্ত জীবের ঈশিত্বসিদ্ধি করতলগতা। যাঁহারা ভগবান্‌কে ত্রিগুণান্তর্গত ও কালাধীন ব্যাপ্ত বিশ্বের অন্যতম জ্ঞান করেন এবং স্বয়ং (আপনাকে) অন্তর্যামী মনে করেন, তাঁহারা মায়াধীশ ও মায়াবশের ভেদবিচাররহিত হইয়া ঈশিত্ব কল্পনা করিয়া বিবর্তগ্রস্ত হ'ন।" দ্বিতীয় (১৬শ) শ্লোকটীর

অথ বদন্তীত্যাদ্যস্য পদ্যস্য প্রত্যবস্থানং যাবৎ তৃতীয়সন্দর্ভমুদ্ভাব্যতে, তত্র যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং বক্তুং ব্রহ্মাবির্ভাবে তাবদ্‌যোগ্যতামাহ—

"তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৬)

অনুবাদ

এখন 'বদন্তি' (ভাঃ ১।২।১১) শ্লোকের প্রতিপক্ষতা-বিচার-জন্য তৃতীয় (পরমাত্ম-) সন্দর্ভের উদ্ভাবন যে পর্যন্ত হইতেছে, সে পর্যন্ত আলোচ্য তন্মধ্যে উপাসকের বিশেষ যোগ্যতানুসারে তত্ত্ববস্তুর বিশিষ্ট আবির্ভাব (বা স্ফূর্তি) বিষয়ে শ্রীব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৬) :—"হে ভূমন্! আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা (ব্রহ্মতত্ত্ব) বিষয়নিবৃত্ত নির্মল অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে,

টিপ্পনী

শ্রীচক্রবর্তিটীকা পূর্ব অনুচ্ছেদে টিপ্পনীর মধ্যে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। উহা শ্রীস্বামিপাদের টীকারই অনুবর্তী। শ্রীল সরস্বতীপাদ তাঁহার এই শ্লোকের বিবৃতিতে অসতর্ক যোগসাধককে এইভাবে সতর্ক করিয়াছেন, যথা—"জগতে যাবতীয় ক্রিয়মাণ বস্তুর সহিত ভগবৎসেবা-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে জীবের দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চাদিধারণা অতিক্রম করিয়া তুরীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ক্রমে সমগ্র জগৎ তাঁহার অধীন হয়। তিনি কায়, মনঃ ও বাক্যকে বশীভূত করিয়া বশীকরণ-সিদ্ধি লাভ করেন। যাহারা বেগসমূহের (শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকোক্ত ষড়্‌বেগের) ভৃত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাকে কর্মবীর জানিয়া মাদকদ্রব্যাদির ন্যায় দ্রব্যাদির বশীভূত হয়, তাহারা বশিতা-সিদ্ধি-লাভের অভিনয়কে সিদ্ধি বলিয়া মনে করে।" 'তুরীয়'-শব্দে অর্থবাচক শ্লোকটীতে 'বিরাট্' ও 'হিরণ্যগর্ভ' শ্রীব্রহ্মার নামবাচক হইলেও প্রথমটী স্থূলশরীরসমষ্টিগত এবং দ্বিতীয়টী সূক্ষ্মশরীরসমষ্টিগত। সুতরাং এই দুইটী নাম উপাধিনির্দেশক। এবং 'কারণ' বা মায়াও তাহাই। 'চতুর+ঈয়' (নিপাতনে) 'তুরীয়' অর্থাৎ চতুর্থ, পূর্বোক্ত তিনটী উপাধির অতীত তত্ত্ব নির্গুণব্রহ্ম; চক্রবর্তিপাদ ষড়ৈশ্বর্যবান্ ভগবান্ বলিয়াছেন। স্বামিপাদও এই 'তুরীয়' শ্লোকের পরেই 'ঐশ্বর্য' প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটী উদ্ধার করায় তিনিও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্‌কেই উদ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু পরেই তদ্বান্ ভগবান্, ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ 'ইত্যেষা' (অর্থাৎ ইহা বা টীকা এই) বলিয়া স্বামিটীকার উপসংহার করিয়াছেন। ভাগবতীয় তৃতীয় (১৭শ) শ্লোকটীতে নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্তধারণকারী 'পরমানন্দ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মানন্দ' লাভ করেন; তাহাতেই সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি হয়, সুতরাং 'সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১৭) ভক্তিরস, যাহা 'পরার্ধগুণীকৃত' ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক আনন্দপ্রদ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৮), তাহার লাভে কামাবসায়িতা নিশ্চয়ই সমুদিত জানিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা-ব্যতীতই সিদ্ধিসমূহ তাঁহার করতলগত। শ্রীল সরস্বতীপাদ এই শ্লোকের এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, যথা—"প্রাকৃত জগতে তিনটী গুণের অবস্থান। এই গুণত্রয়ে আত্মবন্ধন করিলেই জীব কামনাযুক্ত হয়। আর অখিলসদ্‌গুণসম্পন্ন, গুণাতীত পুরুষোত্তমের সেবাপর হইলেই তাহাদের জড়কাম সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিনাশলাভ করে। নিত্যকামদেবের (ভগবানের) কামসেবা উদিত হইলে কামাবসায়িতা-নাম্নী সিদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে করতলগতা হয়।"

পূর্ব-অনুচ্ছেদ-কথিত তত্ত্বত্রয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্—এই তিন তত্ত্ব, সিদ্ধিসমূহবর্ণনমুখে ভগবৎকথিত তিনটী শ্লোকে সম্যগ্‌ভাবে স্থাপিত হইল। ৫।

যদ্যপি ব্রহ্মত্বে ভগবত্ত্বে চ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তথাপি হে ভূমন্ স্বরূপেণ গুণেন চানন্ত তে তবাগুণস্য অনাবিষ্কৃতস্বরূপভূতগুণস্য যো মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বং ব্রহ্মত্বমিতি যাবৎ। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি" শ্রুতেঃ (বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ) স তব মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণৈঃ জনৈঃ বিবোদ্ধুমর্হতি তেষাং বোধে প্রকাশিতুমর্হতি সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। কস্মান্নিমিত্তাৎ তত্রাহ—স্বানুভবাৎ শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ সা চ স্থূলসূক্ষ্মদেহবিকারময্যেব সতী কথং নির্বিকারত্বম্পদার্থং বিষয়ং কুর্বীত ?

অনুবাদ

যেহেতু উহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) অনন্যবোধ্য বা স্বতঃপ্রকাশভাবেই অবিক্রিয় বা নির্বিকার, অরূপ বা বিষয়াকার-শূন্য, স্বানুভব অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার বা স্ফূর্তির বিষয় হইয়া থাকে ; অন্যপ্রকারে হয় না।" যদিও পূর্বের (৩-৪) শ্লোকে ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তথাপি হে ভূমন্, অর্থাৎ স্বরূপে ও গুণে অনন্ত, আপনি অগুণ অর্থাৎ আপনার স্বরূপভূতগুণ অনাবিষ্কৃত ; আপনার যে মহিমা বা মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহত্ত্ব, তাহাই ব্রহ্মত্ব। শ্রুতিতেও তাহা বলা হইয়াছে, যথা—" 'ব্রহ্ম' বলা হয় কেন ? যেহেতু ব্রহ্ম অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ অতিবৃহৎ ও সকলের বৃদ্ধিপ্রাপক বা পোষক।" আপনার সেই মহিমা অমলান্তরাত্মা, অর্থাৎ যাঁহাদের শুদ্ধ অন্তঃকরণ, এইরূপ ব্যক্তিরই বোধগম্য হইবার যোগ্য, আর তাঁহাদের বোধ হইলে প্রকাশ পাইতে সমর্থ। কি নিমিত্ত তাহা হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'স্বানুভবহেতু' অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বম্-পদার্থ (শুদ্ধ জীবাত্মার) বোধ হেতু। যদি প্রশ্ন হয়, 'অনুভব' ত' অন্তঃকরণের বৃত্তি, আর স্থূলসূক্ষ্মদেহ বিকারযুক্ত ; এরূপ হইয়া উহা কিরূপে বিকারশূন্য যে ত্বম্-পদার্থ, তাহাকে স্বীয় বিষয়ীভূত বা গোচরীভূত করিতে পারিবে ? ইহার উত্তর—উহা অবিক্রিয় অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মদেহবিকারশূন্য। পুনরায় যদি প্রশ্ন হয় যে, অনুভব ত' বিষয়াকার, কেবল বিষয়কেই যুক্তিদ্বারা

টিপ্পনী

শ্রীব্রহ্মার উদ্ধৃত স্তবটীর বিস্তৃত টীকা শ্রীগ্রন্থকার দিয়াছেন। শ্লোকটীর উপক্রমণিকাতে শ্রীল স্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানে প্রয়াসম্" ও "শ্রেয়ঃ স্রুতিম্" (৩য় ও ৪র্থ শ্লোক) হইতে বুঝা যাইতেছে যে, "ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত আপনার সগুণ ও নির্গুণ, এই উভয়েরই জ্ঞান দুর্ঘট ; আপনার কথা শ্রবণাদি ভিন্ন আপনাকে পাইবার আর কোনও উপায়ই নাই, ইহা বলিয়াছি। যদিও দুইটীই দুর্জ্ঞেয়, ইহা একভাবেই বলা হইয়াছে, তথাপি গুণাতীত তত্ত্বের জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণ হইতে পারিলেও আপনি অচিন্ত্য অনন্তগুণসম্পন্ন বলিয়া সগুণতত্ত্বটীর জ্ঞান হইতে পারে না।" 'মহিমা' শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্বরূপ এক ধর্ম ; শ্রীমৎস্যদেবের (মূলে উদ্ধৃত) ও শ্রীধ্রুবের (ভাঃ ৪।৯।১০) উক্তির মধ্যে 'ব্রহ্মণি মহিমনি' হইতে দেখা যায়, মহিমশব্দে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম।" অতএব ভগবানের মহিমা বা ব্রহ্মত্ব বোধগম্য হইয়া থাকে তাঁহাদের, যাঁহাদের অন্তরাত্মা অমল ; শুধু তাই নয়, যাঁহারা অবিক্রিয় বা বিকারশূন্য অর্থাৎ মায়াধর্মরহিত ; ইহার উপর তাঁহারা অরূপ বা বিষয়াকারত্বরহিত ব্রহ্মাকার ; সুতরাং ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাকার-প্রাপ্ত শুদ্ধ জীবগণের অনুভববিষয়, ইহাতে কোনও দোষ নাই। যেমন বিষয়াকার-অনুভব শব্দস্পর্শাদিকেই বিষয়ীভূত করিতে পারে, ব্রহ্মকে নয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাকার-অনুভব ব্রহ্মকেই বিষয়ীভূত করে, শব্দাদিকে নয়। তাই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন, ব্রহ্ম স্বানুভব অর্থাৎ আত্মাকার-অন্তঃকরণের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ। তবে অনন্তকল্যাণগুণসমন্বিত ভগবত্তত্ত্ব

তত্রাহ, অবিক্রিয়াৎ ত্যক্ততত্তদ্বিকারাৎ। ননু বিষয়াকার এবানুভবো বিষয়মুপাদদীত শুদ্ধত্বম্পদার্থস্তু ন কস্যাপি বিষয়ঃ স্যাৎ প্রত্যগ্‌রূপত্বাৎ। তত্রাহ, অরূপতঃ রূপ্যতে ভাব্যতে ইতি রূপো বিষয়ঃ তদাকারতারহিতাৎ। দেহদ্বয়াবেশবিষয়াকারতারাহিত্যে সতি স্বয়ং শুদ্ধত্বম্পদার্থঃ প্রকাশত ইতি ভাবঃ। ননু সূক্ষ্মচিদ্রূপত্বম্পদার্থানুভবে কথং পূর্ণচিদাকাররূপমদীয়ব্রহ্মস্বরূপং স্ফুরতু ? তত্রাহ, অনন্যবোধ্যাত্মতয়া, চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধত্বম্পদার্থৈক্যবোধ্যস্বরূপতয়া। যদ্যপি তাদৃগাত্মানুভবানন্তরং তদনন্যবোধ্যতাকৃতৌ সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পূর্বং তদর্থমেব কৃতয়া সর্বত্রাপ্যুপজীব্যয়া সাধনভক্ত্যারাধিতস্য শ্রীভগবতঃ প্রভাবাদেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ। তদুক্তং "বদন্তী"ত্যাদি পদ্যানন্তরমেব (ভাঃ ১।২।১২)—

অনুবাদ

সমর্থিত করিতে পারে, শুদ্ধত্বম্-পদার্থ কিন্তু কাহারও বিষয়ীভূত হইতে পারে না। যেহেতু উহা প্রত্যক্ রূপঅর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পশ্চাদ্বর্তী ব্যাপার। ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু উহা অরূপ ; যাহার রূপ করণ বা ভাবনার যোগ্য, তাহাই রূপ বা বিষয়, ইহা কিন্তু তদাকারতারহিত। দেহদুইটীর আবেশের বিষয়াকার নয় বলিয়াই স্বয়ং শুদ্ধত্বম্ পদার্থ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাই ভাব। ইহার উপরও যদি প্রশ্ন হয় যে, সূক্ষ্ম চিৎরূপ ত্বম্ পদার্থের অনুভবে কিরূপ পূর্ণচিদাকাররূপ আমার (ভগবানের) ব্রহ্মস্বরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইল ?'—তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, 'অন্যভাবে উহা বোধের উপযোগী নহে, চিদাকারবিষয়ে সাম্য থাকায় শুদ্ধত্বম্-পদার্থ স্বরূপতঃ একই তত্ত্ব বলিয়া তদ্দারা বোধের যোগ্য।' যদিও ঐরূপ আত্মানুভবের পরে যাহা অন্যরূপে বোধ্য নহে, তাহার বোধকার্যে সাধকের শক্তি নাই, তথাপি তন্নিমিত্ত কৃত সকলক্ষেত্রেই উপজীব্য বা অবলম্বনীয় সাধনভক্তিযোগে আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবেই তাহাও (ঐ বোধও) ঐ স্থলে উদিত হয়। "বদন্তি" (১।২।১১)

টিপ্পনী

ইঁহাদের অনুভবযোগ্য নহেন, কেবল প্রেমভক্তিদ্বারাই তৎস্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয়, যাহা শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।১৪।২১) বলিয়াছেন —"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"। সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য শ্রীব্রহ্মার স্তবে ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক দুইটী উদ্ধারপূর্বক তাহাদের সংক্ষিপ্ত অর্থ প্রদত্ত হইতেছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব, জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি,-র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ (৩) ॥ শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"—অর্থাৎ 'হে ভগবন্, যাহারা আপনাতে প্রণত থাকিয়া অক্ষজজ্ঞানলাভের চেষ্টা দূরে বর্জনপূর্বক নিজ আশ্রমাদিধর্মে অবস্থিত থাকিয়াও সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার যশঃকথা শ্রবণই কায়মনোবাক্যে বরণপূর্বক জীবন ধারণ করেন, আপনি ত্রিলোকে অজিত হইয়াও তাঁহাদের নিকট জিত বা বশীভূত। (৩)। হে বিভো, চরমকল্যাণলাভের একমাত্র উপায় যে ভবদীয় শ্রীচরণে অহৈতুকী ভক্তি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলজ্ঞানলাভজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তাঁহাদের অবস্থা স্থূলতুষ (বা ধানাভাঙ্গা আগড়া) হইতে শস্য পাইবার আশায় যাহারা তাহাই আঘাত করে (আছড়ায়), তাহাদের মত অর্থাৎ ফলস্বরূপে তাহাদের ক্লেশই প্রাপ্য হয়, প্রকৃতজ্ঞানলাভ হয় না। (৪)।"

"তচ্ছ্রদ্দধানা" (ভাঃ ১।২।১২) শ্লোকটীর শ্রীল চক্রবর্তিপাদের অতি সুন্দর ব্যাখ্যাসমেত টীকাটী বাহুল্যভয়ে

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" ইতি

সত্যব্রতং প্রতি শ্রীমৎস্যদেবোপদেশে চ (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" ইতি

ব্রহ্মা শ্রীভবন্তম্॥ ৬॥

অনুবাদ

শ্লোকের অব্যবহিত পরেই (ভাঃ ১।২।১২ শ্লোকে) ইহা কথিত হইয়াছে, যথা—"সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব বস্তুতে শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত মুনি অর্থাৎ মননশীল পুরুষগণ শাস্ত্র বা গুরূপদেশশ্রবণফলে আশ্রিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সমন্বিত ভক্তিদ্বারা স্বীয় আত্মায় পরমাত্মতত্ত্বের দর্শন প্রাপ্ত হ'ন।" শ্রীমৎস্যাবতার ভগবান্‌ও রাজর্ষি শ্রীসত্যব্রতকে উপদেশ দিয়াছেন (ভাঃ ৮।২৪।৩৮):—"(সপ্তাহকালপরে যে প্রলয় হইবে, তৎকালে) তোমার প্রশ্নের উত্তররূপে তোমার হৃদয়ে প্রকাশপ্রাপ্ত, তোমার প্রতি অনুগ্রহ-পূর্বক উপদিষ্ট পরব্রহ্মনামে খ্যাত আমার মহিমাও জানিতে পারিবে"। ৬।

টিপ্পনী

উদ্ধৃত না করিয়া কেবল তাহার মর্ম প্রদানপূর্বক অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহোদয়গণের সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। "মুনিগণ অর্থাৎ মননশীল জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ ভক্তিসহযোগে দর্শন করেন। ('বদন্তি' শ্লোকের তত্ত্ববস্তুর 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই তিনটী রূপের মধ্যে) 'ব্রহ্ম'—এই মতে 'আত্মনি' অর্থাৎ তৎ-পদার্থ ঈশ্বরে 'আত্মানম্' অর্থাৎ ত্বম্-পদার্থ জীবকে দর্শন বা অনুভব করেন। 'পরমাত্মা'—এই মতে 'আত্মনি' অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে 'আত্মানম্' অর্থাৎ অন্তর্যামীকে দেখেন বা ধ্যানদ্বারা অবলোকন করেন। 'ভগবান্'—এই মতে 'আত্মনি' অর্থাৎ মনে এবং বাহিরেও স্ফূর্তিপ্রাপ্ত 'আত্মানম্' অর্থাৎ ভগবান্‌কে দেখেন বা তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করেন। 'কিরূপ ভক্তি?' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই ভক্তি প্রথমে গুরুমুখ হইতে শ্রুত, তৎপরে গৃহীত। রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধ অর্থে ভক্তিশব্দ ভগবদ্ বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদিই; অতএব ব্রহ্মোপাসক ও পরমাত্মোপাসকগণকেও স্বস্ব সাধ্যসিদ্ধির জন্য ভগবানেই ভক্তি করিতে হয়। 'ভক্তি'র আর একটী বিশেষণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য উঁহাদের উভয়ের পক্ষে পৃথগ্‌ভাবে সাধ্য; শুদ্ধ-ভক্তের পক্ষে পৃথগ্‌ভাবে ঐ দুইটী নিষিদ্ধ, যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২০।৩১)—তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য, যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং, প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"—অর্থাৎ আমাতে ভক্তিযোগযুক্ত ও আমাতে সন্নিবিষ্ট-চিত্ত যোগীর পক্ষে তাঁহার শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানও না, বৈরাগ্যও না।' কিন্তু ব্রহ্ম-পরমাত্মার সাধনে জ্ঞান এবং যোগ ভক্তির সাহায্যেই সিদ্ধিলাভ করে।"

শ্রীসত্যব্রতকে ভগবদবতার শ্রীমৎস্যদেবের উপদেশসম্বন্ধে প্রসঙ্গটী বোধ হয় পাঠকমহোদয়গণের সকলেরই জ্ঞাত না থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে উহা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবানের দশবিধ স্বাংশাবতারের মধ্যে মৎস্যাবতারই আদি। হয়গ্রীব নামক অসুর কর্তৃক কল্পাবসানে নৈমিত্তিক প্রলয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ অপহৃত হওয়ায় ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে আদি-মৎস্যরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। রাজর্ষি সত্যব্রত জলমাত্র পান করিয়া শ্রীনারায়ণের তপস্যা করিতেছিলেন। একদা কৃতমালা নদীতে (দ্রবিড়দেশে) তর্পণকালে তাঁহার অঞ্জলিস্থিত-

তাদৃশাবির্ভাবমাহ, সার্দ্ধেন—

"শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং, শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারবান্ ক্রিয়ার্থো, মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥
তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো, ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥" (ভাঃ ২।৭।৪৭)

অয়মর্থঃ। সর্বতো বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্মেতি যদ্বিদুস্তৎ খলু পরমস্য পুংসো ভগবতঃ পদমেব; নির্বিকল্পতয়া সাক্ষাৎকৃতেঃ প্রাথমিকত্বাৎ, ব্রহ্মাংশচ ভগবত এব নির্বিকল্পসত্তারূপত্বাৎ, বিচিত্ররূপাদি-বিকল্পবিশেষবিশিষ্টস্য ভগবতস্তু সাক্ষাৎকৃতেস্তদনন্তরজত্বাৎ, তদীয়স্বরূপভূতং তদ্ব্রহ্ম

অনুবাদ

ঐরূপ আবির্ভাবের কথা শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিতেছেন (ভাঃ ২।৭।৪৭):—"(মুনিগণ যাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলেন), তিনি পরমপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানের পদ বা প্রাথমিক প্রতীতি। তিনি নিত্য প্রশান্ত বা ক্ষোভশূন্য, সম বা উচ্চাবচভেদশূন্য, অতএব অভয়, প্রতিবোধমাত্র অর্থাৎ কেবল জ্ঞানৈকগম্য, শুদ্ধ সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্, অজস্রসুখ অর্থাৎ সর্বদা সুখময়, শোকরহিত, আত্মতত্ত্ব।

টিপ্পনী

জলে এক শফরী (অতি ক্ষুদ্র মৎস্য) দৃষ্ট হয়। শফরী তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি শফরীকে কলসীমধ্যস্থ জলে রাখেন। শফরী ক্রমান্বয়ে শরীর বর্দ্ধিত করিতে থাকিলে, তিনি ক্রমশঃ শফরীকে কটাহ, সরোবর, হ্রদ, অবশেষে সমুদ্রেও স্থান দিতে সমর্থ না হইয়া শফরীকে ভগবদ্রূপে বুঝিয়া স্তব করিলে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তখন হইতে সপ্তাহ-মধ্যে মহাপ্রলয় হইবে বলিয়া তাৎকালিক করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রলয় উপস্থিত হইলে ভগবৎ-কথিত নৌকা সমাগত হইলে রাজা বিপ্রশ্রেষ্ঠগণসহ নৌকারোহণ করেন। ভগবান্ মহামৎস্যরূপে নৌকা রক্ষা করেন। সত্যব্রত নানা স্তবস্তুতি করিলে ভগবান্ ঋষিগণসহ তাঁহাকে স্বরহস্য জ্ঞাপন করেন। এই সত্যব্রতই বর্তমানকল্পে বৈবস্বত মনু। বিভিন্ন মন্বন্তরে মৎস্যাবতারসম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (পূর্বখণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে) শাস্ত্র উদ্ধারপূর্বক বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, শ্রীধরস্বামিপাদমতে চাক্ষুষ মন্বন্তরাবসানে ভগবান্ সত্যব্রতকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য মায়াদ্বারা স্বাপ্নিকবিষয়ের ন্যায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকেও বৈরাগ্যনিমিত্ত দেখাইয়াছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকটী (ভাঃ ৮।২৪।৩৮) শ্রীভগবান্ শ্রীসত্যব্রতকে উক্ত উপদেশদানমুখে বলেন। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"মহৎ আমার যে মহিমা এক ধর্ম, তাহা আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ। 'অনুগৃহীত'—তোমাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রদত্ত; যেরূপ জীবগণকে বিষয়গ্রহণ জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ-গ্রহণজন্যও কিছু স্বীয় সামর্থ্য তোমাকে কৃপাপূর্বক দান করিব। 'কি ভাবে অনুগ্রহ করিবেন?' এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—'তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তররূপে তোমার হৃদয়ে বিবৃত করিয়া আমাকর্তৃক নির্দেশের যোগ্য না হইলেও বলপূর্বক তোমাদ্বারা তাহা গ্রহণ করাইব।' ইহাই ভাব।" অতএব প্রমাণীকৃত হইল যে, অনন্তবুদ্ধিসহকারে ভগবদ্ভক্তিলাভ সাধকের শক্তিতে না হইলেও তাঁহার সাধনভক্তিদ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হইলে তিনিই তাঁহাকে উহা অনুগ্রহপূর্বক অর্পণ করিয়া থাকেন। সাধনদ্বারা নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু কল্যাণগুণশালী সবিশেষ ভগবদ্দর্শনলাভ ভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়ভক্তের অনুগ্রহসাপেক্ষ। ৬।

তৎসাক্ষাৎকারাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। নির্বিকল্পব্রহ্মণস্তস্য স্বরূপলক্ষণমাহ, প্রতিবোধমাত্রমিতি অজস্র-সুখমিতি চ। জড়স্য দুঃখস্য চ প্রতিযোগিতয়া প্রতীয়তে যদ্বস্তু যচ্চ নিত্যং তদেকরূপং তদ্রূপ-মিত্যর্থঃ। যৎ আত্মতত্ত্বং সর্বেষামাত্মনাং মূলম্। আত্মাহি স্বপ্রকাশরূপতয়া নিরুপাধিপরম-প্রেমাস্পদতয়া চ তত্তদ্রূপেণ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অথ তস্য সুখরূপস্য অজস্রত্বে হেতুমাহ, শশ্বৎ প্রশান্তং নিত্যমেব ক্ষোভরহিতম্, অভয়ং ভয়শূন্যং, বিশোকং শোকরহিতঞ্চেতি। ন চ সুখরূপত্বে

অনুবাদ

জ্ঞাতা যে আত্মা, তাঁহার স্বরূপ); পুরুকারকবান্ অর্থাৎ কর্তা, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত কারকসাধ্য, ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিক্রিয়াফলবাচক শব্দ নাই বা তাঁহাতে প্রবর্তিত হয় না, অর্থাৎ তিনি উক্ত প্রকার আরোপিত শব্দের বিষয় নহেন, যেহেতু তিনি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য। মায়া তাঁহার সম্মুখে লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করেন।" শ্রীল গ্রন্থকারপ্রদত্ত ইহার অর্থ—সমস্ত পদার্থ হইতে বৃহত্তম নিবন্ধন ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহাকে জানেন, তিনি পরমপুরুষ ভগবানেরই পদ, নির্বিকল্প সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক স্বরূপ, যেহেতু ব্রহ্ম ভগবানেরই নির্বিকল্প সত্তা; বিচিত্ররূপাদিবিকল্পবিশেষযুক্ত ভগবানের সাক্ষাৎকার তাহার পরে হয় বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত সেই ব্রহ্ম তাঁহার সাক্ষাৎকারের আস্পদ হইয়া থাকেন। সেই নির্বিকল্প ব্রহ্মের

টিপ্পনী

'ঐরূপ আবির্ভাব' অর্থে একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু উপাসকের যোগ্যতা-অনুসারে কখনও ব্রহ্মরূপে, কখনও বা পরমাত্মরূপে, আবার পূর্ণ ভগবদ্রূপে প্রতিভাত হ'ন। উদ্ধৃত সার্ধ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে তত্ত্ববস্তুর ব্রহ্মরূপে প্রতীতির কথা বলিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ইহার যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে বিষয়টী বিশদভাবে বোধগম্য হইবে বলিয়া, তাহার মর্ম প্রদত্ত হইতেছে। "পরমেশ্বর অধিকারিবিশেষে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধদর্শনে প্রতিভাত হ'ন। পূর্বে (পূর্বশ্লোক পর্যন্ত) ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সম্বন্ধে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা পরম পুরুষ অপ্রাকৃত বিচিত্ররূপ-গুণাদি বিশেষণযুক্ত ভগবানের প্রাথমিক প্রতীতি। শব্দে জড়ীয় আকাশের গুণ-থাকা-হেতু শব্দ মায়িক। মায়া ভগবানের সম্মুখে যাইতে লজ্জা বোধ করিয়া অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে। সুতরাং অপ্রাকৃতরূপগুণাদিযুক্ত ভগবান্‌কে প্রাকৃত শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। তথাপি ভগবান্ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ অথবা পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্ট ইত্যাদি প্রাকৃতবস্তুর সাহায্যে আরোপদ্বারা লোকের চিত্ত আংশিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বস্তুতঃ ভগবানের রূপ কিংবা রূপাভাস দর্শন না করিয়াও লোকসকল চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা 'আমার প্রভু ভগবান্‌কে আমি ধ্যান করিতেছি', এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিত হ'ন, ভগবান্‌ও তাঁহার অপারকৃপাহেতু 'আমাকে এই ভক্ত ধ্যান করিতেছে'—ইহা বিবেচনা করিয়া সেই সেবোন্মুখ ভক্তকে সেবাদানের জন্য নিজের চরণসমীপে আনয়ন করেন। সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপের শব্দগম্যত্ব ভগবানের কৃপাদ্বারাই সিদ্ধ হয়। পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপের প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিশেষরাহিত্যহেতু তাঁহার শব্দগম্যত্ব হইতে পারে না। অতএব 'ইহা ব্রহ্ম' এই বাক্যদ্বারা ভগবৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎ-স্বরূপের আংশিক প্রাথমিক দর্শনমাত্র। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ শব্দবোধ্য নহেন। শব্দগম্য ভগবৎস্বরূপের নির্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপকে ভগবৎসম্বন্ধি বলিয়া বর্ণন করাতে ভঙ্গিদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপেরও শব্দগম্যত্ব বলা হইল।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতি হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—"বিচিত্র লীলাময় ভগবানের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার ব্রহ্ম

তস্য পুণ্যজন্যত্বং স্যাদিত্যাহ, শব্দো ন যত্রেতি। যত্র ক্রিয়ার্থো যজ্ঞাদ্যর্থঃ পুরুকারকবান্ শব্দো ন প্রবর্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" ইত্যাদিরীত্যা কেবলমুপনিষদেব প্রকাশিকা ভবতীত্যর্থঃ। পুনঃ সুখস্বরূপত্বে চেন্দ্রিয়জন্যত্বং ব্যাবর্তয়তি শুদ্ধমিত্যাদিনা। তত্র শুদ্ধং দোষরহিতম্। সমমুচ্চাবচতাশূন্যম্। সদসতঃ পরং কারণ-কার্যবর্গাদুপরিস্থিতম্। কিং বহুনেত্যাহ, মায়া চ যস্যাভিমুখে যদুন্মুখতয়া স্থিতে জীবন্মুক্তগণে বিলজ্জমানৈব পরৈতি পলায়তে ততো দূরং গচ্ছতীত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মা নারদম্॥ ৭॥

অনুবাদ

স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন—তিনি প্রতিরোধমাত্র ও অজস্র সুখ। জড়জাত দুঃখের প্রতিযোগিভাবে যে বস্তু প্রতীয়মান হ'ন, আর যিনি নিত্য তাঁহার একই রূপ, সেই রূপ। যিনি আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল। আত্মাই স্বপ্রকাশরূপে নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদ হইয়া সেই সেই রূপে প্রতীত হ'ন। আর তাঁহার সুখরূপ অজস্র কেন? তাহার কারণ বলিতেছেন—'শশ্বৎ প্রশান্ত' অর্থাৎ নিত্য ক্ষোভরহিত; ইহারই ন্যায় অভয় বা ভয়শূন্য, আর বিশোক বা শোকরহিত। আর তাঁহার সুখরূপত্ব পুণ্য-জন্য নহে, তাই বলিতেছেন—তাঁহাতে শব্দ নাই, অর্থাৎ ক্রিয়ার্থ বা যজ্ঞাদিনিমিত্ত পুরুকারকবান্ শব্দ তাঁহাতে প্রবর্তিত হয় না। কিন্তু 'ঔপনিষদ পুরুষ' এই-বচনাদি-অনুসারে কেবল উপনিষৎই তাঁহার প্রকাশিকা। আবার তাঁহার সুখস্বরূপত্ব যে ইন্দ্রিয়-জন্য, তাহাও 'শুদ্ধ', আদি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন। এখানে 'শুদ্ধ' বলিতে দোষরহিত বুঝাইতেছে। আর 'সম' অর্থাৎ উচ্চাবচতাশূন্য। সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ কারণ-কার্যসমূহের উপরে অবস্থিত। আর বেশী কি বলিতে হইবে? মায়া পর্যন্ত তাঁহার সম্মুখে (থাকিতে পারেন না) অর্থাৎ তাঁহাতে উন্মুখভাবে স্থিত জীবন্মুক্তগণের নিকট লজ্জা পাইয়া পলায়ন করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখ হইতে দূরে চলিয়া যা'ন। ইহা শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি। ৭।

টিপ্পনী

নিত্য ক্ষোভরহিত, ভয়শূন্য, শোকরহিত, উচ্চাবচভাবমুক্ত; তাঁহা হইতেই অজস্রসুখোৎপত্তি। পরমাত্মা কার্যকারণাতীত। তিনি জড়ের ও দুঃখের প্রতিযোগী। পরমপুরুষ ভগবানের অন্তর্ভুক্ত পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। সুবৃহৎ ব্রহ্ম সকল বস্তু হইতে বৃহৎ ও বৃংহণধর্মযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম, এবং পালক বলিয়া সর্বাত্মার আত্মা পরমাত্মার ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। মায়াশক্তির অভিভাবকসূত্রে পরমাত্মার সহিত মায়ার সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধ ভগবত্তায় না থাকিলেও মায়া ভগবানের অভিভাব্য।"

তত্ত্ববস্তুর নির্বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধরহিতভাবে যে প্রতীতি, তাহা প্রাথমিক এবং ব্রহ্মবস্তুও ভগবানের নির্বিকল্প সত্তা বলিয়া বিকল্প বা বিচিত্ররূপাদিবিশেষযুক্ত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকৃতি তাঁহার পরবর্তী। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সরল উপদেশ বিষয়টী বিশদ করিবে বলিয়া এখানে কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥…প্রকাশবিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥…যাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল॥ চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥" (আঃ ২।৮-১৩)। নির্বিশেষ-শব্দের অর্থ—যে লক্ষণদ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে, তদ্রহিত নির্বিশেষ। আমাদের চক্ষুর্দ্বারা সূর্যকে কেবল জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে দর্শন করি, সেইরূপ

ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্। অতোহত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোহপ্যবান্তরতয়া মতঃ ॥

অথ ভগবদাবির্ভাবে যোগ্যতামাহ (ভাঃ ১।৭।৪)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্"। ইতি ব্যাখ্যাতমেব ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্বও স্বয়ংই প্রকাশিত হন; এই হেতু ব্রহ্মসন্দর্ভও এই ভগবৎসন্দর্ভ-মধ্যেই অবান্তরভাবে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

এখন ভগবদাবির্ভাবে কাহার যোগ্যতা, তাহা ভাঃ ১।৭।৪ শ্লোকে বলিয়াছেন :—"ভক্তিযোগ-দ্বারা মন সম্যগ্‌ভাবে প্রণিধানপ্রাপ্ত ও নির্মল হইলে তাহাতে শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ ভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন।" এই শ্লোক পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৮।

টিপ্পনী

কেবল জ্ঞানযোগে শ্রীভগবানের বিশেষত্ব বা পূর্ণ পরিচয় লভ্য নহে। ভগবদঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল দর্শনরূপই ঔপনিষদ ব্রহ্মদর্শন। আমরা যে সূর্য দর্শন করি, তাহা সূর্যের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার। শ্রীসনাতনোপদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্বিশেষ-প্রকাশে। সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে" ।(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৭, ১৫৯)। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মসংহিতোক্তি (৫।৪০) উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল-মনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"—অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ ব্রহ্মাণ্ডাদি ঐশ্বর্যদ্বারা পৃথক্-কৃত, নিরংশ বা অখণ্ড, খণ্ডজ্ঞানাতীত, সীমারহিত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।' শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার চৈঃ চঃ অনুভাষ্যে এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সম্বিদ্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন ফলে ব্রহ্ম, এবং কেবল সচ্চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক অনুধাবন ফলে পরমাত্মদর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়া-রহিত ব্রহ্ম ও (মায়ানিয়ন্তৃরূপ) ঐশ্বর্যাংশসত্তাই পরমাত্মা।' এস্থলে শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম ও ৫০শ অনুচ্ছেদ টিপ্পনী সহ আলোচ্য। "মায়াপরৈত্যভিমুখে বিলজ্জমানা"—ইহার সহিত (ভাঃ ২।৫।১৩):—"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেহমুয়া"—শ্রীতত্ত্ব সন্দর্ভের ৩২তম অনুচ্ছেদে টিপ্পনীসহ আলোচ্য। "পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থ" শব্দদ্বারা ব্রহ্ম গম্য ন'ন, কেবল শব্দব্রহ্ম বা বেদ অর্থাৎ উপনিষৎ তাঁহাকে প্রকাশ করেন, শ্রুতিমন্ত্র 'তত্ত্বৌপনিষদং পুরুষম্' ইত্যাদি দ্বারা তাহা কথিত হইয়াছে। ৭।

যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, এই জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মসন্দর্ভ রচনার প্রয়োজন নাই; বর্তমান ভগবৎসন্দর্ভের মধ্যেই উহা পরিস্ফুট হইবে।

ভজনকারী কিরূপ অধিকার লাভ করিলে তাঁহার হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাব হয়, উদ্ধৃত—শ্রীব্যাসদেবের সমাধি-শ্লোকে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ৩০তম অনুচ্ছেদে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে ও অন্য অনেক স্থলে 'ব্যাসসমাধি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ৮।

তদিত্থং ব্রহ্মণা চোক্তম্ (ভাঃ ৩।৯।১১)—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ,-আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ॥"

শ্রীসূতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

ঐ কথা শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৯।১১):—"হে নাথ! (সাধুগুরুশাস্ত্রমুখে) আপনার কথা শ্রবণ করিয়া লোকে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার পথের দর্শন বা সন্ধান পা'ন; আপনি ভক্তগণের ভক্তিযোগদ্বারা শুদ্ধীকৃত হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত থাকেন।" ৯।

টিপ্পনী

শ্রীব্যাস-সমাধিতে যেরূপ ভক্তিযোগদ্বারা হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীব্রহ্মাও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি গর্ভোদকশায়ী শ্রীহরির নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীহরির সন্ধান না পাইয়া সমাধিযোগে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করেন। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"…ঋষয়োঽপি দেব, যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥"—অর্থাৎ 'হে দেব! ঋষিগণ পর্যন্ত আপনার কথা শ্রবণকীর্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে সংসারে গমনাগমন করেন; তাঁহাদের সংসারমুক্তি হয় না।' বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন,—'ভক্তগণের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠান করেন'। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"ভক্তাস্তু জ্ঞানং বিনাপি সংসারং নিস্তরন্তি, যতঃ ভক্ত্যা ত্বামধীনীকুর্বন্তি। তেষাং হৃৎসরোজে আস্‌সে উপবিশ্য তিষ্ঠসি, ন ততো নিঃসরসি ॥"—অর্থাৎ 'কিন্তু ভক্তগণ ঋষিগণের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনরত না হইয়াও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যা'ন, যেহেতু তাঁহারা ভক্তিদ্বারা আপনাকে পর্যন্ত নিজ অধীন করিয়া ল'ন। তাঁহাদের হৃদয়ে আপনি উপবেশন করিয়া সেখানে থাকেন, সেখান হইতে নির্গত হইয়া যা'ন না।' শ্রীভগবান্‌ও দুর্বাসা ঋষিকে শ্রীঅম্বরীষের ন্যায় ভক্তের মাহাত্ম্য-বর্ণন-মুখে বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৪।৩৩):—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥"—অর্থাৎ 'হে ব্রাহ্মণ দুর্বাসঃ, আমি ভক্তের অধীন, স্বাধীন নহি। ভক্ত সাধুগণ ভক্তজনপ্রিয় আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছেন।' শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২০।২৯):—"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ। কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥"—অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর ভক্তিযোগদ্বারা আমার ভজন করেন, সেই মুনির হৃদয়ে আমি স্থিত হই, সেখানে সমস্ত কামনা নাশ প্রাপ্ত হয়।' স্বল্প পয়ারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার বৈষ্ণববন্দনায় গাহিয়াছেন,—"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উদ্ধৃত ব্রহ্মোক্তির টীকায় আরও বলিয়াছেন—"আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাৎ ঈক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ। যেন পথা ত্বং হৃৎসরোজমায়াতোঽসি, তং পন্থানং সাধনভক্তিপ্রকারং তে সুষ্ঠু পরিচিন্বন্তীতি ধ্বনিঃ।"—'আপনার (আপনাকে প্রাপ্তির) পথ প্রথমে গুরুমুখ হইতে শ্রবণান্তর ঈক্ষিত বা সাক্ষাৎকৃত হয়। যে পথে আপনি হৃদয়পদ্মে আসেন, ঐ পথ অর্থাৎ সাধনভক্তির প্রকারের সহিত তাঁহারাই সুষ্ঠুভাবে পরিচিত আছেন, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে; অতএব যাঁহার উহা পাইবার ইচ্ছা আছে, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ পথের পরিচয় জানিয়া লউন, ইহাও অনুধ্বনিত।"

শ্রীব্রহ্মা শ্রীব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থোক্ত শ্রীগোবিন্দস্তবে (৫।৩৮) অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"—অর্থাৎ 'প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে স্বহৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্যে বলিয়াছেন—

তদাবির্ভাবমাহ সার্দ্ধৈর্দশভিঃ (ভাঃ ২।৯।৯-১৮)— .

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং, স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ (৯)
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ, সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে,-রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥ (১০)
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ, পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি,-প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ।
প্রবালবৈদূর্যমৃণালবর্চসঃ, পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ॥ (১১)

অনুবাদ

সেই আবির্ভাবের কথা (অর্থাৎ ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদয়ে ভগবান্ আবির্ভূত হ'ন—এই কথা) সার্দ্ধদশ (সাড়ে দশটী) শ্লোকে (ভাঃ ২।৯।৯-১৮) শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :—"ভগবান্ ব্রহ্মার তপস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ শ্রেষ্ঠলোক (বৈকুণ্ঠ) প্রদর্শন করাইলেন। সেই ধামে ক্লেশ, তজ্জনিত মোহ ও ভয় দূরীকৃত; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও স্থান নাই; পুণ্যাত্মা আত্মবিদ্‌গণ ইহার বিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন (৯)। সেখানে রজঃ ও তমোগুণ নাই, আর তাহাদের মিশ্রিত সত্ত্বগুণও নাই, কেবল শুদ্ধসত্ত্ব বর্তমান। সেখানে কালের বিক্রম অর্থাৎ নাশ নাই। রাগ দ্বেষাদি ত' দূরের কথা, মায়াশক্তিপর্যন্ত নাই। সেখানে সুর ও অসুরগণের পূজিত ভগবৎপার্ষদগণ বিরাজ করেন (১০)। তাঁহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মচক্ষুঃ, পীতবসন, কমনীয়, সুকুমার সকলেই চতুর্ভুজ, দীপ্তিময়মণিখচিত-পদকাভরণে ভূষিত ও অতিশয় তেজোময়। কেহ কেহ বা প্রবাল, বৈদূর্যমণি ও মৃণালের বর্ণযুক্ত। সকলেই

টিপ্পনী

শ্যামরূপটী জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ; জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। 'ভক্তিযোগেন মনসি' ইত্যাদি ব্যাসসমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ, পূর্ণপুরুষ, কেবল ভক্তিভাবিত-সমাধির আসনস্বরূপ ভক্তহৃদয়ে উদিত হ'ন।...জীবের চিন্ময় শুদ্ধবিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলনদ্বারা যে পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধ দর্শন হয়। সাধনভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণকৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাবভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়। তাহা হইলেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন হয়।...মূল কথা এই যে, শ্যাম-সুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গ-মূর্তি কল্পিত নহেন, তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্ট হয়।" শ্রীল জীবপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনং তেন ছুরিতবৎ উচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেন ইত্যর্থঃ।"—অর্থাৎ "শ্রীগোবিন্দের কল্যাণকর গুণসমূহ চিন্তার অতীত হইলেও প্রেমরূপ অঞ্জনদ্বারা লেপিত হইয়া যে ভক্তিরূপ চক্ষু সম্যগ্‌রূপে প্রকাশমান হয়, তদ্দ্বারাই তাঁহার শ্যামসুন্দররূপ হৃদয়ে দৃষ্ট হ'ন। ৯।

পূর্ব অনুচ্ছেদে ব্রহ্মোক্ত ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব শ্রীব্রহ্মারই সম্বন্ধে; তাহা শ্রীশুকোক্তি দ্বারা এই অনুচ্ছেদে পরিস্ফুট হইতেছে। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্রীশুকোক্ত নবম শ্লোকের 'বিমোহ'-শব্দের অর্থ বলিয়াছেন

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে, লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্ ।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ, সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ (১২)
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ, করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।
প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-, র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী ॥ (১৩)
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং, শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ, স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥ (১৪)
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং, প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্ ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং, পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥ (১৫)
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং, বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥ (১৬)

অনুবাদ

অতিদীপ্তিশীল কুণ্ডল, মুকুট ও মাল্যশোভিত (১১)। আকাশমণ্ডল যেরূপ বিদ্যুৎসহ মেঘমালা-শোভিত, সেই বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ মহাত্মগণের উজ্জ্বল বিমানসমূহদ্বারা ও বরাঙ্গনাগণের কান্তিদ্বারা সুশোভিত (১২)। সেখানে সৌন্দর্যবতী লক্ষ্মীদেবী নিজ সখীরূপ বহুবিভূতির সহিত বিপুলযশা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিতেছেন, এবং বসন্তের অনুচর ভ্রমরগণকর্তৃক স্তুতিগান শুনিতে শুনিতে ও প্রেমভরে আন্দোলন করিতে করিতে স্বপ্রিয় হরির লীলা গান করিতেছেন (১৩)। সেই বৈকুণ্ঠে সমগ্র ভক্তকুলপালক, লক্ষ্মীকান্ত, যজ্ঞেশ্বর, জগন্নাথ, সুনন্দ-নন্দ-প্রবল-অর্হণ প্রভৃতি স্বীয় পার্ষদশ্রেষ্ঠগণদ্বারা সেবিত বিভু শ্রীভগবান্‌কে ব্রহ্মা দেখিলেন (১৪)। তিনি দেখিলেন যে ভগবান্ শ্রীহরি স্বভৃত্যগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহার দৃষ্টি দ্রষ্টৃগণের অত্যন্ত আনন্দবর্ধক, তাঁহার বদনকমল প্রসন্নতাসূচক হাস্যময় ও অরুণবর্ণ নয়নযুগলদ্বারা শোভিত, তিনি মস্তকে কিরীট ও কর্ণযুগলে কুণ্ডলধারী, তিনি চতুর্ভুজ ও পীতবসন এবং তাঁহার (বাম) বক্ষ (স্বর্ণরেখাকারা) শ্রীদ্বারা শোভিত (১৫)। তিনি আরও দেখিলেন যে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট, চারি, ষোড়শ ও পঞ্চশক্তিগণদ্বারা পরিবৃত, স্বাভাবিক-ঐশ্বর্যসমূহ-সমন্বিত, যেগুলি ব্রহ্মাদি অন্য যোগিগণে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত বা আগন্তুকভাবে লক্ষিত হয়, আর

টিপ্পনী

"বিশিষ্টো মোহো বৈচিত্ত্যং স চেহ ভগবৎস্ফূর্ত্যভাব এব"—অর্থাৎ 'বিশেষ মোহ বা চিত্তবিকার, তাহাতে ভগবান্ স্ফুরিত হ'ন না।' 'সাধ্বসে'র অর্থ বলিয়াছেন 'সেবা অপরাধের ভয়'। 'স্বদৃষ্টবদ্ভি'—এখানে বলিয়াছেন "নিত্যযোগে মতুপা প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিব্যাবৃত্তিঃ'—অর্থাৎ 'অস্ত্যর্থে মতুপ (বৎ) নিত্যযোগে ব্যবহৃত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরাস করিয়াছে।' অস্ত্যর্থ মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি ছয়টী অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ"; এই আত্মবিদ্‌গণে 'স্বদৃষ্ট' অর্থাৎ আত্মদর্শন এবং সেটী নিত্য, সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্বের অবসর কোথায়? 'বৈকুণ্ঠ' নামের অর্থই হইতেছে 'যেখান হইতে কুণ্ঠাধর্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে।

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো, হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্, যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে॥ (১৭)
তং প্রীয়মানং সমুপস্থিতং কবিং, প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎস্মিতশোচিষা গিরা, প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্॥ (১৮)
(ভাঃ ২।৯।৯-১৮)

তস্মৈ ভগবদাজ্ঞা-পুরস্কারেণ শ্রীনারায়ণাহ্বয়-পুরুষনাভিপঙ্কজে স্থিত্বৈব তত্তোষণৈস্তপোভির্ভজতে ব্রহ্মণে সভাজিতস্তেন ভজনেন বশীকৃতঃ সন্ স্বলোকং বৈকুণ্ঠং ভুবনোত্তমং ভগবান্ সম্যগ্ দর্শয়ামাস। যদ্ যতো বৈকুণ্ঠাৎ পরম্ অন্যৎ বৈকুণ্ঠং পরং শ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে পরমভগবদ্বৈকুণ্ঠত্বাৎ।

অনুবাদ

তিনি (ভগবান্) স্বরূপে বৈকুণ্ঠধামে লীলারত (১৬)। বিশ্বস্রষ্টা শ্রীব্রহ্মার অন্তঃকরণ ভগবদ্দর্শনে আনন্দে পরিপ্লুত হইল, দেহে রোমোদ্গম হইল এবং প্রেমভরে নয়নে অশ্রু বিগলিত হইল। তিনি তখন ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, যাহা পরমহংসগণের পথ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৭)। তখন প্রেমবশ ভগবান্ মনে প্রীতিপ্রাপ্ত, হইয়া ভগবদ্দর্শনে প্রীতিপ্রাপ্ত, প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে নিজ উপদেশ গ্রহণে যোগ্যপাত্র সমীপাগত ব্রহ্মাকে তাঁহার হস্তধারণপূর্বক দীপ্তিযুক্ত ঈষৎ-হাস্যপূর্ণ কথায় বলিলেন (১৮)।" (গ্রন্থকারপাদের টীকা)—ভগবৎপ্রদত্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারায়ণনামধারী পুরুষাবতারের নাভিস্থ পদ্মে অবস্থিত থাকিয়াই শ্রীব্রহ্মা তাঁহার তুষ্টিবিধানজন্য তপস্যাদ্বারা উপাসনা করিলে সভাজিত অর্থাৎ সেই উপাসনায় বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে সর্বভুবন হইতে উত্তম নিজ বৈকুণ্ঠধাম সম্যগ্ভাবে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। 'যৎ' অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠ হইতে 'পর' অর্থাৎ অন্য বৈকুণ্ঠ 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নাই, যেহেতু উহা পরম ভগবানের বৈকুণ্ঠ। অথবা 'যৎ' অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠ হইতে 'পর'

টিপ্পনী

সুতরাং মায়ার প্রভাবপ্রকটিত পঞ্চক্লেশাদি নাই। এই ধাম পরম ভগবদ্বৈকুণ্ঠ, ইহা হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ নাই। উপনিষদে (বৃঃ আঃ ৩।৬) এই ধামসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ" ইত্যাদি। বচক্নুকন্যা গার্গী ব্রহ্মলোকের উপরে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য আর প্রশ্ন করিতে নিষেধ করেন, অর্থাৎ সে ধাম প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নহে, বলেন। সেই অশোক, অভয়, অমৃত, নিত্য নবনবায়মান, চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যোদ্ভাসিত স্থানে স্বরাট্পুরুষ, অপ্রাকৃতস্বরূপ, অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তদীয় তদ্রূপবৈভব নিত্য পরিকর পার্ষদগণসহ নিত্য রমমাণ।

তৃতীয়স্কন্ধোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে উক্ত মুনিগণ হইতেছেন চতুঃসন অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্রচতুষ্টয়, যথা—শ্রীসনক, সনৎকুমার, সনন্দন ও সনাতন। তাঁহারা পরমহংস, দিগম্বর, বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান। তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথে লোকসমূহ বিচরণ করিতে করিতে একদা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া সপ্তমদ্বারে উপস্থিত হইলে জয় ও বিজয় নামক দুই জন বেত্রোত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে বাধাদান করেন। তখন এই দুইজনের ভাবিমঙ্গলকামনায় তাঁহারা অভিশাপ প্রদান করেন যে, উভয়ের কাম-ক্রোধ-লোভ-পূর্ণা পাপীয়সী যোনি লাভ হইবে। সর্বজ্ঞ ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আগমনপূর্বক মুনিগণকে দর্শন দান করিলে তাঁহারা ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া স্তোত্রপাঠ করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাদান করিলে তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া যথাস্থানে গমন করেন। 'বিকুণ্ঠ'-শব্দে

যদ্বা যদ্ যতো বৈকুণ্ঠাৎ পরং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং পরং ভিন্নং ন ভবতি। স্বরূপশক্তিবিশেষাবিষ্কারেণ মায়য়ানাবৃতং তদেব তদ্রূপমিত্যর্থঃ। অগ্রেত্বিদং ব্যক্তীকরিষ্যতে। তাদৃশত্বে হেতুঃ ব্যপেতেতি স্বদৃষ্টেতি চ। "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ" (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩ সূঃ) বিমোহস্তৈঃ বৈচিত্ত্যং সাধ্বসং ভয়ং ব্যপেতানি সংক্লেশাদীনি যত্র তম্। স্বস্য দৃষ্টং দর্শনং তদ্বিদ্যতে যেষাং তৈরাত্মবিদ্ভিরপি অভিতঃ সর্বাংশেনৈব স্তুতং শ্লাঘিতম্।

"অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ং প্রভম্॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্॥" (ভাঃ ৩।১৬।২৭-২৮)

ইতি তৃতীয়াৎ। পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি, প্রবর্ততে ইতি। যত্র বৈকুণ্ঠে রজস্তমশ্চ ন প্রবর্ততে। তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ সত্ত্বং ন তদপি। কিন্তু অন্যদেব। তচ্চ যা সুষ্ঠু

অনুবাদ

অর্থাৎ অন্য ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব 'পর' অর্থাৎ ভিন্ন নহে। স্বরূপশক্তির বিশেষ প্রকাশহেতু মায়াদ্বারা অনাবৃত উহাই তদ্রূপ। পরে উহা স্পষ্টভাবে বলা হইবে। ঐরূপ হইবার কারণ কি? যেহেতু উহা হইতে ক্লেশাদি বিদূরিত হয় ও যেহেতু পুণ্যাত্মা আত্মবিদ্গণ উহার বিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ক্লেশ পঞ্চপ্রকার (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩সূঃ), যথা—'অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ'। বিমোহ—ঐসমস্ত যোগে বৈচিত্ত্য বা চিত্তের বিকলতা, সাধ্বস—ভয়; যেখানে সংক্লেশাদি ব্যপেত অর্থাৎ দূরীকৃত, সেই ধাম। 'স্বদৃষ্টবৎ' যাঁহাদের নিজের দৃষ্ট বা দর্শন আছে, তাঁহারা আত্মতত্ত্ববিদ্; তাঁহাদের দ্বারাও 'অভিতঃ' অর্থাৎ সর্বাংশে 'স্তুত' বা শ্লাঘিত। (ভাঃ ৩।১৬।২৭-২৮):—"অনন্তর সেই মুনিগণ নয়নানন্দভাজন স্বয়ংপ্রকাশ বিকুণ্ঠ-তত্ত্ব শ্রীহরিকে এবং তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ দর্শনপূর্বক ভগবান্কে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া আনন্দচিত্তে বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।" (শ্রীগ্রন্থকারের টীকা) —তৃতীয়স্কন্ধের এই শ্লোকদ্বয়ে পুনরায় শ্রীশুকদেব পূর্বোক্ত (ভাঃ ২।৯।১০) শ্লোকোক্ত ভগবদ্ধাম বর্ণন

টিপ্পনী

স্বয়ং ভগবান্ হরি, 'বৈকুণ্ঠ' তাঁহার ধাম। 'স্বয়ংপ্রভম্' পদের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'প্রকাশান্তরানপেক্ষং সত্ত্বপরিণামত্বাৎ' ও চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—'স্বপ্রকাশং শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া অন্যকর্তৃক প্রকাশের অপেক্ষারহিত, স্বয়ংই প্রকাশমান; সত্ত্বের ধর্ম প্রকাশন। শ্রীধরস্বামিপাদ 'সত্ত্ব-পরিণাম' বলিয়াছেন, পরিণাম-অর্থে বিকার; চক্রবর্তিপাদ 'সত্ত্বময়' বলিয়াছেন। পাণিনিসূত্র "তস্য বিকারঃ ময়ড্‌বা" অনুসারে বিকারে ময়ট্ প্রত্যয় গ্রহণ করিলে উভয় টীকাতেই একই অর্থ। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মপরিণাম স্বীকার না করিলেও শক্তিপরিণাম স্বীকার করেন। স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভূত শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাদ্বারাই ভগবদ্বিগ্রহ প্রকটিত। "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" সূত্র-অনুসারে অপৃথগ্‌ভাব বুঝাইতেও ময়ট্প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, যথা 'চিতোঽপৃথগ্‌ভূতঃ চিন্ময়ঃ'; অতএব 'সত্ত্বময়' বলিলে সত্ত্ব হইতে অপৃথক্, এই অর্থও হইতে পারে। ১০ম শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ মূলে উদ্ধৃত পাদ্মোত্তর শ্লোকগুলির পরে বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্যব্যঞ্জক আরও শ্লোক-

স্থাপয়িষ্যমাণা মায়াতঃ পরা ভগবৎস্বরূপশক্তিঃ তস্যাঃ বৃত্তিত্বেন চিদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাখ্যং সত্ত্বমিতি তদীয়-প্রকরণ এব স্থাপয়িষ্যতে। তদেব চ যত্র প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ। তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতম্॥" ইতি।

পাদ্মোত্তর-খণ্ডে তু বৈকুণ্ঠনিরূপণে তস্য সত্ত্বস্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতম্। যত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনানন্তরম্—

"এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতে রূপমুত্তমম্।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি॥ (৫৬)
প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ (৫৭)

অনুবাদ

করিতেছেন। যে বৈকুণ্ঠে রজঃ ও তমোগুণ নাই ও তাহাদের সহিত মিশ্র বা একত্র মিলিত জড়ীয় সত্ত্বও নাই, কিন্তু অন্য প্রকারের (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব)। তাহাও, যিনি মায়া হইতে শ্রেষ্ঠা ও যাঁহার বর্ণন-প্রকরণে যাঁহাকে বিশেষভাবে প্রমাণীকৃত করা হইবে, ভগবানের সেই স্বরূপশক্তি, তাঁহারই বৃত্তিভূত চিদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বনামে পরিচিত সত্ত্ব; উহাও সেই প্রকরণেই স্থাপিত হইবে। তাহাও যেখানে বর্তমান, সেই বৈকুণ্ঠে—এই অর্থ। আরও নারদ পঞ্চরাত্রে 'জিতন্তে স্তোত্রে' উক্ত হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠনামক ধামে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটীগুণ নাই, উহা দিব্য (মায়াতীত) ছয়টী গুণযুক্ত; অবৈষ্ণবগণের সেখানে প্রবেশ নাই।" পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৬-৫৯) বৈকুণ্ঠনিরূপণে সেই সত্ত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহা

টিপ্পনী

উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"সর্ববেদময়ং শুভ্রং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্॥ অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতম্। ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ॥ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ। নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্॥" 'অপরে'-পদের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'রাগা লোভাদয়ো ন সন্তি'; চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"মায়াসন্ততয়ো ন মহদাদয়ঃ সন্তি, ইতি তত্রত্যানাং শরীরাণি ন তৈরারব্ধানি, ইতি জ্ঞাপিতম্"—অর্থাৎ মায়াসন্ততি মহদাদি বৈকুণ্ঠে নাই, অতএব বৈকুণ্ঠবাসীর শরীর মহদাদি হইতে আরব্ধ হয় নাই", (যেমন মায়িক জগজ্জীবের শরীর হইয়া থাকে)। 'অনুব্রত' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অনুবৃত্তিরেব ব্রতং যেষাং তে পার্ষদা যত্র নিত্যং ভগবন্তমনুবর্তন্তে।' পরে বলিয়াছেন—"ভগবানিব ভগবল্লোকো ভগবদ্ভক্তাশ্চ কালমায়াতীতা ইতি প্রতিপাদিতম্"—অর্থাৎ শ্রীভগবানের ন্যায় ভগবদ্ধাম ও ভগবদ্ভক্তগণও কাল ও মায়ার অতীত, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।' 'সুরাসুরার্চিতাঃ' অর্থে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—সুরগণ সত্ত্বহইতে উৎপন্ন ও অসুরগণ রজস্তমঃ হইতে উৎপন্ন; হরির অনুব্রত পার্ষদভক্তগণ তাঁহাদের হইতে অত্যধিক পূজার্হ, যেহেতু তাঁহারা গুণাতীত; শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—যে সকল সুর ও অসুর ভক্ত, তাঁহাদের দ্বারা পূজিত। ১১শ শ্লোকের 'উন্মিষন্তঃ' অর্থে পুষ্পকলিকা বিকশিত হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় যেমন প্রভাযুক্ত হয়, সেই প্রকার প্রভাযুক্ত।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ (৫৮)
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্।" (৫৯) ইত্যাদি।
(পাদ্ম উঃ ২৫৫।৫৬-৫৮)

প্রাকৃতগুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বমুক্তং সাংখ্যকৌমুদ্যাং,—"অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয়ঃ" ইতি। তট্টীকায়াঞ্চ "অন্যোন্যসহচরা অবিনাভাববর্তিন ইতি যাবৎ"। ভবতি চাত্রাগমঃ "অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্বে, সর্বে সর্বত্র গামিনঃ। রজসো মিথুনং সত্ত্বম্" ইত্যাদ্যুপক্রম্য—"নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপলভ্যতে"। ইতীতি। তস্মাদত্র রজসোঽসদ্ভাবাদসৃজ্যত্বং তমসোঽসদ্ভাবাদনাশ্যত্বং প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতম্। অত্র হেতুঃ ন চ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণ হি প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে। তস্মাৎ যত্রাসৌ ষড়্ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ততে তত্র তেষামভাবঃ সুতরামেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলতঃ এব কুঠার ইত্যাহ, "ন যত্র মায়েতি"। মায়াত্র জগৎসৃষ্ট্যাদিহেতুর্ভগবচ্ছক্তির্ন তু কাপট্যমাত্রম্।

অনুবাদ

স্পষ্টভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে; যেহেতু প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনার পরে বলা হইয়াছে (শ্রীশিবোক্তি): "হে গিরিকন্যে উমাদেবি, প্রাকৃতরূপা বিভূতির উত্তমরূপ এই প্রকার; এক্ষণে ত্রিপাদবিভূতিরূপের বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর (৫৬)। প্রধান অর্থাৎ মায়িক ধাম এবং পরব্যোম, এই দুই-এর মধ্যে শুভা বিরজানদী, ইহাতে বেদ যাঁহার অঙ্গ, সেই ভগবানের ঘর্মজল প্রবাহিত (৫৭)। সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত পরব্যোম ধাম (৫৮)। উহা শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্য বা অমায়িকশোভাযুক্ত, অক্ষর, ভগবানের পদস্বরূপ (৫৯)।

প্রাকৃতগুণগুলি পরস্পর অব্যভিচারী অর্থাৎ অপ্রতিকূলসম্বন্ধযুক্ত, ইহা 'সাংখ্যকৌমুদী' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, যথা—'পরস্পর-মিলন-ভাবাপন্ন'। ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"পরস্পর সহচর অর্থাৎ একত্র বিচরণশীল, একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।" এ বিষয়ে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে, যেমন 'সকলগুলিই অন্যোন্য মিথুন, সর্বত্র একত্র গমন করে। রজোগুণের সহচর সত্ত্ব, সত্ত্বের সহচর রজঃ, তমোগুণের সহচর সত্ত্ব ও রজঃ; আর দুইটীর সহচর তমঃ। ইহাদের আদি সংযোগ বা বিয়োগ পাওয়া যায় না।" অতএব (১০ শ্লোক) এস্থলে (বৈকুণ্ঠে) রজোগুণ না থাকায় সৃষ্টি নাই, তমোগুণ না থাকায় নাশ নাই, আর প্রাকৃত সত্ত্বগুণ না থাকায় উহা সচ্চিদানন্দরূপ, ইহাই দেখান

টিপ্পনী

'প্রবলাদির্বচসঃ'-অর্থে শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া পুনরায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ শ্রীরূপপাদের লঘুভাগবতামৃত হইতে (২২৩) শ্লোকোদ্ধারপূর্বক অন্য ইঙ্গিতও করিয়াছেন, যথা—"হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণহরিৎসিতাঃ। তত্তদ্বর্ণমুপাস্তেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ।"—অর্থাৎ রূপপাদ বলিয়াছেন, যাঁহারা ভগবৎসারূপ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল 'শ্যামা-

রজ আদি নিষেধেনৈব তদ্ব্যুদাস্যৎ। অথবা যত্র তয়োঃ সম্বন্ধি সত্ত্বং প্রাকৃতসত্ত্বং যৎ তদপি ন প্রবর্ত্ততে। মিশ্রমপৃথগ্ভূতগুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ। অতএব ঈশিতব্যাভাবাৎ কালমায়ে অপি ন স্তঃ ইতি। অগ্রে মায়াপ্রধানয়োর্ব্ভেদো বিবেচনীয়ঃ। কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়তি কিমুতাপরে ইতি। তয়োর্বিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্ত্বঞ্চ নেতি ব্যাখ্যা তু পিষ্টপেষণমেব। সামান্যতো রজস্তমোনিষেধেনৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ। নন্বু গুণাদ্যভাবান্নির্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র বিশেষস্তস্যাঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তেরেব বিলাসরূপ ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি হরেরিতি। সুরাঃ সত্ত্বপ্রভবা অসুরা রজস্তমঃপ্রভবাস্তৈরর্চিতাঃ তেভ্যোঽর্হত্তমা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

হইয়াছে। ইহার হেতু হইতেছে যে, কালের বিক্রম নাই। কালবিক্রমদ্বারা প্রকৃতির বিক্ষোভ হইতে সত্ত্বাদিগুণসকল পৃথক্ কৃত হয়। অতএব যেখানে ষড়্ভাব বিকারের হেতু ঐ কালবিক্রম নাই, সেখানে (বৈকুণ্ঠে) ঐগুলির বিশেষভাবে অভাব। ইহার উপর আবার মূলেই কুঠারঘাত অর্থাৎ সেখানে মায়াই নাই। এখানে মায়া বলিতে জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতির হেতু যে ভগবানের শক্তি, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে, কাপট্যমাত্র নহে ; রজ আদিগুণের নিষেধের দ্বারা মায়ার 'কাপট্য'-অর্থ নিরস্ত হইয়াছে। অথবা যে বৈকুণ্ঠে রজঃ ও তমঃ, এই দুইটির সম্বন্ধযুক্ত প্রাকৃত সত্ত্ব, তাহাও নাই। (১০ম শ্লোকে) 'মিশ্র' অর্থাৎ যাহাতে গুণ তিনটী পৃথগ্ভূত নয় এমন যে প্রধান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহাও নাই। অতএব ঈশিতব্য বা নিয়মিত করিবার পক্ষে অযোগ্য কিছু না থাকায় কাল ও মায়াও নাই। পরে মায়া ও প্রধানের মধ্যে পার্থক্য আলোচিত হইবে। (ঐ শ্লোকেই) 'কিমুতাপরে' (অন্যের কথা আর কি বলিব ?)—এইরূপ কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে কথিত অর্থই দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। ঐ দুইটীর মিশ্রিত কিঞ্চিৎ রজঃ ও তমোমিশ্র সত্ত্বও নাই, এরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু কেবল পিষ্ট-পেষণ মাত্র, অর্থাৎ চূর্ণীকৃত পদার্থকে আরও মর্দন করার ন্যায় নিরর্থক, যেহেতু সমানভাবে রজঃ ও তমঃ নিষেধ করাতেই উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে 'যখন সেখানে কোন গুণাদি নাই, তাহা হইলে ত' বৈকুণ্ঠলোক

টিপ্পন

বদাতাঃ', কিন্তু বৈকুণ্ঠে অন্য ভক্তগণ কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বা পীত, ইত্যাদি। ভাগবতামৃতশ্লোকে বলিয়াছেন—'যে বৈকুণ্ঠে হরির শ্যাম, অরুণ, হরিৎ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ শ্যামাদিবর্ণ পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া তৎসারূপ্য লাভ করিয়াছেন' শ্রীরূপপাদ পরবর্ত্তী অর্ধশ্লোকে (লঃ ভাঃ পূঃ ৫।১৩৭) আরও বলিয়াছেন,—"অথবা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তদ্রুচাসপ্যনাদিতা॥"—অর্থাৎ 'অথবা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের শ্যামাদিকান্তিও অনাদিসিদ্ধ।' পার্ষদগণের বর্ণনার পর ১২শ শ্লোক হইতে পুনরায় ধামের বর্ণন। 'ভ্রাজিষ্ণু'-অর্থে 'দেদীপ্যমান'। উপমাটিতে বিদ্যুৎ, অভ্র (মেঘ) সমূহ ও নভঃ যথাক্রমে স্ত্রীগণ, বিমানসমূহ ও বৈকুণ্ঠধামের উপমান। 'দ্যুভিঃ'—কান্তিসমূহদ্বারা। ১৩শ শ্লোকে বৈকুণ্ঠবর্ণন মুখে ভগবৎপ্রেয়সী বর্ণিত হইতেছেন। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ 'শ্রীঃ রূপিণী'-এর অর্থ করিয়াছেন 'মূর্ত্তিমতী সম্পৎ' 'বিভূতিভিঃ'—নানাবিভবকর্তৃক। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ 'প্রেংখশ্রিতা যাঃ' পাঠ স্বীকারপূর্বক উহাদ্বারা বিভূতিসমূহকে উদ্দেশ করিয়াছেন। ১৪শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ 'সত্বত'-শব্দের ব্যুৎপত্তি

গুণাতীতত্বাদেবেতি ভাবঃ। তানেব বর্ণয়তি, "শ্যামাবদাতা" ইতি। শ্যামাশ্চ অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ ইতি, পদ্মনেত্রাঃ, পীতবস্ত্রাঃ, সুরুচঃ অতিকমনীয়াঃ, সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ, উন্মিষন্তঃ ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে, সুবর্চস স্তেজস্বিনঃ, প্রবালেতি—কেঽপি তেভ্যঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ধবদ্ভ্যোঽন্যে প্রবালাদি-সমবর্ণাঃ। পুনরপি লোকং বর্ণয়তি, ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি। শ্রীর্যত্রেতি শ্রীঃ স্বরূপশক্তিঃ। রূপিণী তৎপ্রেয়সী-

অনুবাদ

নির্বিশেষ',—ইহা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন যে, সেখানে বিশেষ হইতেছে স্বরূপবস্তুরই শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শক্তির বিলাসরূপ। ইহা প্রকাশ করিবার জন্য (১০ম শ্লোকে) 'হরেঃ' ইত্যাদি বলিয়া সেই বিশেষ দেখাইতেছেন। সুরগণ সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, অসুরগণ রজস্তমঃ হইতে উদ্ভূত, তাঁহাদের দ্বারা অর্চিত বলায় বুঝাইতেছে যে, হরিভক্ত পার্ষদগণ তাঁহাদেরও অপেক্ষা পূজ্যতম, যেহেতু তাঁহারা গুণাতীত। ১১শ শ্লোকে তাঁহারাই বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহারা 'শ্যামাবদাতাঃ'—শ্যামবর্ণ ও উজ্জ্বল, পদ্মনেত্র, পীতবস্ত্র, সুরুচ্ অর্থাৎ অতিকমনীয়, সুপেশঃ অর্থাৎ অতিসুকুমার; আর তাঁহাদের আভরণ শ্রেষ্ঠ মণিসমূহদ্বারা গঠিত নিষ্ক বা পদক। আর তাঁহারা সুবর্চঃ অর্থাৎ তেজস্বী। যাঁহারা শ্রীভগবানের সারূপ্য অর্থাৎ সমান মূর্তি লাভ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন বৈকুণ্ঠবাসী প্রবালাদির সমান বর্ণবিশিষ্ট। ১৩শ শ্লোক হইতে পুনরায় ধাম বর্ণন করিতেছেন। সেখানে (১৩শ শ্লোকে) শ্রী অর্থাৎ স্বরূপশক্তি রূপিণী অর্থাৎ তাঁহার প্রেয়সীরূপা। তিনি মান বা পূজা করেন। বিভূতিসমূহ স্বরূপশক্তির সখীরূপা।

টিপ্পনী

অধ্যাত্ম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—"সত্ত্বং তু শোভনত্বং স্যাৎ তদ্যুক্তাঃ সাত্ত্বতা মতাঃ॥" ১৫শ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীমধ্বাচার্যপাদ গরুড়পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন "মুক্তৈঃ স্বপার্ষদৈঃ পূর্বৈ ব্রহ্মাদ্যৈশ্চৈব সংযুতম্। ব্রহ্মা দদর্শ তপসা ভগবন্তং হরিং প্রভুম্॥" অর্থাৎ 'তপস্যার ফলে মুক্ত পার্ষদভক্ত, আর পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মগণদ্বারা পরিবেষ্টিত ভগবান্ হরিকে দেখিলেন।' ১৫শ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"পীতাম্বরত্বেন শ্যামবর্ণত্বং লভ্যতে" অর্থাৎ পীতাম্বর বলায় শ্যামবর্ণও উহার মধ্যে অনুস্যূত। ১৬শ শ্লোকের টীকায় 'চতুঃ ষোড়শ-পঞ্চশক্তি'-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"চতস্রঃ—প্রকৃতি-পুরুষ-মহদহঙ্কাররূপাঃ, ষোড়শ—একাদশেন্দ্রিয়-মহাভূতাখ্যাঃ, পঞ্চ—তন্মাত্ররূপাঃ শক্তয়ো যাস্তাভির্বৃতম্।" —অর্থাৎ 'চারিটি—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ ও অহঙ্কার; ষোলটী—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত; আর পাঁচটী—তন্মাত্রা; এই শক্তিগুলিদ্বারা বৃত।' শ্রীচক্রবর্তিপাদ এ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ নাসঙ্গতা। মায়াপি তত্র মহদাদিভিঃ সহ ভক্তিং কুর্বাণা তিষ্ঠত্যেব। ত্রিপাদবিভূতেঃ স্বরূপ-শক্তিময্যাস্তস্যাঃ সর্বশক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ। 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে' ইত্যত্র মায়ামহদাদিবিক্রমো জীবমোহনরূপ স্তত্র নাস্তি"—অর্থাৎ 'শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। সেখানে মায়াও মহদাদিসহ ভক্তি করিয়াই থাকেন, যেহেতু স্বরূপ-শক্তিময়ী অপ্রাকৃত ত্রিপাদবিভূতি সর্বশক্তিরই আশ্রয়। তবে (১০ম শ্লোকে) যে 'সেখানে মায়াই নাই, তবে অন্য সব কিরূপে থাকিবে'—বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ মায়ামহদাদির জীবমোহনরূপ বিক্রম নাই।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ ভাগবত-তন্ত্র হইতে "ইচ্ছাদ্যামোচিকাদ্যাশ্চ অণিমাদ্যাশ্চশক্তয়ঃ"—ইত্যাদির অন্তে "এবং ষোড়শভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ হরিঃ স্বয়ম্। চতুর্ভিশ্চ বৃতো নিত্যং সংস্বরূপাশ্চ শক্তয়ঃ॥" উদ্ধার করিয়া শক্তিসমূহের ভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৭শ শ্লোকে)

রূপা। মানং পূজাম্। বিভূতিভিঃ স্বসখীরূপাভিঃ প্রেঙ্খমান্দোলনং বিলাসেন শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তঃ তদনুগা ভ্রমরাস্তৈর্বিবিধং গীয়মানা। স্বয়ং প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম গায়ন্তী ভবতি। দদর্শেতি তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছব্দানাং বিশেষ্যম্। অখিলসাত্বতাং সর্বেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণাং পতিঃ।

"শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধক-বৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ। (ভাঃ ২।৪।১৯)

ইতি একবাক্যসম্বাদিত্বাৎ। ভৃত্যপ্রসাদেতি। দৃগেব আসব ইব দ্রষ্টৄণাং মদকরী যস্য তম্। শ্রিয়া বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া। অধ্যর্হণীয়েতি চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্মাদ্যাঃ, পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠে তা এব কথিতাঃ, ন বহিরঙ্গা অধর্মাদ্যা ইতি। তথাহি—

"ধর্ম-জ্ঞানতথৈশ্বর্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ।
ঋগ্ যজুঃ সামাথর্বাণরূপৈর্নিত্যং বৃতঃ ক্রমাদ্" ইতি। (পাদ্ম উঃ ২৫৬।২৩)

অনুবাদ

বিলাসহেতু তাঁহাদের সহিত তিনি আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আছেন। কুসুমাকর অর্থাৎ বসন্তের অনুগামী ভ্রমরসমূহ তাঁহার বিবিধ স্তবগান করিতেছে। তিনি নিজে প্রিয় হরির কর্ম বা যশঃ গান করিতেছেন। (১৪শ শ্লোকে) 'তত্র' অর্থাৎ সেই লোকে, ইহা পূর্বকথিত (১০ম ও ১৩শ শ্লোকে) 'যচ্ছব্দ' ('যত্র' শব্দ) গুলির বিশেষ্য বা উপাদান। 'অখিলসাত্বতাং পতিঃ'—অর্থাৎ সমস্ত সাত্বত বা যাদববীরগণের পতি। (ভাঃ ২।৪।১৯ শ্লোকে শ্রীশুকস্তোত্র)—"যিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পতি, যজ্ঞপতি বা যজ্ঞেশ্বর, প্রজাপতি বা লোকপালক, বুদ্ধিসমূহের পতি অর্থাৎ সুবুদ্ধির আশ্রয়, লোকপতি অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর, ধরাপতি বা পৃথিবীপালক, অন্ধক বৃষ্ণি-সাত্বতগণের অর্থাৎ যদুবংশীয়গণের পতি বা পালক ও গতি বা প্রাপ্যতত্ত্ব এবং সাধুগণের পতি বা ভক্তবৎসল; সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" 'সাত্বত শব্দের একই অর্থ (যাহা শ্রীজীবপাদ দিয়াছেন, অর্থাৎ যাদবগণ) এই শ্রীশুকোক্তশ্লোকে স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। (১৫শ শ্লোকে) 'দৃগাসব' অর্থাৎ ভগবানের দৃষ্টিই আসব বা মদিরাতুল্য, উহা দ্রষ্টাদিগের মত্ততা উৎপাদন করে। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী তাঁহার বক্ষোদেশের বামভাগে স্বর্ণরেখার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। (১৬শ শ্লোকে) চারিটী শক্তি ধর্মাদি (ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য); পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠ-প্রকরণে (উ ২৫৬।২৯) উহাদের কথাই বলা হইয়াছে, বহিরঙ্গ অধর্মাদির কথা বলা হয় নাই, যথা—"বৈকুণ্ঠ ধাম ক্রমানুসারে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়রূপে চারিটি পাদবিভাগপর্যায়ে ধর্ম, জ্ঞান,

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন শ্রীভগবানের পদাম্বুজ কেবল পরমহংসগণের পক্ষেই লভ্য, যেহেতু তাহা সচ্চিদানন্দঘন। অতএব এখানে ভাগবত পরমহংসগণই উদ্দিষ্ট। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"পরমহংসা ভক্তাঃ, 'প্রিয়াঃ পরমহংসা-

সমস্তান্তস্তথাশব্দপ্রয়োগস্ত্বার্ষঃ। ষোড়শশক্তয়শ্চণ্ডাদ্যাঃ তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে তত্রৈব—"চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতাঃ" ইতি। (পাদ্ম, উঃ ২৫৬।১৪) নগরীতি পূর্বেণান্বয়ঃ।

তে চ—"চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্ দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ
বারুণ্যাং জয়-বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ ॥
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্যামত্র শুভাননে॥"

(পাদ্ম, উঃ ২৫৬।১৫-১৭) ইতি।

অনুবাদ

ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যদ্বারা নিত্য যুক্ত।" পদ্মপুরাণের শ্লোকটীতে সমাসের মধ্যে তথাশব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, তবে ঋষি-প্রযুক্ত। 'ষোড়শশক্তি' বলিতে চণ্ড প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে, যথা পদ্মপুরাণে ঐ প্রকরণেই (উ ২৫৬।১৪) বলিয়াছেন—("বৈকুণ্ঠনগরী) চণ্ডাদি দ্বারপালগণের দ্বারা ও কুমুদাদি দিক্‌-পতিগণের দ্বারা সুরক্ষিত।" তাঁহাদের বর্ণন (পাদ্ম উ ২৫৬।১৫-১৭) যথা—"পূর্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্রক, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয়, উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা। এই পুরীতে দিক্‌পতিরূপে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণিত হইয়াছেন।" কুমুদ প্রভৃতি দুইজন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি কোন চতুষ্টয়ের দিক্‌পতি—ইহা উহ্য। পঞ্চশক্তি কূর্ম প্রভৃতি, যথা (পাদ্ম উ ২৫৬ ২৪): "কূর্ম, নাগরাজ, ত্রয়ীশ্বর বৈনতেয়, ছন্দঃসমূহ ও সর্বমন্ত্র—ইহার পীঠস্বরূপ।" ত্রয়ীশ্বরপদ বৈনতেয়-পদের বিশেষণ, যেহেতু তিনি ছন্দোময় এরূপ হইলে উক্ত পাদ্মবচন পরব্যোম-বাচক; তাহা হইলেও উহার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ও আগমাদিতে প্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যোগপীঠকেও ঐরূপ জানিতে হইবে। এস্থলে ষোড়শশক্তি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পূর্বেই

টিপ্পনী

নাম্' (ভাঃ ১।৪।৩১) তথা ব্যাখ্যানাৎ, 'ভাগবত-পরমহংসদয়িতকথাম্' ইতি পঞ্চমোক্তেশ্চ (ভাঃ ৫।১।৫)। তেষাং ভাবঃ ভক্তিযোগঃ তেনপথা, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইতি ভগবদুক্তেঃ (ভাঃ ১১.১৪.২১)।"—অর্থাৎ 'পরমহংস অর্থে ভক্ত; ভাঃ ১।৪।৩১ শ্লোকে ভাগবতধর্মসমূহ পরমহংসগণের প্রিয়, যেহেতু উহারা অচ্যুতের প্রিয় এরূপ বলায় পরমহংসশব্দ ভক্ত-অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাঃ ৫।১।৫ গদ্যে ভাগবত পরমহংসগণের প্রিয় কথা, এখানে ঐ অর্থই স্পষ্ট। পরমহংস-গণের ভাবই পারমহংস্য ভক্তিযোগ, সেই পথ, যেমন ভগবান্ ভাঃ ১১.১৪.২১ শ্লোকে বলিয়াছেন—'একমাত্র কেবলা ভক্তির পথেই আমি লভ্য।' শ্রীমদ্ভাগবতের একটী নাম 'পারমহংস্যসংহিতা', অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের শাস্ত্র; ইহা ভাঃ ১২।১৩।১৮ শ্লোকে বিশেষভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; বৈষ্ণবগণের প্রিয় এই ভাগবতে পারমহংস্য-জ্ঞানই কথিত হইয়াছে। সুতরাং পারমহংস্যপথ বলিতে জ্ঞানিপরমহংসগণের পথ অভেদব্রহ্মানুভূতিদ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হয় না। ১৮শ শ্লোকে ভগবান্ যে প্রেমবশ ভক্তবৎসল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে স্বধাম সপার্ষদ শ্রীভগবানের এই আবির্ভাব-কথা মূল শ্লোকগুলিতে বলিয়াছেন। ১০।

কুমুদাদয়স্তু দ্বৌ দ্বাবাগ্নেয়াদিদিক্‌পতয় ইতি শেষঃ। পঞ্চশক্তয়ঃ কূর্মাদ্যাঃ তথাচ তত্রৈব—

"কূর্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ॥" (পাদ্ম উঃ ২৫৬।২৪) ইতি।

ত্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণম্। তস্য ছন্দোময়ত্বাৎ। তথাচ তত্রৈব যদ্যপ্যুত্তরখণ্ডবচনং তৎপরব্যোমপরং তথাপি তৎসাদৃশ্যাদাগমাদিপ্রসিদ্ধেশ্চ শ্রীকৃষ্ণযোগপীঠমপি তদ্বজ্‌জ্ঞেয়ম্। অত্র ষোড়শশক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব কৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাদুদাহরিষ্যমাণপ্রভাসখণ্ডবচনাৎ চ্যুতালম্বিন্যাদয় এব বা জ্ঞেয়া ইতি। স্বৈঃ স্বরূপভূতৈরৈশ্বর্যাদিভির্যুক্তম্। ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকনশ্বরৈস্তৎপ্রসাদাদেব কদাচিত্তদাভাসরূপতয়ৈব প্রাপ্তৈরিত্যর্থঃ। স্বস্বরূপ এব ধামনি শ্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণম্ অতএব ঈশ্বরং, কথমপি পরাধীনসিদ্ধিত্বাভাবাৎ। তদ্দর্শনেতি যৎ পাদাম্বুজং পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ইতি সচ্চিদানন্দঘনত্বং তস্য ব নক্তি। তং প্রীয়মাণমিতি। তং ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভাষে। প্রজাবিসর্গে কার্যে নিজস্য স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনে অর্হণং যোগ্যম্। নন্বসৌ পুরুষ এব তমনুগৃহ্ণাতু শ্রীভগবতস্তু পরাবস্থত্বাৎ তেন প্রাকৃতসৃষ্টিকর্ত্রা সম্বন্ধোঽপি ন সম্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ, প্রিয়ং তস্মিন্ প্রেমবন্তম্। যত সোঽপি প্রেমবশঃ। তত্রাপি প্রীয়মানমিতি প্রীতমনা ইতি চ বিশেষণং তদানীং প্রেমোল্লাসাতিশয়দ্যোতকম্। তং প্রতি ভগবৎপ্রীতিচিহ্নদর্শনেন তস্যাপি তেন প্রীত্যতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি, ঈষৎস্মিতরোচিষা গিরেতি করে স্পৃশন্নিতি চ। শ্রীশুকঃ॥ ১০॥

অনুবাদ

পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ড হইতে উদ্ধৃত বচনদ্বারা ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হইবে; অথবা 'চ্যুত, আলম্বিনী' প্রভৃতিও হইতে পারে। 'স্বৈঃ' অর্থাৎ স্বরূপভূত ঐশ্বর্যাদিযুক্ত। 'ইতরত্র'—অর্থাৎ যোগিগণে, 'অধ্রুবৈঃ—অর্থাৎ আগন্তুক নশ্বর ভগবৎ প্রসাদবলে কখনও কখনও ঐ সমস্তের আভাসরূপে প্রাপ্ত। 'স্ব এব ধামন্'—অর্থাৎ স্বস্বরূপভূত ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণ ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব ঈশ্বরতত্ত্বে কোনও প্রকার পরাধীনতা সিদ্ধ নহে। (১৭শ শ্লোকে) 'পদাম্বুজম্' ইত্যাদি—যে পাদপদ্ম পরমহংসগণকর্তৃক অবলম্বিত পথে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাদ্বারা শ্রীপাদপদ্ম যে সচ্চিদানন্দঘন, তাহা ধ্বনিত হইয়াছে। (২৮শ শ্লোকে) সেই কথা ব্রহ্মাকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টিকার্যে নিজের অর্থাৎ স্বাংশভূত পুরুষের দ্বারা ব্রহ্মা শাসনের যোগ্য। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভগবানের স্বাংশভূত পুরুষ না হয় ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐ প্রাকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাকে ত' পরাবস্থা বা পূর্ণতত্ত্বরূপে অবস্থিত স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধ বলা যায় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ভগবানের অত্যধিক ভক্তবাৎসল্যহেতুই সে সম্বন্ধ; যেহেতু ব্রহ্মা প্রিয় অর্থাৎ ভগবানে প্রেমবান্, আর ভগবান্ নিজেও প্রেমবশ। তাহার উপর ব্রহ্মা ও ভগবানের যথাক্রমে প্রীয়মাণ ও প্রীতমনাঃ, এই বিশেষণদ্বয় ভগবানের তৎকালীন অতিশয় প্রেমোল্লাসপ্রকাশক। দীপ্তিযুক্ত মৃদুহাস্যপূর্ণ কথার প্রয়োগ ও করস্পর্শ

অবিচিন্ত্যশক্তে র্ভগবতঃ শক্তিবৈচিত্র্যকথনম্

অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা কিন্তু স্বরূপভূতৈবেত্যেতমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপয়িতুং প্রকরণান্তরমারভ্যতে। তত্র বস্তুনস্তস্য সশক্তিত্বমাহ—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" ইতি—অস্য বিশেষণাভ্যামেব "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইতি। (ভাঃ ১।১।২)—শিবং পরমানন্দঃ তদ্দানঞ্চ স্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং মায়াশক্তিকার্যং তদুন্মূলনঞ্চ তয়া ইতি। শ্রীব্যাসঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

—এইরূপ তাঁহার প্রতি ভগবানের প্রীতিচিহ্ন দর্শনে ব্রহ্মারও ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রীতি লক্ষিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

এক্ষণে ভগবানের ভগবত্তা যে আরোপিত নহে, কিন্তু স্বরূপভূত, এই অর্থ পুনরায় বিশেষভাবে প্রমাণ করিবার জন্য অন্য প্রকরণের আরম্ভ করা হইতেছে। সেখানে বস্তু যে সশক্তি, তাহা শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন (ভাঃ ১।১।২): "শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিতাপের উচ্ছেদক প্রকৃত মঙ্গলদাতা বাস্তব অর্থাৎ নিত্য স্থিতিশীল বস্তু অর্থাৎ পরমার্থভূত তত্ত্ব জ্ঞাতব্য বা অনুভূয়মান।" (শ্রীজীবপাদের টীকা)—(বাস্তববস্তু জানিতে হইবে) উহা দুইটী বিশেষণের সহযোগে, যথা শিবদ ও তাপত্রয়োন্মূলক। শিব অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রদত্ত হয়। তাপত্রয় মায়াশক্তির কার্য, তাহার উৎপাটনও ঐ স্বরূপশক্তি দ্বারাই ॥ ১১ ॥

টিপ্পনী

'আরোপ'-অর্থে একবস্তুতে অন্যবস্তুর ধর্ম স্থাপন; ইহা একপ্রকার ভ্রম, যেমন মরীচিকা; মরুভূমিতে জল নাই, কিন্তু বালুকার উপর সূর্যরশ্মির বিবর্তনে মিথ্যা জলের অস্তিত্বের বোধ একপ্রকার আরোপ। ভগবানের যেন ভগবত্তা নাই, এইভাবে শিষ্টাচার জন্য যদি তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হইত, তাহা হইলে ঐ ভগবত্তাকে আরোপসিদ্ধমাত্র বলা যাইত, অর্থাৎ উহার স্বয়ংসিদ্ধত্ব হইত না। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা ঐরূপ আরোপসিদ্ধ নহে, কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ স্বরূপভূত। পরমানন্দদান ও ত্রিতাপমোচন, এই দুইটী স্বরূপশক্তির ক্রিয়া; অতএব তিনি (ভগবান্)শক্তিমান্, ইহাই স্থাপিত হইল। 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্'—এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা নিমিত্ত শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের ৫০ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার সমগ্র অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। পরিত্যক্ত অংশটীসহিত তাহা এই, যথা—"বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপম্। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্যং জগচ্চ, তৎ সর্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিতি, বেদ্যম্ অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ—শিবদং পরমসুখদম্, কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ। অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্।"—অর্থাৎ 'বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তুই বেদ্য বা জানিতে হইবে, বৈশেষিকদিগের ন্যায় দ্রব্যগুণাদিরূপ নহে। অথবা বাস্তবশব্দ বলিতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া ও বস্তুর কার্য জগৎ, এই সমস্ত বস্তুই, তাহা হইতে পৃথক্ নয়; তাহা বেদ্য অর্থাৎ অনায়াসে জানিবার যোগ্য। তাঁহার পর কি? ইহার উত্তর—উহা শিবদ অর্থাৎ পরমসুখদ; তাহার উপর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের উন্মূলক। ইহা দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডসমূহ হইতেও উহা যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রদর্শিত হইল।' ইহা হইতে দেখা গেল জীব, শক্তি ও জগৎ সমস্তই বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বস্তু যে সশক্তি, তাহা স্থাপিত হইল। ভক্তিদ্বারা সহজগম্য হইলেও বস্তু নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গীয় জ্ঞানদ্বারা গম্য নহে। তাঁহারা অসম্যগ্ দর্শনদুষ্ট হইয়া বস্তুতে জীব, শক্তি ও জগদ্দর্শনে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত ইহাদিগকে মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন মনে করিয়া তত্ত্ববস্তুকে নির্বিশেষ বলেন ও

তে চ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়োর্বৃত্তয়ঃ স্বস্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্ব্যঃ, তথাপি তাসামেকং নিধানং তদেবেত্যাহ—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্ত গুণায় ভূম্নে ॥" (ভাঃ ৬।৪।৩১)

স্পষ্টম্। দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

কথিত স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহার উপর উহাদের বৃত্তিগুলিও নিজনিজগণে পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বহু। তথাপি উহাদের ঐ একই আধার, এই কথাই দক্ষপ্রজাপতি শ্রীপুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, যথা (ভাঃ ৬।৪।৩১): "যাঁহার মায়া-অবিদ্যাশক্তিসমূহ হইতে মতবাদী ও বিবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তি হয়, এবং নিরন্তর ইঁহাদের আত্মমোহ হয়, সেই অনন্তগুণ সর্বব্যাপী শ্রীভগবৎপুরুষকে আমি প্রণাম করি।" ইহার অর্থ স্পষ্ট। ১২।

টিপ্পনী

বিবর্তবাদের অন্ধতমে পতিত হ'ন। চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"বাস্তবম্ আদি মধ্যাবসানেষু স্থিরং যদ্বস্তু তচ্চ ভগবতঃ স্বরূপং নামরূপগুণাদি-বৈকুণ্ঠাদিধামানি চ ভক্তাশ্চ ভক্তিশ্চেতি, অন্যজ্জগদাদিসর্বমেবাবস্তবমস্থিরম্। বেদ্যং বেদিতুং সাক্ষাদনুভবিতুং শক্যম্। বেদনেন কিং স্যাৎ, তত্রাহ—শিবদং প্রেমবৎপার্ষদত্বমিত্যনুসংহিতফলং, তাপত্রয়বিনাশো মোক্ষ ইত্যননুসংহিতং ফলঞ্চ দর্শিতম্।"—অর্থাৎ 'বাস্তব অর্থে আদি, মধ্য ও অন্ত, এই তিনটীতেই স্থির বা পরিবর্তন-রহিত বস্তু; সেই বস্তু শ্রীভগবানের স্বরূপ নামরূপগুণাদি, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামসকল, ভক্তগণ ও ভক্তি; অন্য সমস্ত জগৎ প্রভৃতি অবাস্তব বা অস্থির। বেদ্য বলিতে জানিবার অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিবার যোগ্য। জানিয়া কি হইবে? তাহার উত্তর—শিবদ অর্থাৎ প্রেমপার্ষদত্ব, ইহা অনুসংহিত ফল যাহার প্রাপ্তির জন্য যত্ন করা হইয়াছে, আর ত্রাপত্রয়ের বিনাশ মোক্ষ, ইহা অননুসংহিত বা অবান্তর ফল, না চাহিলেও আপনি আসে। ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।' ক্রমসন্দর্ভ টীকার মধ্যে প্রদত্ত শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার মর্ম—'সেই বাস্তববস্তু স্বরূপশক্তিপ্রভাবে মায়াকার্য ধ্বংস করে ও তাহার কারণভূত অবিদ্যাপর্যন্ত খণ্ডন করে। এই কথায় সেই বস্তুর শক্তিমত্তা জানাইতেছেন। সেই স্বরূপশক্তিদ্বারাই তিনি পরমানন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।' ১১।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদউদ্ধৃত শ্লোকটীর টীকায় অবতারণিকা করিয়াছেন—"নন্বেবং ব্রহ্ম বিশ্বস্য হেতু র্হি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বদন্তো মীমাংসকা কুতোঽত্র বিবদন্তে, তৈশ্চান্যে স্বভাববাদিনঃ সংবদন্তে, তে চ তে চ তত্ত্ব-বিদ্ভির্বোধিতা অপি কুতঃ পুনঃপুনর্মুহ্যন্তি, তত্রাহ।"—অর্থাৎ 'যদি ব্রহ্মই বিশ্বের হেতু, তাহা হইলে জগৎ কখনও ভিন্ন প্রকার হইতে পারে না—এই মতপোষক মীমাংসকগণ কেন এ বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করেন, আর অন্য অর্থাৎ স্বভাববাদিগণ কেনই বা ইঁহাদের সহিত মিলিত হ'ন, আর ইঁহারা ও উঁহারা তত্ত্ববিৎসমূহের বোধ বা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও কেন পুনঃ পুনঃ মোহ প্রাপ্ত হ'ন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ 'বদতাং' পদের অর্থ 'সমাদধতাং' অর্থাৎ সমাধান বা সমর্থন কারিগণের, এবং 'বাদিনাং' পদের অর্থ 'তত্রাক্ষেপকৃতাং' অর্থাৎ সে বিষয়ে দূষণ কারিগণের—এইরূপ বলিয়াছেন। 'অনন্তগুণ' অর্থে তিনি বলিয়াছেন—"গুণানামনশ্বরত্বং নিঃসীমত্বঞ্চোক্তম্"—অর্থাৎ ভগবানের গুণসমূহ অনশ্বর বা নিত্য এবং অসীম। তিনি কয়েকটী প্রমাণবচন উদ্ধারপূর্বক বলিয়াছেন—"তদীয়গুণানামপ্রাকৃতত্বাব-গমে"—অর্থাৎ 'তাঁহার গুণসমূহ অপ্রাকৃত বলিয়াই অবগত হওয়া যায়।' এই শ্লোকটীর সারার্থ এই যে, ভগবানের

তথা (ভাঃ ৪।৯।১৬)—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশঃ পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যতে ॥"

আনুপূর্ব্যা স্বস্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্তমানা বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধগতয়ো যস্মিন্ যদাশ্রিত্য অনিশং পতন্তি প্রবর্তন্তে স্ব স্ব ব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

আরও শ্রীধ্রুবের স্তবেও উক্ত হইয়াছে, যথা (ভাঃ ৪।৯ ১৬): "পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবশালিনী বিদ্যা ও অবিদ্যাদি বিবিধশক্তিসমূহ যাঁহা হইতে নিরন্তর অগ্রপশ্চাৎক্রমানুসারে উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত এক অর্থাৎ অখণ্ড, অনন্ত, আদ্য অর্থাৎ অনাদি, আনন্দমাত্র, অবিকার পরব্রহ্মে আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।" (শ্রীজীবপাদের টীকা)—'আনুপূর্বী' অর্থাৎ নিজ নিজ শ্রেণীতে কোনওটী উত্তম, কোনওটী মধ্যম ও কোনওটী বা কনিষ্ঠ—এইভাবে বর্তমান। বিবিধশক্তিগুলি প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধভাব সম্পন্না হইয়া যাঁহাতে অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর পতিত হইতেছে বা প্রবর্তিত হইয়া নিজ নিজ ব্যাপার সাধন করিতেছে। শ্রীধ্রুব ধ্রুবপ্রিয় শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন। ১৩।

টিপ্পনী

বিভিন্ন শক্তিবৃত্তি প্রভাবে তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী-অবিরোধী, নানা মতবাদ পোষণ পূর্বক তত্ত্ববাদিগণ সর্বদা মোহপ্রাপ্ত। শ্রীজীবপাদ ইহা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন যে শক্তিবৃত্তিসমূহ বহু ও পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় ভগবত্তত্ত্বে সকলই সম্ভবপর; তিনি যুগপৎ সাকার-নিরাকার, সবিশেষ-নির্বিশেষ, নির্গুণ-সগুণ প্রভৃতি। ১২।

এই শ্লোক(ভাঃ৪।৯।১৬) উদ্ধারপূর্বক শ্রীজীবপাদ দেখাইতেছেন যে তাঁহার ১২শ অনুচ্ছেদে (ভাঃ৬।৪।৩১) কথিত ভগবানে যুগপৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ বর্তমান, যেমন মায়াশক্তির ত্রিতাপদান কার্যকে স্বরূপশক্তির পরমানন্দদান উন্মূলিত করিতেছে। স্বামিপাদ ইহার টীকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "পূর্বশ্লোকবর্ণিত ভগবান্‌কেই ব্রহ্মরূপে নমস্কার করিতেছেন।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের কথা বলিয়া এক্ষণে নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের কথা বলিতেছেন। তিনি 'আনুপূর্ব্যাৎ' পাঠটী গ্রহণ করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম—"যেমন কোনও নগরহইতে অতিদূরস্থ জনগণ নগরসম্বন্ধে কোনও বিশেষ জ্ঞান না পাইয়া মনে করে 'ঐ সম্মুখে স্থিত কি একটী বস্তু মাত্র।' তাহার পর যখন অগ্রসর হইয়া অনতিদূর হইতে দর্শন করে, মনে করে 'উহা বৃক্ষসমূহ'। কিন্তু আরও নিকটবর্তী হইলে দেখে যে উহা নানাবিধ গৃহ, অট্টালিকা, পুরদ্বার প্রভৃতিযুক্ত নগর; নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে উহা বহু বিস্তৃত পথ, বিপণি, চতুষ্পথ, পুষ্পোদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র, নৃত্যগীতশালা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। সেইরূপ হে পরব্রহ্ম, ভক্তির তারতম্য অনুসারে সামীপ্যের তারতম্য লাভপ্রাপ্তগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণ হইতে কিঞ্চিদধিক ভক্তিমান্, তাঁহাদের নিকট প্রথমে আপনি বিদ্যাশক্তিমান্‌রূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন। যাঁহারা ইঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক ভক্তিমান্, তাঁহাদিগের নিকট আপনি মায়াশক্তিমান্ জগৎকারণ পুরুষ, অতএব 'বিশ্বভব' এই বিশেষণযুক্ত আপনি উপলব্ধ। তাহার পর সম্পূর্ণ ভক্তি দৃষ্টিযোগে আপনি ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি অনন্তশক্তিমান্ ভগবান্‌রূপে প্রতিভাত হ'ন। আবার সেই ভগবত্তাতেও

তথা—"সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভির্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥" (ভাঃ ৪।১৭।৩৩)
অনুরুণদ্ধি করোতি। শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্ ॥ ১৪ ॥

তাসামচিন্ত্যত্বমাহ (ভাঃ ৩।৩৩।৩)—"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ।"

স্পষ্টম্। উক্তঞ্চাচিন্ত্যত্বম্ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭-২৮)—
"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥" "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।"
ইত্যাদৌ। শ্রীদেবহূতিঃ শ্রীকপিলদেবম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তিতে ঐরূপই দেখা যায় (ভাঃ ৪।১৭।৩৩): "যিনি দ্রব্য অর্থাৎ মহাভূতসকল, ক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, কারক অর্থাৎ দেবতাসমূহ, চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি, আত্মা অর্থাৎ অহঙ্কার প্রভৃতি স্বীয় শক্তিসমূহদ্বারা এই জগতের সর্গাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ অনুরোধ বা বিধান করেন, এবং যাঁহার শক্তিসকল সমুন্নদ্ধ অর্থাৎ সমুৎকট ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই মূল বিধাতা পরম পুরুষকে আমি প্রণাম করি।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা) অনুরোধ করেন— করেন। ১৪।

সেই শক্তিসমূহ যে অচিন্ত্য, তাহাই (ভাঃ ৩।৩৩।৩) মাতা শ্রীদেবহূতি ভগবদবতার শ্রীকপিল দেবকে বলিয়াছেন—"আপনি আত্মেশ্বর ও আপনার অনন্তশক্তি তর্কের অগম্য।" (শ্রীপাদ গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—ইহার অর্থ স্পষ্ট। ব্রহ্মসূত্রেও এই অচিন্ত্যত্ব বলা হইয়াছে, যথা—(ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭):

টিপ্পনী

যাঁহাদের বুদ্ধি অতিশয় প্রবিষ্ট, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনি লীলালাবণ্যময় রসচাতুর্যের মহাসাগররূপে অনুভব-গোচর হইয়া থাকেন।" আরও তিনি শক্তিগণের পরস্পর বিরুদ্ধগতি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"সৃষ্টি-লয়, অজত্ব ও জন্মবত্তা, একদিকে অনীহত্ব অর্থাৎ অনুৎসাহত্ব বা চেষ্টারাহিত্য ও অপরপক্ষে লীলাময়ত্ব, একদিকে আত্মারাম, অপরদিকে ভক্তবৎসল—এইরূপ বিরোধ থাকিলেও সেই সেই শক্তি তর্কের অতীতভাবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহভাবে আপনাতে নিত্য বর্তমান।" এই উক্তিটী ধ্রুব শ্রীধ্রুবপ্রিয় ভগবান্‌কে বলিয়াছেন। 'ধ্রুবপ্রিয়'-শব্দে ধ্রুবের প্রিয় ও ধ্রুব যাঁহার প্রিয়—এই উভয় অর্থেই শ্রীভগবান্‌কেই উদ্দেশ করিতেছে। ১৩।

শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে— ভগবদবতার পৃথুদেবের রাজত্বকালে পৃথিবী কেন গোরূপধারণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরপ্রদানমুখে ঋষিবর শ্রীপৃথুর প্রতি পৃথিবীর স্তব বিবৃত করিয়াছিলেন। বর্তমান(ভাঃ ৪।১৭।৩৩)শ্লোক সেই স্তবসমূহের একটী। শ্রীধরস্বামিপাদ 'বিরুদ্ধ'-শব্দের পরিবর্তে 'নিরুদ্ধ'—এই পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। অনুবাদে তাঁহার টীকা-প্রদত্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে। বিরুদ্ধশক্তিসম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদ উদাহরণ দিয়াছেন—"পালন-সংহারশক্তী উভে অপি প্রবলে।" শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার টীকায় বরাহপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—"বিরুদ্ধশক্তয়ো যস্য নিত্যা যুগপদেব চ। তস্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে।"— অর্থাৎ 'যাঁহার নিত্য শক্তিসমূহ একই কালে পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন, সেই সর্বজয়ী ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম।' শ্লোকটী শ্রীপৃথুরাজার প্রতি পৃথিবীর উক্তি হইলেও মূলতঃ বিবরণটী শ্রীমৈত্রেয় ঋষি মহাত্মা বিদুরকে বলিয়াছেন। ১৪।

শক্তেস্তু স্বাভাবিকরূপত্বমাহ (১১৷৩৷৩৭)—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ, সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি, ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং তৎ ॥"

ব্রহ্মৈব উরুশক্তিরনেকাত্মকশক্তিমদ্ভাতি। এব-কারেণ ব্রহ্মণ এব সা শক্তির্ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং শক্তের্বোধয়তি। তত্র হেতুঃ। যদ্ব্রহ্ম সৎ স্থূলং কার্যং পৃথিব্যাদি-রূপম্, অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদিরূপং, তয়োর্বহিরঙ্গবৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদি-রূপং তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ। অন্যথা তত্তদ্ভাবাসিদ্ধিঃ। কিংরূপতয়া তত্তদ্রূপং তত্রাহ,

অনুবাদ

"শ্রুতির প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের মূলই শব্দ অর্থাৎ অপৌরুষেয় বাক্য" এবং (ব্রঃ সূঃ ২৷১৷২৮): "কেবল পরমাত্মাতেই ঐ প্রকার বিচিত্র শক্তিসমূহ আছে।" ইত্যাদি। ১৫।

শক্তি যে স্বাভাবিকরূপা, তাহা নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি বিদেহরাজ নিমিকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১৷৩৷৩৭): "ব্রহ্মবস্তু প্রথমতঃ অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত থাকিয়া পশ্চাৎ বহিরঙ্গরূপে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক অবস্থায় প্রধান সংজ্ঞায়, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত অবস্থায় সূত্রসংজ্ঞায়, জ্ঞানশক্তি-যুক্ত অবস্থায় মহত্তত্ত্বসংজ্ঞায় এবং জীবের উপাধিভূত অবস্থায় অহঙ্কার-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। অনন্তর অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিবিশিষ্ট উক্ত ব্রহ্মবস্তুই দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও তদনুভবজনিতসুখাদি ফলরূপে এবং পরম কারণ বলিয়া তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" (শ্রীগ্রন্থকারের টীকা, যথা)—ব্রহ্মই উরুশক্তি অর্থাৎ অনেকাত্মকশক্তিমান্‌রূপে প্রকাশমান। 'ব্রহ্ম'-পদের পর 'এব'শব্দে

টিপ্পনী

শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ (৩৷৩৷৩৩) শ্লোকটী এই :—"স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে, গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ। সর্গাদ্য-নীহোঽবিতথাভিসন্ধি,-রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ ॥"—অর্থাৎ 'আপনি স্বয়ং অনীহ বা নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণপ্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া এই বিশ্বের সর্গাদি অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশসাধনরূপে কার্যত্রয় সম্পাদন করিতেছেন। আপনি অবিতথাভিসন্ধি অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প এবং জীবসমূহের ঈশ্বর ; আপনার অনন্তশক্তি তর্কের অগম্য।' শ্লোকের দ্বিতীয়চরণের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"গুণপ্রবাহ অর্থাৎ রজঃ-আদি (তিনটী) গুণের পরম্পরানুক্রমে আপনি আপনার বীর্য অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।" শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সর্গাদিবিধান করেন শক্তিদ্বারে, স্বয়ং নয়, যেহেতু আপনি নিষ্ক্রিয়। আর শক্তিদ্বারেই বা কেন সর্গাদিবিধান করেন? তাহার উত্তর—আপনি অবিতথ—সত্য-অভিসন্ধি (সঙ্কল্প)-ময়। কেন বিধান করেন? তাহার উত্তর—যেহেতু আপনি আত্মা বা জীবগণের ঈশ্বর ; তাহাদের ভোগের জন্যই করিয়া থাকেন। আচ্ছা, কিরূপেই বা একক হইয়া তাহাদের বিচিত্রভোগসমূহের বিধান করা যায়? তাহার উত্তর—আপনার শক্তিসমূহ সহস্র বা অপরিমিত ও অতর্ক্য।"

বেদান্তের উদ্ধৃত প্রথমসূত্রটী (২৷১৷২৭) তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে উহা টিপ্পনীসহ আলোচ্য। দ্বিতীয়টী উহারই পরবর্তী সূত্র। ইহার অর্থ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"যেরূপ ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পবৃক্ষ এবং চিন্তামণি প্রভৃতির অচিন্ত্যশক্তিমাত্রদ্বারাই হর্তী,

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া—মহদাদিলক্ষণজ্ঞানশক্তিরূপত্বেন, সূত্রাদিলক্ষণক্রিয়াশক্তিরূপত্বেন, তন্মাত্রাদি লক্ষণার্থরূপত্বেন, প্রকৃতিলক্ষণ-তত্তৎসর্বৈক্যরূপত্বেন সদসদ্রূপং ; ফলরূপত্বেন তয়োঃ পরম্। তত্র ফলং পুরুষার্থস্বরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু, তদনুগতত্বাৎ শুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়াদিরূপেণোরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। শক্তেঃ স্বাভাবিকরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি —আদৌ যদেকং ব্রহ্ম, তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং, ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং, জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি, ততোঽহমহঙ্কার ইতি, তদেব চ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবাত্মানং, তদুপলক্ষণকং বৈকুণ্ঠাদিবৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তে চ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং

অনুবাদ

এই বুঝাইতেছে যে, সেই শক্তি কল্পিত নহে, কিন্তু স্বাভাবিকরূপ শক্তি। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সৎ অর্থাৎ পৃথিবী-প্রভৃতিরূপ স্থূলকার্য, এবং অসৎ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভৃতিরূপ সূক্ষ্ম কারণ, এই দুইটী বহিরঙ্গ বৈভব হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপ স্বরূপবৈভব ও শুদ্ধজীবস্বরূপ তটস্থবৈভব। এই প্রকার না হইলে ঐ ভাবসমূহ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ঐরূপগুলি কি প্রকার ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'জ্ঞান-ক্রিয়ার্থ ফলরূপে'—অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদিলক্ষণ জ্ঞানশক্তিরূপে, সূত্রাদিলক্ষণ ক্রিয়াশক্তিরূপে, তন্মাত্রাদিলক্ষণ অর্থরূপে আর প্রকৃতিলক্ষণ সেই সমস্তগুলির ঐক্যরূপে সদসদ্রূপ ; ফলরূপ হওয়ায় এই উভয় সৎ ও অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে পুরুষার্থস্বরূপ ফল ভগবান্-নামক চিদ্বস্তু এবং তাঁহার অনুগত অবস্থায় শুদ্ধজীব

টিপ্পনী

অশ্ব প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টিসমূহ হইতে পারে, ইহা শব্দপ্রমাণ হইতেই প্রতীতি ও বিশ্বাস করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মস্বরূপ সর্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি ঐভাবেই হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতি-অনুসারেই বিশ্বাস করিতে হয়। অচিন্ত্যবস্তুর স্বভাব শ্রুতিমাত্রগম্য বলিয়া যেমন কৃৎস্নস্বরূপে সৃষ্টি, বা স্বরূপাংশে ব্যবস্থাপূর্বক সৃষ্টি, ইত্যাদি যুক্তির অবসর নাই। অতএব শ্রুতিতে যেমন আছে, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার ভাষ্যে "পরমাত্মারই বিচিত্র শক্তিসমূহ আছে, আর কাহারও নাই" বলিয়া কয়েকটী শ্রুতি উদ্ধার করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ১৫।

বিদেহরাজ নিমির প্রতি শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষির কথিত (ভাঃ ১১।৩।৩৭) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া কি ব্রহ্ম নাই ?—এই আশঙ্কার উত্তরে এই শ্লোকে বলিতেছেন। সৎ অর্থাৎ স্থূল কার্য, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম কারণ, এই সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই প্রতীত হইতেছে ; যেহেতু সৎ ও অসতের অতীত কারণ। 'বাচারম্ভণম্' এই শ্রুতি-অনুসারে কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। যদি প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্ম এক হইয়া বহুপ্রকারের কারণ কিরূপে হইতে পারেন ? তাহার উত্তর—তিনি উরুশক্তি, তাঁহার অনেক শক্তি। প্রথমে যিনি এক ব্রহ্ম, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান। তাঁহা হইতে ক্রিয়াশক্তিযোগে সূত্র, জ্ঞানশক্তিযোগে মহত্তত্ত্ব ; এ সবও তিনিই। তাঁহা হইতে 'অহম্' অর্থাৎ জীব, জীবের উপাধি অহঙ্কার, তাহাও তিনি। তাঁহা হইতে জ্ঞান অর্থাৎ দেবতাগণ, ক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, অর্থ অর্থাৎ বিষয়সমূহ, ফল অর্থাৎ সুখাদি,—ব্রহ্মই এই সকলরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ বলিয়া আপনা হইতে প্রকাশমান ব্রহ্মের স্বসিদ্ধি-জন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না।" চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় ভূমিকা এইরূপ দিয়াছেন, যথা —"ব্রহ্মের স্বরূপানুভবই লোকের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু তাঁহার প্রামাণ্যে কোনও সংশয়

ততস্তত্তদ্রূপমিতি শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমায়াতম্ ; অন্যস্যাসদ্ভাবেনৌপাধিকত্বাযোগাৎ। স্বরূপ-বৈভবস্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গবন্নিত্যসিদ্ধত্বেঽপি, সূর্যসত্তয়া তদ্রশ্মিপরমাণুবৃন্দস্যেব, "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (কঠ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০, শ্বেঃ ৬।১৪) ইতি শ্রুতেঃ। শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১)—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥"

ইতি মৈত্রেয়প্রশ্নানন্তরং শ্রীপরাশর উবাচ—(বিঃ পুঃ ১।৩।২-৩)—

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।" অত্র শ্রীধরস্বামিটীকা চ—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুক্তং, তত্র শঙ্কতে, নির্গুণস্যেতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, অপ্রমেয়স্য দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারিশূন্যস্যেতি বা, অমলাত্মনঃ পুণ্য-পাপ-

অনুবাদ

নামকও চিদ্বস্তু। ইহাদ্বারা জ্ঞানক্রিয়াদিরূপে ভগবানের যে বিপুল শক্তি, তাহাই প্রকাশিত। শক্তি যে স্বাভাবিকরূপা (কল্পিতা নহে), তাহা প্রমাণসহকারে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—আদিতে যে ব্রহ্ম, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানতত্ত্ব (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি), তাঁহা হইতে ক্রিয়াশক্তিযোগে সূত্র, জ্ঞানশক্তিযোগে মহত্তত্ত্ব (প্রাণিমাত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাপক প্রথমজ হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব), তাঁহা হইতে অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার, আর তিনিই জীব অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ জীবাত্মা, উপলক্ষণে তিনিই বৈকুণ্ঠাদিবৈভব, ইহাও বেদ-বাক্যসমূহ বলেন। সেই সকল বেদবাক্য "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১)—অর্থাৎ 'হে বৎস। (শ্বেতকেতো !) সর্বাগ্রে এই একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয় তত্ত্বই বর্তমান ছিলেন।'—ইত্যাদি। প্রথমে একতত্ত্ব (—ঐ মন্ত্রের পরবর্তী অংশ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"), তাহার পর তাঁহার তত্তদ্রূপ ; ইহা হইতে শক্তি যে স্বাভাবিকী, তাহা পাওয়া যাইতেছে। অন্য তত্ত্বের অভাবহেতু ঔপাধিকত্ব যুক্ত হইতে পারে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় স্বরূপবৈভব নিত্য সিদ্ধ হইলেও যেমন সূর্যের সত্তাহেতু তাহার রশ্মি-পরমাণু-সমূহের সত্তা, সেইরূপ তাঁহার সত্তা-হেতু সকলের সত্তা লব্ধ বলিয়া তিনি উপাদানতত্ত্ব ও তিনি সকলের আদি কারণ, শ্রুতি (কঠ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০, শ্বেঃ ৬।১৪) বলিয়াছেন—"তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।"

টিপ্পনী

নাই, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন (ছাঃ ৩।১৪।১): 'এই জীব জড়াত্মক সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম', (কঠ ২।২।১৫, ইত্যাদি): 'ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে এই সমস্ত বিশেষভাবে প্রকাশমান' ; এতদনুসারে সর্ববস্তুমাত্রই ব্রহ্মের কার্য বলিয়া ব্রহ্মই। সেই কথাই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে।" টীকার মধ্যে তিনি ব্রহ্মই যে সদসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ, ইহা শ্রীহরিবংশ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়াছেন, যথা—"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।" ইহার অর্থ তিনি নিজেই দিয়াছেন, যথা 'সেই সমস্ত হইতেই শ্রেষ্ঠ যে পরম ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ বিভাগ করিতেছেন,

সংস্কারশূন্যস্য, রাগাদিশূন্যস্যেতি বা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বমিষ্যতে, এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্ধেন, লোকে হি সর্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ—অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা—অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবম্, ততো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদি-হেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদি-হীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।”

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১-৩) শক্তি যে অচিন্ত্যা ও স্বাভাবিকী, তাহা কথিত হইয়াছে। শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীপরাশরমুনিকে প্রশ্ন করিলেন—“নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, অমলাত্ম ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ?” তদুত্তরে শ্রীপরাশর বলিলেন—“হে তাপসবর, যেহেতু সকল বস্তুর শক্তি-সমূহ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, অতএব ব্রহ্মেরও ঐসকল সৃষ্টিপ্রভৃতি ভাবশক্তি, স্বভাবগতশক্তি হইতেছে, যেরূপ অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিকী শক্তি।” এ স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা এইরূপ—“এইরূপে (পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত প্রকারে) ব্রহ্মের ঐ সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। তাহাতে আশঙ্কাগত প্রশ্ন হইতেছে যে, নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণরহিত, অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা ইয়ত্তারূপে পরিমিত হইবার অযোগ্য, শুদ্ধ অর্থাৎ দেহশূন্য অথবা সহকারিশূন্য, অমলাত্মা অর্থাৎ পুন্যপাপ-সংস্কারশূন্য,—এই প্রকার ব্রহ্মে কিরূপে সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে ? লোকে এই সব লক্ষণ হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্ অর্থাৎ ত্রিগুণাদিবিশিষ্ট তত্ত্ব মনুষ্যাদিরই ঘটনির্মাণাদি-বিষয়ে কর্তৃত্বাদি দেখা যায়, (ব্রহ্মের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়) ? উত্তরে বলিতেছেন—লোকেই যখন মণিমন্ত্র প্রভৃতি বস্তু-সকলের শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, অর্থাৎ যে জ্ঞান অচিন্ত্য বা তর্কাসহ, যুক্তিবিচারাদির অতীত, অথচ অন্যপ্রকার কার্যের অসঙ্গতি বা অসিদ্ধি প্রমাণ করে, তাহার গোচর বা তদ্দ্বারা বোধগম্য হয় ; অথবা অচিন্ত্য অর্থাৎ ইহা ভিন্ন, না, অভিন্ন, এইরূপ সংশয়সহিত চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তি বা ‘সুতরাং প্রাপ্তি’—এই প্রমাণাত্মক জ্ঞানের গোচর হয়। যেহেতু এই প্রকার, অতএব ব্রহ্মেরও সেই প্রকার সৃষ্টিপ্রভৃতির কারণভূত ভাবশক্তিসমূহ আছেই, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। অতএব গুণাদিহীন

টিপ্পনী

অর্থাৎ আপনা হইতেই মহদাদিরূপে বিভক্ত করিতেছেন, তিনি আমারই তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ ভগবানের (গীতা ১৪।২৭) এই উক্তির অনুসারে ‘সূর্যের ঘনতেজ’ এই প্রকারে তাঁহার দেহের তেজই ব্রহ্ম, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—“ ‘সৎ’-শব্দে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক কার্যরূপ জগৎ এবং ‘অসৎ’-শব্দে প্রকৃত্যাদিরূপ কারণ। ইহারাই সেই বাস্তব-বস্তুর বহিরঙ্গ বৈভবদ্বয়। এই বৈভবের অতিরিক্ত বৈকুণ্ঠাদিরূপ স্বরূপবৈভব ও শুদ্ধজীবরূপ তটস্থবৈভব—ভগবানের বিভিন্ন শক্তি হইতে উদ্ভূত। সেই শক্তি স্বাভাবিকরূপবিশিষ্টা, বিবর্তবাদীর কল্পিত শক্তিমাত্র নহে। স্থূল-সূক্ষ্ম নশ্বর

শ্রুতিশ্চ—(শ্বেতাঃ উঃ ৬।৮)

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"
"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১০) ইত্যাদি।

যদ্বা এবং যোজনা—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য

অনুবাদ

হইলেও ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্তৃত্ব যুক্তই, ইহাই অর্থ।" শ্রুতিও বলিয়াছেন (শ্বেঃ উপঃ ৬।৮ : "সেই পরমেশ্বরের (প্রাকৃত) শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, তদ্দ্বারা কোনও কার্যও নাই। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ দৃষ্ট হ'ন না। তাঁহার অবিচিন্ত্যা পরা শক্তি স্বাভাবিকী; তাহা এক হইয়াও জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।" এবং (শ্বেত শ্বঃ উপঃ ৪।১০) : "মায়াকেই প্রকৃতি ও মহেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।"

অথবা অর্থযোজনা এরূপ হইতে পারে,—যথা পাবকের উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সমস্ত বস্তুর অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তিসমূহ আছেই। কিন্তু ব্রহ্মের সে শক্তিগুলি স্বভাবভূত, স্বরূপহইতে অভিন্ন, যেমন (উপরি উদ্ধৃত) "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে" শ্রুতিতে পাওয়া যায়। অতএব মণিমন্ত্রাদিদ্বারা ঐ শক্তিসমূহের কোন প্রকারেই লোপসাধন করিতে পারা যাইবে না, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। অতএব ব্রহ্মের অনিবার্য ঐশ্বর্য শ্রুতিতেও ঐরূপ বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২২) : "তিনি সকলেরই বশী বা নিয়ন্তা, সকলেরই ঈশ্বর, সকলেরই অধিপতি।" যখন এইরূপ, তখন কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিপ্রভৃতি হয়, ইহাতে কোনও প্রকার অসঙ্গতি নাই।" ইহাই টীকা। এখানে যে (মৈত্রেয়ঋষি কর্তৃক) প্রশ্ন তাহা ব্রহ্ম নির্বিশেষ—এই পক্ষ অবলম্বনে হইয়াছে; তাহার নিরাস—ব্রহ্ম সবিশেষ, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া করা হইল, ইহা জানিতে হইবে। অতএব প্রশ্নে যে 'শুদ্ধ'-শব্দ, এক্ষেত্রে 'অদেহ' বলিয়াও (স্বামিপাদটীকায়) তাহা ব্যখ্যাত হইয়াছে। এখানে 'শুদ্ধ'-অর্থে 'কেবল', ইহাও অভিমত; তাহাও যুক্ত;

টিপ্পনী

জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বহিরঙ্গ বৈভবের অতিরিক্ত ভগবৎস্বরূপবৈভব ও তটস্থজীববৈভব পরতত্ত্বরূপে বর্তমান। ব্রহ্ম জ্ঞানরূপে, পরমাত্মা ক্রিয়ারূপে ও ভগবান্ অর্থফলরূপে প্রকাশিত হ'ন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তিদ্বারা সূত্র, জ্ঞানশক্তিদ্বারা মহত্তত্ত্ব এবং অহংকারদ্বারা বদ্ধজীবতত্ত্ব, সকলই বহিরঙ্গ বৈভবের শক্তিবোধক। ভূতেন্দ্রিয়দেবতাসর্গ মহত্তত্ত্ব হইতেই সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয় উদ্ভূত হয়। উহাই জীবসংযুক্ত প্রাকৃত জগৎ। ভগবদ্বস্তু—এক পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যকালই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্ধা অবস্থিত, অর্থাৎ সূর্য, অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিকণসমূহ ও তৎপ্রতিচ্ছবির ন্যায় একই পরমতত্ত্ব চতুর্বিধরূপে শক্তি বিকাশ করেন। ভগবানের শক্তি অচিন্ত্যা; একই শক্তি তিন প্রকারে অবস্থান করেন। সেই বিষ্ণুশক্তিরই পরা শক্তি, শরীরাধিষ্ঠাত্রী জীবশক্তি ও অবিদ্যানাম্নী

নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"স বা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশান সর্বস্যাধিপতিঃ।" (বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিঃ। যত এবম্, অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিঃ।" ইত্যেষা। অত্র প্রশ্নঃ সোঽয়ং ব্রহ্ম খলু নির্বিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য পরিহারস্তু সবিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যেত্যত্রাদেহস্যেত্যপি ব্যাখ্যাতম্। শুদ্ধত্বং হ্যত্র কেবলত্বং মতং, তচ্চ যুক্তং পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তিস্থাপনাৎ। পূর্বপক্ষিমতে ব্রহ্মণি শক্তিরপি নাস্তীতি গম্যতে। ততঃ প্রশ্নবাক্যেঽপ্যেবমর্থান্তরং জ্ঞেয়ম্—নির্গুণস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতগুণরহিতস্য, অতএব প্রমাণাগোচরস্য, তত এবামলাত্মনোঽপি শুদ্ধস্য ন তু স্ফটিকাদেরিব

অনুবাদ

পরিহারে অর্থাৎ নিরসনার্থ উত্তরে ব্রহ্মে শক্তি স্থাপিত হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তিমান্, সেই শক্তি হইতে সৃষ্টিপ্রভৃতি হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে)। পূর্বপক্ষীয় অর্থাৎ নির্বিশেষবাদিগণের মতে ব্রহ্মে শক্তিও নাই, ইহাই বুঝা যায়। অতএব প্রশ্নবাক্যেও অন্য অর্থ জানিতে হইবে, যেমন 'নির্গুণ' বলিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতগুণরহিত, অতএব প্রমাণের অগোচর (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানগোচর নহেন), অতএব 'অমলাত্মা' বলিয়া 'শুদ্ধ'; স্ফটিক বা কাচ প্রভৃতির ন্যায় অন্যবস্তুর ছায়াযোগে যে অন্যপ্রকার দেখা যায়,

টিপ্পনী

তৃতীয়া শক্তিভেদ। বহিরঙ্গা শক্তি তটস্থশক্তি জীবকে আবরণ করিতে সমর্থা। ভগবানের অচিন্ত্যমায়াশক্তিপ্রভাবেই চিদ্রূপতাদিগুণরহিত 'প্রধান' বিকার লাভ করে। তাঁহার অচিৎ শরীরে অধিষ্ঠানমাত্র জীব সচ্চিদানন্দাখ্য-পরমাত্মবিমুখ হইলেই অদ্বয়জ্ঞানরহিত হইয়া ক্লেশে পতিত হ'ন; তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে, 'সর্বমিদং ব্রহ্ম'-বস্তু ব্যাপকধর্মে অবস্থিত হওয়ায় কেবলব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিত্যক্রিয়ার্থফলরূপ না থাকায় ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপে বিরাজমান। পরমাত্ম-জীবাত্মক্রিয়ার উপলব্ধিক্রমে যে ব্যাপকতা, তাহাতে অর্থফলরূপ প্রেমাভাব বশতঃ সান্নিধ্যমাত্রে আংশিকতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়।…"ন তত্র সূর্যো ভাতি" মন্ত্রের "যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (কঠ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০, শ্বেঃ ৬।১৪) শ্রুতিতে ভগবদ্বস্তুর ব্রহ্মে তেজোঽভিব্যক্তিই উদাহৃত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ক্রিয়া ও প্রেমফল বর্ণন করেন। কেবলজ্ঞানে ক্রিয়ার্থফলরূপতায় উদাসীন হওয়ায় জ্ঞানী ভগবদ্ধামে আলোকদীপ্তিজ্ঞানমাত্র করিয়া থাকেন। উহা ভগবানের তটস্থশক্তির মণ্ডলবহির্গত কিরণ-বিচারমাত্র। প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে দেবতাধিষ্ঠান, পরমাত্মজ্ঞানে দেবগণের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদিতে পরিস্ফুট, এবং ভগবৎ-সেবাবিজ্ঞানে প্রেমতাৎপর্য প্রকাশিত। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুর অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইতে হয় না, সুতরাং প্রমা বা অনুভূতির দ্বারা ব্রহ্মস্থাপনের কোন অপেক্ষা নাই।"

এতৎপ্রসঙ্গে তত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম অনুচ্ছেদটী এবং তৎসহ টিপ্পনীতে উদ্ধৃত "যদদ্বৈতং" (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩ ও ২।৫) শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আলোচ্য। অধিকন্তু বর্তমান ভগবৎসন্দর্ভের ৩য় অনুচ্ছেদটীও আলোচ্য। ইহাতে "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্" (ভাঃ ১।২।১১) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিষয়টী বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটীতে মৈত্রেয়ঋষির প্রশ্নে ব্রহ্মকে যে নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা বলা হইয়াছে, তাহা নির্বিশেষ-পক্ষের অবলম্বনেই করা হইয়াছে। নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতগুণরহিত বলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রমাণের অগোচর প্রভৃতি-রূপে দর্শন করেন। তাঁহাকে নিঃশক্তিক ধারণা করিয়াই তাঁহার সবিশেষত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। শ্রীপরাশর উত্তরে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিমত্তা বর্ণন করিয়া তাঁহার সবিশেষত্ব

পরচ্ছায়য়ান্যথাদৃষ্টস্য। তদেবং নির্বিশেষতামবলম্ব্য প্রশ্নে সিদ্ধে, পরিহারে তু প্রথমযোজনায়াং নির্বিশেষপক্ষমনাদৃত্য ব্রহ্মণি কর্তৃত্ব-প্রতিপত্ত্যর্থং শক্তয়ঃ সাধিতাঃ। দ্বিতীয়যোজনায়াং, তত্র চ বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং, যথা জলাদিষু কদাচিদুষ্ণতাদিকমাগন্তুকং স্যাত্তথা ব্রহ্মণি স স্যাদিতি নির্ধারিতম্। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেতাঃ উঃ ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ। তথা মণি-মন্ত্রাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব দৃষ্টান্ত ইত্যতো ব্রহ্মশক্তয়স্তু নান্যেন পরাভূতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতম্। উভয়ত্র চ স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেণ প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপরিণামরূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবাবেশাভাবেন

অনুবাদ

তাহা নহে। অতএব এই প্রকার নির্বিশেষতা অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন সিদ্ধ হইলে, উত্তরে কিন্তু প্রথম যোজনায় (ব্যাখ্যার্থ পদবিন্যাসে) নির্বিশেষ পক্ষকে অনাদরপূর্বক ব্রহ্মে কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত শক্তিসমূহ নিষ্পাদিত বা প্রমাণবলে স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় যোজনায় সে ক্ষেত্রেও সবিশেষত্ব-প্রতিপাদন জন্য যেমন জলাদিতে কখনও কখনও উষ্ণতা আগন্তুক হয় (স্বাভাবিক নহে), ব্রহ্ম সেরূপ নহে (অর্থাৎ ব্রহ্মে শক্তি আগন্তুক নয়, কিন্তু অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক), ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে, উপরি উদ্ধৃত "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—এই (শ্বেঃ ৬।৮) শ্রুতি-অনুসারে।

আর মণিমন্ত্রাদিদ্বারা যে দৃষ্টান্ত, তাহা ব্যতিরেক (অর্থাৎ 'ব্যতিরেক'-নামক কাব্যালঙ্কার-অনুসারে উপমান মণিমন্ত্রাদি অপেক্ষা উপমেয় ব্রহ্মের আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মণিমন্ত্রাদিরই যখন অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরশক্তি, ব্রহ্মশক্তি তদপেক্ষাও অধিক, এই কৈমুতিকন্যায় যোগেও ইহা স্থাপিত হইল)। অতএব ব্রহ্মশক্তিসমূহ অন্য কোনও কিছু দ্বারা পরাভূত হইতে পারে না, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয় যোজনাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্বরূপশক্তির প্রভাবক্রমে প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণের পরিণামরূপ সৃষ্টি প্রভৃতির সাধনে ব্রহ্মের আবেশ না হওয়ায় সেই দোষের লেশও তাঁহাতে স্পর্শ করে নাই। অধিকন্তু

টিপ্পনী

স্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতিতেও ব্রহ্মের স্বাভাবিকশক্তিমত্তার উপদেশ দেখা যাইতেছে। 'নির্গুণ' বলিয়া ব্রহ্মে প্রাকৃত-গুণের স্পর্শ নাই বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয় বহিরঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। শ্রীব্যাসদেবও সমাধিযোগে মায়াশক্তিকে অপাশ্রিতা বা বহিরঙ্গা বলিয়াই দেখিয়াছিলেন। সুতরাং অন্তরঙ্গশক্তিগত তাঁহার স্বরূপে প্রকৃতিগুণগত কোনও মল নাই, তিনি শুদ্ধ ও সেই জন্য প্রাকৃতজ্ঞানগোচর নহেন, অর্থাৎ তিনি অপ্রমেয়।

শ্রীগীতা হইতে উদ্ধৃত (গীতা ১৩।১২) শ্লোকের পূর্বে পাঁচটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ কাহাকে কাহাকে জ্ঞান বলে, সেই বিংশজ্ঞান বর্ণনা করিয়া তন্মধ্যে 'ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'ই মুখ্য, এই ইঙ্গিতদানপূর্বক বর্তমানে জ্ঞেয়তত্ত্ব বলিতেছেন। শ্রীচক্রবর্তিপাদ 'অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম' অর্থে 'ব্রহ্মতত্ত্ব অনাদি ও আমার আশ্রিত'—ইহাই ভগবদুক্তি বলিয়া (১৪।২৭ শ্লোকের) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু স্বামিপাদ 'মৎপর' অর্থে 'আমার আশ্রিত' না বলিয়া 'আমার বিষ্ণুর পর অর্থাৎ নির্বিশেষরূপ ব্রহ্ম' এই অর্থ করিয়াছেন; অন্য প্রকারেও 'অনাদিমৎ' (যিনি আদিমৎ ন'ন) 'পরং' (নিরতিশয়) 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। এই দ্বিতীয় অন্বয়টীতে যে ব্যাকরণগত দোষ হয় (—বহুব্রীহি সমাসে পদসিদ্ধ হইলে, তদুত্তরে মতুপ্ প্রত্যয় হয় না), তাহাকে ছান্দস বলিয়াছেন। 'সৎ' ও

তদ্দোষস্যালেপশ্চ দর্শিতঃ। কিঞ্চ, ব্রহ্ম-পদেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোঃ উঃ ৩।১৪।১) ইতি প্রসিদ্ধিং ব্যজ্য সত্ত্বাদিগুণময়মায়ায়াস্তদনন্যত্বেঽপি, নির্গুণস্যেতি প্রাকৃতগুণৈরস্পৃষ্টত্বমঙ্গীকৃত্য তেষাং বহিরঙ্গত্বং স্বীকৃতম্। তদেতদেব, "মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যেষা শ্রুতিঃ স্বীচকার। "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইতিবন্মহেশ্বরত্বান্মায়ায়া বহিরঙ্গায়া আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতমিতি চ লভ্যতে। তস্মাৎ পূর্ববদত্রাপি শক্তিমাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মায়াদোষস্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিতম্। অতএব শ্রীগীতোপনিষৎসু চ (১৩।১২-১৩)—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥

অনুবাদ

ব্রহ্মপদে (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।১৪।১): "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ 'এই জীবজড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নাই'—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য প্রকাশপূর্বক সত্ত্বাদিগুণময়ী মায়া তাঁহা হইতে অনন্য হইলেও (মৈত্রেয়-প্রশ্নে) 'নির্গুণ' বলিয়া প্রাকৃতগুণসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, ইহা অঙ্গীকার করিয়া ঐ গুণগুলি যে বহিরঙ্গ, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এই কথাই উপরি উদ্ধৃত শ্রুতি "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—স্বীকার করিয়াছেন। (ব্যাসসমাধিতে ভাঃ ১।৭।৪ শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভে ৩০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত।) "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্"—অর্থাৎ 'মায়া পূর্ণ পুরুষ ভগবানে অপকৃষ্টভাবে আশ্রিত'—এই প্রকারে ব্রহ্ম (উপরি উদ্ধৃত শ্রুতির অনুসারে) মহেশ্বর বলিয়া বহিরঙ্গা মায়ার আশ্রয়, অতএব ঐ মায়াকে পরাভূত করিয়া অবস্থিত,—এই তত্ত্বই পাওয়া যাইতেছে। অতএব পূর্বের ন্যায় এখানেও সিদ্ধ হইল যে শক্তিমাত্রেই স্বাভাবিক ও মায়াদোষস্পর্শরহিত।

অতএব শ্রীগীতোপনিষদেও বলিয়াছেন (গী ১৩।১২-১৩): "যে তত্ত্ব জানিয়া মুমুক্ষু মোক্ষরূপ অমৃত লাভ করেন, সেই জ্ঞানের বিষয় আমি প্রকৃষ্টরূপে বলিব। তাহা অনাদি অর্থাৎ নিত্য ও মৎপর বা আমারই আশ্রিত 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য। সে তত্ত্ব সৎ নহেন অর্থাৎ কার্যের অতীত, এবং অসৎও নহেন

টিপ্পনী

'অসৎ'-অর্থে তিনি বলিয়াছেন—"বিধিমুখে প্রমাণের বিষয়কে সৎ বলা হয়, আর নিষেধের বিষয়কে অসৎ বলা হয়; ব্রহ্ম ইহাদের বিষয় ন'ন বলিয়া উভয় হইতেই বিলক্ষণ।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম কার্য ও কারণের অতীত।" পরবর্তী 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' ইত্যাদি (গীতা ১৩।১৩) শ্লোকের ভূমিকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম যদি এইরূপে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ হ'ন, তাহা হইলে (ছাঃ ৩।১৪।১): 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এ সমস্তই ব্রহ্ম, এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয়—এই আশঙ্কায় (শ্বেঃ ৬।৮): 'পরাস্য শক্তিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ব্রহ্মের সর্বাত্মত্ব দেখাইবার জন্য পঞ্চশ্লোক বলিতেছেন।"

ব্রহ্মের চতুর্থী অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে শক্তিত্রয়ব্যঞ্জক শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, অন্তরঙ্গশক্তিযোগে স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব বৈকুণ্ঠাদি এই দুইরূপে, তটস্থশক্তিযোগে জীবরূপে, বহিরঙ্গশক্তিযোগে প্রধানরূপে অবস্থিতি বর্ণন করা হইয়াছে। এই প্রধানসম্বন্ধে বর্তমান সন্দর্ভের পরবর্তী পরমাত্মসন্দর্ভে ৪৯ অনুচ্ছেদে

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ ।" অত্রেয়ং প্রক্রিয়া—একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যাশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৪)—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥"

"যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ

অনুবাদ

অর্থাৎ কারণাতীত। তাঁহার হস্ত ও চরণ সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। এখানে প্রক্রিয়াটী এইরূপ—পরতত্ত্ব এক, তিনি স্বাভাবিক-অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিপ্রকারে অবস্থান করেন। সূর্যের মধ্যবর্তী মণ্ডলের তেজ, সূর্যমণ্ডল, তাহার বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি বা দূরগত প্রতিফলন, তাঁহার ঐ অবস্থানের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ। দুর্ঘট ব্যাপারের ঘটনই ঐ শক্তির অচিন্ত্যত্বের একটী উদাহরণ, যেহেতু তাঁহার একত্ব যেরূপ নিত্য, সেইরূপ চতুর্ধা অবস্থানও নিত্য; যুগপৎ এইরূপ বিরুদ্ধপ্রকারের অবস্থিতি সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে ইহা অসম্ভব নয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১।২২।৫৪) এই রূপই আছে, যথা—"যেরূপ একস্থানে স্থিত অগ্নির আলোক দূরস্থ স্থানেও ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত।" উপরি উদ্ধৃত কঠাদি শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।" এ স্থলে ব্যাপকত্বপ্রভৃতিহেতু অগ্নি ও ব্রহ্মের একত্র সংস্থাপনাদিতে (লক্ষিত) যে অসঙ্গতি,

টিপ্পনী

বলিয়াছেন— "ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ—নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ দ্রব্যরূপে প্রধান।" ৫৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—'প্রধান-সংজ্ঞার হেতু-বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্যরূপে মহত্তত্ত্বাদি বিশেষসমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিমিত্তাংশ মায়া, উপাদানাংশ প্রধান।'

বিষ্ণুশক্তিসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উভয়ের মধ্যে আর একটী শ্লোক আছে, অন্বয়টী সম্পূর্ণ করিবার জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, যথা (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬২)—

"যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা। সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্রসন্ততান্॥"

—অর্থাৎ সেই পূর্বোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবনাম্নী শক্তি সর্বগা অর্থাৎ চিজ্জড় উভয়গামিনী হওয়ায় যাহাদ্বারা অর্থাৎ মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাদ্বারা বেষ্টিতা বা আবৃতা হইয়া সংসারতাপ অর্থাৎ নানাকর্মফল-ভোগজনিত নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।' বর্তমানযুগে ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ আচার্যপ্রধান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনটী শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ দিয়াছেন, যথা—"ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি মধ্যগা এবং অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থানক্রমে আবিষ্কৃত কর্মচক্রে প্রবেশ করতঃ উচ্চনীচ অবস্থাপ্রাপ্ত হ'ন।" শ্রীজীবপাদ তাঁহার ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছেন যে, এই উচ্চনীচ অবস্থা, কেহ বা

চ তদবতিষ্ঠতে, তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং, প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতম্ (৬।৭।৬১, ৬৩)—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা। সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে॥" ইতি অবিদ্যা কর্ম কার্যং যস্যাঃ সা, তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি

অনুবাদ

শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া তাহা পরাভূত বা নিরস্ত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া শক্তি অচিন্ত্য— জীব-জ্ঞানে বোধের অতীত। সে শক্তিও তিনপ্রকার—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। তন্মধ্যে 'স্বরূপশক্তি'-নাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তির যোগে পূর্ণস্বরূপে, বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থা শক্তির যোগে রশ্মিস্থানীয় (জড়লেপরহিত) কেবল চিন্ময় আত্মা শুদ্ধজীবরূপে এবং 'মায়া'-নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তির যোগে প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলনজনিত নানাবর্ণের মিশ্রণ-স্থানীয় বৈচিত্র্যময় তাঁহার বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্মক প্রধান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-রূপে তিনি অবস্থান করেন। ব্রহ্মের এই চারিপ্রকারে অবস্থিতি। অতএব তটস্থা শক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া জীবকে তটস্থ-শক্তি ও প্রধানকে মায়ার অন্তর্ভূত বলিবার অভিপ্রায় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তিনটী শক্তি গণনা করা হইয়াছে, যথা (৬।৭।৬১, ৬৩)—"বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা কর্ম-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। (বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি, (শ্রীগীতার ৭।৫ শ্লোকে যাহাকে ভগবান্ মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' বা ভিন্না বলিয়াছেন; কর্ম-সংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম 'মায়া')। সেই অবিদ্যাশক্তিদ্বারা (চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে) দূরীভূত হইয়া

টিপ্পনী

শ্রীব্রহ্মার উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত, কেহ বা জঙ্গম কীটপতঙ্গ হইতেও অধম অর্থাৎ বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদিরূপে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত; ইহার কারণ মায়াকর্তৃক বেষ্টন বা আবরণের তারতম্য; কোনও জীব যেমন ব্রহ্মাপ্রভৃতি অল্প আবৃত, কোনও জীব দেবাদি ও উন্নতস্তরের মনুষ্যাদি তদপেক্ষা অধিক আবৃত, আবার তদধিক আবৃত হওয়াতে পশুপক্ষী প্রভৃতি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের পঞ্চমবৃষ্টিতে জীবের এই বেষ্টন, আবরণ বা মায়াকর্তৃক বদ্ধতার তারতম্যসম্বন্ধে একটী সুন্দর তালিকাপ্রদান করিয়া তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার, যথা—"(১) পূর্ণবিকচিত চেতন, (২) বিকচিত চেতন, (৩) মুকুলিত চেতন, (৪) সংকোচিত চেতন ও (৫) আচ্ছাদিত চেতন। এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিত চেতন, বিকচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহপ্রাপ্ত। সংকোচিত চেতন বদ্ধজীবগণ পশু-পক্ষি সরীসৃপ-দেহগত। আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যাবন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, ততই চেতনবিশিষ্ট জীবের জড়দুঃখাবস্থা-প্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতন-ধর্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্মুখ-অবস্থা। কেবল (ভগবৎ বা) সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজঃ-প্রাপ্তিদ্বারাই সেই অবস্থা হইতে অহল্যা, যমলার্জুন ও সপ্ততালের ন্যায় পরিমোচন হয়। নারদাদির ন্যায়

জাবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ, তয়েতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ততে ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" (ভাঃ ১।৭।৫) ইতি।

যয়ৈবাচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতানির্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। প্রধানস্য মায়াব্যঙ্গত্বঞ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। অত্রান্তরঙ্গত্বতটস্থত্ববহিরঙ্গত্বাদিনৈব তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং ন তু সর্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বং, ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্ত ইতি। শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্॥ ১৬॥

অনুবাদ

ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী (জীব-) শক্তি সর্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্তমান থাকেন, (অর্থাৎ কর্মচক্রে প্রবেশ করতঃ উচ্চ নীচ অবস্থাপ্রাপ্ত হ'ন)।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—অবিদ্যা যাহার কর্ম বা কার্য, তাহার নাম মায়াশক্তি। যদ্যপি এই শক্তি বহিরঙ্গা, তথাপি ইহার তটস্থশক্তিময় জীবকেও আবৃত করিবার সামর্থ্য আছে। ইহাই (৬৩ শ্লোকে) বলিতেছেন। 'তারতম্যের সহিত বর্তমান', অর্থাৎ মায়াকৃত আবরণে আব্রহ্ম স্থাবর পর্যন্ত নানা দেহে লঘু-গুরু-ভাবে থাকে। (শ্রীব্যাসসমাধি-শ্লোকে ভাঃ ১।৭।৫) ইহাই বলা হইয়াছে "যে মায়াকর্তৃক জীব সম্মোহিত।" 'যয়া' অর্থাৎ যে অচিন্ত্যমায়াদ্বারা নির্বিকারত্ব প্রভৃতি গুণরহিত প্রধান জড় ও বিকারযুক্ত, তাহাই জানিতে হইবে। 'প্রধান' যে মায়াকেই ব্যঞ্জিত করে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এখানে বলা হইল যে, অন্তরঙ্গ, তটস্থ, বহিরঙ্গ প্রভৃতি বলাতে তাহারা একাত্মক, এই জন্য তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাম্য কোনও কোনও স্থলে থাকিলেও ঐ সমত্ব সর্বাত্মক নহে, ইহাদ্বারা উহাদিগের তত্তৎস্থানীয়ত্বই বলা হইয়াছে, তত্তদ্রূপত্ব নহে। অতএব তাহাদের সেই সেই দোষগুলিও অবকাশপ্রাপ্ত হইতেছে না। ১৬।

টিপ্পনী

পূর্ণ প্রেম-প্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে সে অবস্থা মোচন হয় না। চেতনধর্ম যেখানে সংকোচিত, সে স্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব মোচনে) ঐপ্রকার। ·· ···নরজীবন পঞ্চপ্রকার যথা—(১) নীতিশূন্য জীবন, (২) কেবলনৈতিকজীবন, (৩) সেশ্বর নৈতিকজীবন, (৪) সাধনভক্তজীবন ও (৫) ভাবভক্তজীবন।···নীতিশূন্য, কেবলনৈতিক ও কল্পিত সেশ্বরনৈতিক জীবনে মুকুলিতচেতন লক্ষিত হয়।···এই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল (অল্পাধিক) মুকুলিত হইয়াছে, প্রস্ফুটিত হয় নাই। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবনে চেতন-পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয় মাত্র,···তখনও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধনভক্ত জীবনে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ পাপ্‌ড়ী প্রসারিত হইতে থাকে। অতএব এই দুই জীবনেই বিকচিতচেতনজীব পরিলক্ষিত হ'ন। পূর্ণরূপে প্রসারিত হইলেই ভাবভক্তের জীবন আরম্ভ হয়; ইহাতে পূর্ণ বিকচিত জীবকে লক্ষ্য করা যায়। ভাবভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেমভক্তি হয়। প্রেমভক্তের জীবনে জড়সম্বন্ধ থাকে না। জীব তখন বদ্ধতা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধধামে অবস্থিতি করেন।"

ভগবচ্ছক্তি একই, তবে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিবিধা। এই ত্রিবিধা শক্তি মূলে একই। এইজন্য ইহাদিগকে 'একাত্মক' বলা হইয়াছে। একাত্মক হইলেও এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি-ভূতা চিচ্ছক্তির বৃত্তিক্রমে ভগবানের স্বরূপ, ধাম প্রভৃতি সমস্তই জড়গন্ধশূন্য; এ সমস্ত জড়ের সহিত মিশ্রিত হইবার নহে।

তদেবং সর্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্। এবমেব পরমেশ্বরত্বেন স্তূয়মানং ব্রহ্মাণং প্রতি হিরণ্যকশিপুনাপ্যুক্তম্—"চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়" (ভাঃ ৭।৩।৩৪) ইতি।

চিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্ত্বন্তরাশ্রয়ত্বং, রশ্ম্যাভাসাদিজ্যোতিষো জ্যোতির্মণ্ডলাশ্রয়ত্বমিব। তত্র তটস্থাখ্যা জীবশক্তির্যথাবসরং পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিবরণীয়া।

অনুবাদ

অতএব এই প্রকারে সমস্ত শক্তি মিলিত হইয়া ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ, এই উভয়শক্তিময়। এই ভাবেই ব্রহ্মাকে পরমেশ্বররূপে স্তব করিতে গিয়া হিরণ্যকশিপুও বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ৭।৩.৩৪): "চিদচিৎ-শক্তিযুক্ত ভগবান্‌কে প্রণাম করি।" চিদ্বস্তু অন্যচিদ্বস্তুর আশ্রয়, যেমন রশ্মি ও তাহার আভাসাদি দীপ্তির জ্যোতির্মণ্ডলই আশ্রয়। ইহাদের মধ্যে তটস্থাখ্য জীবশক্তি অবসর-অনুসারে পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিবৃত হইবে।

টিপ্পনী

তটস্থা শক্তি জীবশক্তি, উহা চিৎ হইলেও চিজ্জগতের বহিঃসীমান্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার জড়দ্বারা আক্রান্ত হইবার যোগ্যতা আছে, যেমন আমরা এই জগতে জড়াক্রান্ত জীব। কিন্তু চিদ্ধামের দিকে আকৃষ্ট জীব জড়াক্রান্ত হন না, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। আর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কেবল অচিৎ বা জড়। সুতরাং ইহারা পরস্পর ভিন্ন। তবে স্থলবিশেষে সাম্য আছে, যেমন চিদ্ধামাকৃষ্ট ভগবৎসাম্মুখ্যপ্রাপ্ত জীব অচিৎস্পর্শরাহিত্যে ভগবান্ ও তদ্রূপবৈভবের সহিত সমান। আবার চিদ্ধামে অনাকৃষ্ট ভগবদ্বিমুখ জীব জড়বদ্ধ হইয়া জড়সাম্য লাভ করে, যেমন আচ্ছাদিত চেতন জীব। সুতরাং এই তিন শক্তির বৃত্তিগুলির মধ্যে কোনও কোনও স্থলে কিছু কিছু সাম্য থাকিলেও, সম্যক্ সাম্য নাই। রূপ বা লক্ষণে সাম্য নাই, সুতরাং একশক্তির দোষ অন্যশক্তিতে থাকিতে পারে না; যেমন মায়াশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, কিন্তু চিচ্ছক্তি গুণাতীত, জীবশক্তি মায়াবশ্যা, কিন্তু ভগবান্ মায়াধীশ; তাঁহাতে কখনও মায়াবশ্যত্ব দোষ হইতে পারে না। এইভাবে একশক্তিগত দোষ, অন্য শক্তিতে থাকিতে পারে না।

মূল উপদেশটী শ্রীপিপ্পলায়নঋষি নিমিরাজকে বলিয়াছেন, আর সব তাহারই ব্যাখ্যা। ১৬।

ভগবান্ চিদচিৎ-শক্তিমান্। শ্রীব্যাসসমাধিতে (ভাঃ ১।৭।৪) দেখা যায়, শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগে পূর্ণ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন ও অপরষ্টভাবে তাঁহাতেই আশ্রিতা মায়াকেও দেখিয়াছিলেন। স্বরূপশক্তিই চিচ্ছক্তি, আর মায়া অচিচ্ছক্তি।

হিরণ্যকশিপু বরাহরূপে ভ্রাতৃহন্তা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়া নিজে অজেয়, অজর, অমর, প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, একরাট্ হইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার সন্তোষবিধান জন্য অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার তেজে ত্রিভুবন উত্তপ্ত হইলে শ্রীব্রহ্মা যখন বর দিতে আসেন, তখন ত্রয়োদশটী শ্লোকে তাঁহার স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করেন। স্তবগুলি সাক্ষাৎ ভগবানেই প্রযোজ্য। উদ্ধৃত অংশটীর পূর্ণ শ্লোক যথা—"অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্। চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"—অর্থাৎ 'যিনি অনন্ত অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, চিদচিৎ-শক্তি সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি।' টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"অব্যক্তরূপে অর্থাৎ মন ও বাক্যের অগোচররূপে; ভগবান্‌কে অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবান্‌কে। ভগবত্তার হেতু বলিতেছেন 'চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত'—চিচ্ছক্তি বিদ্যা, অচিচ্ছক্তি মায়া, তদ্দ্বারা যুক্ত।"

অথ অন্তরঙ্গাখ্যাবিবরণায় বহিরঙ্গাপ্যুদ্দিশ্যতে। "যে চাপরা পরা চেতি" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রূয়তে (১।১৯।৭৬-৭৭)—

"সর্বভূতেষু সর্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥"

সৈষা বহুবৃত্তিকৈব জ্ঞেয়া, "পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

এক্ষণে অন্তরঙ্গা শক্তিকে বিবৃত করিবার উদ্দেশ্যে বহিরঙ্গা শক্তিও উদ্দিষ্ট হইতেছে। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে 'যে দুইটী শক্তি পরা ও অপরা' এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা (১।১৯।৭৬-৭৭) "হে সর্বাত্মন্ সুরেশ্বর (ভগবন্), আপনার যে অপরা শক্তি (জড়া প্রকৃতি) নিত্য ও সত্ত্বাদি তিনটী গুণের আশ্রয়, তাঁহাকে আমার প্রণাম। আর যে পরা শক্তি (চিৎ প্রকৃতি) বাক্য ও মনের অগোচর, বিশেষণ বা প্রভেদকারক ধর্মরহিত, জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগে ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়, সেই ঈশ্বরীকে বন্দনা করি।" সেই পরা শক্তিকে বহুবৃত্তিময়ী বলিয়া জানিতে হইবে, যেরূপ শ্রুতি (শ্বেঃ ৬।৮) বলিয়াছেন—"ভগবানের পরা শক্তি বহুধা বলিয়াই শ্রুত হয়।" ১৭।

টিপ্পনী

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত শ্লোকে অপরা শক্তিকেও নিত্যা বলা হইয়াছে। পরা বা স্বরূপভূতা শক্তি যে নিত্যা, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই নাই, কেননা ভগবান্ ঐ স্বরূপশক্তিযুক্তরূপেই বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোক্তিতে 'অনাদিমধ্যান্ত, অজ, অবৃদ্ধিক্ষয় অচ্যুত' বলিয়া বর্ণিত। অপরা শক্তিও তাঁহাতে নিত্যকাল আশ্রিত। ইহাদ্বারা সত্ত্বাদিগুণগুলিরও নিত্যত্ব স্বীকৃত। তবে পরা শক্তি ঈশ্বরী। তত্ত্বসন্দর্ভের ৩১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোকটির "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা' অংশটীর ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"পট্টমহিষীব স্বরূপশক্তিঃ, বহির্দ্বারসেবিকেব মায়াশক্তি রিত্যুভয়োর্মহদন্তরং বোধ্যম্ ॥"—অর্থাৎ 'স্বরূপশক্তি পট্টমহিষীর ন্যায় (ঈশ্বরী), আর মায়াশক্তি বহির্দ্বারস্থিতা সেবিকার ন্যায়, সুতরাং এই উভয়শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য।' পরবর্তী (৩২) অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত (ভাঃ ২।৫।১৯) শ্লোকেও ইহার ইঙ্গিত আছে। ইহাদের টিপ্পনীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই পরা শক্তি 'জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগে নির্ণেয়'। এই জ্ঞানি-গণ অভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর পারিভাষিক জ্ঞানী নহেন। শুদ্ধজীব চিৎ বা জ্ঞানসম্পন্ন। সেই জীবের জ্ঞান অণু পরিমিত হইলেও তাহা শুদ্ধ, অচিতের আবরণশূন্য। তদ্দ্বারাই এই শক্তি নির্ণেয়। ঐ পারিভাষিকজ্ঞানিগণের শুদ্ধজ্ঞান নাই; তাঁহারা ব্রহ্ম (ভগবান্) নিঃশক্তিক বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে ভগবানের স্বরূপশক্তি দুর্জ্ঞেয়। ঐ সন্দর্ভে ৩২ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ শ্রীব্যাসসমাধির দ্বিতীয় শ্লোকে (ভাঃ ১।৭।৫) 'যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থম্…' ইহার ব্যাখায় বলিয়াছেন " 'মনুতে' ইতি চ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি"—অর্থাৎ ইহাদ্বারা জীবের স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। মায়াদ্বারা সম্মোহিত হইলে সেই জ্ঞান আহৃত হয়। তিনি গীতা হইতেও (৫।১৫) "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" উদ্ধার করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, মুক্তজীবগণই পরা শক্তির জ্ঞানলাভে সমর্থ। বদ্ধজীব ভক্তিদ্বারা ভগবৎ-প্রেমলাভপূর্বক যথার্থ মুক্ত অবস্থায় জানিতে পারেন, অন্যথা নহে। ১৭।

তত্র বহিরঙ্গামাহ (ভাঃ ২।৯।৩৩)—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত, মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ, মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত, যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ। তথালক্ষণং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। অত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষেণ তদীয়রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রাস্যা দ্ব্যাত্মিকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যেন লভ্যতে। তত্র জীবমায়াখ্যস্য

অনুবাদ

শক্তিগণের মধ্যে এক্ষণে বহিরঙ্গা শক্তির কথা বলিতেছেন (ভাঃ ২।৯।৩৩): "'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত আমাব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, আর আমার প্রতীতিতে যাহার প্রতীতির অভাব, তাহা মায়া। উহা দ্বিবিধা—আভাসস্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া।" (গ্রন্থকারপাদের টীকা, যথা)—'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত আমাব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, আমার প্রতীতিতে তাহার প্রতীতির অভাব জন্য আমাহইতে বাহিরেই যাহার প্রতীতি—এই অর্থ। আর যাহা আত্মবস্তুতে প্রতীত হয় না, অর্থাৎ আমার আশ্রয়ব্যতীত যাহার স্বতঃপ্রতীতি নাই, তাহা মায়া। এই লক্ষণযুক্ত বস্তুকে, পরমাত্মা পরমেশ্বর আমারই মায়া, অর্থাৎ জীবমায়া ও গুণমায়া, এই দ্বিবিধা মায়ানাম্নী শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ জীব অবিশেষে অর্থাৎ কেবল চিদ্রূপ এবং সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের রশ্মি-স্থানীয় বলিয়া তন্মধ্যভুক্ত বলাই এখানে অভিপ্রেত। সে স্থলে এই মায়ার দ্বিরূপগত নাম দুই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জীবমায়া-নামক প্রথমাংশ যে তাদৃশ (রশ্মিস্থানীয় ও অন্তর্ভুক্ত) তাহা দৃষ্টান্তসহযোগে স্পষ্ট করিতে 'যথাভাসঃ' বলিয়া উহার অসম্ভাবনা নিরাস করিতেছেন। 'আভাস' বলিতে জ্যোতির্বিম্বের স্বীয়প্রকাশ হইতে ব্যবধানযুক্ত অর্থাৎ দূরস্থ প্রদেশে কিছু উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই

টিপ্পনী

এই সন্দর্ভেরই ১০৫ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ ভগবৎ-কথিত শ্লোকটীর একটী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার আলোচনা আমরা যথাসময়ে করিব। বর্তমানকালে 'ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ' নামে খ্যাত আচার্যপ্রধান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'ভাগবতার্কমরীচিমালা'য় ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"মতবাদিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি', 'নাস্তি' ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরা শক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্যশক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থ অবস্থা। জগৎসৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। অণু-তটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে 'জীবশক্তি' বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি 'পরা প্রকৃতি' বলি। (গীতা ৭।৪-৫ দ্রষ্টব্য)। ছায়া-তটস্থা শক্তি অচিন্মায়াশক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম 'বহিরঙ্গা শক্তি'। চিদ্ধর্মাদি-প্রকাশক-স্বরূপ শক্তিকে চিচ্ছক্তি বা 'অন্তরঙ্গা শক্তি' বলে। 'মায়া' বলিতে প্রধানতঃ আমার পরা শক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ-শক্তির পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া 'মায়া' বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া-তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূলমায়াশক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি

প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নসম্ভাবনাং নিরস্যতি, যথাভাস—ইতি আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ। স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাপীত্যর্থঃ। অনেন প্রতিচ্ছবিপর্যায়াভাসধর্মত্বেন তস্যামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্। অতস্তৎকার্যস্যাভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ—"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" (ভাঃ ২।১০।৭) ইত্যাদৌ। অত্র স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্বচাক্‌চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্বেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি,

অনুবাদ

বুঝাইতেছে। সেই আভাস যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্বব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই, মায়াও সেইরূপ। ইহাদ্বারা প্রতিচ্ছবি-পর্যায়ভূত আভাসধর্মহেতু সেই মায়াতে 'আভাস'-নামও শব্দিত হইয়াছে। অতএব কোনও কোনও স্থলে উহার কার্যেরও 'আভাস' নাম, যেমন (ভাঃ ২।১০।৭): "যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয় ও প্রকাশ হয়, তিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা-নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই আশ্রয়।" অত্যুৎকট জ্যোতির্বিম্ব যেমন কোথাও স্বীয় চাকচিক্যচ্ছটায় পতিত চক্ষুকে ঝলসাইয়া চক্ষুর প্রকাশকে আবৃত করিয়া ফেলে, আবৃত করিয়া আবার স্বীয় অত্যুজ্জ্বল তেজের দ্বারা দ্রষ্টার চক্ষুকে ব্যাকুল করিয়া নিজ সমীপে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত করে, কখনও বা তাহাই পৃথগ্‌ভাবে নানা আকারে পরিণত করে, সেইরূপ এই মায়াও জীবের জ্ঞান আবৃত করে, সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপা গুণ-মায়ানাম্নী জড়া প্রকৃতিকে নির্গত করে, কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদিগুণসমূহকে নানা আকারে পরিণত করে,—ইহা জানা আবশ্যক। কথিতও হইয়াছে (পূর্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৪) যে "একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারশীল, পরব্রহ্মের মায়াও তদ্রূপ অখিলজগদ্ব্যাপিনী।"

টিপ্পনী

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ; বিংশতিতত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ—তিন প্রকার তত্ত্ববিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্‌বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই 'অর্থ' বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয়, অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মবস্তু ও মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়; বস্তু যে আত্মা, তাহারই শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইঁহার দুইপ্রকার পরিচয়—আভাস ইঁহার প্রথমপরিচয় এবং তমঃ ইঁহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস পরিচয়। চিৎ-শক্তি অণু ও তটস্থ-অবস্থায় আভাসরূপ জীব। সুতরাং তাঁহার চিৎপরিচয়। অচিন্মায়ায় তমঃ-পরিচয়, তাহাতে জড় জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' তিনি আর একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্যের ইতর তত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্যের প্রভাব যে দিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের

কদাচিত্তদেব পৃথগ্‌ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি ; তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি, স্বত্ত্বাদি-গুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি কদাচিৎ পৃথগ্‌ভূতান্ সত্ত্বাদি-গুণান্ নানাকার-তয়া পরিণময়তি চেতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তম্ (বিঃ পুঃ)—"একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ" ইত্যাদি।

তথাচায়ুর্বেদবিদঃ—

"জগদ্‌যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ। পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিঃ॥" ইতি।

অনুবাদ

আয়ুর্বেদবিদ্‌গণও এইরূপ বলেন, যথা—'সূর্যের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় জগৎকারণ, একমাত্র পূর্ণকাম চিদানন্দরূপ পুরুষের নিত্যা প্রকৃতি আছে ; উহা অচেতন হইলেও পরমাত্মার চৈতন্যযোগে প্রভাববতী হইয়া নাট্যরঙ্গমঞ্চের ন্যায় সমগ্র অনিত্য বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।" এইরূপে নিমিত্তাংশ জীবমায়া এবং উপাদানাংশ গুণমায়া। এ সমস্ত পরেও বিবেচিত হইবে। এক্ষণে এই ভাবে সিদ্ধ গুণমায়া-নামক দ্বিতীয় অংশও "যথা তমঃ"—এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। এ স্থলে 'তমঃ'-শব্দদ্বারা পূর্বকথিত তমঃ-প্রায় বর্ণবৈচিত্র্যই বলা যাইতেছে। যেমন মূল জ্যোতির্ময় পদার্থে অবস্থান না করিলেও মূল জ্যোতির্বস্তুর আশ্রয়ত্বব্যতীত তমের স্বতঃ সম্ভাবনা নাই, এই মায়ারও ঠিক সেইরূপই পরমার্থভূত ভগবান্

টিপ্পনী

কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসস্বরূপ মায়াবৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব, এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য এই যে, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুইপ্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতর স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা মায়া এবং আত্মতত্ত্ব হইতে সুদূরবর্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের অতিবিস্তৃত 'সারার্থদর্শিনী'-নাম্নী টীকা হইতে মাত্র কিয়দংশের অনুবাদ আমরা এক্ষণে প্রদান করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—" 'অর্থ' অর্থাৎ সত্যবস্তু ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্র প্রতীতি নাই, কিন্তু অর্থ বা সত্যবস্তুরূপেই যাহা প্রতীত হয়, সেইরূপ যাহা হইতে অর্থবিনাই প্রতীতি হয়, অর্থ প্রতীত হয় না, অনর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে মুক্ত ও বদ্ধ উভয় জীবের নিজ স্বরূপে পরমাত্মরূপী আমার বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দ্বিবিধা বৃত্তিময়ী মায়ানাম্নী শক্তি বলিয়া জানা উচিত। তন্মধ্যে বিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন আভাস অর্থাৎ দীপের প্রকাশ ; দীপালোকজন্য যেমন গৃহ-স্থিত ঘটপটাদিকে বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয়, কিন্তু দীপ-আনয়নের পূর্বে ঘটপটাদির অভাব সম্ভাবনা, তদ্রূপ সর্পবৃশ্চিকাদি আগমনশীল হিংস্রপদার্থও ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ বিদ্যার জন্যই মুক্তজীবের নিজস্বরূপে সম্বন্ধহীন জ্ঞানানন্দাদিরই প্রতীতি হয়। কিন্তু অবিদ্যাদশার ন্যায় জ্ঞানাভাব-প্রতীতি হয় না। আর স্বরূপে সম্বন্ধহীন দেহ ও দৈহিক শোকমোহাদিরও প্রতীতি ঘটে না। এখন অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার। স্বগৃহস্থিত ঘটপটাদিকে অন্ধকারের জন্য যেমন বস্তু বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু সর্প-চোর প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু না থাকিলেও তাহাদের থাকার সম্ভাবনা হেতু ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া মনে হয়, ঠিক তদ্রূপ বদ্ধজীবের অবিদ্যার জন্য নিত্যসম্বন্ধিরূপে বর্তমান জ্ঞানানন্দাদিরও প্রতীতি ঘটে না। কিন্তু স্বরূপে না থাকিলেও বদ্ধজীবসম্বন্ধিরূপে বর্তমান দেহ ও দেহসম্পর্কিত শোক-মোহাদিরই প্রতীতি ঘটে। সেই জন্য পুষ্প-শৃঙ্গাদির অস্তিত্ব থাকিলেও আকাশ-শশকাদির যেমন তৎসহ

তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া, উপাদানাংশো গুণমায়েত্যগ্রেঽপি অর্থৈবং সিদ্ধং গুণ-মায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি, "যথা তম" ইতি। তমঃ-শব্দেনাত্র পূর্বোক্তং তমঃ-প্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি, তদ্বদিয়ম-পীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথক্ দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। তত্রাভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ। তমো-দৃষ্টান্তশ্চ, যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা

অনুবাদ

ব্যতীত স্বতঃ প্রতীতি নাই। অথবা কেবল মায়ানিরূপণেই এই দুইটী পৃথগ্‌ দৃষ্টান্ত। তন্মধ্যে 'আভাসের' দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে তমেরও দৃষ্টান্ত,—যেমন জ্যোতিঃ হইতে অন্যত্র অন্ধকার প্রতীত হয়, আবার জ্যোতিঃ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে প্রতীত হয় না, সেই প্রতীতিও আবার জ্যোতির্ময় চক্ষুদ্বারাই সাধিত হয়, পৃষ্ঠাদিদ্বারা হয় না, তদ্রূপ এই মায়া-সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। সেই কারণে ঐ অংশদ্বয় প্রবৃত্তি-ভেদে বুঝিতে হইবে, দৃষ্টান্ত-ভেদে নয়।

পূর্ব দৃষ্টান্ত দুইপ্রকার, এই অভিপ্রায়ে আভাসপর্যায়ভুক্ত 'ছায়া'-শব্দে কোথাও পূর্বশক্তিটীর (জীবশক্তির) প্রয়োগ ও 'তমঃ'-শব্দেই পরবর্তিশক্তির (মায়াশক্তির) প্রয়োগ। যেমন (ভাঃ ৩।২০।১৮) মৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মা প্রথমে প্রভার (জ্ঞানের) প্রতিযোগিনী ছায়া (অবুদ্ধি) দ্বারা

টিপ্পনী

সম্বন্ধাভাবহেতু আকাশ-কুসুম ও শশক-শৃঙ্গ মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ দেহেরও শোক মোহ-সুখ-দুঃখাদি দৈহিকধর্ম প্রভৃতির প্রধান (জড়) সম্বন্ধীয় বলিয়া অস্তিত্ব থাকিলেও জীবের (স্বরূপের) সহিত সম্বন্ধাভাবহেতু শাস্ত্রসমূহে দেহাদি মিথ্যাভূত বলিয়া কথিত হয়। জীবের পক্ষে দেহসম্বন্ধ মিথ্যাভূত হইলেও উহা অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত এবং বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হয়—ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার দৃষ্টান্তদ্বয় আভাস ও তমঃ।"

শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা'-নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন—" 'ঋতেঽর্থং'-পদে বাস্তব অর্থ (বিষ্ণুবস্তু) ব্যতীত; যাহা কিছু নিশ্চয়রূপে বলা হয় নাই, তাহাও আত্মার অধিষ্ঠানে যে কারণে প্রতীত হয় এবং সৎ হইয়াও যাহার বাস্তব-বস্তু বিষ্ণুব্যতীত প্রতীতি নাই, তাহাকে পরমাত্মার অর্থাৎ আমার মায়া বলিয়া জানিবে। বাস্তব-বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু প্রতীতির দৃষ্টান্ত—যেমন দুইটী চন্দ্রের অস্তিত্ব না থাকিলেও দর্শনদোষে বুদ্ধিবিপর্যাসহেতু মনে হয় যেন দুইটী চন্দ্র। বাস্তববস্তুপ্রতীতির অভাবে দৃষ্টান্ত—যেমন গাঢ় অন্ধকারাবৃত গৃহাভ্যন্তরে ঘটাদি থাকিলেও উহাদিগকে দেখা যায় না, অন্ধকারই দেখা যায়, তদ্রূপ যথায় আত্মপ্রতীতি, তথায় দেহপ্রতীতি নাই, আর যথায় আত্মপ্রতীতি নাই, তথায় দেহপ্রতীতি। অথবা যেমন—তমঃ অর্থাৎ রাহু গ্রহমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করিলেও গ্রহদর্শনকালে তাহাকে দেখা যায় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়ার প্রতীতি জানিবে।"

শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার 'তাৎপর্য' টীকায় বলিয়াছেন—"যাহার অর্থের ন্যায় প্রতীতি, কিন্তু পরমাত্মাতে যাহা অর্থের ন্যায় প্রতীত নহে। 'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন; তাহা বিনা, অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতিদ্বারা ঈশ্বরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আরও কথিত আছে—'বিষ্ণুশক্তিকেই প্রধানতঃ মায়া-নামে অভিহিত করা হয়'; উপচারে প্রকৃতি এবং জীবও তদ্দ্বারা অভিহিত। আভাস-শব্দে জীব। সমস্তই পরমেশ্বরে স্থিত হইলেও তাঁহার স্বরূপের প্রতীতি তাহাদের মধ্যে নাই। যেহেতু জীবদ্বারা হরির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাঁহার স্বরূপে জীব-প্রতীতি নাই।..."

চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চাংশদ্বয়ং তু প্রবৃত্তিভেদে-নৈবোহ্যং, ন তু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তনদৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্বস্যা আভাসপর্যায়চ্ছায়া-শব্দেন কচিৎ প্রয়োগঃ, উত্তরস্যাস্তমঃ শব্দেনৈব চেতি। যথা—"সসর্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চ-পর্বাণমগ্রতঃ" (ভাঃ ৩।২০।১৮) ইত্যত্র। যথা চ—"ক্বাহং তমো মহদহং" (ভাঃ ১০।১৪।১১) ইত্যাদৌ। পূর্বত্রাবিদ্যাখ্যা নিমিত্তশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীববিষয়কত্বেন জীবমায়াত্বম্, উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্-গুণময়মহদাদ্যুপাদানশক্তিবৃত্তিকত্বাদ্ গুণমায়াত্বম্। তথা "সসর্জ" ইত্যাদৌ ছায়াশক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থঃ। (ভাঃ ১১।১১।৩)—

অনুবাদ

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহাতমঃ—এই পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করিলেন।" যেরূপ শ্রীব্রহ্মাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।১১): "হে ভগবন, আপনার নিকট আমি অতি নগণ্য; প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটমধ্যবর্তী সপ্ত-বিতস্তিপরিমিতশরীর আমি ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁহার রোমকূপগবাক্ষপথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়!"

পূর্বদৃষ্টান্তে 'অবিদ্যা'-নামক নিমিত্ত শক্তিযুক্তত্বহেতু জীববিষয়কত্বরূপ জীবমায়াত্ব উদ্দিষ্ট; আর পরবর্তিদৃষ্টান্তে সেই সব স্বীয় গুণময় মহদাদির উপাদানশক্তি-বৃত্তিকত্ব-হেতু গুণমায়াত্ব উদ্দিষ্ট। সেইরূপ

টিপ্পনী

বর্তমান যুগের গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মগগনের উজ্জ্বলতম ভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"...মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—একটী আলোকময়ী, অপরটী অন্ধকারময়ী। নিমিত্তাংশে আভাসময়ী জীবমায়া, উপাদানাংশে অন্ধকারময়ী গুণমায়া।...বৈকুণ্ঠ বস্তুর অন্তরঙ্গা শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত অণুচিৎ জীব বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তিতে বিচরণ করিবার নিত্যস্বভাবসম্পন্ন। বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রকটিত জগতে মাপিয়া লইবার ধর্ম নশ্বরভাবে অবস্থিত।...ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত যে বৃত্তির উপলব্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত 'অহং'-বস্তুর পরিচয় ব্যতিরেকভাবে অতন্নিরসনকারী নির্বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভজনীয় বস্তুর প্রতীতির অভাবে উপলব্ধিকারকের যে ভোক্তৃভাব ও জগতে প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস, তাহাই মায়িকবৃত্তি। উহাতে নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তির অভাব।......পরমাত্মায় অর্থাৎ (পূর্ববর্তী শ্লোকোক্ত) 'অহং' বস্তুতে যাহার অধিষ্ঠান নাই, উহাই মায়া। বস্তুর নিমিত্তাংশের অণুত্ব জীবমায়ায় পরিমিত হয়। বস্তুর উপাদানাংশের অণুত্ব গুণজাত জগতে অচিৎ-পরমাণুরূপে খণ্ডিত।... অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যে মুক্তজীবের মায়িক নশ্বর পরিবর্তনীয় প্রতীতি নাই। সেখানে ভক্তি-যোগমায়াধীনে শক্তিসমূহ ভগবৎসেবায় সর্বদা নিযুক্ত। অনুপাদেয় হেয় সীমাজন্য অভাব প্রভৃতি বস্তু ধর্মপ্রভাবে কোনও প্রকার অবরতা তথায় স্থান পায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের তিনটী পয়ারে (মধ্য-লীলা।২৫।১১৪-১১৬) সংক্ষিপ্ত অর্থ দিয়াছেন—

"এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক। মায়াকার্য, মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব। এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল, শুন আর সব॥"

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥"

ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদেশ্চ শ্রূয়তে। তত্র পূর্বস্যাং পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সংবাদীয়-কার্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তুতৌ—

"ইতি স্তুবন্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলসংস্থিতম্। দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্বে শুশ্রুবু র্ব্যোমচারিণীম্। অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈগু ণৈঃ ॥"
ইত্যাদি।

উত্তরস্যাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ম্।" ইতি।
শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়োক্তি 'সসর্জ' শ্লোকে ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে ছায়াশক্তি মায়াকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং অবিদ্যার আবির্ভাব করিয়াছিলেন,—ইহাই অর্থ। যেহেতু ভগবান্ (ভাঃ ১১।১১।৩) বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব, অবিদ্যা ও বিদ্যা—এই দুইটী আমার মায়ারচিত ও অনাদি তনু; ইহাদিগকে দেহিজীবগণের বন্ধ ও মোক্ষের হেতু-স্বরূপ আমার শক্তি বলিয়াই জানিবে।" শাস্ত্রে এই উভয়ের আবির্ভাব-ভেদও শোনা যায়। তন্মধ্যে পূর্বটীর (বিদ্যার) সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসংবাদান্তর্গত কার্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকর্তৃক মায়ার স্তবে আছে যে, "এইরূপ স্তব করিতে করিতে দেবগণ আকাশে তেজোমণ্ডলে স্থিত দিগন্তরব্যাপী তেজ দেখিলেন এবং তন্মধ্য হইতে আকাশচারিণী বাণী শুনিলেন—'আমি ত্রিধা ভিন্ন হইয়া ত্রিবিধ গুণের সহিত অবস্থান করি"—ইত্যাদি। আর অপরটীর (অবিদ্যার) সম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডে আছে—"প্রকৃতির স্থান অসংখ্য, নিবিড়-অন্ধকারযুক্ত ও অব্যয়।" মূল শ্লোকটী ('ঋতে' ইত্যাদি) শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন। ১৮।

টিপ্পনী

আরও (মঃ ২২।৩১)—"কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাই মায়ার অধিকার।"

এবং (আঃ ৬।১৪)—"মায়া যৈছে দুই অংশে নিমিত্ত, উপাদান। মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান—প্রধান।"

এই সঙ্গে শ্রীগীতার ৭.১২-১৪ তিনটী শ্লোকও আলোচ্য। এ বিষয়টী পরমাত্মসন্দর্ভে ৪৮ হইতে কয়েক অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

শ্রীজীবপাদ যে "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" (ভাঃ ২।১০।৭) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বসন্দর্ভের ৫৮ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। আর তাঁহার উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (২।২২।৫৪) শ্লোকটী বর্তমান সন্দর্ভের ১৬ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ' (ভাঃ ১১.১১.৩) শ্লোকটীর শ্রীজীবপাদের টীকা পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৪ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে। এক্ষণে শ্রীস্বামিপাদ, চক্রবর্তিপাদ প্রভৃতির টীকা প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"(নিত্য মুক্তত্ব ও নিত্য বদ্ধত্ব, এই উভয়ের ভেদসম্বন্ধে) বস্তুতঃ বিরোধ নাই, তবে তৎপ্রতীতি ঔপাধিকী। মোক্ষ-বন্ধদ্বারা বিস্তারিত হয় বলিয়া 'তনু'-অর্থে 'শক্তি'। (বিদ্যা ও অবিদ্যা) এই শক্তি দুইটী আমার মায়াদ্বারা বিনির্মিত,

অথ স্বরূপভূতাখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং সর্বস্যাপি প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তাবদাহ, দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ৬।১৬।২৩-২৪)—

"যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু।
নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্দ্রষ্টৃপদেশমেতি॥"

টীকা চ—"যদ্ব্রহ্ম ব্যোমবদ্বিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশন্তি, মন-আদীনি চ জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ, তদ্ব্রহ্ম নতোঽস্মি। তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ, দেহেন্দ্রিয়াদয়োঽমী

অনুবাদ

অতঃপর, সকলের অন্যপ্রকারে প্রবৃত্তি অনুৎপন্ন হয় বলিয়া শ্রীনারদ চিত্রকেতুকে দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ৬।১৬।২৩-২৪) স্বরূপভূতনাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তির কথা বলিতেছেন, যথা—"যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে যাবতীয় বস্তুর অন্তর ও বাহ্যদেশে বর্তমান এবং মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারে না, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। অগ্নিদ্বারা প্রতপ্ত না হইলে লৌহ যেমন অন্য সময়ে তাপ প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সকল (জড় পদার্থ)

টিপ্পনী

যেহেতু উহারা মায়ারই বৃত্তি। 'বন্ধমোক্ষকরী'—দ্বিবচনার্থে এখানে এক বচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহারা আদ্য অর্থাৎ অনাদি। তবে আমি যতদিন অবিদ্যাকে প্রবর্তিত রাখি, ততদিন বন্ধ; আর যখন বিদ্যা দান করি তখন মোক্ষ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দপুরাণেও তাহা দৃষ্ট হয়, যথা—'বন্ধকো ভবপাশেন, ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম, বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥'—অর্থাৎ 'নিত্যতত্ত্ব পরব্রহ্ম বিষ্ণুই জীবকে ভবপাশে বদ্ধ রাখেন, আবার তাহা হইতে মোচন করিয়া মুক্তিদান করেন।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"·· এই দুইটী আমার মহাশক্তি যে মায়া, তদ্দ্বারা সৃষ্ট। আর মায়ার বৃত্তি বলিয়া যে উহারা মায়াদ্বারা সৃষ্ট, ইহা উপচারে বলা হইয়াছে।···মায়াশক্তির ন্যায় উঁহার বৃত্তিদ্বয়, বিদ্যা ও অবিদ্যাও নিত্যই। তাৎপর্য এই—মায়ার তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধানের দ্বারা সৃষ্ট উপাধি সত্য, অবিদ্যাদ্বারা তাহার অধ্যাস মিথ্যাভূত এবং বিদ্যাদ্বারা তাহার নিবৃত্তি, ইহাই এই তিনের কার্য।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার তাৎপর্য-টীকায় শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন (কালসংহিতা হইতে)—"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ প্রতিমাবৎ সদোদিতে॥···" অর্থাৎ 'আমার প্রতিমার ন্যায় দুইটী তনু, বিদ্যা ও অবিদ্যা, নিত্য।' শ্রীল সরস্বতীপাদ তাঁহার বিবৃতি দিয়াছেন—"শরীর দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। এই উভয় শরীরের শরীরী বদ্ধজীব। বদ্ধজীবই মুক্ত হইতে পারেন ও অবিদ্যার আশ্রয়ে বদ্ধ হইবার যোগ্য। বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুইপ্রকার শক্তি ভগবানের শরীর প্রকাশ করে। ···'যথাভাসো যথা তমঃ'—বিচারে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'জীবমায়া' ও 'গুণমায়া' শব্দদ্বারা উক্ত শক্তিদ্বয়ের পরিচয় দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ-শক্তি ভগবানেই সমবায়সূত্রে অবস্থিত। অচিৎ-শক্তি-পরিণত জগৎ চিৎ-শক্তি-পরিণতাংশ কালাদির সহিত মিশ্রভাবাপন্ন হওয়ায় জীবের বন্ধ ও মোক্ষ, এই দ্বিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীবের মনোধর্ম অচিৎ-শরীর লাভ করিয়া অভক্ত হয় এবং চিৎ-স্বরূপের পুনরাবৃত্তিক্রমে ভগবদ্বস্তুর সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত হ'ন।" ১৮।

যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তঃ কর্ম্মসু স্বস্ববিষয়ে প্রচরন্তি, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অন্যদা সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি, যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি। ততো যথা লোহমগ্নিশক্ত্যৈব দাহকং সৎ অগ্নিং ন দহতি, এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুশ্চেতি ভাবঃ" ইত্যেষা। অত্রাদ্বৈতশারীরকেঽপি সাংখ্যমাক্ষিপ্যোক্তং যথা—"অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্ত-মীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত, যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বং, তথা সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য, তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কারণম্" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫) ইতি।

অনুবাদ

যে ব্রহ্মের চৈতন্য অংশদ্বারা অবিশিষ্ট হইয়াই স্ব-স্ব-কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে, নচেৎ পারে না, সেই ব্রহ্মই সকলস্থানে (জাগ্রৎ-আদি অবস্থায়) দ্রষ্টৃ-সংজ্ঞালাভ করিতে পারেন, (জীব তাহা পারে না)।"

স্বামিপাদ টীকাতে বলিয়াছেন—"আকাশের ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও যে ব্রহ্ম প্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিদ্বারা স্পৃষ্ট হ'ন না, মনঃপ্রভৃতি বা জ্ঞানশক্তিদ্বারাও জ্ঞাত নহেন, সেই ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করি। উঁহাদের ঐ অজ্ঞানের হেতু বলিতেছেন—দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি, ইহারা যাঁহার অংশবিদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়া কর্ম অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়সমূহে চলে (বা ক্রিয়াশক্তি লাভ করে) জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাব্যতীত অন্য অবস্থায় বা সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থায় চলে না (ক্রিয়াশক্তি পায় না), যেমন অনুত্তপ্ত লৌহ দগ্ধ করে না। অতএব যেরূপ লৌহ অগ্নির শক্তিদ্বারাই দহনকার্যে সমর্থ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ করে না, এইরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রবৃত্ত অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়াশীল হইয়া দেহাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে না, জানিতে পারে না—এই ভাবার্থ।"—এই টীকা। এস্থলে অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৫) সাংখ্যমত নিরাস করিতে গিয়া বলা হইয়াছে —"সাক্ষী ব্রহ্ম নিমিত্ত হওয়ায় প্রধানের ঈক্ষণশক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে, যেমন অগ্নি নিমিত্ত হইলে তবে লৌহপিণ্ডাদি দাহিকা শক্তি পায়; এরূপ হওয়ায় যিনি নিমিত্ত হইলে প্রধান ঈক্ষিতা হইতে পারে, সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ।" এ স্থলে

টিপ্পনী

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর টীকার অন্তে বলিয়াছেন—"যদুক্তং হংসগুহ্যস্তবে 'দেহোঽসবোঽক্ষা' ইত্যাদি।" প্রজাপতি দক্ষ ভগবদুদ্দেশে যে স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন, এই শ্লোকটী (ভাঃ ৬।৪।২৫) তাহাদের অন্যতম, যথা—

"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা, নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো, ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥"

এই শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা তত্ত্বসন্দর্ভের ৫৯ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে। এখানে পরবর্তী ২০ অনুচ্ছেদেও বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকিবে। এখন কেবল অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে,—যথা—'দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, ইহারা জড় বলিয়া স্থূলভূত, তন্মাত্রা, স্বস্বরূপ প্রভৃতি জানিতে পারে না। কিন্তু জীব চেতন বলিয়া ইহাদিগকে জানে। তথাপি এ সকল জানিয়াও জীব যে সর্বজ্ঞ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না, আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি।' যে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, অর্থাৎ "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" ইহার অর্থ—যদিও ব্রহ্ম মন ও বাক্যের অগোচর (তৈঃ ২।৯) এবং যদিও ব্রহ্ম বাগিন্দ্রিয়দ্বারা উচ্চারিত হ'ন না, অথচ তাঁহাদ্বারাই বাক্ বা শব্দ প্রকাশিত, তথাপি তিনি

শ্রুতিশ্চাত্র—"তমেব ভান্তমনুভাতি" (কঠ ২।২।১৫), "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈঃ ২।৭), "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" (বৃঃ ৪।৪।১৮) ইত্যাদ্যাঃ। অথ প্রকৃতস্যাবশিষ্টা টীকা—"জীবস্তর্হি দ্রষ্টৃত্বাজ্জানাতু, নেত্যাহ, স্থানেষু জাগ্রদাদিষু। দ্রষ্টৃপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং তদেবৈতি প্রাপ্নোতি, নান্যো জীবো নামাস্তি, 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা দ্রষ্টৃপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞং জীবমপি তদেবৈতি জানাতি, ন তু জীবস্তজ্জানতীত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। তদুক্তম্—"ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ" (ভাঃ ২।১০।৯) ইতি। শ্রুতৌ চ জীবো নামাতোঽন্যঃ স্বয়ং সিদ্ধো নাস্তি, পরন্তু তদাত্মক এবেত্যর্থঃ; তথাতোঽন্যো দ্রষ্টা নাস্তি, সর্বদ্রষ্টুস্তস্যাপরেং দ্রষ্টা নাস্তীত্যর্থঃ, ইতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ শ্রীনারদশ্চিত্রকেতুম্॥ ১৯॥

অনুবাদ

শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা (কঠ২।২।১৫, মুঃ২।২।১০, শ্বেঃ৬।১৪): "সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়াই সূর্যাদি সকল দীপ্তিময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে"; (তৈঃ ২।৭): "যদি হৃদয়াকাশে এই আনন্দ (আনন্দ-স্বরূপ-ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কে-ই বা শরীর-চেষ্টা ও প্রাণ-চেষ্টা প্রদর্শন করিত"; (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৮): "ব্রহ্ম চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ"—ইত্যাদি। এক্ষণে আরব্ধ বিষয়ের (স্বামিপাদের) টীকার অবশিষ্টাংশ—"জীব তাহা হইলে দ্রষ্টা হইয়া জানিতে পারে ত'?—তদুত্তরে বলিতেছেন—'না, না'; স্থানে অর্থাৎ জাগ্রৎ-আদি অবস্থায় 'দ্রষ্ট্রপদেশ' অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিয়া সংজ্ঞা, তাহাই প্রাপ্ত হয়, অন্য অর্থাৎ তাহা হইতে ভিন্ন জীব নাই। ইহা শ্রুতি (বৃঃ আঃ ৩।৭।২৩) বলিয়াছেন, যথা 'ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই।' অথবা 'দ্রষ্ট্রপদেশ' অর্থাৎ দ্রষ্টা-নামে পরিচিত জীবকেও তিনিই জানেন, কিন্তু জীব তাঁহাকে জানে না।—ইহাই অর্থ।" এই হইল টীকা। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ২।১০।৯): "যিনি সেই তিনটীর (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) সাক্ষিরূপে দ্রষ্টা, সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবেরও আশ্রয়।" শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যে, এই পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ জীব কেহ নাই, পরন্তু জীবমাত্রই তদাত্মক অর্থাৎ জীবের আত্মা তিনিই। এইরূপে ইনি-ভিন্ন অন্যদ্রষ্টা নাই, তিনি সর্বদ্রষ্টা, তাঁহার দ্রষ্টা অপর কেহ নাই, ইহাই অর্থ; এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১৯।

টিপ্পনী

বেদবাচ্য, যেহেতু বেদ তদাত্মক এবং উপনিষদুক্তিতেই (কঠ ১।২।১৫) তিনি বেদ প্রতিপাদ্য। ঐতরেয় শ্রুতি (১।১।১) "স ঐক্ষত"—অর্থাৎ 'আত্মা দর্শন' করিলেন, ইহাতে ব্রহ্মের ঈক্ষিতা বা দ্রষ্টৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। কঠোপ্যুক্ত "তমেবভান্তমনুভাতি সর্বম্" এর প্রতিধ্বনি আমরা গীতায় (১৫।১২) ভগবদুক্তিতে দেখিতে পাই—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥"—অর্থাৎ 'সূর্যস্থিত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যাহা চন্দ্রে ও অগ্নিতেও বর্তমান, সে সমস্তই আমারই তেজ।' তৈত্তিরীয়োক্ত আনন্দময় পুরুষ যদি পরমাত্মরূপে জীব হৃদয়ে না বর্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে জীবদেহ পিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত, প্রাণচেষ্টাদি সকলই শুব্ধ থাকিত।

কিঞ্চ (ভাঃ ৬।৪।২৫)—

"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥"

দেহাশ্চাসবশ্চ প্রাণা অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি চ মনবোঽন্তঃকরণানি, ভূতানি চ মাত্রাশ্চ তন্মাত্রাণি, আত্মানং স্বস্বরূপম্ অন্যং স্ব-স্ব-বিষয়বর্গং, তয়োঃ পরং দেবতাবর্গঞ্চ ন বিদুঃ। পুমান্ জীবস্তু সর্বম্ আত্মানং স্ব-স্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং, তয়োঃ পরং দেহাদ্যর্থজাতং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গং চ বেদ, তথা দেহাদিমূলভূতান্ গুণাংশ্চ সত্ত্বাদীন্ বেদ, তত্তজ্জ্ঞোঽপ্যসৌ যং সর্বজ্ঞং দেহাদিজীবাত্মাশেষ-

অনুবাদ

আরও (ভাঃ ৬।৩।২৫): (অনুবাদ ১৯ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইয়াছে)। (শ্রীপাদ গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—দেহ, অসু বা প্রাণসমূহ, অক্ষ বা ইন্দ্রিয়সমূহ, মনু বা অন্তঃকরণসমূহ, ও ভূতগণ এবং মাত্রাগণ অর্থাৎ তন্মাত্রাসমূহ (রূপ-রসাদি)—ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্যকে অর্থাৎ স্ব-স্ব বিষয়বর্গকে, এবং এই দুইটী হইতে পর অর্থাৎ দেবতাবর্গকে জানে না। কিন্তু পুরুষ বা জীব সমস্তই অর্থাৎ আত্মা বা স্ব-স্বরূপকে, তাহা হইতে অন্য বা প্রমাতাকে (প্রমাণকে), এবং এই দুইটী হইতে পর দেহাদি-অর্থসমূহ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাবর্গকে জানে; আরও দেহাদির মূলভূত সত্ত্বাদি গুণসমূহকেও জানে; সেই সকল জানিয়াও ঐ জীব সর্বজ্ঞ অর্থাৎ দেহাদি জীবাত্মা প্রভৃতি সমস্তেরই

টিপ্পনী

বৃহদারণ্যোক্ত 'চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' অর্থে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মশক্তির অধিষ্ঠানবশতঃই দর্শনশ্রবণাদি ক্রিয়াক্ষম, নচেৎ কাষ্ঠপাষাণাদির ন্যায় জড় হইয়াই থাকিত বৃহদারণ্যকের 'ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই' উক্তি জীবের স্বতন্ত্র দ্রষ্টৃত্বকে নিরাস করিয়াছে, অন্যথা তাহার সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিকালেও দ্রষ্টৃত্বের ব্যাঘাত হইত না। তাহার অণুচিদ্ধর্মপ্রযুক্ত যে দ্রষ্টৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব, তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, শুদ্ধ অবস্থাতেও তাহার সম্যগ্ দর্শন নাই, ভগবানের কৃপাব্যতীত ভগবদ্দর্শনে অসমর্থ। "ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ" ইত্যাদি উদ্ধৃত শ্লোকাংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা তত্ত্বসন্দর্ভের ৫৮ অনুচ্ছেদের অনুবাদে ও টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণকে উহা আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। ১৯।

শ্লোকটীর স্বামিপাদের টীকা অত্রত্য শ্রীজীবপাদের টীকারই অনুরূপ। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাহার অনুবর্তন করিয়া শেষে অপর একটী অর্থ করিয়া 'তজ্জ্ঞ'-পদে জীবকে পরমাত্মারও জ্ঞাতা বলিয়াছেন। তদনুকূলে শ্রুতিপ্রমাণাদি তত্ত্বসন্দর্ভে ৫৯ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পাঠকমহোদয়গণকে অনুগ্রহপূর্বক সেই আলোচনা দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—জীব পরমাত্মজ্ঞান ও উপলক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও পূর্ণপুরুষ ভগবানের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তগণ তাহাও পারেন। শ্রীব্যাসদেবের সমাধি শ্লোকই (ভাঃ ১।৭।৪) তাহার প্রমাণ; যথা—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্…।" শ্রীব্রহ্মাও স্তোত্রে (ভাঃ ৩।৯।১১) বলিয়াছেন—"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে, আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।"—অর্থাৎ 'হে ভগবন্, আপনি ভক্তগণের ভক্তিযোগপ্রভাবে সংশোধিত হৃদয়পদ্মে বর্তমান থাকেন, আপনার কথা শ্রবণরূপ পথে সেখানে প্রবেশ করেন।" শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদিমূলা ভক্তিই ভগবজ্জ্ঞানলাভের উপায়। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত আরও পূর্বে (২।৮।৫) বলিয়াছেন, যথা—"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।

জ্ঞাতারং ন বেদ, তমনন্তং—"মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ" (ভাঃ ১।১৮।১৯) ইতি প্রথমোক্তদিশা স্বরূপভূতানন্তশক্তিমীড়ে। অতএব হি, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যারভ্য জীবস্যেতরদ্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা, "যত্র স্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ২।৪।১৫, ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা তস্য পরমাত্মদ্রষ্টৃত্বং নিষিধ্য পরমাত্মনস্তু তত্তৎ-সর্ব দ্রষ্টৃত্বং স্বদ্রষ্টৃত্বমপ্যস্তীতি, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ উঃ ২।৪।১৫, ৪।৫।১৫) ইত্যনেনাহ। অয়মর্থঃ—যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি, তন্মূলকত্বাত্তদনন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্যশক্তিহেতুকতয়া জড়মলিননশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতয়া সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রসত্তাকমিব মুহুর্জায়তে, তৎ তত্র ইতরো জীব ইতরং পদার্থং

অনুবাদ

জ্ঞাতাকে জানে না। তিনি অনন্ত; প্রথম স্কন্ধোক্ত (ভাঃ ১।১৮।১৯): "যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো, মহদ্‌গুণত্বাৎ যদনন্তমাহুঃ॥"—অর্থাৎ 'যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ অনন্ত; যাঁহার গুণ প্রতি মহৎ বস্তুতেই আছে বলিয়া লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন'—ইত্যাদি উক্তি অনুসারে যিনি স্বরূপভূত অনন্তশক্তিসমন্বিত, আমি তাঁহার বন্দনা করিতেছি।' এই কারণেই শ্রুতি (বৃঃ আঃ ৪।১৫।১৫) বলিয়াছেন—'যে স্থলে দ্বৈতভাব হয়, যেখানে এক (জীব) অন্য বস্তু দর্শন করে'—এই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া জীব অন্য বস্তুর দ্রষ্টা বলিবার পর "যেখানে নিজের সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া গেল, সেখানে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে"—এইরূপ উক্তিদ্বারা সেই জীব যে পরমাত্মার দ্রষ্টা,—এই কথা নিরাস পূর্বক পরমাত্মাই সেই সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা ও তিনি নিজেরও দ্রষ্টা,—এই কথা "বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিতে পারে?"—এই উক্তিদ্বারা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ, যথা—যেখানে মায়াশক্তি-প্রভাবে দ্বৈতের ন্যায় প্রতীতি হয়, তন্মূলক অর্থাৎ আত্মা হওয়ায় তাঁহা হইতে ভিন্ন না হইয়াও তাহার হেতু মায়ানাম্নী অচিন্ত্যশক্তি বলিয়া জড়, মলিন ও নশ্বররূপে আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভাবে সম্পাদিত, অতএব তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্টের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সঞ্জাত হয়। সে ক্ষেত্রে তাঁহা হইতে ভিন্ন জীব অন্য পদার্থ দর্শন করে, কারণ তখন তাহার দর্শনেন্দ্রিয় ও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা অর্থাৎ দর্শন-

টিপ্পনী

কালেন নাতিদীর্ঘেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"—অর্থাৎ 'যিনি নিত্যকাল ভগবন্মহিমা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণকীর্তন করেন, অনতিকালমধ্যেই ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।' তাঁহারই সম্যগ্ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ হয়, কেন না অন্যত্র (ভাঃ ১১।২।৪২) কথিত হইয়াছে—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ…।"—অর্থাৎ 'ভক্তি, ভগবজ্‌জ্ঞান ও তদিতর বিষয়ে বৈরাগ্য যুগপৎ উৎপন্ন হয়; ভক্তি হইলেই ভগবজ্‌জ্ঞান হইবে। ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।২১)—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়া…"—অর্থাৎ শ্রদ্ধাজনিতা কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রহণীয়, পূর্বশ্লোক-কথিত অন্য উপায়ে নহে। শ্রীব্রহ্মাও ইহা শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে (ভাঃ ১০।১৪।৩) অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, যথা—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব, জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি, র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

পশ্যতি, তস্য করণদৃশ্যয়োর্মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যত্র তু স্বরূপবৈভবে তস্য জীবস্য রশ্মি-স্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয়ো য আত্মা পরমাত্মা, স এব স্বরূপশক্ত্যা সর্বমভূৎ অনাদিত এব ভবন্নাস্তে ন তু তৎপ্রবেশেন, তৎ তত্র ইতরঃ স জীবঃ কেনেতরেণ করণভূতেন কং পদার্থং পশ্যেৎ, ন কেনাপি

অনুবাদ

সাধন ও দর্শনীয় ভাব স্থাপিত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বরূপশক্তিপ্রভাবে রশ্মিস্থানীয় জীবের পক্ষে যে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা সূর্যমণ্ডলস্থানীয়, তিনিই স্বরূপশক্তিবলে সমস্ত হইয়াছেন; অনাদিকাল হইতে হইয়াই আছেন; সম্প্রতি সে সকলে প্রবেশ করিয়া আছেন—এমন নহে। তাহা হইলে তাঁহা হইতে ইতর বা অন্য সেই জীব কোন্ অন্য সাধন (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা কোন্ পদার্থকে দর্শন করিতে পারে? কোনও সাধনদ্বারা কোনও কিছুকে দেখিতে পারে না, ইহাই অর্থ। রশ্মিসমূহ কখনও নিজশক্তিবলে

টিপ্পনী

—অর্থাৎ 'হে অজিত ভগবন্, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানলাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ ত্যাগপূর্বক আপনার শ্রীচরণে প্রণত থাকিয়া যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমে অবস্থিত থাকা কালেই সাধুগণমুখে উচ্চারিত আপনার মহিমার কথা শ্রবণপূর্বক কায়মনোবাক্যে তাহাই উপজীব্য করেন, অর্থাৎ আর কিছু ক্রিয়াদিতে সময় ক্ষেপ করেন না, আপনি অখিল-লোক-অজিত বা অবশীভূত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত হইয়াও তাঁহাদের দ্বারা জিত, বশীভূত বা ভক্তিযোগলব্ধ জ্ঞানের গম্য হইয়া থাকেন।" ভক্তিবশ ভগবান্ ভক্তের নিকট 'অজিত' থাকিতে পারেন না। তাই ভগবান্ দুর্বাসা ঋষিকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৪।৬৩): "অহং ভক্তপরাধীনো, হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো, ভক্তৈ র্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"—অর্থাৎ 'হে ব্রহ্মন্, আমি ভক্ত-পরাধীন, পরতন্ত্র ও ভক্তজনপ্রিয়; আমার হৃদয় পরমভক্ত সাধুগণ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন।' শ্রুতিতেও এই কথা, যথা (কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩): "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"—অর্থাৎ 'পরমাত্মবস্তু ভগবান্‌কে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবাপ্রবণতাদ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ করেন, তখনই তাঁহার নিকট তিনি আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন।' ভগবানে আত্মসমর্পণমূলা ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে আবদ্ধ করা যায়, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-শক্তি দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা নিষ্ফলই হইয়া থাকে। ভগবান্ তাঁহার দামবন্ধন-লীলায় তাহা পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যতক্ষণ রজ্জুর পর রজ্জু সংগ্রহ করিয়া মা যশোদা পুত্রকে বাঁধিবার চেষ্টা করিলেন, ততক্ষণ "তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্ত বন্ধনম্" (ভাঃ ১০।৯।১৬)—অর্থাৎ যতই রজ্জু আনয়ন করেন, তাহাও দুই অঙ্গুলি পরিমাণ কম থাকিয়া যায়। শেষে যখন হার মানিয়া রজ্জু আনয়ন বন্ধ করিয়া কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হোক্ মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন, তখনই "স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া, বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ, কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥"—অর্থাৎ 'কৃষ্ণ মাতার গাত্র ঘর্মাপ্লুত, কবরী ও মাল্যাদি স্থানচ্যুত এবং দেহ পরিশ্রান্ত দেখিয়া কৃপার উদ্রেকে নিজের বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন।' এই মীমাংসা শ্রীচরিতামৃতেও দেখা যায়, যথা (মঃ ৬৮২-৮৩)—"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে (২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) যে উক্তিটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি; যত্র বা অস্য

কমপি পশ্যেদিত্যর্থঃ ; ন হি রশ্ময়ঃ স্বশক্ত্যা সূর্যমণ্ডলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুর্ন চার্চিষো বহ্নিং নির্দহেয়ুরিতি ভাবঃ। তদেবং সতি যস্য খল্বেবমনন্তং স্বরূপবৈভবং, তং বিজ্ঞাতারং সর্বজ্ঞং পরমাত্মানং কেনেতরেণ করণেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপীত্যর্থঃ। তদেবং জ্ঞানশক্তৌ তত্র সিদ্ধায়াং ক্রিয়েচ্ছাশক্তী চ লক্ষ্যেতে। দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ২০ ॥

বশীকৃত-মায়াত্বেনাপি তামাহ (ভাঃ ৭।৯।২২)—

"স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না, কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।"

অনুবাদ

সূর্যমণ্ডলের অন্তর্গত বৈভব প্রকাশ করিতে পারে না, আর অগ্নিশিখাসমূহও অগ্নিকে নির্দগ্ধ করিতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ। অতএব এইরূপ হওয়ায় যাঁহার স্বরূপবৈভব অনন্ত, সেই বিজ্ঞাতা সর্বজ্ঞ পরমাত্মাকে কোন্ অন্য (ইন্দ্রিয়াদি) সাধনদ্বারা বিশেষভাবে জানিতে পারা যাইবে ? কোনও কিছুদ্বারা নহে, ইহাই তাৎপর্য। অতএব এইভাবে জ্ঞানশক্তি তাঁহাতে সিদ্ধ হওয়াতে ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিও লক্ষিত হয়। ইহা প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে বলিয়াছেন। ২০।

মায়া ভগবানের বশীকৃতা, এইরূপেও মায়ার বর্ণন করিতেছেন শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তোত্রের মধ্যে (ভাঃ ৭।৯।২২): "হে ভগবন্, আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা নিত্য আত্মার গুণসমূহকে

টিপ্পনী

সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন কং বিজানীয়াৎ।" উদ্ধৃতাংশগুলিতে কেবল দর্শনসম্বন্ধেই আলোচনা আছে, পূর্ণ বাক্যটীতে শ্রবণাদি সকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারই কথা আলোচিত। প্রথমস্কন্ধোদ্ধৃত (ভাঃ ১।১৮।১৯) শ্লোকাংশটীর সম্পূর্ণ শ্লোক প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য, মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো, মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ॥"—অর্থাৎ (পূর্ব-শ্লোকানু-বৃত্তির সহিত—যখন মহত্তমগণের কীর্তি-আলোচনায় দুষ্কুলে জন্মনিমিত্ত মনঃপীড়াকে শীঘ্রই বিদূরিত করিয়া থাকে, তখন) যিনি মহত্তমগণের একান্ত পরম আশ্রয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে নীচকুলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলার কি প্রয়োজন ? যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত, যাঁহার গুণ প্রতি মহদ্‌বস্তুতেই আছে, সুতরাং লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানে, তাঁহার নামকীর্তনকারীর যে নীচ জাতিতে জন্মজনিত মনঃপীড়া অপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিয়াছেন, যথা—"দৌষ্কুল্যারম্ভক পাপ যখন প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধ নাশ না হইলে দৌষ্কুল্যবিনাশ কিরূপে হইতে পারে ? যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধ যে, ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ নাশ হয় ; তখন কেবল নামের দ্বারাই কিরূপে তাহার খণ্ডন হইবে ? উত্তরে বলিতেছেন—ভগবান্ অনন্তশক্তি ; তাঁহার শক্তিসমূহ অনন্ত হওয়াতে তন্মধ্যে তাঁহার ভক্তের প্রারব্ধ-নাশিনী কোনও শক্তিও আছে। তাহার উপর মহৎ অর্থাৎ তাঁহার নিজভক্তগণে গুণসমূহ থাকাতেই তাঁহাকেই অনন্ত বলা হয়। অতএব তাঁহার ভক্তগণে তাঁহার গুণসমূহ সংক্রমিত আছে বলিয়া তাঁহাতে যেমন প্রারব্ধ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহার ভক্তেও উহা থাকিতে পারে না।" ২০।

ইতি। "স্বধাম্না চিচ্ছক্ত্যা। যতঃ কালো মায়াপ্রেরকঃ" ইতি টীকা চ। আত্মা ত্বত্র জীবঃ তস্য গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।" (ভাঃ ১১।২৫।১২) ইত্যুক্তত্বাৎ। প্রহ্লাদঃ শ্রীনরসিংহম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

জয় করিয়া ও বিসৃজ্য (কার্য), বিসর্গ (কারণ) শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিয়া কাল-স্বরূপ (মায়াপ্রেরক) হইয়াছেন।" স্বামিপাদের টীকাও, যথা—"স্বধাম অর্থাৎ চিচ্ছক্তি ; যেহেতু কাল মায়াপ্রেরক।" 'আত্মা'-অর্থে এখানে জীব, তাহার গুণসমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি। যেহেতু ভগবান্ বলিয়াছেন (১১।২৫।১২) "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণসমূহ জীবের, আমার নহে।" মূল শ্লোকার্ধ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদোক্তি।২১।

টিপ্পনী

বিসৃজ্য ও বিসর্গ-শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তিকে চিচ্ছক্তিবলে ভগবান্ বশীকৃত রাখিয়াছেন। সেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। ঐ গুণত্রয়দ্বারা জীবকে মায়া বশীকৃত রাখিয়াছেন, ভগবান্ ঐ গুণবশ নহেন। গুণসহিত মায়া ভগবানের বশীকৃত। প্রহ্লাদোক্ত শ্লোকে 'আত্মা'-অর্থে শ্রীজীবপাদ 'জীব' বলিয়াছেন। কিন্তু স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ উভয়েই 'বুদ্ধি'-অর্থ বলিয়াছেন। স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—"যেহেতু তুমি কাল অর্থাৎ মায়াপ্রেরক, অতএব বিসৃজ্য অর্থাৎ কার্যসমূহ ও বিসর্গ অর্থাৎ সাধনসমূহের যে শক্তি, তাহাও তোমাদ্বারা বশীকৃতা।" আর চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"যেহেতু মায়া গুণময় জীবোপাধি সৃষ্টি করে, আপনি স্বরূপশক্তিবলে আত্মগুণ অর্থাৎ বুদ্ধিগুণকে আয়ত্তীকৃত করিয়াছেন। আর যে কাল গুণসমূহকে ক্ষোভিত বা আলোড়িত করেন, সেই কালও আপনি। অতএব বিসৃজ্য অর্থাৎ মায়াকার্যভূত উপাধিসমূহে বিসর্গ অর্থাৎ বিক্ষেপাত্মিকা যে অবিদ্যা শক্তি, তাহা আপনার বশীকৃতা।" ভগবান্ যে গুণবশ নহেন, তাহা বুঝাইতে একাদশ স্কন্ধোক্ত শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই (ভাঃ ১১।২৫।১২), যথা—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে। চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥" অর্থাৎ 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ইহারা জীবেরই চিত্তজাত গুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণদ্বারা জীব দেহাদিভূতগণ-মধ্যে সঙ্গবশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে।" এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব দুইটী (১০ ও ১১) শ্লোকে ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"সত্ত্বপ্রকৃতি ব্যক্তি নিজ কৃত্যসমূহের দ্বারা নিরপেক্ষ (ফলাদির অপেক্ষারহিত) হইয়া ভগবদ্ভজনে অনুপ্রাণিত হ'ন। কিন্তু যিনি জাগতিক মঙ্গললাভের উদ্দেশ্যে ভজন করেন, তিনি রজঃপ্রকৃতি, আর যিনি শত্রুজয়াদিরূপ-কামনা-মূলে হিংসাবশে ভজন করেন, তিনি তামস-প্রকৃতি।" বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, ইহাদের মধ্যে কোনও গুণই তাঁহার উপর প্রভাববিস্তার করিতে পারে না। স্বামিপাদের অনুবর্তনে চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"গুণসমূহ জীবেরই বন্ধক, আমার বন্ধক নহেন। কি জন্য? যেহেতু তাহারা চিত্তজ, অর্থাৎ জীবোপাধি যে চিত্ত, তাহাতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তাহাতেই জাত। 'ভূতানাম্'—এখানে সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থ 'ভূতগণেতে'। সকল ভূত অর্থাৎ ভৌতিক দেহ দৈহিক-ব্যাপারে সজ্জমান বা আসক্ত হইয়া জীবই বন্ধন প্রাপ্ত হয় ; আমি কিন্তু আসক্তিশূন্য ; গুণসমূহের নিয়ন্তা বলিয়া সৃষ্ট্যাদি-কার্যের কর্তা হইয়াও আমি নিত্যমুক্ত ; অতএব জীবে ও আমাতে মহান্ বিশেষ—অত্যন্ত প্রভেদ।" স্বামিপাদ 'ভূতানাম্' প্রভৃতির অপর একটী অর্থ বলিয়াছেন—"পঞ্চ ভূত একীকৃত হইলে তাহার কার্যভূত চিত্ত, যেহেতু শ্রুতিতে—(ছাঃ ৬।৫।৪) বলিয়াছেন—'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ'। গুণসমূহ সেই চিত্তহইতে জাত বলিয়া জীব ভূতোপহিত।" শ্রীল সরস্বতীপাদের বিবৃতি—"গুণাভিভূত জীবই নিজের সহিত গুণের ক্রিয়া সংযোগ করিয়া নিজেকে গুণবন্ধনে আবদ্ধ

তথা চ (ভাঃ ৫।১৮।৩৮)—

"করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং গ্রাব্ণো নমস্তে গুণ-কর্ম-সাক্ষিণে ॥"

অনুবাদ

আরও প্রমাণ—পৃথিবী শ্রীবরাহদেবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।১৮।৩৮):—"হে ভগবন্, আপনার নিজ প্রয়োজনে ইচ্ছা না করিলেও, জীবের প্রয়োজনে আপনার অভিলষিত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কার্য মায়া ঈক্ষিতা বা আপনার ঈক্ষণের গুণেই পরিচালিতা হইয়া করিয়া থাকেন ; যেমন গ্রাব বা

টিপ্পনী

করেন।" শ্রীভগবান্ অন্যত্রও (ভাঃ ১১।১৩।১) শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ। সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥"—অর্থাৎ 'সত্ত্বাদি বুদ্ধির গুণ, আত্মার নহে। সত্ত্বদ্বারা রজস্তমঃকে জয় করিবে ; আবার সত্ত্বদ্বারাই সত্ত্বকে জয় করিবে।' অবান্তরভাবে একটী কথার অবসর হইল। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত শ্লোকটীর 'বিজিতাত্মগুণঃ'-পদটীর অর্থে স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ যে 'আত্ম'-শব্দে 'বুদ্ধি' বলিয়াছেন, মনে হয় এই শ্লোকটীকে স্মরণ করিয়াই বলিয়াছেন। গুণত্রয় শুদ্ধজীবেরও নয়, তখন ভগবানের ত' হইতেই পারে না। শ্রীজীবপাদ যে 'জীব'-অর্থ করিয়াছেন, তাহা বদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। শ্রুতিতে 'বুদ্ধি'কে দেহ-রথের সারথি বলিয়াছেন, যথা (কঠ ১।৩। ৩-৪): "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ …… ॥"—অর্থাৎ 'কর্মফল-ভোক্তা জীবাত্মাকে শরীররূপ রথের আরোহী বলিয়া জানিবে। রথের সারথি বুদ্ধি, অশ্বের রশ্মি (লাগাম) মন এবং অশ্ব ইন্দ্রিয়গুলি।' পরে বলিয়াছেন (১।৩।৯)—"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু…সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"—অর্থাৎ 'যাঁহার সারথি বিজ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধি, তিনি পথ পার হইয়া গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হ'ন।' তবেই দেখা যাইতেছে, বুদ্ধি যখন রজস্তমোগুণের অধীন, স্থির নহে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি দুর্ভোগের পথে লইয়া যায় ; আর যখন সত্ত্বের অধীন হয়, তখন 'সত্ত্বাজ্জাগরণম্' (ভাঃ ১১।২৫।২০), অতএব জাগ্রৎ হইয়া সে পথ ছাড়িয়া সুপথের দিকে ইন্দ্রিয়চালনা করে ; তবুও ইন্দ্রিয়গুলিকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। কিন্তু ক্রমে যখন গীতায় শ্রীভগবানের ভাষায় (২।৪১) বুদ্ধি "ব্যবসায়াত্মিকা" (নিশ্চয়াত্মিকা বা স্থিরা) হয় তখন উহা বুদ্ধিযোগে পরিণত হইয়া ভগবন্নিষ্ঠতা লাভপূর্বক নির্গুণা হইয়া যায়। তখন উপশমাত্মক সত্ত্ব সত্যদয়াদিরূপ সত্ত্বকে জয় করিতে পারিবে (ভাঃ ১১।২৫।৩৫)। এই অবস্থায় বুদ্ধি শ্রুত্যুক্ত বিজ্ঞান-পর্যায়ে উন্নীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় বা হৃষীকগুলিকে হৃষীকেশের সেবায় নিয়োজিত করিবে, যেহেতু "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥" (নারদ-পঞ্চরাত্র)। ভগবান্ নিজেও নির্গুণ, তাঁহার ভক্তও নির্গুণ। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৮৮।৫): "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ, পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা, তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥"—অর্থাৎ 'হরি প্রকৃতির অতীত ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম। তিনি সাক্ষিরূপে দ্রষ্টা হইলেও দৃশ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত। তাঁহার ভজনকারীও নির্গুণ।' শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেও (১।৯।৪৩) দেখা যায়: "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে, যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যো, পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥"—অর্থাৎ 'সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয় ঈশ্বরে নাই। সমস্ত শুদ্ধতত্ত্ব হইতেও শুদ্ধতর সেই আদি পুরুষ প্রসন্ন হউন।' জীব হইতে ভগবদ্-বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রে আরও বহুস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার কয়েকটী পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ২১।

টীকা চ—"যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থমীপ্সিতম্, অত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষণাযোগাৎ ; স্বার্থন্তু নেপ্সিতং ; বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈর্মায়া করোতি ; তস্যা জড়ত্বেঽপীশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিং দৃষ্টান্তেনাহ, যথায়ো লোহং গ্রাব্ণোঽয়স্কান্তান্নিমিত্তাৎ ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সৎ। গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ জীবাদৃষ্টানাং সাক্ষিণে তস্মৈ নমঃ" ইত্যেষা। ভূঃ শ্রীবরাহদেবম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

চুম্বকপ্রস্তরের সান্নিধ্যবশতঃ আকৃষ্ট হইয়া লৌহ তদভিমুখে গতিশীল হয়, সেইরূপ। সেই গুণকর্মসাক্ষী অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টের দ্রষ্টা আপনাকে আমি প্রণাম করি।" স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"ঈক্ষণকারী ভগবানের জীবের জন্য ইচ্ছা, যেহেতু অত্যন্ত অনিচ্ছা থাকিলে ঈক্ষণ-যোগ হয় না ; তবে নিজার্থে ইচ্ছা নয়। বিশ্বের স্থিতি প্রভৃতি মায়া সত্ত্বাদি স্বগুণের দ্বারা করিয়া থাকেন। তবে মায়া হইলেও ঈশ্বরের সান্নিধ্যবশতঃ প্রবর্তিত হ'ন ; ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছেন,—যেমন অয়ঃ বা লৌহ গ্রাব্ বা অয়স্কান্ত (চুম্বক) জন্যই চলে তদাশ্রয় অর্থাৎ তাহার অভিমুখ হইয়া। জীবগণের অদৃষ্ট গুণ ও কর্মসমূহের সাক্ষী বা দ্রষ্টা আপনাকে প্রণাম করি"—এই পর্যন্ত। ২২।

টিপ্পনী

যদি প্রশ্ন হয়, জড়রূপা প্রকৃতিদ্বারা কিরূপে সৃষ্ট্যাদি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, যেরূপ লৌহ জড় হইলেও চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ মায়াও ভগবানের ঈক্ষণপ্রভাবে সৃষ্ট্যাদি-কার্যে প্রবর্তিত হন। ঐতরেয় শ্রুতি (১।১।১) বলিয়াছেন—"স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি"—অর্থাৎ "আত্মা বা ভগবান্ 'আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিতেছি' এই ইচ্ছা করিয়া ঈক্ষণ করিলেন।" তাঁহারই ঈক্ষণদ্বারা বিক্ষোভিতা হইয়া মায়া ক্রিয়াশীলতা লাভ করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আলোচনা আছে। তাহার কিছু কিছু এখানেও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

"জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ। প্রকৃতি, কারণ—যৈছে অজাগলস্তন॥" (আঃ ৫।৫৯-৬১)।

শ্রীল সরস্বতীপাদের ব্যাখ্যা—"জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্ত লৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপ জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান-প্রতিমা দাহিকা বা তাপপ্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হ'ন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। শ্রী (কার্দমি) কপিলদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৪০) : 'যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥'—অর্থাৎ 'যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক (অঙ্গার বা দগ্ধকাষ্ঠ) হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু।' ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান'—সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্বোপাদান 'ভগবান্' হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয় ; তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই

টিপ্পনী

ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র-উপাদানত্বে পৃথগ্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদানমূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ কর,—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ডের দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফল মাত্র।" গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তাঁহার 'গোবিন্দভাষ্যে' ব্রহ্মসূত্র ২ অঃ ২য় পাদের ভূমিকার অন্তে প্রথম সূত্রের অবতরণিকায় ও ভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং জগৎকর্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্' ॥ ১ ॥ (প্রথম সূত্র) অনুমীয়তে জগদ্ধেতুত্বেনেত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ? রচনেতি। বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। 'চ'-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা।"—অর্থাৎ "অতএব 'প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ'—এই পূর্বপক্ষীয় (সাংখ্যমতীয়) সিদ্ধান্তের নিরাসার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। প্রধান—অচেতন; অতএব, জড় প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ নহে, যেহেতু এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড় প্রধানদ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করা সঙ্গত নহে। এই জগতে চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদিদ্বারা কোনও দিনই প্রাসাদাদিনির্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দদ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) সমুচ্চিত (রাশীকৃত) হইয়াছে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি অল্প কথায় এই তত্ত্ব বলিয়াছেন, যথা (আঃ ৬।১৮-১৯):—

"যদ্যপি সাংখ্য মানে—'প্রধান' কারণ। জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্মাণে ॥"

এই যে 'সাংখ্য', ইহা ষড়্ দর্শনের অন্যতম, কপিলমুনি-প্রবর্তিত। ভাগবতে যে ভগবদবতার কপিলদেবের উপদেশ আছে, কপিলমুনির সাংখ্য তাহা হইতে ভিন্ন। এই মুনিউক্ত অবতার হইতে পৃথক্। এই বিষয় শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ গোবিন্দভাষ্যে ব্রঃ সূঃ ২।১।১ সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—(অনুবাদ): "বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির প্রবর্তক কপিল এবং কর্দমসুত ভগবান্ কপিল—এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল—অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ এবং শেষোক্ত কপিল—বাসুদেবেরই অবতার। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'ভগবান্ বাসুদেব কর্দম ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব (প্রচলিত সাংখ্যদর্শন হইতে ভিন্ন) ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি নামক বিপ্রকে উপদেশ করেন; তদুক্ত সাংখ্য-স্মৃতি বেদার্থদ্বারা উপবৃংহিত। অপর কপিল কুতর্কপরিবৃংহিত স্বকপোলকল্পিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছেন।' অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতি বার্থ বলিয়া নির্দেশ যোগ্য।" দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যার অনুবাদ, যথা—"বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্য-স্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে পাওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্য-স্মৃতি 'অনাপ্ত' শব্দবাচ্য। উহাতে বিষয়গুলি এই—'চিন্মাত্র পুরুষসমূহের প্রকৃতিই বন্ধ-মোক্ষের কারণ; এ উভয়ই প্রাকৃত। সর্বেশ্বর পুরুষবিশেষ নাই। কালতত্ত্বও নাই। প্রাণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি' ইত্যাদি।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য, ২০।২৫৯—২৬১, ২৭১—২৭২ প্রভৃতিতেও এই আলোচনা আছে। চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত ব্রঃ সূঃ ২।২।৭ "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"—সূত্রে 'তথাপি অর্থে "তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তি র্ন সিধ্যতি" বলিয়াছেন, অর্থাৎ—'সেরূপেও জড়প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না।' শেষে বলিতেছেন—'অয়স্কান্ত ও লৌহ উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে।' এই অনুচ্ছেদেও মায়া ভগবৎস্বরূপশক্তির বশ, ইহাই বলা হইয়াছে। ২২।

অথ মায়াশক্তিশাবল্যে কৈবল্যানুপপত্তেঃ কৈবল্যেঽপ্যনুভবাভাবে তদানন্দস্যার্থতানুপপত্তেশ্চান্যথানুপপত্তিপ্রমাণতস্তামেবাহ (ভাঃ ১।৭।২৩)—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥"

ত্বং সাক্ষাৎ স্বয়মেবাদ্যঃ পুরুষো ভগবান্। তথা য ঈশ্বরঃ অন্তর্যাম্যাখ্যঃ পুরুষঃ, সোঽপি ত্বমেব, তদেবমুভয়স্মিন্নপি প্রকাশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী। নন্বু কথং কেবলানুভবানন্দস্যাপি তদনুভবিত্বং যতো ভগবত্ত্বমপি লক্ষ্যেত, কথঞ্চেশ্বরত্বাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বেঽপি তদসঙ্গিত্বম্? তত্রাহ "মায়াং ব্যুদস্য" ইতি। অব্যভিচারিণ্যা স্বরূপশক্ত্যা তামাভাসশক্তিং দূরে বিধায়, তয়ৈব স্বরূপ—শক্ত্যা কৈবল্যে (ভাঃ ১১।৯।১৮)—

অনুবাদ

এক্ষণে মায়াশক্তির বৈচিত্র্যহেতু কৈবল্য অসিদ্ধ হইলে কৈবল্যেও অনুভবের অভাব হওয়ায় কৈবল্যানন্দেরও অসিদ্ধি হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা অর্থাপত্তি বা ব্যতিরেক প্রমাণদ্বারা নিরাসপূর্বক ভগবৎস্বরূপশক্তির কথা বলিতেছেন (ভাঃ ১।৭।২৩): (শ্রীভগবানের প্রতি অর্জুনের উক্তি)—"হে কৃষ্ণ, প্রকৃতির অতীত (গুণাতীত), আদ্য (সর্বকারণকারণরূপ আদি) পুরুষ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তুমি চিচ্ছক্তি অর্থাৎ নিজস্বরূপভূতা বিদ্যাশক্তির বলে মায়া বা অবিদ্যাশক্তি অভিভূত করিয়া কৈবল্য অর্থাৎ কেবলানুভবানন্দস্বরূপ আত্মস্বরূপে (অধিকারী থাকিয়া) অবস্থান কর।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা) —তুমি সাক্ষাৎ আদ্য পুরুষ ভগবান্। তদতিরিক্ত যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ 'অন্তর্যামী'-নামে খ্যাত পুরুষ, তিনিও তুমিই। অতএব এইপ্রকারে উভয়রূপ প্রকাশেও প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ তাহা হইতে সঙ্গ-রহিত। যদি প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, কেবল-অনুভবরূপ আনন্দেরও তিনি অনুভবী হইতে পারেন কিরূপে, যদ্দারা ভগবত্তাও লক্ষিত হইতে পারে? আর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হইয়াই বা কিরূপে তিনি প্রকৃতি হইতে সঙ্গরহিত হইবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —মায়াকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, অর্থাৎ অব্যভিচারিণী (নিত্যা) স্বরূপশক্তিদ্বারা আভাসশক্তি সেই মায়াকে দূর করিয়া দিয়া, সেই স্বরূপশক্তি দ্বারা কৈবল্যে স্থিত। যেমন একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে— (ভাঃ ১১।৯।১৮) :—"পরাবরগণের অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ ও জীবগণের অথবা মুক্ত ও বদ্ধজীবগণের পরম অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়ভূত

টিপ্পনী

মূল শ্লোকটীর (ভাঃ ১।৭।২৩) টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—" 'প্রকৃতির পর'—এখানে 'প্রকৃতি'-শব্দে মায়া, না অবিদ্যা, তাহা বুঝিতে হইবে। 'প্রকৃতি'-শব্দে মায়াই জানিতে হইবে ; মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়বৃত্তিবতী। স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি সুভগা পট্টমহিষীর ন্যায় ; বিদ্যা ও অবিদ্যা এই বৃত্তিদ্বয়বতী দুর্ভগা মায়াকে নিত্যক্রিয়াশীলা স্বরূপভূতা সেই স্বীয় চিচ্ছক্তির বলে দূরীকৃত করিয়া সেই চিচ্ছক্তিরই সহিত তুমি আত্মা অর্থাৎ স্বচিন্ময়-স্বরূপে স্থিত। যদি পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয় যে, 'চিচ্ছক্তিদ্বারা' ইত্যাদি বলায় উহা কারণরূপে আমা হইতে ভিন্নভাবে স্থিত ; তবে কিরূপে আমি আত্মাতে স্থিত, ইহা বলা যায়? তদুত্তরে বলা হইয়াছে 'কৈবল্যে' বা কেবলভাবে ;

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ। কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥" ইত্যেকাদশোক্তরীত্যা কৈবল্যাখ্যে কেবলানুভবানন্দে আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতঃ, অনুভূতস্বরূপসুখ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি—"স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্।" (ভাঃ ৬।৯।৩৩) ইতি।

সন্দোহশব্দেন চৈকাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা, সা চ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি। অত এবমস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ। প্রকৃতির্নামাত্র মায়ায়াস্ত্রৈগুণ্যম্। এবমেব শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ স্বামি-ভিরেব দর্শিতা। তথাহি শ্রীদেবহূতি-বাক্যে (ভাঃ ৩।২৪।৩৬)—

অনুবাদ

মায়াজনিত উপাধিসম্বন্ধরহিত কেবল বা নির্বিষয় অনুভব অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপ আনন্দকন্দ কৈবল্য বা মোক্ষ-নামক সনাতন পুরুষই থাকেন।" কৈবল্য-নামক কেবলানুভবানন্দরূপ আত্মতত্ত্বে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে স্থিত, অর্থাৎ স্বরূপানুভবের সুখে অবস্থিত। ষষ্ঠ স্কন্ধেও (বৃত্রাসুরের ভয়ে ভীত) দেবগণ (ভগবানের স্তবে) এইরূপই বলিয়াছিলেন, যথা (ভাঃ ৬।৯।৩৩): "আপনি আপনা হইতে আবির্ভূত নিজসুখের অনুভব স্বরূপ।" একাদশস্কন্ধোদ্ধৃত শ্লোকে 'সন্দোহ' (সমূহ) দ্বারা বিচিত্রতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাও শক্তির বৈচিত্র্য হইতেই হয়। অতএব এইরূপেই স্বরূপশক্তি আছেন। 'প্রকৃতি'-শব্দে এখানে (মূল শ্লোকে) মায়ার গুণত্রয়ত্ব। এই প্রকারেই স্বামিপাদও শক্তিত্রয়ের বিবরণ দেখাইয়াছেন। শ্রীদেবহূতিও (ভাঃ ৩।২৪।৩৪) ঐ রূপই বলিয়াছেন, যথা—"হে প্রভো, আপনিই পরমেশ্বর; প্রধান বা প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা জীব পুরুষ—ইহারা আপনারই বহিরঙ্গ ও তটাঙ্গ; আপনিই মহত্তত্ত্বস্বরূপ; আপনিই

টিপ্পনী

ঐ চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি বলিয়া তাহার সহিত থাকিলেও তোমার কৈবল্যই; তাহা হইলেই বস্তুতঃ তুমি আত্মাতেই স্থিত। অতএব স্বরূপভূতা সেই চিচ্ছক্তি তোমা হইতে সর্বদা অভিন্না থাকিয়া তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, পরিকরাদিরূপে বর্তমানা; শ্রুতি (শ্বেঃ ৬।৮) তাই বলিয়াছেন—'পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' কিন্তু মায়া ছায়ার ন্যায় তোমার স্বরূপ হইতে বিভিন্না; জ্ঞান-অজ্ঞান-গুণময় জগদ্রূপে বর্তমানা; অতএব তোমা হইতে ভেদ; আবার তোমার শক্তি বলিয়া কোনও স্থলে অভেদও বটে; অতএব তাহা ভিন্নাভিন্নরূপা শক্তি। লোকের যে মত 'মায়াই একমাত্র শক্তি', তাহা পরাস্ত হইল।" সরস্বতীঠাকুর তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"মায়িক জগতে ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি জীবকে সংসারভোগে প্রমত্ত করায়। জীব তাহার ভোক্তৃসূত্রে নশ্বর সংসারে ক্লেশ পান। এই অপরা শক্তি ব্যতীত ভগবানের পরা বিলক্ষণা চিচ্ছক্তি আছে। তদ্দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া সেবার উন্মুখতা হয়। ভগবান্ মায়াধীশ বস্তু। তিনি অন্তর্যামি-সূত্রে প্রাকৃত বাহ্যবস্তুসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও বাহ্যবস্তুর সহিত সঙ্গরহিত। তাঁহার স্বরূপশক্তিপ্রভাবে মায়ানাম্নী আভাস-শক্তিকে দূরে অবস্থান করাইয়া তাঁহার স্বরূপশক্তিদ্বারা কেবল অনুভবানন্দ-অনুভূত শুভসত্যস্বরূপে তিনি নিত্যাবস্থিত। সেখানে ত্রিগুণযুক্ত মায়ার অধিকার নাই। ভগবানের বিহারভূমি বৈকুণ্ঠে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই, অর্থাৎ তথায় কালগত বৈষম্যের অনুপাদেয়তা, নশ্বরধর্ম, পরিচ্ছিন্নভাব প্রভৃতি অবরতা প্রবেশ করিতে পারে না; ভগবান্ স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপপ্রভাবে অচিন্ময়ী মায়াশক্তিকে কালাধীন করিয়া স্বয়ং

"পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥"

ইত্যত্র টীকা—"পরং পরমেশ্বরম্। তত্রহেতুঃ স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ো যস্য তা এবাহ, প্রধানং প্রকৃতিরূপং, পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং, মহান্তং মহত্তত্ত্বস্বরূপং, কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিবৃতমহঙ্কারভূতং, লোকাত্মকং তৎপালাত্মকঞ্চ। তদেবং মায়য়া প্রধানাদিরূপতামুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিষ্প্রপঞ্চতামাহ,

অনুবাদ

প্রকৃত্যাদির ক্ষোভক কাল; আপনি কবি অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষিস্বরূপ সর্বজ্ঞ; আপনি ত্রিবৃৎ অর্থাৎ গুণত্রয়ের স্থিতিস্থল অহঙ্কারস্বরূপ এবং তৎপ্রতিপালকরূপে ইন্দ্রাদি লোকপাল; আপনি আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বলে বহিঃস্থিত হইয়াও প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট এবং আপনার শক্তিসমূহ স্বচ্ছন্দ বা স্বাধীন। অধুনা কপিলরূপে আবির্ভূত আপনাতে আমি শরণাপন্ন হইলাম।" এখানে 'পর' শব্দে পরমেশ্বর। তাহার হেতু কি? আপনার শক্তিসমূহ স্বচ্ছন্দ, তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে। প্রধান, প্রকৃতিরূপ; পুরুষ, তাহার অধিষ্ঠাতা; মহৎ মহত্তত্ত্বস্বরূপ; কাল, তাহাদের ক্ষোভক; ত্রিবৃৎ, অহঙ্কাররূপ; লোকপাল, লোকাত্মক ও তাহাদের পালকাত্মক। অতএব এইরূপে মায়াদ্বারা প্রধানাদি-রূপতা বলিয়া চিচ্ছক্তিদ্বারা নিষ্প্রপঞ্চতা বলিতেছেন—আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিদ্বারা আপনাতে প্রপঞ্চ অনুগত বা লীন। কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ বা প্রধানাদির আবির্ভাবের সাক্ষী। এই অর্থ। এখানে মায়ার

টিপ্পনী

মোক্ষপদ বৈকুণ্ঠে চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা প্রকট করাইয়া বিরাজমান। তথায় কেবলা ভক্তি অবলম্বনপূর্বক নিরুপাধিক সেবক-মণ্ডলী নিত্যকাল সেবা করিতে থাকেন। সেই সেবাগ্রহণ তৎপর হইয়া ভগবান্ প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণবিচিত্রতার বাধ্য হ'ন না। বদ্ধজীব সেবাবিমুখ হইয়াই অচিদ্বস্তুর ভোক্তৃরূপে প্রমত্ত হওয়ায় কেবলা ভক্তির পরিবর্তে মিশ্রা ভক্তি আশ্রয় করিয়া সংসারভোগ বা মায়াবাদ স্বীকার করেন।"

উদ্ধৃত ভাঃ ১১।৯ ১৮ শ্লোকের টীকার মধ্যে শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"জগৎপালনাদি-ব্যাপারে অভাবহেতু তিনি কেবল ও অনুভবানন্দসন্দোহরূপ। 'উপাধি'-অর্থে মায়া, মায়া সে সময় সুপ্ত বলিয়া তিনি নিরুপাধিক।" ইহার পর তিনি "তদুক্তং তৃতীয়ে 'সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্'" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। এটী ভাঃ ৩।৫।২৪ শ্লোকের চতুর্থ চরণ। সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়াশক্তি সুপ্তা ও চিচ্ছক্তি জাগ্রৎ। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের বিবৃতি দিয়াছেন, যথা—"ভগবান্ সর্বাধিকারী। তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ চিচ্ছক্তিমান্। তাঁহারই মায়া বা বহিরঙ্গাশক্তি। মায়াশক্তির ক্রিয়া সুপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রাপঞ্চিকদর্শনরাহিত্যে চিচ্ছক্তিক্রিয়াই প্রবলা থাকে। ভগবানের জড়া সৃষ্টি তৎকালে অপ্রকাশিত অবস্থায় অবস্থান করায় জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বের আরোপের অবকাশ হয় না।"

ভাঃ ৬।৯।৩২ গদ্য হইতে উদ্ধৃত অংশটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"প্রত্যগ্রূপে স্বয়মেবোপলব্ধমভিব্যক্তং যন্নিজসুখং তদনুভবরূপো ভবান্"—অর্থাৎ "অভ্যন্তরে যে নিজ সুখ স্বয়ং প্রকাশিত বা অনুভূত হয়, আপনি সেই অনুভব'—অর্থাৎ অন্তর্দর্শিগণের নিকটে আপনি কেবলানুভবরূপে পরিচিত' (শ্রীচক্রবর্তিপাদ)। ভাঃ ৩।২৪।৩৩ শ্লোকটী শ্রীকপিল দেবের পিতা কর্দম ঋষির বাক্য; দেবহূতি তাঁহার ভার্যা। কপিলদেব উভয়েরই পুত্র। শ্রীল জীবপাদ তাঁহার টীকায়

আত্মানুভূত্যা চিচ্ছক্ত্যানুগতঃ স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য তং, কবিং সর্বজ্ঞং প্রধানাদ্যাবির্ভাব-সাক্ষিণমিত্যর্থঃ” ইতি।

অত্র পুরুষস্যাপি মায়ান্তঃপাতিত্বং তদধিষ্ঠাতৃতয়োপচর্যত এব। বস্তুতস্তস্য তু তস্যাঃ পরত্বম্। তথা শ্রীকপিলদেববাক্যে (ভাঃ ৩।২৬।৩)—

“অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরম্। প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥”

নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং তৎত্রিশক্তি—

অনুবাদ

অধিষ্ঠাতৃরূপে পুরুষও মায়ার অন্তঃপাতী—ইহা লক্ষণাদ্বারা বোধিত হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ মায়া হইতে পর বা অসঙ্গ। শ্রীকপিলদেব এইরূপই বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৬ ৩): “অনাদি অর্থাৎ নিত্য পুরুষ পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ অসঙ্গ; সেই জন্যই নির্গুণ বা প্রাকৃত-গুণহীন; তাঁহার ধাম কারণার্ণব প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের অগম্য; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ; যেহেতু এই বিশ্ব তৎসমন্বিত বা তদীক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত।”

নাম ও স্বরূপের নিরূপণদ্বারা মহাসংহিতায় সেই তিনশক্তি বিবেচিত হইয়াছেন, যথা—“মহাত্মা ভগবানের যে জীবমায়া, তাহা শ্রী, ভূ, দুর্গা— এই তিনরূপে ভিন্ন। তাঁহার আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা; আর গুণমায়া জড়াত্মিকা।” ইহার অর্থ—শ্রী, জগৎপালনশক্তি; ভূ, তাঁহার সৃষ্টি শক্তি; এবং দুর্গা, তাঁহার প্রলয়শক্তি। এই তিনরূপে যিনি ভেদপ্রাপ্ত, সেই জীববিষয়া শক্তিকেই জীবমায়া বলা হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামাসংবাদে পাওয়া যায়—“আমিই তিন প্রকারে বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া তিন প্রকার গুণের সহিত বর্তমান থাকি।” এই বাক্যের পর দেখা যায়—“তখন সমস্ত দেবগণ ইহা শুনিয়া তাঁহার

টিপ্পনী

স্বামিপাদের টীকাই উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার শেষাংশের অনুবাদ, যথা—“প্রপঞ্চের অন্তর্যামী বলিয়া তাঁহার প্রপঞ্চরূপত্ব বলিতেছেন। আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবলে তিনি প্রপঞ্চের বহিঃস্থ হইলে প্রপঞ্চ তাঁহাতে অনুগত বা অনুপ্রবিষ্ট। প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া তাঁহার প্রপঞ্চরূপত্ব বলিতেছেন। তাঁহার মায়াদি শক্তিগণ স্বচ্ছন্দ বা স্বাধীন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে মায়াদিশক্তিসমূহদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চ নির্মিত বলিয়া তাঁহার শক্তিরূপে অভিন্ন, যেহেতু তাঁহার কার্যসমূহ তাঁহা হইতে অভিন্ন।” ‘ত্রিবৃৎ’ শব্দের অর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ এইরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—“বেদৈর্বৃত-ত্বাত্তগবাংস্ত্রিবিদুচ্যতে বুধৈঃ।”—অর্থাৎ ‘বেদত্রয়কর্তৃক বৃত বা স্তুত বলিয়া বুধগণ ভগবান্‌কে ত্রিবৃৎ বলিয়া থাকেন।’

শ্রীকপিলদেবোক্ত (ভাঃ ৩।২৬.৩) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীস্বামিপাদ কয়েকটী মত নিরস্ত করিয়াছেন, যথা (অনুবাদ) —“আত্মাই পুরুষ। ঐ আত্মা কে? তাঁহার ‘প্রত্যক্’ বা প্রতিলোমে ‘ধাম’ স্ফুরিত হয়। ক্ষণিকবাদ নিরসন জন্য বলিলেন ‘অনাদি’। সংসারিত্ববাদ নিরাস করিলেন—তিনি প্রকৃতি হইতে পর, অন্য, অসঙ্গ। তাঁহার জ্ঞানাদিগুণত্ব বারণ করিতেছেন—তিনি নির্গুণ। মীমাংসকাদির অভিমত যে তিনি জ্ঞানগম্য, তাহা নিষেধ জন্য বলিতেছেন—তিনি স্বয়ংজ্যোতি। আর ইহাদ্বারাই প্রভাকরাদির মত যে তিনি জ্ঞানাধাররূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত, তাহাও নিরস্ত হইল। তিনি

"শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা॥" ইতি।

অস্যার্থঃ শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূঃ—তৎসৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা—তৎপ্রলয়শক্তিঃ; তত্তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা, সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যুচ্যতে। পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে "অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ।" ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরম্—

"ততঃ সর্বেঽপি তে দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্যচোদিতাঃ। গৌরীঃ লক্ষ্মীংধরাং চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ॥"

একাদশে চ (ভাঃ ১১।২।১৬) ইতি—

"এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥" ইতি।

অনুবাদ

বাক্যদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভক্তিতৎপরতার সহিত গৌরী, লক্ষ্মী ও পৃথিবীকে প্রণাম করিলেন।" একাদশ স্কন্ধেও নবযোগীন্দ্রের অন্যতম অন্তরিক্ষ ঋষির উক্তি (ভাঃ ১১।৩।১৬): "হে বিদেহরাজ নিমে, ত্রিবর্ণা অর্থাৎ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণযুক্তা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী ভগবানের শক্তিরূপা মায়ার কথা আমরা বর্ণন করিলাম। আপনি পুনরায় আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? মায়া—আত্মমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তি। 'ইহাদ্বারা পরিমাণ নির্ণীত হয়' বা 'জানিতে পারা যায়'—এই ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে 'মায়া'-শব্দদ্বারা শক্তিমাত্রই কথিত। ইহার সহিত শ্রীব্রহ্মার বাক্যেরও সঙ্গতি (মিল) আছে,

টিপ্পনী

যে 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', তাহার হেতু কি? বিশ্ব তাঁহাদ্বারা সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল কারণে পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে পর—তাহাও সিদ্ধ হইল।" 'প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ' প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার স্বরূপশক্তির কথাই সূচিত করিতেছে।

'ব্রহ্ম-বিমোহন' প্রকরণের শ্লোকটীর (ভাঃ ১০।১৩।৪৫) পূর্ববর্তী (৪৪) শ্লোকটী উদ্ধার করিলে উহার অর্থ স্পষ্টীকৃত হইবে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—"এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্। স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥"—অর্থাৎ 'স্বয়ং বিমোহ বা মোহহীন, অথচ বিশ্বের মোহকারক বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে গিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুতে প্রযুক্তা নিজমায়া প্রকাশ করিয়া নিজে ভগবন্মায়াকর্তৃক বিশেষভাবে মোহিত হইয়াছিলেন।" এখানে আলোচ্য (৪৫) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"মহামায়াবী ভগবানে অন্য মায়া আবরণ ও বিক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের আশ্রয়কেই (এখানে ব্রহ্মাকে) তিরস্কার করে। তমী বা তমোময়ী রাত্রিতে নীহারজনিত অন্ধকার যেমন রাত্রির অন্ধকারকে আবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রাত্রির অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়া নিজেকেই আবৃত করে, আর (স্বাশ্রয়) নীহারকে তিরস্কৃত করে, সেইরূপই ব্রহ্মার মায়া ভগবান্‌কে মোহিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্যকেই বিপুলভাবে দেখাইয়া আপনাকে আবৃত করে ও ব্রহ্মাকে (স্বাশ্রয়কে) তিরস্কার করে। অন্য দৃষ্টান্তটীতে—আমি রাত্রিতে যেমন দীপ্তি প্রকাশ করি, দিবসেও সেইরূপ আমার প্রভা দীপ্তিপ্রকাশ করিবে, ইহা মনে করিয়া খদ্যোৎকর্তৃক প্রযুক্ত প্রভা দিবসে প্রকাশ পাইতে পারে না, বরং সকলকে জানাইয়া দেয় যে সে ভ্রষ্টতেজ; সেইরূপ অন্যক্ষেত্রে ঐশ্বর্যবান্ হইলেও ভগবানের উপর নিজের মায়ারূপ ঐশ্বর্য দেখাইতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি ভ্রষ্টতেজ হইলেন।" প্রকরণটী প্রায় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত; তথাপি উহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের

আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ। মীয়তেঽনয়েতি মায়াশব্দেন শক্তিমাত্রমপি ভণ্যতে।

"তম্যাং তমোবন্নৈহারং খাদ্যোতার্চিরিবাহনি। মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥"

ইতি ব্রহ্মবাক্যং (ভাঃ ১০।১৩।৪৫) তথৈব সঙ্গচ্ছতে। শক্তিমাত্রস্য তারতম্যং হি তত্র বিবক্ষিতম্। স্বল্পা শক্তিঃ খল্বনৃতস্য সত্যস্য বা ব্যঞ্জিকা ভবতু নাম, পরাভবায় কল্পত এবেতি হি তত্র গম্যতে দৃষ্টান্তাভ্যাঞ্চ তথৈব প্রকটিতং তম্যাং তমোবদিত্যাদিভ্যাম্। তথা যুদ্ধেষু মায়াময়-শস্ত্রাদিনা বহবশ্ছিন্নভিন্না জাতা ইতি পুরাণাদিষু শ্রূয়তে। ততঃ সা চ মায়া মিথ্যাকল্পিকা ন ভবতীতি গম্যতে। ন হি মরুমরীচিকাজলেন কেচিদার্দ্রা ভবন্তীতি। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। "অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি। চতুর্বেদশিখাখ্যা শ্রুতিশ্চ তথৈব প্রবর্ততে। ততশ্চ "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইত্যত্র জ্ঞান-ক্রিয়ে অপি লক্ষ্যেতে "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি নিঘণ্টৌ চ পর্যায়শব্দাঃ।

অনুবাদ

যথা (ভাঃ ১০।১৩।৪৪)—"তমোময়ী রাত্রিতে হিমকণপ্রভব অন্ধকার যেমন পৃথক্ আবরণ সৃষ্টি করে না, বরং তাহাতেই লীন হইয়া যায়, আর যেমন খদ্যোতের দীপ্তি দিবসে পৃথক্ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ মহাপুরুষে প্রযুজ্যমান অন্যপুরুষের নিকৃষ্টা মায়া কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু আপনাতেই সামর্থ্য নাশ করে মাত্র।" শক্তিমাত্রের মধ্যে তারতম্য আছে, ইহাই শ্রীব্রহ্মার উদ্ধৃত বাক্যে বলিবার উদ্দেশ্য। স্বল্পশক্তি হয় মিথ্যা বা সত্যের প্রকাশিকা হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে উহা পরাভূত হইবেই। 'তম্যাং তমোবৎ' ইত্যাদি দুইটী দৃষ্টান্তেও তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। আর পুরাণাদিতেও শোনা যায় যে, ঐ ভাবে যুদ্ধে মায়াময় শস্ত্রের বলে অনেকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ঐ মায়া মিথ্যা আরোপমাত্র নয়॥ (কল্পিত ব্যাপার) মরীচিকার জলে কেহ কখনও আর্দ্র বা জলসিক্ত হয় না। ভগবান্ মায়া-নাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিসমন্বিত। চতুর্বেদশিখাদি শ্রুতিতেও

টিপ্পনী

বাল্যলীলাকালে একদা তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীব্রহ্মা কৃষ্ণসহচরগণকে ও বৎসগণকে হরণপূর্বক গুপ্ত রাখিয়া অন্তর্হিত হ'ন। সর্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়া স্বয়ং বৎস ও বালকরূপে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেরই ন্যায় নিজের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া গোষ্ঠে গমন ও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে অপহৃত বৎস ও বালকগণকে তাঁহারই মায়ায় নিদ্রাভিভূত এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ববৎ বৎস ও বালকসহ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ পীতবাস বিষ্ণুরূপে দর্শনপূর্বক বিমোহিত হ'ন। ইহাকেই 'ব্রহ্মবিমোহন' বলে। ভাগবতোদ্ধৃত (১১।২৪।২৬) ভগবদুক্তিমধ্যে অংশটীর পূর্বশ্লোকটী এই—"(লীয়তে) কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে। আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায় লক্ষণঃ॥"—অর্থাৎ 'কাল মায়াময় জীবে ও জীব পরমাত্মতত্ত্ব আমাতে লীন হয়। বিকল্প বা বিশ্বোৎ-পত্তি ও অপায় বা প্রলয়-হেতুভূত কেবল নিরুপাধি আত্মা (আমি) আত্মস্থ থাকি অর্থাৎ আমার লয় হয় না।' 'জীবে'-অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জীবয়তীতি জীবস্তস্মিন্ মহাপুরুষে"—অর্থাৎ যিনি জীবিত রাখেন, সেই জীব অর্থাৎ

"ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ।
মায়া-শব্দেন ভণ্যন্তে শব্দ-তত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥"

ইতি শব্দমহোদধৌ। ত্রিগুণাত্মিকাত্র জগৎস্থষ্ট্যাদিশক্তিঃ। সা চ দ্বিধেত্যুক্তমেব। "মায়া স্যাচ্ছাম্বরী-বুদ্ধ্যোঃ।" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশে। ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদ্ভিরেকাদশে —"কালো মায়াময়ে জীবে" (ভাঃ ১১।২৪।২৭) ইত্যত্র টীকা—"মায়াপ্রবর্তকে জ্ঞানময়ে বা" ইতি। নবমে—"দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ" (ভাঃ ৯।২০।২৭) ইত্যত্র টীকা— "দেবানামপি মায়াং বৈভবম্" ইতি। তৃতীয়েঽপি "আপুঃ পরাং মুদম্" (ভাঃ ৩।১৫।২৬) ইত্যাদৌ

অনুবাদ

ঐরূপই বার্তা, যেমন "অতএব বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সনাতন বিষ্ণু মায়াময়"। ঐ কারণেই মহা-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটীর "তাঁহার আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা"—এই কথায় জ্ঞান ও ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। নিঘণ্টু বা কোষগ্রন্থে 'মায়া বয়ুন জ্ঞান' এই একই পর্যায়ের শব্দ আছে। শব্দমহোদধি-গ্রন্থে দেখা যায়—"শব্দতত্ত্ব-জ্ঞানিগণ মায়া-শব্দের সত্ত্ব-রজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী শক্তি, জ্ঞান ও বিষ্ণুশক্তি—এই অর্থসমূহ বলিয়া থাকেন।" এখানে ত্রিগুণময়ী বলিতে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির শক্তিকে বুঝাইতেছে। সে শক্তিও দুইপ্রকার বলা হয়। ত্রিকাণ্ডশেষে (তন্নামক কোষ গ্রন্থে) আছে—"মায়া বলিতে দুই প্রকার বুদ্ধি, শম্বরাসুরের আসুরিকী মায়াবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল-বিদ্যাকে বুঝায়।" 'বিশ্বপ্রকাশ'-নামক কোষগ্রন্থে আছে—"মায়াশব্দে দম্ভ ও কৃপাকে বুঝায়।" একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।২৪।২৭): "কালো মায়াময়ে জীবে"—ইত্যাদি শ্লোকে 'মায়াময়'-শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"মায়াপ্রবর্তক বা জ্ঞানময়"। নবমস্কন্ধে (ভাঃ ৯।২০।২৭) "দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ"—ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় "দেবগণেরও মায়া অর্থাৎ বৈভব" বলিয়াছেন। তৃতীয় স্কন্ধেও (৩।১৫।২৬): "আপুঃ

টিপ্পনী

মহাপুরুষ।' "জীব আত্মনি" অর্থে তিনি বলিয়াছেন "প্রকৃতে র্লীনত্বেন প্রতিযোগ্যভাবাৎ পরিপূর্ণত্বেন সদ্রূপেন অব-তিষ্ঠতে" —অর্থাৎ 'প্রকৃতি লীন হওয়ায় প্রতিযোগীর অভাবহেতু পরিপূর্ণভাবে সদ্রূপে অবস্থান করেন।' "জীবে"-অর্থে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"জীব অব্যয়, তাহাতে"; আর "জীব আত্মনি" অর্থে বলিয়াছেন—"জীব তটস্থ শক্তি বলিয়া নিত্য; অন্য তত্ত্বের ন্যায় স্বরূপ লয়ের অযোগ্য; অতএব সেই জীব আত্মা বা পরমাত্মা অর্থাৎ আমাতে লীন হয়; অব্যয় বলিয়া অপ্রচ্যুত স্বরূপেই সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।"

নবমস্কন্ধোদ্ধৃত (ভাঃ ৯।২০।২৭) শ্লোকাংশ, যাহার অনুবাদ "দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরত দেবগণেরও মায়া অর্থাৎ বৈভব অতিক্রম করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" এই অনুবাদ শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার অনুগমনে কৃত। মাতা শকুন্তলার চরিত্রের সহিত এই ভরতের শৈশবকালীন কথার সহিত সকলেই পরিচিত। ইনি পরে মহাদিগ্বিজয়ী হইয়া, অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং নানা ভাবে দেবগণের সহায় হইয়া মহাযশস্বী চক্রবর্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ের ঊনবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে তাঁহাকে 'হরির অংশসম্ভূত বলা হইয়াছে।

যোগমায়াশব্দেন সনকাদাবষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবং বাখ্যায়, পরমেশ্বরে তু চিচ্ছক্তিবিলাসো ব্যাখ্যাতঃ। ততস্ত্রিভেদৈবাত্মমায়েতি সিদ্ধম্। যথা বা "তমাদ্যঃ পুরুষঃ" (ভাঃ ১।৭।২৩) ইত্যাদিমূলপদ্যমেব-মবতার্যম্; শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াং নিষেধন্নপি সাক্ষাত্তামেবাহ, "ত্বমাদ্য" ইতি। কৈবল্যে মোক্ষাখ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠলক্ষণে আত্মনি স্বাংশ এব স্থিতঃ, কিং কৃত্বা? তত্রাতিবিরাজমানয়া চিচ্ছক্ত্যা মায়াং দূরে স্থিতামপি তিরস্কৃত্যৈব। মতঞ্চৈতন্মায়াদিকং নিষেধতা শ্রীশুকদেবেন (ভাঃ ২।৯।১০)—

"প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥" ইতি—

"মোক্ষং পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্।" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠপর্যায়শব্দাঃ। অর্জুনঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ২৩॥

অনুবাদ

পরাং মুদম্"—ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখায় " 'যোগমায়া'-শব্দে সনকাদি মুনিগণে অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাব" ব্যাখ্যা করিয়া কিন্তু "পরমেশ্বরে চিচ্ছক্তিবিলাস" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব প্রমাণীকৃত হইল যে 'আত্মমায়া' তিনপ্রকারে ভিন্না। অথবা এই অনুচ্ছেদের মূল শ্লোকটীর (ভাঃ ১।৭।২৩, শ্রীঅর্জুনস্তোত্র) অবতারণা এইভাবে করিতে হইবে যে, শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াকে নিষেধ করিয়াও সাক্ষাৎ তাঁহার কথাই বলা হইয়াছে। কৈবল্যে অর্থাৎ মোক্ষনামক বৈকুণ্ঠলক্ষণ আত্মাতে অর্থাৎ স্বাংশে স্থিত; কি করিয়া তাহা হইল? সেখানে অত্যন্ত বিপুলভাবে বিরাজমানা চিচ্ছক্তির বলে দূরে স্থিতা মায়াকেও তিরস্কার বা পরা-ভূত করিয়াই। (ভাঃ ২।৯।১০, "প্রবর্ততে" ইত্যাদি শ্লোকে) মায়াদির নিষেধকারী শ্রীশুকদেবেরও এই মত। ভাঃ ২।৯।১০ (ইহার অনুবাদ ইতঃপূর্বে ১০ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে)। শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠ-পর্যায় শব্দসমূহ, যথা—"মোক্ষ, পরম পদ, লিঙ্গ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির।" মূল শ্লোকটী শ্রীঅর্জুন শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন। ২৩।

টিপ্পনী

"আপুঃ পরাং মুদমপূর্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্" (ভাঃ ৩।১৫।২৬)—অর্থাৎ 'সনকাদি মুনিগণ সেই বৈকুণ্ঠধাম যোগবলে প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।' 'যোগমায়া'-অর্থে স্বামিপাদ "অষ্টাঙ্গযোগ প্রভাবে" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—"কিন্তু পরমেশ্বরসম্বন্ধে 'যোগমায়া' বলিতে চিচ্ছক্তিবিলাসই—ইহা দ্রষ্টব্য।" শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"যোগমায়া অর্থাৎ ভগবদিচ্ছানুবর্তিনী ভগবৎ-শক্তিবলে, স্বীয় বলে নহে। ...আর 'পরম' ও 'অপূর্ব' এই পদদ্বয়দ্বারা তাঁহাদের ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ হইতে বৈকুণ্ঠীয় আনন্দের আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।..... ...কৃপাপূর্বক স্বীয় ভক্তি উপদেশ দান করিবার জন্য ভগবান্ এই মুনিদিগকে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিয়াছিলেন।"

"প্রবর্ততে যত্র" ইত্যাদি (ভাঃ ২।৯।১০) শ্লোকটীর ব্যাখ্যাও ১০ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ২৩।

অত ঊর্দ্ধং গুণাদীনাং স্বরূপাত্মতানির্গমনাৎ স্বরূপশক্তিরেব পুনরপি বিব্রিয়তে, যাবৎ-সন্দর্ভসমাপ্তি ॥ ২৪ ॥

তত্র গুণানাং স্বরূপাত্মতামাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)—

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্, ভজতি স্বরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ ॥
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো, মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥"

টীকা চ—"স তু জীবো যদ্ যস্মাৎ অজয়া মায়য়া অজামবিদ্যামনুশয়ীত আলিঙ্গেৎ, ততশ্চ গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্ সেবমানঃ আত্মতয়া অধ্যস্যন্, তদনু তদনন্তরং স্বরূপতাং তদ্ধর্মযোগঞ্চ জুষন্, অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্, মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। ত্বমুত ত্বন্তু জহাসি

অনুবাদ

গুণাদি স্বরূপাত্মতায় সম্মিলিত হওয়ার কারণ ইহার পর পুনরায় স্বরূপশক্তিই সন্দর্ভগ্রন্থের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ২৪।

তন্মধ্যে এখানে গুণসমূহের স্বরূপাত্মতা শ্রুতিসমূহ স্তোত্রমধ্যে শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮): "সেই জীব মায়াবশতঃ অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করায় দেহেন্দ্রিয়াদিগুণজাত পদার্থে আত্মাভিমানগ্রস্ত থাকে এবং তাহার আনন্দাদিগুণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া সংসারদশা ঘটিয়া থাকে; পরন্তু নিত্যৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনি সর্পের কঞ্চুক (খোলস) ত্যাগের ন্যায় অবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারিরূপে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্যপদে বিরাজমান রহিয়াছেন।"

টিপ্পনী

সকল গুণেরই সম্মিলন বা উপসংহারক্ষেত্র স্বরূপাত্মা শ্রীভগবান্। পরবর্তী ২৬ অনুচ্ছেদেই ইহা উক্ত হইবে। ভগবানের স্বরূপশক্তিপ্রভাবে পরস্পরবিরোধী গুণসমূহ তাঁহাতে সমঞ্জসভাবে বিদ্যমান। সুতরাং স্বরূপশক্তির বিস্তৃত আলোচনা হইলে সমস্তই সুপরিজ্ঞাত হইবে। সেই নিমিত্তই শ্রীল গ্রন্থকার বর্তমান প্রস্তাব করিতেছেন। ২৪।

শ্রুতি-স্তোত্র শ্লোকটীর অর্থ শ্রীল চক্রবর্তীপাদ এইরূপ দিয়াছেন (অনুবাদ)—"মায়াশক্তি আপনার স্বরূপভূতা শক্তি যোগমায়া হইতেই উৎপন্ন, তাঁহারই বিভূতি, নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসম্বাদে যেমন বলিয়াছেন— 'অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ।'—অর্থাৎ 'ই'হার (স্বরূপশক্তি যোগমায়ার) আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিলব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী; তাঁহাদ্বারা সমস্ত জগৎ, দেহে আত্মাভিমানী জীবসমূহ, মুগ্ধ হইয়া আছে।' সেই মহামায়া যোগমায়ার অংশভূতা; যোগমায়া তাঁহাকে নিজ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করায় ও নিজেই পৃথক্ করিয়া দেওয়ায়, তিনি পরিত্যক্তা হইয়া থাকেন; তাঁহাকেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলা হয়। এ স্থলে দৃষ্টান্ত—সর্প যেমন নিজের ত্বক্‌কে পৃথক্ করিয়া দিয়া ত্যাগ করিয়া আর সেই কঞ্চুকাখ্য (খোলস নামে খ্যাত) ত্বক্‌কে নিজ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে না, সেই রূপই আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ইহার কারণ, আপনি 'আত্তভোগ' অর্থাৎ নিত্য ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত। আর অন্য সকলের ঐশ্বর্য যেমন দেশকালপাত্রাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আপনার ঐশ্বর্য সেরূপ নয়; তাহা স্বরূপ হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া অপরিমিত, তাই আপনি 'অপরিমেয়ভোগ'। আপনি 'অষ্টগুণিত' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্ত পরমৈশ্বর্যে পুজিত হ'ন।… …"

তাং মায়াম্। ননু সা মষ্যেবাস্তি কথং ত্যাগস্তত্রাহ, অহিরিব ত্বচমিতি। অয়ং ভাবঃ—যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে, তথা ত্বমজাং মায়াং ; ন হি নিরন্তরাহ্লাদিসম্বিৎকামধেনুবৃন্দপতেরজয়াকৃত্যমিতি তামুপেক্ষসে। কুত এতত্তদাহ—আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্যঃ, মহসি পরমৈশ্বর্য অষ্টগুণিতে অণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতি মহীয়সে পূজ্যসে বিরাজসে। কথম্ভূতঃ? অপরিমেয়ৈশ্বর্যঃ, ন ত্বন্যেষামিব দেশকালপরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণিতমৈশ্বর্যম্, অপি তু পরিপূর্ণস্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা।

"ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) ইতি।

অনুবাদ

স্বামিপাদের টীকা—"কিন্তু সেই জীব যৎ অর্থাৎ যেহেতু অজা বা মায়ার সহিত অজা অর্থাৎ অবিদ্যাকে অনুশয়ন বা আলিঙ্গন করে, সেই হেতু গুণসমূহ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে জুষা বা সেবা করে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বরূপে অধ্যাস করে। তাহার পর স্বরূপতা বা তদ্ধর্মযোগে অর্থাৎ ঐ দেহেন্দ্রিয়াদির বৃত্তিসমূহকে সেবা করিতে করিতে তাহার ঐশ্বর্য বা আনন্দাদিগুণ দূরীভূত বা আচ্ছাদিত হয়। তখন সে মৃত্যু বা সংসার ভজন করে বা প্রাপ্ত হয়। আপনি কিন্তু সেই মায়াকে ত্যাগ করেন। যদি বলেন—সে মায়া ত' আমাতেই আছে, ত্যাগ কিরূপে হইল? তদুত্তর—সর্পের ত্বক্ বা খোলস যেমন ত্যাগের বস্তু। ভাবার্থ এই—যেমন সর্প স্বশরীরস্থ কঞ্চুক বা খোলসকে গুণবুদ্ধিরূপে (নিজগুণ বলিয়া) অভিমান করে না, সেইরূপ আপনিও অজা মায়াকে স্বগুণরূপে অভিমান করেন না ; আর নিরন্তর হ্লাদিনীসম্বিৎ-শক্তি, যাঁহারা কামধেনুর ন্যায় সমস্ত আনন্দাদি দান করেন, তাঁহাদের পতি আপনার সেই অজা বা মায়া লইয়াই বা কি কার্য, এই বিচারে তাহাকে আপনি উপেক্ষা করেন। ইহার কারণ দেখাইতেছেন—আপনি আত্ত (গৃহীত) ভগ অর্থাৎ নিত্য-ঐশ্বর্য-প্রাপ্ত ; মহঃ অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্য, যাহা অষ্টগুণযুক্ত অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্ত, তাহাতে মহিত বা পূজিত হইয়া বিরাজ করেন। সে কি প্রকার?—আপনি অপরিমেয় ভগ অর্থাৎ অপরিমেয় ঐশ্বর্যশালী, আপনার অষ্টগুণিত ঐশ্বর্য অন্য সকলের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ

টিপ্পনী

শ্রুতি-স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটী (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) যাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে: "জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং, ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ। অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে, ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥"—অর্থাৎ 'হে অজিত, আপনি জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ স্বীয় সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন। স্থাবর জঙ্গম দেহধারিজীবগণের জ্ঞান ও আনন্দ আচ্ছাদনের নিমিত্ত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ গ্রহণকারিণী অজা বা অবিদ্যাকে বিনাশ করুন ; যেহেতু আপনি স্বরূপেই সর্বৈশ্বর্যপ্রাপ্ত। হে সমস্ত শক্তির উদ্বোধক ভগবন্, শ্রুতিসমূহ সৃষ্টি প্রভৃতি সময়ে বহিরঙ্গা শক্তির সহিত সর্বদা স্বরূপশক্তির সহিত ক্রীড়াশীল আপনার প্রতিপাদনরূপ সেবা করেন।' এখানে শ্রীস্বামিপাদের টীকার সংক্ষিপ্ত মর্ম—"হে ভগবন্, আপনি জীবগণের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন, যেহেতু সে তাহাদের আনন্দাদির আবরণরূপ দোষের নিমিত্তই গুণসমূহ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বিনাশ করিব কিসের বলে? যেহেতু আপনি স্বস্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত, তাহার বলেই আপনি মায়াকে

যদ্বা—অহিরিব ত্বচমিত্যত্র—ত্বক্ শব্দেন পরিত্যক্তা জীর্ণত্বগেবোচ্যতে। স যথা তাং জহাতীতি তৎসমীপমপি ন ব্রজতি, তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন যাসীত্যর্থঃ।

অন্যত্র চ—(ভাঃ ১০।৩৭।২২) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।" ইতি। তথোদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং (ভাঃ ১১।১৫।৩)—

"সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ। তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥"

অগ্রে চ—"এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ।" (ভাঃ ১১।১৫।৫)

অতএব দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।৬।২৩)—

"কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥"

অনুবাদ

এই পর্যন্তমাত্ররূপে পরিমিত নহে, পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতে অবিচ্ছিন্ন থাকার জন্য অপরিমিত—এই অর্থ॥" এই টীকা। আরও ঐ স্থলেই শ্রুতিস্তোত্রে পূর্বে (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) বলা হইয়াছে—"যেহেতু আত্মশক্তি-ক্রমে আপনাতে সমস্ত ঐশ্বর্য অবরুদ্ধ আছে।" অথবা "সর্প যেমন ত্বক্‌কে"—এখানে ত্বক্-শব্দে পরিত্যক্তা জীর্ণত্বক্ বলা যাইতে পারে। সে যেমন সেই ত্বক্‌কে ত্যাগ করিয়া তাহার নিকটেও যায় না, সেইরূপ আপনিও মায়ার নিকট যান না —এই অর্থ।

অন্য স্থলেও (ভাঃ ১০।৩৭।২২ শ্লোকের পূর্বার্ধ): "হে ভগবন্, আপনি কেবলজ্ঞানৈকমূর্তি, স্বরূপে সম্যক্ স্থিতি দ্বারা অর্থাৎ পরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ।" ঐ প্রকার শ্রীউদ্ধবকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৫।৩): "যোগপারদর্শী ঋষিগণ অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ধারণার বিষয় বলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অষ্টপ্রকার প্রধানভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। অপর দশপ্রকার সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ-নিবন্ধন আবির্ভূত হইয়া থাকে।" ইহার কিছু পরেই বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৫।৫ শ্লোকের শেষার্ধ): "হে শান্তি মূর্তে

টিপ্পনী

বশীভূত করিতে সমর্থ। কেন, জীবগণ নিজেদের জ্ঞানবৈরাগ্যাদির দ্বারা অবিদ্যার নাশ করুক। তাহা হয় না, আপনি তাহাদের অন্তর্যামিরূপের জ্ঞান প্রভৃতি শক্তির উদ্বোধন করিয়া তাহাদের অবিদ্যা নাশ করুন। এ বিষয়ে প্রমাণ কি? বেদই তাহার প্রমাণ, কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে আপনি মায়ার সহিত ক্রীড়া করিলেও আপনার ঐশ্বর্য কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; এই জন্য সত্য-জ্ঞান-আনন্দমাত্র রসস্বরূপে নিত্য ক্রীড়াশীল আপনাকে বেদ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন; যথা—'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা……সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেঃ ৬।১১) ইত্যাদি।"

ভাঃ ১০।৩৭।২২ শ্লোকের প্রথমার্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, শেষার্ধটী এই—"স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥"—অর্থাৎ আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক গুণপ্রবাহ সর্বদা প্রতিহত রহিয়াছে; নিরতিশয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন

টীকা চ—"ননু স এব চেৎ সর্বত্র, তর্হি সর্বত্র সর্বজ্ঞতাদ্যুপলভ্যেত ? তত্রাহ—গুণাত্মকঃ সর্গো যস্যাস্তয়া মায়য়া অন্তর্হিতম্ ঐশ্বর্যং যেন" ইত্যেষা। অত্র ভগবদৈশ্বর্যস্য মায়য়ান্তর্হিতত্বেন গুণসর্গয়েতি মায়য়া বিশেষণবিন্যাসেন চ তদতীতত্বং বোধয়তি স্বরূপবৎ। অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহযোগেন পূর্বমেব দত্তমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুতয়শ্চ—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" (শ্বেঃ ৪।৫)

অনুবাদ

উদ্ধব, আমার এই (৪-৫ শ্লোকে উল্লিখিত) অষ্টসিদ্ধি ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও নিরতিশয় বলিয়া স্বীকৃত।"

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৭।৬।২৩) — "অনুভবাত্মক জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরস্বরূপ আচ্ছাদনপূর্বক গুণসৃষ্টির কারণীভূতা মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ন্যায় কল্পিত হ'ন।" শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"আচ্ছা, তিনি যদি সর্বত্রই আছেন, তবে সর্বস্থলেই ত' সর্বজ্ঞতার উপলব্ধি পাওয়া যাইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার ঐশ্বর্য মায়া কর্তৃক অন্তর্হিত (গুপ্ত), যে মায়ার এই গুণাত্মিকা সৃষ্টি।"—এই পর্যন্ত। এখানে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য মায়াকর্তৃক অন্তর্হিত বলায়, আর মায়ার 'গুণসর্গ'—এই বিশেষণ প্রয়োগ করায় সেই ঐশ্বর্য মায়ার অতীত, এইরূপ বুঝাইতেছে ; উহা তাঁহার স্বরূপের ন্যায়। অতএব 'পরমেশ্বর'—এই বিশেষণটীও তাহার সহিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে জানিতে হইবে।

টিপ্পনী

হে ভগবন্, আমি (নারদ) আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ কংসপ্রেরিত অশ্বরূপী কেশীদৈত্য নিহত করিলে শ্রীনারদ নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি ভবিষ্যৎ লীলার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাঁহাকে এই শ্লোকটী ও পরবর্তী শ্লোকদ্বারা প্রণাম করিতেছেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্লোকটীর টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ) —"বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবস্বরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ঘন বা গাঢ়তা প্রাপ্ত ঈশ্বর আপনাকে 'ঈমহি' প্রণাম করিতেছি বা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। স্বীয় সংস্থা অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে লীলাপরিকরাদি বিশিষ্ট হইয়া সর্বকাল ব্যাপিয়া যে স্থিতি, তদ্দ্বারা সকলের প্রয়োজন অর্থাৎ সর্ববিধ ভক্তমনোরথ আপনা হইতে সম্যক্ প্রাপ্ত হয় ; অতএব আপনি অব্যর্থ-বাঞ্ছিত অর্থাৎ স্বভক্তমনোরথ-নিষ্পাদন-লক্ষণ। নিজ বা স্বীয় ভক্তগণের তেজঃপ্রভাবে প্রতিদিন আপনা হইতে গুণপ্রবাহনিবৃত্তি।'

সিদ্ধিসম্বন্ধীয় শ্লোকটীর (ভাঃ ১১।১৫।৩) টীকায় চক্রবর্তিপাদ 'মৎপ্রধান' পদের অর্থ করিয়া আরও বলিয়াছেন—(অনুবাদ) :—"সেই সিদ্ধিগুলি পূর্ণ ও আমার স্বরূপশক্তি হইতে উত্থিত বলিয়া তাহারা অমায়িক। অন্যস্থলে সাধন-বশে হইলে কিছু কম, অর্থাৎ প্রায়ই মায়িক হইয়া থাকে। ঊর্মিরাহিত্য প্রভৃতি (যাহা নিম্নে দেওয়া হইতেছে) দশটী সত্ত্বাদিগুণহেতুক।" স্বামিপাদ 'যোগপারদর্শী ঋষিগণ' সম্পর্কে বলিয়াছেন—"ত্রিকালজ্ঞত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র সিদ্ধিগুলি অন্যেও জানেন।" পরবর্তী দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ১১।১৫।৪-৫) প্রধান আটটী সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন—

"অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎ কামস্তদবস্যতি। এতা মে সৌম্য সিদ্ধয়ঃ অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥ ৪ ॥"

যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ ; কিমাত্মকো ভগবান্ ? জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ ; "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।" (শ্বেঃ ১।৩) ইত্যাদ্যাঃ। অত্র স্বগুণৈরিতি— "যাতীতগোচরা বাচাম্" (বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৭) ইত্যুক্তেঃ স্বীয়স্বভাবৈরিত্যর্থঃ। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ

শ্রুতিতেও (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫) বলিয়াছেন—"আপনার অনুরূপ বহু সন্তানজনয়িত্রী লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা (রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ এই ত্রিগুণময়ী, তথা ছাঃ ৬।৪।১ বর্ণিত লোহিত তেজ, শুক্ল জল ও কৃষ্ণ অন্ন স্বরূপা) অজাকে (প্রকৃতিকে) এক অজ (বদ্ধজীব) উপভোগসহ অনুরক্ত হয়, আর অন্য এক অজ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বা পরমাত্মা তাহাকে ভুক্তভোগা জানিয়া তাহাকে ত্যাগ করেন।"

তবেই কথা হইল যে, ভগবান্ যদ্রূপ, তাঁহার প্রকাশও তদ্রূপ। ভগবান্ কিরূপ ? তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক। শ্রুতি (শ্বেঃ ১।৩) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবাদিগণ সমাধির সাহায্যে ব্রহ্মের জগৎকারণত্বের সহায়রূপে তাঁহার স্বীয়গুণে আলিঙ্গিত শক্তিকে দেখিয়াছিলেন।" এখানে স্বীয় গুণ অর্থে স্বীয় স্বভাবকে উদ্দেশ করা হইয়াছে, যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (১।১৯।৭৬) বলিয়াছেন—"যে শক্তি বাক্যের অগোচর"। ২৫।

টিপ্পনী

অর্থাৎ (১-৩) দেহসম্বন্ধে 'অণিমা' (অতিক্ষুদ্রত্ব), 'মহিমা' (অতিগুরুত্ব) ও লঘিমা (অতিলঘুত্ব) এই তিনটী। (৪) ইন্দ্রিয়গণ ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের সম্বন্ধে—ইহার নাম 'প্রাপ্তি'। (৫) শ্রুত বা দর্শনাযোগ্য পারলৌকিক ও দৃষ্ট বা ঐহিক সর্বত্র ভোগদর্শনসামর্থ্য—ইহার নাম 'প্রাকাম্য'। (৬) 'ঈশিতা'-নাম্নী শক্তিসমূহের প্রেরণা। (৭) গুণসমূহে অর্থাৎ বিষয়ভোগে অনাসক্তি—ইহার নাম 'বশিতা'। (৮) 'কামাবসয়িতা'-নাম্নী, ইহাতে যে যে সুখ কামনা করা হয়, তাহার অবসান বা সীমাপ্রাপ্তি হয়।" ইত্যাদি। ভগবানের এই সিদ্ধিগুলি স্বাভাবিক স্বরূপশক্তিগত। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন (ভাঃ ৭।৭।২৩) "নির্মল বিশুদ্ধ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ ; গুণময়ী মায়া জীবের নিকট হইতে তাঁহার মহিমা আবৃত রাখিয়াছেন।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"কেবল বা একমাত্র অনুভবাত্মক আনন্দই তাঁহার স্বরূপভূত ঐশ্বর্যসহিত স্পষ্টভাবে বিরাজমান হইয়াও স্বীয় অবিদ্যা-শক্তি মায়াহেতু তিনি জীবগণের দর্শনের অগোচর। সেই জন্য তিনি অন্তর্হিত-ঐশ্বর্য বলিয়া কল্পিত হ'ন। সেই মায়া হইতেই গুণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা অনুভবযোগ্য শব্দাদির সৃষ্টি। শব্দাদিই জীবগণের অনুভূয়মান ; কিন্তু ভগবান্ তাহাতে থাকিয়াও অনুভূত ন'ন। তাঁহার প্রতি স্ববৃত্তি সেই অবিদ্যাকর্তৃক জীবের দৃষ্টি আবৃত। তবে ভগবদুক্তি (গীতা ৭।১৪): "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"—অর্থাৎ 'গুণময়ী আমারই এই মায়া দুষ্পারা ; তবে যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয়রূপে বরণ করেন, কেবল তাঁহারাই মায়া পার হন',—এতদনুসারে শ্রীভগবানের ভক্তিদ্বারাই মায়া হইতে জীব উদ্ধার পাইলে যথাযোগ্য ভক্তিতারতম্যানুসারে তিনি নির্দেশ্যও হইয়া থাকেন।" এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল মধ্বপাদ একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ব্যাপ্তঃ কালো হরিস্মৃতঃ। প্রকৃত্যা তমসাবৃতত্বাৎ হরেরৈশ্বর্যং ন জ্ঞায়তে ॥"—অর্থাৎ 'হরি অন্তর্যামী, পশ্চাদ্বর্তিস্বরূপ, সর্বব্যাপী কালরূপে শাস্ত্রে কথিত হ'ন। তবে তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকৃতির অন্ধকারে আবৃত রাখায় তাহা জ্ঞাত হয় না।'

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্। সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৪০)। টীকা চ "কথম্ভূতাঃ? অগুণাঃ, গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি, কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। তথা চ—নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—"নমঃ সর্বগুণাতীতষড়্‌গুণায়াদিবেধসে" ইতি। তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে—

অনুবাদ

ভগবান্ হংসদেব সনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—(ভাঃ ১১।১৩।৪০): "সাম্য-অসঙ্গ প্রভৃতি নিত্য (অগুণ) অপ্রাকৃত গুণসকল অনিত্য-প্রাকৃত-গুণসম্পর্কশূন্য (নির্গুণ), নিরপেক্ষ, সর্বহিতকারী (সুহৃৎ), সর্ব প্রেমাস্পদ, সর্বান্তর্যামিপরমাত্মা আমায় সেবা করিয়া থাকে।" স্বামিপাদের টীকাও বলিতেছেন—"কি প্রকার? অগুণ অর্থাৎ গুণসমূহযোগে যাহার রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এমন নহে, কিন্তু নিত্য—এই অর্থ" এই টীকা। এই রূপই নারদপঞ্চরাত্রে 'জিতন্তে স্তোত্রে', যেমন—"যিনি সকল

টিপ্পনী

শ্বেতাশ্বতর (৪।৫) শ্রুতিমন্ত্রটীতে 'অজা' ও 'অজ' শব্দদ্বয় ছাগার্থবাচক নহে। 'অজ' অর্থে জন্মরহিত অর্থাৎ কালবিচারের পূর্ব হইতে বর্তমান। 'প্রকৃতি' অনাদিকাল হইতে বর্তমানা বলিয়া তাহাকে 'অজা' বলা হইয়াছে, 'জীবও' অনাদিকাল হইতে স্থিত; আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ত' বটেই। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার গীতোপদেশের প্রথমেই (গীতা ২।১২) এ কথা বলিয়াছেন, যথা—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥"—অর্থাৎ জীব ও ভগবান্ নিত্য তত্ত্ব। প্রকৃতিও নিত্যা, শ্রুতি (শ্বেঃ ৪।১০) "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।'—বলিয়া নিত্যতত্ত্ব মায়াধীশের শক্তি মায়া বা প্রকৃতিকেও নিত্যা বলিয়াছেন। তবে 'অপাশ্রিতা' মায়া 'বিলজ্জমানা' অবস্থায় দূরে পরিত্যক্তার ভাবেই থাকেন। জীবকর্তৃক ভোগার্থে গৃহীতা প্রকৃতিকে তিনি সর্বদাই দূরে পরিহার করেন। উদ্ধৃত শ্রুতি-স্তোত্রেও (ভাঃ ১০।৮৬ ১৪) ইহার ইঙ্গিত আছে।

যেহেতু ভগবান্ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক, অর্থাৎ স্বরূপশক্তিভূত চিদাত্মক, অতএব তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদি—চিদাত্মক; তাহার সহিত জড় মায়ার কোনও সম্পর্ক নাই। মায়িক জড়েন্দ্রিয়-সহযোগে এ সমস্তের দর্শন, শ্রবণাদি হয় না। শ্রুত্যুক্ত (শ্বেঃ ১।৯) ব্রহ্মবাদিগণের যে দর্শন তাহাতে মায়াশক্তির প্রভাব ছিল না। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত (১।১৯।৭৭) অংশটীর উদ্দিষ্ট শক্তিও দুর্জ্ঞেয়া স্বরূপশক্তি। অতএব শ্রুত্যুক্ত যে ভগবানের স্বীয় স্বভাবালিঙ্গিত আত্মশক্তি, তাহা স্বরূপশক্তিকেই উদ্দেশ করিতেছে। বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটী সমগ্র উদ্ধৃত হইতেছে—"ব্যতীত্যাগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানি-জ্ঞানাপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরম্ ॥" অর্থাৎ —প্রহ্লাদ (পিতার আদেশে দৈত্যগণকর্তৃক সমুদ্রমধ্যে পর্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া) শ্রীঅচ্যুতের স্তবে বলিলেন—'যে পরা ঈশ্বরী (আপনার স্বরূপশক্তি) বাক্য ও মনের অগোচরা, অবিশেষণ অর্থাৎ প্রাকৃত কোনও বিশেষণদ্বারা বর্ণনের অযোগ্যা ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানদ্বারা অপরিজ্ঞাতা, আমি তাঁহার বন্দনা করি'। ২৫।

শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্রচতুষ্টয় সনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে একটী জটিল প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদানজন্য তিনি শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করেন। সেই সময়ে ভগবান্ হংসরূপে তাঁহাদের নিকট গমন করিলে শ্রীব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করেন। উদ্ধৃত (ভাঃ ১১।১৩।৪০) শ্লোকটী শ্রীভগবান্ তাঁহার উত্তরে উপসংহারে বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীর বিবৃতিপ্রদানমুখে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতীঠাকুর বলিয়াছেন—"আমাকে নির্গুণ বলিয়া

"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ। ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং কাপি ভিন্নো গুণো মতঃ॥"

কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তবে—

"যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে॥

স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো। নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ॥" ইতি

শ্রীহংসদেবঃ সনকাদীন্॥ ২৬॥

অনুবাদ

গুণের অতীত যে ছয়টী গুণ অর্থাৎ ঐশ্বর্য প্রভৃতি— তদ্যুক্ত এবং আদি বিধাতা, সেই ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি।" ব্রহ্মতর্কেও উহা বলা হইয়াছে—"ভগবান্ হরি স্বরূপভূতগুণে গুণী। শ্রীবিষ্ণু বা মুক্তজীবগণের গুণ কখনও স্বীয়স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়।" কালিকাপুরাণে দেবী শ্রীবিষ্ণুর স্তবে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ যাঁহার রূপ বর্ণন করেন না, এরূপ আপনাকে আমি কিরূপে বর্ণন করিব? হে প্রভো, নির্গুণ আপনার গুণসমূহে আমি স্ত্রী জাতি হইয়া কিরূপে জানিব, যখন ইন্দ্র প্রভৃতি সুরাসুরগণ আপনার রূপ জানেন না?" ২৬।

টিপ্পনী

বিচার করিতে গিয়া মায়াবাদের বিচার আবাহন করিও না। আমি নিখিলসদ্‌গুণসম্পন্ন, প্রাকৃতগুণাতীত, প্রাকৃত গুণাপেক্ষারহিত, ভক্তের একমাত্র শুভানুধ্যায়ী, সর্বজনাশ্রয় এবং সর্বজন-কাম্য। নিত্যত্ব, সমত্ব ও সঙ্গরাহিত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি আমাতেই নিত্যাবস্থিত। আমি অনিত্যগুণের দ্বারা পরিচিত বস্তুমাত্র নহি। আমি জড়াসক্ত জনগণের ধারণা হইতে পৃথক্ বস্তু।" গুণগুলি সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তিপাদ-টীকায় কিছু বৈশিষ্ট্য দর্শিত হইয়াছে, যথা—(অনুবাদ): "গুণগুলি—সাম্য অর্থাৎ সর্বত্র প্রাকৃত বস্তুসমূহে ঔদাসীন্যহেতু সমত্ব, আর অপ্রাকৃত স্বভক্তগণে আসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি। আদিশব্দে ভাঃ ১।১৬।২৭-৩১ শ্লোকে পৃথিবী বর্ণিত 'সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্। শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ॥ প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজোবলং ভগঃ। গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহদ্‌গুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভি র্বিয়ন্তি স্ম ন কর্হিচিৎ॥ তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্। শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্॥" (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীনিবাস এই সর্বগুণের আশ্রয়)। এই সমস্ত স্বরূপভূত জ্ঞান আত্মা অর্থাৎ স্বরূপকেই সেবা করে।" শ্রীজীবপাদ তাঁহার এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—"শ্রীভগবান্ আপনার জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। অগুণ—যে গুলি গুণের পরিণাম নয়। প্রথম স্কন্ধে পৃথিবীদেবী কর্তৃক 'সত্যং শৌচম্' (চক্রবর্তিটীকায় উদ্ধৃত) শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সাম্য, অসঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ আমাকে ভজন করে। 'আত্মাকে'—অর্থাৎ সকলের আশ্রয়স্বরূপ আমাকে; অতএব সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপগুণগুলি সর্বোৎকৃষ্টস্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকে কিরূপে সেবা করিবে। ইহাই ভাবার্থ। আরও কথা—ঐরূপ আত্মা বলিয়া নির্গুণ, জীবের ন্যায় অবিদ্যাকৃত গুণসম্বন্ধ নাই। 'নিরপেক্ষক'—অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াও সেই সব গুণ পরিণামের সম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। আরও—ঐপ্রকার আত্মা বলিয়াই 'সুহৃদ' অর্থাৎ নিরুপাধি সর্বহিতকারী। 'প্রিয়' —অর্থাৎ নিরুপাধি সর্বপ্রেমাস্পদ। অতএব আমিই যে ঐ প্রকার (পৃথিবী কথিত) গুণসমূহের আবাস,—তাহা যুক্ত। ইহাই ভাবার্থ। অতএব সর্বোৎকৃষ্ট আমাতে প্রেমভক্তির সাধন করা কর্তব্য, ইহাই পর্যবসানবাক্যার্থ (শেষ কথার মর্ম)।

অন্যত্র শ্রীহংসবাক্যস্থিতাদিগ্রহণক্রোড়ীকৃতান্ তান্ বহূনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভির্গণয়িত্বাহ (ভাঃ ১।১৬।৩০)—

"এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥"

টীকা চ—"এতে একোনচত্বারিংশৎ। অন্যে চ ব্রহ্মণ্যত্বশরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্নিত্যাঃ সহজা ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে স্ম" ইত্যেষা। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্—

"কলামুহূর্তাদিময়শ্চ কালো, ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।" (বিঃ পুঃ ৪।১।২৭)

ইতি শ্রীপৃথিবী শ্রীধর্মম্॥ ২৭॥

অনুবাদ

অন্যস্থলেও (ভাঃ ১।১৬।৩০) শ্রীহংসদেব-বাক্যে স্থিত গুণাদিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া "সত্যং শৌচম্" ইত্যাদি (পূর্ব অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে উদ্ধৃত ভাঃ ১২৬।২৬-২৯) শ্লোকে কথিত বহু (৩৯সংখ্যক) গুণগুলির গণনা করিয়া শ্রীপৃথিবীদেবী শ্রীধর্মরাজকে বলিতেছেন ঃ "হে ভগবন্ (ধর্মদেব)! মহত্ত্বাভিলাষী সাধকদিগের বাঞ্ছিত এই সকল এবং অন্যান্য মহাগুণসকল যাঁহাতে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্তমান·· ···।" স্বামিপাদের টীকা—"এই সমস্ত উনচল্লিশ সংখ্যক। আরও অন্য, যেমন ব্রহ্মণ্যত্ব, শরণ্যত্ব প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণসমূহ যাঁহাতে নিত্য বা সহজ, ব্যয়িত বা ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া বর্তমান থাকে"—এই টীকা। এক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচন (৪।১।২৭): "কলা, মুহূর্ত প্রভৃতি দ্বারা পরিমিত কাল যাঁহার (ভগবানের) পরিণামের হেতু নহে।" ২৭।

টিপ্পনী

'জিতন্তে স্তোত্রে' তাঁহাকে সমস্ত প্রাকৃত গুণের অগোচর, কিন্তু নিত্য স্বরূপভূত গুণের আশ্রয়রূপে কীর্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মতর্কে (শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত, অধুনা বিলুপ্ত, শ্রীমন্মধ্বাচার্যের লিপি হইতে প্রাপ্ত) তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে স্বরূপভূতগুণে গুণী বলিয়াছেন ; শুধু তিনি নহেন, তাঁহার ভক্ত মুক্তপুরুষগণও প্রাকৃতগুণ-স্পৃষ্ট ন'ন, তাঁহাদেরও গুণ স্বরূপভূত। দেবীস্তোত্রেও তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া তাঁহার গুণাদির অচিন্ত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব অনুচ্ছেদে ভগবদ্গুণসমূহের স্বরূপাত্মতা বিবৃত করিয়া এই অনুচ্ছেদে ও পরবর্তী অনুচ্ছেদেও উহাই বর্ণন করিতেছেন। শ্রুতিও যেখানে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছেন, সেখানে প্রাকৃতগুণকেই নিরাস করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার গুণকে স্বরূপভূতই বলিয়াছেন, যেমন—শ্বেঃ ১।৩ (পূর্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত), শ্বেঃ ৬।১ : "যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং, জ্ঞঃ, কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।" গীতাতেও (১৩।১৪) তিনি 'নির্গুণঃ (প্রাকৃতগুণাতীত) গুণভোক্তৃ চ' ('স্বরূপভূত ষড়্গুণের অর্থাৎ ঐশ্বর্যের ভোক্তা') বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ২৬।

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর ও যদুবংশধ্বংসসাধনান্তে শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীপরীক্ষিৎ যখন রাজ্যশাসন করেন, তখন কলি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে ধর্মলোপ করিতে আরম্ভ করে। একদিন রাজা পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীনদীতীরে ত্রিপাদবিহীন বৃষরূপী ধর্ম ও ক্ষীণাঙ্গী, অতিমলিনা গাভীরূপা ধরিত্রী পরস্পর খেদ প্রকাশক বাক্য বলিতেছেন—শ্রবণ করেন। শ্রীধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পৃথিবী বলেন যে, সর্বগুণাশ্রয় শ্রীনিবাস হরি সম্প্রতি লোকসকলকে পরিত্যাগ করায় পাপাত্মা কলির দৃষ্টির দ্বারা অভিভূত লোকসকলের জন্য তিনি

অতএব আহ (ভাঃ ১০।২৮।৬)—

"নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥"

যত্র ভগবদাদিত্বেন ত্রিধৈব স্ফুরতি স্বরূপে মায়া ন শ্রূয়তে ; তস্য তথা তথা স্ফূর্তির্মায়য়া ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—লোকসৃষ্টাবেব বিকল্পিতং সৃষ্টিস্থিতিসংহারৈর্বিবিধমীশিতুং শীলং যস্যাঃ সা।

অতএব ভূগোলপ্রশ্নে হেতুত্বেন রাজ্ঞাপ্যুক্তম্ (ভাঃ ৫।১৬।৩)—

অনুবাদ

অতএব শ্রীবরুণদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন (ভাঃ ১০।২৮।২৬) : "হে সর্বৈশ্বর্যময় ভগবন্, পূর্ণতত্ত্ব ব্রহ্মন, জীবনিয়ন্তঃ পরমাত্মন্, আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি ; লোকসৃষ্টিকারিণী মায়া আপনাতে শ্রুত হ'ন না, অর্থাৎ আপনাতে অবিদ্যমানার ন্যায় থাকেন, স্পর্শ করিতে পারেন না।" যে ভগবত্তত্ত্বে ভগবান, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—এই তিন প্রকারে স্বরূপ স্ফুতি প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহার ঐপ্রকার

টিপ্পনী

শোকে মুহ্যমানা। তাঁহার উক্তিমধ্যে ভগবানের অষ্ট সংখ্যক গুণ (পূর্ব অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে উদ্ধৃত লোক সমূহে) বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল জীবপাদ তাঁহার শ্রীভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণ ঐ উনচল্লিশ গুণ হইতেই প্রাদুর্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি ঐ টীকায় বর্তমান শ্লোকের 'অন্যে' শব্দে জীবেতে অলভ্য সত্য সঙ্কল্পত্ব, মায়াবশ-কারিত্ব প্রভৃতি আরও ১৭টী গুণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এই কয়েকটী গুণদ্বারা মাত্র দিগ্ দর্শন করা হইল, অনন্তগুণ সম্পন্ন ভগবানের অনন্তগুণাবলী অনন্তদেব সহস্রমুখে যুগযুগান্তর ধরিয়া কীর্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। শ্রীব্রহ্মা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।৬-৭) ভগবানের গুণসমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে, বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ। অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো, হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥ গুণাত্মনস্তেঽপিগুণান্ বিমাতুং, হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ—র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥"—অর্থাৎ 'হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ ভগবন্, অগুণ বা গুণাতীত আপনার মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্মল-অন্তঃকরণগণের গোচরীভূত হইতে পারে, যেহেতু ঐ মহিমা ব্রহ্মত্ব স্বতঃপ্রকাশভাবেই বিষয়াকার শূন্য নির্বিকার ; সুতরাং তাঁহাদের ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার বা স্ফূর্তির বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যপ্রকার বা সগুণস্বরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় না। এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে বর্ণনা করিতে পারে? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে পৃথিবীর ধূলিকণা,আকাশে হিমকণা এবং নক্ষত্রাদিজ্যোতিষ্কের কিরণের পরমাণুসমূহ গণনা করিয়াছেন, তাঁহারও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত (৪।১।২৭) শ্লোকাংশে বলিতেছেন যে, কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যেমন কলা, মুহূর্ত প্রভৃতিতে গণিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের পরিণাম বা পরিবর্তন হেতু, অর্থাৎ কালক্রমে এখানে সমস্ত বস্তুই পরিবর্তিত হয়, কিছুরই নিত্য সমভাবে স্থায়িত্ব নাই। বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্মগণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন সৌরজগৎসহ সূর্যও গতিশীল, স্থির নহে। সেইরূপ এক একটী জগতের কেন্দ্র প্রত্যেক নক্ষত্রও নিজ জগৎ লইয়া গতিশীল। কিন্তু ভগবদ্বিভূতি নিত্য ও পরিবর্তন-রহিত।

সুতরাং পূর্ব অনুচ্ছেদের ন্যায় এই অনুচ্ছেদেও ভগবানে গুণাদির নিত্যত্ব স্থাপিত হইল। ২৭।

"ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুম্।" ইতি। বরুণঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৮ ॥

তথা (ভাঃ ২।৫।১২-১৩)—

"তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥"

অনুবাদ

স্ফূর্তি মায়াকর্তৃক হয় না—এই অর্থ। তাহার হেতু—লোকসৃষ্টিতে বিকল্প করিতে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারযোগে নানা প্রকারে নিজ সামর্থ্য যিনি প্রদর্শন করেন, তিনিই মায়া। অতএব ভূগোল-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে গিয়া রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান্‌কে হেতুরূপে বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।১৬।৩): 'ভগবানের গুণময় অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণপরিমাণরূপ স্থূলরূপে অর্থাৎ বিরাট্ বিগ্রহে নিবেশিত মনও অগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, সূক্ষ্মতম অর্থাৎ অঙ্গুষ্টপরিমিত শুদ্ধসত্ত্বময়রূপ, আত্মজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবেও নিবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।" ২৮।

টিপ্পনী

শ্রীবরুণোক্তশ্লোকের (ভাঃ ১০।২৮।৬) অবতারণিকায় শ্রীলচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ভক্তিযোগে (ভগবদ্রূপে), জ্ঞানযোগে (ব্রহ্মরূপে) ও অষ্টাঙ্গাদিযোগে (পরমাত্মরূপে) আপনি উপাস্য। মায়াবৈচিত্র্যবশতই আপনার ভগবত্তা প্রভৃতি যাঁহারা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত।" অর্থাৎ অনেকে ভগবানের নিত্যরূপগুণাদি কিছুই নাই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণা যে, তিনি নিরাকার, নির্গুণ প্রভৃতি ও মায়াসংযোগেই তিনি রূপ, গুণ প্রভৃতি ধারণ করেন। এই শ্লোকের মর্ম অনুসারে ঐ ধারণা মায়াবাদীর। শুদ্ধ ভক্ত কখনও ডাকিবেন না "মায়া মিশাইয়া এসো ভগবান্।" গীতার ৪।৬ শ্লোকের 'আত্মমায়য়া' ও 'প্রকৃতিং স্বাম্'—এর অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন—'স্বাত্মমায়য়া সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব' ও 'স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি'—অর্থাৎ আদৌ স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জ্ঞান-বল-বীর্যাদিস্বরূপশক্তি-যোগে, এবং নিজশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা (মায়িকগুণ সত্ত্ব নহে) প্রকৃতি বা স্বভাব স্বীকারপূর্বক স্বস্বরূপের বিশুদ্ধ উজ্জ্বল বা জড়মলরহিত সত্ত্বমূর্তিসহ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই। শ্রীল রামানুজাচার্যপাদ প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবটীকাকারগণও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভগবদুক্তিতে মায়াবাদের স্পর্শ থাকিতে পারে না। তাই শ্রীগ্রন্থকার বলিতেছেন—'ভগবত্তার স্ফূর্তি মায়াযোগে হয় না।' উদ্ধৃত শ্রীপরীক্ষিতের উক্তিটীকে (ভাঃ ৫।১৬।৩) শ্রীস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"জিজ্ঞাসার ফল বলিতেছেন।" পরীক্ষিৎ ভূগোলবৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়া এই উক্তিটী করিয়াছেন; ইহাতে চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—সভায় উপস্থিত "ভক্তিমিশ্র যোগিগণের মনোনিধানের ইচ্ছার অনুরোধে এই প্রশ্ন। ......'ভগবানের গুণময় স্থূল শরীর'—ইহাতে ভেদ বুঝাইতেছে; আর 'অগুণ ভগবানে'—ইহাদ্বারা অভেদ বুঝাইতেছে; অতএব ভগবান্ যে গুণাতীত—তাহাই বুঝা যাইতেছে।" অর্থাৎ 'ভক্তিমিশ্র যোগিগণের চিত্ত ভগবানের বিরাট্ রূপেতে নিবিষ্ট; তাঁহাদের সেই মনও শুদ্ধভক্তির অবলম্বনে গুণাতীত স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত হইতে পারিবে, যেমন তাঁহার নিজের-পক্ষে শ্রীশুকদেব-মুখপদ্ম নিঃসৃত ভগবৎকথা-রূপ মকরন্দ কর্ণযুগলে পানই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন'। (বিশ্বনাথ)। সুতরাং এই উক্তিতেও প্রকারান্তরে স্থাপিত হইল যে শ্রীভগবানের ভগবত্তা, পরমাত্মত্ব বা ব্রহ্মত্বের স্ফূর্তি মায়াযোগে হয় না। ২৮।

তম-আদিময়ত্বেন স্বস্য সদোষত্বাৎ, সচ্চিদানন্দঘনত্বেন যস্য নির্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্ধিয়ঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ২৯ ॥

তদেবমৈশ্বর্য্যাদিষট্কস্য স্বরূপভূতত্বমুক্ত্বা, শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে। তত্র তস্য তাদৃশত্বসচিবং নিত্যত্বং তাবৎ পূর্বদর্শিততাদৃশবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতৃত্বেন সিদ্ধমেব। প্রপঞ্চাবতীর্ণত্বেঽপ্যাহ ত্রিভিঃ (ভাঃ ১০।৩।২৫-২৭)—

"নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৫)

অতঃ শেষসংজ্ঞঃ। তত্র যুক্তিঃ

"যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৬)—

অনুবাদ

এই প্রকার শ্রীব্রহ্মাও শ্রীনারদকে বলিয়াছেন (ভাঃ ২।৫।১২-১৩): "আমরা সেই ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম ও ধ্যান করি, যাঁহার দুষ্পারা মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া লোকে আমাকেই জগদ্‌গুরু বলিয়া থাকে ; ও যাঁহার দর্শনপথে থাকিতে লজ্জিতা ঐ মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি জীবগণ 'এই আমি, ঐ আমার' বলিয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করে।" তমঃ প্রভৃতি গুণময়ী নিজেকে দোষ যুক্ত জানিয়া সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রযুক্ত নির্দোষ ভগবানের নেত্রগোচরে থাকিতে লজ্জিতা ঐ মায়া দ্বারা বিমোহিত আমি (ব্রহ্মা) ও আমার ন্যায় দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত জীবগণ বিমোহিত। ২৯।

টিপ্পনী

মায়াভিভূত জীবগণ সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবত্তত্ত্বের বিষয় না জানিয়া ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা জগদ্‌গুরু বলিয়া জানে, কিন্তু জানে না যে ব্রহ্মারও একজন নিয়ন্তা আছেন। শ্রীব্রহ্মা তাঁহার নিজতত্ত্ব শ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯) এইরূপ বলিয়াছেন— "ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ, স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা স এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং প্রপদ্যে।" —অর্থাৎ 'সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজতেজ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশস্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।" (উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটীর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ)—"কপটিনী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখে যাইতে লজ্জাবোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীবমোহনকার্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জাবোধ করেন। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়াদ্বারা মোহিত হইলে বিপর্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া 'আমি' ও 'আমার' এই বৃথা জল্পনা করে।" ঐ শ্লোকটী তত্ত্বসন্দর্ভের ৩২ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং তত্রত্য ৩১ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতেও গৃহীত হইয়াছে। মায়াকর্তৃক জীবের সম্মোহন শ্রীব্যাস সমাধিতেও (ভাঃ ১।৭।৫) বিবৃত; ঐ সন্দর্ভের ৩০ অনুচ্ছেদে উহা দ্রষ্টব্য। ২৯।

হে অব্যক্তবন্ধো সান্নিধ্যমাত্রেণ প্রকৃতিপ্রবর্তক ! চেষ্টাং নিমেষোন্মেষরূপাম্। শ্রুতিশ্চ "সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধীতি" (মহানারায়ণ উপঃ ১।৮) সর্বে নিমেষাদয় কালাবয়বাঃ, বিশেষেণ দ্যোততে বিদ্যুৎ, পুরুষঃ পরমাত্মেতি শ্রুতিপদার্থঃ। সর্বত্র সৃষ্টিসংহারয়ো-র্নিমিত্তং কাল এব তস্য তু তদঙ্গচেষ্টারূপত্বাৎ তৌ তত্র ন সম্ভবত এবেতি ভাবঃ। তত্র হেত্বন্তরং

অনুবাদ

অতএব পূর্বপ্রকরণের এইভাবে ঐশ্বর্য প্রভৃতি ছয়টী ভাগের স্বরূপভূতত্ব বলিয়া এক্ষণে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপভূতত্ব বলিতে প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। তদ্বিষয়ে শ্রীবিগ্রহের ঐপ্রকার ভাবের অর্থাৎ স্বরূপভূতত্বের সহায়ক নিত্যত্ব ও পূর্বপ্রদর্শিত ঐ প্রকার বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতৃত্ব বর্ণনদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রপঞ্চেও অবতীর্ণ অবস্থায় তাহা তিনটী শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩।২৫-২৭) শ্রীদেবকী কংসকারাগারে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন (২৫):—"মহাপ্রলয়ে কালশক্তিবশতঃ চরাচর বিলীন হইলে, ক্ষিতিপ্রভৃতি স্থূল ভূতসমূহ সূক্ষ্ম তন্মাত্র প্রাপ্ত হইলে এবং ব্যক্তপদার্থসকল অব্যক্তে লীন হইলে শেষ বা অনন্তসংজ্ঞক এক আপনিই বিরাজমান থাকেন।" অতঃপর 'শেষসংজ্ঞ' বলিবার যুক্তি বলিতেছেন (২৬):—"হে প্রকৃতিপ্রবর্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে, নিমেষ হইতে বৎসর পর্যন্ত সেই সর্ব-সংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ আপনার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্বমঙ্গলের কারণ ; আপনাতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।" (গ্রন্থকারের টীকা)—হে অব্যক্তবন্ধো', আপনি সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতির প্রবর্তক। চেষ্টা-অর্থে নিমেষ ও উন্মেষ (চক্ষুমুদ্রিতকরণ ও প্রকাশকরণ)। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"সমস্ত নিমেষ বিশেষপ্রকাশশীল পুরুষকে আশ্রয় করিয়া সঞ্জাত হইয়াছে।" সমস্ত নিমেষাদি কালের অবয়ব। বিশেষরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত, এমন বিদ্যুৎ বা স্বপ্রকাশ পুরুষ অর্থাৎ

টিপ্পনী

ভগবানের যে ষড়ৈশ্বর্য, তাহার সহিত মায়াসম্বন্ধ নাই, বৈকুণ্ঠেও মায়া নিরস্তা। অতএব বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা নিত্য ভগবদ্বিগ্রহে মায়ার কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদর্শনের 'পূর্ণ পুরুষ' স্বরূপভূতশক্তি-সমন্বিত বিগ্রহ, যেখানে 'মায়া অপাশ্রিতা' অর্থাৎ সেই স্বরূপভূতা শক্তিদ্বারা তিরস্কৃত অবস্থায় দূরে স্থিতা। সুতরাং ভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপভূতই। ইহাই আরও স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতে যাইতেছে। শ্রীদেবকীবাক্যে উদ্ধৃত তিনটী শ্লোকের (ভাঃ ১০।৩।২৫-২৭) প্রথমটীতে 'দ্বিপরার্ধাবসানে'র অর্থ মহাপ্রলয়ে। তখন চরাচর লোক নাশপ্রাপ্ত হয়, মহাভূতসমূহ আদিভূত বা সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হয়। আর ব্যক্ত বা যাহা কিছু প্রকট ছিল, তাহা অব্যক্ত বা প্রধান বা আদি প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন একমাত্র ভগবান্‌ই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'শেষ'। সুতরাং শ্রীদেবকীর এখানে বক্তব্য যে মহাপ্রলয়েও যখন ভগবান্ থাকেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কংস হইতে নাশের ভয় থাকিতে পারে না। শ্রীস্বামিপাদ 'শেষসংজ্ঞে'র স্থলে 'অশেষ সংজ্ঞ'—এই আর একটী পাঠও স্বীকার করিয়াছেন। 'শিষ্যতে' এই পদের অন্তস্থ 'এ'কারের পর 'অ'কারের লোপ হয়, এই নিয়ম-অনুসারে। অর্থ করিয়াছেন—"অশেষাত্মক প্রধানে যাঁহার সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রজ্ঞা; আমাতে লীন হইয়া এ সমস্ত থাকে, পরে আবার উদ্বুদ্ধ করিতে হয়—এই প্রকার প্রজ্ঞা যাঁহার, তিনি 'অশেষ সংজ্ঞ' ভগবান্।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদও ঐ পাঠই স্বীকার করিয়া অর্থ করিয়াছেন—'সর্বনামা', এবং চক্রবর্তিপাদ

ক্ষেমধামেতি। ত্বা ত্বাম্। অত্র স্বাভীষ্টাত্তস্মাদাবির্ভাবাদেব কংসভয়ং কৈমুত্যেন বারিতবতী। তথৈব স্পষ্টং পুনরাহ (ভাং ১০।৩।২৭)—

"মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য, স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥"

লোকান্ প্রাপ্য নির্ভয়ং ভয়াভাবম্। ত্বৎপাদাব্জন্তু প্রাপ্যেত্যুভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। অত্র ত্বৎপাদাব্জমিতি শ্রীবিগ্রহমেব তথাপি বিস্পষ্টং সাধিতবতী। অতএব "অমৃতবপুঃ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রে।

অনুবাদ

পরমাত্মা—শ্রুতিপদটীর এই অর্থ। কালই সর্বত্র সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত। কিন্তু সেই কাল পরমাত্মার অঙ্গচেষ্টারূপ হওয়ায় ঐ সৃষ্টি-সংহার তাঁহাতে সম্ভূত হয়না। আর এবিষয়ে অন্য হেতু হইতেছে—তিনি ক্ষেমধাম বা মঙ্গলনিলয়। 'ত্বা' অর্থাৎ আপনাকে। নিজ অভীষ্ট ভগবানের সেই আবির্ভাবহেতু দেবকী দেবী কৈমুতিক ন্যায়ে নিবারণ করিলেন, অর্থাৎ যাঁহার উপর কালের বিক্রম হইতে পারে না, কংস হইতে তাঁহার কি ভয়? কংস তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন (২৭):—"মর্ত্য বা মরণশীল লোক মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত ও ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ-ভক্তি-বলে আপনার

টিপ্পনী

'শেষসংজ্ঞ'-পাঠের অর্থ বলিয়াছেন 'শেষনামা', 'শিষ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা' অর্থাৎ শেষ তিনিই থাকেন। তৎপরবর্তী (২৬ সংখ্যক) শ্লোকটীর শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— (অনুবাদ)—"পূর্বশ্লোকে বিশ্ব কাল-বেগে চলিয়াছে বলা হইয়াছে, সেই কালেরও স্বাতন্ত্র্য নিবারণ করিয়া বলিতেছেন যে, সর্বভীষণ কাল হইতেও আপনার ভয় নাই। তাহার হেতু বলিতেছেন যে, এই যে সর্বসংহারক কাল, তাহাকেও আপনারই চেষ্টা মাত্র বলা হইয়াছে। আপনার চেষ্টারূপ যে কালের দ্বারা বিশ্ব চলিতেছে, সেই মহাকালের রূপ এই যে, উহা নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ বৎসর ঘুরিয়া দ্বিপরার্ধরূপ অর্থাৎ প্রলয়ান্ত। আপনাতে শরণ লইতেছি, যেহেতু আপনি ত' নির্ভয়, নিজের মাতা আমাকে নির্ভয় করুন।" স্বামিপাদ 'ক্ষেমধাম'-অর্থে অভয়স্থান বলিয়াছেন। তৎপরবর্তী (২৭ সংখ্যক) শ্লোকের ব্যাখ্যায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ): —"আপনার চরণাশ্রয় করিলেই নির্ভয় হওয়া যায়, আপনার নির্ভয়ত্ব ত' কৈমুতিক ন্যায়ে অবশ্যই আছে। সমস্ত লোকগুলিতে (ব্রহ্মলোক, শিবলোক প্রভৃতিতেও) পলায়ন করিয়াও ভয়মুক্ত হয় নাই (—সুদর্শন-চক্রের ভয়ে যেমন দুর্বাসা ঋষি)। কোনও যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ঘটনাচক্রে প্রাপ্ত মহৎকৃপালব্ধ-ভক্তি-বলে আপনার চরণরূপ অব্জ অর্থাৎ ধন্বন্তরিকে (মেদিনী-কোষে পদ্মের অর্থ—শঙ্খ, নিচুল বা বেতস, ধন্বন্তরি বা দেবচিকিৎসক এবং হিমকিরণ বা চন্দ্র) প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আপনি 'আন্ত' বলিয়া আমি দেবকী আপনার ভক্তা, কিন্তু আপনাকর্তৃক মাতৃরূপে স্বীকৃতা হইয়াও একমাত্র আমিই কংস হইতে মহাভয়বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছি।" 'স্বস্থ'-শব্দের আর একটী পাঠ 'সুস্থ'—এখানে অর্থ একই।

'বিষ্ণু সহস্র-নাম' স্তোত্রে (১০০ সংখ্যক শ্লোকে) আমরা পাই—"অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখঃ।"

"মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেত্যমৃতবপুঃ" ইতি শঙ্করভাষ্যেহপি। আদ্যেতি জন্মাভাবোহপি দর্শিতঃ, সজন্মনি সর্বত্র সাদিত্বস্যৈব সিদ্ধেঃ।

তদুক্তম্—"প্রাদুরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কল" ইতি। (ভাঃ ১০।৩।৮)।

শ্রুতিশ্চাত্র—"স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি সোহনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দঃ" ইতি মহোপনিষদি। শ্রীদেবকীদেবী শ্রীভগবন্তম্॥ ৩০॥

অনুবাদ

পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া, হে আদ্য (আদিপুরুষ), সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং এই মর্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে।" (গ্রন্থকার-টীকা, যথা)—লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয় বা ভয়াভাব (প্রাপ্ত হয় নাই)। কিন্তু আপনার পাদপদ্ম পাইয়া—এইরূপ উভয় স্থলেই অন্বয়। এস্থলে 'আপনার পাদপদ্ম' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকেই দেবকী দেবী সুস্পষ্ট করিয়া দিলেন। অতএব সহস্রনাম-স্তোত্রে 'অমৃতবপুঃ' আছে। শঙ্করভাষ্যে নিরুক্তি—'মৃত অর্থাৎ মরণ, তদ্রহিত অমৃত যাঁহার বপুঃ, তিনিই অমৃতবপুঃ'। 'হে আদ্য'—এখানে 'আদ্য' অর্থে জন্মাভাবও দর্শিত হইয়াছে। জন্মসহিত হইলেই আদি থাকিবে, সর্বত্র ইহাই সিদ্ধ। এরূপ বলাও হইয়াছে (ভাঃ ১০।৩।৮): "পূর্বদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, তদ্রূপ (শ্রীকৃষ্ণ দেবকীতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে মহা-উপনিষদে শ্রুতিবাক্যও আছে, যথা—"তিনি ব্রহ্মদ্বারে সৃষ্টি করেন, রুদ্রদ্বারে লয়কার্য করেন। সেই পরমেশ্বর পরমানন্দ হরি স্বয়ং উৎপত্তিবিহীন ও লয়হীন।" ৩০।

টিপ্পনী

—অর্থাৎ ভগবান্ 'অমৃতবপুঃ'; তাঁহার বপুঃ বিগ্রহ অমৃত, শঙ্করভাষ্যানুসারে 'মরণরহিত'। যাঁহার পাদপদ্মের আশ্রয় পাইলে মৃত্যু দূর হইয়া যায় ('অপৈতি'), তাঁহার বপুঃ কি কখনও মৃত্যুগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাযুক্ত হইতে পারে? তাই তাঁহাকে 'অমৃতবপুঃ' বলা হইয়াছে। আর তিনি 'আদ্য'; তাঁহার জন্মও নাই, আদিও নাই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (১।১৭।১৫) প্রহ্লাদ-স্তোত্রে বলিয়াছেন—"অনাদিমধ্যান্তমজম-বৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্। প্রণতোহস্মি জগন্নাথং সর্বকারণকারণম্॥" —অর্থাৎ তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত, কিছুই নাই, যেহেতু তিনি অজ, জন্মরহিত। আদি এক অবস্থা, মধ্য আর এক অবস্থা, এবং অন্ত অন্য এক অবস্থা, তাঁহার নিত্য স্থিতিতে এরূপ অবস্থা-বিভাগ নাই; তাঁহাতে বৃদ্ধি ও হ্রাস নাই, তিনি সর্বকালেই একরূপ, কূটস্থ; কোনও পরিবর্তন বা পরিণাম তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না। আদি অর্থাৎ কারণ-শূন্য হইলেও তিনি সকল কারণের কারণ, তিনিই সকলের আদি বা আদ্য। শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" —অর্থাৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণে বিগ্রহ সৎ বা নিত্য, যেখানে অচিৎ সত্তা, সেখানেই পরিণামের ভয়, চিদানন্দঘন-বিগ্রহের সেরূপ পরিণাম নাই। তিনি সকল কারণের কারণ আদি হইলেও স্বয়ং অনাদি। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তবে আবির্ভাব-তিরোভাব আছে। জগতে যখন লোকদৃষ্টিতে আবির্ভূত বা প্রকট হ'ন, তখন অজ্ঞ লোকে জন্ম দেখে, আবার যখন তিরোহিত বা অপ্রকট হন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইল, বলে। প্রাজ্ঞগণের এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টি নয়। সূর্য প্রাতঃকালে পূর্বদিকে উদিত হইয়া সন্ধ্যায় অস্ত গমন করিলে যেমন ঐ উদয়াস্তকে সূর্যের জন্ম মৃত্যু বলা হয় না, তদ্রূপ ভগবানের প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও প্রপঞ্চ হইতে তিরোভাব হয়, জন্ম-মৃত্যুর কোনও কথা নাই। তাই তিনি স্বয়ং

তথা "উৎপত্তিস্থিতিলয়ে"ত্যাদিপদ্যে—"যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতম্" ইতি (ভাঃ ৫।২৫।৯) যস্য শ্রীসঙ্কর্ষণস্য রূপং ধ্রুবমনন্তম্ অকৃতঞ্চানাদি। অতএব বর্ষাধিপোপাসনা ভবেনাপি তদ্রূপ-মধিকৃত্যোক্তম্—

"ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভির্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে" ইতি (ভাঃ ৫।১৭।১৯) যত্তু তত্র তদেব রূপমধিকৃত্য শ্রীশুকেন—"যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী" (ভাঃ ৫।২৫।১) ইতি। তথা—"ভবানীনাথৈঃ" ইতি গদ্যে (ভাঃ ৫।১৭।১৬)।

অনুবাদ

এইরূপই (ভাঃ ৫।২৫।৯) "উৎপত্তি-স্থিতি-লয়" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের রূপকে 'ধ্রুব' বা নিত্য এবং 'অকৃত' বা অসৃষ্ট অর্থাৎ অনাদি বলা হইয়াছে। (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যাঁহার অর্থাৎ শ্রীসঙ্কর্ষণের রূপ 'ধ্রুব' অর্থাৎ অনন্ত (অন্তহীন) ও 'অকৃত' অর্থাৎ অনাদি। অতএব বর্ষাধিপের (ইলাবৃত-বর্ষের অধিপতি ভগবান্ ভব, তাঁহাকর্তৃক) উপাসনা (শ্রীহরির সঙ্কর্ষণ-মূর্তির ভজনা); উহার বর্ণন-মুখে শ্রীভব (মহাদেব) তাঁহারই (সঙ্কর্ষণের) রূপ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন (৫।১৭।১৯):— "যিনি (বিশ্বনিয়মনজন্য) নিরীক্ষণ করিলেও তাঁহার দৃষ্টি (আমাদিগের ন্যায়) মায়াবিষয়-নিবিষ্ট চিত্তবৃত্তি

টিপ্পনী

বলিয়াছেন (গীতা ৪।৬):—"অজোঽপি সন্… …সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"—'আত্মমায়া'-অর্থে স্বরূপশক্তি। তাই শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫১০):—"যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম-আদি অবতার। আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার ॥" তাই উদ্ধৃত ভাঃ ১০।৩।৮ শ্লোকাংশে বলিয়াছেন—পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র যেমন উদিত হ'ন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভে প্রাদুর্ভূত বা উদিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রের যেমন উৎপত্তিস্থান পূর্বদিক নহে, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ উৎপত্তিস্থান দেবকীগর্ভ নহে; দুইটী প্রাকট্য বা প্রাদুর্ভাবের স্থলমাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১।২।৮৩-৮৬) 'উদয়' বলিয়াছেন, যথা—"ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম। কোটীসূর্যচন্দ্র যিনি দোঁহার নিজধাম (জ্যোতিঃ)॥ সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব শৈলে (ভারতের পূর্বভাগস্থ বঙ্গদেশে) করিল উদয় ॥" অর্থাৎ গৌর-নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ১৬):—…"সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"—অর্থাৎ শচীদেবীর গর্ভসিন্ধুতে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামিপাদ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ৪ ২৭২):—"নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥" শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জননী শচীদেবীর গর্ভকে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ীর স্থান শুদ্ধ অর্থাৎ চিন্ময় ক্ষীরসমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; জড়ের কোনও সম্পর্ক নাই।

মহোপনিষদের উদ্ধৃত মন্ত্রটীতে দেখান হইয়াছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও লয়কর্তা রুদ্র ভগবৎপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার অধীনভাবে স্ব-স্ব সৃষ্টি-লয়-কার্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের কার্য সৃষ্টিলয়ের অধীন ন'ন। অতএব তাঁহার উৎপত্তি বা সৃষ্টি নাই, লয়ও নাই। তিনি পরতত্ত্ব, সৃষ্টি-লয়ের অধীন সমস্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পৃথক্ তত্ত্ব। অতএব তিনি পরমানন্দময় বিগ্রহ। জাগতিক সমস্ত আনন্দই নিরানন্দজনক; তাঁহাতে নিরানন্দের স্পর্শ থাকিতে পারে না, তাই তাঁহাকে পরমানন্দ বলা হইয়াছে। ২৯ অনুচ্ছেদে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে তিনি পর্যন্ত মায়াবিমোহিত, ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ তদতীত তত্ত্ব। এখানে শ্রীদেবকীও তাহাই বলিলেন। ৩০।

"তামসীং মূর্তিম্" ইত্যুক্তং তন্নিজাংশশিবদ্বারা তমোগুণোপকারকত্বেন জ্ঞেয়ম্। "উৎপত্তিস্থিতিলয়" (ভাঃ ৫।২৫।৯) ইত্যাদি পদ্যানন্তরং শ্রীশুকেনৈব শ্রীনারদবাক্যমনূক্তম্ (ভাঃ ৫।২৫।১০)—"মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।" তস্মান্নিত্যমেব সর্বং ভগবদ্রূপম্। তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে তৎস্তুতিঃ—"অনাদিনিধনানন্তবপুষে বিশ্বরূপিণে" ইতি।

অনুবাদ

দ্বারা অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না।" ঐ রূপকে অবলম্বন করিয়া ঐ স্থলেই (ভাঃ ৫।২৫।১ গদ্যে) যাহা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ভগবানের ('অনন্ত'-নামে) যে তামসী কলা আছেন।" আরও (ভাঃ ৫।১৭।১৬) "ভবানীনাথৈঃ" গদ্যে বলিয়াছেন—"ভবানী দেবীর অসংখ্য দাসীগণকর্তৃক সেবিত মহাদেব ভব ভগবানের (বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ও সঙ্কর্ষণ)—এই চারিটী মূর্তির মধ্যে সঙ্কর্ষণ-নাম্নী চতুর্থী স্বীয়কারণভূতা তামসী মূর্তিকে সমাধিযোগে তাঁহাতেই চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া উপাসনা করেন।" (গ্রন্থকার টীকা, যথা) —'তামসী মূর্তি' বলায় ভগবানের নিজ অংশ শিবকে তমোগুণের উপকারক বলিয়াই জানিতে হইবে। (প্রথমেই উদ্ধৃত) "উৎপত্তি-স্থিতি-লয়" (ভাঃ ৫।২৫।৯) শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে (৫।২৫।১০) শ্রীশুকদেব শ্রীনারদবাক্যের অনুবর্তনে বলিয়াছেন—"যে ভগবানে সদসৎ অর্থাৎ কার্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি বহুকৃপা করিয়া তাঁহার সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকট করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।"

টিপ্পনী

এই অনুচ্ছেদে ভাঃ ৫।২৫ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইলে শ্লোকগুলির অর্থ সহজগম্য হইবে মনে করিয়া উহা এখানে প্রদত্ত হইতেছে। পাতালের মূলদেশে ভগবান্ অনন্ত (শেষ) বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মূর্তি বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, তিনি রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহারকার্যাদি করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহার সেই মূর্তিকে 'তামসী মূর্তি' বলা হইয়াছে। সর্বজীবকে সম্যগ্‌ভাবে আকর্ষণ করেন বলিয়া সাত্বতগণ তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকেন। অনন্তমূর্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের ফণায় এ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সঙ্কর্ষণের ললাটদেশ হইতেই সংহারকারী রুদ্রের উৎপত্তি। ভগবদভিন্ন অনন্তমূর্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। গুরুমুখে অনন্তদেবের কথা শ্রবণ করিয়া যিনি কীর্তন করেন, তাঁহার যাবতীয় প্রাকৃত অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তদেবের ঈক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতির গুণত্রয় তাহাদের নিজ নিজ সৃষ্ট্যাদি কার্য করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং তিনিই সৃষ্ট্যাদির মূল কারণ। তিনি জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়াই তাঁহার এই বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল শুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের নিকট এই প্রকার অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা শ্রীচৈতন্যভাগবতেও (আদি ১।৪৯ ৫২, ৫৮-৫৯) বর্ণিত আছে। পাঠকমহোদয়-গণ অবসরমত উহা দর্শন করিলে ভাল হয়।

ঐ শ্লোকগুলিতে শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীব্রহ্মার সভায় শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব

যদত্র স্কান্দাদৌ ক্বচিদ্ ভ্রামকমস্তি, তত্তু তত্তৎপুরাণানাং তামসকল্পকথাময়ত্বাত্তত্তৎকল্পেষু চ ভগবতা স্বমহিমাবরণাদ্ যুক্তমেব তদিতি। শ্রীভাগবতেনাপি—"এবং বদন্তি রাজর্ষে" (ভাঃ ১০।৭৭।৩০) ইত্যাদিনা—তাদৃশং মতং ন মতম্। তদিদন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিশিষ্য স্থাপয়িষ্যামঃ।

অনুবাদ

অতএব এই সমস্ত ভগবদ্রূপ নিত্য। পাদ্মোত্তরখণ্ডেও ভগবৎস্তুতিতে বলা হইয়াছে—"আদি বা জন্ম ও নিধন বা মৃত্যু-রহিত অনন্তমূর্তি বিশ্বরূপী ভগবান্‌কে প্রণাম।" তবে যে এবিষয়ে স্কন্দ-পুরাণাদিতে কোন কোনও স্থলে ভ্রমপ্রাপক বাক্য আছে, তাহাও সেই পুরাণগুলি তামসকল্পের কথাময় হওয়ায়, আর সেই সকল কল্পে ভগবান্ স্বীয় মহিমা আবৃত রাখায় উহা যুক্তই।

[এখানে এই সন্দর্ভ-গ্রন্থের একটী সংস্করণে কিছু অতিরিক্ত পাঠ আছে, যথা—"ন ভগবত্ত্ব-প্রতিপাদনপরং শুষ্কবৈরাগ্যশিবমহিমাদিতাৎপর্যকত্বাৎ। ততস্তৎপরত্বাভাবান্ন তত্র যাথার্থ্যঞ্চ। তথা-বিধং শিবাদিপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং চ বৈষ্ণবৈ র্ন গ্রাহ্যমিতি স্কান্দ এব ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেণোক্তম্—'শিব-শাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং বিষ্ণুশাস্ত্রোপযোগি যৎ' ইতি। অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ তথাবিধপুরাণানামপি তামসত্বমেবোক্তম্। ন চৈব তেষাং পুরাণানামপ্রামাণ্যমাপতিতং, পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শয়িষ্যমাণেন মৎস্যপুরাণবচনানুসারেণ রাজসতামসকথাময়ত্বং তেষাম্। সাত্ত্বিককল্পকথাময়ত্বং তু বিষ্ণুপ্রতিপাদকানাং তত্তদ্‌গুণময়ত্বমিতি। তৎকল্পং প্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুরেব তথাত্মানং প্রত্যায়তে। তথা তথৈব চ তত্তৎ প্রস্তৌতি। তস্মাদ্ যথাদৃষ্টমেব তত্তদ্ বচনং নান্যথাত্বং বহতি, কিন্তু 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমি'তি ব্রহ্ম-কাণ্ডস্যেব সাত্ত্বিকপুরাণানাং সর্বোর্ধং জ্ঞানমিত্যেব লভ্যতে। তচ্চ সাত্ত্বিকপুরাণ এব দৃশ্যতে। তদপি পরমাত্মসন্দর্ভে লেখ্যম্। পাদ্মপাতালখণ্ডবৈশাখমাহাত্ম্যে চ—'ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে পুরাণাগমা' ইত্যুক্তম্।" ইহার অনুবাদ যথা—উহা ভগবত্ত্বার প্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহা শুষ্ক-বৈরাগ্য ও শিবমহিমাদি-তাৎপর্যপর। অতএব উহা ভগবৎপর নয় বলিয়া উহাতে যাথার্থ্য নাই। ঐরূপ শিবাদি-প্রতিপাদক গ্রন্থ বৈষ্ণবগণকর্তৃক গ্রহণীয় নয়। স্কন্দপুরাণেই কার্তিকের নিকট শ্রীশিব বলিয়া-ছেন—'যাহা বিষ্ণুশাস্ত্রের উপযোগী, তাহা শিবশাস্ত্রে থাকিলেও গ্রহণীয়।' অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডাদিতে

টিপ্পনী

দেবর্ষির অনুবর্তনে ঐ শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ের পূর্ণ ৯ম শ্লোকটী এই—

"উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ, সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্, নানাধ্যাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম॥"

—অর্থাৎ 'এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণপ্রভাবে স্বস্বকার্য করিতে সমর্থ হয়, যাঁহার স্বরূপ ধ্রুব (অনন্ত) ও অকৃত (অনাদি), যিনি এক হইয়াও আপনাতেই নানাকার্যরূপ প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব মনুষ্য কিরূপে জানিতে পারেন?' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—(অনুবাদ): "......যে পর্যন্ত পুরুষ বা ভগবানের প্রকৃতিতে ঈক্ষণ হয় নাই, সে পর্যন্ত প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসমূহ মহত্তত্ত্বাদির

স্বমতন্তু—"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিঃ" (ভাঃ ১।১৬।২৭) ইত্যাদিনা—শ্রীপৃথিবীবাক্যেন কান্তিসহ ওজোবলানামপি স্বাভাবিকত্বমব্যভিচারিত্বঞ্চ দর্শয়িতা দর্শিতং ; "নষ্টে লোকে" (ভাঃ ১০।৩।২৫) ইত্যাদিনা শ্রীদেবকীবাক্যেন চ। তস্মাৎ সাধূক্তং (ভাঃ ৫।২৫।৯)—"যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতম্" ইতি। শ্রীশুকঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ

ঐপ্রকার পুরাণসকলকে তামসিক বলা হইয়াছে। তবে এই প্রকার কথা বলায় ঐ সকল পুরাণের অপ্রামাণ্য হইল না। পরমাত্মসন্দর্ভে মৎস্যপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত হইবে, তদনুসারে তাহারা রাজস-তামসকল্পকথাময়। কিন্তু বিষ্ণুপ্রতিপাদক পুরাণসমূহ সাত্ত্বিককল্পকথাময় ও সাত্ত্বিকগুণময়। শ্রীবিষ্ণুই সেই কল্প প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই সেই প্রকারেই সেই সকল পুরাণের প্রশংসা। অতএব যেরূপ বচন দেখা যাইবে, সেই সেই বচনই কথিত হইবে, অন্যথা কল্পনা করিয়া কিছু বলা হইবে না। কিন্তু (গীতোক্ত ১৪।১৭) 'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়', এই ব্রহ্মাকাণ্ডের ন্যায় সাত্ত্বিক পুরাণগুলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ-বিষয় জ্ঞান, ইহাই পাওয়া যাইতেছে। আর এই কথা সাত্ত্বিকপুরাণেই লক্ষিত হয়। তাহাও পরমাত্মসন্দর্ভে লেখা হইবে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডের বৈশাখ মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—'সেই সকল পুরাণ ও আগম (তন্ত্র) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের মোহজনক।']

ঐ প্রকার মত প্রকৃত মত নহে, যেমন শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতে (১০।৭৭।৩০) বলিয়াছেন—"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত॥"—অর্থাৎ 'হে রাজর্ষে পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণের মোহ প্রভৃতি অসম্ভাব্য বৃত্তান্তযুক্ত যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা পূর্বাপরানুসন্ধানরহিত কতিপয় ঋষির মত। তাঁহাদের স্বীয় বাক্যসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয়, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই স্মরণ করেন না।' এই সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিশেষভাবে স্থাপন করিব। আমাদের স্বীয় মত (ভাঃ ১।১৬।২৭-৩১, এই সন্দর্ভের ২৬ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে উদ্ধৃত ও অনূদিত) ইত্যাদি পৃথিবী দেবীর বাক্যে 'কান্তির' সহিত 'ওজঃ-বল' প্রভৃতিও যে স্বাভাবিক ও অব্যভিচারী বা নিত্যগুণ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহারই পূর্ববর্তী ৩০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীদেবকীবাক্যেও উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই উদ্ধৃত 'যদ্রূপং' প্রভৃতিই সাধু বা যুক্ত বাক্য। ইহা শ্রীশুকোক্তি। ৩১।

টিপ্পনী

উৎপত্ত্যাদিতে কল্প বা সমর্থ হয় নাই। ...অকৃত অর্থাৎ অকৃত্রিম, যেহেতু চিন্ময়। ...আপনাতে অর্থাৎ স্বদেহের রোমকূপপ্রদেশসমূহে। বর্ত্ম অর্থাৎ তত্ত্ব কিংবা তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় কেহ জানে না।"

শিবস্তোত্র শ্লোকটীর (ভাঃ ৫।১৭।১৯) শেষার্ধ—"ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং, কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ।"—অর্থাৎ 'আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি রাগদ্বেষাদিদ্বারা মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হয় ; কিন্তু পরমেশ্বর শাসন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিলেও তাঁহার দৃষ্টি আমাদিগের ন্যায় ঐ মায়িক বিষয়ে অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়জয়াভিলাষী কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবানের সেবা না করিবেন ?

টিপ্পনী

শ্রীশুকদেব (ভাঃ ৫।২৫।১ গদ্যে) বলিয়াছেন—"পাতালের তলদেশে অনন্ত ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম অনন্ত। এই মূর্তি বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, তবে রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহার-কার্যাদি করেন বলিয়া ইঁহাকে তামসী বা তমোময়ী বলা হইয়াছে।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ 'তামসী'-শব্দের অর্থে বলিয়াছেন—"তামসী তমঃ-কার্যসংহারপ্রবর্তয়িত্রী, ন তু তমোময়ী মূর্তি 'নঃ পুরুরূপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধমি'ত্যাদি বিরোধাৎ।"—অর্থাৎ 'সংহার হইল তমোগুণের কার্য, তাহাতে প্রবর্তন করেন বলিয়া মূর্তিকে তামসী বলা হইয়াছে, নচেৎ মূর্তি তমোময় নহে; তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত (ভাঃ ৫।২৫।১০) শ্লোকাংশের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

"ভবানীনাথৈঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১৭ ১৬) গদ্যাংশের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"তামসীঃ তমঃ-কার্যভূতস্য সংহারস্য প্রবর্তয়িত্রীঃ বস্তুতস্তু তুরীয়াং তমোরজঃসত্ত্বেভ্যোঽপি পরাং শুদ্ধচিন্ময়ীমিত্যর্থঃ।"—অর্থাৎ 'তামসীর অর্থ তমঃকার্যভূত যে সংহার, তাহার প্রবর্তয়িত্রী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ মূর্তি তুরীয়া অর্থাৎ তমোরজঃসত্ত্ব হইতে ভিন্না ও শ্রেষ্ঠা শুদ্ধচিন্ময়ী মূর্তি, তমোময়ী নহে।' এই গদ্যাংশকেই উদ্দেশ করিয়া ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"পার্বতী প্রভৃতি নবার্বুদ নারী লঞা। সঙ্কর্ষণে পূজে শিব উপাসক হঞা। পঞ্চমস্কন্ধের এই ভাগবত-কথা। সর্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরামগাথা॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০-২১)।

ভাঃ ৫।২৫ ১০ শ্লোকাংশের উদ্ধারকালে শ্রীজীবপাদ উহাকে শ্রীনারদবাক্যের অনুবর্তনে শ্রীশুকোক্তি বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, ৯ম শ্লোক হইতে ১৩শ শ্লোক পর্যন্ত ভগবন্মহিমা-বর্ণনটী শ্রীনারদ শ্রীব্রহ্মার সভায় কীর্তন করিয়াছিলেন (৮)। এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়া শ্রীশুকদেব বলেন—"যথোপদেশমনুবর্ণিতাঃ" (১৪)—অর্থাৎ 'আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ বর্ণন করিলাম।' শ্লোকটীর ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—'যে ভগবানে এই কার্যকারণাত্মক জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন।'

স্কন্দপুরাণাদিতে যেখানে যেখানে বিভ্রমোৎপাদক কথা দেখা যায়, সেগুলি তামসকল্পের বর্ণনা, তাহাতে ভগবান্ স্বীয় মহিমা গোপন রাখিয়াছেন। যেমন তিনি শ্রীশিবকে বলিয়াছিলেন—"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" (পদ্মপুরাণ)। "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশং চ মাং কুরু॥" (বরাহপুরাণ)।—অর্থাৎ "নিজসম্বন্ধীয় কল্পিত তন্ত্রাদিদ্বারা লোককে আমা হইতে বিমুখ করুন ও আমাকে গোপন করুন, তবেই সৃষ্টি উত্তোরত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। হে রুদ্র, মোহশাস্ত্রসমূহ রচনা করাইয়া নিজেকে প্রকাশ ও আমাকে অপ্রকাশ করুন।"

যে অংশটী অতিরিক্ত পাঠ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদই যথেষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতেছে, উহার বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

দশমস্কন্ধোদ্ধৃত (ভাঃ ১০।৭৭.৩০) শ্লোকটীর সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ বর্ণন করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। রুক্মিণী দেবীর বিবাহকালে পরাজিত রাজন্যবর্গমধ্যে শিশুপালের সখা শাল্ব পৃথিবী যাদবশূন্যা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তজ্জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া শিবের আরাধনাপূর্বক তাঁহার নিকট দেবাসুরমনুষ্যাদির ভয়ঙ্কর, ইচ্ছানুরূপগতিশীল 'সৌভ'-নামক এক বিরাট্ অন্ধকারময় যান প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যস্থ বিশাল সৈন্যদ্বারা দ্বারকানগরী অবরোধ করিয়া তাহা হইতে প্রস্তরাদি বর্ষণপ্রভৃতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীরগণ সপ্তবিংশতি দিবস অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে শাল্ব তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার গদাঘাতে শাল্ব রক্তবমন করিতে করিতে

বিভুত্বমাহ (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্। পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

টীকা চ—"বন্ধনং হি বহিঃপরীতেন দাম্না অন্তরাবৃতস্য ভবতি, তথা পূর্বাপরবিভাগবতো বস্তুনঃ পূর্বতো দাম ধৃত্বা পরতঃ পরিবেষ্টনেন ভবতি। ন ত্বেতদস্তীত্যাহ—ন চান্তরিতি। কিঞ্চ

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব ভগবানের বিভুত্ব বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪):—'যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপক, পূর্বপশ্চাৎকালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্তমান, যিনি জগতের পূর্ব ও অপর অর্থাৎ কারণ ও কার্য, সর্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তঃ-বাহ্য, এবং জগৎ তাঁহারই শক্তির কার্য বলিয়া যিনি জগৎস্বরূপ ('জগচ্চ যঃ') অথবা যিনি সমষ্টি-জগৎ ('জগচ্চয়ঃ'), সেই অব্যক্ত বা অপ্রকাশ্য, অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত) মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র মনে করিয়া যশোদাদেবী তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ এই জগতের সাধারণ বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।" স্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন —"বন্ধন হয় মধ্যে আবৃত বস্তুর বহির্দিকে দাম বা রজ্জু বেষ্টন করিয়া; তাহাতে বস্তুটী হইবে পূর্ব ও অপর বিভাগবিশিষ্ট; উহার পূর্বভাগে দাম ধরিয়া পরভাগে পরিবেষ্টন করিয়া বন্ধন সিদ্ধ হয়। ভগবৎসম্বন্ধে ত' এরূপ হয় না।

টিপ্পনী

অন্তর্হিত হইলে এক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট দেবকীপ্রেরিত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক শাল্বকর্তৃক বসুদেবের অপহরণ সংবাদ প্রদান করিল। তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন শাল্ব বসুদেবতুল্য এক মূর্তিকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাহার মস্তক ছেদনপূর্বক সৌভমধ্যে প্রবেশ করিল। শাল্বের মায়া বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ গদাঘাতে সৌভ চূর্ণীকৃত করিয়া দিয়া সুদর্শনচক্রে শাল্বের মস্তক ছেদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐ সাময়িক কাতরতা অসম্ভব বলিয়া শ্রীশুকদেব এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ঋষিগণ-বর্ণিত বাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ এইরূপ,—পূর্বে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণের আজ্ঞা লইয়া স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন। পরে রাজসূয়যজ্ঞশেষে কিছু দুর্লক্ষণ দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতেছেন—'আমি ও শ্রীবলদেব উভয়েই চলিয়া আসাতে শত্রুগণ হয় ত' দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছে।' এই খানেই বিরোধ লক্ষিত হইতেছে। ইহার পরের দুইটী শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"অজ্ঞজনোচিত শোক, মোহ, স্নেহ, ভয়ই বা কোথায়, আর অখণ্ড-জ্ঞান-বিজ্ঞানৈশ্বর্যশালী পরিপূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? সজ্জনশরণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মোহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের মত বলিবার জন্য শ্রীজীবপাদ পুনরায় (২৭ অনুচ্ছেদে গৃহীত) পৃথিবীদেবীর বাক্যের (ভাঃ ১১।১৬।২৭-৩১) সত্য, শৌচ প্রভৃতি ঊনচত্বারিংশৎসংখ্যক গুণের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া তাহাদের নিত্যত্ব ও স্বরূপ-ভূতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; আর (৩০ অনুচ্ছেদে গৃহীত) শ্রীদেবকীর বাক্যেরও (ভাঃ ১০।৩।২৫ ২৭) প্রশংসা করিয়া বর্তমান অনুচ্ছেদের শ্রীশুকোক্তির (ভাঃ ৫।২৫।৯) ভগবৎস্বরূপ যে অনন্ত ও অনাদি অর্থাৎ নিত্য, তাহা বিশেষরূপে স্থাপন করিলেন। ৩১।

ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি, তত্রাত্র বিপরীতমিত্যাহ, পূর্বাপরমিতি। কিঞ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবান্ন বন্ধ ইত্যাহ। জগচ্চ য ইতি। তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজমাত্মজং মত্বা ববন্ধেতি" ইত্যেষা।

"জগচ্চ য" ইত্যত্র যস্য কারণস্য ব্যতিরেকেণ কার্যস্য জগতো ব্যতিরেকঃ স্যাদিতি তদনন্যস্য জগতস্তচ্ছক্তৈব্যেব শক্তেস্তদংশাংশরূপয়া রজ্জ্বা কথং বন্ধঃ স্যাৎ; ন হি বহ্নির্মর্চিষো দহেয়ুরিতি ভাবঃ। তং মর্ত্যলিঙ্গমিত্যাদৌ টীকাকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ—ননু সর্বব্যাপকং কথং ববন্ধ, নহি ব্রহ্মাণ্ড-গোলকাদিকমপি কশ্চিদ্বধ্নাতি? তত্রাহ মর্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যবিগ্রহম্। তর্হি কথং ব্যাপকত্বম্?

অনুবাদ

কেন—তাহাই বলিতেছেন: তাঁহার অন্তর্ভাগও নাই, বহির্ভাগও নাই, ইত্যাদি। আর এক কথা—ব্যাপ্য বস্তুর বন্ধন হয়, এ ক্ষেত্রে তাহা বিপরীত; কেননা তিনি জগতে পূর্ব ও অপর, সর্বব্যাপক। আরও এক কথা—তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কিছু না থাকায় বন্ধন হইতে পারে না, কেননা জগৎ ত' তিনিই। সেই মানুষের আকারবিশিষ্ট অধোক্ষজতত্ত্বকে স্বপুত্র মনে করিয়া বাঁধিলেন।" এই টীকা। 'জগৎও যিনি'—এই কথায় বুঝাইতেছে যে, কারণের অভাবে কার্যরূপ জগতেরই অভাব। ভগবান্ হইতে অন্যান্য অর্থাৎ অনতিরিক্ত জগতের রজ্জুদ্বারা কিরূপে বন্ধন হইবে, যে রজ্জু তাঁহারই শক্তিবশে সেই শক্তির অংশাংশরূপ মাত্র? অগ্নির শিখাসমূহ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ নয়, এই ভাবার্থ। 'তং মর্ত্যলিঙ্গম্' ইত্যাদি স্থলে টীকাকার স্বামিপাদেরও এই মত।

যদি প্রশ্ন হয় যে, তিনি যদি সর্বব্যাপক, তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপে বাঁধিলেন, যখন ব্রহ্মাণ্ড-গোলক বা গোলকাকৃতি ব্রহ্মাণ্ডকেই কেহ বন্ধন করিতে পারে না? তাহার উত্তর—তিনি মর্ত্যলিঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্যবিগ্রহ। তাহা হইলে ব্যাপকত্ব কিরূপে হইল? তাহার উত্তর—তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ তাঁহাকর্তৃক ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অধঃকৃত অর্থাৎ তিনি সর্বেন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর, তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণযোগে অচিন্তনীয়। অতএব ঐরূপ আকারবিশিষ্ট (মনুষ্যাকার) হইলেও তাঁহাতে অবশ্যই বিভুত্ব বর্তমান, এই ভাবার্থ। আর অধোক্ষজ বলিয়াই তাঁহার অব্যক্তত্বও ব্যাখ্যাত হইল, আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

টিপ্পনী

দামবন্ধনাত্মক শ্লোক দুইটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত যিনি নিজমায়াগুণে বদ্ধ রাখিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপক মহামহেশ্বরকে স্বপ্রেমবলেই পট্টময় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। বন্ধন সম্ভব হয় বহির্দিকে বেষ্টিত রজ্জুদ্বারা আবৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুর; কিন্তু যাঁহার বিভুত্ব বা ব্যাপকত্বহেতু বহির্দেশ নাই, আর তাঁহার (বাহ্যপ্রদেশের প্রতিযোগিরূপে) অন্তর্দেশও নাই, তাঁহার সম্বন্ধে রজ্জু থাকিবে কোথায় যে, তাহাদ্বারা আবরণ করা যাইবে? সর্বদেশব্যাপকত্ব বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে সর্বকালব্যাপকত্বও বলিতেছেন যে, তাঁহার পূর্বও নাই, পরও নাই। আর ব্যাপকদ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন হয়, এক্ষেত্রে তাহার বিপরীত; তিনিই জগতের পূর্বাপর ও অন্তর্বহিঃ। আর তিনিই জগৎ, যেহেতু জগৎ তাঁহার শক্তির কার্য। অতএব সম্পূর্ণ জগৎ দিয়াও তাঁহার বন্ধন সম্ভবপর নয়, সুতরাং জগতের অংশ রজ্জুদ্বারা কি করিয়া হইবে? আর তিনি সাকার বলিয়া তাঁহার বিভুত্ব নাই, ইহাও বলা চলে না, যেহেতু যশোদাদেবী সাকার তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) উদরে (মৃত্তিকা ভক্ষণের সময়ে) সর্ব জগৎ দেখিয়াছিলেন। তবে তিনি কি প্রকারে

তত্রাহ—অধোক্ষজম্ অধঃকৃতমিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন তং, সর্বেন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচরং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরচিন্ত্যস্বরূপমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তদাকারত্বেঽপি তস্মিন্ বিভুত্বমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অধোক্ষজত্বাদেবাব্যক্তত্বমপি ব্যাখ্যাতমিতি তন্নোদ্ধৃতম্। নন্বু মনুষ্যবিগ্রহত্বেঽপ্যপরিত্যক্তবিভুত্বং কথং মাতুর্নাস্ফুরৎ? তত্রাহ, আত্মজং মত্বেতি। বৎসলাখ্যবিধপ্রেমরসবিশেষস্য স্বভাবোঽয়ং, যদসৌ স্বানন্দপূরণে তস্য তাদৃশত্বং প্রত্যনুভবপদ্ধতিম্ আবৃণোতীত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চাতদ্বীর্যকোবিদত্বং তস্যা

অনুবাদ

আচ্ছা, মনুষ্য-বিগ্রহ হইলেও বিভুত্ব পরিত্যক্ত হয় না, ইহা মা যশোদার নিকট স্ফূর্তিপ্রাপ্ত (মনে উদিত) হয় নাই কেন? ইহার উত্তর—তাঁহাকে পুত্র বলিয়া মনে করার জন্য। বাৎসল্যাদি নামক প্রেমরসবিশেষের এই স্বভাব যে, উহা নিজ আনন্দের পূর্ণতা-জন্য তাঁহার এই প্রকার বিভুত্বাদি ঐশ্বর্যের অনুভব-প্রবৃত্তিকে আবৃত করিয়া রাখে,—ইহাই তাৎপর্য। এই প্রকারই শ্রীযশোদাদেবীর শ্রীকৃষ্ণের বীর্য বা বিভুত্বের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই (যাহা পূর্ববর্তী ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন) তাঁহার মাহাত্ম্য, যেহেতু উহা যদ্দ্বারা রজ্জুসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, সেই প্রেমরসের ভাবপ্রকাশকস্বরূপ। (কয়কটী শ্লোক

টিপ্পনী

বাঁধিলেন? উত্তর এই যে—তাঁহাকে তিনি পুত্র মনে করিয়া, অর্থাৎ তাঁহাকে অসাধারণ বাৎসল্যপ্রেমের বিষয়ীভূত করিয়া বাঁধিলেন। তিনি প্রেমাধীন বলিয়া তাঁহার বিভুত্বতত্ত্বের স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিযোগে এই বন্ধন। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রেমবশ বলিয়া তাঁহার মহৈশ্বর্য প্রচ্ছন্ন; মর্ত্যলিঙ্গ বা মনুষ্যাকার হইয়াও তিনি অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়। যেমন প্রাকৃত বালককে বাঁধে, সেইরূপই চিৎপুঞ্জে তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন; অহো! ধন্য মাতার প্রেমবল, ইহাই তাৎপর্য॥"

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের মর্ম এই যে, দেবাদির আদি কারণই ভগবান্; সুতরাং তাঁহারও আদি থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের এবং কাহারও চিন্তনীয় নহে। 'সমানাধিকরণ'বিষয়ে দ্রষ্টব্য এই যে, মূল শ্লোক দুইটীর প্রথমটীতে 'যাঁহার' ও 'যিনি', দ্বিতীয়টীতে 'তাঁহাকে' বলিয়া ব্যাকরণের 'যৎ-শব্দ তৎ-শব্দের উপাদান'—এই বিধি পালিত হইয়াছে।

ভগবান্ সাকার, সুতরাং তাঁহার ব্যাপ্যত্ব চিন্তিত হয়, তথাপি তিনি বিভু বা ব্যাপক; এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম হইলেও, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্তই পরস্পর সমঞ্জস। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রীব্যাসদেবরচিত ব্রহ্মতর্কের মধ্যে এই বিচার দৃষ্ট হয়, যথা—"…পৃথগ্ গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি। বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥ ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্তব্যক্তিবিশেষণম্। ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ। বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদেব তু। সর্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে।…"—অর্থাৎ 'গুণাদির (গুণি প্রভৃতি হইতে) পৃথগবস্থানের অভাবহেতু, এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি, এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু অংশিপ্রভৃতি অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি বিষ্ণুর পক্ষে এ সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, ব্যক্তি (প্রকাশ) ও অব্যক্তি (অপ্রকাশ)-এর ভেদ, ভাব (অস্তিত্ব) ও অভাব (অনস্তিত্ব)—এই দুইটীর ভিন্নরূপে ব্যবহারও সেইরূপ; আর বিশেষ ও বিশিষ্টেরও অভেদত্ব ঐ প্রকারই। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তি বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই যোগ্য।…"

লৌকিক ক্ষেত্রেও ইহার অংশতঃ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়' যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনের বিকার যে ঔষধ নষ্ট করে, তাহার উপাদানগুলি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম হইলেও তাহাদের পরস্পর বিরোধশক্তিত্রয় পরস্পর সমঞ্জস হইয়া মহৌষধ হয়। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পরস্পরবিরুদ্ধশক্তিগুলিও তাঁহাতে থাকিয়া সমঞ্জসভাবে কার্য করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মাহাত্ম্যমেব, তং রজ্জুভির্বদ্ধমপি কর্তুস্তস্য প্রেমরসস্থানুভাবরূপত্বাৎ। তদুক্তম্—"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ"—(ভাঃ ১০।৯।২০) ইত্যাদি। প্রাকৃতং যথেত্যনেন অধোক্ষজমিত্যনেন চ বস্তুতো ব্যাপকত্বং মায়য়া তু মর্ত্যলিঙ্গত্বমিত্যপি পরিহৃতম্। যদ্ধি তর্কগোচরো ভবতি, তত্রৈব কদাচিদসম্ভবরীতিদর্শনেন সাংভ্যুপগম্যতে, যত্তু স্বতএব তদতীতং তত্র তৎস্বীকৃতিরতীবমূর্খতা। যথা বাড়বনাম্নো বহ্নের্জলনিধি-মধ্য এব দেদীপ্যমানতায়ামৈন্দ্রজালিকতাস্বীকরণম্। শ্রুতিশ্চ "অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেত্যাদ্যা।" কিঞ্চ যদ্গতং বন্ধনং, তস্য শ্রীবিগ্রহস্যৈব ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যাৎ, তস্যাস্তত্রকোবিদত্বোপপাদনত্বাচ্চ। তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সম্ভবতি,

অনুবাদ

পরেই কথিত হইয়াছে (ভাঃ ১০।৯।২০): "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥"—'গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, এমন কি স্বীয় অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'ন নাই।' (মূল ১৪শ শ্লোকের) "প্রাকৃতং যথা" ('এই জগতের সাধারণ বালকের ন্যায়') এই কথা বলায়, আবার "অধোক্ষজং" (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত) বলায় 'তিনি বস্তুতঃ ব্যাপক বটে, কিন্তু মায়াযোগে মনুষ্যাকার'—এই প্রকার আক্ষেপ পরিত্যক্ত বা নিরস্ত হইয়াছে। যাহা তর্কের গোচর, তাহাতে কখনও অসম্ভবরীতি দেখিলে মায়া স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু যাহা স্বতঃই মায়াতীত, তাহাতে মায়ার

টিপ্পনী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা হইতে উদ্ধৃত (৫।৪৩) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ): " 'প্রপদসীম্নি'র অর্থ পাদপদ্মের অগ্রভাগে। শ্রীনারদ বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৬৯।২):—'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥"—অর্থাৎ 'ইহা অতি বিচিত্র যে, শ্রীকৃষ্ণ একই দেহে একই কালে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শসহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' গোপালতাপনীতে (পূর্ব ৩১) বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, সর্বব্যাপক, সকলের (দেবাদিজীবসমূহের) পুজ্য, এক অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস মূর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।' অতএব সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—'অবিচিন্ত্যতত্ত্ব'; ভাঃ তৃতীয়স্কন্ধে (৩৩।৩) বলিয়াছেন—'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ'—অর্থাৎ 'তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর, তর্কাতীত সহস্রশক্তিসম্পন্ন'; স্কন্দপুরাণে ও মহাভারতে বলিয়াছেন—'যে সকল ভাব অচিন্তনীয়, তাহাতে তর্কের যোগ করিবে না; আর যাহা প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্য—এই লক্ষণ'; ব্রহ্মসূত্র (২।১।২৭) 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ',—অর্থাৎ 'শ্রুতির মূলই হইল অপৌরুষেয় শব্দ; ভাষ্যেরও যুক্তি এই যে 'অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাবঃ',—অর্থাৎ 'লৌকিক মণিমন্ত্রমহৌষধির প্রভাবই যখন অচিন্ত্য, তখন লোকাতীত ব্রহ্ম যে অবিচিন্ত্যশক্তি, তাহাতে সন্দেহের স্থল নাই।'—এই ভাবার্থ। বর্তমান যুগের ভক্তিগঙ্গাভগীরথ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যচুড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্লোকটীর তাৎপর্য এইরূপ দিয়াছেন,—যথা—"শুদ্ধভক্তির আস্বাদনই, গোবিন্দের চরণারবিন্দলাভ। অষ্টাঙ্গযোগিগণ শতকোটি বৎসর যাবৎ সমাধিক্রমে যে 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং অদ্বৈতবাদিমুনিশ্রেষ্ঠগণও তৎসংখ্যককাল চিদচিৎ বিচার করিতে বসিয়া, 'ইহা নয়, ইহা নয়'—এইরূপে মায়িকবস্তু একটি একটি করিয়া পরিত্যাগ করতঃ অবশেষে যে নির্বিশেষ চিন্তারূপ মায়াতীত নির্ভেদব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা কৃষ্ণের চরণকমলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশমাত্র, চরণকমল নয়। মূল কথা এই যে,

করচরণাদ্যাকারসন্নিবেশাৎ। তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নত্বং বিভুত্বঞ্চ যুগপদেব। মূলসিদ্ধান্ত এব পরস্পরবিরোধিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতম্। দৃশ্যতেঽপি লোকে ত্রিদোষঘ্নমহৌষধীনাং তাদৃশত্বম্। তথৈব বিভুত্বমুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৪)—

"পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অনুবাদ

স্বীকার অত্যন্ত মূর্খতা, যেমত সমুদ্রমধ্যে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিলে তাহাকে ইন্দ্রজালসম্ভূত বলিয়া স্বীকার মূর্খতার পরিচয়। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"পরবর্ত্তী দেবগণ ইহারই প্রেরণায় উদ্ভূত; কে জানিবে যাহা হইতে তিনি আবির্ভূত?" ইত্যাদি। অধিকন্তু যাঁহাকে লইয়া বন্ধন, তাঁহার শ্রীবিগ্রহই ব্যাপক, ইহাই ব্যক্তব্য, যেহেতু 'যাহা' 'তাহা'—এই দুইটী সমানাধিকরণ অর্থাৎ পূর্বাপর পক্ষের সঙ্গতি স্থাপক, আর যশোদাদেবী ঐবিষয়ে অনভিজ্ঞা (১২ শ্লোক)—ইহার উপপাদনহেতু। পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপ্য হইলেই বিগ্রহত্ব, যেহেতু তাহাতে করচরণাদি আকারের সন্নিবেশ আছে। অতএব তাঁহাতে পরিচ্ছিন্নত্ব (ব্যাপ্যত্ব) ও বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব), উভয়ই এককালে বর্তমান। মূলসিদ্ধান্তে তিনি পরস্পর বিরোধী শত শত শক্তির আধার, ইহাই দর্শিত হইল। সাধারণ লৌকিক ক্ষেত্রেও ত' ত্রিদোষনাশক মহৌষধিসমূহও ঐপ্রকার (পরস্পর বিরোধাত্মক)।

এইপ্রকার বিভুত্ব ব্রহ্মসংহিতাতে (৫।৩৪) কথিত হইয়াছে—"সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ুনিয়মন-পথ, অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর মুনিদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শতকোটী বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমা মাত্র (অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশমাত্র) প্রাপ্ত হয় (কিন্তু চরণকমল প্রাপ্ত হয় না), আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"

টিপ্পনী

'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়' মায়িকজগৎ ও চিজ্জগতের মধ্যসীমা, কেননা ঐ দুই অবস্থা অতিক্রম না করিলে চিদ্বিশেষের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সে সকল অবস্থা কেবল মায়িক সম্বন্ধজনিত দুঃখের অভাবমাত্র, সুখ নয়। যদি সেই কষ্টাভাবকে কিয়ৎপরিমাণে সুখও বলা যায়, তাহা হইলেও উহা অত্যল্প ও তুচ্ছ। প্রাকৃত অবস্থা নাশ করিলেই যে যথেষ্ট, তাহা নয়; কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত অবস্থায় স্থিতিলাভই লাভ। তাহা কেবল চিৎস্বরূপা ভক্তির কৃপায়ই পাওয়া যায়, নীরস চিন্তামার্গে পাওয়া যায় না। এতৎপ্রসঙ্গে তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদ টিপ্পনীসহ আলোচ্য।

ইহার পরে শ্রুত্যাদি হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই বলা হইয়াছে যে শ্রীভগবানে যুগপৎ বিরুদ্ধপ্রভাবযুক্ত শক্তিসমূহ সামাঞ্জস্যভাবে বর্তমান। প্রাকৃতিক বুদ্ধিযোগে এসমস্ত অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য। উদ্ধৃত গীতশ্লোকেও ভগবান্ 'অব্যক্তমূর্তি' বলিয়া তাঁহার স্বভাব ও বিগ্রহ প্রাকৃতবুদ্ধিবলে বিচারের অগোচর দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে দক্ষিণমথুরায় (বা মাদুরায়) রামসীতাভক্ত ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫): "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর। বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥" উদ্ধৃত গীতাশ্লোকের

শ্রুতিশ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা "অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণঃ" ইতি। তথা নৃসিংহতাপনী (৬) চ "তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্বতোমুখমসর্বতোমুখম্" ইত্যাদিকা। ব্রহ্মপুরাণে—

"অস্থূলোঽনণুরূপোঽসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ। বিরুদ্ধধর্মরূপোঽসাবৈশ্বর্যাৎ পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি। তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুধর্মে—

"পরমাণ্বন্তপর্যন্তসহস্রাংশাণুমূর্তয়ে। জঠরান্তাযুতাং শান্তস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে॥" ইতি।

অতঃ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ (গীতা ৯।৪-৫)—

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

অব্যক্তমূর্তিনেতি তাদৃশরূপত্বাদ্বুদ্ধি-বৈভবাগোচরস্বভাববিগ্রহেণেত্যর্থঃ। শ্রীশুকঃ॥ ৩২॥

অনুবাদ

মধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতিও বলিয়াছেন—"হরি অস্থূল, অনণু (অসূক্ষ্ম), অমধ্যম, মধ্যম, অব্যাপক, ব্যাপক, আদি, অনাদি, অবিশ্ব, বিশ্ব, সগুণ, নির্গুণ। নৃসিংহতাপনীশ্রুতিও (৬) এইরূপ বলিয়াছেন—"ভগবান্ তুরীয় (চতুর্থমান তত্ত্ব), অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র, অনুগ্র (উগ্রতাবিহীন), বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষ্ণু (ব্যাপক),অবিষ্ণু (অব্যাপক),জ্বলনশীল,অজ্বলনশীল,সর্বতোমুখী,অসর্বতোমুখী, ইত্যাদি। ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন—"পুরুষোত্তম ভগবান্ অস্থূল ও অসূক্ষ্মরূপ, অবিশ্ব ও বিশ্ব ; ঐশ্বর্যবলে উঁহার ধর্মসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ।" শ্রীবিষ্ণুধর্মেও ঐরূপ দেখা যায়, যথা—"পরমাণুর শেষ সীমাতেও সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত সূক্ষ্মমূর্তিময় হইয়াও যিনি উদর-সীমাপর্যন্ত অযুতাংশে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ধারণ করিয়া আছেন, সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি।" অতএব গীতোপনিষদে (৯।৪-৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"এই সমগ্র জগৎ অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়মূর্তি আমাকর্তৃক ব্যাপ্ত; সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি। তা' বলিয়া ভূতসমূহ আমাতে (অর্থাৎ আমার শুদ্ধ স্বরূপে) অবস্থিতও নয় ; আমার অঘটন-ঘটন-পটু যোগৈশ্বর্য দর্শন কর।" 'অব্যক্তমূর্তি'—তাদৃশ রূপ বলিয়া বুদ্ধি-বৈভবের অগোচরস্বভাববিশিষ্ট-বিগ্রহ, ইহাই তাৎপর্য॥ ৩২॥

টিপ্পনী

(৯।৪-৫) টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ) :—"আমার মূর্তি বা স্বরূপ অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়। এইরূপ কারণভূত আমাদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত,যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—অর্থাৎ সৃজন করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন'—ইত্যাদি ; অতএব সর্বভূত চরাচর কারণভূত আমাতে থাকে বলিয়া তাহারা 'মৎস্থ'। এইরূপ বলিয়া নিজ-কার্য ঘটাদিতে যেমন মৃত্তিকাদি থাকে, আমি যে সেই সমস্ত ভূতসমূহে থাকি, তাহা নহে ; যেহেতু আমি আকাশের তুল্য অসঙ্গী। আবার আমার অসঙ্গতাহেতু ভূতসকল আমাতে অবস্থিতও নহে। যদি বল, তবে তোমার পূর্বোক্ত ব্যাপকত্ব ও আশ্রয়ত্ব—এই দুইটী ধর্ম পরস্পরবিরুদ্ধ। ইহার উত্তর—আমার ঐশ্বর বা অসাধারণ, যোগ বা যুক্তি,

তদেবং পরিচ্ছিন্নস্যৈব তদাকারস্য বিভুত্বং পুনর্বিদ্বদনুভবেনোক্তপোষন্যায়েন দর্শয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে। তত্রৈকাদশপদ্যান্যাহ (ভাঃ ১০।১৪।১১)—

"ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥"

স্পষ্টম্।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীভগবানের পরিচ্ছিন্ন বা আবৃত বিগ্রহের বিভুত্ব পুনর্বার বিদ্বদ্গণের অনুভূতিযোগে 'উক্ত-পোষ' (কথিত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণ) ন্যায়ানুসারে প্রদর্শন করিবার জন্য প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। সেই বিষয়ে ব্রহ্মা (শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রে) একাদশটী শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা—(ভাঃ ১০।১৪।১১): "তমঃ (প্রকৃতি), মহৎ (মহত্তত্ত্ব), অহং (অহঙ্কার), খ (আকাশ), চর (বায়ু), অগ্নি (তেজ), বাঃ (জল), ভূ (ভূমি)—এই সকলদ্বারা সংবেষ্টিত অণ্ডঘটে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটমধ্যে স্থিত) স্বমানে বা নিজহস্তের মাপে) সপ্তবিতস্তি বা সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত শরীরধারী আমি (ব্রহ্মাই) বা কোথায়, আর যাঁহার রোমকূপরূপ বায়ুপথ বা গবাক্ষপথে এইরূপ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায় ? (অর্থাৎ আমি আপনার নিকট এত নগণ্য যে তুলনাই হয় না)।" ইহার অর্থ স্পষ্ট।

টিপ্পনী

অর্থাৎ অঘটনঘটনায় এই চাতুর্য দেখ; আমার যোগমায়ার বৈভব মনের চিন্তার অতীত অবিতর্ক্য বলিয়া আদৌ বিরুদ্ধ নহে।" ৩২ ॥

শ্রীব্রহ্মোক্ত প্রথম শ্লোকটীকে শ্রীজীবপাদ 'স্পষ্টার্থ' বলিলেও শ্রীস্বামিপাদের ও চক্রবর্তিপাদের টীকা হইতে কিছু উদ্ধার একেবারে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ): "যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপত্তি করেন যে তুমি (ব্রহ্মা)ও ত' ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ ঈশ্বর, এই শ্লোকটী তাহারই উত্তর।···প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত (এই আটটী) দ্বারা বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্বহস্ত পরিমাণে আমার দেহ সপ্তবিতস্তি (সাত বিঘৎ) মাত্র। আর আপনি কিরূপ ? এইরূপ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড আছে, যাহারা আপনার রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর ন্যায় গতায়াত করিতেছে। আপনি এইরূপ বিরাট্ পুরুষ। সুতরাং তুলনা কিরূপে হইবে ? অতএব অতি তুচ্ছ আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র ॥" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"······এই প্রকার আপনার মহিমা বা ঐশ্বর্য কোথায় ? এখানে শ্রীকৃষ্ণকে (তাঁহার অংশকলা) মহৎস্রষ্টা (কারণার্ণবশায়ী) প্রথম পুরুষের সহিত এক করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব আমার যে আপনার নিকট ঐশ্বর্য বা বিক্রম, তাহা গরুড়ের সমক্ষে শলভপতঙ্গের বিক্রমের ন্যায় গণনার যোগ্য নহে।" শ্রীব্রহ্মা এই তত্ত্বটী আরও স্পষ্ট করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮):—"যস্যৈকনিঃশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য, জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"—অর্থাৎ 'মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার লোমকূপগত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" 'জীবিত থাকেন'—অর্থাৎ স্ব-স্ব-অধিকারিরূপে জগতে প্রকট থাকেন। —শ্রীজীবপাদের টীকা। শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে শ্রীব্রহ্মার অতিমাত্র নগণ্যত্ব-প্রদর্শনার্থ শ্রীরূপপাদ তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (পূর্বখণ্ডের ৫।৩২০-৩২৩) একটী পৌরাণিক আখ্যান

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ, কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং, তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।১২)

অতঃ সর্বস্য তব কুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাত্বান্মাতৃবদপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ।

কিঞ্চ, বিশেষতস্তু ত্বত্তো মজ্জন্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ (ভাঃ ১০।১৪।১৩)—

"জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে, নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা, কিংত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥"

অনুবাদ

(ভাঃ ১০।১৪।১২) :—"হে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ভগবন্), গর্ভমধ্যস্থ সন্তান পদদ্বয় ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ করিলে কি মাতার নিকট তাহার অপরাধ হয়? আপনার কুক্ষির অনন্ত বা বহির্ভূত কি থাকা, না থাকা অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম বা কার্য-কারণ-নামে কিছু আছে?" (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা)—অতএব সমস্তই যখন আপনার কুক্ষিগত, আমিও সেইরূপ; সুতরাং মাতার ন্যায় আমার অপরাধ আপনাকে সহ্য করিতে হইবে। এই ভাবার্থ। অধিকন্তু বিশেষতঃ আপনা হইতেই আমার জন্ম, একথা প্রসিদ্ধ। তাই বলিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৩) :—"পুরাণবচন না হয় নাই মিথ্যা হইল (অর্থাৎ যদি সত্যই হয়) যে, যৎকালে প্রলয়বারিতে ত্রিভুবন নিমগ্ন হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের নাভিনাল হইতে অজ (ব্রহ্মা) নির্গত হইয়াছেন, তাহা হইলেও, হে ঈশ্বর, আমি কি আপনা হইতেই বাহির হই নাই? অর্থাৎ আমি নিশ্চয়ই আপনা হইতেই হইয়াছি॥"

টিপ্পনী

উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"একদিন দ্বারকায় দ্বারাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন,—'প্রভো, আপনার পাদপদ্ম-দর্শনার্থী ব্রহ্মা আসিয়াছেন।' প্রভু 'কোন্ ব্রহ্মা' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পুনরায় শুনিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন,—'সনকাদির পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা।' ব্রহ্মাকে আনয়ন করিলে তিনি 'কোন্ ব্রহ্মা'—এই প্রশ্নের রহস্য জানিতে চাহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিলে কোটি কোটি ব্রহ্ম গুণতি সমাগত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অষ্ট, চতুঃষষ্টি, শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটিমুখ ব্রহ্মাও আছেন; তাঁহারা উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে প্রণত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেলেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ২১।৫৯—৮৭) এই আখ্যায়িকাটী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন; তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীব্রহ্মোক্ত দ্বিতীয় (ভাঃ ১০।১৪।১২) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ) :—"উপরন্তু আমার অপরাধ অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে, যেহেতু আপনি মাতা।' এখানে দ্বিতীয় পুরুষ (গর্ভোদশায়ী) পদ্মনাভ বিষ্ণুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা বলিতেছেন—'গর্ভজাত শিশু পাদোৎক্ষেপ করিলে (পা ছুঁড়িলে) কি তাঁহার অপরাধ হয়, তাহা ত' নয়। 'অস্তি' বা 'নাস্তি' এই প্রকার ছলে ভূষিত মায়াবাদিমত খণ্ডিত করিয়া স্বমত-স্থাপনসহ বলিতেছেন,—সত্যরূপে বা মিথ্যারূপে জগদ্রূপ সুস্থিরীকৃত বস্তু কিয়দংশগত বা একভুবনাত্মক হইলেও কি আপনার কুক্ষির ভিতরে, না বাহিরে আছে? ভিতরেই; অতএব আমিও আপনার কুক্ষিগত বলিয়া আমি পুত্র, আপনি মাতা; সুতরাং আমার অপরাধ আপনাকে সহ্য করিতে হইবে।" পরবর্তী শ্লোকের টীকায় (ভাঃ ১০।১৪।১৩) চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদঃ) :—"আচ্ছা, পুত্র না হয় মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু সর্বদা ত' গর্ভে থাকে না? —এরূপ

তথাপি ত্বং ত্বত্তঃ কিং তু নোৎপন্নোঽস্মি ? অপি তু ত্বত্ত এবোৎপন্নোঽস্মীত্যর্থঃ। নন্বু যদ্যহং প্রলয়োদধিশায়ী নারায়ণঃ স্যাৎ, তর্হি মত্তস্ত্বমুৎপন্নোঽসীত্যপি ঘটতে, তত্ত্বন্যথৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ ভাঃ (১০।১৪।১৪)—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥"

হে অধীশ, ঈশস্য সর্বান্তর্যামিনো নারায়ণস্যাপ্যুপরি বর্তমান হে ভগবন্! ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতং স নারায়ণস্ত্বং নাসি, কিন্তু নারায়ণোঽসৌ তবৈবাঙ্গমংশঃ, যদ্যপ্যেবমথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নত্বাদঙ্গিনস্তব ত্বত্ত এবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। কথমসৌ নারায়ণ উচ্যতে, কথং বা মম তস্মাদ্বৈলক্ষ্যণং তত্রাহ—যোঽসৌ দেহিনামাত্মা অন্তর্যামিপুরুষঃ, অতএব নারস্য জীবসমূহস্য অয়নমাশ্রয়ো যত্রেতি তস্য নারায়ণত্বং সাক্ষাদ্ভগবতস্তব তু তদন্তর্যামিতায়ামপ্যৌদাসীন্যমিতিভাবঃ।

অনুবাদ

(গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা, যথা)—তবুও 'ত্বৎ' অর্থাৎ আপনা হইতে কি আমি উৎপন্ন হই নাই ? অপি তু আপনা হইতেই আমি উৎপন্ন—ইহাই তাৎপর্য। 'আচ্ছা, আমি যদি প্রলয়জলে শয়ান নারায়ণ হইতাম, তাহা হইলে বটে আমা হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, এ কথা সম্ভব হয়; কিন্তু ঘটনা ত' অন্য প্রকার'—এইরূপ একটী আপত্তির আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৪):—"হে অধীশ্বর (সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ), আপনি কি (মৎপিতা) নারায়ণ নহেন ? (বস্তুতঃ আপনিই মূল নারায়ণ); যেহেতু, আপনি সর্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মা ও সর্বলোকের সাক্ষী বা দ্রষ্টা, নার বা জীবসমূহের অয়ন বা জ্ঞাতা, অতএব নারায়ণ)। অধিকন্তু নর হইতে জাত জল অর্থাৎ প্রলয়জল যাহার আশ্রয় বা শয়নস্থান, সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বা বিলাসমূর্তি। আর তিনি আপনার স্বাংশ বলিয়াই সত্য, (বিরাট্‌রূপের ন্যায় আপনার নারায়ণরূপ) আপনার মায়ামাত্র নহে।" (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা, যথা)—"হে অধীশ, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব সর্বান্তর্যামী নারায়ণেরও উপরে বর্তমান হে ভগবন্'—এই অর্থ। 'হি'-শব্দে নিশ্চিত, 'আপনি সেই নারায়ণ নিশ্চয়ই ন'ন; কিন্তু ঐ নারায়ণ আপনার অঙ্গ বা অংশ; যদিও এইরূপ, তথাপি আমি তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন বলিয়া, আপনি যে তাঁহারও অঙ্গী, সেই আপনা হইতেই আমার উৎপত্তি',—এই ভাবার্থ। 'তাঁহাকে নারায়ণই বা কেন বলা হয় এবং আমারই বা তাঁহা হইতে কি প্রকার বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য ?' তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—'ঐ যে তিনি দেহী জীবগণের

টিপ্পনী

পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—"জগত্রয়ের প্রলয়ে সমুদ্রগণের সংপ্লব অর্থাৎ একীভবন হইলে সেই জলে অজ বলিয়া কেহ নির্গত হউক, আর না হউক; তাহা হইলেও আমি কি আপনা হইতেই নির্গত হই নাই ? অর্থাৎ হইয়াছি।' ইহাই তাৎপর্য।" এই বিচার তত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতেও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদঃ):—"নরতীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাত্মা,

কিঞ্চ, অখিললোকসাক্ষী, যস্মাৎ অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যতি তস্মাৎ। নারময়তে জানাতীতি নারায়ণোঽসৌ, ত্বং পুনস্তেনাংশেনৈব তদ্দ্রষ্টা, ন তু সাক্ষাদিতি তস্মাদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। তর্হি স নারায়ণস্ত্বং ন ভবসীতি মমাপ্যন্যথা নারায়ণত্বমস্তীতি ভবতাভিপ্রেতং, তৎ কথম্। ইত্যস্যোত্তরং তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি, অধীশেতি। ঈশঃ প্রবর্তকঃ। ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স নারায়ণঃ। ততোঽপ্যধিকৈশ্বর্যাদধীশস্ত্বমপি নারায়ণঃ। যথা মণ্ডলেশ্বরোঽপি নৃপতিস্তেষা-মধিপোঽপি নৃপতিরিতি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবত্ত্বেন তস্মাদপি পরত্বং কৃষ্ণ-সন্দর্ভে প্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে।

ননু—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি, তথা (বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৬)—

অনুবাদ

আত্মা অন্তর্যামী পুরুষ, অতএব যেহেতু নার অর্থাৎ জীবসমূহের অয়ন বা আশ্রয়, সেইজন্য তিনি নারায়ণ। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, আপনি কিন্তু তাহাদের অন্তর্যামিত্ব-বিষয়ে উদাসীন,—এই ভাবার্থ। অধিকন্তু তিনি অখিললোকসাক্ষী, যেহেতু অখিল লোককে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করেন, এইজন্য। নারকে (জীব-সমূহকে) অয়ন করেন বা জানেন, এইজন্য তিনি নারায়ণ; অপরপক্ষে আপনার অংশ তাঁহার যোগে আপনিও তাহাদের দ্রষ্টা বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ দ্রষ্টা নহেন, এই কারণেই আপনি তাঁহা হইতে বিলক্ষণ,—এই তাৎপর্য। 'তাহা হইলে তুমি বলিতে চাহিতেছ যে, সে নারায়ণ আমি নহি, তবে আমি অন্য প্রকারে নারায়ণ; সে কিরূপ?' ইহার উত্তর সেই 'অধীশ' এই সম্বোধনের দ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন। 'ঈশ'-অর্থে প্রবর্তক। অতএব নারের (জীবসমূহের) যাঁহা হইতে অয়ন বা প্রবৃত্তি, তিনি নারায়ণ। অতএব অধিক ঐশ্বর্যবান্ অধীশ, আপনিও নারায়ণ, যেমন মণ্ডলেশ্বরও নৃপতি, তাঁহাদের অধিপতিও নৃপতি, এইরূপ।' শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ; ইহা কৃষ্ণসন্দর্ভে পূর্বাপর সঙ্গতিসহকারে প্রদর্শিত হইবে।

আচ্ছা, বিষ্ণুপুরাণাদিতে যে দেখা যায়—"পণ্ডিতগণ জানেন যে, নর হইতে জাত তত্ত্বসমূহকে 'নার' বলা হয়। সেই সমস্ত তাঁহার পূর্ব আশ্রয়, এইজন্য তিনি নারায়ণ-নামে প্রসিদ্ধ। আর নর (বা পুরুষোত্তম) হইতে উদ্ভূত জলকে 'নার' বলা হয়। সেই জল তাঁহার পূর্ব আশ্রয়; অতএব তিনি নারায়ণ

টিপ্পনী

সনাতনঃ'—অর্থাৎ নৄ বা প্রাপণ বা প্রাপ্তি করান বলিয়া সনাতন পরমাত্মাকে নর বলা হয়। এই বচন অনুসারে নর-অর্থে পুরুষোত্তম; নারসমূহ তাঁহা হইতে জাত। স্বয়ম্ভু সেই নারসমূহে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ; যেহেতু, পুরুষ হইতেই জলসমূহ উদ্ভূত।"

শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য শ্রীরূপপাদ তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (পূঃ ৫।৩০২) শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২।২১) শ্লোক, যথা—"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্, তাঁহার সমান বা

—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি।

তস্যাপি নারায়ণত্বমন্যথাপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ, নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপীতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থা-স্তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যচ্চ, তচ্চাপি নারায়ণত্বং ভবতি। তর্হি কথং প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেনা-ন্যথা নির্বক্ষীত্যত আহ—সত্যং নেতি। তৎ প্রলয়োদধিজলাদ্যাশ্রয়ত্বং সত্যং ন, কিন্তু তথাজ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ। মায়াত্র প্রতারণশক্তিঃ, "মায়া দম্ভো কৃপায়াঞ্চেতি" বিশ্বপ্রকাশাৎ। দুর্বিতর্ক্য-স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নায়াস্ত্বন্মূর্তে র্জলাদিভিরপরিচ্ছেদাদিতি ভাবঃ। শ্লোকচতুষ্টয়েঽস্মিন্ যস্য নারায়ণস্যান্তর্ভূতং মদাদিকং সর্বমেব জগৎ, সোঽপি তবান্তর্ভূত ইতি তাৎপর্যম্। নারায়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ (মহানাঃ উঃ ৬)—

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"ইতি॥৩৩

অনুবাদ

বলিয়া জ্ঞাত" —তাহা হইলে অন্যপ্রকারেও তাঁহার নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ ;—এইরূপ তর্কের আশঙ্কার উত্তরে ব্রহ্মা আলোচ্য শ্লোকে বলিয়াছেন 'নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি'— অর্থাৎ নর হইতে উদ্ভূত যে সকল অর্থ বা ফল, আর নর হইতে জাত যে জল, তাহাতে অয়ন বা আশ্রয়হেতু যাহা, তাহাও নারায়ণত্ব। তাহা হইলে এই প্রসিদ্ধ কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার কেন বিশেষ করিয়া বলিতেছ ?—এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন 'সত্যং ন' অর্থাৎ প্রলয়সমুদ্রজলাদি তাঁহার আশ্রয়, একথা সত্য নয়, কিন্তু সেরূপ জ্ঞান আপনারই মায়া। এই তাৎপর্য। এখানে 'মায়া' বলিতে প্রতারণাশক্তিকে বুঝাই-তেছে। 'বিশ্বপ্রকাশ' কোষগ্রন্থে বলিয়াছেন—মায়ার অর্থ দম্ভ (ছল) ও কৃপা। যেহেতু আপনার তর্কাতীত স্বরূপশক্তিবলেই পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন আপনার মূর্তি জলাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন,—এই ভাবার্থ। এই চারিটী শ্লোকে (ভাঃ ১০।১৪।১১-১৪) আমি (ব্রহ্মা) প্রভৃতি সমগ্র জগৎই যে নারায়ণের অন্তর্ভূত, তিনিও আপনার অন্তর্ভূত ; এই তাৎপর্য। নারায়ণ যে ঐপ্রকার, তাহা মহানারায়ণ উপনিষদের মন্ত্রবর্ণে দেখা যায়, যথা—"যে কিছু সমস্ত জগৎ দেখা যায়, বা শুনা যায় ভিতর-বাহির সে সমস্তই ব্যাপিয়া বা আবৃত করিয়া নারায়ণ অবস্থিত।" (৩৩)

টিপ্পনী

তাঁহাহইতে অধিক কেহ নাই ; তিনি ত্র্যধীশ—ব্রহ্মাণ্ডসমূহাত্মক দেবীধাম, শ্রীনারায়ণধাম পরব্যোম ও মাধুর্যপীঠ গোলোক এই ত্রিধামের ঈশ্বর।' ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া (পৃঃ ৫।৩০৩) কারিকায় বলিয়াছেন :—"বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ৌ যস্যেতি বিগ্রহে। সর্বেভ্যস্তৎস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ। আধিক্যং পরমব্যোম-নাথাদপ্যস্য দর্শিতম্॥"—অর্থাৎ 'অন্যের, এমন কি পরব্যোমনাথের পর্যন্ত যাঁহার সহিত সাম্য নাই ও যাঁহা হইতে আধিক্য নাই—এই দুই বিশেষণদ্বারা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপহইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য দর্শিত হইল।'

শেষে মহানারায়ণ উপনিষদের শ্রুতিমন্ত্রটী উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, দৃষ্ট, শ্রুত, অন্তঃ, বহিঃ—এই সমস্ত জগৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড—সমস্তই নারায়ণের অন্তর্ভূত ; পরে ব্রহ্মোক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত। ৩৩।

তন্মূর্তের্জলাদিভিরপরিচ্ছেদে স্বানুভবং প্রমাণয়তি—

"তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ, কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব, কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥" (ভাঃ ১০।১৪।১৫)

জগদাশ্রয়ভূতং নারায়ণাভিধং তব তদ্বপুঃ জলস্থমেবেত্যেবং যদি সৎ সত্যং স্যাত্তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নচিন্ত্যৈশ্বর্য ! তৎ কিমিতি ন দৃষ্টম্ ?

যদি চ তদ্বপুর্মায়ামাত্রং, "মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি" ত্রিকাণ্ডশেষরীত্যা মিথ্যাভিব্যঞ্জককলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাত্তর্হি কিংবা রূঢ়সমাধিযোগবিরূঢ়বোধেন ময়া হৃদি তদৈব সুষ্ঠু সচ্চিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টং, সমাধ্যনন্তরং কিংবা পুনঃ সপদ্যেব নো ব্যদর্শি ন দৃষ্টম্। অতস্তন্মূর্তে র্মায়াময়ত্বং দেশবিশেষকৃতপরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ

ভগবন্মূর্তির জলাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্নত্ব-বিষয়ে শ্রীব্রহ্মা স্বীয় অনুভূতি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন—(ভাঃ ১০।১৪।১৫) "হে ভগবন্, জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ে জলমধ্যে অবস্থান করে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তখনই আমি দেখি নাই কেন ? হৃদয়েই বা তখন কেন আমি দেখিলাম ? পুনরায় পরক্ষণেই বা দেখা গেল না কেন ?" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা) জগদাশ্রয়ভূত আপনার নারায়ণ-নামক সেই বপুঃ জলে অবস্থিত, এই কথা যদি সৎ বা সত্য হয়, তাহা হইলে তখনই কমলনাল-পথ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত সংবৎসর বা পরিবৎসরকাল অনুসন্ধান করিয়াও, হে ভগবন্ অর্থাৎ অচিন্ত্য-ঐশ্বর্যময়, তাহা আমি কেন দেখিতে পাই নাই ? যদি সেই বপু মায়ামাত্র হইত, অর্থাৎ 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক কোষগ্রন্থের 'মায়া শাম্বরী ও বুদ্ধি-অর্থে প্রযুক্ত' এই রীতি-অনুসারে মিথ্যাভিব্যঞ্জক হইয়া কলা বা অংশমাত্র দেখাইত, তাহা হইলে কি প্রকারেই বা আমি রূঢ়সমাধিযোগে সম্যক্প্রাপ্ত বোধের সহিত হৃদয়ে সেই সময়েই সুষ্ঠুভাবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম, আবার সমাধিশেষে তৎক্ষণাৎ কেনই বা দেখিতে পাই নাই ? অতএব আপনার ঐ মূর্তি যে মায়াময়ী ও বিশেষদেশাদিভেদে পরিচ্ছিন্ন, তাহা সত্য নহে, ইহাই তাৎপর্য। (৩৪)

টিপ্পনী

শ্লোকটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"সর্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নারায়ণস্বরূপের গর্ভোদমাত্র পরিচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে; তবে তিনি নিত্য জলস্থ নহেন। আপনার সেই নারায়ণাখ্য বপুঃ, যাহা সজ্জগৎ অর্থাৎ যাহাতে জগৎ বর্তমান, তাহা যদি জলস্থ হইত তাহা হইলে তখনই, হে অচিন্ত্যযোগমায়া-ঐশ্বর্যশালিন্, আমি কমলনালমার্গে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শতসম্বৎসর খুঁজিয়াও দেখিতে পাইলাম না কেন ? যদি বলেন—'সেই জলে আমি ছিলাম, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তুমি আমাকে দেখ নাই', তাহা হইলে আপনাকে ধ্যান করিতে আমি সেই সময়েই হৃদয়েই সুষ্ঠুভাবে কি প্রকারে দেখিলাম ? আবার পরক্ষণেই আপনাকে দেখিতে পাইলাম না কেন ? তাহা হইলে আপনার সেই বপুঃ জলস্থরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আপনার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে আপনি জগৎকে স্বকুক্ষিগত করায় অপরিচ্ছিন্নও বটে। সর্ব দেশে ও কালে বর্তমান থাকিলেও আপনার যোগমায়াবলে আবরণ ও প্রকাশযোগে ঐ বপুঃ দেখাও যায়, নাও দেখা যায়, ইহাই জানা যাইতেছে।" (৩৪)

এতদ্ব্যাখ্যাননিদানং তৃতীয়স্কন্ধেতিহাসো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র তচ্চাপি সত্যমিত্যত্র, তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব, ন তু বিরাড়্বন্মায়েতি, তচ্চেজ্জলস্থমিত্যত্র চ তজ্জলস্থং সদ্রূপং তব বপুর্যদি জগৎ স্যাৎ, প্রপঞ্চান্তঃপাতি স্যাৎ, ইতি ব্যাকুর্বন্তি। তস্মাদেবং নারায়ণাঙ্গকস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য বিশ্বোঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি স্বয়ং ভগবতা দর্শিতং, শ্রীমত্যা জনন্যৈবানুভূতমিত্যাহ (ভাঃ ১০।১৪।১৬)—

"অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥"

অত্রৈব তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে মায়োপশমনেঽবতারে প্রাদুর্ভাবে, বহিশ্চান্তর্জঠরে চ স্ফুটস্য

অনুবাদ

উপরে এই যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, ইহার মূল শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত ইতিহাসে দেখিতে হইবে। অত্র—এক্ষেত্রে (১০।১৪।১৪ শ্লোকের) 'তাহাও সত্য' অর্থাৎ সেই অঙ্গও সত্যই, বিরাট্ মূর্তির ন্যায় মায়া নহে—এই প্রকার ; আর (১০।১৪।১৫ শ্লোকের) 'তাহা যদি জলে অবস্থান করে'—তোমার যে নিত্যরূপ দেহ যদি জগৎ হয়, অর্থাৎ প্রপঞ্চের অন্তর্ভূত হয়,—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব নারায়ণ যাঁহার অঙ্গ, সেই ভগবদ্বিগ্রহের মধ্যে প্রপঞ্চভূত বিশ্বও যে অন্তর্ভূত, তাহা স্বয়ং ভগবান্ দেখাইয়াছেন ও শ্রীমতী যশোদামাতাও তাহা অনুভব করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৬):—"হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি এই মায়াবিনাশক অবতারেই এই সমস্ত বহিঃপ্রকাশিত প্রপঞ্চকে আপনার জঠরমধ্যে স্থিতরূপে জননীর নিকট দেখাইয়া তাহা যে মায়াযুক্ত, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা—) শ্রীকৃষ্ণনামক মায়ার উপশমকারক এই অবতারেই অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবকালমধ্যেই আপনার জঠরের বাহিরে ও ভিতরে স্ফুট অর্থাৎ স্পষ্টদৃষ্ট সমগ্র জগতের সম্বন্ধে উহা যে পূর্বকথিত মায়ামাত্র অর্থাৎ প্রপঞ্চদ্বারা আপনি ব্যাপ্য, এই কথা মিথ্যা, তাহা আপনি জননীর নিকট স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অতএব আপনি জগতের মধ্যস্থিত ও জগৎ আপনার বহির্ভূত, এইপ্রকার মায়াধর্ম। প্রকৃতপক্ষে আপনি দুর্বিতর্ক্য বা অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিযোগে মধ্যমাকার হইয়াও ব্যাপক—এই ভাবার্থ। (৩৫)

টিপ্পনী

শ্রীভগবানের অঙ্গ বা অংশ যে মায়িক নহে, তাহা উপনিষদের প্রথম শান্তিপাঠেই (ঈশ) ও অন্যত্রও "ওঁ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি মন্ত্রে পরব্রহ্মের অংশও পূর্ণ বলা হইয়াছে ; মায়িক বস্তুর ন্যায় অপূর্ণ ও অনিত্য নহে। কিন্তু বিরাট্রূপ নিত্য নহে। উহার প্রদর্শনদ্বারা উপাসকের ভয়, বিস্ময় ও গৌণী শ্রদ্ধার উৎপাদন হয় ; কিন্তু একান্ত শরণাগত অন্তরঙ্গ নিজজনকে নিজ স্বরূপ (নররূপ) প্রদর্শন করেন। গীতার একাদশ অধ্যায় হইতে জানা যায়—বিশ্বরূপ প্রাকৃত ও স্বরূপ অপ্রাকৃত। এই রূপটী 'স্বক' বা স্বকীয় (৫০ শ্লোকে)। এ বিষয়ে শ্রীভগবদুক্তি (৫২ ৫৫ শ্লোক) বিশেষ প্রণিধানের সহিত আলোচ্য। মৃদ্ভক্ষণলীলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ নিজকুক্ষিমধ্যে মা যশোদাকে বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। ভাঃ ১০।৮।৩৬ শ্লোকে শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকানুগত ব্যাখ্যা এই প্রকার, যথা—মাধুর্য-লীলায় ঐশ্বর্য আদৃত না হইলেও ঐশ্বর্য উপযুক্তকালে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। মাধুর্যলীলা নিত্য, বিশ্বরূপাদি ঐশ্বর্যপ্রদর্শন তাৎকালিক, নিত্য নহে। এই কথাই শ্রীব্রহ্মা পরবর্তী ১৬শ শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকার ভূমিকাতে বলিয়াছেন (অনুবাদ) — "আচ্ছা যে জগতের মধ্যস্থিত জল তাঁহার দেহস্থিত, সেই জগৎই আবার তাঁহার কুক্ষি-মধ্যে

দৃষ্টস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ সম্বন্ধে পূর্বোক্তং যন্মায়াত্বং, প্রপঞ্চকৃতস্বপরিচ্ছেদ্যত্বস্য মিথ্যাত্বং, তজ্জনন্যা জনন্যৈ তে ত্বয়া প্রকটীকৃতং দর্শিতম্। তস্মাদ্ভবান্ জগদন্তঃস্থ এব, জগত্তু ভবদ্বহির্ভূতমিত্যেবং মায়াধর্মঃ। বস্তুতস্তু দুর্বিতর্ক্যস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেঽপি ব্যাপকোঽসীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

হে মায়াধমন মায়োপশমনেতি সম্বোধনম্, যদ্ভবতা কৃপয়া দৃষ্টপ্রমাণেঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি দর্শিতং, তৎ সত্যমেবেতি দ্যোতনার্থং ভগবত্যপ্যন্যথাপ্রতীতিনিরসনার্থঞ্চ পূর্বমেবার্থমুপপাদয়তি (ভাঃ ১০।১৪।১৭)—

"যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা। তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥"

অনুবাদ

ভাঃ ১০।১৪।১৬ শ্লোকে কথিত—'হে মায়াধমন শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যে কৃপাপূর্বক আপনার শ্রীবিগ্রহে, যাহা মধ্যমাকার-পরিমাণ-রূপে দেখা যায়, তাহাতে সমস্ত প্রপঞ্চ (মায়িক জগৎ) অন্তর্ভূত দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই'—ইহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য, আর ভগবৎ-সম্বন্ধে অন্যপ্রকার প্রতীতি নিরাস করিবার জন্য পূর্ববাক্যার্থ যুক্তিদ্বারা স্থাপন করিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৭)— "হে ভগবন্, আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, এখানে অর্থাৎ বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে,—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য বিনা কি হইতে পারে?" (গ্রন্থকারের

টিপ্পনী

স্থিত, ইহা অসঙ্গত। গৃহের মধ্যস্থিত ঘটের মধ্যে কি সেই গৃহ থাকে? অতএব যাঁহার বপু শুদ্ধসত্ত্বাত্মক, তাঁহাতে এই মায়িক জগৎ হইতে ভিন্ন অমায়িক বা অন্য জগৎ থাকিবে,—ইহাই ত' আসিয়া গেল। এরূপ হইলে তুমি (ব্রহ্মা) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কুক্ষিগত নয়'—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কুক্ষিগত জগৎ বহির্দেশস্থ জগতের সহিত একই বলিয়া তাহা যে মায়িক, ইহাই প্রমাণ করিতেছেন।" তিনি আরও বলিতেছেন—" 'মায়াত্ব'—অর্থাৎ মায়িকত্ব; অতএব দুস্তর্কা-যোগমায়া-বলে আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) বপু জগন্মধ্যবর্তী হইয়াও একই কালে সর্বজগদ্-ব্যাপক, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অতএব এখনও আমি (ব্রহ্মা) সাক্ষাৎ আপনার কুক্ষিগতই আছি। অতএব সাক্ষাৎ আপনিও আমার মাতা, ইহা অন্তর্ধ্বনিত হইতেছে।" ৩৩শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাঃ ১০।১৪।১৩ শ্লোকের চতুর্থচরণে শ্রীব্রহ্মা ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের কুক্ষি হইতে নির্গত হ'ন নাই, কিন্তু তন্মধ্যেই আছেন। বহির্দেশস্থ ও কুক্ষিগত সমগ্রজগৎই মায়িক বলিয়া ভগবান্ মায়াদ্বারা ব্যাপ্য—এই ধারণা সম্যগ্ভ্রান্ত। ভগবান্ জগতের মধ্যে, আর জগৎ তাঁহার বাহিরে—এইপ্রকার ধারণা মায়াজনিত মিথ্যা। তিনি নিত্যই ব্যাপক, ব্যাপ্য নহেন ॥ ৩৫ ॥

ভাঃ ১০।১৪।১৭ "যস্য কুক্ষৌ" ইত্যাদি শ্লোকটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):— "কুক্ষিমধ্যস্থ ও তাহার বহির্দেশস্থ জগৎ দুইটী পরস্পর সর্বদাই অভিন্ন ও এক, আর এক বলিয়াই কুক্ষিমধ্যস্থ জগৎও মায়িক বলিয়াই নির্ধারিত। যদি পূর্বপক্ষ হয় যে কুক্ষিতে বহিঃস্থিত জগতেরই প্রতিবিম্ব, তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে, যেহেতু 'সাত্ম' অর্থাৎ ভগবান্‌কে লইয়াই। দর্পণে কি দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায়? অতএব আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) কুক্ষিতে বহিঃস্থিত মায়িক বিশ্বই দেখা গিয়াছে। 'ত্বয়ি' অর্থাৎ 'আপনাতে' বলিয়া বুঝাইতেছেন যে, যেমন কুক্ষিস্থ বিশ্বের আপনি অধিকরণ বা আধার, বহিঃস্থিত বিশ্বেরও আপনিই আধার। 'তৎ' অর্থাৎ অতএব বৈলক্ষণ্যের গন্ধ পর্যন্ত না থাকায় এই জঠরগত জগৎ কি মায়া বিনা? পরন্তু উহা মায়িকই। এবিষয়ে আপনার জননীর অনুভব ও আমার

যস্য তব কুক্ষৌ সর্বমিদং সাত্মং ত্বৎসহিতং যথা ভাতি, তৎসর্বমিহ বহিরপি তথৈব ত্বয়ি ভাতি ইত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—স্বস্য ব্রজেঽন্তর্ভূততাদর্শনেনৈব সমং ব্রজস্য স্বস্মিন্নন্তর্ভূতাং দর্শয়ন্, তচ্চান্তর্বহির্দর্শনম্,—"কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া" (ভাঃ ১০।৮।৪০) ইত্যাদৌ শ্রীজনন্যা এববিচারে স্বাপ্নিকত্ব-মায়িকত্ব-বিম্বপ্রতিবিম্বতানামযোগ্যত্বাদেকমেবেত্যভিজ্ঞাপয়ন্ "কিং স্বপ্ন" ইত্যাদাবেব "যঃ কশ্চন ঔৎপত্তিক আত্মযোগ" ইত্যনেন চরমপক্ষাবসিতয়া দুর্বিতর্ক্যস্বরূপশক্ত্যেব মধ্যমপরিমাণ-বিশেষ এব সর্বব্যাপকোঽস্মীতি স্বয়মেব ভবান্ জননীং প্রতি যুগপদুভয়াত্মকং নিজধর্মবিশেষং দর্শিতবান্।

অনুবাদ

টীকা, যথা)—যাঁহার অর্থাৎ আপনার কুক্ষিতে এই সমস্তই সাত্ম অর্থাৎ আপনার সহিত যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, সেই সমস্ত এখানে বাহিরেও সেইরূপই আপনার সহিত প্রকাশ পাইতেছে—এই প্রকার অন্বয়। তাৎপর্য এই যে—স্বয়ং ব্রজের অন্তর্ভূত, ইহা দেখাইবার সঙ্গেই ব্রজ নিজেরই অন্তর্ভূত, ইহা দেখাইতেছেন। তাহাও (৩৩শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মহানারায়ণোপনিষদুক্ত) 'অন্তর্বহিঃ' দর্শন, শ্রীযশোদা মাতার বিচার (ভাঃ ১০।৮।৪০): "ইহা কি স্বপ্ন, না দেবমায়া ?"—তাঁহার এই প্রকার বিচারেই ইহা স্বাপ্নিক, মায়িক, বিম্ব বা প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, তাহা বিশেষভাবে জানাইবার জন্য ঐশ্লোকেই 'এই বৈচিত্র্য আমারই পুত্রের যে কোন একপ্রকার স্বাভাবিক অচিন্ত্য আত্মযোগ বা স্বীয় ঐশ্বর্য'—এই শেষ-সিদ্ধান্তদ্বারা নির্ণীত আপনার তর্কাতীত অচিন্ত্য স্বরূপশক্তিপ্রভাবেই 'আমি এই মধ্যমপরিমাণ আকারেই

টিপ্পনী

অনুভব প্রমাণ ; অতএব মায়িক জগতের মধ্যবর্তী আমি (ব্রহ্মা) আপনার কুক্ষিগতই বটে। তাই পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতেছি 'উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য' ইত্যাদি (দ্বাদশ শ্লোক) ; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

• সম্পূর্ণ ভাঃ ১০।৮।৪০ শ্লোকে—"কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া, কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য, যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥" গোপবালকগণের 'শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ভক্ষণ করিয়াছেন' এই অভিযোগ শুনিয়া যশোদা মাতা তাঁহাকে মুখব্যাদন করিতে বলিলে ও শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিলে মাতা তন্মধ্যে সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসহ নিজের সহিত ব্রজধাম দর্শন করিয়া পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন ; তখন তিনি (বর্তমান শ্লোক ও পরবর্তী দুইটী শ্লোকে) বিতর্ক করিলেন। শ্লোকটীর অনুবাদ—'ইহা স্বপ্ন, অথবা দেবমায়া, কিংবা আমারই বুদ্ধির বিকার, অথবা আমার এই শিশুরই কোন স্বাভাবিক আত্মযোগ বা অচিন্ত্যপ্রভাব ?' স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"শঙ্কার কথাই বলিতেছেন—ইহা কি স্বপ্ন ? চারিদিক্ দেখিয়া বলিতেছেন—না, ইহা ত' স্বপ্ন নয়। তবে কি দেব হরির মায়া ? তাহা যদি হয়, তবে অন্যে কেন দেখিতেছে না, অথবা তাহা না হইলে ইহা কি আমারই বুদ্ধির কোন বিমোহ বা দর্পণে মুখ দেখার ন্যায় বুদ্ধির বিভ্রম ? এরূপ হইলে এই বুদ্ধও কেন ভিতরে প্রতীত হইতেছে, ভিতরে ও বাহিরে একই রূপে কেন জগৎ প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায় পরস্পর বিপরীতভাবে প্রতীত হইত—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া অন্যভাবে বিতর্ক করিতেছেন অথবা আমার এইটী শিশু হইলেও ইহারই যে কোন একপ্রকার অচিন্ত্য আত্মযোগ অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বর্য। ইহা ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ) —"এরূপ দেখিলেন কেন ? তাহার কারণ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছেন—এরূপ দর্শন কি স্বপ্নহেতু ? না, নিদ্রিত ব্যক্তির

অতএব দ্বিতীয়ে—"গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা" (ভাঃ ২।৭।৩০) ইত্যাদৌ "প্রতিবোধিতাসীদি"ত্যুক্তম্। তস্মাত্তব কুক্ষৌ সর্বমিদং যথা ভাতি, ইহ বহিরপি তথা, তদন্তর্ভূতোঽপি তদ্ব্যাপকোঽসীতি প্রকারেণৈব ত্বয়ি তৎ সর্বং ভাতীতি ॥ ৩৬ ॥

তদেবং তদিদং প্রপঞ্চেন পরিচ্ছেদ্যত্বপ্রত্যয়নং তব মায়য়া স্বযাথার্থ্যাবরণশক্ত্যা বিনা কিং সম্ভবতি ? নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ। ময়াপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ (ভাঃ ১০।১৪।১৮)—

অনুবাদ

সমস্ত ব্যাপিয়া আছি' এই তত্ত্ব আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ংই জননীকে এককালেই উভয়প্রকার (ব্যাপক ও ব্যাপ্য) নিজ বিশেষ ধর্ম দেখাইয়াছেন। অতএব ভাঃ ২।৭।৩০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"মাতা প্রতিবোধিতা বা জাগরিতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।" অতএব আপনার কুক্ষিতেই এই সমস্তই যেমন প্রকাশ পাইতেছে, বাহিরে ইহ জগতেও সেইরূপ আপনি তাহার অন্তর্ভূত হইয়াও তাহা ব্যাপিযা আছেন ; এই প্রকারে আপনাতে সে সমস্ত প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। (৩৬)

অতত্রব এই প্রকারে আপনি (ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ যে প্রপঞ্চকতৃ ক পরিচ্ছেদ্য বা ব্যাপ্য, এই প্রতীতির উৎপাদন আপনার স্বীয় যাথার্থ্য বা তত্ত্ব-আবরণী শক্তি মায়া বিনা কি সম্ভব হয় ? না, তাহা

টিপ্পনী

চক্ষু যেমন মলযুক্ত (ঘোলা) হয়, তা' ত' নয়। তবে কি দেবমায়া ? না, না, আমার (যশোদার) ন্যায় নিকৃষ্ট (সাধারণ) লোকের মোহনে দেবগণের কি প্রয়োজন ? তবে কি আমারই কোন বুদ্ধির বিভ্রম ? না, না, সুস্থ অবস্থায় সম্প্রতি আমার বুদ্ধিমোহের কোনও কারণ নাই। অথবা আমার এই বালকটীসম্বন্ধে গর্গমুনি যে বলিয়াছিলেন 'তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।' (ভাঃ ১০.৮.১৯)—অর্থাৎ 'হে নন্দ, তোমার এই পুত্র গুণে নারায়ণের সমান', এই বর্ণনানুসারে ইহা তাঁহারই (বালকেরই) বোধ হয় মহাপ্রভাববশে কোনও অচিন্ত্য আত্মযোগ বা নিজ ঐশ্বর্য।" শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যায় 'চরমপক্ষাবসিতয়া' বলিতে পর পর কয়েকটী পক্ষ, যেমন মায়িক, দেবমায়াজনিত ও স্বকীয় মোহজনিত এই বিচারগুলিকে ক্রমপর্যায়ে নিরসনপূর্বক অবশেষে চরম বা শেষ পক্ষ যে, বালকেরই আত্মযোগমূলক দুর্বিতর্ক্য স্বরূপশক্তি, তাহাতেই পর্যবসিত হইলেন, অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

ভাঃ ২।৭।৩০ শ্লোক, মূলে যাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাইতেছে,—"গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা, শুল্বং সুতস্য নতু তত্তদমুষ্য মাতি। যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী, সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥"—অর্থাৎ 'যশোদা পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যে যে বন্ধন-সাধন রজ্জু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই সমস্ত রজ্জুই তাঁহাকে বন্ধন করিবার পক্ষে পরিমিত হইল না। আবার সে দিন শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলে যশোদা তন্মধ্যে চতুর্দশ ভুবন দর্শনপূর্বক মনে আশঙ্কা গণিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই জাগরিতা হইয়াছিলেন।' 'প্রতিবোধিতা' বা জাগরিতার অর্থ স্বামিপাদ বলিয়াছেন—(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) "নিজৈশ্বর্যজ্ঞাপিতা" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঐশ্বর্য বা প্রভাব জানাইয়াছিলেন। চক্রবর্তিপাদ এই অর্থ দিয়া তদনন্তর বলিয়াছেন (অনুবাদ) :—'ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রতিরূপ পুত্রস্নেহমাধুর্য বুঝিলেন।'

অতএব শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনার ভিতরে ও বাহিরে সমস্তই প্রকাশশীল; জগতের অন্তর্ভূত হইয়াও আপনি ব্যাপক। এই প্রকারেই আপনাতে সে সমস্তই প্রকাশমান ॥'৩৬ ॥

"অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজ-সুহৃৎবৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥"

অদ্যৈব তে ত্বয়া কিমস্য বিশ্বস্য ত্বদৃতে ত্বত্তো বহির্মায়াত্বং মায়য়ৈব স্ফুরণং ভবতীতি মম মাং প্রতি ন দর্শিতম্? অপি তু দর্শিতমেব! এতন্নরাকাররূপাত্ত্বত্তো বহিরেবেদং জগদিতি যন্-মুগ্ধানাং ভাতি, তন্মায়য়ৈবেত্যর্থঃ। কথমেতদাকাররূপস্য মম তাদৃশত্বম্? তত্রাহ, একোঽসীতি।

অনুবাদ

সম্ভব হয় না। আমাকর্তৃকও এইপ্রকারই অনুভূত হইল। ইহা বলিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৮):—"আপনাকে ছাড়িলে এই বিশ্ব যে মায়া, তাহা কি আপনি আমাকেও আজই দেখাইলেন না? প্রথমে আপনি একক ছিলেন; তাহার পর আপনি সমস্ত ব্রজবালক সখা ও বৎসগণও হইলেন; আমাকর্তৃক ও আমার সহিত সমস্ততত্ত্বদ্বারা উপাসিত ততগুলি চতুর্ভুজমূর্তিরূপে এবং ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডরূপে আপনিই দৃষ্ট হইলেন। তাহার পর এখন কেবল অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।" (শ্রীজীবপাদের টীকা যথা)— আজই আপনি—এই বিশ্ব যে আপনা বিনা অর্থাৎ আপনার বাহিরে মায়াই অর্থাৎ মায়াদ্বারাই স্ফুরিত, এই তত্ত্ব আমাকে কি দেখাইলেন না? দেখাইলেনই ত'। এই নরাকাররূপ আপনা হইতে বাহিরে এই জগৎ, যাহা মুগ্ধ (মায়ামোহিত) জীবগণের নিকট প্রতিভাত, তাহা মায়াদ্বারাই, এই তাৎপর্য। যদি

টিপ্পনী

শ্লোকটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"এতকাল আমি (ব্রহ্মা) ধারণা করিয়া-ছিলাম যে, আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) কুক্ষিগত জগৎ আর বহিঃস্থিত আদিপুরুষ আপনার রোমকূপগত সহস্র জগতের উপাদান মায়া, অতএব সমস্তই মায়িক, কিন্তু অবিতর্ক্য মহামহৈশ্বর্যময় আপনার স্বরূপশক্ত্যাত্মক সহস্র চিন্ময় জগৎও আছে, তাহা আজই অনুভব করিলাম। আজই আমাকর্তৃক দৃষ্ট সহস্রজগতের কোন্‌টী ও তৎসম্বন্ধীয় কোন্ বস্তুটী আপনা বিনা হইয়াছে? অর্থাৎ সকলগুলিই আপনার স্বরূপভূত। আমার নিকট আপনাকর্তৃক বিশ্বের মায়িকত্ব আদর্শিত না হইয়া চিন্ময়ত্বই দর্শিত হইল। প্রথমে অপনি এককমাত্র; তাহার পর আপনি স্বরূপশক্তিযোগে ব্রজসুহৃৎ বালকগণ ও বৎসগণ, সমস্তই হইলেন। তাহার পর আবার যোগমায়াবলে আপনি এসমস্ত আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত স্বরূপশক্তিময় চতুর্ভুজমূর্তিসমূহ হইলেন। সেগুলি কিরূপ? অখিল নিজ হইতে স্তম্বপর্যন্ত চিন্ময়, আমি অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত সকলের উপাসিত ততগুলি জগৎ অর্থাৎ চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড আপনি হইলেন। তৎপরে আপনার ইচ্ছায় যোগমায়াকর্তৃক আচ্ছাদন-পূর্বক প্রকাশিত অপরিমিত সৌন্দর্য, অনুপম অদ্বয় পূর্ণব্রহ্ম, অবশেষে আমার ভাগ্যবলে যোগমায়াদ্বারা আমার দৃষ্টির সমক্ষে অনাবৃতভাবে সম্প্রতি প্রকটিত আপনি বর্তমান।' এস্থলে 'আপনি হইলেন',—'আপনি হইলেন' নির্দেশানুসারে ব্রজসুহৃৎ হইতে জগৎ পর্যন্ত সকলকেই মায়াশক্তি বিনাই ভগবান্ আবির্ভূত করিয়াছেন, অতএব সকলকেই চিন্ময় বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; মায়াযোগে হইয়াছিলেন না বলিয়া 'ত্বদৃতে কিম্' অর্থাৎ আপনা বিনা কি?—এইরূপ বলায় জগৎসমূহেরও চিন্ময়ত্ব সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধ হইল।"

শ্রীজীবপাদের ও চক্রবর্তিপাদের ব্যাখ্যা প্রথম দর্শনে পরস্পর একটু ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে

ব্রজসুহৃদাদিরূপং যদ্ যস্মাদাবির্ভূতং তত্তদখিলম্ অধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহ-রূপেণাবশিষ্যতে, তদদ্বয়ং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অশেষপ্রাপঞ্চিকবস্তূনাং প্রাদুর্ভাবস্থিতিতিরোভাবদর্শনেন তল্লক্ষণাক্রান্তত্বাদিতি ভাবঃ। ততশ্চাস্য ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে ব্যাপকত্বমপি সিধ্যতীতি তাৎপর্যম্ ॥ ৩৭ ॥

নন্ু সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ভিন্না এব কারণভূতাস্তথা স্থিতৌ কেচিদন্যেঽবতারাশ্চ, তৎ কথং ময়ৈবং সর্বকারণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ (ভাঃ ১০।১৪।১৯)—

"অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম,-ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান,-ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥"

অনুবাদ

প্রশ্ন হয়—এই নরাকাররূপ আমি কিরূপে ঐপ্রকার হইতে পারি ? তাহার উত্তরেই এই শ্লোক। ব্রজ-সুহৃৎ প্রভৃতি যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া এখন অন্তর্ধানসময়ে সেই সেই সমস্ত যিনি পুনরায় এই শ্রীবিগ্রহরূপে অবশেষে বর্তমান, তিনি অদ্বয় ব্রহ্মই—ইহাই তাৎপর্য। অশেষ প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তুর আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব যাঁহাতে দৃষ্ট হইল, সেই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনার এই বিগ্রহই অদ্বয় ব্রহ্ম—ইহাই ভাবার্থ। অতএব ইহা ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হওয়ায় ইহার ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইল,—এই তাৎপর্য ॥ ৩৭ ॥

"সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পৃথগ্ভাবে কারণভূত, আর স্থিতিকালে অন্য কোন কোন

টিপ্পনী

একই। ভগবানের কুক্ষিগত বিশ্ব ও কুক্ষির বহিঃস্থিত জগৎ উভয়ই একতত্ত্ব। মায়াযোগে সৃষ্ট জগৎই তাঁহার উদরে যশোদা মাতা দেখিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, পরিদৃশ্যমান জগৎও তাঁহারই অন্তর্ভূত। ভগবান্ ব্যাপক ; তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই ; সেই জন্য তিনি 'বিষ্ণু'; 'বিষ্' ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। এইজন্য তিনি অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। সব লইয়াই তিনি এক। এক হইলেও তিনি নির্বিশেষ ন'ন। অঙ্গ লইয়াই অঙ্গী এক, অংশ লইয়াই অংশী এক। তিনি পূর্ণব্রহ্ম, "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" হইলেও "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লইয়াই বিচার করিয়া এরূপ বাক্যের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাঁহার নাম 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ তিনি অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত। এই একতত্ত্বের কথা ইহার পূর্বেও (১৬শ অনুচ্ছেদে) শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন—"এক এব পরমতত্ত্বম্" ইত্যাদি, এই প্রসঙ্গে তাহারও আলোচনা করিলে ভাল হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬।২।১) যে "একমেব অদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সশক্তিক ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব ; তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তি পরিণত হইয়া জীবশক্ত্যংশে জীবনিচয়কে ও মায়াশক্ত্যংশে জড়জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু তাঁহারই শক্তির কার্যরূপে বৃহত্তত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতত্ত্ব ব্রহ্মের অন্তর্ভূত। মায়াশক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তিরই অংশ ; সুতরাং মায়াশক্তিজাত জগৎ মায়িক জগৎ হইলেও শ্রীব্রহ্মা তাঁহার চিদ্দর্শনযোগে যে, ইহাদেরও চিন্ময়ত্বদর্শন করিবেন, তাহাতে অযুক্তত্ব নাই। ঐকান্তিক পরমভক্তের দর্শনই তাই। যেমন (চৈঃ চঃ মঃ১০।১৭৯) : "প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়। যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হয়।" (ঐ আঃ ৪।৮৫) "কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥" "সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল। সে দেখিতে পায়, যার আঁখি নিরমল ॥" নিরমল অর্থে অচিৎ-মল হইতে মুক্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপূর্বক শ্রীব্রহ্মাকে যে দর্শন দান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ব্রজবালক ও বৎসগণ যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই, তাহা দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদের ব্যাখ্যায় এই কথাই পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ত্বমিত্যস্য ভাসীত্যনেনান্বয়ঃ, কর্তৃক্রিয়য়োরন্বয়স্যৈব প্রাথমিকত্বাৎ। কর্তা চাত্র ত্বমিত্যেব মধ্যমপুরুষেণ যুজ্যতে। তস্মাদত্র নেব শব্দঃ সম্বধ্যতে, কিন্ত্বেষ ইত্যত্রৈব। নাস্য চায়ং শ্রীবিগ্রহো বাচ্যঃ, স্বয়ং ভগবত্ত্বেনাস্য গুণাবতারত্বাভাবাৎ, অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্যেত্যনেনাব্যবহিতবচনেন বিরুদ্ধত্বাচ্চ। তস্মাদয়মর্থঃ—ত্বৎপদবীং তব তথাভূতং স্বরূপমজানতাম্ অজানতঃ প্রতি, আত্মা তত্ত্বদংশিস্বরূপস্ত্বমেব, আত্মনা তত্তদংশেন, মায়াং সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তশক্তিম্, অনাত্মনি জড়রূপে মহদাদ্যুপাদানে প্রধানে, বিতত্য প্রবর্ত্য, তত্তৎকার্যভেদেন ভিন্ন ইব ভাসীত্যর্থঃ। কথং? জগতঃ সৃষ্টাবহং

অনুবাদ

অবতারও তদ্রূপ ; তবে আমাকে কেন সর্বকারণ বলিতেছ ?'— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৮) : "যাহারা আপনার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদের মতে আত্মস্বরূপ আপনিই অনাত্মতত্ত্ব প্রকৃতিতে মায়াবিস্তারপূর্বক সৃষ্টিতে আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) ন্যায়, জগতের পালনাদি-বিধানব্যাপারে আপনার (অর্থাৎ বিষ্ণুর) ন্যায় ও অন্তে অর্থাৎ সংহারকার্যে ত্রিনয়ন শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—'ত্বম্' এই কর্তৃপদের সহিত 'ভাসি' এই ক্রিয়াপদের অন্বয়, যেহেতু কর্তা ও ক্রিয়ার অন্বয়ই প্রথম দ্রষ্টব্য। এখানে কর্তা 'ত্বম্' (আপনি) মধ্যমপুরুষ। অতএব এখানে 'ইব' (ন্যায়) শব্দ সম্বন্ধযুক্ত নহে ; কিন্তু এক্ষেত্রে 'এষ' (ইনি) শব্দই সম্বন্ধযুক্ত। আর ইনি শ্রীবিগ্রহরূপে বাচ্য ন'ন, যেহেতু শ্রীবিগ্রহ ভগবান্ হওয়ায় গুণাবতার নহেন, আর ইহার পূর্ববর্তী (৩৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) 'অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্য' শ্লোকে অব্যবহিত বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং অর্থ এইরূপ—'ত্বৎপদবী' অর্থাৎ আপনার সেইপ্রকার স্বরূপ যাহারা জানে না তাহাদের

টিপ্পনী

শ্লোকটীর টীকার ভূমিকায় শ্রীমৎস্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে যে শুদ্ধচৈতন্যই দেখাইলাম, তাহাকে তুমি কেন প্রপঞ্চবৎ মায়া বলিতেছ ?'—শ্রীভগবানের এই পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিতেছেন—'ইহা সত্য বটে ; কিন্তু অদ্বিতীয় আপনাতে গুণাবতার ও মৎস্যাদি-অবতারসমূহে যেমন নানাত্ব, সেইরূপ কার্যবশে স্বতন্ত্র মায়ানিবন্ধন নানাত্ব।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"আপনার মহিমা দুর্গম, আপনার চিন্ময় জগতের কথা দূরে থাকুক, বহির্মুখ লোকদিগের মতে আপনিও মায়োপাধি ও মায়াময়। তাহারা আপনার পদবী বা প্রাপ্তির পথ ভক্তিযোগ জানে না ; তাহারা জ্ঞানিমানী, আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে। তাহাদের মতে 'আত্মনি' অর্থাৎ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া 'আত্মা' অর্থাৎ আপনি 'আত্মনা' অর্থাৎ জীব হইতে স্বতন্ত্রভাবে মায়াবিস্তার করিয়া 'ভাসি' অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও আকারবান্ হ'ন ; যেমন সৃষ্টিব্যাপারে রজোগুণে আমি (ব্রহ্মা), পালনে সত্ত্বগুণে এই আপনি বিষ্ণু ও সংহারে তমোগুণে ত্রিনেত্র রুদ্র। নিরাকার হইয়াও আপনার সব মায়িক আকার, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ; সেইপ্রকার জলস্থ নারায়ণরূপও মায়িক, আর সমস্ত অবতারগুলিও মায়িক ; মায়া যোগেই আপনি ক্ষণিক বৎস-বালকগণকে চতুর্ভুজ দেখাইলেন—এইরূপ তাহারা বলে।' ইহাই তাৎপর্য।" শ্রীজীবপাদ তাঁহার টীকায় ব্যাকরণগত অন্বয় দেখাইয়া বলিয়াছেন 'ত্বমেষঃ' বলিয়া শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ন্যায় গুণাবতার নহেন। তাঁহাকে গুণাবতারসহ সমপর্যায়ভুক্ত বলিতে গেলে ইহার অব্যবহিত পূর্বশ্লোকের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মেব বিধানে পালনে এব ইব এতৎকার্যপরিচ্ছিন্ন ইব, পালনমাত্রকার্য ইত্যেবার্থঃ, অন্তে ত্রিনেত্র ইবেতি। বস্তুতস্ত্বমেব তত্তদ্রূপেণ বর্তসে, মূঢ়াস্তু ত্বত্তস্তান্ পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভাবঃ। যতো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্ (ভাঃ ২।৬।৩২)—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" ইতি

অতো ভগবৎস্বরূপৈকত্বেন ন ব্রহ্মাদিবদ্ বিষ্ণুরিবেতি নির্দিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

প্রতি অর্থাৎ সম্বন্ধে আত্মা বা সেই সেই অবতারের অংশী আপনিই, 'আত্মনা' অর্থাৎ সেই সেই অংশ-যোগে মায়াকে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত-শক্তিকে, 'অনাত্মনি' অর্থাৎ জড়রূপ মহদাদির উপাদান প্রধানে, 'বিতত্য' অর্থাৎ প্রবর্তন করিয়া, সেই সকল কার্যভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হ'ন। কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন—জগতের সৃষ্টিকার্যে আমি ব্রহ্মা যেমন, বিধান বা পালন-কার্যে ইনি যেমন অর্থাৎ এই কার্যদ্বারা যেন পরিচ্ছিন্ন বা নির্ণীত, অর্থাৎ কেবলমাত্র পালন-কার্যেই—ইহাই অর্থ। অন্তে (বা সংহার-কার্যে) ত্রিনয়ন শিব যেমন। বস্তুতঃ আপনিই সেই সেই রূপে বর্তমান, মূঢ়গণ কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনা হইতে পৃথক্ দর্শন করে,—এই ভাবার্থ। যেহেতু দ্বিতীয় স্কন্ধেও (ভাঃ ২।৬।৩২) ব্রহ্মাই বলিয়াছেন "আমি তাঁহা (ভগবান্ হরি) দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সৃজন করি, হর (শিব) তাঁহারই বশতাপন্ন হইয়া সংহারকার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ত্রিশক্তিধর (ত্রিগুণমায়াশক্তিধর অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থশক্তিধর) তিনি স্বয়ং পুরুষরূপে (পুরুষাবতার বিষ্ণুরূপে) বিশ্বকে পরিপালন করেন।" অতএব ভগবৎস্বরূপ এক বলিয়া ব্রহ্মাদির ন্যায় 'বিষ্ণু যেমন'—এই নির্দেশ প্রদত্ত হন নাই। (৩৮)

টিপ্পনী

ভাঃ ২।৬।৩২ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন —(অনুবাদ)—"শ্রীনারদের ভাঃ ২।৫।৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মাকে 'যৎপরস্ত্বম্' (আপনি যাঁহার অধীন, তিনি কে ?) এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীব্রহ্মা দিতেছেন। তিনি (ব্রহ্মা) নিজে ও শিব তাঁহার নিয়ম্য এবং তাঁহাদের যথাক্রমে রজঃ ও তমোগুণযোগহেতু তাঁহা (ভগবান্) হইতে পৃথক্। কিন্তু বিষ্ণু সত্ত্বগুণযুক্ত হইলেও তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বে সত্ত্বগুণের অপকারকত্ব নাই ও এ সকল বিষয়ে উদাসীন বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহাতে ঐ গুণের যোগ নাই বলিতে হইবে। ফলে তিনি নির্গুণ হইয়া সাক্ষাৎ পুরুষরূপত্ব প্রদর্শন করেন। পুরুষ-অর্থে পরমাত্মা, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়াশক্তির আশ্রয়, অথবা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির অধীশ্বর।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মঃ ২১।৩৪, ৩৬) বলেন—"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর। তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর।" গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতি দিয়াছেন, যথা—"ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা-নামে তিনটী শক্তি আছে। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তিতে জড়পরিচালনা করিবার পক্ষে তিনটী গুণাখ্যশক্তি বর্তমান। তিনি ত্রিশক্তিমৎ হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিশক্তি, রুদ্রকে সংহারশক্তি দান করিয়া স্বীয় পুরুষাবতাররূপে বিশ্বের পরিপালন করিয়া থাকেন। বাহ্যজগতে গুণত্রয়ের আধিকারিক দেবতাসূত্রে দৃশ্য বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গাদি হইয়া থাকে।…" ৩৮।

এবং যথা গুণাবতারাস্তথান্যেঽপ্যবতারা ইত্যাহ (ভাঃ ১০।১৪।২০)—

"সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি, তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়, প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥"

অজনস্য জন্মেত্যনেন প্রাদুর্ভাবমাত্রং জন্মেতি বোধয়তি ॥ ৩৯ ॥

ননু ব্রহ্মন্! কিমত্র বিচারিতং ভবতা, যদেকস্যা এব মম মূর্তের্ব্যাপকত্বে সত্যন্যাসাং দর্শনস্থানং ন সম্ভবতীতি, তথা জড়বস্তূনাং ঘটাদীনামেব প্রাকট্যপ্রকারো লোকে দৃষ্টঃ,

অনুবাদ

এইরূপ যেমন গুণাবতারত্রয় আছেন, সেইরূপ অন্য অবতারসমূহও আছেন, শ্রীব্রহ্মা এই কথাই ভাঃ ১০।১৪।২০ শ্লোকে বলিতেছেন :—"হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাতঃ, আপনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত ; তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্যক্ ও জলজন্তু প্রভৃতির মধ্যে আপনার জন্ম অসাধুগণের গর্বনাশ ও সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা) 'অজনস্য' (জন্মরহিতের) বলায় প্রাদুর্ভাব-মাত্রই জন্ম,—ইহাই বুঝাইতেছে। (৩৯)

'অহে ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মা), এক্ষেত্রে তুমি কি বিচার করিয়াছ যে আমার একটিমাত্র মূর্তিই ব্যাপক হইলে অন্যমূর্তিসমূহের দর্শনের স্থানই সম্ভবপর নয় ; আরও কথা হইতেছে যে, ঘটাদি জড়বস্তুসমূহের প্রাকট্যের প্রকার লোকে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল হইতে ভিন্নস্বভাব চিদ্বস্তু আমার শ্রীমূর্তিসমূহের প্রাকট্যের প্রকার কিরূপে হইবে? এই একটী প্রশ্ন। আবার যেরূপ আমার যত বিভূতি তুমি দেখিয়াছ, সেইগুলি দেখিয়াই তুমি বিস্মিত হইয়াছ, আর অন্য বিভূতিসমূহ নাই, এই বিচার করিয়াই যেন তাহাদের পরিমিতত্ব জানিয়াছ ; সেইরূপ আমার যে অংশগুলি পূর্বে বালক ও বৎসরূপে ছিল, তাহারাই চতুর্ভুজ

টিপ্পনী

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদঃ) :—"অতএব স্ব-স্বভক্তগণের পরাভব না হইতে পারে, এইজন্য গুণাবতারগণ যে স্বপদবীজ্ঞাপন করেন, প্রায় সেইজন্যই আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) সমস্ত অবতার,—ইহাই বলা হইতেছে। 'আমরাই জ্ঞানবান্'—এই ধারণায় অসাধুগণের যে দুষ্ট অহঙ্কার, তাহার নিগ্রহের জন্য, এবং সাধু ভক্তগণকে নিজ সচ্চিদানন্দময় রূপ-গুণ-লীলার অনুভাবনাদ্বারা অনুগ্রহ করিবার জন্য (আপনার অবতার হয়)…।" ভাঃ ১০।৩।১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব "অজনজন্ম" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। গীতাতে (৪।৬-৮) শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অজোঽপি…পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং…সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ এই অনুচ্ছেদের শ্রীব্রহ্মার উক্তি "কো বেত্তি ভূমন্"—এই (ভাঃ ১০।১০।২১) মূলশ্লোকটীর টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"আচ্ছা, স্বতন্ত্র হইয়াও কেন কুৎসিত মৎস্যাদিরূপে জন্ম (অবতার), কেনই বা বামনাদি অবতারে যাচ্ঞাদি কার্পণ্য, কেনই বা এই (কৃষ্ণজন্মে) কখনও ভয়ে পলায়নাদি? এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'ভূমন্' ইত্যাদি অর্থানুরূপ সম্বোধনসমূহদ্বারা দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন। …আপনার যোগমায়াবৈভব অচিন্ত্য,—ইহাই ভাবার্থ।" চক্রবর্তিপাদের টীকা—(অনুবাদ):—"আচ্ছা আমি যে কৃষ্ণ, আমার ভূভারহরণ জন্য জন্ম, রামের রাবণ-বধের জন্য, শুক্লাদি (সত্য-ত্রেতাদি যুগের) অবতারগণের তত্তৎকালীন ধর্মপ্রবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধি। কিন্তু যাহারা

কথং তদিতরস্বভাবানাং চিদ্বস্তূনাং মম শ্রীমূর্ত্যাদীনামিতি। যথা যাবত্যো বিভূতয়ো মম ভবতা দৃষ্টান্তাবতীভিরেব ভবান্ বিস্মিতো নাপরাঃ সন্তীতি সম্ভাবয়ন্নিব তৎপরিমিততামধিগতবানস্তীতি। তথা মমাংশাঃ পূর্বং বালবৎসাদিরূপাস্ত এব চতুর্ভুজা অভবন্নিতি কস্যাপিরূপস্য কদাচিদুদ্ভবঃ কস্যাপি কদাচিদিতি। কিঞ্চ, সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকনরমূর্তিত্বাৎ যুগপদেব সর্বমপি তত্তদ্রূপং বর্তত এব, কিন্তু যূয়ং সর্বদা সর্বং ন পশ্যথেতি, তত্র চ যৌপপদ্যং কথমিতি,তত্রাহ (ভাঃ ১০।১৪।২১)

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ববা কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥"

ক্ববা, কথং বা, কতি বা, কদা বা, যোগমায়াং দুস্তর্ক্যাং চিচ্ছক্তিং বিস্তারয়ন্ তথা তথা প্রবর্তয়ন্ ক্রীড়সীতি ভবত ঊতীর্লীলাস্ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।" (কেন উঃ ২।৩) ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ

হইয়াছিল, ইহা কদাচিৎ কোনও একটী রূপের উদ্ভব; কদাচিৎ অন্য কোনও একটীর,—এই ভাবের। অধিকন্তু, সেই সেই সমস্তরূপ সত্যজ্ঞান-অনন্ত-আনন্দৈকরসমূর্তি হওয়ায় এক সময়েই বর্তমান ; কিন্তু তোমরা সর্বদা সবরূপ দেখ না, তবে ঐ বিষয়ে যৌগপদ্য বা একই কালে বর্তমানতা কিরূপে হইল ?' শ্রীকৃষ্ণের এই আংশিক প্রশ্নের উত্তরে ভাঃ ১০।১৪।২১ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, অহো আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোথায়, কখন ও কি ভাবে, কতপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ত্রিজগতে আপনার সেই সকল জগদ্রক্ষণকার্য কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ?" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—কোথায় বা, কি প্রকারেই বা, কত প্রকারেই বা, কোন্ সময়েই বা, তর্কাতীতা চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া অর্থাৎ সেই সেই ভাবে প্রবর্তিত কবিয়া ক্রীড়া করেন,—এই যে আপনার ঊতি অর্থাৎ লীলা ত্রিলোকমধ্যে কে জানেন ? কেহই না, এই অর্থ ; যেমন, 'কেন' উপনিষৎ (২।৩) বলিতেছেন—"ব্রহ্ম যাঁহার নিকট অবিদিত বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহার দ্বারাই তিনি বিদিত ; কিন্তু যাঁহার বিদিত বলিয়া স্বীকৃত, তিনি জানেন না।"—ইহাই ভাবার্থ।

টিপ্পনী

জ্ঞানী বলিয়া আত্মাভিমানী, তাহাদের (পূর্ব শ্লোক-কথিত) দুর্মদনাশের জন্য নয়। (তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন)—সত্যই বটে, আপনার জন্মাদিলীলাগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ে, কি কি প্রয়োজনে, কোন্ কোন্ সময়েই বা কত প্রকারেই বা —এ সমস্ত সম্যক্ জানিবার পক্ষে কেহই সমর্থ নয়। 'ভূমন্'—হে বিশ্বব্যাপক অনন্তমূর্তিময় ; 'হে ভগবন্'—ভূমা হইয়াও ষড়ৈশ্বর্যপরিপূর্ণ ; 'হে পরাত্মন্'—ভগবান্ হইয়াও পরমাত্মস্বরূপ ; 'হে যোগেশ্বর'—যোগমায়াদ্বারাই অনুভাব্যমান, ভূমা প্রভৃতিরূপেও মহামহৈশ্বর্য ; ঊতি অর্থাৎ জন্মাদিলীলা ত্রিলোকীমধ্যে অর্থাৎ ত্রিলোকের মধ্যবর্তী লীলাসমূহ কেবা জানে ? কেহই না ; ইত্যাদি। আচ্ছা, আপনার অনন্তমূর্তি বিশ্বব্যাপক, ষড়ৈশ্বর্যপুর্ণ, পরমাত্মস্বরূপ ; তাঁহারা ভৌতিক নহেন ; ত্রিলোকের অন্তর্বর্তী লীলাসমূহ ভক্তগণের বিনোদনের জন্য সংস্তগুলিই সকল সময়েই এককালেই (যুগপৎ) ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? তদুত্তর 'যোগমায়া বিস্তার করিয়া' অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়াকর্তৃকই

অত্র দুর্জ্ঞেয়তাপুরস্কৃতেনৈব সম্বোধনচতুষ্টয়েন চতুর্থী যুক্তিমাহ, হে ভূমন্! ক্রোড়ীকৃতানন্তমূর্ত্যাত্মক শ্রীমূর্তে! অয়ং ভাবঃ—একমপি মুখ্যং ভগবদ্রূপং যুগপদনন্তরূপাত্মকং ভবতি। তথেবাক্রূরেণ স্তুতম্—"বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্" (ভাঃ ১০।৪০।৭) ইতি।

তথা শ্রুতিঃ—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি।

ততো যদা যাদৃশং যেষামুপাসনাফলোদয়ভূমিকাবস্থানং, তদা তথৈব তে পশ্যন্তি। তথা চ "প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫২) ইত্যত্র ব্রহ্মসূত্রে মধ্বভাষ্যম্—"উপাসনাভেদাদ্দর্শনভেদ" ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিঞ্ছাবয়ববিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদ্ দত্তচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতি। অত্রাখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষাদিস্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্তর্ভাবিততত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং, তত্তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ

এই শ্লোকে প্রথমেই দুর্জ্ঞেয়তাব্যঞ্জক চারিটী সম্বোধনদ্বারা চারিটীতে যুক্তি বলিতেছেন—হে ভূমন্ অর্থাৎ আপনার শ্রীমূর্তিতে অনন্তমূর্তি ক্রোড়ীকৃত। ভাবার্থ এই প্রকার, যথা—শ্রীভগবানের একটীমাত্র মুখ্যরূপ একই কালে অনন্তরূপাত্মক হইয়া থাকে। এই কথাই শ্রীঅক্রূর স্তবে বলিয়াছেন—(ভাঃ ১০।৪০।৭): "হে ভগবন্, আপনি বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্তিমান্।" শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম এক হইয়াও বহু মূর্তিযোগে দৃষ্ট হ'ন।" অতএব যাঁহারা যখন যে প্রকার উপাসনার ফলোদয় ভূমিকায় অবস্থিত, তখন তাঁহারা সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। আর "প্রজ্ঞান্তর পৃথক্" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।৫২) ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্যপাদ বলিয়াছেন—"উপাসনার ভেদ হইতেই দর্শনের ভেদ হয়।" এস্থলে দৃষ্টান্ত—একমাত্র পট্টবস্ত্রবিশেষ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অবয়ববিশেষাদিদ্রব্যে রঞ্জিত নানাবর্ণ হইয়াও প্রধানতঃ এক (ময়ূরকণ্ঠি) বর্ণই, তথাপি উহা স্থানবিশেষ হইতে দৃষ্টিপাতকারী লোকের চক্ষুতে বর্ণবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে নিজপ্রধান দীপ্তির অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণরূপ অখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষের স্থানীয় (অর্থাৎ উহা তাঁহার রূপের উপমাস্থল), আর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপকে সেই সেই বর্ণস্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—

টিপ্পনী

ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ভক্তগণের নিকট লীলাগুলির যথাসময়ে প্রকাশ ও অপ্রকাশযোগে ক্রীড়া নির্বাহ হইতেছে, ইহাই অর্থ।"

কেনোপনিষদুক্ত বাক্যটীর তাৎপর্য এই যে, অজ্ঞগণ আপনাদিগকে বিজ্ঞ মনে করিয়া স্বয়ং বিপ্রলব্ধ হয় ও অপরকেও উপদেশদ্বারা বিপথে পরিচালিত করে। অপরপক্ষে যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বদা সশঙ্ক থাকেন যে, তাঁহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। মুণ্ডকোপনিষদেও (১।২।৮) বলিয়াছেন—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানা, স্বয়ং

যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথা বিভুঃ ॥" ইতি।

মণিরত্র বৈদূর্য্যং, নীলপীতাদয়স্তদ্‌গুণাঃ। তদেবং কেত্যস্য যুক্তিরুক্তা। এবমেব শ্রীবামনাবতারমুপলক্ষ্য শ্রীশুকবাক্যম্ (ভাঃ ৮।১৮।১২)—

"যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-, রব্যক্ত্যচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ, সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥" ইতি।

অনুবাদ

"মণি যেমন বিভাগক্রমে নীলপীত প্রভৃতি বর্ণযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ও ধ্যানভেদহেতু বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হ'ন। এখানে মণি—বৈদূর্যমণি ; নীলপীতাদি তাহার গুণ। অতএব এইরূপে (মূলশ্লোকে) 'ক্ব' অর্থাৎ 'কোথায় বা'—ইহারই যুক্তি বলা হইল।

শ্রীবামনাবতারকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকদেব এইরূপই বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ৮।১৮।১২):—

"ভগবানের যে বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধসমূহের সহিত নিত্যপ্রকাশমান, সেই অব্যক্ত চিৎস্বরূপ বিগ্রহকেই তিনি ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং সেই বিগ্রহেই মাতাপিতার দৃগ্‌গোচর হইয়া দিব্যগতি বা অদ্ভুতক্রিয়াশীল নটের ন্যায় খর্বাকৃতি বামন ব্রাহ্মণকুমার হইলেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—শ্লোকের এই অর্থ—যে বপুঃ বা শরীর কাহারও দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না ; যাহা চিৎ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ, সেই স্বরূপই নিত্য বিভূষণ ও আয়ুধাদিসহযোগে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন,—সেই দেহ তখন প্রপঞ্চেও ব্যক্তরূপে তিনি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। পুনরায় সেই দেহদ্বারাই হরি ব্রাহ্মণকুমার হইলেন। 'এব'-কারযোগে (সেই দেহদ্বারাই) বেশ পরিবর্তন বা অন্যবেষ গ্রহণের যে যোগাদিব্যাপার, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে। কোন্ সময়ে ? পিতামাতা দেখিতেছেন, এমন সময়ে। সেই

টিপ্পনী

ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥"—অর্থাৎ 'অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান মূঢ় ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ধীমান্ বা বিবেকী ও সর্বজ্ঞ অভিমান করিয়া অনর্থ-পরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে, স্বমঙ্গললাভে বঞ্চিত থাকে।"

শ্রীঅক্রূরের স্তবোক্তি শ্লোকটী (ভাঃ ১০।৪০।৭) সম্পূর্ণ এই—"অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে। যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥" —অর্থাৎ 'সাংখ্যযোগ-ত্রয়ীমার্গাবলম্বী ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণ আত্মসংস্কারাত্মিকা বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়া আপনার কথিত (পাঞ্চরাত্রিক) বিধি-অনুসারে আপনাতে চিত্তসংনিবেশপূর্বক, যিনি বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্তি, সেই আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"এখন বৈষ্ণবমার্গ বলিতেছেন—'সংস্কৃতাত্মা' ইহাদ্বারা অন্য উপাসকগণকে অসংস্কৃতমনা বলা হইয়াছে। 'আপনার কথিত বিধি-অনুসারে'—'পঞ্চরাত্রস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই স্মৃতি-অনুসারে পঞ্চরাত্রের পরমপ্রামাণিকত্ব সকলের নিকটই অতিমান্য, ইহাই বলা হইল। 'তন্ময়' - অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে আপনি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। 'বহুমূর্তি' ইত্যাদি—

অর্থশ্চায়ং—যদ্বপুঃ শরীরং ন কেনাপি ব্যজ্যতে, যা চিৎ পূর্ণানন্দ—স্তৎস্বরূপমেব সৎ বিভূষণায়ুধৈর্ভাতি, তদ্বপুস্তদা প্রপঞ্চেঽপি ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা অধারয়ৎ স্থাপিতবান্! পুনশ্চ তেনৈব বপুষা বামনো বটুর্বভূব হরিঃ। 'এব'-কারেণ পরিণামবেষান্তরযোগাদিকং নিষিদ্ধম্। কদা? পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ। তেনৈব বপুষা, তদ্ভাবে হেতুঃ? দিব্যাঃ পরমাচিন্ত্যাঃ। "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্নেব নিত্যস্থিতানাং নানাসংস্থানাং প্রকাশনাপ্রকাশনরূপা গতয়শ্চেষ্টা যস্য সঃ। তত্রালক্ষিতস্বধর্মমাত্রোল্লাসাংশে দৃষ্টান্তলেশঃ, যথা নট ইতি।

অনুবাদ

দেহদ্বারাই ঐরূপ হইলেন, তাহার হেতু কি? তাঁহার গতি দিব্য অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য; যেমন শ্রুতিতে বলিয়াছেন—যাহা গত হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে, সমস্তই তিনি।" আপনাতে নিত্যস্থিতি নানা সংস্থা বা আকারের প্রকাশকরণ বা অপ্রকাশকরণ-রূপ যে গতি বা চেষ্টা যাঁহার, তিনিই দিব্যগতি।' এখানে যে নটের দৃষ্টান্ত, তাহা তাঁহাতে আলক্ষিত বা অল্পদৃষ্ট স্বধর্মের মাত্র উল্লাসাংশের কণামাত্র। সে নটও কোনও আশ্চার্যতম নট; তাঁহার গতি বা হস্তকররূপ চেষ্টা বা সঞ্চালন দিব্য অর্থাৎ পরমবিস্ময়োৎপাদক; তিনি সেইরূপেই বৈষম্য প্রভৃতি স্বীকার না করিয়াও নানা আকার যেমন দেখান, সেই প্রকার। আর সেইজন্যই সেই সেই অনুকরণ নিতান্তভাবে তাঁহার আকারই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সর্বাংশে ঐরূপ হওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষ প্রস্তাবিত হইতে পারে না। যেমন পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে অন্য কেহ সাধক বা সহায়ক নয়; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা যায় উর্ণনাভের (মাকড়সার); সে কীট ভক্ষণ করিলে তাহা লালারূপে পরিণত হয়, সেই লালা হইতেই তন্তুই তাহার সাধন, আর অন্য কিছু তাহার সাধন বা উপায় হয় না, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২১):—যথোর্ণাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং

টিপ্পনী

আপনার চিন্ময়ী মূর্তি নানা হইলেও তাঁহাদের ঐক্য (একতা) অভিপ্রেত, যেমন শ্রুতিতে (গোপালতাপনী পূঃ ৩১) বলিয়াছেন—"একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।" —অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ সর্বশয়িতা, সর্বব্যাপক, সকলের বন্দ্য; তিনি এক হইয়াও (অচিন্ত্যশক্তিবলে) বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।' 'বহুমূর্তি' ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীল স্বামিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদ):—"বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধভেদে আপনি বহুমূর্তি, আর নারায়ণরূপে একমূর্তি।"

উদ্ধৃত বেদান্তবাক্যের (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫।২) শ্রীগোবিন্দভাষ্যে ব্যাখ্যা, যথা (অনুবাদ):—'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত' —এই শ্রুতিবাক্যে দুইটী প্রজ্ঞা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী শাব্দী বা শব্দবিষয়া, কিন্তু অপরটী উপাসনা। প্রজ্ঞার এই পার্থক্যই ভেদ। এই ভেদ অনুসারেই উপাসকের দর্শন বা প্রাপ্য সাক্ষাৎকারে ভেদ হইয়া থাকে। এই জন্যই 'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্রতুর (যজ্ঞের) তারতম্যের অনুসারে ফল হয়,— বলা হইয়াছে। সেইরূপ উপাসনা-অনুযায়ী ভগবদ্দর্শন, তাহা হইতে তদনুরূপ মুক্তি। 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' এই শ্রুত্যুক্ত (মুঃ ৩।১।৩) সাম্য-পারম্য-নিরঞ্জনত্ব অংশে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উপাসনার নির্মলতা-অনুসারে উহার ফল সিদ্ধ হইবে।"

নটোঽপি কশ্চিদাশ্চর্যতমঃ, দিব্যা পরমবিস্মাপিকা গতির্হস্তকররূপা চেষ্টা যস্য তথাভূতঃ সন্, তেনৈব রূপেণ বৈষম্যাদিকমনুরীকৃত্যাপি নানাকারতাং যথা দর্শয়তি। স্বর্গ্যো নটো বা দিব্যগতিঃ। ততশ্চ তত্তদনুকরণং তস্যাত্যন্ততদাকারমেব ভবতি। অত্র পরমেশ্বরং বিনা অন্যস্য সর্বাংশে তাদৃশত্বাভাবাৎ, ন চ দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষঃ প্রসজ্জনীয়ঃ। যথা ভক্ষিতকীটপরিণামলালাজাততন্তুসাধনোঽপ্যূর্ণনাভঃ পরমেশ্বরস্য জগৎস্রষ্টাবনন্যসাধকত্বে দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তে—

"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ" (ভাঃ ১১।৯।২১) ইত্যাদি। তদ্বৎ। তদেবং শ্রীব্রহ্মণাপি সর্বরূপসদ্ভাবাভিপ্রায়েণৈবোক্তম্ (ভাঃ ৩।৯।১১)—

অনুবাদ

গ্রসতে তাবৎ মহেশ্বরঃ॥" —অর্থাৎ 'ঊর্ণনাভি যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা (কীট আবদ্ধ করা-রূপ) বিহার বা লীলা করিয়া পুনরায় তাহা গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের মধ্যে তাহার উপসংহার করেন। অতএব শ্রীব্রহ্মাও এই প্রকার শ্রীভগবানে সর্বপ্রকার রূপের সম্ভব আছে, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৯।১১): "হে নাথ (গর্ভোদশায়িন্ বিষ্ণো), লোকে (গুরুমুখে) শুনিয়া আপনাকে পাইবার পথ দেখিতে পায়। আপনি তাঁহাদের ভক্তিযোগপ্রভাবে সম্যক্ প্রকটিত হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠান করেন। হে উরুগায় (পুণ্যশ্লোক ভগবন্) তাঁহারা (সিদ্ধ অবস্থায়) আপনার যে যে রূপ হৃদয়ে ধ্যেয়রূপে ভাবনা করেন, আপনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই নিত্য স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—'প্রণয়সে'—প্রকৃষ্টভাবে আনয়ন অর্থাৎ প্রকট করেন। 'শ্রুতেক্ষিতপথ'—ইহাদ্বারা কল্পনা নিরস্ত হইল (অর্থাৎ রূপসমূহ কল্পিত নহে, নিত্য)। ভগবান্ সর্বরূপ হইলেও ভক্তগণের অভিরুচি সম্মত না হইলে তদ্রূপের অপবাদ বা অপলাপ শ্রীকর্দম ঋষির বাক্যে দেখা যায় (ভাঃ ৩।২৪।৩১):

টিপ্পনী

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র হইতে উদ্ধৃত বচনে বলিয়াছেন—বিভাগ অনুসারে অর্থাৎ দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অনুসারে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীভগবান্ও ধ্যানের বিভেদ অনুসারে ধ্যাতার হৃদয়ে ভিন্নরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন।'

বামনাবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকটীর (ভাঃ ৮।১৮।১২) টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ): "বিভূষণাদিসহ যে বহু প্রকাশমান, বর্তমান নির্দেশে তাঁহার নিত্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল। অধিকন্তু যে অব্যক্ত চিৎস্বরূপ, তাহাও কৃপাপূর্বক ব্যক্তীকৃত হইলেন। 'অধারয়ৎ' অর্থাৎ ধরিলেন বলায় 'রূপটী পূর্বে ছিল না'—এরূপ নহে; পিতা-মাতার সুখের জন্য উহা গ্রহণ করিলেন—এই ভাবার্থ। 'তেনৈব' বলায় কোনও একটী মায়িক মূর্তি, তাহা নহে। 'দিব্যগতি'—দিব্য অর্থাৎ দুর্গম (অবোধ্য) সত্য গতি বা চেষ্টাময়; সেই প্রকার মহাযোগেশ্বর নট যেমন নিজ স্বরূপ হইতে পৃথগ্ভূত স্বরূপ করিয়াও অপৃথগ্ভূতই থাকেন, হরিও সেইরূপ চিন্ময়বপুসহযোগেই বপু হইলেন—এই তাৎপর্য।"

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-, আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" ইতি।

প্রণয়সে প্রকর্ষেণ নয়সি প্রকটয়সি, শ্রুতেক্ষিতপথ ইত্যনেন কল্পনায়া নিরস্তত্বাৎ। সর্ব-রূপত্বেঽপি ভক্তানভিরুচিতরূপত্বেঽপবাদঃ শ্রীকর্দমবাক্যেন (ভাঃ ৩।২৪।৩১)—

"তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব। যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥" ইতি।

যানি যানি চ ত্বদীয়স্বভক্তেভ্যো রোচন্তে, তানি তান্যেব তব রূপাণি তে তব অভিন্ন-রূপাণি যোগ্যানি, নান্যানীত্যর্থঃ। অন্যানি চ, যাদৃশং রন্তিদেবায় কুৎসিতরূপং প্রপঞ্চিতং তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি। তাদৃশস্য চ মায়িকত্বমেব হি তত্রোক্তম্ (ভাঃ ৯।২১।১৫)—

অনুবাদ

"হে ভগবন্, যদিও আপনি অরূপী অর্থাৎ প্রাকৃতরূপরহিত, তথাপি আপনার যে সকল (অলৌকিক চতুর্ভুজাদি) রূপ, এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের প্রীতিপদ, সে সমস্ত রূপই আপনার অভিরূপ বা যোগ্য।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যে গুলি যে গুলি আপনার নিজভক্তগণের রুচি-সম্মত, আপনার সেই সেই রূপগুলিই আপনার অভিরূপ অর্থাৎ যোগ্য, অন্য কোন রূপ তাহা নহে। অন্যরূপসমূহ, যে প্রকার কুৎসিতরূপ রন্তিদেবের জন্য বিস্তারিত হইয়াছিল, সেই প্রকারই জানিতে হইবে। সেই প্রকার রূপ যে মায়িক, তাহা সে স্থলেই (ভাঃ ৯।২১।২৫) কথিত হইয়াছে, যথা

"ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফলপ্রদাতা ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুমায়াসমূহরূপে তাঁহার (রন্তিদেবের) সমক্ষে আগমনপূর্বক শেষে আত্মা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা—"ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মা প্রভৃতি; মায়াসমূহ অর্থাৎ তাঁহার ধৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে মায়াকর্তৃক বৃষল (শূদ্র) প্রভৃতি-রূপে প্রতীত হইয়া—এই অর্থ'। মায়াই অনভিরূপত্ব বা অযোগ্যত্বের হেতু। শ্রীকর্দমঋষি (ভাঃ ৩।২৪।৩১ শ্লোকে) বলিয়াছেন "ভগবান্ অরূপী" অর্থাৎ প্রাকৃত-রূপরহিত; স্বামিপাদের টীকাতেও বলা হইয়াছে—"অপ্রাকৃত বলিয়া কুৎসিতত্ব অসম্ভব।"

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ যে স্বটীকায় 'দিব্যাগতি'-সম্বন্ধে সকল অনুকরণ নিতান্ত তাঁহারই আকার অর্থাৎ তদনুরূপ হইয়া থাকে, বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, সে সকলের অনুকরণ একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। অপ্রাকৃত তত্ত্ববিদ যেযে ঐহিক জগতের দৃষ্টান্ত, তাহা সর্বাংশে সমঞ্জস হয় না। সে প্রকার তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিয়া তবে উহা বুঝিতে হয়। তজ্জন্য খণ্ডত্বদোষ উপস্থিত হয়, এরূপ আপত্তি তুলিয়া ঐ দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করা যুক্ত নহে। শাস্ত্রে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত; ঊর্ণনাভ তন্মধ্যে একটী। সেইরূপ নটের দৃষ্টান্ত দ্বারাও যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। 'ঊর্ণনাভি'র উপমামূলক শ্লোকটীর (ভাঃ ১১।৯।২১) বিবৃতিতে গৌড়ীয় আচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"যেরূপ মাকড়সা স্বীয় শরীর হইতে সূত্রজাল বিস্তার করিয়া পুনরায় স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে উহাদিগকে সঙ্কোচ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর চিদচিদ্-প্রাকট্যের ভূমিদ্বয়ের অন্যতম অচিদ্ ভূমিকা প্রসারণ করিয়া পুনরায় তাহা সঙ্কোচ করিয়া ল'ন। এই অচিদ্-ভূমিকায় কালক্ষোভ, পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখাদি ধর্ম অবস্থিত।" ভাঃ ১১।৯।১৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—

"তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্। আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ॥" ইতি।

টীকা চ—

"ত্রিভুবনাধীশাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ, মায়াস্তদীয়ধৈর্যপরীক্ষার্থং প্রথমং মায়য়া বৃষলাদিরূপেণ প্রতীতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অনভিরূপত্বে হেতুঃ—অরূপিণ ইতি, প্রাকৃতরূপরহিতস্যেতি।

টীকা চ—"অপ্রাকৃতত্বেন কুৎসিতত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ।"

অথ প্রকৃতপদ্যস্য কথং বেত্যাদিত্রয়যুক্তয়েঽবশিষ্টং সম্বোধনত্রয়ং ব্যাখ্যায়তে—হে ভগবন্নচিন্ত্যশক্তে! অচিন্ত্যস্য ভগবন্মূর্ত্যাদ্যাবির্ভাবস্যান্যথানুপপত্তেরচিন্ত্যা স্বরূপশক্তিরেব কারণমিতি

অনুবাদ

এখন প্রকৃতপদ্য অর্থাৎ বর্তমান অনুচ্ছেদের মূলশ্লোক (ভাঃ ১০।১৪।২১), ইহার "কথং বা কতি বা কদা বা"—এই তিনটীর যুক্তি দেখাইবার জন্য অবশিষ্ট সম্বোধন ("ভগবন্, পরাত্মন্,যোগেশ্বর)" তিনটী ব্যাখ্যাত হইতেছে। 'হে ভগবন্' অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিময়; ভগবানের মূর্তি প্রভৃতির আবির্ভাব অচিন্ত্য, তাহার অন্য প্রকারে অনুপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা বোধাতীতত্বের কারণ তাঁহার অচিন্ত্যা স্বরূপ-শক্তি, ইহাই ভাবার্থ। এইটী 'কথং বা'—ইহার যুক্তি। সেইরূপ 'হে পরাত্মন্' অর্থাৎ প্রত্যেকেই পরা বা অনন্তশক্তি এমন পুরুষাদি অবতারগণের আপনি আত্মা বা অবতারী। আপনাতে সেই শক্তিসমূহ অবশ্য অনন্ত বলিয়া তাহাদের আবির্ভাববিভূতি কতই না, অর্থাৎ উহারা বাক্য ও মনের অগোচরত্ব লাভ করিয়াছেন, এই ভাবার্থ। এটী 'কতি বা'—ইহার যুক্তি। সেইরূপ 'হে যোগেশ্বর' অর্থাৎ আপনি একই রূপে নানারূপ যোজনালক্ষণময়ী যোগমায়ানাম্নী স্বরূপশক্তির ঈশনশীল বা নিয়ন্তা, অথবা সেই

টিপ্পনী

(অনুবাদ):—"ঈশ্বর কি প্রকারে বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তাহা ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তে দেখা যায়। এক অর্থাৎ স্বশক্তি-ব্যতিরিক্ত অন্য কারক-শূন্য নারায়ণ কারণ-বিশেষী কালশক্তিদ্বারা সংহার করিয়া একাই মহাসমষ্টি-ব্যষ্টিসমূহের নাশহেতু অদ্বিতীয়, আত্মাধার ও অখিলাশ্রয় হইয়া থাকেন। শ্রীকর্দম ঋষিও ভগবৎস্তোত্রে (ভাঃ ৩।২১।১৯) বলিয়াছেন—(অনুবাদ):—'হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎ-সৃষ্টি-মানসে আত্মাতে অধিকৃত আপনার ঈক্ষণযোগহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গারূপে স্বীকার করিয়া উহাদিগের দ্বারা ঊর্ণনাভির ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করিতেছেন।"

শ্রীব্রহ্মোক্তিরূপে উদ্ধৃত (ভাঃ ৩।৯।১১) শ্লোকটী ৯ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ এই প্রসঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক উক্ত অনুচ্ছেদের পুনরালোচনা করিবেন।

মূলে উদ্ধৃত শ্রীকর্দম ঋষির উক্ত (ভাঃ ৩।২৪।৩১) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদ):—"যে সকল চতুর্ভুজাদি অলৌকিক রূপ, সে গুলি আপনার অনুরূপ বা যোগ্য রূপ। আর যে গুলি মনুষ্যস্বরূপ আপনার স্বভক্তগণের রুচিকর, সেগুলিও আপনার রুচিকর। অরূপী অর্থাৎ প্রাকৃতরূপরাহিত্য।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ): "নিত্যসচ্চিদানন্দময় আপনার সেই সচ্চিদানন্দঘন রূপগুলি অধিরূপ অর্থাৎ সমুচিত, সেগুলি আপনার স্বজন অর্থাৎ নিজভক্তজনের রুচিকর; অন্যান্য ব্যক্তির রোচক রূপগুলি বস্তুতঃ আপনার রূপ নয়, কিন্তু মায়িক। যেহেতু

ভাবঃ। ইয়ং কথং বেত্যস্য যুক্তিঃ। তথা হে পরাত্মন্! পরেষাং প্রত্যেকমপ্যনন্তশক্তীনাং পুরুষাদ্যবতারাণামাত্মন্নবতারিন্! ত্বয়ি তু তাসাং সুতরামনন্তত্বাৎ তদাবির্ভাববিভূতয়ঃ কতি বা বাঙ্মনসোঽগোচরত্বমাপদ্যেরন্নিতিভাবঃ। ইয়ং কতিবেত্যস্য যুক্তিঃ। তথা হে যোগেশ্বর! একস্মিন্নপি রূপে নানারূপযোজনালক্ষণায়া যোগনাম্ন্যাঃ স্বরূপশক্তেস্তয়া বা ঈশনশীল! অয়ং ভাবঃ—যথা তব প্রধানং রূপং অন্তর্ভূতানন্তরূপং তথা তবাংশরূপঞ্চ। ততশ্চ যদা তব যত্রাংশে তত্তদুপাসনাফলস্য যস্য রূপস্য প্রকাশনেচ্ছা তদৈব তত্র তদ্রূপং প্রকাশসে ইতি। ইয়ং কদেত্যস্য যুক্তিঃ। তস্মাত্তত্তৎ সর্বমপি তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপেঽন্তর্ভূতমিত্যেবমত্রাপি ॥ ৪০ ॥]

সর্বধারত্বাদ্ভগবদ্বিগ্রহস্য বিভুত্বং সিদ্ধম্

তাৎপর্যম্ উপসংহরতি (ভাঃ ১০।১৪।২২)—

অনুবাদ

শক্তিযোগে সকলের নিয়ন্তা। ভাবার্থ এই—যেমন আপনার প্রধানরূপ অনন্তরূপকে অন্তর্ভূত রাখিয়াছে, তদ্রূপ আপনার অংশরূপও। অতএব যখন আপনার যে অংশ সেই সেই উপাসকের উপাসনার ফলরূপে যে রূপ প্রকাশের ইচ্ছা, তখনই সেই অংশ সেইরূপ আপনি প্রকাশ করেন। এইটী "কদা"—ইহার যুক্তি। অতএব সেই সমস্ত রূপগুলিই সেই শ্রীকৃষ্ণরূপেরই অন্তর্ভূত, ইহা এইরূপে এস্থলেও তাৎপর্য। (৪০)

টিপ্পনী

আপনি অরূপী বা প্রাকৃতরূপরহিত। বৈরাজ (বিরাট্)রূপে কোন কোন ভক্ত (স্বজনব্যতীত) প্রথম দশায় ধ্যান করেন ও রোচকভাব প্রাপ্ত হ'ন। সেইরূপও অরোচক প্রাকৃত হওয়ায় তাহা ভগবানের স্বীয় রূপ নয়, ইহাই অভিপ্রায়।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার তাৎপর্যে বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"ব্রহ্মাদি যে যে রূপ স্বজনগণের রুচিকর, সেইগুলিই প্রকট করিবার পক্ষে অভিরূপ (যোগ্য)। কূর্মপুরাণ বলিয়াছেন—'যে স্থান সাধুগণ রচনা করিয়াছেন, হরি সেখানে ব্যক্ত হ'ন।"

শ্রীরন্তিদেব সম্বন্ধে উদ্ধৃত (ভাঃ ৯।২১।১৫) শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ সংক্ষেপে বলিয়াছেন (অনুবাদঃ):—ত্রিভুবনাধীশ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র তাঁহার (রন্তিদেবের) ধৈর্যপরীক্ষার্থ প্রথমে মায়াসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৃষল-শ্বপতিদিগকে, তাহার পর আত্মা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।" এখানে মনে হয়, সহৃদয় পাঠকগণের এতৎসম্বন্ধে সহজ অবগতির জন্য সংক্ষেপে আখ্যায়িকাটির বর্ণনা করা প্রয়োজন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র মহারাজ ভরত পুত্রলাভার্থ মরুদ্যজ্ঞ করেন, যাহার ফলে ভরদ্বাজ নামক পুত্র প্রাপ্ত হ'ন। ভরদ্বাজের পুত্র মন্যুর পঞ্চপুত্র; তন্মধ্যে নরের পুত্র সংকৃতি হইতে রন্তিদেবের উৎপত্তি। তিনি সর্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া সর্বস্ব দিয়া ভক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি, তিনি তাঁহার আহার্যবস্তু পর্যন্ত অন্যকে প্রদান করিয়া সপরিবার অনাহারে দিন যাপন করিতেন। কোন সময় তিনি জলমাত্র পান করিয়া আটচল্লিশ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ উপবাসের পর ঘৃত-পায়সাদি ভোজ্যদ্রব্য যদৃচ্ছাক্রমে রন্তিদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া পরিতোষের পর প্রস্থান করিলে, তিনি বসিতে যাইতেছেন, অমনি এক বৃষল (শূদ্র) উপস্থিত; সে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কুক্কুর-পরিবেষ্টিত এক (শ্বপতি) অতিথি আসিলে রন্তিদেব আদর করিয়া

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং, স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে, মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"

যস্মাদেবং প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চবস্তূনাং সর্বেষামপি তত্ত্ববিগ্রহোঽসি, তস্মাদেব নিত্যসুখবোধলক্ষণা যা তনুস্তৎস্বরূপেঽনন্তে ত্বয্যেবাশেষমিদং জগদবভাতীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং সৎ? উদ্যদপি যৎ মুহুরুদ্ভবত্তিরোভবচ্চ। যদ্ যস্মিন্ মুহুর্জায়তে লীয়তে চ তত্তস্মিন্নেবাবভাতি, ভুবি তদ্বিকার এবেতি ভাবঃ। তর্হি কিং মম বিকারিত্বম্? নেত্যাহ। মায়াতো মায়য় ত্বদীয়াচিন্ত্যশক্তিবিশেষেণ

অনুবাদ

(৩৩শ অনুচ্ছেদে শ্রীব্রহ্মার স্তোত্র ১০।১৪।১১ শ্লোকে আরব্ধ প্রকরণের) উপসংহার করিতেছেন—ভাঃ ১০।১৪।২২ (অনুবাদঃ "অতএব এই সমগ্র জগৎ অসৎস্বরূপ অর্থাৎ অনিত্য, স্বপ্নের ন্যায় অল্পকালবর্তী, অবিদ্যাবশে লুপ্ত-জ্ঞান, সেই কারণে অতিশয়দুঃখপ্রদ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও অনন্ত আপনাতেই অধিষ্ঠানভূত আপনার মায়া হইতে উদ্যৎ অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াও উহা সৎ বা নিত্যবস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যেহেতু আপনি সমস্ত প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তুরও তত্ত্ববিগ্রহ (মূলমূর্তি), সেই হেতুই নিত্য (সৎ)-সুখ (আনন্দ)-বোধ (চিৎ)-লক্ষণযুক্ত তনুময় অর্থাৎ তৎস্বরূপময় অনন্ত আপনাতেই এই জগৎ প্রতীত হইতেছে—ইহাই অন্বয়। কি প্রকার হইয়া?—'উদ্যদপি যৎ' অর্থাৎ যাহা পুনঃ পুনঃ উদ্ভব ও তিরোধানশীল; 'যৎ' অর্থাৎ

টিপ্পনী

অবশিষ্ট ভোজ্য সেই চণ্ডাল ও তাহার কুকুরগণকে সন্তুষ্ট বিভাগ করিয়া দিলেন। তখন মাত্র কিছু পানীয় ছিল। তাহাই পান করিতে যাইতেছেন, অমনি এক তৃষ্ণার্ত পুরুশ (চণ্ডালজাতীয়) অতিথি উপস্থিত হইলে সেটুকু নিজে পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও তাহাকেই দিলেন। তখন ব্রহ্মাদি তাঁহাকে স্ব-স্বরূপ দেখাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কেবলমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে চিত্তসন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। গুণময়ী মায়া তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান ছিল। তাঁহার পরীক্ষার জন্য মায়া বিস্তৃত হইলেও তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রিয়তমত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। শ্রীজীবপাদ "তান্যেব" (ভাঃ ৩।২৪।৩১) শ্লোকের টীকায় তাঁহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার (পরীক্ষার) নিমিত্ত মায়িক কুৎসিতরূপ প্রপঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীভগবানের অভিন্নরূপ রূপ নহে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"অতএব 'ইদং'-শব্দবাচ্য এই জগৎই মায়িক, কিন্তু আপনার বপু, যাহা মধ্যমপরিমাণ হইয়াও এই জগতের পরিচ্ছেদক বা ব্যাপক, তাহা শুদ্ধসত্ত্বাত্মকই—(শ্রীব্রহ্মা) এই প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। জগৎ অসৎ-স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপে সর্বকালব্যাপিসত্তারহিত; অতএব, ইহা স্বপ্নাভ অর্থাৎ স্বপ্নাত্মজ্ঞানের ন্যায় অল্পকালবর্তী; কিন্তু তাই বলিয়া স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায় এই জগৎ মিথ্যা, এরূপ ব্যাখ্যা যুক্ত নয়। সপ্তম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ৭।১।১১):—"কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং, প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ।" প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ—এই দুইয়ের সহায়তায় ভগবান্ সত্যকৃৎ অর্থাৎ ভগবৎসৃষ্ট সমস্ত-বস্তু সত্য, বিশ্ব মিথ্যামাত্র নয়।' শ্রীমধ্বাচার্য-প্রমাণিত শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—'এই যে বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তাহা সত্যই।' 'নিত্য' অর্থাৎ সন্ধিনী, 'সুখ' অর্থাৎ হ্লাদিনী, 'বোধ' অর্থাৎ সম্বিৎ—এই তিনটী লইয়া স্বরূপশক্তি বলিয়া ভগবানের তনুসমূহ সদানন্দচিন্ময়।

বিকারাদিরহিতস্যৈব, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) ইত্যাদৌ পরিণামাস্বীকারাৎ। মুহুরুদ্ভবত্তিরোভবত্ত্বাদেব স্বপ্নাভং তত্তুল্যং নত্বজ্ঞানমাত্রকল্পিত্বাদপি "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯) ইতি ন্যায়েন। তথা অবিদ্যাবৃত্তিকমায়াকার্যত্বাচ্চ অস্তধিষণং জীবপরমাত্মজ্ঞানলোককর্তৃ। উভয়স্মাদপি হেতোঃ পুরুদুঃখদুঃখং তদীয়সুখাভাসস্যাপি বস্তুতো দুঃখরূপত্বাৎ। বিনা ত্বৎসত্তয়া অসৎস্বরূপং শশবিষাণতুল্যম্। তদেবংভূতমপি সদিবানশ্বরমিবাভাতি মুগ্ধানামিতি শেষঃ।

অনুবাদ

যাহাতে মুহুঃ জাত হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, 'তৎ' অর্থাৎ তাহাতেই অবভাত হয়, পৃথিবীতে তাহারই বিকার, এই ভাব। তবে কি আমি বিকারী? না, না, তাহা নয়; তাই বলিতেছেন 'মায়াতঃ' অর্থাৎ আপনি বিকারাদি-রহিত, আপনার অচিন্ত্যশক্তিবিশেষ মায়াযোগে। (বেদান্তসূত্র ২।১।২৭) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদিতে (ব্রহ্মের) পরিণাম বা বিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। মুহুর্মুহু উদ্ভূত ও তিরোহিত হইতে থাকে বলিয়া স্বপ্নের আভাযুক্ত বা তাহার তুল্য, কিন্তু অজ্ঞানমাত্রদ্বারা কল্পিত বলিয়া নহে, (বেদান্তসূত্র, ২।২।২৯) "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ"—এই ন্যায়ানুসারে। ঐ প্রকার জগৎ অবিদ্যাবৃত্তিজনিত মায়াকার্য বলিয়াও 'অস্তধিষণ' অর্থাৎ জীবজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞানের লোপকারক। এই

টিপ্পনী

অধিষ্ঠানভূত এবংবিধ তাঁহাতে কারণরূপ মায়া হইতে উদ্ভৎ অর্থাৎ উদিত ও অস্তগত হইয়া যায়। অর্থাৎ বিশ্ব সৎ বা সার্বকালিকের ন্যায় প্রতিভাত।"

বেদান্তসূত্র 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতঃপূর্বে (তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদে) আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদ্ধৃত গোবিন্দভাষ্যে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'সর্বকর্তৃত্বসত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব শ্রুতির অনুসারেই স্বীকার করিতে হইবে; কেবল যুক্তির সাহায্যে প্রতিবিধান করিতে হইবে না।'

বেদান্তসূত্র "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ"-এর গোবিন্দভাষ্যে অবতরণিকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"বাহ্য অর্থ ব্যতীতও বাসনাহেতু যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, তদ্দ্বারা স্বপ্নে যেমন ব্যবহার, তদ্রূপ সমস্ত জাগরণকালেও হইবে, এই দৃষ্টান্তযোগে সাধিত ধারণার দোষ দেখাইতে সূত্রকারের এই সূত্র।" সূত্রের টীকা—স্বপ্নে যে মনোরথে যেমন ঘটাদি অর্থের আকারসম্বন্ধীয় জ্ঞানমাত্র সিদ্ধ ব্যবহার, সেইরূপ জাগরকালেও হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। কেন নয়? বৈধর্ম্যহেতু। স্বপ্নে ও জাগরণে প্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর সাধর্ম্য নাই। স্বপ্নে অনুভূতবিষয় স্মরণ করা হয়, কিন্তু জাগরণে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। স্বপ্নে উপলব্ধ মাত্র এক মুহূর্তেই অন্য একটী ঘটনা উঠিয়া বোধে বাধা জন্মায়; কিন্তু জাগরণে উপলব্ধ বিষয় একশত বৎসর পরেও সেই একই ভাবযুক্ত, তাহাতে বাধা নাই। কেবল স্বপ্নদ্রষ্টারই অনুভূত, আর সেই অল্প সময়েই অনুভূত বস্তু স্বপ্নে পরমেশ্বরই সৃষ্টি করেন। একথা 'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" (৩।২।১) সূত্রেও বলা হইয়াছে। 'সন্ধ্য' অর্থে স্বপ্ন, তাহাতে যে রথাদি-সৃষ্টি, তাহা পরমাত্মারই কৃত, কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন 'স হি কর্তেতি'—স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টি তাঁহারই কৃত।" ভগবান্ 'নিত্যসুখবোধতনু' অর্থাৎ 'সৎ-আনন্দ-চিৎ-বিগ্রহ'; কিন্তু জগৎ অসৎস্বরূপ, 'অস্তধিষণ' বা বোধশূন্য, আর 'পুরুদুঃখদুঃখ' অর্থাৎ কেবল দুঃখে পরিপূর্ণ; তথাপি উহা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও তিরোহিত বলিয়া অনশ্বর বা নিত্য, ব্যবহারিকজ্ঞানযুক্ত বলিয়া জ্ঞানময়, এবং স্বর্গাদি সুখের আশাপূর্ণ বলিয়া সুখময়রূপে মূঢ়লোকের নিকট উপলক্ষিত হয় মাত্র; তত্ত্বতঃ জগৎ অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দ। ভগবানের স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় বিশ্ব তাঁহার ব্যাপ্য;

উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ব্যবহারজ্ঞানময়মহদাদ্যাত্মকত্বাৎ জ্ঞানোদ্বোধকমিব, স্বর্গাদ্যাত্মকত্বাৎ সুখমিব চ। তদেবমন্যস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নঞ্চ তদেবং বপুরিতি প্রকরণার্থঃ। ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৪১ ॥

সর্বগতত্বাদপি ভগবদ্বিগ্রহস্য বিভুত্বম্

তদিত্থং মধ্যমাকার এব সর্বাধারত্বাদ্বিভুত্বং সাধিতম্। সর্বগতত্বাদপি সাধ্যতে (ভাঃ ১০।৬৯।২)—"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥"

অনুবাদ

উভয়হেতু 'প্রকৃতুঃখতুঃখ' অর্থাৎ তাহার সুখের আভাসও বস্তুতঃ দুঃখরূপ। আপনার সত্তা বা স্থিতি বিনা অসংস্বরূপ অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গের ন্যায় কাল্পনিক বা মিথ্যা। অতএব এইরূপ হইয়াও 'সৎ' অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, মূঢ়গণের নিকট; ইহা উহ্য। ব্যবহার জ্ঞানময় মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিমূলক হওয়ায় জ্ঞানের উদ্বোধকের ন্যায়, আর স্বর্গাদিমূলক বলিয়া সুখের ন্যায় প্রতীতি—ইহা উপলক্ষণ। অতএব এই প্রকার অন্য সমস্ত তাঁহাদ্বারা পরিচ্ছেদ্য (ব্যাপ্য) বলিয়া স্বরূপশক্তিপ্রভাবে সেই এই প্রকার বপু পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন—প্রকরণটীর এই অর্থ। ইহা ব্রহ্মা (৩৩শ হইতে এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাঃ ১০।১৪ অধ্যায়ে ১১শ হইতে ২২শ পর্যন্ত শ্লোকে) শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন। (৪১)

অতএব এই প্রকার মধ্যমাকারেই ভগবান্ বিশ্বাদি সমস্ত বস্তুরই আধার; ইহাদ্বারাই তাঁহার বিভুত্ব সিদ্ধ; তিনি সর্বগ বলিয়াও তাহা সিদ্ধ। (ইহা এই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইতেছে)। ভাঃ ১০।৬৯।২ (শ্রীনারদের চিন্তা শ্রীশুককর্তৃক কথিত)—"ইহা বিচিত্র যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক বিগ্রহে উপস্থিত থাকিয়াই এককালে পৃথগ্‌ভাবে ষোড়শসহস্র রমণীকে তৎসংখ্যক গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা) – অহো ইহা চিত্র; তাহা কি? শ্রীকৃষ্ণ যে এককই দ্বিগুণিত অষ্ট অর্থাৎ

টিপ্পনী

তিনি ব্যাপক, ব্যাপ্য নহেন; তিনি অপরিচ্ছিন্ন। আবার সেই শক্তিবলেই তিনি মধ্যমাকাররূপে প্রপঞ্চে ব্যাপ্য বা পরিচ্ছিন্ন হইয়াও প্রকট হ'ন। ৩৩ অনুচ্ছেদে 'পরিচ্ছিন্নস্যৈব বিভুত্বম্' বলিয়া প্রকরণ আরম্ভ; ঐ অনুচ্ছেদ হইতে ৪০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত শ্রীব্রহ্মার স্তবের একাদশটী শ্লোকে এই প্রকরণ বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান অনুচ্ছেদের শ্লোকটীতে উহার উপসংহার ॥ ৪১ ॥

শ্রীনারদ-চিন্তনের শ্লোকটীর (ভাঃ ১০।৬৯।২) টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদঃ):—"দর্শনস্পৃহার অভিনয়রূপে বলিয়াছেন—'ইহা চিত্র' ইত্যাদি।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদঃ):—"...সৌভরি ঋষি প্রভৃতি যোগিগণ কায়ব্যূহ করিয়াই (অর্থাৎ বিভিন্ন দেহে) একই সময়ে অনেক স্ত্রীর সহিত থাকিতেন, একটী দেহে নয়, ইহাই ভাবার্থ। ..." সৌভরি ঋষির কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৬।৩৮-৪৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে। প্রাচীনকালের সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অধীশ্বর মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যা ছিল। মহাযোগী সৌভরি স্ত্রীসংগ্রহের ইচ্ছায় মান্ধাতার একটী কন্যার প্রার্থী হইলে তিনি যে কন্যা তাঁহাকে বরণ করিবে, তাহাকেই দিবেন বলায় বলিপলিতজরঠ সৌভরি যোগবলে অতিসুরূপ যুবার রূপ ধারণপূর্বক উপস্থিত হইলে পঞ্চাশ কন্যাই তাঁহাকে বরণ করে। তখন উহাদের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে

এতদ্বত অহো চিত্রং কিন্তৎ। এক এব শ্রীকৃষ্ণঃ দ্ব্যষ্টসাহস্রং কেষু সর্বেষ্বিতি শেষঃ। ভবতু ততোঽপি কিং, তত্রাহ। পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণিগ্রহণাদিবিবাহবিধি কৃতবান্। নন্বু ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভবমেতত্তত্রাহ যুগপদিতি। নন্বু যোগেশ্বরোঽপি যুগপন্নানাবপূংষি বিধায় তদ্বিধাতুং শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরারাধ্যচরণানাং যুষ্মাকমপি চিত্রং? তত্রাহ। একেন বপুষা ইতি। তর্হি কথমনেকবাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুষা তৎ কৃতবান্; নৈবম্।

অনুবাদ

ষোড়শ সহস্র স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, ইহাতে কি এমন আশ্চর্য? তাহাতে বলিতেছেন—তৎসংখ্যক সমস্ত (ইহা উহ্য) গৃহসমূহে। তা' না হয় হইল, তাহাতেই বা কি? পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই থাকিয়া পাণিগ্রহণাদি বিবাহবিধি সম্পাদন করিয়াছিলেন; ক্রমে ক্রমে (একের পর অন্য একটী, এরূপভাবে) বিবাহে ত' অসম্ভব কিছু নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যুগপৎ', অর্থাৎ সব একই-কালে। আচ্ছা, যদি বলেন যোগেশ্বরও (সিদ্ধযোগীও) ত' একসঙ্গে নানাদেহ ধারণ করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ, যোগেশ্বরগণের আরাধ্যচরণ আপনার পক্ষে ইহাতে কিইবা বিচিত্রতা? তাহার উত্তর এই যে, একমাত্র দেহেই। তাহা হইলে কোনও প্রকারে অনেক বাহুপ্রভৃতিযুক্ত এক ব্যাপক দেহেই তাহা করা হইয়াছিল; এই আশঙ্কার উত্তর—না, তাহা নহে। (ভাঃ ৩।৩।৮) শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াপ্রভাবে সেই স্ত্রীগণকে নানাগৃহে যুগপৎ এক মুহূর্তে তত্তদুপযোগী হইয়া শাস্ত্রমতে পাণিগ্রহণপূর্বক বিবাহ করিলেন।" এই শ্রীউদ্ধবের বাক্যেই তত্তদনুরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীরই

টিপ্পনী

তিনি যোগবলে পঞ্চাশটী গৃহে কায়ব্যূহযোগে পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া একই সময়ে পঞ্চাশটী গৃহে থাকিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একই দেহে একই সময়ে ষোড়শসহস্রসংখ্যক গৃহে ষোড়শসহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। শ্রীজীবপাদও যোগেশ্বরগণের কথা উত্থাপন করিয়া তত্তুল্যত্ব নিরাস করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধবের উক্তিটী (ভাঃ ৩।৩।৮) শ্রীবিদুরকে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর শোকাকুল উদ্ধবের ও স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্বক নির্গত বিদুরের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইলে কথোপকথন হয়। তখন উদ্ধব সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহার নিকট বর্ণনসহ তাঁহার ভগবত্তা ও মহিমা প্রকাশ করেন। বর্তমান শ্লোকটী তন্মধ্যে একটী লীলার সম্পর্কে বলেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এখানে 'স্বমায়য়া'-পদের দুইটী অর্থ দিয়াছেন—(১) যোগমায়া-প্রভাবে, (২) সুষ্ঠু 'অমায়য়া'—অর্থাৎ সুন্দর মায়ারাহিত্যে সেবা; শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—'অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির সেবা।'

ভাঃ ৫।২০।৪০ এই গদ্যাংশের সংক্ষিপ্ত অন্বয় এইরূপ (অনুবাদ)—"পরমমহাপুরুষ মহাবিভূতিপতি অন্তর্যামী ভগবান্ সেই গিরিবরে (লোকালোক পর্বতে) সমন্তাৎ সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য অবস্থান করিতেছেন।" শ্রীধরস্বামিপাদ 'একই মূর্তিতে ঐ পর্বতের সর্বত্র আছেন' বলিয়াছেন। লোকালোক পর্বতের সামান্য পরিচয় এই যে, পৃথিবীর ষষ্ঠদ্বীপ পুষ্করদ্বীপের পরে সূর্যাদির আলোকবিশিষ্ট ও আলোকবিহীন দেশ দুইটীর মধ্যস্থলে লোকালোক পর্বত। ভগবান্ নারায়ণ নিজ ষড়ৈশ্বর্য বিস্তার করিয়া এই পর্বতে অবস্থান করেন।

"অথো মুহূর্তে" (ভাঃ ১০।৫৯।৪২) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদ):—"যথা অর্থে যথাবৎ (প্রচলিত-রীতি-অনুসারে); ইহাদ্বারা বুঝাইতেছে যে, দেবকী প্রভৃতি বন্ধুজনেরও সমাগম প্রতি গৃহে একই সময়ে

"আসাং মুহূর্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্। সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া॥"

ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যাদৌ (ভাঃ ৩।৩।৮) তত্তদনুরূপতাপ্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভিপ্রেত্য পূর্বৈনৈক-পদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি। একেন নরাকারেণ বপুষা পৃথক্-পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমানস্তথা বিহিতবান্। তস্মাদেকমেব নরবপুর্যতো যুগপৎ সর্বদেশং সর্বক্রিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদাশ্চর্য-মিতি বাক্যার্থঃ। ইত্থমেব পঞ্চমে (ভাঃ ৫।২০।৪০) লোকালোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য "তেষাম্" ইত্যাদি গদ্যোপদিষ্টস্য তাদৃশত্বং ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ—"মহাবিভূতেঃ পারমৈশ্বর্য-পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্যা সমন্তাদাস্তে" ইতি।

অনুবাদ

অনুরূপ—ইহা প্রসিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে একটী পাদে অর্থাৎ 'পৃথক্' (চিত্রং বতৈতৎ' শ্লোকে) এই কথাটী উল্লেখ করিয়া ঐ আশঙ্কা নিরাস করা হইয়াছে। (মূলশ্লোকে) এক নরাকার দেহদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন। অতএব একটীমাত্র নরবপু, যদ্দ্বারা একই সময়ে সর্বদেশ ও সর্বক্রিয়া ব্যাপিয়া আছে,—অতএব মহৎ আশ্চর্যই বটে। ইহাই তাৎপর্য। এই প্রকারেই পঞ্চম স্কন্ধে (বিংশ অধ্যায়ে) "তেষাম্" ৪০ সংখ্যক গদ্যে উপদিষ্ট লোকালোকের অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সেইরূপই, ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"ভগবান্ মহাবিভূতি ও পার-মৈশ্বর্যের পতি বলিয়া একই মূর্তিতেই সমন্তাৎ (সর্বত্র) আছেন।"

টিপ্পনী

হইয়াছিল। 'অব্যয়'-অর্থে সর্বত্রই সম্পূর্ণ।" চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ):—অনন্তর অর্থাৎ দ্বারকায় আসিয়া। 'ততগুলি রূপ'—এখানে রূপগুলি একই দেহের প্রকারভেদ; ততগুলি দেহধারণ করিয়াছিলেন—তাহা নহে। ...দেবকী প্রভৃতিরও প্রকাশভেদ অচিন্ত্যশক্তিবলেই করান হইয়াছিল বলিয়া জানিতে হইবে। 'অব্যয়'—সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণ, অংশে বর্তমান নহে, যেহেতু (লঘু) ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—'প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে সহি নো পৃথক্' (লঃ ভাঃ পূঃ ১।২০)—অর্থাৎ 'প্রকাশ ভেদগুলির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তিনি কোনও অংশেই স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহেন।" "তাঃ স্ত্রিয়ঃ"—সেই সকল স্ত্রী অর্থে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে বধ করিবার পর নরককর্তৃক রাজা ও সিদ্ধ প্রভৃতির নিকট হইতে বলপূর্বক যে ষোড়শ সহস্র রমণী আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল, তাঁহারা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অভীষ্ট পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি দ্বারকায় শিবিকাযোগে প্রেরণ করেন। দ্বারকায় ফিরিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা সফল করিতে এক শুভমুহূর্তে সকলকেই একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে একই প্রকাশ'রূপে বিবাহ করেন। চক্রবর্তিপাদকর্তৃক উদ্ধৃত লঘুভাগবতামৃত-পদ্যটীর ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—(অনুবাদ): "আচ্ছা, চন্দ্রাবলী-রাধিকাদির কুঞ্জে ও রুক্মিণী-সত্যভামাদির গৃহে বহুমূর্তিতে স্থিত শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী বা অংশী, আর কোন্‌টী বা অংশ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে এই পদ্য। 'ভেদগুলির মধ্যে'—অর্থাৎ পূর্বকথিত (লঃ ভাঃ পূঃ ১।১৫-১৭) বিলাস ও স্বাংশরূপের অন্তর্ভূত হইতে পারেন না। 'হি নো পৃথক্'—'হি'-অর্থে যেহেতু, বিশেষ বিভাবিত হইলেও অন্যভাবে অর্থাৎ বিলাস বা অংশভাবে বিশিষ্ট (ভিন্ন) হইবেন না।" মূলে উদ্ধৃত (২১ সংখ্যক) শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন—নন্দমন্দির বা বসুদেবমন্দির হইতে নির্গত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বা মহিষীগণের মন্দিরে

"অথো মুহূর্ত একস্মিন্নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ॥"
(ভাঃ ১০।৫৯।৪২) ইত্যত্রাপ্যতস্তাবদ্রূপধরত্বং নাম যুগপত্তাবৎপ্রদেশপ্রকাশত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্।
ন তু নারায়ণাদিবদ্ভিন্নাকারত্বম্। যথোক্তম্ (লঘু ভাঃ পূঃ ১।২১) ইতি—

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্বথা তত্র স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে॥"

এষ এবান্যত্রাকারস্য প্রকাশস্য চ ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ শ্রীনারদঃ॥ ৪২॥

তথৈবাহ (ভাঃ ১০।৬৯।৪১)—

"ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্। তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥"

অনুবাদ

(ভাঃ ১০।৫৯।৪২):—"অনন্তর একই মুহূর্তে বিভিন্ন গৃহে অব্যয় ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) সেই স্ত্রীগণকে তাঁহাদের সংখ্যানুরূপ রূপধারণপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন।" অতএব—এখানেও ততগুলি রূপধারণকে এককালে ততগুলি প্রদেশে প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, নারায়ণাদির ন্যায় ভিন্ন আকার বলিয়া নহে; যেমন লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ ১।২১) বলা হইয়াছে—"একই বিগ্রহের অনেকস্থলে এককালে সর্বথা সেই স্বরূপেই যে প্রকটতা, তাহাকে প্রকাশ বলে।" ইহাকেই অন্যস্থলে আকারের ও প্রকাশের ভেদ জানিতে হইবে। (৪২)

শ্রীশুক (শ্রীনারদের দর্শনসম্বন্ধে) এইরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৬৯।৪১):—"দেবর্ষি নারদ পূর্বোক্তক্রমে গৃহস্থগণের পুণ্যজনক আচরণসমূহের অনুষ্ঠানকারী সেই একই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত (ষোড়শ-সহস্র) গৃহে বর্তমান দেখিলেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—সমস্ত গৃহে তাঁহাকেই (দেখিলেন), তাঁহার অংশগুলিকে নহে। একই মাত্র বর্তমান, কায়ব্যূহযোগে বহুরূপ নহেন। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—"এক হইয়াও বহু সংখ্যায় দৃশ্যমান।" (৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাঃ ১০।৯।১৩):—"যে অধোক্ষজ

টিপ্পনী

একই কালে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন,—এস্থলে একই বিগ্রহ যে বহু হইয়া বিরাজমান, তাহা—'প্রকাশ'-নামে খ্যাত ভেদ—পূর্বকথিত ভেদগুলি হইতে অন্য। যেহেতু 'সর্বথা তৎস্বরূপ'—অর্থাৎ আকৃতি, গুণ, লীলাদিতে একই রূপ।" এস্থলে পূর্বকথিত ভেদগুলির একটু বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। লঃ ভাঃ পূ ১।১২-১৯ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন,যথা—"অনন্যাপেক্ষী অর্থাৎ অন্য কোনরূপকে অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকে 'স্বয়ংরূপ' বলে (১২)। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ স্বরূপতঃ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদ থাকিলেও আকারাদিদ্বারা অন্য সদৃশ, তাঁহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে; তাহা 'বিলাস' ও 'স্বাংশ'-ভেদে দ্বিবিধ (১৪)। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির বিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাঁহাকে 'বিলাস' বলে; যেমন গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ নারায়ণ এবং পরব্যোমনাথের বিলাস (আদিব্যূহ) বাসুদেব (১৫-১৬)। যিনি বিলাসের ন্যায় হইয়াও তদপেক্ষা ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে; যেমন স্ব স্ব-ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতারত্রয় ও মৎস্যাদি লীলাবতারগণ (১৭)। জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশ লইয়া জনার্দন যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হ'ন, তাঁহাদিগকে 'আবেশ' বলে; যেমন শেষ, নারদ, সনকাদি বৈকুণ্ঠে ও অক্রূরাদি। (১৮ ১৯) 'প্রকাশ' এই সকল ভেদের মধ্যে গণিত নয়, যেহেতু তিনি পৃথক্ ন'ন (২০)॥ ৪২॥

সর্বগেহেষু তমেব, ন তু তস্যাংশান্। একমেব সন্তং ন তু কায়ব্যূহেন বহুরূপম্। "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি শ্রুতেঃ। "ন চান্তর্ন বহির্যস্য" ইত্যাদিনা বিভুত্বসিদ্ধেশ্চ হ স্ফুটমেব দদর্শ ভগবদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভূতবান্ ন তু কেবলমনুমিতবান্ নারদ ইতি শেষঃ। অতএব (ভাঃ ১০।৬৯।৪২)—

"কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য যোগমায়া মহোদয়ম্। মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ॥"

অনুবাদ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃ (ভিতর) বহিঃ (বাহির) বলিয়া কিছুই নাই"—ইত্যাদি বাক্যে বিভুত্ব সিদ্ধ হওয়াতে 'দদর্শ হ' অর্থাৎ স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ ভগবদ্দত্ত শক্তির সাহায্যে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, কেবল যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্লোকের কর্তৃপদ 'নারদ' উহ্য।

অতএব (শ্রীশুকদেব আরও বলিতেছেন, ভাঃ ১০।৬৯।৪২): "কৌতূহলাক্রান্ত শ্রীনারদ ঋষি অনন্তমাহাত্ম্যশালী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াসমৃদ্ধি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা:—এ স্থলে যোগমায়া অর্থে অঘটনঘটনপটীয়সী চিচ্ছক্তি। কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধে (ভাঃ ৩।১৫।২৬) সনকাদি ঋষির বৈকুণ্ঠগমনে যে, যোগমায়াশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরে প্রযুজ্যমান চিচ্ছক্তি বুঝাইতেছে। শ্রীধরস্বামিপাদও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৌতূহলাক্রান্ত মুনি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হইতে পারে যে, তাদৃশ বহুমূর্তিতে কায়ব্যূহ সম্ভবপর। তাহা (অর্থাৎ কায়ব্যূহ) ছাড়াও মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণেও সর্বব্যাপকত্ব অপূর্ব, এই কারণে শ্রীনারদেরও বিস্ময়ের হেতু, অন্য প্রকারে নহে; ইহা, যেমন বলা হইয়াছে, স্পষ্ট বলিয়াই জানিতে হইবে।

টিপ্পনী

ভাগবতশ্লোক দুইটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ:):—একই অর্থাৎ একদেহস্থ, পূর্বে (৪২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত "চিত্রং বতৈতৎ" শ্লোকে) 'একই দেহে' বলা হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীনারদের ঐরূপ দেখিবার ইচ্ছাক্রমে (উক্ত শ্লোকে) এবং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণেরও ঐরূপ দেখাইবার ইচ্ছাক্রমে ঐরূপ দর্শন হইল। কিন্তু দ্বারকাবাসিগণ যিনি যেখানে আছেন, সেই পুরেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, অন্যান্যপুরে কার্যান্তরে কখনও গেলেও সে সে স্থলে দর্শন পা'ন না—ইহা জানিতে হইবে।" 'কায়ব্যূহ' অর্থে ভিন্ন ভিন্ন দেহসমূহ। মহাযোগেশ্বরগণ, যেমন সৌভরি ঋষি, এক সময়ে বহু মূর্তি ধারণ করিতে পারেন কায়ব্যূহযোগে; কিন্তু সে সকল দেখিলে শ্রীনারদের বিস্ময় হইত না; যোগেশ্বরেশ্বর ভগবানের ভক্তশিরোমণিতে কোনও যৌগিক বিভূতির অভাব নাই, যদিও তিনি তাহা প্রদর্শনের জন্য ব্যস্ত হ'ন না।

ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ। "আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর, রসের কারণ॥" (চৈঃ চঃ, আঃ ৪।৭৯)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন।" শেষ সঙ্কর্ষণও কায়ব্যূহ করিয়া দশদেহধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করেন,—যথা—"পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ। কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৯৩) "সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ। দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৬)। 'কায়ব্যূহ'-শব্দের অর্থ 'বিভিন্নদেহে বা রূপে আত্মপ্রকটন বা শ্রীমূর্তির বিস্তার। কিন্তু শ্রীনারদ ঋষি যাহা

তত্র চ যোগমায়া দুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ। তৃতীয়ে সনকাদীনাং বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়া-শব্দেন পরমেশ্বরে তু প্রযুজ্যমানেন চিচ্ছক্তিরুচ্যতে। ইতি স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাতমস্তি। জাত-কৌতুকো মুনি মুর্হুর্দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূৎ। কায়ব্যূহ স্তাবত্তাদৃশেষ্বপি বহুষ্বেব সম্ভবতি। তং বিনাপি মধ্যমাকারেঽপি তস্মিন্ সর্বব্যাপকত্বমপূর্বমিতি তস্যাপি বিস্ময়ে হেতু র্নান্যথেতি স্পষ্টমেব যথোক্তং জ্ঞেয়ম্। অনেন "সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (শ্বেঃ ৩।১৬, গীতা ১৩।১৩) ইতি তাদৃশ্যাং শ্রীমূর্ত্যামেব ব্যাখ্যাতং ভবতি। অতএব "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি।" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১) ইতি সূত্রং তত্ত্ববাদিভিরেবং যোজিতম্। "স্থানাপেক্ষয়াপি পরমাত্মনো ন ভিন্নং রূপং হি যস্মাত্তদ্রূপত্বং সর্বত্রৈব।"

অনুবাদ

এতৎপ্রসঙ্গে (শ্বেঃ উঃ ৩।১৬ ও গীতা ১৩।১৩): "পরমাত্মতত্ত্ব জীবগণের অনন্ত হস্ত, পদ, অনন্ত চক্ষুঃ, মস্তক, মুখ ইত্যাদি-সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত (ব্যাপ্ত) করিয়া বিরাজমান"— উক্তরূপ শ্রীমূর্তি সম্বন্ধেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অতএব বেদান্তসূত্রে (৩।২।১১) বলিয়াছেন— "স্থানভেদে পরতত্ত্ব ভগবানের উভয় লক্ষণ অর্থাৎ ভেদ হয় না, যেহেতু সর্বত্রই একই রূপ।" তত্ত্ববাদিগণ সূত্রটীকে এইভাবে যোজনা (অর্থাৎ অন্বয় সহিত ব্যাখ্যা) করিয়াছেন, যথা—"স্থানাপেক্ষায় পরমাত্মার ভিন্ন রূপ হয় না, যেহেতু তাঁহার একরূপত্ব সর্বত্রই।" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সর্বভূতে ব্রহ্ম একরূপই, ইহাই আখ্যাত।"

মৎস্যপুরাণে বলিয়াছেন—"একই পরমপুরুষ বিষ্ণু সর্বত্রই বর্তমান, ইহা নিশ্চিত; এক হইয়াও সূর্যের ন্যায় তাঁহার রূপ তাঁহার ঐশ্বর্যবলে বহুভাবে প্রতীত হ'ন।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।৯।৪২) ইহাই বলিয়াছেন, যথা—"একই সূর্য যেমন অধিষ্ঠান ভেদে বহু সূর্য বলিয়া প্রতিভাত, তদ্রূপ স্বয়ংকল্পিত শরীরধারিগণের প্রত্যেক হৃদয়ে প্রত্যেকের দর্শনে অনেক রূপে প্রতিভাত জন্মরহিত সেই, আমার (ভীষ্মের) সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ভেদ-মোহমুক্ত হইয়া আমি আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

টিপ্পনী

দেখিয়াছিলেন, তাহা এরূপ বিভিন্ন মূর্তি নয়, একই রূপ। ইহাই এইরূপের বিশেষত্ব। এক্ষেত্রে 'ব্যূহ'-শব্দের আভি-ধানিক অর্থ 'দেহ বিস্তার'কে জানিতে হইবে। ইহা স্বাংশ বা বিলাস রূপের দ্বারাই হয়। 'ব্যূহ'-শব্দের প্রয়োগ আমরা ভগবানের 'মহাবস্থা'-নামক চতুর্ব্যূহত্বে (লঃ ভাঃ পূঃ ১।১৬৬) দেখি; যথা— আদিব্যূহ 'বাসুদেব', তাঁহার অংশ-'সঙ্কর্ষণ' দ্বিতীয় (১৬৭), তাঁহার বিলাস 'প্রদ্যুম্ন' তৃতীয় (১৬৯), তাঁহার বিলাস 'অনিরুদ্ধ' চতুর্থব্যূহ। পদ্মপুরাণে ব্যূহচতুষ্টয়ের কথা বিবৃত আছে। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ (১৯২-১৯৩); কিন্তু 'কায়ব্যূহ' স্বতন্ত্র বস্তু। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যোগেশ্বরগণ যে কায়ব্যূহ প্রকাশ করেন, তাহার দর্শনে শ্রীনারদ বিস্মিত হইতেন না। শ্রীব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সখা ও বৎসগণকে হরণ করিয়া বৎসরান্তে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত বর্তমান ও ক্রমে দেখেন তাঁহারা সকলেই শ্যামবিগ্রহ, পীতবাস, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, ইত্যাদি একইরূপ, তখন ব্রহ্মা সেই পরব্রহ্ম ও তদাত্মক গোবৎস ও গোপবালকগণ দর্শন করিয়া মোহপ্রাপ্ত হ'ন,—এ সমস্তও

"সর্বভূতেষ্বেবমেব ব্রহ্ম ইত্যাচক্ষতে" ইতি শ্রুতেঃ।

"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্যবদ্বহুধেয়তে ॥ ইতি মাৎস্যাৎ।

"প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমাধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ।" (ভাঃ ১৷৯৷৪২)

ইতি ভাগবতাচ্চেতি।

এবং "ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩৷২৷১২) ইত্যেতস্য "অপি চৈবমেকে" (ব্রঃ সূঃ ৩৷২৷১৩) ইত্যেতস্য চ সূত্রস্য ব্যাখ্যানং তদ্ভাষ্যে দৃশ্যম্। শ্রীশুকঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্রে (৩৷২৷১২) এই প্রকারই, যথা—"যদি বলা যায় যে, ভেদ স্বীকার করিলে অভেদ-যুক্তিযুক্ত হয় না,— ইহা ঠিক নয়, যেহেতু শ্রুতিতে ঐরূপ বাক্য না থাকায় প্রতিটীই এক।" পরবর্তি-সূত্রটীও (৩৷২৷১৩) যথা—"অধিকন্তু কেহ কেহ (বিভিন্ন বেদশাখাবলম্বী) এইরূপই বলেন।" এই সূত্রগুলির ভাষ্যে ইহাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৪৩)

টিপ্পনী

মাত্র যৌগিক কায়ব্যূহ নহে ; তাহা হইলে তাঁহার মোহপ্রাপ্তি ঘটিত না। শ্রীনারদের ন্যায় তিনিও শ্রীভগবানের যোগ-মায়া-সমৃদ্ধি-দর্শনেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এখানে ব্রহ্মসূত্রের উভয়লিঙ্গ—অধিকরণের তিনটী পর পর সূত্র (৩৷২৷১১-১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"এতক্ষণ নিখিল নিয়ানকরূপে ভগবানের মহিমা দর্শিত হইল। এক্ষণে তিনি বহুধা অবভাত হইয়াও নিজস্বরূপে একতা ত্যাগ করেন না—ইহাদ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বে 'প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ' (২৷৩৷৪৪) সূত্রে বলা হইয়াছে, তথাপি একই সময়ে বহুভাবে ভেদ-প্রতীতি-বিষয়ে কিছু সমাধান করা হয় নাই ; এখানে অচিন্ত্যত্বদ্বারা তাহার সমাধান হইতেছে। গোপালতাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (কৃষ্ণ এক হইয়া বহুভাবে প্রকাশমান)। সে ক্ষেত্রে সংশয় হইতে পারে যে, নানাবিধ স্থানে স্থিত ভগবানের বহুরূপ পরস্পর ভিন্ন, না অন্য প্রকার? স্থানভেদে স্থানীয়ও ভেদজন্য সে সমস্ত বিভিন্ন। পরস্পর বিলক্ষণ নানাস্থানে অবয়ব বা গুণ প্রভৃতি বস্তুসমূহ অভেদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐ যে শ্রুতির বাক্য, উহা কেবল সামান্য অভিপ্রায়। অতএব বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন বহু মূর্তিতে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে একের বহুবিষয়া ভক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রথম (১১) সূত্রই এই আশঙ্কার উত্তর। পরতত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ স্থানভেদেও উভয় লক্ষণ (বা ভিন্ন) নয়। স্থানভেদেও স্থানীর বিশেষ ধর্ম ভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না। 'হি' অর্থাৎ যেহেতু একই স্বরূপ অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা যুগপৎ সর্বত্র প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন, যেমন উক্ত শ্রুতিমন্ত্র বলিয়াছেন। স্থানসমূহ ভগবদাবির্ভাবের আস্পদ, আর তাঁহার বিবিধ লীলার আশ্রয়ভূত স্থল 'সংব্যোম'-শব্দে কথিত। তাঁহার ভক্তগণও বিবিধভাববিশিষ্ট। সেই সকলেই একই স্বরূপের প্রকাশ। দ্বিতীয় (১২) সূত্রে—বহুধা প্রকাশ তাত্ত্বিক হওয়াতে ভেদাভেদ প্রাপ্ত হয়। ভেদ স্বীকারে অভেদ-উক্তিকে অযুক্ত বলিতে হয়। কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি সমস্ত রূপগুলিকেই এক বলিয়াছেন। তৃতীয় (১৩) সূত্রে—বেদের বিভিন্ন শাখানুসারে কেহ 'স্বমাত্র' অর্থাৎ অভেদ বা স্বাংশ ভেদ-শূন্য, কেহ বা অনন্ত মাত্র অর্থাৎ অনন্তরূপ বা অসংখ্যের স্বাংশ

"তমিমমহমজং শরীরভাজাং, হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥" (ভাঃ ১।৯।৪২)

তমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যন্তর্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্। (ভাঃ ২।২।২।৮-) "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" ইত্যুক্ত-দিশা। তত্তদ্রূপেণ ভিন্নমূর্তিবদ্বসন্তমপি একমভিন্নমূর্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষণান্তর্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি।

অনুবাদ

ভীষ্মোক্তি (ভাঃ ১।৯।৪২) পূর্ব অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—সেই ইনি অর্থাৎ সম্মুখেই উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবের অন্তর্যামিরূপে নিজ অংশে দেহধারিগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ ২।২।৮) "কোন কোন যোগী স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশমাত্র (তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার প্রমাণে) পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন"—এই শুকোক্তি, অনুসারে সেই সেই রূপে ভিন্ন মূর্তির ন্যায় থাকিলেও যিনি এক অভিন্ন মূর্তিই, আমি (ভীষ্ম) তাঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পরমানন্দবিগ্রহই ব্যাপক, স্বান্তর্ভূত নিজাকারবিশেষযোগে অন্তর্যামিরূপে সেই সেই স্থলে (জীবহৃদয়সমূহে) স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, ইহা আমি বিশেষরূপে জানিলাম, যেহেতু আমার ভেদমোহ দূরীভূত হইল; ভগবদ্বিগ্রহের ব্যাপকত্ব অসম্ভব,এইরূপ সংশয়জনিত তাঁহার নানাত্ব সম্বন্ধে ধারণামূলক জ্ঞানলক্ষণ যে মোহ, তাহা আমার ইহারই কৃপায় দূরীভূত হইয়াছে। সেই সকলে অর্থাৎ জীবসমূহ-হৃদয়ে ব্যাপকত্বের হেতু এই যে, জীবসমূহ আত্ম-কল্পিত অর্থাৎ আত্মাতে বা পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃত বা প্রকাশিত। এ স্থলে দৃষ্টান্ত এই যে, প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ নানাদেশস্থিত জীবগণের দৃষ্টিতে যেমন একই সূর্য বৃক্ষ, প্রাচীর প্রভৃতির উপরে গত হওয়ায় সেখানেও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণত্বহেতুব্যবধানরহিত, কোথাও বা অসম্পূর্ণত্ব-

টিপ্পনী

বলিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও (মৎস্যপুরাণের 'এক এব' শ্লোকে সূর্যের উপমায় ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীহরি ধ্যাতার ভাবভেদে ও কার্যভেদে অনেকভাবে প্রতীত হইলেও স্বরূপের ঐক্য (একমাত্রত্ব) বর্জন করেন না।)।" ইহার সহিত ৪০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) 'মণির্যথা', 'যত্তত্বপুঃ' উদ্ধারপূর্বক বৈদূর্যমণির ও নটের উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

ভীষ্মোক্তি (ভাঃ ১।৯।৪২) শ্লোকটীর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ, যথা—"তমিমমহমজং শরীরভাজাং, হৃদি হৃদি ধিষ্টিতমাত্ম কল্পিতানাম্।" শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"আমি কৃতার্থ হইলাম—এই কথা বলিতেছেন। এই (আমার সম্মুখে অবস্থিত) জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি সম্যক্ প্রাপ্ত হইলাম। সম্যক্' বলিবার কারণ, আমার ভেদমোহ বিধূত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ভেদ যে ঔপাধিক, তাহা বলিতেছেন—আত্মকল্পিত অর্থাৎ স্বয়ং নির্মিত শরীরধারী প্রাণিগণের প্রতিহৃদয়ে অধিষ্ঠানপূর্বক স্থিত (শ্রীকৃষ্ণ), অনেকধা অর্থাৎ অধিষ্ঠানভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। এস্থলে দৃষ্টান্ত—যেমন সর্বপ্রাণীর প্রত্যেকের চক্ষুতে এক সূর্যই অনেকভাবে প্রতীত।" চক্রবর্তিপাদের টীকার কিয়দংশ—(অনুবাদ): "...আকাশস্থিত একই সূর্যকে প্রত্যেক লোকের দৃষ্টিতে এক এক সূর্য, এই আমার

যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনা-জনিততন্নানাত্ববিজ্ঞান-লক্ষণো-মোহো যস্য তথাভূতোঽহম্। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুরাত্মকল্পিতা-নামাত্মন্যেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদৃশমিতি প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানাম্ অবলোকনমবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সম্পূর্ণত্বেন সব্যবধানস্ত্বসম্পূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা ভাসতে। সূর্যস্তু দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতা-

অনুবাদ

(সূর্য বা ভগবানের) তৎতৎস্থলে উদয় সম্বন্ধেই—এই অংশমাত্রেই জানিতে হইবে; বস্তুতঃ অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন; কিন্তু সূর্য দূরস্থ বলিয়া তাঁহার স্বভাবই বিস্তীর্ণাত্মতা অর্থাৎ সমস্ত স্থান হইতেই দর্শনীয়,—এই প্রভেদ। অথবা সেই অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত স্বরূপ এই অর্থাৎ সম্মুখেই উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক দেহধারীর হৃদয়ে থাকিলেও তাঁহাকে আমি সমধিগত হইয়াছি। যদিও অন্তর্যামিরূপে এইরূপ হইতে অন্য প্রকার (বিভিন্ন), তথাপি এইরূপই আমি এখন সেই সেই স্থলে দেখিতেছি। এইরূপ সর্বতোভাবে মহাপ্রভাবযুক্ত, ইহার অগ্রে অন্য রূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতে অসমর্থ—ইহাই ভাবার্থ। এ স্থলে দৃষ্টান্তটী দেশভেদেও অভেদ জানাইবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে, পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্ব—এই ভেদ বলিবার উদ্দেশ্যে নহে। উপক্রমে অর্থাৎ ভীষ্মস্তবের পূর্বেই শ্রীসূত-গোস্বামী বলিয়াছেন (ভাঃ ১।৯।৩৯)—"অমীলিত বা অনিমেষ চক্ষু শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণে ধারণ করিয়া-ছিলেন বা আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন"; তাহার উপসংহারে (স্তব শেষ হইলেই) তিনি বলিয়াছেন

টিপ্পনী

মস্তকের উপর সূর্য—এইভাবে প্রত্যেকের মস্তকের উপর সূর্যকে দৃষ্টিভেদে অনেক বলিয়া প্রতীতি হয়;—এইরূপ ভেদ-দর্শন-রূপ আমার মোহ দূরীকৃত হইয়াছে। তাৎপর্য এই—আমার হৃদয়ে, সেইরূপ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির, বসুদেব প্রভৃতির, উদ্ধব প্রভৃতির, নন্দ প্রভৃতির, গোপিকাগণেরও হৃদয়ে ভাবভেদে, প্রেমের তারতম্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ লীলাসূত্রে যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তথাপি একই কৃষ্ণ বলিয়া আমি জানি, আর তাঁহাদের স্ব স্ব-প্রেমের ভাবের উৎকর্ষের তারতম্য সমস্তই আমি জানি; তথাপি আমার পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণেই স্বাভাবিকী আসক্তি, তাহা আমি ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি।…"এই শেষ শ্লোক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মাকে নিবিষ্ট করিয়া অন্তরে শ্বাস-নিরোধপূর্বক উপরত হইলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

এই অনুচ্ছেদের ভীষ্মোক্ত মূল শ্লোকটী আমরা পূর্বে (৪৩ অনুচ্ছেদে) আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থকারের উদ্ধৃত (২।২।৮) শ্লোকটীর শেষার্ধ এই—"চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।" ইহার টীকার ভূমিকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"এই প্রকারে বৈরাগ্য ও ভক্তির অন্বয়-ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া পুনরপি যোগি-গণের পূর্বোক্ত ধারণা হইতেও অতিশ্রেষ্ঠ অন্তর্যামীর চিদ্ঘনরূপের ধারণার কথা বলিতেছেন।" 'প্রাদেশমাত্রং পুরুষম্'—কঠোপনিষদে (২।১।১২) বলিয়াছেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।" —অর্থাৎ 'পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষরূপে শরীরমধ্যে বর্তমান', অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃৎপুণ্ডরীকে উপলব্ধ হইয়া বিরাজমান। ছান্দোগ্য উপনিষদে

স্বভাবেনেতি বিশেষঃ, অথবা তং পূর্ববর্ণিতস্বরূপমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি। যদ্যপ্যন্তর্যামিরূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র পশ্যামি। সর্বতো মহাপ্রভাবস্যৈতস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যস্য রূপস্য স্ফুরণাশক্তেরিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদবোধনায় জ্ঞেয়ঃ, ন তু পূর্ণাপূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ। "অমীলিতদৃগ্ধ্যধারয়দ্" ইতি (ভাঃ ১৷৯৷৩০), "কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাক্কায়বৃত্তিভি" (ভাঃ ১৷৯৷৪০) রিত্যুপক্রমোপসংহারাদিভিরত্র শ্রীবিগ্রহ এব প্রস্তূয়তে। ততো নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ম্। তদেবং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োর্যুগপৎস্থিতেরচরং চরমেব চেত্যেতদপ্যত্র সুসঙ্গচ্ছতে। অতো বিভুত্বেঽপি লীলায়া যাথার্থ্যং সিধ্যতি। ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ

(ভাঃ ১৷৯৷৪৩):—"এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণে কায় (দৃষ্টি) মনোবাক্যের বৃত্তিগুলি ভীষ্মদেব আবিষ্ট করিয়াছিলেন।" —এখানে উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহই প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব এই (ভীষ্মোক্তি) শ্লোকটী ব্রহ্মপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব এই প্রকার ভগবান্ একই কালে পরিচ্ছিন্ন (ব্যাপ্য) ও অপরিচ্ছিন্ন (ব্যাপক)রূপে বিদ্যমান্ থাকায় শ্রুত্যুক্ত "চর (চলনশীল) ও অচর' —ইহাও সুসঙ্গত। অতএব ভগবান্ বিভু বা ব্যাপক হইলেও (ব্যাপ্যরূপে) তাঁহার লীলা যথার্থ— ইহা সিদ্ধ হইল। (৪৪)

টিপ্পনী

(৮৷১৷১) "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" অর্থাৎ 'এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়কমলে যে দহর বা আকাশ, উহাই ব্রহ্মের আবাসভূতস্থান। এ স্থানে যিনি অবস্থিত, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তিনিই জিজ্ঞাসার বিষয়।' বেদান্তসূত্রের (১৷৩৷১৪) গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ): —"দহরাকাশপদে শ্রীবিষ্ণুই উদ্দিষ্ট। শ্রুতিকথিত ব্রহ্মপুর উপাসকের শরীর, তদবয়বভূত হৃদয়-পুণ্ডরীক ব্রহ্মের গৃহ দহরাকাশশব্দবাচ্য; পরব্রহ্ম সেখানে ধ্যেয়; সেখানেই 'অপহতপাপ্মাদি'-গুণসমূহ (ছাঃ ৮৷১৷৫) অন্বেষণীয়—এই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।" "শ্বেতাশ্বতর (৫৷৮) উপনিষদের "অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ"—ব্যাখ্যায় জীবকে বলা যায় না, চতুর্থচরণে জীবকে বলা হইয়াছে—"আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥" —অর্থাৎ 'অপর বা জীবকে শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম (অনুচৈতন্য) দেখা যায়।' এখানে "শব্দাদেব প্রমিতঃ"—এই বেদান্তসূত্রের (১৷৩৷২৪) গোবিন্দভাষ্যে বলিতেছেন—"অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। কুতঃ শব্দাদেব। 'ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥' ইতি শ্রুতেঃ" (কঠ ২৷১৷১২ শেষার্ধ)—অর্থাৎ "অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন 'ভূতভবিষ্যতের নিয়ামক ঈশ্বর; তাঁহার উপাসনায় জীব নিন্দিত হ'ন না, পরন্ত প্রশংসনীয়ই হ'ন।' শ্রীভীষ্মোক্ত ভেদমোহের কারণ—জীব-হৃদয়ে অবরুদ্ধ থাকিবার যোগ্য প্রাদেশমাত্র বা অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত ব্যাপ্য বিগ্রহ কিরূপে ব্যাপক হইতে পারেন? অতএব নানা জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মাও নানা; ভীষ্ম এই ভেদদর্শনমুক্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই সর্বত্র দেখিতেছেন। মহাভাগবতের দর্শনই এই প্রকার, সর্বত্রই এক বিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীরামানন্দরায়কে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৮৷২৭২-২৭৩): "মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১১৷২৷৪৩) মহাভাগবতের লক্ষণে

এবং তস্য নিত্যত্ববিভুত্বে সাধিতে। তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিভিরষ্টমস্য ষষ্ঠে (ভাঃ ৮।৬।৮)—

"অনাবিরাবিরাসেয়ং ন ভূতাভূদিতি ব্রুবন্। ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ববিভুত্বে ভগবত্তনোঃ।" ইতি।

তথাহি শ্লোকদ্বয়ং (ভাঃ ৮।৬।৮-৯) তট্টীকা চ—

"অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়াহ, গুণায় নির্বাণসুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে, মহানুভাবায় নমো নমস্তে॥
রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্, পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্তৌ॥"

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব সাধিত হইল। শ্রীস্বামিপাদও ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৮ম শ্লোকের টীকার ভূমিকায়) এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"ভগবানের তনু আবির্ভূত হ'ন নাই, অথচ আবির্ভূত হইয়াছেন, পূর্বে ছিলেন না এমন নয়, অথচ হইলেন,—এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মা (তাঁহার স্তবে) ভগবত্তনুর নিত্যত্ব ও বিভুত্বসম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।" আবার শ্লোক দুইটী (ভাঃ ৮।৬।৮-৯) ও তাহাদের (স্বামিপাদ-) টীকাও তদ্রূপ, যথা—"হে মহানুভাব ভগবন্, আপনার জন্ম-স্থিতি ও সংযম বা উপরম অজাত অর্থাৎ আমাদের যেরূপ এই সকল আছে, আপনার সেরূপ নাই ; আপনি অগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণশূন্য ; মোক্ষসুখের সমুদ্র অর্থাৎ জীব মোক্ষলাভে যে সুখের কণামাত্র প্রাপ্ত হয়, আপনার পাদপদ্মে সে সুখের সমুদ্র বর্তমান ; আপনি অতি সূক্ষ্ম অণু হইতে সূক্ষ্মতর অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, অথচ আপনি অপরিগণ্যধাম অর্থাৎ আপনার ধাম বা মূর্তির ইয়ত্তা নাই অর্থাৎ আপনি অপরিচ্ছিন্ন। আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। (৮) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে বিধাতঃ, এই যে (দেবগণসমক্ষে প্রকাশিত) আপনার রূপ, ইহা মঙ্গলকাম ব্যক্তিগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রণালীযোগে পূজা করিয়া থাকেন। অহো! বিশ্বমূর্তি ঐ আপনাতে আমাদিগকে ও সমস্ত ত্রিলোককে একত্র আমি দর্শন করিতেছি। (৯)" (স্বামিপাদের টীকা)—"তাহা হইলে আপনার

টিপ্পনী

বলিয়াছেন—"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" —অর্থাৎ 'যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

দেশভেদে অজ্ঞলোক অনেক সময় বিভিন্ন সূর্যের অস্তিত্বের উপলব্ধি করে। উষ্ণপ্রধান দেশের লোক শীতপ্রধানদেশে আসিয়া অনুযোগ করে—"তোমাদের সূর্য আমাদিগের সূর্য অপেক্ষা শীতল-কিরণ প্রদান করে।" ইত্যাদি ; কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের এ ভ্রম নাই। তাঁহারা জানেন, সমস্ত দেশগুলিই একই সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ পাইলেও কোনও দেশে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হইয়া সেখানে তির্যগ্‌রশ্মিপ্রাপ্ত দেশ অপেক্ষা অধিক আলোক ও উত্তাপ দান করে, ইত্যাদি। যাহা হউক, ভগবত্তত্ত্বের সহিত সূর্যের বা যে কোনও মায়িক জগতের

ইতীদম্। "শ্রীমূর্ত্তেরয়মাবির্ভাব এব নত্বস্মদাদিবজ্জন্মাদি তবাস্তীত্যাহ। ন জাতা জন্মাদয়ো যস্য; কুতঃ অগুণায় অতো নির্বাণসুখস্যার্ণবায় অপারমোক্ষসুখরূপায়েত্যর্থঃ। তথাপি অণোরণিম্নে অতিসূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞানত্বাৎ। বস্তুতস্তু অপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধাম মূর্তির্যস্য তস্মৈ। ন চৈতদসম্ভাবিতম্। যতো মহানচিন্ত্যোঽনুভাবো যস্য। তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি। হে পুরুষর্ষভ! হে ধাতঃ! এতত্তব রূপং বৈদিকেন তান্ত্রিকেণ চ উপায়েন শ্রেয়োর্থিভিঃ সদা ইজ্যং পূজ্যম্, অতো নেদমিদানীমপূর্বং জাতমিতি ভাবঃ। ননু যূয়ং দেবাঃ পূজ্যত্বেন

অনুবাদ

(ভগবানের) শ্রীমূর্তির আবির্ভাবই হইয়া থাকে, আমাদিগের ন্যায় জন্মাদি হয় না। জন্মাদি হয় না কেন? যেহেতু আপনি অগুণ, অতএব নির্বাণসুখের সমুদ্র, অর্থাৎ অপারমোক্ষসুখরূপ। তথাপি আপনি অণু হইতে অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, যেহেতু আপনি দুর্জ্ঞেয় কিন্তু বস্তুতঃ আপনার ধাম অর্থাৎ মূর্তি অপরিগণ্য অর্থাৎ ইয়ত্তাতীত (অসীম)। যদি বলেন—'না ইহা অসম্ভব,' তাহার কারণ আপনার অনুভাব (প্রভাব) মহান্ অর্থাৎ অচিন্ত্য। সেই মূর্তি যে সনাতন (নিত্য) ও অপরিমেয় তাহা ৯ম শ্লোকে প্রমাণ করিতেছেন। যথা—হে পুরুষর্ষভ, হে ধাতঃ, আপনার এই রূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ে যাঁহারা শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহারা পূজা করেন; সুতরাং ইহা পূর্বে ছিল না, এখন হইল—তাহা নহে,—ইহাই ভাবার্থ। যদি বলেন—'তোমরা দেবগণ ত' পূজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।' তাহা সত্য বটে, কিন্তু সকলেই ত' ইহার (আপনার এই রূপের) অন্তর্ভূত—ইহাই বলিতেছেন। 'উ' অর্থাৎ আহা! 'হ' অর্থাৎ স্ফুট (স্পষ্ট) উঁহাতে অর্থাৎ আপনাতে 'নঃ' অর্থাৎ আমাদিগকে ও ত্রিলোককে একত্র আমি দেখিতেছি। তাহার কারণ—আপনি বিশ্বমূর্তি অর্থাৎ আপনার মূর্তিতে সমগ্র বিশ্ব। অতএব আপনার এই রূপ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহা নয়—ইহাই অর্থ।" —এই টীকা।

টিপ্পনী

বস্তুর তুলনা কখনও সম্যক্ হইতে পারে না; উপমা কেবল আংশিক বা মাত্র একদেশস্পর্শী। তবে এই সকল তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে বিষয়বস্তুসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাই শ্রীল গ্রন্থকারপাদ আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন যে, মাত্র দেশভেদেই অভিন্নত্ব বা একত্ব বুঝাইবার জন্য সূর্যের দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করা হইয়াছে, পূর্ণাপূর্ণ বিচারের জন্য নহে।

উদ্ধৃত স্তোত্তির প্রথম (১।৯।৩০) শ্লোকটী এই—"তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী, বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে। কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে, পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ॥" —অর্থাৎ "সহস্রণী অর্থাৎ সহস্ররথীর পালনকর্তা মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় বাক্যসমূহের (যুধিষ্ঠিরের ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরেও) তৎকালে (সূর্যের উত্তরায়ণ-কাল উপস্থিত হইলে) উপসংহার করিয়া সম্মুখে বর্তমান উজ্জ্বলপীতবাস চতুর্ভুজ আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নির্নিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে তাঁহাতে জড়াসক্তিশূন্য নিজমন নিবিষ্ট রাখিলেন।" পরবর্তী শ্লোকের (৩১) শেষ চরণে শ্রীসূত বলিয়াছেন—"তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দনম্"—অর্থাৎ 'দেহত্যাগকালে শ্রীজনার্দন কৃষ্ণের স্তব করিলেন।' উদ্ধৃত দ্বিতীয় (৪৩) শ্লোকটী এই—"কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ। আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ॥" —অর্থাৎ 'এইরূপে মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তিদ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্বক প্রাণনিরোধ-

প্রসিদ্ধাঃ ; সত্যং সর্বেঽপ্যত্রৈবান্তর্ভূতা ইত্যাহ। উ অহো হ স্ফুটম্ অমুষ্মিংস্ত্বয়ি নোঽস্মাংস্ত্রিলোকাংশ্চ সহ পশ্যামি। তত্র হেতুঃ, বিশ্বং মূর্তৌ যস্য, অতস্তবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থঃ" ইত্যেষা।

অত্র নির্বাণসুখার্ণবায়েতি অর্ণবত্বরূপকেণ নির্বাণসুখমাত্রত্বং নিরস্য ততোঽপ্যধিকমহাসুখত্বং দর্শিতম্। তদুক্তং শ্রীধ্রুবেণ (ভাঃ ৪।৯।১০)—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-, ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মা ভূৎ, কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥" ইতি।

অনুবাদ

এখানে 'নির্বাণসুখার্ণব' বলায় অর্ণবের সহিত তুলনা করিয়া মাত্র নির্বাণ-সুখকে নিরাসপূর্বক তাহা হইতে অনেক অধিক মহাসুখত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীধ্রুব (ভাঃ ৪।৯।১০) তাঁহার স্তবে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান ও আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, আপনার মহিমারূপ ব্রহ্মে তাহা হয় না; আর কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গের যান খণ্ডিত হইলে মর্ত্যলোকে পতিত দেবগণের (তুচ্ছ সুখের) কথা কি বলিব?"

আর ইহাও জ্ঞাতব্য যে (ব্রহ্মোক্তির প্রথম শ্লোকে ভগবান্‌কে) অণু হইতেও অণু (অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম) বলিয়া তাহার পরেই অপরিমেয়ধাম (ভগবানের সীমাহীনরূপ) বলায় তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিত্বরূপ মহানুভাবত্বের উল্লেখদ্বারা তিনি সর্বপরিমাণের আধার (অর্থাৎ সমস্ত মর্যাদা তাঁহারই অন্তর্ভূত), ইহা প্রদর্শিত হইল।

এখন দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ৮।৩।২৪ গজেন্দ্রস্তবে ও ৮।৩।৩০ শুকোক্তিতে) ভগবান্ যে স্থূল-সূক্ষ্মের অতিরিক্ত, তাহা বলা হইয়াছে, যথা—"তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্যক্ (পশ্বাদি), স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক বা জন্তু নহেন, এবং গুণ, কর্ম, সৎ, অসৎও নহেন। তিনি এই প্রকার নিষেধের অবধি ও অশেষ; তিনি জয়যুক্ত হউন্। (২৪)। গজেন্দ্র মূর্তিবিশেষ বর্ণনা না করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতে থাকিলে এই সকল (সেখানে উপস্থিত) নানাপ্রকার রূপাভিমানী ব্রহ্মাদিদেবগণ যখন তাঁহার নিকট

টিপ্পনী

সহকারে তিনি (ভীষ্মদেব) কলেবর ত্যাগ করিলেন।' শ্রীসূতগোস্বামী প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস চতুর্ভুজ মূর্তির কথা বলিয়াছেন; দ্বিতীয়টীতে পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। উভয়ত্রই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির কথাই বলা হইয়াছে; নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই, জানিতে হইবে। সুতরাং একই কালে ভগবানের এই ব্যাপকত্ব ও ব্যাপ্যত্ব 'চরাচর' এই বাক্যের সহিত অমিল নহে। অতএব 'লীলা' বলিলে যে ব্যাপ্যত্বের আশঙ্কা হয়, তাহা তাঁহার ব্যাপকত্বের সহিত অসমঞ্জস নহে॥ ৪৪॥

পূর্ব অনুচ্ছেদে ভগবানের মূর্তির নিত্যত্ব ও বিভুত্ব স্থাপন করিয়া এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভেই শ্রীব্রহ্মার স্তবের স্বামিপাদের টীকা উদ্ধার করিয়া দেখান হইল যে, ব্রহ্মারও অভিমত—ভগবদ্বিগ্রহ নিত্য ও বিভু (ব্যাপক)। ব্রহ্মার এই স্তবের প্রসঙ্গটী এখানে কিছু বলা হইতেছে। এক সময়ে সমুদ্রমন্থনের পূর্বে ইন্দ্র ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া যাইতে-

তথা অণোরণিম্নে ইতি প্রোচ্য অপরিমেয়ধাম্নে ইত্যুক্তেরচিন্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানুভাবত্বেন সর্বপরিমাণাধারত্বং তব দর্শিতমিতি জ্ঞেয়ম্।

অথ স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততামাহ দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ৮।৩।২৪,৩০)—

"স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্যঙ্, ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্ন চাস,-ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং, ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বা,-ত্তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ॥"

অনুবাদ

(তাঁহার মোচনের জন্য) অগ্রসর হইলেন না, তখন অখিলাত্মা সর্বদেবময় ভগবান্ হরি সেস্থলে আবির্ভূত হইলেন।" (শ্রীপাদ গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যেহেতু পূর্ববর্তী দুইটি শ্লোকে (২২ ও ২৩ সংখ্যক, যাঁহার অত্যল্প অংশ ব্রহ্মাদিদেবসমূহ, বেদসমূহ, চরাচর প্রভৃতি বিরচিত"—ইত্যাদি) সর্বকারণকারণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই হেতু দেবাদিগণের মধ্যে কেহই তাহা হ'ন না (বলিয়া তাঁহারা অগ্রসর হ'ন নাই)। ভগবান্ সাত্ত্বিকাদিত্ব ও ভৌতিকাদিত্বহীন ও স্ত্রীত্ব-পুরুষত্বহীন ; এই সকল প্রাকৃত ধর্মরাহিত্যই তাঁহার বৈলক্ষণ্য বা বৈশিষ্ট্য। অতএব ইহাও বলা হইয়াছে তিনি ষণ্ড বা নপুংসক ন'ন। অতএব তিনি কোনও জন্তু বা জীব নহেন। আরও বলা হইয়াছে—তিনি কারণভূত সত্ত্বাদি গুণও নহেন, আর (কার্যভূত) পুণ্যপাপলক্ষণ কর্মও না। তাই 'নায়ং গুণকর্ম' বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি ঐ দুইটীরও প্রবর্তক,—ইহাই ভাবার্থ। বেশী কথা কি ? যাহা এখানে সৎ অর্থাৎ স্থূল ও অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, তাহার একটীও নহেন, যেহেতু তিনি স্বপ্রকাশরূপ—ইহাই ভাবার্থ। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"কিন্তু ('নিষেধশেষ'—অর্থাৎ) সকল পদার্থের নিষেধে তিনি অবধিরূপে অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া 'শেষ'। আর ('অশেষ') তিনি মায়াযোগে সেই সমস্তের অশেষাত্মা। 'জয়যুক্ত হউন্'—অর্থাৎ আমার

টিপ্পনী

ছিলেন ; দুর্বাসা ঋষি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বকণ্ঠ হইতে মালা লইয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ঐশ্বর্যমদদৃপ্ত ইন্দ্র তাহা অনাদর করিয়া ঐরাবতের কুম্ভে নিক্ষেপ করিলে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া 'ত্রিলোক সহিত তুমি শ্রীহীন হও'—এই অভিশাপ দেন। আর দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণ নিহত হইতে থাকেন। তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার সভায় গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবানের স্থান ক্ষীরোদসাগরে গমনপূর্বক বৈদিকবাক্যে স্তব করিলেন। তখন সহস্রসূর্যোদয়সদৃশকান্তিবিশিষ্ট ভগবান্ হরি তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহার দর্শন না পাইলেও শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিব তাঁহার নির্মল-মরকতবৎ শ্যামবর্ণ মূর্তির তদীয় ভূষণাদিসহ দর্শন পাইলেন এবং ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। উদ্ধৃত (ভাঃ ৮।৬।৮-৯) শ্লোকদ্বয় তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়। শ্লোক দুইটীর টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"ভগবানের জন্মস্থিতির সংযম অর্থাৎ উপরম বা বিরতি হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণরাম প্রভৃতিতে অবতারসমূহের জন্ম-স্থিতি নিত্য। তিনি অগুণ অর্থাৎ হেয়-প্রাকৃতগুণাদিরহিত, কিন্তু সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক, বিষ্ণুপুরাণকথিত অপ্রাকৃত ষাড়্গুণ্যবান্ ; ইহাদ্বারা তাঁহার ভগবত্তা

"যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা" (ভাঃ ৮।৩।২২) ইত্যাদিপ্রাক্তনপদ্যদ্বয়েন যস্মাৎ সর্বকারণ-কারণত্বং ব্যঞ্জিতং তস্মাদ্দেবাদীনাং মধ্যে কোঽপি ন ভবতি। বৈলক্ষণ্যং সাত্ত্বিকত্ব-ভৌতিকত্বাদি-হীনতৈব স্ত্রীত্বপুরুষত্বহীনতা চ প্রাকৃততত্তদ্ধর্মরাহিত্যম্। অতএব ন ষণ্ড ইত্যুক্তম্। অস্মান্ন-কোঽপি জন্তুঃ। কারণভূতঃ সত্ত্বাদিগুণঃ পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম চ নেত্যাহ। নায়ং গুণঃ কর্মেতি, তয়োরপি প্রবর্তকত্বাদিতি ভাবঃ। কিং বহুনা যদত্র সৎ স্থূলম্ অসৎ সূক্ষ্মং তদেকমপি ন ভবতি স্বপ্রকাশ-রূপত্বাদিতি ভাবঃ। "কিন্তু সর্বস্য নিষেধেঽবধিত্বেন শিষ্যত ইতি শেষঃ। মায়য়া তত্তদ-শেষাত্মকশ্চ। জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষণায়াবির্ভবতু" ইতি টীকা চ।

অনুবাদ

(গজেন্দ্রের) বিমোক্ষণ জন্য আবির্ভূত হউন।" (৩০ সংখ্যক শ্লোকের গ্রন্থকার-টীকা, যথা—) গজেন্দ্র এইভাবে নির্বিশেষ অর্থাৎ দেবাদিরূপ বিনা পরতত্ত্বকে রূপবর্ণন করিলে 'বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ব্রহ্মা-দয়ঃ'—ব্রহ্মাদি দেবগণ, যাঁহাদের বিবিধ দেবাদিরূপভেদে অভিমান, তাঁহারা যখন নিকটে আসিলেন না, সে ক্ষেত্রে তখন নিখিলাত্মক অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের হইতে বিলক্ষণ, আর (২৪ সংখ্যক শ্লোকের স্বামিপাদের টীকানুসারে) মায়াযোগে সেই সকলের অশেষাত্মা বলিয়া সর্বদেবময় হরি আবির্ভূত হইলেন। শ্রীগজেন্দ্র এই ভাবে আবির্ভাব প্রার্থনা করিলে যে রূপ লইয়া আবির্ভূত হইলেন, তাহাই সেই ভাবেই হইবার যোগ্য; অতএব ইহা উক্ত বলা হইয়াছে যে, '(হে ভগবন্) আপনার শ্রীবিগ্রহ স্থূলসূক্ষ্মবস্তু হইতে অতিরিক্ত।' অন্যরূপ অর্থাৎ (বেদোক্ত) হস্তপদাদি-

টিপ্পনী

কথিত হইল। আর তিনি নির্বাণসুখার্ণব; ইহাদ্বারা তাঁহার ব্রহ্মত্ব কথিত হইল। তিনি অণু হইতে অণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম; ইহাদ্বারা তাঁহার পরমাত্মত্ব কথিত হইল। অপরিগণ্যধাম অর্থাৎ তাঁহার মূর্তি ইয়ত্তাতীত: সুতরাং তাহা পরিচ্ছিন্ন হইলেও বিভু, ব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন। (৯ম শ্লোকে) ভগবন্মূর্তি যে সনাতন (নিত্য) ও অপরিমেয়,—তাহা প্রমাণ করা হইতেছে। যেহেতু আপনার (ভগবানের) রূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ে পূজিত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহা ইদানীন্তন নয়।…"

নির্বাণসুখ হইতে ভক্তিসুখ যে অনেক অধিক তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।১।৩৮) শ্রীরূপপাদ প্রদর্শন করিয়া-ছেন, যথা—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুধাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥" —অর্থাৎ 'পরার্ধকাল ব্যাপিয়া সমাধিযোগে সিদ্ধ ব্রহ্মসুখও ভক্তিরূপ সুখসমুদ্রের যে পরমাণু, তাহার তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।' হরিভক্তি-সুধোদয় হইতে তিনি প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥" —অর্থাৎ 'হে জগদ্‌গুরো (নৃসিংহদেব), আপনার সাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রমধ্যে মগ্ন আমার (প্রহ্লাদের) পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি প্রভৃতির সুখও গোষ্পদবৎ (গরুর খুর-খনিত গর্তের ন্যায়) মনে হয়।' আরও স্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকা-টীকায় বলিয়াছেন—"ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥" অর্থাৎ "হে ভগবন্, আপনার কথামৃত-সমুদ্রে বিহারশীল পরমানন্দপ্রাপ্ত কোন কোন সুকৃতিভক্ত মোক্ষসুখসহ চতুর্বর্গকে তৃণতুল্য মনে করেন।" শ্রীজীবপাদ নিজোক্তি প্রমাণজন্য

এবমুপবর্ণিতং নির্বিশেষং দেবাদিরূপং বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং গজেন্দ্রম্। বিধিধলিঙ্গ-ভিদাভিমানাঃ বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাম্; অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো যদা নোপজগ্মুস্তত্র তদা নিখিলাত্মকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মসুখরূপত্বাৎ তদ্-বিলক্ষণো মায়য়া অশেষাত্মকত্বাদখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীদিতি। এবমাবির্ভাবম্ প্রার্থয়মানে শ্রীগজেন্দ্রে যদ্রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু তাদৃশমেব ভবিতুমর্হতীতি সাধূক্তং স্থূলসূক্ষ্মবস্ত্বতিরিক্তস্তব শ্রীবিগ্রহ ইতি। অন্যথা ত্বপাণিপাদরূপত্বেনৈব তচ্চেতস্যাবির্ভূয় তদ্বিদধ্যাৎ তদুক্তম্—"স্বেচ্ছা-ময়স্য" (ভাঃ ১০।১৪।২) ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদং শ্লোকান্তরব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যবহিতত্বাদ্ যুগল-তয়োপদধ্রে। প্রথমং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিম্। দ্বিতীয়ং শ্রীশুকঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ

রহিতরূপে গজেন্দ্রের মনে আবির্ভূত হইয়া তাহার বিধান করিলেন। ব্রহ্মা তাই (ভাঃ ১০।১৪।২ শ্লোকে) বলিয়াছেন—'হে ভগবন্, আপনার বপু স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ আপনার স্বীয় ভক্তগণ যে যে রূপ ইচ্ছা করেন, সেই সেই রূপে প্রকটিত।' এই (২৪ ও ৩০ সংখ্যক) শ্লোক দুইটীর মধ্যে অন্য শ্লোকের ব্যবধান থাকিলেও অর্থে ব্যবধানরহিত বলিয়া যুগলরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী গজেন্দ্র শ্রীহরিকে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রীশুকদেব-কথিত। (৪৫)

টিপ্পনী

শ্রীধ্রুবস্তব (ভাঃ ৪।৯।১০) উদ্ধার করিয়াছেন। শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"ভগবান্ প্রশ্ন করিতে পারেন—'আচ্ছা, (পূর্ব শ্লোকে আমাকে) ভবাপায়-বিমোক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মসাযুজ্যকেই অর্চনের ফল বলিতেছ, আর যাহারা তাহা ইচ্ছা করে, তাহারাই কি তোমার মতে অভিজ্ঞ ?', তদুত্তর—না, না। ধ্যান-শ্রবণাদি হইতে যে সুখ, তাহা আপনার নিজের মহিমরূপে ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দেও হয় না। মহতের ভাব ত' মহত্ত্ব; আপনি মহান্, ব্রহ্ম আপনার মহত্ত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্বলক্ষণ ধর্ম; আপনাতে (আপনাতেই স্থিত) যত নির্বৃতি (সুখ), তত সুখ ব্রহ্মে কিরূপে থাকিতে পারে? ইহাই ভাব। (ভাঃ ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে রাজা সত্যব্রতের প্রতি) ভগবান্ মৎস্যদেবের 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্'—অর্থাৎ 'আমার মহিমাই পরব্রহ্ম নামে কথিত' এই উক্তির অনুসারে ব্রহ্ম ভগবানের মহিমা—ইহা জানা যায়। ……স্বর্গ ও অপবর্গ হইতে অধিক অন্য কিছু ফলেরই শ্রবণ না হওয়ায় আপনার ভক্তির বাস্তবফল আপনার ভক্তিই; ভক্তি নিজেই ফল, অতএব ভক্তগণের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল।" শ্রবণধ্যানাদিই ভক্তি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠসুখদ; দুঃখনিবৃত্তিরূপ ব্যতিরেকভাবের ব্রহ্মসুখ, সে সুখের তুলনায় অতিতুচ্ছ। শ্রীমৎস্যদেব-কথিত শ্লোকাংশটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"মদীয় বলিয়া শব্দিত ব্রহ্মশব্দ সাঙ্কেতিক মদীয় মহিমা, মহৎ আমার যে মহিমা, এক ধর্ম, তাহা আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ; ব্রহ্মস্বরূপ আমারই বলিয়া তন্নিমিত্ত পৃথক্ জ্ঞানাদি প্রয়াসের প্রয়োজন নাই।"

শ্রীভগবান্ 'সর্বপরিমাণের আধার' বলিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন, ভগবান্ কখনও অণুপরিমাণ, কখনও "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২), কখনও প্রাদেশমাত্র পরিমাণ, কখনও বিরাট্ পুরুষ, কখনও দহররূপে জীবের হৃৎপুণ্ডরীকধাম। অচিন্ত্যশক্তিবলে সকল পরিমাণের রূপই তাঁহার পক্ষে সম্ভব।

অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ (ভাঃ ১০।৬৪।২৬)—

"স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা, যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ, স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥"

টীকা চ—"হে বিভো! স ত্বং মমাক্ষিপথঃ লোচনগোচরঃ সন্ কথং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোঽহসীত্যর্থঃ। নন্বু কিমত্রাশ্চর্যং ? তদাহ—পর আত্মা অতএব যোগেশ্বরৈরপি শ্রুতিদৃশা উপনিষচ্চক্ষুষা অমলে হৃদি বিভাব্যশ্চিন্ত্যঃ। যতোঽধোক্ষজঃ অক্ষজমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানং তদধঃ অর্বাগেব যস্মাৎ সঃ। যস্যেহি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য ভবাননুদৃশ্যঃ স্যাৎ। উরুব্যসনেন কৃকলাসভবদুঃখেন অন্ধবুদ্ধেস্তু মম এতচ্চিত্রমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। দর্শনকারণন্তূক্তং নারায়ণাধ্যাত্মে—

অনুবাদ

এখন শ্রীভগবানের প্রত্যক্ বা আভ্যন্তরীন রূপের সম্বন্ধে নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৬৪।২৬):—"হে বিভো, যোগেশ্বরগণ শ্রুতি বা উপনিষদ্-রূপ নেত্রদ্বারা বিমল হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই অধোক্ষজ পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইলেন ? এই জগতে যাঁহার সংসারদশানাশ হয়, আপনি তাঁহারই অনুদৃশ্য বা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন ; আমি গুরু-দুঃখবশতঃ অন্ধবুদ্ধি, অতএব আমার পক্ষে আপনার সাক্ষাৎ দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইল ?" এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা (অনুবাদঃ):—"হে বিভো, সেই আপনি আমার অক্ষিপথ অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া কিরূপে সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন ?—ইহাই অর্থ। যদি প্রশ্ন হয়—'ইহাতে আশ্চর্য কি আছে'? তাহাতে বলিতেছেন—পর আত্মা, অতএব যোগেশ্বরগণকর্তৃক শ্রুতিরূপ নেত্রদ্বারা অমলহৃদয়ে বিভাব্য অর্থাৎ চিন্তনীয়। যেহেতু আপনি অধোক্ষজ অর্থাৎ অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান আপনা হইতে অধঃ অর্থাৎ অর্বাক্ বা পশ্চাদ্বর্তী। যাঁহার সংসারমুক্তি হয়, আপনি তাঁহারই অনুদৃশ্য ; কিন্তু অত্যন্ত বিপদ্‌হেতু অর্থাৎ কৃকলাসজন্মজন্য দুঃখহেতু অন্ধবুদ্ধি আমার পক্ষে ইহা চিত্র বা বিস্ময়কর।" এই টীকা। কিন্তু

টিপ্পনী

শ্রীগজেন্দ্রোক্ত শ্লোকে 'জন্তু' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্রও', আর চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন "লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিবিশেষ" ; 'অশেষ' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'অশেষাত্মক' এবং চক্রবর্তিপাদোক্তি 'স্বশক্তিকার্য বলিয়া তিনি অশেষ'। 'নিষেধশেষ' অর্থে স্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—'ইহা নয়, উহা নয়'—এই প্রকার সমস্ত নিষেধের অবধিরূপে শেষে থাকেন,তিনি।' নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মের উপলব্ধি অন্বয়ভাবে না করিয়া ব্যতিরেকভাবে করিতে গিয়া ভগবানের রূপ, গুণ, বিশেষত্ব—সমস্ত নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু ভগবান্ প্রাকৃতগুণরূপাদিহীন হইলেও—ঐ সমস্ত নিষেধের শেষে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপগুণাদিসহ তিনি শেষরূপে বর্তমান। শ্রীশুকোক্ত শ্লোকে 'উপবর্ণিত' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, 'গজেন্দ্র মূর্তিভেদ বিনা পরতত্ত্ব ছাড়িয়া ভগবানের বর্ণনা করায় মূর্তিভেদে (আমি ব্রহ্মা চতুর্মুখ, আমি ইন্দ্র সহস্রনয়ন ইত্যাদি) স্ব স্ব অভিমানযুক্ত দেবগণ অগ্রসর হ'ন নাই।' অর্থাৎ তাঁহারা প্রত্যেকে ভাবিলেন 'আমাকে আহ্বান করেন নাই, আমি কেন যাইব ?' তখন ভগবান্, যাঁহার মূর্তিতে সমস্ত দেবমূর্তিই অন্তর্ভূত, তিনি গজেন্দ্রের উদ্ধারজন্য তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। শ্রীগরুড়ের স্কন্ধে উপবিষ্ট, সুদর্শনচক্রায়ুধ হরিকে দেখিয়া

এবমুপবর্ণিতং নির্বিশেষং দেবাদিরূপং বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং গজেন্দ্রম্। বিধিধলিঙ্গ-ভিদাভিমানাঃ বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাম্; অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো যদা নোপজগ্মুস্তত্র তদা নিখিলাত্মকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ তদ্-বিলক্ষণো মায়য়া অশেষাত্মকত্বাদখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীদিতি। এবমাবির্ভাবম্ প্রার্থয়মানে শ্রীগজেন্দ্রে যদ্রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু তাদৃশমেব ভবিতুমর্হতীতি সাধূক্তং স্থূলসূক্ষ্মবস্তুব্যতিরিক্তস্তব শ্রীবিগ্রহ ইতি। অন্যথা ত্বপাণিপাদরূপত্বেনৈব তচ্চেতস্যাবির্ভূয় তদ্বিদধ্যাৎ তদুক্তম্—"স্বেচ্ছা-ময়স্য" (ভাঃ ১০।১৪।২) ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদং শ্লোকান্তরব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যবহিতত্বাদ্ যুগল-তয়োপদধ্রে। প্রথমং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিম্। দ্বিতীয়ং শ্রীশুকঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ

রহিতরূপে গজেন্দ্রের মনে আবির্ভূত হইয়া তাহার বিধান করিলেন। ব্রহ্মা তাই (ভাঃ ১০।১৪।২ শ্লোকে) বলিয়াছেন—'হে ভগবন্, আপনার বপু স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ আপনার স্বীয় ভক্তগণ যে যে রূপ ইচ্ছা করেন, সেই সেই রূপে প্রকটিত।' এই (২৪ ও ৩০ সংখ্যক) শ্লোক দুইটীর মধ্যে অন্য শ্লোকের ব্যবধান থাকিলেও অর্থে ব্যবধানরহিত বলিয়া যুগলরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী গজেন্দ্র শ্রীহরিকে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রীশুকদেব-কথিত। (৪৫)

টিপ্পনী

শ্রীধ্রুবস্তব (ভাঃ ৪।৯।১০) উদ্ধার করিয়াছেন। শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ) –"ভগবান্ প্রশ্ন করিতে পারেন—'আচ্ছা, (পূর্ব শ্লোকে আমাকে) ভবাপ্যয়-বিমোক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মসাযুজ্যকেই অর্চনের ফল বলিতেছ, আর যাহারা তাহা ইচ্ছা করে, তাহারাই কি তোমার মতে অভিজ্ঞ ?, তদুত্তর—না, না। ধ্যান-শ্রবণাদি হইতে যে সুখ, তাহা আপনার নিজের মহিমরূপে ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দেও হয় না। মহতের ভাব ত' মহত্ত্ব ; আপনি মহান্, ব্রহ্ম আপনার মহত্ত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্বলক্ষণ ধর্ম ; আপনাতে (আপনাতেই স্থিত) যত নির্বৃতি (সুখ), তত সুখ ব্রহ্মে কিরূপে থাকিতে পারে ? ইহাই ভাব। (ভাঃ ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে রাজা সত্যব্রতের প্রতি) ভগবান্ মৎস্যদেবের 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্'—অর্থাৎ 'আমার মহিমাই পরব্রহ্ম নামে কথিত' এই উক্তির অনুসারে ব্রহ্ম ভগবানের মহিমা—ইহা জানা যায়। ......স্বর্গ ও অপবর্গ হইতে অধিক অন্য কিছু ফলেরই শ্রবণ না হওয়ায় আপনার ভক্তির বাস্তবফল আপনার ভক্তিই ; ভক্তি নিজেই ফল, অতএব ভক্তগণের নিষ্কামত্ব প্রমাণিত হইল।" শ্রবণধ্যানাদিই ভক্তি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠসুখদ ; দুঃখনিবৃত্তিরূপ ব্যতিরেকভাবের ব্রহ্মসুখ, সে সুখের তুলনায় অতিতুচ্ছ। শ্রীমৎস্যদেব-কথিত শ্লোকাংশটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ):—"মদীয় বলিয়া শব্দিত ব্রহ্মশব্দ সাঙ্কেতিক মদীয় মহিমা, মহৎ আমার যে মহিমা, এক ধর্ম, তাহা আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ ; ব্রহ্মস্বরূপ আমারই বলিয়া তন্নিমিত্ত পৃথক্ জ্ঞানাদি প্রয়াসের প্রয়োজন নাই।"

শ্রীভগবান্ 'সর্বপরিমাণের আধার' বলিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন, ভগবান্ কখনও অণুপরিমাণ, কখনও "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২), কখনও প্রাদেশমাত্র পরিমাণ, কখনও বিরাট্ পুরুষ, কখনও দহররূপে জীবের হৃৎপুণ্ডরীকধাম। অচিন্ত্যশক্তিবলে সকল পরিমাণের রূপই তাঁহার পক্ষে সম্ভব।

অথ প্রত্যগ্‌রূপত্বমপ্যাহ (ভাঃ ১০।৬৪।২৬)—

"স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা, যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ, স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥"

টীকা চ—"হে বিভো! স ত্বং মমাক্ষিপথঃ লোচনগোচরঃ সন্ কথং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোঽসীত্যর্থঃ। ননু কিমত্রাশ্চর্যং? তদাহ—পর আত্মা অতএব যোগেশ্বরৈরপি শ্রুতিদৃশা উপনিষচ্চক্ষুষা অমলে হৃদি বিভাব্যশ্চিন্ত্যঃ। যতোঽধোক্ষজঃ অক্ষজমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানং তদধঃ অর্বাগেব যস্মাৎ সঃ। যস্যেহি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য ভবাননুদৃশ্যঃ স্যাৎ। উরুব্যসনেন কৃকলাসভবদুঃখেন অন্ধবুদ্ধেস্তু মম এতচ্চিত্রমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। দর্শনকারণন্তূক্তং নারায়ণাধ্যাত্মে—

অনুবাদ

এখন শ্রীভগবানের প্রত্যক্ বা আভ্যন্তরীন রূপের সম্বন্ধে নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৬৪।২৬):—"হে বিভো, যোগেশ্বরগণ শ্রুতি বা উপনিষদ্-রূপ নেত্রদ্বারা বিমল হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই অধোক্ষজ পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইলেন? এই জগতে যাঁহার সংসারদশানাশ হয়, আপনি তাঁহারই অনুদৃশ্য বা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন; আমি গুরু-দুঃখবশতঃ অন্ধবুদ্ধি, অতএব আমার পক্ষে আপনার সাক্ষাৎ দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইল?" এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা (অনুবাদঃ):—"হে বিভো, সেই আপনি আমার অক্ষিপথ অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া কিরূপে সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন?—ইহাই অর্থ। যদি প্রশ্ন হয়—'ইহাতে আশ্চর্য কি আছে'? তাহাতে বলিতেছেন—পর আত্মা, অতএব যোগেশ্বরগণকর্তৃক শ্রুতিরূপ নেত্রদ্বারা অমলহৃদয়ে বিভাব্য অর্থাৎ চিন্তনীয়। যেহেতু আপনি অধোক্ষজ অর্থাৎ অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান আপনা হইতে অধঃ অর্থাৎ অর্বাক্ বা পশ্চাদ্বর্তী। যাঁহার সংসারমুক্তি হয়, আপনি তাঁহারই অনুদৃশ্য; কিন্তু অত্যন্ত বিপদ্‌হেতু অর্থাৎ কৃকলাসজন্মজন্য দুঃখহেতু অন্ধবুদ্ধি আমার পক্ষে ইহা চিত্র বা বিস্ময়কর।" এই টীকা। কিন্তু

টিপ্পনী

শ্রীগজেন্দ্রোক্ত শ্লোকে 'জন্তু' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্রও', আর চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন "লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিবিশেষ'; 'অশেষ' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'অশেষাত্মক' এবং চক্রবর্তিপাদোক্তি 'স্বশক্তিকার্য বলিয়া তিনি অশেষ'। 'নিষেধশেষ' অর্থে স্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—'ইহা নয়, উহা নয়'—এই প্রকার সমস্ত নিষেধের অবধিরূপে শেষে থাকেন, তিনি।' নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মের উপলব্ধি অন্বয়ভাবে না করিয়া ব্যতিরেকভাবে করিতে গিয়া ভগবানের রূপ, গুণ, বিশেষত্ব—সমস্ত নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু ভগবান্ প্রাকৃতগুণরূপাদিহীন হইলেও—ঐ সমস্ত নিষেধের শেষে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপগুণাদিসহ তিনি শেষরূপে বর্তমান। শ্রীশুকোক্ত শ্লোকে 'উপবর্ণিত' অর্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, 'গজেন্দ্র মূর্তিভেদ বিনা পরতত্ত্ব ছাড়িয়া ভগবানের বর্ণনা করায় মূর্তিভেদে (আমি ব্রহ্মা চতুর্মুখ, আমি ইন্দ্র সহস্রনয়ন ইত্যাদি) স্ব স্ব অভিমানযুক্ত দেবগণ অগ্রসর হ'ন নাই।' অর্থাৎ তাঁহারা প্রত্যেকে ভাবিলেন 'আমাকে আহ্বান করেন নাই, আমি কেন যাইব?' তখন ভগবান্, যাঁহার মূর্তিতে সমস্ত দেবমূর্তিই অন্তর্ভূত, তিনি গজেন্দ্রের উদ্ধারজন্য তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। শ্রীগরুড়ের স্কন্ধে উপবিষ্ট, সুদর্শনচক্রায়ুধ হরিকে দেখিয়া

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামৃতং প্রভুম্॥"

ইতি। তাদৃশশক্তেরপ্যুল্লাসে তৎকৃপৈব কারণম্ তদুক্তং শ্রুতৌ—

"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য।" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।২৩) ইতি। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" (কঠ ২।৩।৯, শ্বেতাশ্ব ৪।২০) ইত্যাদিকঞ্চ কুত্রচিৎ। এবমেব মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে নারদং প্রতি শ্রীশ্বেতদ্বীপপতি-নোক্তম্—(মঃ ভাঃ শাঃ ১৩৯।৪৪,৪৬)

অনুবাদ

এরূপ দর্শনের কারণ নারায়ণাধ্যাত্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"নিত্য অব্যক্ত বা প্রকাশরহিত হইয়াও ভগবান্ নিজশক্তিবলে দৃগ্‌গোচর হইয়া থাকেন ; সেই শক্তিব্যতিরেকে অমৃত বা নিত্য প্রভু বা সর্ব-সামর্থ্যবান্ পরমাত্মাকে কে দেখিতে পায় ?" তদ্রূপ শক্তির প্রকাশেও কারণ হইতেছে তাঁহারই কৃপা ; ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"ইঁহার অর্থাৎ ভগবানের রূপ কেহ দেখে না।" "পরমাত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হ'ন ; তাঁহার নিকটই এই পরমাত্মা স্বীয় মূর্তি বিস্তার বা প্রদর্শন করেন।" (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩.২।৩)। "ইঁহার (পরমাত্মার)রূপ চক্ষুরাদিদ্বারা গ্রহণযোগ্যপ্রদেশে বর্তমান থাকেন না ; ইহাঁকে কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করিতে পারেন না।" (শ্বেতাঃ ৪।২০, কঠ কঠ ২।৩।৯)। ইত্যাদি কোন কোন স্থলে। (মহাভাঃ শান্তিপর্ব ৬৩৯।৪৫,৪৬) নারায়ণীয় মোক্ষধর্মে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশ্বেতদ্বীপপতি এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"হে নারদ, 'ইনি রূপবান্ বলিয়া দেখিতেছি'—এরূপ তুমি জানিবে না। ইচ্ছা করিলে আমি মুহূর্তেই অন্তর্হিত হইতে পারি, যেহেতু জগদ্‌গুরু ঈশ্বর। তুমি যে সর্বভূতগুণযুক্ত বলিয়া আমাকে দেখিতেছ, তাহা আমাকর্তৃক সৃষ্ট মায়াই ; তোমার এ ভাবে জানা যুক্ত নয়।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—'যেমন যেহেতু অন্যে রূপযুক্ত, সেইহেতু

টিপ্পনী

গজেন্দ্র অতিকষ্টে করে (শুণ্ডে) পূজোপচার পদ্ম উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"নারায়ণ, অখিলগুরো! ভগবন্, আপনাকে প্রণাম।" (৩২ শ্লোক)। অতএব তিনি শ্রীনারায়ণরূপ দেখিয়াছিলেন। তাই শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যায় বলিয়া-ছেন, গজেন্দ্রের প্রার্থনানুসারে যে রূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই রূপই যোগ্য,—অর্থাৎ তিনি সময়োপযোগী রূপধারণপূর্বক ভক্তের প্রীতির বিধান করেন। এই প্রসঙ্গে ৪০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীব্রহ্মার (ভাঃ ৩।৯।১১) স্তবটী ও শ্রীকর্দমবাক্যটী (ভাঃ ৩।২৪ ৩১) আলোচ্য। অবশেষে শ্রীব্রহ্মার যে স্তবাংশটী (ভাঃ ১০ ১৪।২) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ এই, যথা—"অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য,স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি। নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ, সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম সুখানুভূতেঃ।" —'আপনার এই যে (স্থূলভরূপে প্রকাশিত দৃশ্যমান) বপুঃ অর্থাৎ অবতার, যাহা হইতে আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তি হইল ও যাহা স্বীয় অর্থাৎ ভক্তদিগের যেমন যেমন ইচ্ছা, তদনুরূপভাবে প্রকটিত, অথচ যাহা ভূতময় নহে, কিন্তু অচিন্ত্য শুদ্ধসত্ত্বময়,—যখন এই বপুরই মহিমা নির্ধারণ করিতে 'ক' অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা হইয়াও পারি না, অথবা কেহই পারে নাই, তখন সাক্ষাৎ আত্মসুখানুভূতি অর্থাৎ সুখানুভবমাত্র, কেবল ও গুণাতীত—আপনার মহিমা অন্তরে নিরুদ্ধ চিত্তদ্বারা হইলেও বা কি হইবে? অর্থাৎ জানা যাইবে না। অথবা (অন্যার্থ)—

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ॥
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥"

ইতি। যথাঽন্যো রূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যতে তথায়মপীত্যেতত্ত্বয়া ন জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত্বা নিজরূপস্যাপ্রাকৃতত্বমেব দর্শিতম্। তদ্দর্শনে চ পরমকৃপাময্যকুণ্ঠা মমেচ্ছৈব কারণমিত্যাহ—ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়মদৃশ্যতামাপদ্যেয়ম্। তত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্‌বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ ঈশ ইত্যাদি। তথাপি মাং সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি তদ্যুক্তত্বেন, যৎ প্রত্যেষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা মম মায়য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্নৈবমিত্যাদি। মায়াত্র প্রতারণশক্তিঃ। তথাহি তত্রৈব শ্রীভীষ্মবচনম্ (মঃ ভাঃ শাঃ ৩৩৬।১২)—

অনুবাদ

তাহাকে দেখা যায়, সেইরূপ ইনিও—এই প্রকার তোমার জ্ঞান করা উচিত নয়।' ইহার পর নিজে রূপশালী হইয়াও অদৃশ্য, ইহা বলিয়া নিজরূপ যে অপ্রাকৃত, দর্শিত হইল। 'তাহার দর্শনেও আমার পরমকৃপাময়ী অকুণ্ঠা বা অসীমা ইচ্ছাই কারণ' ইহা বলিলেন, 'ইচ্ছা করিলে'—ইহা বলিয়া। 'নশ্যেয়ম্' (নাশপ্রাপ্ত হইতে পারি)—অর্থাৎ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারি। এ ব্যাপারে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও জগৎ হইতে পৃথক্‌ত্বের কারণ বলিতেছেন 'আমি ঈশ্বর' ইত্যাদি। 'তথাপি আমাকে সর্বভূতগুণযুক্ত বলিয়া যে দেখিতেছ অর্থাৎ ঐ সমস্ত যুক্ত বলিয়া ধারণা করিতেছ, উহা আমারই সৃষ্ট মায়া অর্থাৎ আমার মায়াযোগেই ঐরূপ ভান বা ভ্রান্তজ্ঞান'—ইহাই অর্থ। অতএব 'তুমি এ ভাবে—ইত্যাদি।' এখানে মায়া-অর্থে প্রতারণাশক্তি। ঐরূপই ঐখানেই (নারায়ণীয় মোক্ষধর্মে) শ্রীভীষ্ম বলিয়াছেন, যথা (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৬।১২): "অতঃপর দেবদেব (সর্বেশ্বরেশ্বর) সনাতন (নিত্যস্বরূপ) ভগবান্ ইঁহার (উপরিচরবসুর) উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ (নিজেকে) দর্শন করাইয়াছিলেন। নচেৎ অন্য কাহারও তিনি দর্শনীয় ন'ন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—তাঁহাকে অর্থাৎ উপরিচরবসুর প্রতি;

টিপ্পনী

—আপনার ভূতময় বিরাট্ বপুর মহিমা অবগত হইতে কেহই পারে নাই, তখন সাক্ষাৎ আপনার অসাধারণ কথিত-লক্ষণ বপুর মহিমা অবগত হইতে পারে নাই—ইহা কি বলিতে হইবে?" (স্বামিপাদের অনুবর্তন)। উদ্ধৃত 'অপাণিপাদ'—ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির মন্ত্রটী (৩।১৯) সম্পূর্ণ এই যথা—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"—অর্থাৎ 'সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ ও হস্তরহিত হইলেও তিনি বেগবান্ ও সর্বগ্রাহী অর্থাৎ অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন, অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্বজ্ঞ, সমস্ত জ্ঞেয়বস্তুই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুঃকর্ণযুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীব নিজসসীমবুদ্ধিদ্বারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্বকারণকারণ মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন।' ৪৫॥

"প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ। সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস দৃশ্যো নান্যেন কেনচিৎ ॥"

ইতি। তম্ উপরিচরং বসুং প্রতি স্বাত্মানমিতি শেষঃ। তদগ্রে চ বস্বাদিবাক্যম্ (মঃ ভাঃ শাঃ ৩৩৬।১৯)—

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥"

ইতি। তদেবং শ্রুতাবপ্যদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈবোক্তাঃ।

শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য" ইতি। নৃগঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ

'নিজকে'—ইহা উহ্য। ইহার কিছু পরেও (মহাঃ শাঃ ৩৩৬।১৯) বসু প্রভৃতির বাক্য, যথা—"হে বৃহস্পতে, তাঁহাকে আপনি বা আমরা দেখিতে সমর্থ নই; যাঁহাকে তিনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ।" শ্রুতিতেও এইরূপ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম কথিত হইয়াছে। অন্যশ্রুতিও বলেন—"তাঁহার রূপ চক্ষুতে কেহ দেখে না।" (৪৬)

টিপ্পনী

নৃগরাজসম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেকের ঈপ্সিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার কথা অল্প বর্ণিত হইতেছে। একদিন যাদবকুমারগণ উপবনবিহারে গিয়া তৃষ্ণার্ত হইলে জলশূন্য এক কূপের নিকট গিয়া তন্মধ্যে এক বিরাট্ কৃকলাস (গিরগিটি) দেখিলেন। তাহাকে উত্তোলনজন্য নানা চেষ্টা বিফল হইলে শ্রীকৃষ্ণকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বামহস্তে অনায়াসে উঠাইলেন; তাঁহার শ্রীকরস্পর্শে ঐ কৃকলাস এক দেবমূর্তিতে পরিণত হইল। তখন ভগবান্ সকলকে জানাইবার জন্য তাঁহার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই দেবমূর্তি তখন ভগবৎ-পাদপদ্মে তাঁহার কিরীট স্পর্শ করাইয়া প্রণামানন্তর বলিলেন—"প্রভো, আমি ইক্ষ্বাকুপুত্র নৃগ। আপনি সমস্তই জানেন; তথাপি আদেশপালনজন্য বলিতেছি। আমি অত্যন্ত দানশীল ছিলাম। কোনও এক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ধেনুসমূহ হইতে একটী গাভী পলায়নপূর্বক মদীয় ধেনুগণের সহিত মিশিয়া গেলে না জানিয়া অন্য ধেনুগণের সহিত ঐ ধেনুটীও অন্য ব্রাহ্মণকে দান করি। সেই ধেনু লইয়া উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাদ হইলে আমি সেই ধেনুর পরিবর্তে আরও লক্ষ ধেনু দিতে চাহিলেও প্রথম ব্রাহ্মণ আমাকে ধেনুর অপহারক বলিয়া ক্রোধে ধেনু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অবসরে যমদূতগণ আমায় যমালয়ে লইলে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি প্রথমে পাপফল না পুণ্যফল ভোগ করিবে?' আমি জানি যে আমি ঐ ব্যাপারে পাপ অল্পই করিয়াছি। আর তিনিও বলিলেন—"দান ধর্মের জন্য তোমার অনন্ত দিব্যলোক প্রাপ্য।" আমি প্রথমে পাপফল ভোগ করিতে চাহিলে তিনি আমাকে এখানে কৃকলাসরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া নৃগরাজ ভগবানের স্তব করিতে করিতে সকলের সমক্ষে বিমানারোহণ করিলেন। বর্তমান শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন (অনুবাদঃ):—"দুর্ঘট শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বিস্মিত হইয়া নিজ ভাগ্য প্রশংসা করিতে-ছেন। সেই আপনি (যাঁহার দর্শনার্থী থাকায় আমার পূর্ব স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই) আমার দৃগ্‌গোচর হইলেন। আপনি সনকাদি যোগেশ্বরগণের নির্মলহৃদয়ে বিভাব্য বা ধ্যেয়মাত্র। আর সাক্ষাৎ অধোক্ষজ স্বয়ং ভগবান্ গভীর দুঃখে অন্ধবুদ্ধি আমার ন্যায় অধমেরও কিরূপে দৃগ্‌গোচর হইলেন? যাঁহার সংসার নাশ হইবে, আপনি তাঁহারই দৃশ্য; আমার কি আপনি দৃশ্য হইতে পারেন? না হওয়ারই ত' কথা। কিন্তু কোনও মহাভাগবতের আশীর্বাদেই এইরূপ হইতে পারে।' ইহাই ভাবার্থ।" সংসারনাশোন্মুখতা-সম্বন্ধে মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দও ভগবান্‌কে স্তবে (ভাঃ ১০।৫১।৫৩) বলিয়াছেন, যথা—"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,পরাবরেশে

অতএব তত্র প্রাকৃতানি রূপাদীনি নিষিধ্য অন্যানি সম্প্রতিপাদ্যন্তে। (ভাঃ ৮।৩।৮)—
"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ, স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি॥"

অয়মর্থঃ। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির্বিকারঃ। তত্র প্রথমবিকারো জন্মেতি। অপূর্ণস্য নিজ-পূর্ত্যর্থা চেষ্টা কর্মেতি। মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি। চক্ষুষা গ্রাহ্যো গুণঃ রূপমিতি। সত্ত্বাদিপ্রাকৃতগুণনিদানো দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতুধর্মবিশেষো গুণ ইতি প্রকৃতিজে লোকে দৃশ্যতে। যস্য চ সর্বদা স্বরূপস্থত্বাৎ পূর্ণত্বাৎ মনসোঽপ্যগোচরত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ

অনুবাদ

অতএব ভগবানের প্রাকৃত রূপাদি নিষেধ করিয়া অন্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত রূপাদি প্রতিপাদিত হইতেছে (শ্রীগজেন্দ্রের ভগবৎস্তুতির শ্লোক, ভাঃ ৮।৩।৮, দ্বারা যথা)—"পরমেশ্বরের জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ ও দোষ নাই ; তথাপি তিনি লোকসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য স্বীয় মায়াদ্বারা নিরন্তর ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—অন্য-অবস্থা-প্রাপ্তিকে বিকার বলে। তন্মধ্যে প্রথম বিকার 'জন্ম'। কর্ম বলিতে যিনি অপূর্ণ, তাঁহার নিজ-পূর্ণতা-সাধনের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই 'কর্ম'। আর মনদ্বারা গ্রহণযোগ্য বস্তুর ব্যবহারজন্য কোন কিছুদ্বারা সঙ্কেতযুক্ত যে শব্দ, তাহাই 'নাম'। চক্ষুর্দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে গুণ, তাহা 'রূপ'। দ্রব্যের উৎকর্ষের হেতুভূত ধর্মবিশেষ, যাহা সত্ত্ব প্রভৃতি প্রাকৃত গুণত্রয়ের মূল যে 'গুণ', তাহা প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত লোকে দেখা যায়। যিনি সর্বদা স্বরূপস্থ, পূর্ণ, মনেরও অগোচর, স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত বলিয়া তাঁহার ঐ সমস্ত প্রাকৃত নাম-রূপাদি নাই,তথাপি যিনি ঐগুলি প্রাপ্ত হ'ন,তাঁহাকে প্রণাম। পরবর্তী শ্লোকের সহিত এই অন্বয়। অতএব শ্রুতিও তাঁহার সম্বন্ধে নিষ্কল (অংশবিহীন), নিষ্ক্রিয় (কর্মবিহীন), শান্ত (পূর্ণ ও প্রয়োজনমুক্ত)" (শ্বেতাশ্বতর উঃ

টিপ্পনী

ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥" —অর্থাৎ 'হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রমণশীল ব্যক্তির যৎকালে ভববন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই তাঁহার সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই সাধুগণের পরম গতিস্বরূপ পরাবরেশ আপনাতে ভক্তি সঞ্জাত হয় এবং তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ।" এই শ্লোকের 'সদ্গতৌ'-পদের 'বৈষ্ণবতোষণী'-ব্যাখ্যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ ঃ—"আচ্ছা, আমার কৃপা বিনা সৎসঙ্গও হইবে না, অতএব আমার কৃপাই আদিকারণ'—এই ভগবদুক্তির আশঙ্কায় বলিতেছেন 'আপনি সদ্গতি, সাধুগণই আপনার গতি বা আশ্রয় ; আপনিই (দুর্বাসা ঋষিকে) বলিয়াছেন, (ভাঃ ৯।৪।৬৩ ৬৮) 'আমি ভক্তপরাধীন' ইত্যাদি। অতএব সাধুগণের ইচ্ছাতেই আপনার সমস্তই প্রবর্তিত হয়, সুতরাং আপনার কৃপাও সদনুগতা—সাধুগণের অনুগত।" ইত্যাদি। যাহা হউক আমাদের আলোচ্যবিষয় হইতেছে এই যে, ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি হয় না, আর তাহা না হইলে ভগবদ্রূপ-দর্শন অসম্ভব। নারায়ণাধ্যাত্ম-শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যটী ও উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যগুলিও তাহাই বলিয়াছেন। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মোদ্ধৃত শ্লোকগুলিরও সেই মর্ম। উপরিচরবসু চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যায় নিরত থাকাকালে ইন্দ্র তাঁহাকে আকাশ-গামী রথ প্রদান করিয়া নিরস্ত করেন। শ্রীবেদব্যাসের মাতা সত্যবতী তাঁহারই শুক্রজা কন্যা। তিনি ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়া নাম 'উপরিচর'। তিনি বিশেষ ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

প্রকৃত্যতীতত্বাৎ তানি ন বিদ্যন্তে। তথাপি যস্তানি ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি তস্মৈ নম ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব শ্রুত্যাপি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (শ্বেতাঃ ৬।১৯) ইত্যাদৌ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঠ ১।৩।১৫) ইত্যাদৌ চ তন্নিষিধ্যাপি "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছান্দোঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি বিধীয়তে। গুণদোষ ইতি অপরমার্থত্বাদ্ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ। ততো রূঢ়দোষস্তু সর্বথা ন সম্ভবত্যেবেতি বক্ষ্যতে। তথা চ কৌর্মে—

"ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্যাঃ কথঞ্চন ॥
গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্যাশ্চ সর্বতঃ।" ইতি।

অনুবাদ

৬।১৯), অশব্দ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর), অস্পর্শ (ত্বগিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য), অরূপ (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত), অব্যয় (নিত্য, অপক্ষয়শূন্য), (কঠ উঃ ১।৩।১৫)—ইত্যাদি বলিয়া ঐ সমস্ত নিষেধ করিয়াও 'তিনি সর্বকর্মা (সমস্ত কর্ম করেন), সর্বকাম (সমস্ত কামনাই পোষণ করেন), সর্বগন্ধ (সমস্ত বস্তুরই ঘ্রাণ গ্রহণ করেন), সর্বরস (সমস্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন) (ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি বলিয়া ঐ সমস্ত বিধানও দিয়াছেন। 'গুণদোষ' বলিতে গুণই অপরমার্থ হওয়ায় দোষ হয়, এই অর্থ। অতএব যাহা দোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা যে সর্বতোভাবে অসম্ভব, তাহা বলা হইবে। কূর্মপুরাণেও এই প্রকার বলিয়াছেন, যথা— ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্যের ঈশ্বর বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থসমূহ তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে; তথাপি পরমেশ্বরে কোনও প্রকারে দোষসমূহ আহার্য বা আরোপিত হওয়া উচিত নহে। তবে গুণসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সর্বতোভাবে তাঁহাতে মিলিত বা একত্র থাকিবার যোগ্য"; শ্রুতিও (ছান্দোগ্য ৮।১।৫) বলিয়াছেন—"এই আত্মা বা পরমাত্মা অপহত-পাপ্মা"—অর্থাৎ 'মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি-সম্বন্ধশূন্য' প্রভৃতি, আরও (ছাঃ ৪ ১৫।২-৪) বলিয়াছেন—"ইঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে বলা হয় 'সংযদ্বাম'

টিপ্পনী

এই অনুচ্ছেদের মূল তাৎপর্য এই যে, ভগবৎকৃপা ব্যতীত যে কোনও রূপে তাঁহার চিন্মূর্তি দর্শন সম্ভবপর নয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও তাঁহার কৃপাসপেক্ষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ৬।৮২-৮৩) বলিয়াছেন—"কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।২৯) বলিয়াছেন—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" —অর্থাৎ 'হে দেব, কেবল আপনার পাদপদ্মযুগলের প্রসাদকণা-দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন শাস্ত্রাদিবিচারযোগে অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।" উপরি-উদ্ধৃত শ্রীমুচুকুন্দস্তবেও তাহা পাওয়া গিয়াছে। 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুসঙ্গ পায়। সব ত্যজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণকৃপা পরস্পর সাপেক্ষ এবং একমাত্র তদ্‌যোগেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব, যেমন—"কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়। সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধ-বুদ্ধ্যে পায়।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৮২)। "নায়মাত্মা প্রবচনেন" শ্রুতিতেও সেই কথা। কৃষ্ণ-কৃপাতেই সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি, কেননা কৃষ্ণই সাধুগুরুরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন, যথা (চৈঃ চঃ আঃ ১): "গুরুকৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে ॥" এই কথা শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৯।৬):

"অয়মাত্মাপহতপাপ্মা" (ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়শ্চ। "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্বাণি বামান্যভিসংযন্তি এষ উ এব বামনীঃ এষ হি সর্বাণি বামানি নয়তি এষ উ এব ভামনীঃ এব সর্বেষু বেদেষু ভাতি" (ছাঃ উঃ ৪।১৫।২-৪) ইত্যাদি চ; অতএব "সর্বগন্ধ" ইত্যাদৌ গন্ধাদিশব্দেন সৌগন্ধ্যাদিকমেবোচ্যতে। যদা তু ঋচ্ছতিনান্বয়স্তদা গুণস্য দোষত্বেন রূপকমবিবক্ষিতং শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ পরমার্থত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাচ্চ। নন্বেকত্র তেষাং জন্মাদীনাং

অনুবাদ

যেহেতু ইঁহাতে সমস্ত বাম বা শুভ অভিসংযত বা মিলিত; ইনি বামনী, যেহেতু ইনি সমস্ত বাম বা শুভ নয়ন বা প্রাপণ করেন, অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেন; আর ইনি ভামনী, যেহেতু সর্বলোকে ভাম বা সূর্য অর্থাৎ দীপ্তি নয়ন বা প্রাপণ করেন। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ।" অতএব উল্লিখিত শ্রুতি যে ভগবান্‌কে 'সর্বগন্ধ' প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেখানে গন্ধাদি শব্দে সৌগন্ধ্যাদিই বলা হইয়াছে। যখন 'ঋচ্ছতি'—এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় (মূল ভাঃ ৮।৩৮ শ্লোকে) হইয়াছে, তখন গুণের দোষরূপে উপমা বলা হয় নাই, যেহেতু উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং ঐ গুণ পরমার্থরূপে প্রতিপাদিত হইবে। যদি পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয় যে, (শ্লোকে) একইসঙ্গে জন্ম প্রভৃতির ভাব (অস্তিত্ব) ও অভাব (অনস্তিত্ব) পরস্পর বিরুদ্ধ, তদুত্তরে হেতু বলিতেছেন 'নিজ মায়াযোগে'। অন্যথা অসঙ্গতিরূপে বিদিতা (অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধভাবসংযুতা) দুস্তর্ক্যা (তর্কাতীতা বা অচিন্ত্যা) স্বরূপশক্তিই এক্ষেত্রে হেতু। অতএব স্বরূপভূত বলিয়া প্রাকৃত জন্মাদি হইতে বিলক্ষণ হওয়ায় জন্মাদি একেবারেই নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না—ইহাই ভাবার্থ। যেরূপ বেদান্তসূত্র (১।৪।১৫) "সমাকর্ষাৎ" (অর্থাৎ ব্রহ্মবাচক শব্দসমূহ অন্যান্য-শব্দ আকর্ষণযোগে ব্যাখ্যাত হয়)—এই সূত্রের শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ তাঁহার ভাষ্যে, যাহার নাম 'শারীরক-

টিপ্পনী

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥" —অর্থাৎ 'হে ঈশ, আপনি বাহিরে আচার্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে জীবের অশুভ দূর করিয়া দিয়া স্বগতি (নিজরূপ প্রকাশ বা স্বপ্রাপকবুদ্ধিবৃত্তি) প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আপনাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মনীষিগণ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বহুদীর্ঘকাল আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিতে করিতে কিছুতেই আপনার ঋণমুক্ত হইতে পারেন না॥"

এই আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হইল যে, ভগবৎকৃপাব্যতীত তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি বা তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নয়। এখন একটী প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে, যদিও সেটী বর্তমান প্রসঙ্গ হইতে একটু পৃথক্; তবে উহাকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। সে প্রশ্নটী এই যে যদি ভগবৎকৃপাব্যতীত অন্য সাধনযোগে তাঁহার দর্শনাদি লভ্য না হয়, তবে তাঁহার কৃপা কি প্রকারে লভ্য? মায়ামোহিত জীব কি সাধনে তাঁহার কৃপা লাভে সমর্থ হইবে? ভগবান্ নিজেই এ কথার উত্তর দিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥" —অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃতা তীব্রভক্তি যেরূপভাবে আমাকে বশীভূত

ভাবাভাবয়োর্বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বিরোধে হেতুমাহ স্বমায়য়েতি। অন্যথানুপপত্তিপ্রমিতা দুস্তর্ক্যা স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতুঃ। অতএব স্বরূপভূতত্বেন তেভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ তান্যপি ন বিদ্যন্ত ইতি চ বক্তুং ন শক্যত ইতি ভাবঃ। যথা শঙ্করশারীরকে—"সমাকর্ষাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৫) ইত্যত্র "নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ সচ্ছব্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্ম শ্রুতাবসদিত্যুচ্যতে" ইত্যুক্তং তথৈব জ্ঞেয়ম্। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৩)—"গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ" ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ "সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪) ইতি।

অনুবাদ

ভাষ্য', বলিয়াছেন—" 'সৎ' এই শব্দের প্রায়ই নাম ও রূপের পরিচয়ে ব্যাখ্যাত বস্তুসম্বন্ধে ব্যবহার প্রসিদ্ধ ; সৃষ্টির পূর্বে ঐ প্রকার ব্যাখ্যার অভাব আশঙ্কা করিয়া সেই 'সৎ' ব্রহ্মকেই শ্রুতিতে 'অসৎ' বলা হয়" ; এই প্রকারই জানিতে হইবে।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৮৩) বলিয়াছেন—"হে মুনিবর, ভগবান্ গুণ ও দোষের অতীত" ; ইহা বলিয়া পুনরায় (৬।৫।৮৪) বলিয়াছেন—"তিনি নিশ্চয় সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক'। ঐ প্রকার পাদ্মোত্তরখণ্ডেও বলিয়াছেন— "হেয়গুণাদি-বর্জিত অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ—এইগুলি ভগবৎ-শব্দের বাচ্য"।

পদ্মপুরাণেরও উত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন—"জগদীশ্বরকে যে শাস্ত্রসমূহে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে প্রাকৃত হেয়ভাবযুক্ত গুণসমূহবিহীন বলা হইয়াছে।"

মূলশ্লোকের 'স্বমায়য়া'-পদের অন্য প্রকার অর্থ মনে করিতে হইবে না ; শ্রীনারদবাক্য (ভাঃ ১০।৩৭।২২ হইতে বুঝিতে হইবে, যথা—"হে ভগবন্, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। আপনি ঘনীভূত অবিমিশ্রজ্ঞানৈকমূর্তি ব্রহ্ম, আপনি স্ব-স্বরূপে সম্যক্ অবস্থিত থাকিয়াই সর্বার্থ সম্যক্ প্রাপ্ত

টিপ্পনী

করিতে পারে, বা আমার প্রাপ্তির সাধন হয়, তদ্রূপ অষ্টাঙ্গাদি যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, ধর্মকার্য, বেদপাঠ, তপস্যা কিংবা দানক্রিয়া পারে না। একমাত্র অনন্যা শ্রদ্ধাজনিতা ভক্তির প্রভাবেই সাধুগণের প্রিয় পরমাত্মা আমি সকলের লভ্য। আমাতে প্রযুক্তা একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালশ্রেণীর (অত্যন্তভোগপ্রমত্ত নিকৃষ্ট সমাজে উদ্ভূত) লোকগণকেও পবিত্র করে (অর্থাৎ ভোগবিষ্ঠার গর্ত হইতে উদ্ধারসাধনপূর্বক আমাকে পাওয়াইয়া দেয়)।" আর তিনি মায়া হইতে উদ্ধারের পথও বলিয়াছেন, যথা (গীতা ৭।১৪):—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" —অর্থাৎ 'এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী বা জীববিমোহনলীলাময়ী আমারই শক্তি মায়া সাধারণ জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া হইলেও যাঁহারা একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন।' শ্রীব্রহ্মাও দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনকালে বলিয়াছেন (ভাঃ ২।৭।৪২): "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ, সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং, নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥" —অর্থাৎ যাঁহারা সর্বাত্মযোগে কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও

তথা "জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীর্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯) ইতি। পাদ্মোত্তর খণ্ডে চ—

"যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে" ইতি।

ন চ স্বমায়য়েত্যন্যথার্থং মন্তব্যম্—

"বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনং স্বসংস্থয়া, সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥" (ভাঃ ১০।৩৭।২২)

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ।

অনুবাদ

হইয়াছেন, আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ বা অপ্রতিহত ও আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে মায়িক গুণসমূহের প্রবাহ নিরন্তর প্রতিহত রাখিয়াছেন।" আর "স্বমায়য়া"র অন্য প্রকার অর্থ করিলে উহা শ্রীসূত-গোস্বামীর স্বগুরু শ্রীশুকদেবের প্রণাম (ভাঃ ১২।১২।৬৯) "স্বসুখনিভৃতচেতাঃ" শ্লোকোক্ত শ্রীভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব সর্বদিক্ দিয়াই উহার অর্থ 'চিচ্ছক্তি-সহযোগে',—ইহাই অর্থ। অতএব শ্রীধরস্বামিপাদও 'যোগমায়া'-শব্দের ব্যাখ্যায় 'চিচ্ছক্তি' বলিয়াছেন।

মূলশ্লোকে 'ঋচ্ছতি' বা প্রাপ্ত হ'ন বলায় কখনও কখনও জন্মাদি প্রাপ্ত হ'ন, এইরূপ বুঝা যায়—এই প্রকার পূর্বপক্ষের নিরাসার্থে বলিতেছেন—'অনুকাল' বা নিত্যই প্রাপ্ত হ'ন, কখনও ত্যাগ করেন না—ইহাই অর্থ। স্বরূপশক্তিযোগে প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে পরস্পর হেতু-হেতুমান্ অর্থাৎ কারণ-কার্য, এই ভাব জানিতে হইবে।

টিপ্পনী

মোক্ষবাঞ্ছারহিত হইয়া একমাত্র ভগবানেরই (অন্য দেবদেবীর নহে) চরণে শরণগ্রহণ করেন সেই ভগবান্ হরি তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, তাঁহারাই দুস্পারা দৈবীমায়া অতিক্রম করিতে পারেন; তখন আর তাঁহাদের কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য স্বদেহে 'আমি'-বুদ্ধি ও পুত্রাদিদেহে 'আমার'-বুদ্ধিরূপ মোহ থাকে না।' এই দুইটী উক্তিরই মর্ম এক। ভগবান্ সর্বদাই জীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশজন্য উন্মুখ। তাহা আমরা পূর্বেই (তত্ত্বসন্দর্ভের ৩২ অনুচ্ছেদে) পাইয়াছি। যখন জীব পূর্ব পূর্ব অজ্ঞাত ভক্তিজনক সুকৃতিপুঞ্জের ফলে তাঁহাতে উন্মুখ হইয়া তৎপদে আত্মসমর্পণপূর্বক পাদপদ্মাশ্রয় করেন, তখন কূপমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় তদীয় উদ্ধারজন্য নিক্ষিপ্ত কৃপারজ্জু ধারণপূর্বক সংসারকূপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হ'ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে আত্মসমর্পণ না করিয়া কৃপারজ্জু অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, সে কৃপালাভে বঞ্চিত থাকিল। যখন কালক্রমে ঐ প্রকার সুকৃতি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে, তখন সেও কৃপাপ্রাপ্তিবলে ভগবৎপাদপদ্মলাভে কৃতার্থ হইবে। তখন অপ্রাকৃত দিব্য চক্ষু দিয়া ভগবদ্দর্শন সহজসাধ্য হইবে। অন্য সাধনে তাহা অসম্ভব ॥ ৪৬ ॥

এই সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদটীতে মূল শ্লোকটাই (গজেন্দ্রকথিত ভাঃ ৮।৩।৮) সন্দর্ভকার শ্রীজীবপাদ প্রমাণসমূহ উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব অনুচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় যে, অধোক্ষজ ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তব্যতীত অন্য কাহারও দর্শনীয় নহে, তাহা এই অনুচ্ছেদে আরও বিস্তৃত করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত -ইহাই বলা হইয়াছে। শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"প্রাকৃত জন্মকর্মাদি

"স্বসুখনিভৃত-" (ভাঃ ১২।১২।৬৯) ইত্যাদি বক্তৃহৃদয়বিরোধাচ্চ। ততঃ সর্বথা চিচ্ছক্ত্যা ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বামিভিরপি যোগমায়াশব্দেন চিচ্ছক্তির্ব্যাখ্যাতা। নন্বু প্রাপ্নোতী-ত্যুক্তেঃ কাদাচিৎকত্বমপ্যবগম্যতে তত্রাহ। অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্নোতি, কদাচিদপি ন ত্যজতীত্যর্থঃ; স্বরূপশক্তি-প্রকাশিতস্য চ মিথো হেতুহেতুমত্তা জ্ঞেয়া। নন্বু কথং জন্মকর্মণো-র্নিত্যত্বম্ তে হি ক্রিয়ে। ক্রিয়াত্বঞ্চ প্রতিনিজাংশমপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিধ্যতীতি, তে বিনা স্বস্বরূপহান্যাপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রীভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাৎ। জন্মকর্ম-লক্ষণলীলানন্ত্যাদনন্তপ্রপঞ্চানন্তবৈকুণ্ঠগত-তত্তল্লীলাস্থান-তত্তল্লীলাপরিকরাণাং ব্যক্তিপ্রকাশয়ো-

অনুবাদ

আর একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, জন্ম-কর্ম নিত্য হইবে কিরূপে? তাহারা ত' ক্রিয়া; ক্রিয়াত্ব সিদ্ধ হয় তাহার নিজের প্রত্যেক অংশের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিযোগে; এই দুইটী না হইলে স্ব-স্বরূপের হানি হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই দোষ হয় না, যেহেতু শ্রীভগবানের নিত্যকাল অনন্ত আকার, অনন্ত প্রকাশ, আর জন্মকর্মলক্ষণলীলাও অনন্ত, এবং অনন্ত প্রপঞ্চগত ও অনন্তবৈকুণ্ঠগত বিভিন্ন লীলাস্থান ও বিভিন্ন লীলাপরিকরগণের আকার ও প্রকাশ অনন্ত। যেহেতু এই প্রকারে বিভিন্ন আকার ও প্রকাশগত জন্ম-কর্মের আরম্ভ ও সমাপ্তি এক এক স্থানে জন্ম-কর্মের যেই অংশসকল যাবৎ সমাপ্ত হয় বা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ অন্য অন্য স্থানেও আরব্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ঐ জন্ম-কর্মের বিচ্ছেদ না হওয়ায় শ্রীভগবানে জন্ম-কর্ম দুইটী নিত্যই

টিপ্পনী

না থাকিলেও আছে। তাহা লোকের প্রলয় ও সৃষ্টিজন্য 'স্বমায়য়া' অর্থাৎ মায়িক রজস্তমোগুণযোগে ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে জন্মকর্মাদি 'অনুকাল' অর্থাৎ প্রতি প্রলয়-সৃষ্টি সময়ে প্রাপ্ত হ'ন। এ স্থলে লোকস্থিতির জন্য বিষ্ণুর জন্মাদি নির্দিষ্ট হয় নাই, যেহেতু তাহাতে মায়িকত্ব নাই; তা' বলিয়া অমায়িক জন্মকর্মাদি নিষিদ্ধ হয় নাই। সে সমস্ত, যেমন দেবকী প্রভৃতিতে জন্ম, গোবর্ধনধারণাদি কর্ম, কৃষ্ণরামাদি নামরূপ,—এ সব স্বরূপভূত। এ সমস্ত নিষিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রুতি 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' (শ্বেতাঃ ৬।১৯), 'অশব্দমস্পর্শমব্যয়ম্' (কঠ ১।৩।১৫) ইত্যাদিতে মায়িক কর্মাদি নিষেধ করিয়া 'স সর্বকর্মা, সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বকামঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিতে অমায়িক কর্মাদির বিধান করিয়াছেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৩) 'গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ' ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন (৬।৫।৮৪) 'সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মকো হি' ইত্যাদি, আর পাদ্মোত্তরখণ্ডে 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে যে জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—তিনি প্রাকৃত-হেয়-গুণরহিত।"

কূর্মপুরাণ হইতে যে সার্ধশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ উক্ত হইয়াছে, যথা—"অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ। অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥"—অর্থাৎ 'ভগবান্ স্থূল, অথচ অস্থূল; অণু অথচ অনণু; প্রাকৃতবর্ণহীন, অথচ (অপ্রাকৃত) শ্যামবর্ণ ও রক্তবর্ণ-অপাঙ্গযুক্ত'—এই সমস্ত বিরুদ্ধগুণের সম্ভাবনা তাঁহাতেই আছে, যেহেতু তিনি অচিন্ত্যঐশ্বর্যসম্পন্ন। মহাবরাহপুরাণের দুইটী শ্লোকও এই প্রসঙ্গে আলোচনাযোগ্য, যথা—"সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ। সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ॥"—অর্থাৎ সেই পরমাত্মার

য়ানন্ত্যাচ্চ। যত এবং সত্যোরপি তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্তদারম্ভসমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্র তে জন্ম-কর্মণোরংশা যাবৎ ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রাপ্যারব্ধা ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তত্র তে জন্মকর্মণী বর্ত্তেতে। তত্র তে ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে তে ক্বচিদৈকরূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ম্। বিশেষণভেদাদ্বিশেষণৈক্যাচ্চ। এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক্ ক্রিয়াস্পদং ভবতীতি।

অনুবাদ

বর্ত্তমান। সে ক্ষেত্রে বিশেষণের ভেদহেতু ও বিশেষণের ঐক্যহেতু (এক হওয়ায়) তাঁহার জন্ম-কর্ম কোথাও কিছু পৃথক্‌রূপে আরম্ভ হয়, কোথাও বা একই রূপে হয়, ইহা জানিতে হইবে। একই আকার প্রকাশভেদে পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়ার আস্পদ হয়, যে প্রকার (৪২ অনুচ্ছেদের মূলশ্লোকে ভাঃ ১০।৪৯।২) "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা" প্রভৃতি শ্রীনারদোক্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ক্রিয়াসমূহের বিভিন্নত্বহেতু সেই সব ক্রিয়াযুক্ত বিভিন্ন প্রকাশগুলিতে বিভিন্ন অভিমান হয়, ইহাও আসিয়া যায়। সেরূপ হওয়ায় এক এক ক্ষেত্রে লীলার ক্রমানুসারে রসের বোধও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি প্রশ্ন হয় 'জন্মকর্ম দুইটীই বর্ত্তমান'—এরূপ বলা হইল কেন, যখন পৃথক্ সময়ে আরম্ভ হওয়ায় ঐ দুইটী অন্য ? উত্তর বলা হইতেছে। বিভিন্নকালে উদিত হইলেও সমানরূপ ক্রিয়াগুলি একই, যেমন শঙ্কর শারীরকে (বেদান্তভাষ্যে) বলিয়াছেন—"গো-শব্দ দুইবার উচ্চারিত হইলে দুইটী গো-শব্দ হইল না,—এই প্রকার প্রতীতিতে শব্দের একত্বই নির্ণীত হইল। সেই প্রকার 'ইহাদ্বারা পাক করা হইল', দুইবার বলা হইলে 'ইঁহাদ্বারা দুই প্রকার পাক করা হইল'—এরূপ নয়, প্রতীতিযোগে এইরূপ হইবে।" অতএব জন্ম-

টিপ্পনী

দেহসকল সমস্তই নিত্য (অপরিবর্ত্তনশীল) ও শাশ্বত (অবিনাশী)। হান (ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ)-রহিত, অর্থাৎ জীবের ন্যায় (গীতা ২।২২ শ্লোকোক্ত জীর্ণবস্ত্রের উদাহরণে) ভগবান্ দেহপরিত্যাগ বা দেহান্তর গ্রহণ করেন না। তাঁহার দেহসমূহ প্রকৃতিজাত নহে, কিন্তু সর্বপ্রকারে পরমানন্দস্বরূপ ও জ্ঞানমাত্র বা চিন্ময়। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সর্বগুণে পরিপূর্ণ ও সমস্তদোষবর্জিত।'

ছান্দোগ্যশ্রুতি (৮।১।৫) পূর্ণমন্ত্রটী এই—"আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।" অর্থাৎ 'যিনি মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য, জরাধর্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনূতন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধা ও পিপাসারহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দোষকামনাযুক্ত, যাঁহার বাসনামাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।'

"সমাকর্ষাৎ" এই বেদান্ত সূত্রটীর গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন—"সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপের বিভাগ না হওয়ার কারণ (অর্থাৎ নাম ও রূপের ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপে অস্তিত্ব না থাকায়) শ্রুত্যুক্ত 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' (তৈঃ ২।৭)—এরূপস্থলে 'অসৎ'-শব্দদ্বারা ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। তাহা না হইলে 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।১।১) ইত্যাদির অনন্তর অসৎকারণের প্রত্যাখ্যান হওয়ায় 'আসীৎ' (ছিলেন) এই (অতীত) কাল সম্বন্ধের বিরোধ হয়। যাহা অসৎ (অস্তিত্বহীন) ছিল, তাহা উৎপন্ন হইতেছে বলিলে অস্তিত্ববাদীর দোষাপত্তি হয় বলিয়া

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা" (ভাঃ ১০।৬৯।২) ইত্যদৌ গম্যতে প্রতিপাদিতম্। ততঃ ক্রিয়াভেদাত্তত্তৎক্রিয়াত্মকেষু প্রকাশভেদেষভিমানভেদশ্চ গম্যতে। তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলা-ক্রমজনিতরসোদ্বোধশ্চ জায়তে। নন্বু কথং তে এব জন্মকর্মণী বর্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারব্ধত্বাদন্যে এব তে ? উচ্যতে—কালভেদেনোদিতানামপি সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বম্। যথা শঙ্কর-শারীরকে—"দ্বির্গো শব্দোঽয়মুচ্চারিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনির্ণীতং শব্দৈকত্বম্। তথৈব দ্বিঃ পাকো কৃতোঽনেনেন, ন তু দ্বিধা পাকঃ কৃতোঽনেনেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি।" ততো জন্মকর্মণোরপি নিত্যতা যুক্তৈব। অতএবাগমাদাবপি ভূতপূর্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তম্।

অনুবাদ

কর্মের নিত্যতা ঠিকই। অতএব আগমাদিতে ভূতপূর্বলীলার উপাসনার বিধানও যুক্ত। মধ্বভাষ্যে এইরূপই বলিয়াছেন—"পরমাত্মসম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় নিত্য বলিয়া ভগবানের ত্রিবিক্রমাদিরূপেও উপসংহার বা একীকরণ যুক্তই"। পরমাত্মসম্বন্ধে সমস্তই নিত্য, ইহা শ্রুতিতেও অনুমত, যথা "যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ"—অর্থাৎ ত্রিকালব্যাপী নিত্য।" 'উপসংহার্যত্ব'-পদের অর্থ (শ্রীজীবপাদ-কৃত)—উপাসনায় উপাদেয়ত্ব। জন্মকর্মমধ্যে সেই জন্ম প্রাকৃত জন্ম হইতে বিলক্ষণ ; প্রাকৃত জন্মের অনুকরণে আবির্ভাবমাত্র ; কোনও স্থলে বা তাহার অননুকরণে অর্থাৎ অনুকরণ না করিয়াই আবির্ভাব। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি অজায়মান বা জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকার জাত হ'ন।" যেমন ভাঃ ১০।৩।৮ শ্লোকে (শ্রীশুকদেব) বলিয়াছেন—"পূর্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্বজীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপিণী দেবকীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।" ভাঃ ৭।৮।১৮ শ্লোকেও এইরূপ, যথা—"ভগবান্ হরি নিজভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য (অথবা হিরণ্যকশিপুর প্রার্থনানুরূপ বরদাতা ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিবার জন্য ও স্বীয় সর্বভূতে ব্যাপ্তি সত্য দেখাইবার জন্য সিংহও নয়, মানুষও নয়, এমন একটী অত্যদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া সভামধ্যে স্তম্ভে দৃষ্ট হইলেন।"

টিপ্পনী

'অসৎ'-শব্দদ্বারা সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বোধ হয়। 'তদ্ধেদং তর্হি' এস্থলে অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) শব্দে তাহার অন্তরালভূত ব্রহ্মের বোধ হয়। 'স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যদ্বারা আকর্ষণহেতু তাদৃশশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই নিজসঙ্কল্পযোগে স্বয়ংই নাম রূপে ব্যাকৃত হইয়াছেন, ইহাই অর্থ। নচেৎ বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত ও গতিসামান্য শ্রুতির অসঙ্গতি হয়। অতএব এক ব্রহ্মই বিশ্বহেতু—ইহাই নিরূপয়িতব্য"।

মূল শ্লোকের 'স্বমায়য়া'-পদের অর্থ শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—অন্য প্রকার মনে করিতে হইবে না, অর্থাৎ অচিন্ত্য চিচ্ছক্তিযোগেই জানিবে। ৪২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীউদ্ধবোক্তি (ভাঃ ৩।৩।৮) শ্লোকের 'স্বমায়য়া'-পদের অর্থও তিনি তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় ঐ 'অচিন্ত্যচিচ্ছক্তি'ই বলিয়াছেন। উক্ত অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ 'যোগমায়া' বা 'স্বষ্ঠু অমায়া' বলিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মা তাঁহার (ভাঃ ১০।১৪।২১, ৪০শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) স্তবে 'যোগমায়া' বলিয়া ঐ অচিন্ত্য চিচ্ছক্তিকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কেশিদৈত্যবধের পর তথায় উপস্থিত শ্রীনারদের (ভাঃ ১০।৩৭।২২) স্তবে 'স্বতেজসা'-অর্থে 'চিচ্ছক্তিবলে' বলা হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ

তথাচোক্তং মধ্বভাষ্যে—"পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ ত্রিবিক্রমত্বাদিষ্বপ্যুপসংহার্যত্বং যুজ্যতে" ইতি। অনুমতং চৈতচ্ছ্রুত্যা—"যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যনয়ৈব।

উপসংহার্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃতাত্তস্মাদ্বিলক্ষণত্বং প্রাকৃত-জন্মানুকরণেনাবির্ভাবমাত্রত্বং ক্বচিত্তদননুকরণেন বা, "অজায়মানো বহুধাভিজায়তে" ইতি **শ্রুতেঃ**। তদ্ যথা (ভাঃ ১০।৩।৮)—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥"

অনুবাদ

ভাঃ ৩।২৪।৬ শ্লোকে কথিত "ভগবান্ মধুসূদন কর্দম ঋষির বীর্য আশ্রয় করিয়া কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় জাত হইয়াছিলেন", শ্রীকপিলদেবের অবতারপ্রসঙ্গে এই বাক্যটী 'কর্দম ঋষির ভক্তিসামর্থ্যে বশীভূত'—এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বীর্যশব্দের প্রসিদ্ধ পুত্রত্ব-অর্থযোগে এখানে অর্থান্তর-ন্যাস হইয়াছে।

ঐরূপ (জন্মের ন্যায়) কর্মের বৈলক্ষণ্য বা বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বরূপানন্দবিলাসমাত্র, যেমন বেদান্তসূত্র (২।১।৩৩) "লোকের ন্যায় ভগবানের কেবল লীলা"। তত্ত্ববাদী শ্রীমধ্বাচার্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"লোকে যেমন মত্ত ব্যক্তির সুখোদ্রেক হইলেই নৃত্যাদি-লীলা প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ ভগবানেরও লীলা।" নারায়ণসংহিতাতেও বলিয়াছেন—"হরি প্রয়োজনের অপেক্ষায় সৃষ্ট্যাদি করেন না, কেবল আনন্দহেতু, যেমন মত্ত ব্যক্তির নৃত্য। তিনি পূর্ণানন্দ, তাঁহার প্রয়োজন-বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? (অর্থাৎ অভাব হইলে তাহা দূর করিবার প্রয়োজন হয়; যাঁহার অভাব নাই, তাঁহার কোনও প্রয়োজনও নাই)। মুক্ত ভক্তগণও যখন আপ্তকাম (পূর্ণমনোরথ) হইয়া থাকেন, তখন অখিলাত্মা ভগবান্ যে পূর্ণকাম হইবেন, তাহাতে আর কথা কি?' উন্মত্তের

টিপ্পনী

এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ):—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবস্বরূপ ব্রহ্ম ঘন অর্থাৎ সান্দ্রীভূত আপনাকে প্রণাম বা শরণ গ্রহণ করি। স্বীয় সংস্থা অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে লীলাপরিকরাদিবিশিষ্ট রূপে সর্বকাল অবস্থিত আপনা হইতে সর্ববিধ ভক্তগণের মনোরথ সম্যক্ প্রাপ্ত। অতএব স্বভক্ত-মনোরথ-নিষ্পাদন-লক্ষণ আপনার বাঞ্ছিত অমোঘ, অব্যর্থ। আর আপনি স্বীয় স্বকীয়গণের তেজঃপ্রভাবে প্রতিদিন (মায়াকার্যরূপে গুণপ্রবাহ নিবৃত্ত রাখিয়াছেন।"

"স্ব সুখনিভৃত"-ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১২।৬৯) সম্পূর্ণ শ্লোক এই—"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-,প্যজিত-রুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্। ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং, তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি।" —অর্থাৎ 'যিনি আত্মানন্দপরিপূর্ণচিত্ত ও তদ্ভাবনিবন্ধন অন্যাভিলাষ রহিত হইয়াও শ্রীহরির রুচির মনোহর লীলাসমূহদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া জীবে দয়াবশতঃ তত্ত্বপ্রদীপ অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই নিখিলপাপ-নাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি (শ্রীসূত) প্রণাম করিতেছি।" এই শ্লোকটী তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯ অনুচ্ছেদে শ্রীজীব-পাদ স্বামিপাদের টীকা উদ্ধারপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই ইহার অবতরণিকায় বলিয়াছেন—'......

ইতি। তথা চ (ভাঃ ৭।৮।১৭)—

"সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং, ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্, স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্।" ইতি।

"কার্দমং বীর্যমাপন্নঃ" (ভাঃ ৩।২৪।৬) শ্রীকপিলদেবাবতারপ্রসঙ্গে কর্দমস্য ভক্তি-সামর্থ্যবশীভূত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্। বীর্যশব্দন্যাসস্তু প্রসিদ্ধং পুত্রত্বমপি শ্লিষ্টং ভবতীত্যেবমর্থঃ। তথা কর্মণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূপানন্দবিলাসমাত্রত্বম্। তদ্ যথা—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্ত্ববাদিভিঃ যথা—"লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যাদিলীলা ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য।" নারায়ণসংহিতায়াঞ্চ—

"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্তনম্॥

অনুবাদ

দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভগবানে (মত্ত ব্যক্তির ন্যায়) সর্বজ্ঞত্বের অভাব সংলগ্ন বা প্রস্তাবিত করিতে হইবে না। স্বরূপানন্দের উদ্রেকহেতু স্বীয় প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়াই লীলা করেন—এই অংশমাত্র লইয়াই দৃষ্টান্তটী স্বীকার-যোগ্য। সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাস-দৃষ্টান্তেও ঐরূপ জ্ঞানাভাবের দোষ আসিয়া পড়ে। (অতএব দৃষ্টান্তগুলি দোষাংশ বর্জন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়)। অতএব ভগবানের লীলা স্বরূপানন্দের স্বভাবানুসারেই হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"লীলাময় ভগবানের স্বভাবই ঐ প্রকার, নচেৎ আপ্তকাম তাঁহার কি স্পৃহা হইতে পারে ?" এস্থলে প্রাকৃত সৃষ্টির আদিতে সাক্ষাৎ ভগবানের 'ঈক্ষণরূপ'-চেষ্টাত্মক যে কর্ম পাওয়া যায় (ঐতরেয় ১।১।১ উপনিষদুক্ত "স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি"—অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্বে আত্মা পরমাত্মাই ছিলেন, তিনি ঈক্ষণ করিলেন আমি লোকসমূহ সৃজন করি')—সেই কর্ম বস্তুতঃ যখন ঐরূপ (লীলা), তখন (অপ্রাকৃত) বৈকুণ্ঠের আদিতে প্রাপ্ত যে চেষ্টা, তাহা যে লীলাই, তাহাতে সন্দেহ নাই, কৈমুতিকন্যায়ানুসারে ইহাই আসিয়া পড়ে।

টিপ্পনী

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য, উহার বক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে নিষ্ঠার পর্যালোচনাপূর্বক সংক্ষেপে নির্ধারিত হইতেছে। পাঠক মহোদয়গণ উক্ত অনুচ্ছেদটীর টিপ্পনী আলোচনা করিলে ইহার মর্ম ও ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। এখানে শ্রীজীবপাদ শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া দেখাইছেন, শ্রীভগবানের গুণাদি প্রাকৃত-হেয়ত্ব-বর্জিত না জানিলে ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার সহিত বিরোধ হয়। তিনি ব্রহ্মানন্দী হইয়াও শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়াছিলেন, এমন হরির গুণ (ভাঃ ১।৭।১১); সুতরাং সে গুণ প্রাকৃত হইতে পারে না। অতএব 'স্বমায়া'-অর্থে চিচ্ছক্তিই জানিতে হইবে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (৪।৬):—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। এখানে 'প্রকৃতিঃ' ও 'আত্মমায়া'—দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের কোনটীই জড়মায়াকে উদ্দেশ করে না। শ্রীস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—"স্বমায়য়া স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত জ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি"—অর্থাৎ 'সম্যক্ অপ্রচ্যুত অর্থাৎ পূর্ণ, অনবাপ্তহ্রাস, চিচ্ছক্তি', যাহা শ্রুতিতে (শ্বেতাঃ ৬।২৩) স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপভূতা ও 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া'

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিং কুতঃ। মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মনঃ॥"ইতি।

ন চোন্মত্তদৃষ্টান্তেনাসর্বজ্ঞত্বমপি প্রসঞ্জয়িতব্যম্। স্বরূপানন্দোদ্রেকেণ স্বপ্রয়োজনমননুসন্ধায়ৈব লীলায়তে ইত্যেতদংশেনৈব স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদ্দোষাপাতাৎ। তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব তল্লীলা। শ্রুতিশ্চ—"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।" ইতি।

অত্র প্রাকৃতসৃষ্ট্যাদিগতস্য সাক্ষাদ্ভগবচ্চেষ্টাত্মকস্য বীক্ষণাদিকর্মণো বস্তুতস্তু তথাবিধত্বে বৈকুণ্ঠাদিগতস্য কৈমুত্যমেবাপতিতম্। যথোক্তং নাগপত্নীভিঃ (ভাঃ ১০।১৬।৪৭)—

অনুবাদ

নাগপত্নীগণও শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১০।১৬।৪৭):—"অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে। হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশালিনে॥" —অর্থাৎ (শ্রীস্বামিপাদের টীকানুসারে) 'হে হৃষীকেশ, আপনি অব্যাকৃতবিহার অর্থাৎ অতর্ক্যলীলাময়, সর্বব্যাকৃতসিদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত কার্যোৎপত্তির প্রকাশহেতুরূপে উপলক্ষণযোগ্য, মুনি অর্থাৎ আত্মারাম, মৌনশালী অর্থাৎ আত্মারামতা-স্বভাবযুক্ত, আপনাকে প্রণাম করি।' অতএব তাঁহার লীলাশ্রবণে শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারামগণেরও অনুরাগবশতঃ প্রবৃত্তি যুক্তই। এই কারণেই ভাঃ ১।৩।৩৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—"কবিগণ অকর্তা অর্থাৎ নির্বিকার, অজন অর্থাৎ জন্মাদিরহিত, হৃৎপতি অর্থাৎ অন্তর্যামী ভগবানের বেদগুহ্য অর্থাৎ বেদে রহস্যরূপে সংবৃত জন্মকর্মাদি লীলা এইরূপ অর্থাৎ জীবগণের ন্যায় বর্ণনা করেন।"

টিপ্পনী

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামি।" —অর্থাৎ 'ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নহে, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা চিৎপ্রকৃতি স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ অর্থাৎ অচিৎসম্পর্কশূন্য, উর্জিত অর্থাৎ তেজঃপূর্ণ সত্ত্বমূর্তিসহ স্বেচ্ছায় অবতরণ করি।' এই বিশুদ্ধসত্ত্ব জড়মায়ার অন্তর্গত সত্ত্বগুণ নহে। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামি; আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন…"। 'চিৎ' বা 'সম্বিতে'র অর্থই জ্ঞান। চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"আত্মভূতা যা মায়া তয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া।'

"দেবক্যাম্" ইত্যাদি (১০।৩৮) শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকা, যথা—দেব অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন রূপ যাঁহার, সেই দেবকীতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। 'সর্বগুহাশয়'—'সমস্ত গুহাতে অর্থাৎ গুহার ন্যায় অগম্যস্থানসমূহে, যথা মথুরা-বৈকুণ্ঠাদিতে ও জীবান্তঃকরণমধ্যে সর্বজনের পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে যিনি শয়ন করেন, তিনি।' অন্য বালক যেমন অনিয়ন্ত্রিতরূপে গর্ভ হইতে নির্গত হয়, সেরূপ নহে; এ ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টান্ত যথা ইত্যাদি। অধিকন্তু দৃষ্টান্ত (পূর্বদিকে ইন্দুর উদয়) ও দৃষ্টান্তদ্বারা বোধ্যবস্তু (দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব), এই উভয়ই এককালে হইয়াছিল। ঘোর রাত্রিকালে পূর্বদিকে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর চন্দ্র অপুষ্ট বা অপূর্ণভাবে সাধারণতঃ উদিত হইলেও সে দিন 'আমার প্রভু আমার বংশ অর্থাৎ চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিতেছেন'—এই আনন্দের উদ্রেকে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পুষ্কল বা পূর্ণ হইয়া যেমন উদিত হইয়াছিল, সেইরূপে দেবকীতে ভগবান্‌ও সর্বাংশকলা পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।……"

"অব্যাকৃতবিহারায়" ইতি। অতএব শ্রীশুকাদীনামপি তল্লীলাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃত্তির্যুজ্যতে। অতশ্চ "এবং জন্মানি কর্মাণি হ্যকর্তুরজনস্য চ। বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ॥" (ভাঃ ১।৩।৩৫) ইত্যত্র, জন্মগুহ্যাধ্যায়পদ্যেঽপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্ "যত্রেমে সদসদ্রূপে" (ভাঃ ১।৩।৩৩) ইত্যাদিভ্যামব্যবহিতপদ্যাভ্যাম্, যথা—স্বরূপসম্যগ্জ্ঞানেনৈব কৃত্যস্যাবিদ্যাকৃতাত্মাধ্যাসসদসদ্রূপ-নিষেধস্য হেতোর্ব্রহ্মদর্শনং ভবতি। যথা চ—মায়োপরতাবেব স্বরূপসম্পত্তির্ভবতীত্যুক্তম্। এব-মেব কবয় আত্মারামা হৃৎপতেঃ পরমাত্মনো জন্মানি কর্মাণি চ বর্ণয়ন্তি। তত্তৎপ্রতিষেধে তদুপরতৌ চৈব সত্যাং তজ্জন্মকর্মানুভবসম্পত্তী ভবত ইত্যর্থঃ। সম্পত্তিরত্রসাক্ষাদ্দর্শনম্। তস্মাৎ স্বরূপানন্দাতিশয়িত ভগবদানন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতিভাবঃ। অতএব প্রাকৃত বৈলক্ষণ্যাৎ

অনুবাদ

এই জন্মগুহ্যাধ্যায়-শ্লোকটী (অর্থাৎ যে শ্লোকে ভগবানের জন্মাদি বেদগুহ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে), তাহার অব্যবহিত পূর্ব শ্লোক দুইটীর (ভাঃ ১।৩।৩৩-৩৪) সহিত ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যথা—"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥ যদ্যেষোপ-রতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥" —অর্থাৎ 'যখন অজ্ঞানদ্বারা জীবে কল্পিত 'সদসৎ বা কার্যকারণরূপ স্বরূপের সম্যগ্জ্ঞানপ্রভাবে নিরাকৃত হয়, তখন তাঁহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। যদি জড়মতিরূপই বিশারদ বা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের শক্তি মায়াদেবী নিবৃত্তা হ'ন, তাহা হইলে তখন সম্পন্ন অর্থাৎ চিদ্‌জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া বা উপাধিরহিত হইয়া নিজ মহিমায় অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপে বিরাজ করেন।' (গ্রন্থকারের টীকা, যথা—যেমন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানই অবিদ্যাকৃত আমার অধ্যাস (অর্থাৎ আরোপ বা এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান)-জনিত সৎ-অসৎ-রূপ নিষেধ করা হেতু ব্রহ্মদর্শন হয়; আরও যেমন মায়া উপরত হইলে স্বরূপসম্পত্তি হয় বলা হইয়াছে, এইরূপই কবিগণ অর্থাৎ আত্মারামগণ

টিপ্পনী

"সত্যং বিধাতুম্" ইত্যাদি (ভাঃ ৭।৮।১৮ শ্লোকের 'নিজভৃত্যভাষিতম্'-পদটীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা স্বামিপাদ তাঁহার টীকায় দিয়াছেন, যথা (অনুবাদ)—"ভগবান্ দৃশ্য হইলেন। কেন? নিজভৃত্য প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়া-ছিলেন 'দৃশ্যতে' (৭।৮।১৩ শ্লোকে) 'দেখা যাইতেছে', তাহা সত্য করিবার জন্য, আর অখিল ভূতে যে তিনি নিজে ব্যাপিয়া আছেন, তাহাও সত্য করিবার জন্য স্তম্ভে দেখা দিলেন; তাহাই বা কেন? সেই ভৃত্য প্রহ্লাদ (৭।৬।২০ শ্লোকে দৈত্যবালকগণকে) বলিয়াছিলেন—"ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ। ভগবানাস্তে'—অর্থাৎ 'পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের কার্য জড়ঘটপটাদিতে, আর আকাশাদি পঞ্চমহাভূতেও ভগবান্ আছেন'—ইহাও সত্য করিবার জন্য। আর অত্যদ্ভুত অর্থাৎ দৈত্যঘাতক অতি ঘোর রূপধারণ করিয়া—; তাহাই বা কেন? 'নিজ ভৃত্য সনকাদি চতুঃসন বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়বিজয়কে অভিশাপ দিবার পর অনুতপ্ত হইয়া তিন জন্মে শাপমোচন হইবে, তাঁহাদের এই কথা সত্য করিবার জন্য; আর অত্যদ্ভুত অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে অদৃষ্ট ও অশ্রুত রূপ, যাহা মৃগাকারও নয়, মনুষ্যাকারও নয়, তাহা ধারণপূর্বক সভামধ্যে দেখা দিলেন'; তাহাই বা কিজন্য? 'নিজভৃত্য হিরণ্যকশিপু (জয়) ব্রহ্মাকে যে বলিয়াছিলেন

"অকর্তুরজনস্য" ইত্যুক্তম্। অতএব বেদগুহ্যান্যপি তানীতি। যথা—অক্রূরস্তুতৌ—"ত্বয়োদিতঃ" (ভাঃ ১০।৪৮।২৩) ইত্যাদিদ্বয়টীকায়ামেবোত্থাপিতম্। "ননু তর্হি মমাবতারাস্তচ্চরিতানি চ শুক্তিরজতবদবিদ্যাকল্পিতান্যেব কিম্ ? নহি নহি, ইয়ন্তু তব লীলেত্যাহ দ্বয়েন 'ত্বয়োদিত ইতী'তি।

তথৈব চ ভগবৎস্বরূপসাম্যেনোক্তং বৈষ্ণবে—(বিঃ পুঃ ৫।২।১৯)

"নামকর্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে। যস্যাখিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তবঃ॥" ইতি। রূপকর্মেতি বা পাঠান্তরম্। ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীগীতোপনিষদ্ভিঃ (৪।৯)—

"জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" ইতি।

অনুবাদ

হংপতি বা পরমাত্মার জন্ম ও কর্ম বর্ণনা করেন। ঐ সমস্তের (সদসদ্রূপ) প্রতিষেধ হইলে ও উহার (মায়ার) উপরতি হইলে, তাঁহার জন্ম ও কর্মের অনুভূতিরূপ সম্পত্তি হয়, ইহাই অর্থ। এখানে সম্পত্তি অর্থে সাক্ষাৎ দর্শন। অতএব সেই জন্ম-কর্মসমূহ স্বরূপানন্দকে অতিক্রম করিয়া ভগবদানন্দবিলাসরূপ—ইহাই ভাবার্থ। অতএব তাঁহার জন্ম-কর্ম প্রাকৃত জন্ম-কর্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তাঁহাকে (ভাঃ ১।৩।৩৫ শ্লোকে) 'অকর্তা' ও 'অজন' বলা হইয়াছে। অতএব তাঁহার জন্ম-কর্ম বেদগুহ্য ; যেমন অক্রূরের স্তবে (ভাঃ ১০।৪৮।২৩-২৪) বলা হইয়াছে, যথা—"ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়, যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ। বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি-স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি॥ স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেব-গৃহেঽবতীর্ণঃ, স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ। অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ, রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্॥" অর্থাৎ ('হে ভগবন্ কৃষ্ণ,) আপনি জগতের কল্যাণার্থ যে প্রাচীন বেদমার্গ (ধর্মপথ) প্রকাশ করিয়াছেন, যে যে সময়ে উহা পাষণ্ড-পথানুসরণকারী অসদ্ ব্যক্তিগণ-কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন আপনি সত্ত্বগুণ পোষণপূর্বক আবির্ভূত হ'ন। হে বিভো, আপনি শত অক্ষৌহিণী (বহু সহস্র) অসুররাজগণের বিনাশ করিয়া ভূভার অপনয়নের জন্য স্বাংশ বলদেবসহ বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইয়া এই

টিপ্পনী

(৭।৩।৩৫-৩৬)—'ভূতেভ্যস্তদ্ বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো। নান্তর্বহিঃ···র্ন নরৈ র্ন মৃগৈ'রিতি, অর্থাৎ হে প্রভো আপনাকর্তৃক সৃষ্ট প্রাণিগণ হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, বাহিরেও নয়, ভিতরেও নয়, মনুষ্যগণকর্তৃক নয় বা পশুগণ-কর্তৃকও নয় ; আর নিজভৃত্য ব্রহ্মাও যে 'তথাস্তু' (৭।৪।২) বলিয়াছিলেন,—সেই সমস্ত সত্য করিবার জন্য,···আর হিরণ্য-কশিপু যাহা বলিয়াছিলেন—'নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা···'(৭।৫।৪৭)—অর্থাৎ 'ইহার (প্রহ্লাদের) সহিত বিরোধেই নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে' ;···আর নিজভৃত্য নারদও যাহা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—'অয়ং···মহান্।···প্রাপ্যতে সংস্থাম্' (৭।৭।১০)—অর্থাৎ 'এই মহাপুরুষকে (প্রহ্লাদকে) বধ করিতে পারিবে না'। —ইত্যাদি বাক্য সত্য করিবার জন্য··· দেখা দিলেন···।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

উদ্ধৃত "কার্দমং বীর্যমাপন্নঃ" (ভাঃ ৩।২৪ ৬)—এর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"কার্দম বীর্য অর্থাৎ কর্দম ঋষির ভক্তি প্রভাব আপন্ন অর্থাৎ তদ্দ্বারা বশীকৃত ; কাষ্ঠে যেমন অগ্নি, সেই তাঁহাতে অর্থাৎ দেবহূতি দেবীতে অগ্নর্ধামিরূপে ভগবান্ (কপিলদেবরূপে) প্রকট হইয়াছিলেন।"

তথা নাম্নো বৈলক্ষণ্যবাঙ্মনসোঽগোচরগুণাবলম্বিত্বেন স্বতঃসিদ্ধত্বম্ তদ্ যথা বাসুদেবাধ্যাত্মে—"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামনামাসৌ প্রকীর্তিতঃ।" ইতি।

ব্রাহ্মে—"অনামা সোঽপ্রসিদ্ধ ত্বাদরূপো ভূতবর্জনাৎ।" ইতি।

"ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ ॥

ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্বস্যাধিগমো যতঃ। ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে ॥"

ইত্যেতদ্বৈষ্ণববচনান্তরমপি (বিঃ পুঃ ৫।১৮।৫৩-৫৪) ন বিরুদ্ধম্। তথা হি। অত্র আপাততঃ প্রতীতার্থতায়াং কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ। নামজাত্যাদয়ো ন বিদ্যন্তে ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থসিদ্ধেঃ। স্বয়মেব ব্রহ্মাজাদিশব্দানাং পরমার্থপ্রতিপাদকনামতয়া স্বীকৃতেশ্চ।

অনুবাদ

(যদু) কুলের যশোবিস্তার করিতে আছেন।' —এই দুইটী শ্লোকের টীকার অবতারণিকায় স্বামিপাদ এই প্রকার বিচারই উঠাইয়াছেন, যথা—" 'আচ্ছা, তাহা হইলে কি আমার (ভগবানের) অবতারসমূহ ও তাঁহাদের চরিত (বা ক্রিয়াদি) শুক্তিতে রজত আরোপের ন্যায় অবিদ্যাকল্পিত ?' — এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীঅক্রূর 'ত্বয়োদিত' ইত্যাদি শ্লোক দুইটীতে বলিতেছেন—'না, না, তাহা নয় ; ইহা আপনার লীলা।' " বিষ্ণুপুরাণেও (৫।২।১৯) এই প্রকার সমানভাবেই ভগবৎস্বরূপের কর্মাদির কথা বলিয়াছেন, যথা—"যে বিষ্ণুর নাম (পাঠান্তরে রূপ), কর্ম, স্বরূপ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা পরিচ্ছেদের (ইয়ত্তারূপে অবধারণের) গোচর (বিষয়ীভূত) নহেন, তিনিই আপনার গর্ভস্থ সন্তানরূপে আগত।" শ্রীগীতোপনিষদেও (৪।৯) শ্রীভগবান্ এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—"জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥" —অর্থাৎ 'হে অর্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য বা অপ্রাকৃত,—এইরূপ যিনি তত্ত্ববিচারক্রমে অবগত হ'ন, তিনি দেহত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।'

টিপ্পনী

উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রটীর (২।১।৩৩) অবতারণিকারূপে ইহার পূর্ববর্তী সূত্রটীরও (৩২) আলোচনা করিলে বিষয়বোধ সুগম হইবে বলিয়া তাহাও এখানে উদ্ধৃত ও শ্রীগোবিন্দভাষ্যানুগমনে ব্যাখ্যাত হইতেছে—"ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" —সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, এরূপ সংশয়ের স্থলে পূর্বপক্ষীয় মত স্থাপিত হইতেছে। ব্রহ্মের প্রবৃত্তি হওয়া যুক্ত নহে, যেহেতু পূর্ণবস্তুর পক্ষে উহাতে কি প্রয়োজন ? লোকে স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্তি দেখা যায়। শ্রুতি-অনুসারে ব্রহ্ম পূর্ণকাম, অতএব তাঁহার স্বার্থে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পরার্থেও প্রবৃত্তি নাই। সামর্থ্যবান্ পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'ন। সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্তি ত' জন্ম-মরণাদি বিবিধ যাতনা-প্রদান। ব্রহ্মের ত' নিগ্রহ-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তবে প্রয়োজন বিনা প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মে উন্মত্ততাদি দোষের আপত্তি হয়, তাহাতে সর্বজ্ঞতাবোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ আসিয়া যায়। অতএব ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদিপ্রবৃত্তি অযুক্ত। —এই

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।৫) ইত্যাদিষ্বজায়মানত্বলক্ষণজাতিশ্চ দৃশ্যত এব। তথা নামাদিকল্পনা ন বিদ্যন্তে ইত্যুক্তা স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তির্বিরুদ্ধা স্যাৎ কল্পনয়া বা কথমীড্যতা স্যাৎ কল্পনায়া অনিয়তত্বাচ্চ কথং কৃষ্ণাদিনামনৈয়ত্যমুচ্যেত। তস্মান্নামকর্ম-স্বরূপাণীত্যনুসারাচ্চায়মর্থঃ, যথা—যত্র নামজাত্যাদীনাং নামানি কৃষ্ণাদীনি জাতয়ো দেবত্বমনুষ্যত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদিলীলাঃ তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে। কিন্তু "স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থ" মিত্যুক্তদিশা স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাসরূপাণ্যেব তানীত্যর্থঃ। ততশ্চ যতো যস্মাৎ সর্বস্যাপি দৃষ্টস্য বস্তুনঃ কল্পনাং নামাদিরচনামৃতে অধিগমো ব্যবহারিকবোধো ন ভবতি ততশ্চ ততঃ অস্মাদেব হেতোঃ কল্পনাময়ং নাম তন্নামিনং চার্থং সর্বমবজ্ঞায় নিখিলপ্রমাণপরিচ্ছেদাগোচরত্বেন বেদাত্মতয়া স্বতঃসিদ্ধেঃ

অনুবাদ

আর (প্রাকৃত নাম হইতে) ভগবন্নামের পৃথগ্‌ভূতত্ব অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বাক্য ও মনের অগোচর গুণাবলম্বী বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ। যেরূপ 'বাসুদেবাধ্যাত্ম'-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"তাঁহার (ভগবানের) গুণসমূহ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় তিনি 'অনাম' বলিয়া প্রকীর্তিত।" ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি অনাম ও ভূতবর্জনজন্য অর্থাৎ পঞ্চভূতের অতীত অপ্রাকৃত হওয়ায় অরূপ।"

বিষ্ণুপুরাণের অন্য বচনটীর (৫।১৮।৫৩-৫৪) মর্মও এই কথার বিরুদ্ধ নহে, ঐ প্রকারই, যথা—"হে নাথ, যে স্থলে নাম-জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, সেখানে আপনি নিত্য, অবিকারী পরব্রহ্ম। যেহেতু কল্পনা ব্যতিরেকে সমগ্র অর্থের অধিগম বা জ্ঞান হয় না, সেইহেতু আপনি কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু প্রভৃতি নামযোগে স্তুত হইয়া থাকেন।" এ স্থলে আপাতপ্রতীতি-অর্থে কল্পনাশব্দটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে, যেহেতু 'নামজাতি প্রভৃতি নাই'—এই কথা বলিলেই বলিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ও যেহেতু স্বয়ং ব্রহ্মা অজ প্রভৃতি শব্দ পরমার্থ-প্রতিপাদক নামে স্বীকৃত।

টিপ্পনী

পূর্বপক্ষের উত্তরদানজন্য "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"- এই সূত্রের অবতারণা। লৌকিক প্রাণীর ন্যায় ব্রহ্মের সেই প্রবৃত্তি লীলার জন্যই বলিতে হইবে। পরিপূর্ণ হইলেও ব্রহ্মের বিচিত্র সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কেবল লীলার জন্যই বুঝিতে হইবে। ঐ প্রবৃত্তি কোনও ফলানুসন্ধানপূর্বক নহে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন সুখে উন্মত্ত লোকের সুখোদ্রেক হইলে ফলাপেক্ষা-রহিত হইয়াই সে নৃত্যাদি লীলাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ঠিক ঐ প্রকার পরমেশ্বরও লীলার জন্যই সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হ'ন। অতএব তাঁহার এই লীলা স্বরূপানন্দ-স্বভাবজনিত। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়ম্, আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—অর্থাৎ পরমেশ্বরের এ সমস্ত স্বাভাবিকী লীলা; তিনি আপ্তকাম, অতএব তাঁহার স্পৃহা কোথায়'? স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—"সৃষ্ট্যাদিকং হরেনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।" ইত্যাদি। এই মত্ততাদি দৃষ্টান্ত অনুসারে পরমেশ্বরে অসার্বজ্ঞত্ব (সর্বজ্ঞতার অভাব) আপত্তি হইতে পারে না। ফলানুসন্ধান বিনা কেবল আনন্দের উদ্রেকের জন্য তিনি লীলা করিয়া থাকেন, ইহার স্বীকার সর্বজ্ঞতার অভাব হয় না। কৈবলাদ্বৈতবাদিগণের উচ্ছ্বাস-প্রশ্বাস দৃষ্টান্তে সুষুপ্তি প্রভৃতি অসর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হয়।

কৃষ্ণাদিনামোপলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃসিদ্ধত্ত্বমেবেড্যসে মুনিভির্বেদৈশ্চ শ্লাঘ্যসে। ন তু কল্পনাময়ৈরন্যৈস্ত্বমপি শ্লাঘ্যসে তাদৃশমহিমভিস্তৈরেব তব মহিমা ব্যক্তীভবতীতি। যদ্বা তৈরেবেড্যসে ব্যক্তমাহাত্ম্যঃ ক্রিয়স ইতি। অত্র যৈঃ শাস্ত্রেঽতিপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঝটিতি প্রতীতো ভবতি, যেষাঞ্চ সাঙ্কেত্যাদাবপি তাদৃশঃ প্রভাবঃ শ্রূয়তে, তেষাং স্বতঃসিদ্ধত্বম্; অন্যেষাং কল্পনাময়ত্বং জ্ঞেয়ম্। অথবা হে নাথ! যত্র নামজাত্যাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে, তৎ কেবলবিশেষ্যরূপং পরমং ব্রহ্ম ভবান্। তত্তৎকল্পনায়া অবিষয়ত্বে হেতুঃ। বিশেষেণ করোতি লীলায়ত ইতি বিকারি, তথা ন ভবতীত্যবিকারি ইতি। তদ্রূপেণ ন জায়তে ন প্রকটীভবতীতি—হে অজেতি। ততঃ কিমবলম্ব্য তত্র নামজাত্যাদিকল্পনায়াঃ ক্রিয়ন্তামিতি ভাবঃ। তত্তৎকল্পনাং বিনা চ সর্বস্যাপ্যর্থস্য

অনুবাদ

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৫) "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্...... অজোঽন্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অজায়মানত্বলক্ষণ জাতিও দেখা যায়। সেইরূপ 'নামাদি কল্পনা নাই'—বলাতে কৃষ্ণাদি নামের কল্পনার কথা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, কল্পনাযোগেই বা কিরূপে স্তুতিযোগ্যতা সম্ভব? আরও যেহেতু কল্পনা অনিয়ত বা অস্থায়ী, সেক্ষেত্রে কিরূপে কৃষ্ণ প্রভৃতি নামকে নিয়ত বা নিত্য বলা যাইতে পারে? অতএব (উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৫।২।১৮) "নামকর্মস্বরূপাণি" ইত্যাদির অনুসারেও এই প্রকার অর্থ হইবে, যথা—যেস্থলে নাম, জাতি প্রভৃতির মধ্যে নাম—কৃষ্ণ প্রভৃতি, জাতি—দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতির লীলা,—সে সকলের কল্পনা নাই বটে। কিন্তু (উপরি উদ্ধৃত ভাঃ ১০।৩৭।২২ শ্রীনারদোক্তিতে "স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থম্'—ইত্যাদির দিগ্দর্শনানুসারে সে সমস্ত স্বরূপসিদ্ধ নিত্যশক্তির বিলাসরূপ—ইহাই অর্থ। অতএব (উদ্ধৃত বিঃ পু ৫।১৮।৫৪ শ্লোকের গ্রন্থকারকর্তৃক টীকা, যথা)—যেহেতু সমস্ত দৃষ্টবস্তুর কল্পনা অর্থাৎ নামাদি রচনা ব্যতীত অধিগম অর্থাৎ ব্যবহারিক বোধ হয় না, সেইহেতু কল্পনাময় নাম, তদুদ্দিষ্ট নামী ও অর্থ—এ সমস্তকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিখিল প্রমাণদ্বারা পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তারূপে অবধারণের অতীত ও

টিপ্পনী

নাগপত্নীগণের স্তবে উদ্ধৃত "অব্যাকৃতবিহারায়" (ভাঃ ১০।১৬।৪৭) ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"লীলা পুরুষোত্তম আপনার লীলামাধুর্য্য অত্যধিক। আপনার বিহার অব্যাকৃত অর্থাৎ অনির্বচনীয় বলিয়া ব্যুৎপত্তির অতীত, অর্থাৎ বোধগম্য নহে। আপনি সর্বব্যাকৃতসিদ্ধি—অর্থাৎ সমস্ত ভক্তবিশেষের ব্যাকৃত বা স্ব-স্ব সেবোচিত বিশিষ্ট আকৃতিসমূহের সিদ্ধি আপনা হইতেই হয়। অতএব আপনি হৃষীকেশ অর্থাৎ ভক্তগণের সর্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক। আপনি মুনি অর্থাৎ ভক্তিহীনজনের নিকট আত্মারাম; অতএব আপনি মৌনশালী অর্থাৎ সেই সকল ভক্তিহীন স্ব-স্ব-অভীপ্সিত-প্রার্থিগণের প্রার্থনায় আপনি কিছুই বলেন না, তাহাদিগকে সুখ বা দুঃখমুক্তিও দান করেন না।"

"যত্রেমে সদসদ্রূপে"—ইত্যাদি তিনটী (ভাঃ ১।৩।৩৩-৩৫) শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তিপাদের ব্যাখ্যা (অনুবাদ)—"'এ সমস্ত ত' বস্তুতঃ মায়াদর্শনই, তবে ব্রহ্মদর্শন কিরূপে?' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহার উত্তর বলা হইতেছে। ভগবানে সদসদ্রূপ অর্থাৎ মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ স্ব অর্থাৎ ভগবানের স্বজন ভক্তগণের সংবিৎ অর্থাৎ অনুভবে প্রতিসিদ্ধ

বস্তুমাত্রস্যাধিগমমাত্রং ন ভবেৎ, কিমুত তাদৃশব্রহ্মস্বরূপস্য ভবতঃ। কল্পনাময়নামজাত্যাদয়স্তু ন কস্যাপি স্বরূপধর্মা ভবন্তি ; যত এবং, ততঃ সাঙ্কেত্যাদিনা ভাবিতৈরপি ভবদ্বৎ সর্বপুরুষার্থপ্রদৈস্তত্তদ্বিশেষপ্রতিপাদকৈঃ কৃষ্ণাদিনামভিরেব ত্বমীড্যসে নিত্যসিদ্ধশ্রুতি-পুরাণাদিভিঃ শ্লাঘ্যসে, ন তু নির্বিশেষতাপ্রতিপাদকৈর্নিতরাং কল্পনাময়ৈরিত্যর্থঃ। কিন্তু কৃষ্ণাদীনাং চতুর্ণাং নাম্নাম্ উপলক্ষণত্বমেব জ্ঞেয়ম্। নারায়ণাদিনাম্নামপি সাঙ্কেত্যাদৌ তথা প্রভাবশ্রবণাৎ।

"বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ" ইত্যনেন "তস্য চ নিত্যত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৬) ইত্যনেন চ ন্যায়েন বর্ণতয়ৈব নিত্যত্বমস্য বেদসারবর্ণাত্মকনাম্নঃ সিধ্যতি। তথৈব গোপালতাপনীশ্রুতৌ নামময়াষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যম্—"তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্" ইতি।

অনুবাদ

বেদাত্ম বলিয়া কৃষ্ণাদি নামের উপলক্ষণ প্রসিদ্ধ নামসমূহযোগে স্বতঃসিদ্ধ আপনি মুনি ও বেদসমূহকর্তৃক ঈড্য অর্থাৎ স্তুত বা প্রশংসিত হ'ন ; কল্পনাময় অন্য নামদ্বারা আপনি স্তুত হ'ন না ; সেই প্রকার মহিমাপ্রকাশক নামাদিদ্বারাই আপনার মহিমা স্পষ্টীকৃত হয়। অথবা তদ্দ্বারাই ঈড্য বা ব্যক্তমাহাত্ম্য হ'ন (অর্থাৎ আপনার মহিমা ব্যক্ত হয়)। এ স্থলে শাস্ত্রে অতিপ্রসিদ্ধ যে সকল নামদ্বারা শ্রীভগবান্ শীঘ্রই প্রতীত বা উপলব্ধ, এমন কি যে সকল নামের সাঙ্কেত্যাদিরও সেই রূপ প্রভাবের কথা শ্রবণ করা যায়, তাঁহারাই স্বতঃসিদ্ধ ; অন্য নামসকলকে কল্পনাময় বলিয়া জানিতে হইবে। অথবা (উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৫।১৮।৫৩-৫৪ শ্লোক দুইটী গ্রন্থকারকর্তৃক অন্য অর্থ, যথা) হে নাথ, যেখানে নাম-জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, আপনি সেই কেবল-বিশেষ্যরূপ পরমব্রহ্ম। সেই সমস্ত কল্পনার অবিষয়ীভূতত্বের কারণ এই—বিশেষ বা বিচিত্রভাবে করেন অর্থাৎ লীলা করেন বলিয়া বিকারী, বিকারী নয় বলিয়া অবিকারী —এই অর্থ। সেইরূপে জাত হ'ন না অর্থাৎ প্রকটীভূত হ'ন না বলিয়া হে 'অজ' বলা হইয়াছে। অতএব কি অবলম্বন করিয়া তাঁহাতে নাম-জাতি প্রভৃতির কল্পনা করা যাইবে?—ইহাই ভাবার্থ।

টিপ্পনী

হইয়াছে। তবে অমায়িক বা মায়াতীত রূপ নিষিদ্ধ নহে। 'ঐ দুইটী রূপ ভগবানে নাই বিরূপে?' ইহার উত্তর—এ দুইটী রূপ অবিদ্যাকর্তৃক আত্মা বা জীবে কৃত বা অধ্যাস্ত, ঈশ্বরে নহে। ইহা শাস্ত্রোক্তি, যথা—'দেহাহঙ্কারণাদ্দেহাধ্যাসো জীবেহবিদ্যয়া। ন তথা জগদধ্যাসঃ পরমাত্মনি যুজ্যতে'॥ তাহাতেই ব্রহ্মের দর্শন বা সাক্ষাৎকার। (৩৩) যদি এই মায়াদেবী উপরতা (নিবৃত্তা) হ'ন, আর বিশারদ অর্থাৎ ভক্তগণের হিতসাধনে নিপুণ ভগবানের মতি অর্থাৎ 'এই লোকটী আমাকে দেখুক'—তাঁহার এইরূপ কৃপাযুক্ত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যদি হয়,—আর এইরূপ হইলেই তবে হইবে, তাহা না হইলে হইবে না, যেমন শ্রুতি (মুঃ ৩।২।৩, কঠঃ ১।২।২৩) বলিয়াছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।'—অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা (যাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া) যাঁহাকে বরণ বা অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগৃহীত ভক্তের নিকটই এই পরমাত্মা স্বীয় তনু বিবৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন।'—অথবা যদি পুরুষের বৈশারদী অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়িণী মতি হয়,—তবে সেই সম্পন্ন অর্থাৎ ভগবানে মতিমান্ পুরুষই প্রকৃত সম্পন্ন ; অন্য প্রকার সম্পত্তিবিশিষ্ট লোককে দরিদ্র বলিয়াই জানিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ জানেন। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যে বর্তমান থাকিয়া শ্লাঘনীয়, নচেৎ স্ব-মাহাত্ম্য-

অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বঞ্চ তদ্বৈলক্ষণ্যং নাম্নঃ। তদ্ যথা শ্রুতৌ—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬)

অয়মর্থঃ—হে বিষ্ণো! তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপ, অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্, তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যগুচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্তেঃ স্ফূর্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। তথা চোক্তং ব্রাহ্মে—

অনুবাদ

সেই সমস্তের কল্পনা বিনা সমস্ত অর্থ বস্তুমাত্রেরই অধিগম পর্যন্তও হইতে পারে না, সেই প্রকার ব্রহ্ম-স্বরূপ আপনার অধিগমের কথা দূরে থাকুক্। কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও স্বরূপধর্ম হয় না; যখন এই প্রকার, তখন সাঙ্কেত্যাদিযোগেও চিন্তিত, আপনার ন্যায় সর্বপুরুষার্থপ্রদ সেই সকল বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদক 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামসমূহদ্বারা আপনি ঈড্য অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতিদ্বারা শ্লাঘ্য (অর্থাৎ মহিমার সহিত বর্ণিত) হ'ন, কিন্তু নির্বিশেষতা-প্রতিপাদক অত্যন্ত কল্পনাময় নামসমূহদ্বারা নহে—ইহাই অর্থ। কিন্তু কৃষ্ণাদি চারিটী নাম (শ্লোকোক্ত—কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত ও বিষ্ণু) কেবল উপলক্ষণ (অর্থাৎ সমগ্র নয়) বলিয়া জানিতে হইবে; যেহেতু নারায়ণ প্রভৃতি নামসমূহেরও সাঙ্কেত্যা-দিতে ঐরূপ প্রভাবই শ্রুত হয়।

(বেদান্তিগণের মধ্যে প্রচলিত দুইটী ন্যায়, যথা)—"ভগবান্ উপবর্ষ বলেন বর্ণগুলিই শব্দ" ও (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৬) "সেই অর্থাৎ শব্দ নিত্য"—এই দুইটী ন্যায়ানুসারে বেদের সার স্বরূপ-বর্ণাত্মক যে ভগবন্নাম, তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ রূপই গোপালতাপনী শ্রুতিতে 'নামময় অষ্টাদশাক্ষর' প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য, যথা—"সেই অক্ষরসমূহে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিতে"—ইত্যাদি।

টিপ্পনী

ভ্রষ্ট হইয়া নিন্দার পাত্র হইতে হয়, এই ভাবার্থ। (৩৪) এই প্রকারে অর্থাৎ কথিতলক্ষণ প্রকারে, অর্থাৎ মায়িক শরীরদ্বয়ের প্রতিষেধে অজনের (জন্মহীনের) জন্মসমূহ, 'অজায়মানো বহুধাভিজায়তে'—এই শ্রুতি-অনুসারে, অকর্তার কর্মসমূহ, 'ন যস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে'—এই (শ্বেঃ ৬।৮) শ্রুতি-অনুসারে; এ স্থলে পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা হইতে পারে—'জীবও ত' বস্তুতঃ অজন (গীতা ২।২০ ইত্যাদি) ও অকর্তা (গীতা ৩.২৭), তাহারও জন্মকর্ম দেখা যায়',—তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার জন্মকর্ম মায়া-সম্বন্ধে হয়, পরমাত্মার কিন্তু মায়াপ্রতিষেধদ্বারা, এই প্রভেদ। তাঁহার এগুলি বেদগুহ্য অর্থাৎ বেদসমূহে বা বেদসমূহদ্বারা গুহ্য অর্থাৎ রহস্য বা গোপনীয়-রূপে ও পরম উপাদেয়রূপে সংবৃত বা স্থাপিত, অর্থাৎ তাত্ত্বিক; জীবের পক্ষে উহারা মায়িক বলিয়া হেয় ও অবাস্তব যেমন গীতায় (৪ ৯) ভগবান্ বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্' ইত্যাদি। হৃৎপতি অন্তর্যামী পরমাত্মা, অতএব তাঁহার বিরাট্রূপ এইরূপ দিব্য না হওয়াতে তাহাও অবতার মধ্যে গণনীয় নয়।" শ্লোকগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারপ্রকরণে কথিত। যাঁহারা প্রাকৃত কবি নহেন, কিন্তু ভক্ত আত্মারাম,

"অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদাকীর্তয়েদ্ধরিম্। সোঽপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা॥" ইতি।

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য নাম্নঃ সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসারধ্বংসকো ভবতি। যথা পাদ্মে (উত্তর খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়)—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥" ইতি। শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁ ইত্যেতৎ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার" ইত্যাদি বহুতরম্; ন চাস্যার্থবাদত্বং চিন্ত্যম্। "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" ইতি পদ্মপুরাণানুসারেণাপরাধাপাতাৎ। যস্য তু গৃহীতনাম্নোঽপি পুনঃ সংসারস্তস্য—

অনুবাদ

এখানে পরবর্তিকালে জাত শব্দাদিময় জগতের কারণরূপে তাহা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া নাম স্বতঃসিদ্ধ ও ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন—শ্রীনামের উহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রুতিতেও উহা উক্ত, যথা (ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩): "হে বিষ্ণো, আপনার নাম চিন্ময় ও দীপ্তিমৎ; উহার সম্বন্ধে ঈষৎ জ্ঞান লাভ করিয়াও উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা সুমতি লাভ করিব। ওঁ তৎ সৎ।" ইহার এই অর্থ (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা)—'হে বিষ্ণো, আপনার নাম চিৎ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ, অতএব মহঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপ; সুতরাং এই নামের আ অর্থাৎ ঈষন্মাত্র জানিলে, কিন্তু অগ্রে উচ্চারণমাহাত্ম্যাদি সম্যক্ না জানিলেও, তথাপি বিশেষ করিয়া বলিতে বলিতে অর্থাৎ কেবল সেই নামাক্ষরগুলি অভ্যাসমাত্র করিতে করিতে সুমতি অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান ভজন করিব অর্থাৎ প্রাপ্ত হইব। যেহেতু ('তৎ') উহাই (ওঁ) প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু ('সৎ') স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভয়-দ্বেষাদিস্থলে যেমন শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি হয়, সেইরূপ সাঙ্কেত্যাদি ক্ষেত্রেও এই নাম যে মুক্তিপ্রদ, তাহা শ্রবণ করা যায়। ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা—"এমন কি অন্যমনস্ক অথবা ক্রুদ্ধ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বদা 'হরি' এই নাম কীর্তন করেন, তাঁহার মায়াবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি চেদি-

টিপ্পনী

তাঁহারা ভগবানের জন্মকর্ম অপ্রাকৃতভাবে বর্ণন করেন। শ্রীজীবপাদ তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার এই শ্লোকটীর তাৎপর্যে ভগবানের কর্তৃত্বসম্বন্ধে ও অকর্তৃত্বসম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্ ও অতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচার দেখাইতে পদ্মপুরাণের শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"অপ্রিয়ত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ ফলানাঞ্চ বিবর্জনাৎ। ক্রিয়ায়াশ্চ স্বরূপত্বাদকর্তেতি চ তং বিদুঃ॥ কর্তৃত্বং ভ্রান্তিজং বিদুরতত্ত্ববিদো হি জনাঃ। ঐশ্বর্যজং তু কর্তৃত্বং সম্যক্ তত্তত্ত্ববেদিনঃ॥" গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই সকল টীকা ব্যাখ্যাদির সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক শ্লোকটীর নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, যথা—"বাহ্যজগতে দৃশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্যামীর কোন কর্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণই ভগবানে নৈষ্কর্ম্য ও জড়ভোক্তৃত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলারই কীর্তন করিয়া থাকেন। জীব অক্ষজজ্ঞানের আবির্ভাব ও উরুক্রমের কীর্তিসমূহকে জড়ান্তর্গত নশ্বরব্যাপার মনে করিয়া বিবর্তাশ্রয় করেন। তাদৃশ অক্ষজজ্ঞান অধোক্ষজবস্তুর অনুশীলন নহে। ভক্ত কবিগণেরই ইহা বর্ণনা করিবার অধিকার। অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব আত্মবিৎ কবিগণের বর্ণিত ভগবদাবির্ভাব ও লীলাদির কথা বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহার জড়াকারশূন্য,

অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বঞ্চ তদ্বৈলক্ষণ্যং নাম্নঃ। তদ্ যথা শ্রুতৌ—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬)

অয়মর্থঃ—হে বিষ্ণো! তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপ, অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্, তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যগুচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্তেঃ স্ফূর্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। তথা চোক্তং ব্রাহ্মে—

অনুবাদ

সেই সমস্তের কল্পনা বিনা সমস্ত অর্থ বস্তুমাত্রেরই অধিগম পর্যন্তও হইতে পারে না, সেই প্রকার ব্রহ্ম-স্বরূপ আপনার অধিগমের কথা দূরে থাকুক্। কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও স্বরূপধর্ম হয় না; যখন এই প্রকার, তখন সাঙ্কেত্যাদিযোগেও চিন্তিত, আপনার ন্যায় সর্বপুরুষার্থপ্রদ সেই সকল বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদক 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামসমূহদ্বারা আপনি ঈড্য অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতিদ্বারা শ্লাঘ্য (অর্থাৎ মহিমার সহিত বর্ণিত) হ'ন, কিন্তু নির্বিশেষতা-প্রতিপাদক অত্যন্ত কল্পনাময় নামসমূহদ্বারা নহে—ইহাই অর্থ। কিন্তু কৃষ্ণাদি চারিটী নাম (শ্লোকোক্ত—কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত ও বিষ্ণু) কেবল উপলক্ষণ (অর্থাৎ সমগ্র নয়) বলিয়া জানিতে হইবে; যেহেতু নারায়ণ প্রভৃতি নামসমূহেরও সাঙ্কেত্যা-দিতে ঐরূপ প্রভাবই শ্রুত হয়।

(বেদান্তিগণের মধ্যে প্রচলিত দুইটী ন্যায়, যথা)—"ভগবান্ উপবর্ষ বলেন বর্ণগুলিই শব্দ" ও (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৬) "সেই অর্থাৎ শব্দ নিত্য"—এই দুইটী ন্যায়ানুসারে বেদের সার স্বরূপ-বর্ণাত্মক যে ভগবন্নাম, তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ রূপই গোপালতাপনী শ্রুতিতে 'নামময় অষ্টাদশাক্ষর' প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য, যথা—"সেই অক্ষরসমূহে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিতে"—ইত্যাদি।

টিপ্পনী

ভ্রষ্ট হইয়া নিন্দার পাত্র হইতে হয়, এই ভাবার্থ। (৩৪) এই প্রকারে অর্থাৎ কথিতলক্ষণ প্রকারে, অর্থাৎ মায়িক শরীরদ্বয়ের প্রতিষেধে অজনের (জন্মহীনের) জন্মসমূহ, 'অজায়মানো বহুধাভিজায়তে'—এই শ্রুতি-অনুসারে, অকর্তার কর্মসমূহ, 'ন যস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে'—এই (শ্বেঃ ৬।৮) শ্রুতি-অনুসারে; এ স্থলে পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা হইতে পারে—'জীবও ত' বস্তুতঃ অজন (গীতা ২।২০ ইত্যাদি) ও অকর্তা (গীতা ৩.২৭), তাহারও জন্মকর্ম দেখা যায়',—তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার জন্মকর্ম মায়া-সম্বন্ধে হয়, পরমাত্মার কিন্তু মায়াপ্রতিষেধদ্বারা, এই প্রভেদ। তাঁহার এগুলি বেদগুহ্য অর্থাৎ বেদসমূহে বা বেদসমূহদ্বারা গুহ্য অর্থাৎ রহস্য বা গোপনীয়-রূপে ও পরম উপাদেয়রূপে সংবৃত বা স্থাপিত, অর্থাৎ তাত্ত্বিক; জীবের পক্ষে উহারা মায়িক বলিয়া হেয় ও অবাস্তব যেমন গীতায় (৪।৯) ভগবান্ বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্' ইত্যাদি। হৃৎপতি অন্তর্যামী পরমাত্মা, অতএব তাঁহার বিরাট্ রূপ এইরূপ দিব্য না হওয়াতে তাহাও অবতার মধ্যে গণনীয় নয়।" শ্লোকগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারপ্রকরণে কথিত। যাঁহারা প্রাকৃত কবি নহেন, কিন্তু ভক্ত আত্মারাম,

"অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদাকীর্তয়েদ্ধরিম্। সোঽপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥" ইতি।

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য নাম্নঃ সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসারধ্বংসকো ভবতি। যথা পাদ্মে (উত্তর খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়)—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥" ইতি। শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁ ইত্যেতৎ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার" ইত্যাদি বহুতরম্; ন চাস্যার্থবাদত্বং চিন্ত্যম্! "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" ইতি পদ্মপুরাণানুসারেণাপরাধাপাতাৎ। যস্য তু গৃহীতনাম্নোঽপি পুনঃ সংসারস্তস্য—

অনুবাদ

এখানে পরবর্তিকালে জাত শব্দাদিময় জগতের কারণরূপে তাহা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া নাম স্বতঃসিদ্ধ ও ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন—শ্রীনামের উহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রুতিতেও উহা উক্ত, যথা (ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩): "হে বিষ্ণো, আপনার নাম চিন্ময় ও দীপ্তিমৎ; উহার সম্বন্ধে ঈষৎ জ্ঞান লাভ করিয়াও উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা সুমতি লাভ করিব। ওঁ তৎ সৎ।" ইহার এই অর্থ (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা)—'হে বিষ্ণো, আপনার নাম চিৎ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ, অতএব মহঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপ; সুতরাং এই নামের আ অর্থাৎ ঈষন্মাত্র জানিলে, কিন্তু অগ্রে উচ্চারণমাহাত্ম্যাদি সম্যক্ না জানিলেও, তথাপি বিশেষ করিয়া বলিতে বলিতে অর্থাৎ কেবল সেই নামাক্ষরগুলি অভ্যাসমাত্র করিতে করিতে সুমতি অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান ভজন করিব অর্থাৎ প্রাপ্ত হইব। যেহেতু ('তৎ') উহাই (ওঁ) প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু ('সৎ') স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভয়-দ্বেষাদিস্থলে যেমন শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি হয়, সেইরূপ সাঙ্কেত্যাদি ক্ষেত্রেও এই নাম যে মুক্তিপ্রদ, তাহা শ্রবণ করা যায়। ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা—"এমন কি অন্যমনস্ক অথবা ক্রুদ্ধ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বদা 'হরি' এই নাম কীর্তন করেন, তাঁহার মায়াবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি চেদি-

টিপ্পনী

তাঁহারা ভগবানের জন্মকর্ম অপ্রাকৃতভাবে বর্ণন করেন। শ্রীজীবপাদ তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার এই শ্লোকটীর তাৎপর্যে ভগবানের কর্তৃত্বসম্বন্ধে ও অকর্তৃত্বসম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্ ও অতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচার দেখাইতে পদ্মপুরাণের শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"অপ্রিয়ত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ ফলানাঞ্চ বিবর্জনাৎ। ক্রিয়ায়াশ্চ স্বরূপত্বাদকর্তেতি চ তং বিদুঃ ॥ কর্তৃত্বং ভ্রান্তিজং বিদুরতত্ত্ববিদো হি জনাঃ। ঐশ্বর্যজং তু কর্তৃত্বং সম্যক্ তত্তত্ত্ববেদিনঃ ॥" গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই সকল টীকা ব্যাখ্যাদির সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক শ্লোকটীর নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, যথা—"বাহ্যজগতে দৃশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্যামীর কোন কর্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণই ভগবানে নৈষ্কর্ম্য ও জড়ভোক্তৃত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলারই কীর্তন করিয়া থাকেন। জীব অক্ষজজ্ঞানের আবির্ভাব ও উরুক্রমের কীর্তিসমূহকে জড়ান্তর্গত নশ্বরব্যাপার মনে করিয়া বিবর্তাশ্রয় করেন। তাদৃশ অক্ষজজ্ঞান অধোক্ষজবস্তুর অনুশীলন নহে। ভক্ত কবিগণেরই ইহা বর্ণনা করিবার অধিকার। অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব আত্মবিৎ কবিগণের বর্ণিত ভগবদাবির্ভাব ও লীলাদির কথা বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহার জড়াকারশূন্য,

"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥" ইতি শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি-প্রমাণিতপুরাণবচনবন্মহদপরাধতদর্থবাদকল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ম্।

অতএবানন্দরূপত্বমস্য মহদ্ধৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য। তদুক্তং শ্রীশৌনকেন—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" (ভাঃ ২।৩।২৪)

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈর্হেতুভিঃ সকলবেদফলত্বেন চ ভগবৎ-স্বরূপত্বমেব প্রতিপাদিতম্—

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং, সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" ইতি।

অনুবাদ

চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় মুক্ত হইয়া যান।" এইরূপ যেমন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে সংসার ধ্বংস হয়, একবারমাত্র নামগ্রহণ করিলেই তদ্রূপ হয়, যেরূপ পদ্মপুরাণে (উঃ খঃ ৪৬) বলিয়াছেন—"যিনি 'হরি'—এই অক্ষর দুইটী একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষলাভের পথে গমনজন্য বদ্ধ-পরিকর হ'ন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—" 'ওঁ'—ইহা ব্রহ্মের অতি সন্নিকটস্থ নাম, যেহেতু ইহা উচ্চারিত হইলেই সংসারভয় হইতে ত্রাণ করেন, সেইজন্য ইঁহাকে 'তার' বলা হয়।" এই রূপ বহুতর বচন আছে। কিন্তু নামের অর্থবাদ চিন্তা (অর্থাৎ শাস্ত্রে হরিনাম-মাহাত্ম্যের অযথা অতি স্তুতি করা হইয়াছে, এইরূপ বিচার) করণীয় নয়, যেহেতু পদ্মপুরাণে (স্বর্গখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়ে) "হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা"—অনুসারে ইহাতে অপরাধ আসিয়া যায়, যে অপরাধের ফলে নামগ্রহণ-কারীরও পুনঃ সংসার হয়। 'শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণিত পুরাণবচন, যথা—"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রথযাত্রাদিতে গমনশীল পরমেশ্বরের অনুব্রজ্যা বা পশ্চাদ্ধাবন না করে, সে (সেবাপরাধজন্য,

টিপ্পনী

জড়ক্রিয়ারহিত প্রভৃতি দৃশ্যধর্ম আরোপ করিয়া সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতার নিত্যবিলাসবৈচিত্র্যদর্শনে অধিকার পায় না। ভগবানের মায়াসম্বন্ধ না থাকায় জীবের ন্যায় মায়িক হেয়ত্ব ও অবাস্তবত্ব ভগবত্তাকে স্পর্শ করে না। বিরাট্‌রূপের জন্মকর্ম অপ্রাকৃত না হওয়ায় উহা নিত্য রূপের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"

উদ্ধৃত "জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্"—ইত্যাদি (গীতা ৪।৯) শ্লোকে একাধিক আচার্যের অভিমতের সহিত শ্রীচক্রবর্তি-পাদ টীকায় বলিয়াছেন (অনুবাদ)—"গীতার অবতার প্রকরণের ৪।৬।৮ শ্লোকোক্ত-লক্ষণ আমার জন্ম ও পর-আমার কর্মের তত্ত্বজ্ঞানমাত্রেই জীব কৃতার্থ হইয়া যায়—ইহাই বলিতেছেন। দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত (শ্রীপাদরামানুজা-চার্য ও শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর মতে), অলৌকিক (স্বামিপাদের মতে)। লোকসমূহ প্রকৃতি-সৃষ্ট, অতএব অলৌকিক বলিলে অপ্রাকৃত, আর অপ্রাকৃত হইলেই গুণাতীত এবং নিত্য। অতএব ভগবজ্জন্মকর্ম নিত্য। ভগবৎসন্দর্ভে "ন বিদ্যতে" শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও এই অর্থই উপাদান করিয়াছেন। অথবা যুক্তিবলে অনুপপন্ন হইলেও শ্রুতি-

তস্মাদ্ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টঞ্চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য—

"ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে॥" ইতি।

উপনিষৎসু চ প্রণবমুদ্দিশ্য—

"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্ ওঁ ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ। সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ॥
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্। প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্॥
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ॥
ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥" ইতি।

ন তু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্যোগ্যতাসম্ভবাদ্বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব। তদুক্তম্ পাদ্মে—

অনুবাদ

গীতা ৪।১৯ কথিত) 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা' হইলেও (অর্থাৎ তাহার কর্মজনিত সমস্তপাপ নষ্ট হইলেও) ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব (ভূতযোনিবিশেষ) প্রাপ্ত হয়।" —এই প্রকার নামে অর্থবাদ-কল্পনারূপ অপরাধ (নাম-গ্রহণকারী সংসারমুক্তির পথে) মহৎ প্রতিবন্ধক হয়, ইহা জানা উচিত।

অতএব শ্রীবিগ্রহের ন্যায় নামেরও আনন্দরূপত্ব মহৎ হৃদয়ের সাক্ষী; এই কথা মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ২।৩।২৪): "প্রচুর হরিনামগ্রহণ করা সত্ত্বেও যে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া বিকারযুক্ত না হয়, তাহা পাষাণসদৃশ কঠিন; বিকার হইলে নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে রোমসমূহ উদ্গত হয়।" অতএব উচ্চকণ্ঠে হেতুপ্রদর্শনে হরিনাম সমস্ত বেদের ফলস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ বলিয়া প্রভাসখণ্ডে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, যথা—"হে ভৃগুবংশ্য-শ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি, এই কৃষ্ণনাম অতি মধুর, সকল প্রকার মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, সকল বেদ-লতিকার সৎফল ও চিন্ময় (জড়লেশশূন্য); শ্রদ্ধাতেই হউক বা হেলার সহিতই হউক,এই নাম একবারমাত্র পরিগীত হইলে কীর্তনকারী যে কোনও মনুষ্য হউন না কেন, তাঁহাকে সংসার-

টিপ্পনী

স্মৃতির বাক্যবলে অতর্ক্য। পিপ্পলাদশাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতি বলিয়াছেন—'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো, ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।" তদ্ব্যতীত ভগবানের জন্মকর্মের নিত্যত্ব শ্রীভাগবতামৃতে বহুস্থলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রকার যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, 'অজোঽপি সন্' (৪।৬), 'জন্মকর্ম চ' (৪।৯)—এই সব আমার বাক্য হইতে আস্তিকতার সহিত জন্ম-কর্ম নিত্য বলিয়া জানেন ও এই জ্ঞানজন্য কোনও যুক্তির অপেক্ষা রাখেন না। অথবা (গীতা ১৭।২৩) "ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"—এই ভগবদুক্তি অনুসারে 'তৎ'-শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম', তাঁহার ভাব 'তত্ত্ব' বলিতে ব্রহ্মস্বরূপ; যিনি আমার জন্ম কর্ম ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন—তিনি বর্তমান দেহ পরিত্যাগপূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হ'ন। 'দেহত্যাগ করিয়া'—ইহার আধিক্য অবলম্বনে এই প্রকার ব্যাখ্যা করাও সমীচীন, যথা—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" ইতি।

অস্যার্থঃ—নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব, অপি তু চৈতন্যাদি-লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতি। ননু তথাবিধং নামাদিকং কথং পুরুষেন্দ্রিয়জন্যং ভবতি? ন, বেদমাত্রস্য ভগবতৈব পুরুষেন্দ্রিয়াদিষ্বাবির্ভাবনাৎ। যথোক্তমেকাদশে স্বয়ং শ্রীভগবতা—

"শব্দব্রহ্মসুদুর্বোধম্" (ভাঃ ১১।২১।৩৬) ইত্যারভ্য (ভাঃ ১১।২১।৩৭)—

"ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা। ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে॥" ইতি। দ্বাদশস্য ষষ্ঠে বেদব্যসনপ্রসঙ্গে "ক্ষীণায়ুষ" ইত্যাদৌ (ভাঃ ১২।৬।৪৭)। টীকা চ—"তর্হি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বাদনাদরণীয়ত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতা" ইতি।

"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়ম্ (ভাঃ ১২।১৩।১৯) ইত্যাদি তদ্রূপেণেত্যাদিবৎ।

অনুবাদ

মুক্ত করেন।" সুতরাং নামই ভগবৎস্বরূপ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ইহা স্পষ্টাক্ষরে অষ্টাক্ষরমন্ত্রকে (প্রণত ও নমঃ—সহিত চতুর্থ্যন্ত বাসুদেব) উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—"সাক্ষাদ্ ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণই অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-রূপে উচ্চারিত হইয়া লোকের মুখে মুখে বর্তমান থাকেন।"

প্রণবকে (ওঁকারকে) উদ্দেশ করিয়া উপনিষৎসমূহও বলিয়াছেন—"ওঁকারই এই সমস্ত। এই সমস্তই—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্তই, আর যাহা ত্রিকালের অতীত, তাহাও 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক' (মাণ্ডুক্য, ১)। যাহা হইতে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, প্রণব সেই 'অপর' ব্রহ্ম; আর প্রণব সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্মৃত বা স্বীকৃত। প্রণবের পূর্ব (অগ্রে কিছু) নাই, মধ্য নাই, বাহ্য নাই, অপর নাই। উহা অব্যয় (অন্ত নাই)। কিন্তু প্রণব সকলের আদি, মধ্য, অন্ত ও ঐরূপ। প্রণবকে এইরূপ জানিলে তাহার পর জীবের বিশেষ প্রাপ্তি হয় (পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়)। প্রণবকে সকলের হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বর বলিয়া জানা উচিত। ধীর ব্যক্তি (যিনি সুমেধা অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃত সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে) ওঁকারকে সর্বব্যাপী জানিয়া শোকাদিদ্বারা অভিভূত হ'ন না। যিনি ওঁকারকে অপরিমেয়, অনন্তপরিমাণ, দ্বৈতবুদ্ধির (ভগবৎপ্রতীতিব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতীতির) উপশম বা নাশক, মঙ্গলপ্রদ বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত মুনিপদবাচ্য, অন্যে নহে।"

টিপ্পনী

দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম পাইবার পূর্বেই অর্থাৎ দেহত্যাগ না করিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হ'ন; আমার দিব্য জন্মকর্মের যাথার্থ্যজ্ঞান হইলে আমার আশ্রয়গ্রহণের বিরোধী সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হয়, তখন এই জন্মেই আমার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক একমাত্র আমাকেই প্রিয়জ্ঞানে আমাকেই প্রাপ্ত হন। —শ্রীরামানুজাচার্যপাদের এই ব্যাখ্যা।"

বর্ণ-বিচারে যে ন্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবান্ উপবর্ষ"—ইহাতে উল্লিখিত ভগবান্ উপবর্ষ প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনির গুরু; ইনি স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে বর্ণসমূহেরই নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভাঃ

এতৎ সর্বমভিপ্রেত্য গর্ভস্তুতাবুক্তম্ (ভাঃ ১০।২।৩৬)—

"ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি-, র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো, দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি।" ইতি।

তথারূপস্যাপি বৈলক্ষণ্যং স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপ-শক্ত্যেবাবির্ভাবিত্বম্। তচ্চ পূর্বং দর্শিতম্। অতএব দ্বিতীয়ে (ভাঃ ২।৯।৪)—

"আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্। ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ॥"

ইত্যত্র টীকা চ—"যচ্চোক্তমষ্টমাধ্যায়ে পরমেশ্বরস্যাপি দেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ কথং তদুক্ত্যা মোক্ষঃ স্যাদিতি "আসীদ্যদুদরাৎ পদ্মম্" (ভাঃ ২।৮।৮) ইত্যাদিনা, তত্রাহ আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থমিতি আত্মনো জীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থং তদুবেদেব। কিং তৎ যত্তপ আদিনা স্বভজনং

অনুবাদ

এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, পরমেশ্বরের ঐ সমস্ত যোগ্যতা সম্ভব বলিয়া বর্ণমাত্রসম্বন্ধে ঐ প্রকার উক্তিকে স্তুতিই বলিতে হইবে। যেহেতু পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় ইহা (নাম-প্রণবাদি) তাঁহার বর্ণরূপে অবতার—এই অর্থ সেই শ্রুতিবলেই অঙ্গীকৃত হওয়ায় তাঁহার সহিত অভেদরূপে উহা সম্ভব হইয়াছে। অতএব নাম ও নামী অভিন্নই। পদ্মপুরাণেও উহা বলা হইয়াছে, যথা—"'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত স্বয়ং কৃষ্ণই ; যেহেতু নাম-নামীতে ভেদ নাই।" (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা)—নামই চিন্তামণি, যেহেতু উনি সর্ব অর্থ দান করেন। কেবল তাহাই নহে, অধিকন্তু যিনি চৈতন্যাদিলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ, (নাম) সাক্ষাৎ তিনিই। তাহার কারণ এই যে, নাম-নামী অভিন্ন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নামাদি যদি ঐ প্রকার, তাহা হইলে উঁহারা পুরুষের (মনুষ্যের) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিরূপে হইলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, ভগবান্ই বেদমাত্রকেই পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূত করাইয়াছেন, যথা ভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।২১।৩৬-৩৭):—"শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥" (পরবর্তী শ্লোকটী মূলে প্রদত্ত

টিপ্পনী

১০।৮৫।৯ শ্লোকে ব্যবহৃত 'স্ফোট'-শব্দের অর্থ 'শব্দ-তন্মাত্র, পরাবস্থা বাক্' (স্বামিপাদ)। জগদুৎপত্তির কারণ বৈদিক শব্দ বর্ণবাদীর মতে বর্ণরূপ, আর স্ফোটবাদীর মতে স্ফোটরূপ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮এর ভাষ্যে স্ফোটবাদ বর্ণনপূর্বক তাহার খণ্ডনজন্য বহু বিচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণও এই স্ফোটবাদের বিরোধী। তাই শ্রীজীব-পাদ এইস্থলে স্ফোটবাদবিরোধী উপবর্ষের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সর্বসংবাদিনীতে তত্ত্বসন্দর্ভের ৯ম অনুচ্ছেদের অনুব্যাখ্যানে স্ফোটবাদ বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষ জিজ্ঞাসু, তাঁহাদিগকে উহা আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—স্ফোটবাদ বর্ণ পরিহার করিয়া দৃষ্টহানি ও অদৃষ্ট-কল্পনা-দোষে দুষ্ট। ঐ মতে বর্ণসমূহ ক্রমানুসারে গৃহীত হইয়া স্ফোট অভিব্যক্ত করে, আবার সেই স্ফোট হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে কল্পনা-গৌরব স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য বর্ণরূপ বেদসমূহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ-প্রত্যায়কত্ব স্বীকৃত প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র (২।৪।১৬) "তস্য চ নিত্যত্বাৎ" বলিয়া শব্দ বা বেদের নিত্যত্ব উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান্ ব্রহ্মাণং আহ। কিং কুর্বন্ ঋতং সত্যং চিদ্‌ঘনং রূপং দর্শয়ন্। দর্শনে হেতুরব্যলীকেন তপসাদৃতঃ সেবিতঃ সন্। অয়ং ভাবঃ—জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যাভূতদেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্‌ঘনবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ। অতস্তদ্ভজনে মোক্ষোপপত্তিরিতি” ইত্যেষা।

অতএব “স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে” (ভাঃ ১০।৩।২০) ইত্যাদিদ্বয়ে শ্রীমদানকদুন্দুভিনাপি সমাহিতম্। অত্র হ্যয়মর্থঃ—“সপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে যদা তস্য স্থিতিমিচ্ছসি, তদা স্বমায়য়া স্বাশ্রিতয়া মায়াশক্ত্যা কৃত্বা আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং স্বেন স্রষ্টাং ধর্মপরাং বিপ্রাদিজাতিং বিভর্ষি পালয়সি। অত্র সত্ত্বময্যেব স্বমায়া জ্ঞেয়া নিষ্কৃষ্টত্বাদুপযুক্তত্বাচ্চ। অথ

অনুবাদ

হইয়াছে)—অর্থাৎ ‘শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবচন দুর্জ্ঞেয়, প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়, সমুদ্রের ন্যায় অনন্তপার, গম্ভীর ও দুর্বিগাহ্য। ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন), ব্রহ্ম (নির্বিকার) অনন্তশক্তিময় আমাকর্তৃক অধিষ্ঠিত সেই শব্দব্রহ্ম বিস অর্থাৎ মৃণালমধ্যে ঊর্ণা অর্থাৎ তন্তুর ন্যায় ঘোষ বা নাদরূপে প্রাণিগণের মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকেন।”

ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪৭ শ্লোকে) বেদবিভাগপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—“ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্মেধান বীক্ষ্য কালতঃ। বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ॥”—অর্থাৎ কালপ্রভাবে মানবগণকে অল্পায়ু, অল্পবল ও অল্পবুদ্ধি দেখিয়া অন্তর্যামী শ্রীহরিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ বেদবিভাগ করিয়াছিলেন।’ ইহার টীকাতে শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—‘যদি আশঙ্কা হয়, যখন এই বেদব্যসন বা বিভাগ-কার্যটী মানববুদ্ধিজাত, তখন ইহা আদরণীয় নয়, এই আশঙ্কা নিরসনজন্য বলিয়াছেন—‘অন্তর্যামী ভগবান্ হরিদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া তাঁহারা বিভাগ করিয়াছিলেন, (সুতরাং কার্যটী দোষশূন্য)’।

টিপ্পনী

‘সাঙ্কেত্যাদিরূপেও নাম মুক্তিদ’—এই কথার অর্থ বোধসাপেক্ষ। ‘সাঙ্কেত্য’—চারিপ্রকার নামাভাসের মধ্যে একটী। শুদ্ধনামোদয়ে ভগবৎপ্রেমলাভ, তদাভাসে মুক্তি; কিন্তু নামাপরাধে সংসার। শ্রীনামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নামাভাস এইরূপ বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ অ ৩।১৮২-৫)—“হরিদাস কহেন,—‘যৈছে সূর্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥ চোর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ। উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাশ॥ ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়। উদয় কৈলে হয় কৃষ্ণপদে প্রেমোদয়॥ মুক্তি—তুচ্ছফল, হয় নামাভাস হৈতে।” ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দঃ ১।১০৩ ধৃত পদ্মপুরাণবচন) নামাভাসফল বলিয়াছেন—“প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-, রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্।” —অর্থাৎ “যাঁহার নামরূপ-সূর্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করে।’ শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রে (৩) শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—“যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো···ভগবন্নামতরণে··· ॥” —অর্থাৎ ‘হে ভগবন্নামসূর্য! আপনার আভাসেও সংসারান্ধকার বিনষ্ট হয়।’ এই নামাভাস চারিপ্রকার, যথা (ভাঃ ৬।২।১৪):—“সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥” —অর্থাৎ ‘সাঙ্কেত্য (অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে নামোচ্চারণ), পরিহাস (উপহাসচ্ছলে

যদা সর্গমিচ্ছসি তদা রজসা রজোময্যা স্বমায়য়া কৃত্বা উপবৃংহিতং রক্তং কামিনং বিপ্রাদির্বর্ণং বিভর্ষি। যদা চ জনাত্যয়মিচ্ছসি তদা তমোময্যা কৃত্বা কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং বিভর্ষি। অথবা—যদা স্থিতিমিচ্ছসি তদাত্মনঃ শ্রীবিষ্ণুরূপস্য শুক্লং শুদ্ধং গুণসঙ্গরহিতমিত্যর্থঃ। শিবব্রহ্মবত্তস্য তৎসঙ্গাভাবাৎ। তথৈব সিদ্ধান্তিতং শ্রীশুকদেবেন—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।" (ভাঃ ১০।৮৮।৩) ইত্যাদৌ। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।" (ভাঃ ১০।৮৮।৫) ইত্যাদি। অতএব (ভাঃ ১০।১৩।৫০)—

"চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ, সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ। স্বকার্থানামিব রজঃ-সত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকৌ।"

অনুবাদ

আর (ভাঃ ১২।১৩।১৯ শ্লোকে)—"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা, তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা। যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতস্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥"—অর্থাৎ 'যিনি পুরা বা কল্পারম্ভে ক অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট, ক্রমে তদ্রূপে বা বিরিঞ্চিরূপে মহর্ষি নারদের নিকট, অথ অর্থাৎ তৎপরে শুকদেবরূপে করুণাবশতঃ বিষ্ণুরাত (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রক্ষিত) পরীক্ষিতের নিকট এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত বিভাসিত বা প্রকাশিত করিয়াছিলেন—সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত পরমসত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণতত্ত্বের ধ্যান করিতেছি।' —এই শ্লোকোক্ত 'তদ্রূপে' (অর্থাৎ ব্রহ্মার রূপে, নারদের রূপে ইত্যাদি আম্নায়-পারম্পর্যক্রমে) যেমন বলিয়াছেন, সেই প্রকার (ভগবান্ তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করায় তাঁহারই কৃপাতে শ্রীনামাদি পুরুবেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে)।

এই সমস্ত অভিপ্রায়েই শ্রীব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ, দেবর্ষিগণ কংসগারাগারে শ্রীদেবকীর গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।২।৩৬),—"হে দেব, যিনি অনুমান-পথাবলম্বী হইয়া আপনার সাক্ষাৎ-দর্শনজন্য (হৃদয়ে আপনার অনুভূতিলাভের জন্য) যত্নপর, তাঁহার মন ও বাক্য আপনার গুণ, জন্ম ও কর্মদ্বারা আপনার নাম ও রূপ নির্ধারণ করিতে পারে না ; কিন্তু আপনার ভক্তগণ উপাসনাত্মিকা ক্রিয়া বা সেবাপথে আপনাকে পাইয়া থাকেন।"

টিপ্পনী

নামোচ্চারণ), স্তোভ (অগৌরবের সহিত নামোচ্চারণ) ও হেলা (অনাদরপূর্বক নামগ্রহণ)—এই চারি প্রকারে ছায়া-নামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।' নামাপরাধ থাকিলে নামাভাস হয় না। নামাপরাধশূন্য মহাপাপী অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রের 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে ডাকিলে অজামিলের সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণের ফলে মুক্তি হইয়াছিল। পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষু, অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছ, বা পরমার্থবিরোধী অসুরগণ নামাপরাধী না হইলে পরিহাসপূর্বক কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। স্তোভ বা অসম্মানপূর্বক অন্যকে হরিনাম করিতে বাধা দিবার সময় যদি নামগ্রহণ হয়, অপরাধ না থাকিলে, তাহাতে পাষণ্ডের মুক্তি হইতে পারে, নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল। হেলন বা অনাদরপূর্বক নামগ্রহণে নিরপরাধ ব্যক্তির মুক্তি হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নামাপরাধশূন্য হইলেই নামাভাস হয়। নামাপরাধ নিম্নে আলোচিত হইবে।

ইত্যত্র সাত্ত্বিকত্ব-রাজসত্বে উৎপ্রেক্ষিতে এব, ন তু বস্তুতয়া নিরূপিতে যেন বর্ণং রূপং, ন তু কান্তিমাত্রম্। গুণময়ত্বস্বীকারেঽপি তত্তদ্গুণব্যঞ্জকাকারস্যাপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ ন তু শ্বেতং বর্ণমিতি ব্যাখ্যেয়ং, শ্রীবিষ্ণুরূপস্য পালনার্থং গুণাবতারস্য পরমাত্মসন্দর্ভে ক্ষীরোদশায়িত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণস্য তত্র শ্যামত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ জনাত্যয়হেতো রুদ্রস্য শ্বেততাতিপ্রসিদ্ধা তদ্বৈপরীত্যাপাতাৎ। তথৈব হি গোভিলোক্তসন্ধ্যোপাসনা। অতোঽত্র ব্রহ্মণো ন শোণবর্ণত্বে তাৎপর্যম্। ন চ তত্তদ্গুণানাং তত্তদ্বর্ণনিয়মঃ। পরমতামসানাং বকাদীনাং শুক্লত্বদর্শনাৎ। সাত্ত্বিকগণোপাস্যানাং শ্রীবাদরায়ণ-শুকাদীনাং শ্যামত্বশ্রবণাৎ। স্বমায়য়া ভক্তেষু কৃপয়া বিভর্ষি জগতি ধারয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। রক্তং রজোময়ত্বেন সিসৃক্ষাদিরাগবহুলম্। কৃষ্ণং তমোময়ত্বেন স্বরূপপ্রকাশরহিতমিত্যর্থঃ।

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥" (ভাঃ ১।২।৫৪)

অনুবাদ

ঐ প্রকার হইয়াও, স্বরূপশক্তি, যাঁহার লক্ষণ ভগবানের প্রকাশ-সাধন, তাঁহার বলে ভগবান্ যে আবির্ভাব প্রাপ্ত হ'ন, ইহা—তাঁহার এই বৈলক্ষণ্য (বৈশিষ্ট্য) পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৯।৪) বলা হইয়াছে—"ভগবান্ হরি ব্রহ্মার অকপট তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সত্যস্বরূপ নিজরূপ (চিদ্‌ঘন) দর্শন করাইয়া যাহা (চতুঃশ্লোকী ভাগবতে স্বভজন-কথা) বলিয়াছিলেন, তাহা স্বীয়তত্ত্বসম্বন্ধে বিশুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের নিমিত্ত।" ইহার স্বামিপাদের টীকা এবং অষ্টমাধ্যায়ে (ভাঃ ২।৮।৮ শ্রীশুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে—'আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্। যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্। তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব॥' —অর্থাৎ 'লোকসমূহের রচনা যাহা হইতে হইয়া থাকে,এইরূপ পদ্ম যাঁহার উদর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ স্বপরিমিত অবয়বযুক্ত লৌকিক পুরুষ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন হইয়াও, তাহারই ন্যায় পরিমিত অবয়বাদিযুক্ত বলিয়া যখন কথিত হইয়াছেন, তখন পার্থক্য কোথায়?) এতদনুসারে পরমেশ্বরেরও দেহসম্বন্ধ যদি অবশেষ অর্থাৎ প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় হয়, তাহা হইলে তাহাতে ভক্তি করিলে কিরূপে মোক্ষ হইতে পারে? ইহারই উত্তর এই ভাঃ ২।৯।৪ শ্লোকে বলা হইতেছে। 'আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থম্'—

টিপ্পনী

ব্রহ্মপুরাণোদ্ধৃত "অপান্যচিত্তস্য"—চেদিপতি শিশুপালের মুক্তির বৃত্তান্ত যদি কোন পাঠক মহোদয়ের অবগতি না থাকে, তজ্জন্য এখানে কিছু বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।১৩ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী শ্লোকের মর্ম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। রাজসূয় মহাযজ্ঞে বাসুদেব-বিদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপালকে ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য (লীন হওয়া) মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিস্মিতমনে সমক্ষে উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনারদ উত্তরে বলেন—বৈরানুবন্ধে চিত্তের অত্যধিক তন্ময়তা-হেতু শিশুপালের নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় চিন্তাভিনিবেশ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহার চিত্তে কখনই স্থান পায় নাই। যেমন ভিত্তিগর্তে আবদ্ধ তৈলপায়ী কীট বহিঃস্থ কাচপোকার ভয়ে তাহাকেই চিন্তা করিতে করিতে কাচপোকা হইয়া যায়, সেইরূপ শিশুপাল নিরন্তর কেবল কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

ইত্যুক্তেঃ নন্বু কথমন্যার্থেন বাক্যেন লোকভ্রামকং বর্ণয়সি, যতঃ সম্প্রতি জনাত্যয়ার্থং কৃষ্ণোঽয়ং বর্ণো ময়া তমসা গৃহীত ইত্যর্থোঽপ্যায়াতি তদেতদাশঙ্ক্য পরিহরন্নাহ, 'ত্বমস্যেতি নির্ব্যূহ-

অনুবাদ

আত্মা অর্থাৎ জীবের তত্ত্ববিশুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে। তাহা কি, যাহা 'তপঃ'-আদি যোগে ভজনের কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন? কি করিয়াই বা বলিয়াছিলেন? ঋত বা সত্য অর্থাৎ চিদ্ঘন রূপ দেখাইয়া। প্রদর্শনের হেতু কি? অব্যলীক বা নিষ্কপট তপস্যাদ্বারা আদৃত বা সেবিত

টিপ্পনী

পদ্মপুরাণোদ্ধৃত "সকৃদুচ্চারিতং যেন"—ইত্যাদি শ্লোকটীতে নামাভাসই উদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু শুদ্ধনামের ফল মোক্ষ নয়, ভগবৎপ্রেমলাভ। নামের চিন্ময় ভাবের উদয়ে পরমানন্দলাভের অভিলাষ ব্যতীত অন্য অভিলাষ, যেমন পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য-ভাব সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। যখন ভোগমোক্ষবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয় হয়, তখন তাহা নামাপরাধ; আর যেখানে অজ্ঞতাবশতঃ নামের অশুদ্ধলক্ষণ হয়, সেখানে নামাভাস।

মূলে নামের অর্থবাদত্ব চিন্তা নিষেধ করিয়াছেন। অর্থবাদের অর্থ বেদের নিন্দা ও স্তুতি। নামে রুচি উৎপাদনের জন্য বেদে ও তদনুগত শাস্ত্রে যে নামের অত্যদ্ভুত ফল উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত অতিস্তুতিমাত্র, প্রকৃত-পক্ষে সত্য নহে, যেমন মা দুরন্ত শিশুকে দুধ খাওয়াইবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখান, সেইরূপ—নামে এইরূপ অর্থবাদ কল্পনা করিলে, তাহা অপরাধ। এই অপরাধ পাপ হইতে অত্যন্ত গুরুতর; জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় ঘোরপাপীও নামের গুণে সহজেই উদ্ধার পাইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সদাচারসম্পন্ন ধর্মকর্মে নিষ্ঠাবান্ হইয়াও সংসার-মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই, যদিও চন্দ্রসূর্যগ্রহণকালে বহুনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৬-৯): "এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল। তা' সবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল। এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥ পূর্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ। বেদধর্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥ কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি।" আরও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ৮।২৬-৩০): "এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ-নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ ···অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে ত' অশ্রুধার॥ তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণ নাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

অপরাধের কথা পদ্মপুরাণে আছে, তাহা মূলে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন। সাধকগণের পক্ষে নামাপরাধজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য এক্ষণে দশটী শ্রীনামাপরাধ ও তাহা হইতে অব্যাহতির উপায় বিজ্ঞাপন-জন্য উহা এখানে (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪৮ অধ্যায় হইতে) বিবৃত হইতেছে—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধং বিতনুতে। যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্। ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি, যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

মানা।” (ভাঃ ১০।৩।২১) ইতস্ততশ্চাল্যমানাঃ। অয়ং ভাবঃ—আস্তাং তাবদ্‌ব্রহ্মঘনত্বশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ববোধনং প্রমাণান্তরং গুণানুরূপরূপাঙ্গীকারেঽপি যথা প্রলয়স্য দুঃখমাত্রহেতুত্বাৎ সুষুপ্তিরূপত্বাচ্চ

অনুবাদ

হইয়া॥ ভাবার্থ এই—জীবের অবিদ্যাজনিত দেহসম্বন্ধ; কিন্তু ঈশ্বরের হইতেছে যোগমায়াপ্রভাবে চিদ্‌ঘনবিগ্রহের আবির্ভাব—এইখানেই ত' বিশেষ পার্থক্য। অতএব তাঁহার ভজনে মোক্ষের সিদ্ধি।” এই টীকা।

টিপ্পনী

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে বা কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্তয়ন্ নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি বৈ॥”

—অর্থাৎ (১) সাধুনিন্দা পরম অপরাধ; নামপরায়ণ সাধুগণ হইতে নামমাহাত্ম্যের বিস্তার বলিয়া শ্রীনাম তাঁহাদের নিন্দা সহ্য করেন না। (২) মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণাদি (প্রাকৃত বস্তুর ন্যায়) পরস্পর ভিন্ন দেখিলে অহিতকর হয়। (৩) নামদাতা গুরুকে অবজ্ঞা; (৪) বেদ ও তদনুগ শাস্ত্রের নিন্দা। (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি-জ্ঞান। (৬) হরিনামে কাল্পনিক জ্ঞান। (৭) নামবলে পাপবুদ্ধি অর্থাৎ নামের বলে পাপ কাটিবে বলিয়া পাপাচরণ করিলে মহাপরাধ, যাহার যমনিয়মাদি-যোগসাধনেও শোধন হয় না। (৮) ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্ম নামের সমান জ্ঞানরূপ প্রমাদ একটী অপরাধ। (৯) শ্রদ্ধাহীন হইয়া নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে (অর্থ প্রতিষ্ঠাদির জন্য) নামোপদেশ মঙ্গলময় নামের নিকট অপরাধ। এবং (১০) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও অহংতা-মমতাযুক্ত হইলেও অপরাধ। অনবধানতাবশতঃ বা যে কোন প্রকারে নামাপরাধ ঘটিলে একমাত্র নামেরই শরণ লইয়া নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্তন করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিদিগের অপরাধ নামই নাশ করেন, তবে নাম অবিশ্রান্ত গৃহীত হইলে ফলপ্রদ হ'ন।” উল্লিখিত নামাপরাধগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টী-সম্বন্ধেও কৃষ্ণানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দের অবরত্ব-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বর্তমান প্রকরণের উপযোগী বলিয়া এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতেছে (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯-১৩৯): “প্রভু কহে—“মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী। ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য—কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত' সমান॥ নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥ দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥···অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব চিদানন্দ॥···ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ······ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন॥” এখানে ভাঃ ১।৭।১০—“আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ” শ্লোকটী আলোচ্য। নামাপরাধ-বিষয়টী শ্রীজীবপাদের 'ভক্তিসন্দর্ভের' ২৬৫ সংখ্যায় স্থলবিশেষে অর্থান্তর সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; তাহা দ্রষ্টব্য।

ভগবদ্বিগ্রহদর্শনে পরমভক্তগণের হৃদয় যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিগলিত হয়, নামানন্দও তদ্রূপ তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত করিয়া অশ্রুপুলকাদি-বিকারযোগে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। ইহাই উদ্ধৃত “তদশ্মসারং” ইত্যাদি (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকে বিবৃত। এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকাটী অতীব বিশ্লেষাত্মক বিচারসম্পন্ন, যথা—(অনুবাদঃ): “সে হৃদয় লোহময়, যাহা বহু হরিনাম কীর্তন করিয়াও বিকারযুক্ত হয় না; বিক্রিয়ার লক্ষণ—নেত্রে জল, পুলক বা রোমাঞ্চ। বহুনাম-গ্রহণেও চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে, উহা নামাপরাধের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকন্তু, অশ্রুপুলক হইলেই যে তাহা চিত্ত-দ্রব হওয়ার লক্ষণ, ইহাও বলা যায় না, যেমন শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন

তত্র তদর্থাবিসরো ভবতি, তথাস্য তু কালস্য ত্বৎকৃতরক্ষয়া জগৎসুখহেতুত্বাৎ তমোময়াসুরবিনাশ-যোগ্যত্বাৎ তেষামসুরাণামপি হননব্যাজেন সর্বগুণাতীতমোক্ষাত্মকপ্রসাদলাভাত্তদর্থাবিসরোন ভবতি, সৈন্ধবমানয়েতিবৎ। তথৈবোক্তম্ (ভাঃ ৭।১।৮)—

অনুবাদ

অতএব শ্রীমদ্-আনকদুন্দুভিও (বসুদেবও) ইহার সমাধান করিয়াছেন দুইটী শ্লোকে(—কার্যতঃ এখানে একটী শ্লোকই, ভাঃ ১০।৩।২০, আলোচিত হইয়াছে, যথা—"স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া, বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ। সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং, কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥" —অর্থাৎ

টিপ্পনী

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৭৯): 'নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে, তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ, ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥' —অর্থাৎ 'কতকগুলি লোক স্বভাবপিচ্ছিলহৃদয়, সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়েন এবং তখনই তাঁহাদের হৃদয়দৌর্বল্যজন্য চক্ষুতে জল আসে, গাত্রে রোম উদ্গত হয়। কেহ কেহ আবার পাষণ্ড হইয়া ভাবুক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আয়ত্ত করিয়া থাকে। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের চিত্ত হরিনামকীর্তনদ্বারা দ্রবীভূত হইলেও তাঁহাদিগের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হয় না। অতএব শ্লোকটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, যদা (যখন) নেত্রে জল ও অঙ্গে পুলকসহ বিকার হয়, তখনও যে হৃদয়ের বিকার না হয়, সেই হৃদয় লৌহপ্রস্তরন্যায় কঠিন। হৃদয়-বিকারের অসাধারণ অর্থাৎ মুখ্যলক্ষণসমূহ এইরূপ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫-২৬): 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে'॥ —অর্থাৎ '(১) ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও চিত্তবিকারের অভাব), (২) অব্যর্থকালত্ব (প্রতিমুহূর্তে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকা), (৩) বিরক্তি (ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অরুচি), (৪) মানশূন্যতা (উত্তম হইয়াও নিজেকে তৃণাধিক-হীন-জ্ঞান), (৫) আশাবন্ধ (ভগবৎসেবা প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয়), (৬) সমুৎকণ্ঠা (তৎপ্রাপ্তি-বিলম্বে প্রবল উদ্বেগ, (৭) নামগানে সদারুচি (নিরন্তর নামরসাস্বাদনজন্য ব্যগ্রতা, (৮) ভগবানের গুণকীর্তনে আসক্তি (সর্বদা ভগবন্মহিমা গুণাদি-বর্ণনে আগ্রহ), তদ্বসতিস্থলে প্রীতি (ভগবদ্বিগ্রহমন্দির ও ভক্তগণের দর্শন ও সেবাজন্য আসক্তি)—ভাবভক্তির অঙ্কুরমাত্রও যাঁহার হৃদয়ে উদ্গত হইয়াছে, তাঁহাতে এই নয়টী গুণ মুখ্যভাবে প্রকাশ পাইবে।' অশ্রুপুলকাদি সাধারণ বা গৌণলক্ষণমাত্র। অর্থটী এই হইতেছে—নির্মৎসর উত্তমাধিকারী ভক্তগণের নামগ্রহণে নামমাধুর্যের অনুভব হয়, তাহাতে হৃদয়ের বিক্রিয়াও হয়,আর তাহা হইলে তাহার লক্ষণ ক্ষান্তিপ্রভৃতি অশ্রু-পুলকাদি সহিত হইয়া থাকে।মৎসরতা ও অপরাধযুক্ত কনিষ্ঠাধি-কারী সাধকগণ অনেক নামগ্রহণ করিলেও নামমাধুর্যের অনুভবের অভাবে তাঁহাদের চিত্তের বিকার হয় না, আর তাহার লক্ষণ ক্ষান্তিপ্রভৃতিও হয় না; তাঁহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাঁহাদের হৃদয় অশ্মসার বলিয়া এই 'তদশ্মসারম্' শ্লোকে নিন্দা। ......" শ্রীল চক্রবর্তিপাদের এই ব্যাখ্যাই যে সমীচীন, তাহা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৩।৪১,৪৪) স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; যথা—"ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি॥ ...কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ॥" অর্থাৎ "হৃদয়ের আর্দ্রতার ন্যায় রতি বা ভাবের লক্ষণ যদি মুমুক্ষু প্রভৃতিগণের লক্ষিত হয়, তাহা প্রকৃত রতি নহে। যদিও ঐ চিহ্ন দেখিয়া বাল অর্থাৎ অনভিজ্ঞ জনগণ চমৎকৃত হইয়া যান, অভিজ্ঞ ব্যক্তি উহাকে অনায়াসে রতির আভাসমাত্র জানিয়া উহাকে রত্যাভাস বলেন।" শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১৪।২৩) বলিয়াছেন—"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা

"জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্। তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ।" ইতি। তস্মান্ন তমঃ কৃতোঽয়ং বর্ণ ইতি রজঃসত্ত্বাভ্যাং রক্তশুক্লাবেব ভবত ইতি পূর্ব-পক্ষিমতম্। ততশ্চ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বরূপশক্তিব্যঞ্জিতত্বমেবাত্রাপি পর্যবস্যতি ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ

'গুণাতীত স্বরূপ সেই আপনি ভুবনত্রয়ের স্থিতির জন্য স্বমায়াযোগে অর্থাৎ স্বরূপে শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধবর্ণ, সৃষ্টির জন্য রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ, আর জনসংহার জন্য তমোগুণবহুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন।" গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা, যথা)—সংসারাত্মক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা আপনি ত্রিলোকের স্থিতি বা পালনজন্য যখন তাহার পালন ইচ্ছা করেন, তখন স্বমায়াযোগে অর্থাৎ স্বাশ্রিতা মায়াশক্তিদ্বারা করিয়া আত্মা বা

টিপ্পনী

বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"—অর্থাৎ 'রোমহর্ষ, চিত্তের দ্রবতা, আনন্দাশ্রু ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? আর ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীত চিত্তশুদ্ধিই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়?' চক্রবর্তিপাদ টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—অনুবাদ: "অন্তঃকরণকে ভক্তিই সম্যক্ শোধন করিতে পারে, অন্য কোন সাধনে তাহা হয় না। আর সেই ভক্তি রোমাঞ্চাদিদ্বারা অনুভবগম্য।"

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোদ্ধৃত "মধুর-মধুরম্" পদ্যটীতে শ্রীনামের অতি মাধুর্য ও অতি মাঙ্গল্য বলিয়া শ্রীনাম যে বেদের সর্বোৎকৃষ্ট ফল, সর্ববেদসার, তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই নামরসই বিতরণ করিয়াছেন। ভাগবতের তৃতীয়শ্লোকে "নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্" বলিয়া এই নাম-রসকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত নামগ্রহণে প্রেমরসরূপ ফল পাওয়া যায়। শ্রীনামের মহিমা এই যে, শ্রদ্ধা না থাকিলেও, হেলায় নামের আভাসমাত্র গ্রহণ করিলেও, তাহাও মাত্র একবার গ্রহণ করিলেও, তদ্দ্বারা ঐ প্রেমরসরূপ ফল না হইলেও, তদ্দ্বারা সংসার নাশ হইয়া থাকে, যেহেতু তখন উহা নামাভাস। নরমাত্রেরই তাহাতে অধিকার আছে, নামগ্রহণজন্য ব্রাহ্মণ-কুলে জাত না হইলে বা উচ্চাশ্রমী না হইলে চলিবে না, এরূপ বিচার নাই, যেহেতু "শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধি-কারিতা"। নামের এই মাধুর্য্য ও আভাসমাত্রে মুক্তিদত্ব বৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।১।৯) বর্ণিত হইয়াছে—"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে, বিরমিত-নিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ, পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" —অর্থাৎ "আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন, যাঁহার প্রভাবে ধর্ম, ধ্যান, পূজাদির যত্ন অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। যে কোনও রূপে ('শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা') একবারমাত্র গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণনাম প্রাণিগণের মুক্তিদান করেন ও পরম অমৃতস্বরূপ'-ইত্যাদি।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান্ নারায়ণকে মন্ত্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। মন্ত্র 'নাম'ই চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ও 'নমঃ'-শব্দযুক্ত। নাম ও নামী (ভগবান্) অভিন্ন; সেইজন্য মন্ত্র মুখে উচ্চারিত হইলে ভগবান্ই উচ্চারকের জিহ্বায় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন। প্রণব বা ওঁকারও ভগবদ্বাচক বলিয়া ভগবন্নামই। এইজন্য উদ্ধৃত ঔপনিষদ শ্লোকগুলিতে প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। নাম ও নামী ভগবান্—একই তত্ত্ব; এই জ্ঞান হইলে দ্বৈত বা ভেদজ্ঞানের উপশম হয়, তাহা শিব অর্থাৎ মঙ্গলজনক; ভেদবুদ্ধি অমঙ্গলপ্রসূ। এই জ্ঞান হইলে তবে জ্ঞাতা 'মুনি' বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। প্রণবকে বর্ণমাত্রজ্ঞানে বর্ণ ও ভগবান্‌কে এক বলিয়া বেদোক্তিকে অতি স্তুতি মনে করিতে হইবে না, করিলে অর্থবাদ-নামক নামাপরাধ হইবে। ভগবানের বর্ণাত্মক নাম, তাঁহারই অবতারবিশেষ বলিয়া জানিতে

তথৈব তমেবার্থং শ্রীদেবকীদেব্যপি সম্ভ্রমেণ প্রাগেব বিবৃতবতী—"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যম্" (ভাঃ ১০।৩।২৪) ইতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। তথাগুণস্যবৈলক্ষণ্যমাত্মারামাণামপ্যাকর্ষণলিঙ্গ-

অনুবাদ

নিজের শুক্লবর্ণ অর্থাৎ নিজস্বধর্মপর ব্রাহ্মণাদি জাতিকে পালন করেন। এখানে স্বমায়া সত্ত্বময়ী বলিয়াই জানিতে হইবে, যেহেতু উহা সারভূত ও পালনপক্ষে উপযুক্ত। তাহার যখন আপনি সর্গ বা সৃষ্টি ইচ্ছা করেন, তখন রজঃ বা রজোময়ী স্বমায়াদ্বারা কৃত উপবৃংহিত বা বর্ধিত রক্ত বা কামনাযুক্ত

টিপ্পনী

হইবে; এইজন্যই অভেদ। নাম-নামীর অভিন্নত্ববাঞ্জক পদ্মপুরাণোদ্ধৃত "নাম চিন্তামণিঃ" শ্লোকটী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও (১।২ ২৩১) উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ): "নামই চিন্তামণি অর্থাৎ সর্বাভীষ্টদায়ক, যেহেতু নামই কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ। 'চৈতন্যরস' প্রভৃতি কৃষ্ণের বিশেষণগুলি নামের কৃষ্ণত্বে হেতু। একই 'নাম-নামী অভিন্ন'—অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দরসাদিরূপ তত্ত্ব দ্বিধাপ অর্থাৎ নাম ও নামী, এই রূপে আবির্ভূত।" শ্রীরূপপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে লিখিয়াছেন (৬)—"বাচ্যবাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং, পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে, দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥" —অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণনাম, তোমার দুইটী স্বরূপ উদিত আছে, একটী বাচ্য, অপরটী বাচক; ইহাদের মধ্যে প্রথমটী (বাচ্য ভগবান্) হইতে বাচক (শব্দটী) অধিকতর করুণাময়। সংসারে যে ব্যক্তিসর্বপ্রকারে (বাচ্য) ভগবানের নিকট অপরাধসমূহ করিয়াছে, সে পর্যন্ত যদি দাস্যযোগে এই শব্দব্রহ্ম নামরূপী ভগবানের উপাসনা করে, সেও সর্বদা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত থাকিবার সৌভাগ্য পায়।'

যে পূর্বপক্ষটী উঠান হইয়াছে যে, নাম ঐরূপ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ হইলে পুরুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিরূপে হইতে পারেন? শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উহারই পরবর্তী কারিকায় (১।২।৩২) বলিয়াছেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" —অর্থাৎ যেহেতু নাম-চিন্তামণি কৃষ্ণ ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন,—অর্থাৎ শ্রীনাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হন না, শ্রীরূপ প্রাকৃত চক্ষুতে দৃশ্য ন'ন, ইত্যাদি; তবে যখন কোন মহাত্মা ভগবৎসেবায় একান্ত অভিনিবিষ্টচিত্ত হ'ন, তখন তাঁহার জিহ্বায় শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, চক্ষুতে শ্রীরূপ গোচরীভূত হ'ন, ইত্যাদি'। হরিসেবৈকপরায়ণ পুরুষের ইন্দ্রিয়গুলির আর প্রাকৃতত্ব থাকে না, অপ্রাকৃত হয়, যেহেতু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫)। সেবোন্মুখতা-দ্বারা প্রাকৃতত্বমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় নির্মল হইয়া যায়। "সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল।" শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" —অর্থাৎ দেহে অহংতা-মমতা বুদ্ধিরূপ উপাধিমুক্ত হইলে ভগবৎপরত্বযোগে হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশ ভগবানের সেবাই নির্মলা সেবা, তাহাই ভক্তি। এই প্রকার আত্যন্তিকী ভক্তির উদয়ে ভগবৎ-কৃপালাভে পুরুষেন্দ্রিয়ে বেদ স্বয়ং আবির্ভূত হন, শ্রীজীবপাদ পূর্বপক্ষের এই উত্তর দিয়াছেন; আর তদনুকূলে ভাগবতের (১১ ২১।৩৬ ৩৭) শ্লোকদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোক দুইটীর স্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকা টীকা ও চক্রবর্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকা অতি বিস্তৃত। গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার বিবৃতিতে সংক্ষেপে তাহাদের মর্ম দিয়াছেন, যথা—"নির্বোধ ব্যক্তিগণের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন নিজভোগতৎপর হইয়া শব্দব্রহ্ম হরিনামকে ইতর শব্দের সহিত সমজ্ঞান করায় শ্রীনাম তাহাদের পক্ষে সুদুর্বোধ হইয়া পড়েন। কিন্তু বৈকুণ্ঠ নাম-নামী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠশব্দ

গম্যাদ্ভুতরূপত্বম্। তদ্ যথা শ্রীসূতোক্তৌ—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১।৭।১০), "হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি" রিত্যাদি (ভাঃ ১।৭।১১) চ। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

"গুণাঃ সর্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্যাৎ পুরুষোত্তমে। দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ॥

অনুবাদ

বিপ্রাদি বর্ণকে পালন করেন। আর যখন জনাত্যয় বা জনসংহার ইচ্ছা করেন, তখন তমোময়ী স্বমায়াদ্বারা কৃষ্ণ বা মলিন অর্থাৎ পাপরত বিপ্রাদিবর্ণকে পালন করেন। অথবা যখন স্থিতি বা পালন ইচ্ছা করেন, তখন নিজের শুক্ল বা শুদ্ধ অর্থাৎ গুণসঙ্গরহিত বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন, যেহেতু শিব ও ব্রহ্মার

টিপ্পনী

ও বৈকুণ্ঠশব্দী অনন্তপার ও দুর্বিগাহ বলিয়া শব্দব্রহ্মের কৃপা ব্যতীত তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রকাশলাভ ঘটে না। পরা (প্রাণময়ী, পশ্যন্তী (মনোময়ী), মধ্যমা (বুদ্ধিময়ী) ও বৈখরী (ইন্দ্রিয়ময়ী)—এই বিচারচতুষ্টয়ে শব্দব্রহ্ম জড়পরিচ্ছেদশূন্য, ভোগ্যভূমির স্পর্শযোগ্য নহেন। সুতরাং ভোগীর বা ত্যাগীর চিত্তবৃত্তি বৈকুণ্ঠশব্দ-শব্দীর ভেদস্থাপনপূর্বক নানা অমঙ্গল বরণ করে। বর্ণরূপে পরিণতা ইন্দ্রিয়ময়ী বৈখরী, প্রনবরূপে প্রকাশিতা বুদ্ধিময়ী মধ্যমা, ধ্বনিস্বরূপা মনোময়ী পশ্যন্তী, এবং জড়েন্দ্রিয় ও মনকে যখন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে, তৎকালে উহা প্রাণময়ী পরবিদ্যারূপে প্রতিভাত হয়। চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও মন অধোক্ষজ শ্রীহরিনামে সেবোন্মুখ হইলেই জীবের নিত্যমঙ্গলোদয় হয়। নতুবা জড়শব্দসমূহ বদ্ধজীবের গুণের দ্বারা কৃত ও পরিচালিত কর্মসমূহের 'কর্তা' বলিয়া অভিমান উদয় করায়। (৩৬) অপ্রাকৃত শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া সর্বব্যাপকতা, সর্বশক্তিমত্তা, অপরিচ্ছেদ ও অন্তর্যামিত্ব প্রভৃতি সর্বব্যাপারই 'অপ্রাকৃত'-শব্দে নিহিত। মৃণালস্থিত তন্তু যেরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত শ্রীনামের সহিত ভগবদ্বস্তু অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকিয়া মুক্তজীবের আরাধ্য হ'ন।"

"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়ম্"—ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১৩।১৯) শ্লোকে কিরূপে আম্নায়-পারম্পর্যক্রমে শ্রৌতপন্থায় অবরোহমার্গে অধোক্ষজ-ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আরোহমার্গে অক্ষজজ্ঞান যতই পরিবর্দ্ধিত হউক না কেন, তাহা সাধককে তত্ত্ববস্তু হইতে অধিকাধিক দূরে লইয়া যাইবে। ইহা প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ..তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। ইহা পূর্ব অনুচ্ছেদে মূলে ও টিপ্পনীতে আলোচিত হইয়াছে, বর্তমান প্রসঙ্গেও আলোচ্য।

গর্ভস্তুতি (ভাঃ ১০।২।৩৬) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—(অনুবাদ): "কেবল যে আপনার এই রূপই পূর্ব শ্লোক (৩৫)-কথিতানুসারে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক, তাহা নহে, এমন কি তাঁহার বাচক নামও ঐ প্রকার। এই দুইটী, নাম ও রূপ, কেবল ভক্তিদ্বারাই অনুভবযোগ্য, অন্য প্রকারে নয়। গুণ—যেমন শ্যামসুন্দর, কৃপার্দ্রলোচন প্রভৃতি; কর্ম—যেমন গোবর্ধন-উদ্ধরণ, ত্রিভঙ্গললিত প্রভৃতি; জন্ম—যেমন নন্দনন্দন, বসুদেবনন্দন প্রভৃতি; এই সমস্ত গুণ, কর্ম, জন্মদ্বারা আপনার নামরূপ যদিও কথঞ্চিৎ বাচ্য হয়, তাহাও সাক্ষী অর্থাৎ বিষয়দ্রষ্টা জীবের সাক্ষাৎ অনুভবনীয় মাধুর্যযোগে নিরূপিতব্য হয়। নামরূপের মাধুর্যের অনুভব না হইলে অনুভব হয় না। ভক্তিরহিত জীবকর্তৃক অনুভবের অযোগ্য বলিয়া নাম ও রূপ উভয়ই বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া জ্ঞাত। ক্রিয়া অর্থাৎ আপনার কথাশ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি হইলে তখন নাম-রূপ সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য হয়। উদাহরণ, যেমন—যাহার জিহ্বা পিত্তদূষিত, সে মৎস্যণ্ডিকাখণ্ড (মিছরীর টুকরা) চর্বণ করিয়াও তাহার স্বাদ প্রাপ্ত হয় না, সে দোষ কাটিলে তবে তাহার মিষ্টতা অনুভব করে; সেইরূপ অভক্তের দূষিত চিত্তে কৃষ্ণনাম-চরিতাদি অনুভব হয় না; শ্রবণকীর্তনাদিযোগে চিত্তদোষ দূর হইয়া ভক্তির উদয় হইলে, তখন অনুভব

গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ। ন তত্র মায়া মায়ী বা তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ॥
তস্মান্ন মায়য়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্যসম্ভবম্। অমায়ী হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥" ইতি।

অথ "ন বিদ্যতে" (ভাঃ ৮।৩।৮) ইত্যস্য প্রকৃতর-শ্লোকস্য ব্যাখ্যাবশেষঃ। তদেবং স্বরূপশক্তিবিলাসরূপত্বেন তেষাং প্রাকৃতাদ্বৈলক্ষণ্যং সাধিতম্ তত্র আশঙ্কতে; —নন্বু ভবন্তু

অনুবাদ

ন্যায় তাঁহার গুণসঙ্গ নাই। শ্রীশুকদেবও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (ভাঃ ১০।৮৮।৬), যথা—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চতামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ (৩)... হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥" (৫) —অর্থাৎ 'শিব নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়াসংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই

টিপ্পনী

হয়। ভক্ত ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমানজ্ঞেয় হইতে পারে না। 'ক্ষান্তি···মানশূন্যতা' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত মন (—উপরে "তদশ্মসারং" ইত্যাদি শ্লোকের টিপ্পনীতে হৃদয়বিকারলক্ষণবর্ণনায় শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকামধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে উদ্ধৃত ১।৩।২৫-২৬ কারিকা দ্রষ্টব্য)—ও "মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্"—অর্থাৎ হে অরবিন্দাক্ষ, আমার মন আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে'—এইরূপ অনুরাগব্যঞ্জক বাক্যযোগে প্রেমভক্তিযোগরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির বর্ত্ম বা পথ অনুমেয়।"

উদ্ধৃত "আত্মতত্ত্ব" ইত্যাদি (ভাঃ ২।৯।৪) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ উদ্ধৃত স্বামিপাদের টীকার অনুরূপ ব্যাখ্যা করিলেও "আহ"পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"চতুঃশ্লোকী ভাগবত (২।৯।৩২-৩৫) উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ 'অব্যলীকব্রত' অর্থাৎ নিষ্কপট ভক্তিদ্বারা আদৃত।" টীকোদ্ধৃত "আসীদ্ যৎ উদরাৎ" ইত্যাদি (ভাঃ ২।৮।৮) শ্লোকটী শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীপরীক্ষিতের কয়েকটী প্রশ্নের অন্যতম; উহারই উত্তরে শ্রীশুকদেব ঐ "আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং" ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছেন।

বসুদেবোক্ত "স ত্বং ত্রিলোক"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩।২০) শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—" 'আচ্ছা ব্রহ্মাদি হইতে সৃষ্ট্যাদি—এই ত' প্রসিদ্ধ কথা, তবে কেন আপনি (বাসুদেব) বলিতেছেন (পূর্বের শ্লোকে) যে, আপনা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ?' শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তদুত্তরে বসুদেব (এই শ্লোকে) বলিতেছেন 'তাহা সত্য বটে, তবে ব্রহ্মাদিও আপনারই রূপ। আপনি স্বমায়য়া বা স্বরূপে শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ (শ্বেত নহে), যেহেতু জগৎপালক বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ প্রসিদ্ধ। এখানে রজঃ-দ্বারা উপবৃংহিত রক্ত, তমঃ-দ্বারা উপবৃংহিত কৃষ্ণ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেইরূপ সত্ত্বদ্বারা উপবৃংহিত শুক্ল বলা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মরুদ্রের রজঃ ও তমঃ সহিত যোগের ন্যায় বিষ্ণুর সহিত সত্ত্বের যোগ বলা হয় নাই। পরমেশ্বরে সত্ত্বের আবরণপাত হয় নাই, উদাসীনরূপ শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহাতে সত্ত্বের সান্নিধ্যমাত্র, স্পর্শ হয় নাই ···।"

"শিবঃ শক্তিযুতঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৮।৩) ও "হরির্হি নির্গুণঃ"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—এই দুইটী শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের (ভাঃ ১০।৮৮।১-২) উত্তরে বলিয়াছিলেন। প্রশ্নটী এই "দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ভোগরহিত শঙ্করের উপাসক, তাঁহারাই প্রায়শঃ ধনাঢ্য, এবং যাঁহারা সর্বভোগের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির সেবক, তাঁহারা প্রায়ই ভোগহীন। বিরুদ্ধস্বভাব প্রভুদ্বয়ের সেবকগণের মধ্যে এইরূপ গতি-বিপর্যয় কেন? মধ্যবর্তী (ভাঃ ১০।৮।৪) শ্লোকটীর সহিত একযোগে বিচার করিলে বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবার উদ্দেশ্যে তাহাও উদ্ধৃত

স্বস্বরূপভূতান্যেব তানি, তথাপি স্বরূপস্যৈব পূর্ণত্বাত্তত্তৎপ্রাপ্তৌ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ "লোকাপ্যয়-সম্ভবায়" (ভাঃ ৮।৩।৮); লোকো ভক্তজনঃ তস্যাপ্যয়ঃ সংসারধ্বংসস্তৎপূর্বকঃ সম্ভবো ভক্তিসুখপ্রাপ্তিঃ,

অনুবাদ

ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে বর্তমান। ...পরন্তু হরি গুণাতীত, প্রকৃতির (মায়ার) অতীত, সর্বদর্শী ও সাক্ষী, সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ; তাঁহার ভজনকারীও গুণাতীত হ'ন।" অতএব ভাঃ ১০।১৩।৫০ শ্লোকোক্তি, যথা—"শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিমোহিত ব্রহ্মার দ্বারা দৃষ্ট শ্যামবিগ্রহ চতুর্ভুজাকার গোবৎস ও বৎস্য-পালকগণ জ্যোৎস্না-

টিপ্পনী

হইতেছে, যথা—"ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন। উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্বাসামশ্নুতে গতিম্॥"—অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত—এই ষোলটী বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন একটী (মন বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ) উদ্দেশ করিয়া শিবের ভজন করিলে সর্বপ্রকার বিভূতি বা সম্পত্তি পাওয়া যায়।" অধ্যায়ের প্রথম হইতেই শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা হইতে অংশ গ্রহণ করিলে ব্যাখ্যা সরলীকৃত হইবে। তিনি বলিয়াছেন—(অনুবাদ): "...(পরীক্ষিৎ বলিতেছেন—) 'আপনি পূর্বাধ্যায়শেষে 'অভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্' বলিয়া হরিভজনের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু হরিভজনে দারিদ্র্যের আশঙ্কা করিয়া প্রায় সকলেই কেন হরের ভজন করেন ?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'শিবং' প্রভৃতি শ্লোক। শিব শক্তিযুত অর্থাৎ মায়া-সংসর্গযুক্ত ; আর 'গুণসংবৃত', গুণগুলি 'কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্বীকার করুন' বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। সেইজন্য তিনি ত্রিলিঙ্গ বা ত্রিগুণময়। তিনি ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার গ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ হইয়াছেন। সেই অহঙ্কার হইতে ষোলটী বিকার। তাহাদের মধ্যে কোনটী,—ঔপস্থ্য, জৈহ্ব্য, মানস-সুখ উদ্দেশ করিয়া শিবের ভজনকারী সমস্ত বিভূতির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেগুলি পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া সর্ববিষয়ের সুখই সে প্রাপ্ত হয়। ঐ সুখই সর্বসম্পত্তির পর্যাপ্তি বা সীমা হওয়ায় ভজনের তারতম্য অনুসারে সুখপ্রাপ্তিরও তারতম্য ঘটে। সুতরাং শ্রীপরীক্ষিতের আশঙ্কিত বিরোধ অমূলক। হরি কিন্তু নির্গুণ। কেন নির্গুণ ? যেহেতু তিনি প্রকৃতির পর, স্বতঃই গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া স্থিত। অতএব গুণাতীত হরির ভজনে গুণময়ী সম্পৎ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? শিবাদি সকলের জ্ঞান তাঁহা হইতেই আগত, যেহেতু তিনি সর্বদ্রষ্টা। তাঁহাকে ভজন করিলে জ্ঞানচক্ষুই প্রাপ্তব্য, সম্পত্তি-উদ্ভূত জ্ঞানান্ধতা নহে। আর তিনি উপদ্রষ্টা, গুণলেপাভাবে ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত তিনি কেবল সাক্ষী ; তাঁহাকে যিনি ভজন করেন, তিনিও তাঁহার উপাস্য হরির ন্যায় গুণলেপরহিত নির্গুণ হ'ন। ভৃগুমুখে শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা শুনিয়া মুনিগণ মুক্তসংশয় হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহা হইতেই শান্তি, অভয়, সাক্ষাৎ ধর্ম, জ্ঞান, তৎসহিত বৈরাগ্য, ইত্যাদি সমস্তই (ভাঃ ১০।৮৯।১৪-১৬)।"

ইহারই পরে উদ্ধৃত "চন্দ্রিকাবিশদ"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।১৩।৫০) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—(অনুবাদ): "...সত্ত্ববৎ বিশদ বা নির্মল হাস্যযোগে পালকের ন্যায় ও রজোগুণের ন্যায় অরুণ বা ঈষৎ রক্তাভ গুণে স্রষ্টার ন্যায় সেই কটাক্ষদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন।" শ্রীজীবপাদ হাস্যে ও কটাক্ষে যথাক্রমে সাত্ত্বিক ও রাজসিক গুণ আরোপিত বলিয়াছেন, কেননা সপার্ষদ ভগবানে সত্ত্বাদিগুণের সম্ভাবনা নাই, যথা প্রসিদ্ধ স্মৃতিবাক্য "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে।"

উদ্ধৃত "পার্থিবাদ্"—ইত্যাদি (১।২।২৪) শ্লোকে "শিবঃ শক্তিযুতঃ" ইত্যাদি ও "হরির্হি নির্গুণঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৮।৩-৫) শ্লোকোক্ত বর্ণিত আলোচনা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার অর্থোপলব্ধির জন্য পূর্ববর্তী (ভাঃ ১।২।২৩) ও পরবর্তী (ভাঃ ১।২।২৫ শ্লোক দুইটীরও কিছু আলোচনার প্রয়োজনবোধে এই দুইটীও যথাক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা (ভাঃ ১।২।২৩): "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্-যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ো

"ভূপ্রাপ্তৌ" তদর্থম্। এতদপ্যুপলক্ষণং, নিত্যপার্ষদানামপি ভক্তিসুখোৎকর্ষার্থম্। তদুক্তং শ্রীমদর্জুনেন প্রথমে (ভাঃ ১।৭।২৫)—

"তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া। স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ।" ইতি।

অনুবাদ

নির্মল হাস্যরূপ সত্ত্বগুণে ও অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্তের অবলোকনরূপ রজোগুণে যেন স্বক অর্থাৎ স্বীয় ভক্তগণের অর্থ বা মনোরথসমূহের স্রষ্টা ও পালকরূপে বর্তমান।" —এখানে সাত্ত্বিকত্ব ও রাজসত্ব উৎপ্রেক্ষিত—(অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুতে অন্য-প্রকার-সম্ভাবনারূপ-অর্থালঙ্কারযোগে বর্ণিত), বস্তুরূপে নিরূপিত নয়।

টিপ্পনী

হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ, শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" —অর্থাৎ 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরমপুরুষ (তুরীয় নারায়ণ) এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ হরি হইতেই শুভফলের উদয় হয়।" এখানে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিতেছেন—(অনুবাদ): "…দেবতান্তরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের উপাসনা কর্তব্য—ইহাই কথিত হইতেছে। সেই ভগবান্ এক হইয়াও লীলাজন্য অবতীর্ণ হইয়া অনেকও হ'ন। …স্থিতিসৃষ্টিলয় নিমিত্ত তিনি সত্ত্বাদিগুণযুক্ত হইয়া হরি-বিরিঞ্চি-হর সংজ্ঞা গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি 'পর' অর্থাৎ গুণযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই গুণত্রয় হইতে বাহিরে বা পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগের স্পর্শ হয় না, তজ্জন্য তিনি 'পর' বা অযুক্ত। আর শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্বতনু তাঁহা হইতেই হয়। ইহা "ভেজিরে" (ভাঃ ১।২।২৫) শ্লোকানুসারে সেই শ্রেয়ঃ বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহ হরি হইতেই হইয়া থাকে। অতএব নির্গুণ হরিতে মায়াগুণান্তর্গত সত্ত্বের যুক্তত্ব হইলেও তাহা অযোগই। তবে প্রাকৃত সত্ত্ব প্রকাশরূপ হওয়ায় তৎসমীপবর্তী; তাহাতে স্থিতরূপে বিশ্বপালনলক্ষণ তাঁহার ধর্ম ঔদাসীন্যপর তাঁহাতে প্রতীত হয়। তাহাতে তাঁহার নির্গুণত্বের বাধা হয় না। সংযোগ ও সমবায়—এই দুইটী সম্বন্ধদ্বারা প্রাকৃতসত্ত্বের তাঁহাতে থাকা অসম্ভব, সামীপ্যসম্বন্ধেই তাঁহার উপর স্থিতি। আর বিক্ষেপরূপ রজঃ ও আবরণরূপ তমঃ দ্বারা আনন্দ যথাক্রমে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হওয়ায় ব্রহ্মা রজস্তনু ও রুদ্র তমস্তনু হইয়া তাঁহারা সগুণ ও হরি নির্গুণ—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। অধিকন্তু স্বভক্তিজ্ঞানস্ফূর্তি ও সাক্ষাৎকারাদি শ্রেয়োদানে স্বভক্তপালন শুদ্ধসত্ত্বের ধর্ম। …(২৩)। …পার্থিব অর্থাৎ স্ববৃত্তিপ্রকাশের প্রবৃত্তি-শূন্য কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তি-স্বভাব ধূম শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা হইতেও প্রবৃত্তিপ্রকাশধর্মযুক্ত বেদোক্ত কর্মসাধন ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ লয়াত্মক তমঃ হইতে বিক্ষেপক রজঃ শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও লয়বিক্ষেপশূন্য ব্রহ্মদর্শন সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। গীতাও (১৪।১৭) বলিয়াছেন—"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥" ব্রহ্মদর্শনে সত্ত্ব ব্যবধায়ক হয় না বলিয়া উহার সাধকত্ব ঔপচারিক; যেহেতু ভক্তিবিনা ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয় না। … …(২৪)। অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই। বিশুদ্ধসত্ত্বময় তত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন, গোপালতাপনী শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। যেহেতু বিষ্ণুকলেবর মায়াতীত, মায়াশক্তিবৃত্তি বিদ্যাকেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে,—এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। …। (২৫)।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২০ পঃ) গুণাবতারতত্ত্ব এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন॥ ২৮৮॥ বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ-পালনে। গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়াসনে॥ ২৮৯॥ রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ-সংহার। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার॥ ২৯০॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁর গুণাবতার। সৃষ্টি-

অস্যার্থঃ—যথাহন্যে পুরুষাদয়োঽবতারাস্তথায়ঞ্চাবতারঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য তবৈব প্রাকট্যং পরমভক্তায়া ভুবো ভারজিহীর্ষয়া জাতোঽপি, অন্যেষাং স্বানাং ভক্তানাম্ অসকৃচ্চ মুহুরপ্যনুধ্যানায় নিজভজনসৌখ্যায় ভবতি। নন্বু তর্হি ভক্তসৌখ্যমেব প্রয়োজনং জাতম্ ইতি—

অনুবাদ

শ্রীবসুদেবোক্তিতে (ভাঃ ১০।৩।২০) বর্ণ অর্থে রূপ, কেবল শ্বেতাদি কান্তিমাত্র নয়। গুণময়ত্ব স্বীকার করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রকাশক আকারের অপেক্ষা থাকিলেও শুক্লশব্দকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। পালনজন্য গুণাবতার বিষ্ণু, যিনি ক্ষীরোদশায়িরূপেই পরমাত্মসন্দর্ভে প্রতি-পাদিত হইবেন, তাঁহার শ্যামবর্ণ অতি প্রসিদ্ধ; আর জনসংহরণের হেতু রুদ্রের শ্বেতবর্ণত্ব অতি প্রসিদ্ধ; এইরূপ হওয়ায় বর্ণের অর্থ কান্তি লইতে গেলে বিপরীতভাব আসিয়া পড়ে। গোভিলের সন্ধ্যোপাসনাতেও এইরূপই। ব্রহ্মারও রক্তবর্ণত্বে কোন তাৎপর্য হয় না। বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বর্ণ,

টিপ্পনী

স্থিতি-প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥ ২৯১ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ-অবতার। ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥ ৩০১ ॥ ভক্তিমিশ্র-পুণ্যে কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥ ৩০৩ ॥ গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি'। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৩০৩ ॥ কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়। আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥ ৩০৫ ॥ নিজ অংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে। সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরে ॥ ৩০৭ ॥ মায়াসঙ্গবিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন (ভেদাভেদপ্রকাশ) রূপ। জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ৩০৮ ॥ দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে। দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥ শিব মায়াশক্তি সঙ্গী তমোগুণা-বেশ। মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥ ৩১০ ॥ পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার। সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা তেঁহ, তাতে গুণ-মায়াপার ॥ ৩১৪ ॥ স্বরূপৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণসমপ্রায়। কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥ ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার। পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৩১৭ ॥" প্রথম (২৩ সংখ্যক) শ্লোকটির বিবৃতিতে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"..এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বিষ্ণুর অচিৎ শক্তির আশ্রয়ে বিজাতীয় শক্তিপরিণামপ্রভাবে গুণত্রয়দ্বারা প্রকাশিত। বিষ্ণুর সমজাতীয়ত্বে বিষ্ণুসেবানিরত জীবসমূহ বিষ্ণুমায়ারচিত জগতের সেবা না করিয়া অর্থাৎ কর্মফলভোগে নিজের অস্মিতাকে আবদ্ধ না করিয়া এই প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও সত্ত্বতনু বিষ্ণুরই সেবা করিয়া থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণবগণের উপাস্য বাস্তব বস্তুই জীবের পরমশ্রেয়ঃ সাধ্যবস্তু। বিষ্ণুসেবা পরিহার করিয়া রজস্তমঃ স্বভাববিশিষ্ট বদ্ধজীবের ধারণাই জীবের নশ্বর অস্মিতাকে অবৈষ্ণবাস্তিত্বে স্থাপন করে। বদ্ধজীবের ধারণায় বিষ্ণু ত্রিতত্ত্বরূপী। মুক্তজীবের অদ্বয়জ্ঞানে তিনি বিষ্ণু। তাঁহাতেই অনন্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যাশ্রিত। তাঁহার সেবা-বিমুখ করাইবার জন্য বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় জীবকে অভিভূত করে। মায়াধীশ ও মায়াবশ ধর্মদ্বয় ভগবান্ ও ভক্তে যে ভেদ বা বিশেষ স্থাপন করিয়াছে, তাহা শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বগত বিশেষত্ব। ......কেবলাদ্বৈতবাদী হরি-বিরিঞ্চি শিবের ভেদদর্শনাভাবে যে সিদ্ধান্ত বিরোধ করিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে বিরোধ, তাহার সামঞ্জস্য-স্থাপনে কেবলাদ্বৈতবাদী যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার অনুগমন সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিত্যধর্ম। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করিতে গিয়া সমন্বয়বাদী বিবর্তবাদাবলম্বনে যে ব্যভিচারপথ গৌণোপাসনায় পঞ্চোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা

"পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ" ইত্যেতৎ কথমুপপদ্যেত, তত্রাহ "অনন্যভাবানামি"তি। অন্যথা সর্বজ্ঞশিরোমণের্নির্দোষস্য তস্য তন্মাত্রাপেক্ষকানান্তেষামুপেক্ষায়াম-কারুণ্যদোষঃ প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ। আত্মারামেঽপি কারুণ্যগুণাবকাশো "গুণা বিরুদ্ধা অপি তু

অনুবাদ

এরূপ নিয়ম নাই। অত্যন্ত তমোগুণসম্পন্ন বকপ্রভৃতির বর্ণ ত' শুক্লই দেখা যায়। সাত্বিকগণের উপাস্য শ্রীবেদব্যাসনন্দন শুকদেব প্রভৃতির বর্ণও ত' শ্যাম বলিয়াই শোনা যায়। এই শ্লোকে 'স্বমায়য়া' —ইহার অর্থ ভক্তগণের প্রতি কৃপাযোগে; 'বিভর্ষি'-র অর্থ জগতে ধারণ করেন, প্রকটিত করেন—এই অর্থ। শ্লোকের 'সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতম্'-এর অর্থ রজোময়ত্বহেতু রক্ত অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি রাগ বা আসক্তিবহুল। আর 'কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা'—ইহার অর্থ তমোময়ত্বহেতু কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশরহিত—এই অর্থ।

ভাঃ ১।২।২৪ শ্লোকে এইরূপই উক্তি, যথা—"পার্থিব বা জড়কাষ্ঠ হইতে ধূম (অল্প প্রবৃত্তি-প্রকাশক বলিয়া) শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বৈদিক কর্মসাধক অগ্নি (বস্তুর প্রকাশক বলিয়া) শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ

টিপ্পনী

বাস্তবসত্যাধিকারী বৈদান্তিকগণ সর্বতোভাবে অস্বীকার করেন।" পরমাত্মসন্দর্ভে গুণাবতারত্রয়ের তারতম্যবিচার শ্রীজীবপাদ বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন। সুতরাং এখানে এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা হইতে বিরত হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। সে স্থলে পুনরায় ইহা গৃহীত হইবে।

শ্রীবসুদেবোক্তি "সত্ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে"—ইত্যাদি(ভাঃ ১০।৩।২০) শ্রীজীবপাদ শ্লোকযুগলের কথা ইঙ্গিত করিয়া ঐ একটী শ্লোকই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে "ত্বমস্যেতি" ইত্যাদিদ্বারা পরবর্তী (ভাঃ ১০।৩।২১) শ্লোকটীও ব্যাখ্যা করিলেন। এই শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ): "লোক রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া। অতএব সাধুগণের রক্ষণের জন্য রাজা নামে পরিচিত অসুরকোটি-সেনাপতিকর্তৃক ইতস্তত চাল্যমান সেনাকে আপনিসংহার করিবেন।" অতএব এখানে তমোগুণের কথা আসিতেই পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ যে তমোগুণাত্মক নয়, তাহার ব্যাখ্যা আরও বিশদ করিতে শ্রীজীবপাদ "জয়কালে"—ইত্যাদি (ভাঃ ৭।১।৮) যে শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী (ভাঃ ৭।১।৭) শ্লোকটীর সহিত পাঠ করিলে প্রসঙ্গটী আরও সহজবোধ্য হইবে বলিয়া উহা উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে, যথা—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে র্নাত্মনো গুণাঃ। ন তেষাং যুগপদ্ রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব চ॥" —অর্থাৎ 'সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটী গুণ প্রকৃতির, পরমাত্মার নয়। ইহারা একই সময়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—(অনুবাদ): "স্বরূপতঃ ভগবান্ সর্বত্রই সম। ……অতএব সর্বত্র যে ভগবানের বৈষম্য দেখা যায়, তাহা গুণবৈষম্যমূলক; তাহাও গুণগুলির হ্রাস ও আধিক্যরূপ। সে হ্রাস-বৃদ্ধিও এককালীন নয়, ক্রমানুসারে হয়। (তৎপূর্ববর্তী ভাঃ ৭।১।৬ শ্লোকোক্ত 'স্বমায়া গুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ'—অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণে অধিষ্ঠানপূর্বক স্থলবিশেষে বাধ্য ও অন্যত্র বাধকরূপে লক্ষিত হ'ন—এই কথার প্রসঙ্গসহ বলিতেছেন)—গুণগুলির হ্রাস বাধ্যত্বহেতু হয়, আর উল্লাস বা আধিক্য বাধকত্বহেতু হয়। সেই সত্ত্বাদিগুণের হ্রাস আধিক্য তাহা হইতে দেব, অসুর ও রাক্ষসদিগের হ্রাস ও আধিক্য হইতে অনুমান করা যায়। গুণগুলি নিজেরা ত' জড়, আর তাহাদের হ্রাস ও আধিক্য অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং তাহাদের অধিষ্ঠাতৃরূপে ভগবানের

সমাহার্যাশ্চ সর্বতঃ” ইতি স্মরণাৎ বিচিত্রগুণনিধানে শ্রীভগবত্যেব সম্ভবতি। ততোঽন্যত্র তু সঞ্চরিততদ্গুণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিপদমেব সাশ্চর্যং শ্রুত্যাদিভিরুচ্চৈর্গীয়তে, যশ্চাবিরিঞ্চি-মাপামরজনমাকর্ষন্নেব বর্ততে। তদুক্তং স্বয়মেব (ভাঃ ১০।৩২।১৯-২০)—

“ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥

অনুবাদ

(প্রকাশরহিত) তমোগুণ অপেক্ষা (প্রকাশের আভাস) রজোগুণ শ্রেষ্ঠ ও তাহা অপেক্ষা (সাক্ষাৎ প্রকাশক) সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ; তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের দ্বারস্বরূপ।”

শ্রীবসুদেবোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপক্ষ উঠাইতে পারেন ‘অন্য অর্থযুক্ত বাক্যদ্বারা যাহাতে লোকের ভ্রম হয়, এমন বর্ণনা কেন করিতেছেন ? সম্প্রতি আমি জনসংহরণের জন্য তমোগুণাশ্রয়ে এই কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছি, এই অর্থই ত' আসিয়া যাইতেছে’। এইরূপ আশঙ্কা পরিহারজন্য শ্রীবসুদেব পরবর্তী (১০।৩।২১) শ্লোকে বলিতেছেন—“ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর। রাজন্য-সংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥” —অর্থাৎ ‘হে বিভো, হে অখিলেশ্বর, এই মর্ত্যলোকের রক্ষণেচ্ছায় আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ক্ষত্রিয়নামধারী কোটি অসুর

টিপ্পনী

প্রবেশ। সত্ত্বের জয় বা আধিক্যকালে তিনি দেব ও ঋষিদিগের ভজন করেন, অর্থাৎ সে সময়ে সত্ত্ব যেমন অধিক হয়, তন্মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠানও অধিক হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বলবৃদ্ধি করত: অসুর-রাক্ষসাদির বাধার উৎপত্তি করেন। এইরূপ রজোগুণের জয়কালে অসুরদিগের ও তমোগুণের জয়কালে যক্ষরাক্ষসদিগের বল অধিক করেন। সেই কালের অনুগুণ বা অনুরূপ হইয়া এইরূপ করেন। গুণাধিক্যেরও কারণ কালই, তিনি ন'ন। এই অর্থ।”

শ্রীদেবকীদেবীর স্তবোক্ত (ভা: ১০।৩।২৪) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—(অনুবাদ:): “...হে পরমেশ্বর, প্রতিক্ষণ আমাদের উভয়ের (শ্রীবসুদেবের ও আমার কংস হইতে) অতিশয় ভয় বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও আপনার ভয়ের কোন শঙ্কা নাই,—ইহাই বলিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার যে প্রসিদ্ধ রূপ অর্থাৎ নারায়ণ, রাঘব, হয়শীর্ষ ইত্যাদি আকার, তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ সকলের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, আর আদ্য বা জন্মরহিত বলিয়া বেদে বলিয়াছেন। আর নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম আপনার অঙ্গজ্যোতি: তাহাও বলিয়াছেন—যেমন ‘যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’ (কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতা: ৬।১৪)—অর্থাৎ ‘যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে এই সমস্ত (বিশ্ব) দীপ্তি প্রাপ্ত হয়’, পরেও বলা হইয়াছে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতি: সনাতনম্।’ —অর্থাৎ ‘সত্যজ্ঞানময় যে অনন্ত ব্রহ্ম, তিনি সনাতন অর্থাৎ নিত্য জ্যোতি:।’ হরিবংশে শ্রীঅর্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন—‘যৎ পরং. পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈতদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥’ অর্থাৎ ‘হে অর্জুন, যে পরব্রহ্মকে সমস্ত জগৎ বিশেষ ভজনা করে, তাঁহাকে আমারই ঘন তেজ বলিয়া জানিবে।’ ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০): ‘যস্য প্রভ’ প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-, কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥’ —অর্থাৎ “কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অনন্তপৃথিব্যাদি বিভূতিসমূহ হইতে ভিন্ন নিষ্কল অর্থাৎ নিরুপাধি, অনন্ত অর্থাৎ অপরিসীম, অশেষভূত নির্বিশেষ সেই ব্রহ্ম প্রভাববশত: যাঁহার প্রভা অর্থাৎ অঙ্গজ্যোতি, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি।’ গীতায় (১৪।৭) ভগবান্ বলিয়াছেন ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’—অর্থাৎ ‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’—

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্, ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।"

ইত্যাদি। তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখ-প্রয়োজনকত্বং নাম কোঽপি স্বরূপানন্দবিলাসভূতপরমাশ্চর্যস্বভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যেঽপি (ভাঃ ৮।৩।৮) "অনুকালমৃচ্ছতী"-

অনুবাদ

সেনাপতি-পরিচালিত সৈন্য নিধন করিবেন।' 'আপনি লোকরক্ষার্থ অবতীর্ণ।' এখানে 'নির্ব্যূহ-মানাঃ'—এর অর্থ ইতস্ততঃ চাল্যমান। ভাবার্থ এইরূপ—ব্রহ্মের চিদ্‌ঘনত্ব শুদ্ধসত্ত্বময়ত্ববোধক অন্য প্রমাণ দূরে থাকুক্, গুণাত্মরূপ রূপ অঙ্গীকার করিলেও যেমন প্রলয় দুঃখমাত্রহেতু বলিয়াও সুষুপ্তিরূপ বলিয়া উহাতে ঐ সব নিমিত্ত তমোগুণের অবসর আছে, কিন্তু এই (আপনার অবতারের) কাল আপনা-কৃত রক্ষা দ্বারা জগতের সুখের হেতু ও তমোময় অসুরগণের বিনাশযোগ্য হওয়াতে, আর সেই সব অসুরের হত্যাচ্ছলে তাহাদের সর্বগুণাতীত মোক্ষাত্মক প্রসাদ লাভ হয় বলিয়া, ঐ তমোগুণের সেরূপ অবসর নাই; যেমন সৈন্ধব আনয়ন কর' বলিলে উহার কালোপযোগী অর্থই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ (—অর্থাৎ ভোজনের সময় বলিলে 'সৈন্ধবে'র অর্থ লবণ হইবে ও অশ্বারোহী যাত্রার উপক্রমে বলিলে 'সৈন্ধবে'র অর্থ ঘোটক হইবে)।

টিপ্পনী

উহার টীকায় স্বামিচরণও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—('আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ প্রতিমা, অর্থাৎ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম; সূর্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপ।' আর বিভূতিপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) 'বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্'—এখানে 'পরম্' এই শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম' বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মৎস্যদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৮।২৪।৩৮): 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্ম শব্দিতম্'—অর্থাৎ 'আমার মহিমা পরব্রহ্মশব্দে কথিত।' ...... আর আপনার সত্ত্বমাত্র অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বশক্তিবিলাসভূত স্ববিগ্রহ-ধাম-ভক্ত-পরিকর প্রভৃতি নির্বিশেষ অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপ বিশেষ হইতে নির্গত—এইরূপ বলেন। অতএব আপনি নিরীহ অর্থাৎ আপনা হইতেই পরিপূর্ণ বলিয়া বিতৃষ্ণ। ...... সেই আপনি অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ সর্ব প্রকাশক বিষ্ণু। ..." ব্রহ্ম যে ভগবদঙ্গজ্যোতিঃ তাহা শ্রীচরিতামৃতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যথা—"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" অর্থাৎ 'উপনিষৎকথিত অদ্বৈত ব্রহ্ম, ভগবানের অঙ্গকান্তি (আঃ ১।৩)। "ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য যেন চর্ম চক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥ (মঃ ২০।১৫৯)। "তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধকিরণমণ্ডল। উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল;" (আঃ ২।১২)। বর্তমান সন্দর্ভের ৮ম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"ব্যক্তিতে ভগবত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।" শ্রীধ্রুবও (ভাঃ ৪।৯।১০) ভগবৎস্তোত্রে বলিয়াছেন —"ব্রহ্মণি স্বমহিমনি"—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম আপনারই মহিমা'। আরও বহুস্থলে ব্রহ্মের ভগবদঙ্গকান্তিত্ব, ভগবদ্বিভূতিত্ব ও ভগবন্মহিমত্ব কথিত হইয়াছে।

এই পর্যন্ত "ন বিদ্যতে" এই মূল শ্লোকে (ভাঃ ৮।৩।৮) কথিত ভগবজ্জন্ম, কর্ম, নাম ও রূপতত্ত্ব আলোচিত হইল। এক্ষণে গুণসম্বন্ধে আলোচনা প্রবৃত্ত হইতেছে। তাই জীবপাদ বলিয়াছেন—'প্রকৃতমনুসরামঃ।' 'প্রকৃত'—অর্থে মূল প্রকরণ। গুণের বৈশিষ্ট্যহেতু আত্মারামগণ পর্যন্তও ভগবদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। "আত্মারামাশ্চ" ও "হরের্গুণাক্ষিপ্তমতিঃ" (ভাঃ ১।৭।১০-১১) শ্লোক দুইটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা জন্য সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণকে তত্ত্বসন্দর্ভের ৩০শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনী আলোচনা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ত্যনেনৈব দর্শিতম্। অতঃ প্রয়োজনান্তরমতিত্বন্তু তস্মিন্নাস্ত্যেব। তৎপ্রয়োজনত্বঞ্চ তস্য পরম-সমর্থস্যানন্দবিলাস এবেতি দিক্। যথোক্তম্—

অনুবাদ

ভাঃ ৭।১।৮ শ্লোকে এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"সত্ত্বগুণের আধিক্যসময়ে তদ্বিশিষ্ট দেবতা ও ঋষিদিগকে, রজোগুণের আধিক্যসময়ে তদ্বিশিষ্ট অসুরগণকে, এবং তমোগুণের আধিক্য সময়ে তদ্বিশিষ্ট যক্ষরাক্ষসগণকে সেই সেই কালের অনুরূপ হইয়া তিনি ভজন করেন অর্থাৎ যথাকালে তাঁহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বলবৃদ্ধি করেন।" অতএব এই বর্ণ (শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ) তমোগুণকৃত নয়। এই প্রকারে পূর্বপক্ষীয় মত রজঃ-সত্ত্বগুণযোগে রক্ত-শুক্ল বর্ণ হয়, তাহা নিরস্ত। তাহা হইতেও পারিশেষ্য (সর্বাবশেষ্য) প্রমাণযোগে এস্থলেও স্বরূপশক্তিপ্রকাশিত বলিয়াই সমাপ্ত হইতেছে। ইহাই ভাবার্থ।

এই প্রকারেই শ্রীদেবকী দেবীও সম্ভ্রমসহকারে (ভাঃ ১০।৩।২৪ শ্লোকে তাঁহার স্তবের) প্রথমেই বিবৃত করিয়াছেন, যথা—"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং, ব্রহ্ম জ্যোতি র্নিগুণং নির্বিকারম্। সত্তা-মাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং, সত্ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥" — অর্থাৎ 'হে দেব, যাঁহার রূপকে অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াগোচর), আদ্য (সকলের আদি) বলেন, আর নির্গুণ (প্রাকৃতগুণরহিত), নির্বিকার (বিকৃতি-রহিত), ব্রহ্ম যাঁহার জ্যোতিঃ বলেন, আর যাঁহার সত্তামাত্রকে (শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ধামপরিকরপ্রভৃতিকে) নির্বিশেষ (বিশেষ বা প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্) ও নিরীহ (স্বতঃ পরিপূর্ণ বলিয়া নিস্পৃহ) বলেন, আপনি সেই অধ্যাত্মদীপ (সর্বতত্ত্বপ্রকাশক) সাক্ষাৎ বিষ্ণু।"

এক্ষণে প্রকৃত অর্থাৎ মূল শ্লোকে "ন বিদ্যতে" ইত্যাদি (ভাঃ ৮।৩।৮)—ইহারই প্রসঙ্গ অনুবর্তন করা হইতেছে। সেইরূপ (পূর্ববর্ণিত 'নাম-রূপে'র ন্যায়) গুণেরও আত্মারামগণের আকর্ষণলক্ষণাত্মক হওয়ায় বৈলক্ষণ্য (বৈশিষ্ট্য)ও অদ্ভুতরূপত্ব। ইহা যেমন শ্রীসূতগোস্বামী (ভাঃ ১।৭।১০) বলিয়াছেন— "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো। হরিঃ॥" —অর্থাৎ 'ব্রহ্মানন্দসুখমগ্ন ও ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধ-অহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কামসেবা করিয়া থাকেন, কেননা ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারাম-গণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।' ইহার পরেও (ভাঃ ১।৭।১১): "হরেগুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্

টিপ্পনী

শ্রীঅর্জুন কথিত (ভাঃ ১।৭।২৫) শ্লোকটীর অনুবাদে তাঁহারই পূর্বকথিত ২৩ সংখ্যক শ্লোকটী ("ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ" ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উহাও আলোচনীয়। ইহার ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্তমান সন্দর্ভের ২৩শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে। সুধীপাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক তাহা দেখিয়া লইবেন। বর্তমান (ভাঃ ১।৭।২৫) শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"এই অবতারে আপনার সাধুপক্ষপাত লক্ষিত হইতেছে ; কেবল ভূভারহরণ আপনার ইচ্ছামাত্রেই হইতে পারে। ভবদীয় অনন্যভাব একান্ত ভক্তগণের নিরন্তর অনুধ্যানের জন্যই এই অবতার।"

"কৃপালোরসমর্থস্য দুঃখায়ৈব কৃপালুতা।

অনুবাদ

বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥" —অর্থাৎ 'মহাযোগী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চিত্ত হরিগুণাকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবতপুরাণ বিস্তৃতায়তন হইলেও তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যানাদি প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রিয় ছিলেন বা বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রিয় ছিলেন।'

অতএব বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্যবত্তাহেতু ভগবান্ পুরুষোত্তমে সমস্ত গুণই বর্তমান, তাহাতে কোনও দোষেরই সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনি পরম পুরুষ। তাঁহার উপর প্রাকৃত মায়া বা মায়ীর প্রভাব নাই, সুতরাং ইহাদের কৃত গুণ বা দোষ কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদি সমস্ত মায়াকৃত নয়, তাঁহার ঐ সমস্ত তাঁহার ঐশ্বর্যসম্ভূত। যেহেতু তিনি অমায়ী অর্থাৎ মায়াতীত ঈশ্বর, সেই কারণেই তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া বেদজ্ঞগণ জানেন।"

এক্ষণে "ন বিদ্যতে" (ভাঃ ৮।৩।৮) প্রকৃত অর্থাৎ অনুচ্ছেদের মূল শ্লোকটীর অবশিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। এই ভাবে স্বরূপশক্তিবিলাসরূপ বলিয়া ভগবানের নামরূপগুণাদির প্রাকৃতত্ব হইতে বিলক্ষণত্ব বা পৃথক্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হইল, তথাপি পূর্বপক্ষের আশঙ্কা আছে, যেমন—'আচ্ছা, ঐগুলি না হয় স্ব-স্বরূপভূতই হইল, তথাপি স্বরূপ যখন পূর্ণ, তখন ঐগুলি পাইবার কি প্রয়োজন?' তন্নিরসনে বলিতেছেন 'লোকাপ্যয়সম্ভবায়'—লোক অর্থে ভক্তজন, তাঁহাদের অপায় অর্থাৎ সংসারনাশ, তাহা করিয়া সম্ভব অর্থাৎ ভক্তিসুখ'প্রাপ্তি'—প্রাপ্তি-অর্থে ভূধাতু হইতে এই অর্থ; ভক্তিসুখপ্রাপ্তি নিমিত্ত। ইহাও উপলক্ষণ, বস্তুতঃ নিত্যপার্ষদ ভক্তগণেরও ভক্তিসুখোৎকর্ষনিমিত্ত।

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণের "ভজতোঽপি" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩২।১৯-২০ শ্লোকে) উক্তিটীর অর্থ সম্যক্ উপলব্ধির জন্য তৎসংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ত' হইবেই না, বরং প্রয়োজনীয়,—এই উদ্দেশে তাহা একটু প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাসলীলা-নিশায় অকস্মাৎ তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় গোপীগণ তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে যখন তিনি তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হ'ন, তখন আনন্দাধিক্য লাভ করিয়া একটু ক্রোধ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন (ভাঃ ১০।৩২।১৬):—"হে কৃষ্ণ, এক শ্রেণীর লোক, যিনি তাঁহাদের ভজন করেন, তাঁহার ভজন করেন; অপর এক শ্রেণী ইহার বিপরীত, ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া অভজনকারীকেও ভজন করেন; আবার এক তৃতীয় শ্রেণী ভজনকারী বা অভজনকারী—কাহারও ভজন করেন না। এই সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার কিরূপ বিশদভাবে আমাদিগকে বল। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"যাঁহারা পরস্পর ভজন করেন, তাঁহারা স্বার্থের জন্য ভজন করেন; তাহাতে সৌহার্দ বা ধর্ম কিছু নাই (১৭)। যাঁহারা অভজনকারীর ভজন করেন, যেমন মাতাপিতা শিশু সন্তানের, তাঁহারা কারুণিক, এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সৌহার্দ ও ধর্ম আছে (১৮)।" ইহার পর আলোচ্য শ্লোক দুইটীতে গোপীগণের তৃতীয় প্রশ্নের মর্মানুসারে উত্তর দেন। স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"এক শ্রেণী আত্মারাম, যাঁহাদের অপরাগ দর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত; কেহ বা আপ্তকাম অর্থাৎ বিষয়দর্শী হইলেও পূর্ণকাম বলিয়া ভোগেচ্ছারহিত; অপরে অকৃতজ্ঞ বা মূঢ়; কিন্তু চতুর্থশ্রেণী গুরুদ্রোহী, অতি কঠিন, পিতার ন্যায় যে উপকারক গুরুতুল্য, তাঁহার প্রতি দ্রোহশীল (১৯)। গোপীরা তাঁহাকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করিয়া চক্ষুঃসঙ্কোচসহ মৃদুহাস্য করিতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আমি

সমর্থস্য তে তস্যৈব সুখায়ৈব কৃপালুতা ॥” ইতি।

অনুবাদ

হা শ্রীমদ্ অর্জুন প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।৭।২৫) বলিয়াছেন, যথা—“সেই প্রকার (অর্থাৎ ২৩ শ্লোকে কথিত প্রকার) মায়া দূর করিয়া স্বচিন্ময়স্বরূপে তোমার এই কৃষ্ণরূপে অবতারও পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছায় ও অনন্যভাবযুক্ত একান্তভক্তগণের নিরন্তর অনুধ্যানের অর্থাৎ ভজনসুখপ্রাপ্তিনিমিত্তই হইয়াছে।” ইহার অর্থ—যেমন অন্য পুরুষাবতারাদি, সেইরূপ এই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনামী তোমার এই অবতার বা প্রাকট্য পরমভক্তা পৃথিবী দেবীর ভারহরণের জন্য জাত হইয়াও অন্য ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান বা বা নিজভজনজাত-সুখের নিমিত্ত হয়। আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—“আচ্ছা, তাহা হইলে ত' ভক্তের সুখসাধন তাঁহার প্রয়োজন হইয়া পড়িল ; তাহাতে (বর্তমান অনুচ্ছেদে উপরি উদ্ধৃত নারায়ণ-সংহিতা-বচন) ‘পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ’— অর্থাৎ পূর্ণানন্দ তাঁহার প্রয়োজনবুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ?—ইহাব সঙ্গতি কি প্রকারে করা যাইবে ?” ইহার উত্তরে শ্রীঅর্জুন ‘অনন্যভাবানাম্’ বা ঐকান্তিক ভক্তগণের সুখের কথা বলিলেন। তাহা না হইলে সর্বজ্ঞশিরোমণি নির্দোষ তাঁহার পক্ষে একমাত্র তাঁহারই অপেক্ষায় যাঁহারা থাকেন, সেই ঐকান্তিক ভক্তগণকে উপেক্ষা করিলে অকারুণ্য বা নির্দয়তা-দোষ আসিয়া পড়িবে। ইহাই ভাবার্থ। আত্মারাম হইলেও কারুণ্যগুণের অবকাশ অবশ্য থাকিবে ; (উপরি উদ্ধৃত কূর্মপুরাণবচন) “গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্যাশ্চ সর্বতঃ”—‘গুণসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সর্বতোভাবে তাঁহাতে সমাহার্য বা একত্র থাকিবার যোগ্য’—এই স্মৃতিবাক্য। ভগবান

টিপ্পনী

কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ নই, কিন্তু পরমকারুণিক, পরমসুহৃৎ’। কেন ? ‘এই সব ভজনকারীদিগের অনুবৃত্তি ; বৃত্তিহেতু অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানপ্রবৃত্তিনিমিত্ত তাঁহাদিগকে ভজন করি না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ—যাহার ধনক্ষয় হইয়াছে, সে তাহার ধনের চিন্তায় নিভৃত অর্থাৎ পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া যেমন অন্য কিছু—ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্যন্ত জানে না, সেইরূপ।” শ্রীল চক্রবর্তি-পাদ লিখিয়াছেন, যথা—“……আমি নারায়ণরূপে আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও নন্দপুত্ররূপে অনাত্মারাম ও অপূর্ণকাম। গোপবালক বলিয়া নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে না পাওয়ায় আমি অকৃতজ্ঞ হইয়াও নারায়ণরূপে সার্বজ্ঞ্যহেতু কৃতজ্ঞ। স্ববিলাসাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রবেশিতা বা আকৃষ্টা তোমাদিগকে একবারমাত্র ত্যাগ করিয়াই দ্রোহজন্য অত্যন্ত দ্রোহী হইয়াও পুনরায় তোমাদিগকে স্বদর্শনানন্দ দান করিলাম বলিয়া আর তাহা নাই। তবে আমি কোন্‌টী, যদি নিশ্চিত করিয়া বলিতে বল, তবে প্রথমেই বলিতেছি—আমি কোনটীই নই। এই সব ভজনকারীদের অনুবৃত্তি আমার ভজন, সেই ভজনেরই বৃত্তি বা জীবিকা অর্থাৎ পোষণজন্য আমি তাহাদিগের ভজন করি না। তোমরা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ। তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের সম্যক্ প্রেম সঞ্জাত হয় নাই; ‘হায়, হায়, আমি যতই উদ্যম করিতেছি, ততই তাহা বিফল হইতেছে, অপরাধী আমার প্রতি কৃষ্ণের লেশপর্যন্তও অনুগ্রহ নাই, আমাকে ধিক্’—এইরূপ তাহাদের অনুক্ষণ নির্বেদ, দৈন্য, প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে কাম-ক্রোধাদির উপশম বা অঙ্গীকার হইলেই ভক্তি প্রদীপ্ত হয়। আর যাহারা জাতপ্রেম, তাহাদের অনুবৃত্তি আসক্তি ; তাহাদের জীবিকার জন্য আমি ভজন করি না, অর্থাৎ দর্শন দিয়াও অন্তর্হিত হই, তাহাতেই অনুবৃত্তি যে আসক্তি, তাহা পূর্বাপেক্ষাও প্রবৃদ্ধ হয়। ইহাদেরই সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত। ধনের

গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ

বিচিত্র বা বিভিন্ন গুণসমূহের নিধান বা আধার বলিয়া তাঁহাতেই ঐ প্রকার অবকাশ সম্ভবপর। তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহাতে তাঁহারই গুণের অংশ প্রচলিত দেখিলে তাহা তাঁহারই, যাঁহার বিষয়ে শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পদে পদে আশ্চর্যভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন ও যিনি আব্রহ্মপামরজন পর্যন্ত সকল জনকেই আকর্ষণ করিয়া বর্তমান।

ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে) বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৩২।১৯-২০): "কেহ কেহ ভজনকারীকেও ভজন করেন না, অভজনকারীকে ভজন করার কথা কোথায় ? ইঁহারা চারি প্রকার, যথা—আত্মারাম (অর্থাৎ বহির্দর্শনরহিত), আপ্তকাম (পূর্ণকাম হওয়ায় পরভজনে প্রবৃত্তিরহিত), অকৃতজ্ঞ (পরে উপকার করিলে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্তিরহিত) এবং গুরুদ্রোহী (পরকৃত উপকার জানিয়াও দুষ্টচিত্তহেতু গুরুতুল্য উপকারকের প্রতি দ্রোহকারী)। হে সখীগণ, জীবগণ আমার ভজন করিলেও আমি তাহাদের ভজন করি না, তাহাদের যাহাতে আমার অনুবৃত্তি বা ধ্যানরূপ যে অনুবর্তন, তাহার বা নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহার নিমিত্ত।"

অতএব পরমসমর্থ ভগবানের ভক্তগণের সুখপ্রয়োজনকত্বরূপ যে কৃপালক্ষণ, তাহা স্বরূপানন্দ-বিলাসভূত পরমাশ্চর্য কোনও স্বভাববিশেষ। ইহা মূলপদ্যে (ভাঃ ৮।৩।৮ "ন বিদ্যতে" শ্লোকে) 'অনুকালমৃচ্ছতি'—অর্থাৎ 'জন্মকর্মনামরূপাদি অনুক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন'— এই উক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অন্য প্রকার প্রয়োজনবুদ্ধি পূর্ণানন্দ ভগবানে নিশ্চিতই নাই। আর ভক্তসৌখ্য-রূপ ঐ প্রয়োজনত্বও পরম সমর্থ ভগবানের আনন্দবিলাসই—ইহাই দিগ্‌দর্শন ; যেমন কথা প্রচলিত আছে—"অসমর্থ ব্যক্তি কৃপালু হইলে, তাঁহার কৃপালুতা দুঃখেরই কারণ হয়, কিন্তু সমর্থ কৃপালু ব্যক্তির কৃপালুতা তাঁহারই সুখের কারণ হয়।"

মূলপদ্যটী "ন বিদ্যতে যস্য"—ইত্যাদি গজেন্দ্র শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন। (৪৭)

টিপ্পনী

চিন্তায় পূর্ণ হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাদির চিন্তা বিনষ্টধন যেমন জানে না, সেইরূপ আমার ভজনকারীদের আমারই অনুবৃত্তি বাঞ্ছিত ; তাহারই অধিক পরিমাণে সম্পাদনজন্য আমি তাহাদিগকে প্রকটভাবে ভজন না করিলেও অপ্রকটভাবে অধিক পরিমাণেই ভজন করি ; অতএব বস্তুতঃ আমি করুণই। অতএব প্রকৃতপক্ষে অস্পষ্ট হইলেও আমার ভজন ভজন-কারীদের ভজনের অনুরূপই, যেহেতু গীতায় (৪।১১) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'—এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হওয়া অযুক্ত।"

পূর্ণানন্দ ভগবানের প্রয়োজনমতি না থাকিলেও ভক্তজনসুখদান তাঁহার প্রয়োজন, যেহেতু তাহার অভাবে তাঁহার কল্যাণগুণত্বে দোষ স্পর্শ করে। তবে তাঁহাতে অন্য কোনও প্রয়োজনমতিত্ব নাই। এই প্রয়োজনত্বও তিনি পরম সমর্থ বলিয়াই তাঁহার পক্ষে আনন্দবিলাসই। অসমর্থজীব কৃপালু হইয়া অপরকে সুখদান করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে বিফল হইয়া দুঃখলাভই করেন, ইহাই বলিবার জন্য শ্রীজীবপাদ "কৃপালোঃ"—ইত্যাদি ন্যায়মূলক

অপাণিপাদ শ্রুতেরপি ভগবত্ত্যেব তাৎপর্য্যম্

তস্মাদপাণিপাদশ্রুতেরপি সদনন্তপ্রকাশানন্দবিগ্রহ এব ভগবতি তাৎপর্যং নান্যত্রেতি প্রতিপাদয়ন্তি—(ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-, স্তববলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়া নিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো, বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥"

অয়মর্থঃ—অত্র কারণং নাম বাস্যাদিবৎ কর্তৃশক্তিপ্রেরিততয়া কার্যকরং কর্তুর্ভিন্নতমং কেবলকরণত্বাপন্নমেব বস্ত্বঙ্গীকৃতং, ন তু স্বরূপত্বাপন্নমপি যত্তদপি, যথা দহনাদৌ তচ্ছক্ত্যাদিকং,

অনুবাদ

অতএব "অপাণিপাদ" ইত্যাদি (শ্বেতাঃ ৩।১৯) শ্রুতিরও তাৎপর্য সৎ-অনন্ত-স্বপ্রকাশ-আনন্দ-বিগ্রহময় শ্রীভগবানেই, অন্যত্র নয়,—ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন শ্রুতিগণ ভগবৎ-স্তোত্রে, যথা (ভাঃ ১০।৮৭।২৮): "আপনি 'অকরণ' অর্থাৎ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-রহিত, 'স্বরাট্' অর্থাৎ স্বরূপভূত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বিরাজমান, 'অখিলকারকশক্তিধর' অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমগ্র ইন্দ্রিয়গণের শক্তির আধানকারী। 'বর্ষভুজ্' গণ অর্থাৎ খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণ 'অখিলক্ষিতিপতি'র ন্যায় অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীপতিকে যেমন করপ্রদান ও প্রজাগণ হইতে স্বীয় কর গ্রহণ করেন, সেইরূপ 'অনিমিষ' ইন্দ্রাদি দেবগণ 'বিশ্বসৃক্'-সমূহ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণ 'অজা' মায়াদেবীর সহিত আপনার বলি বহন করেন অর্থাৎ পূজোপহার প্রদান করেন ও তৎসহ ভোজন করেন অর্থাৎ মনুষ্যদত্ত হব্য-কব্য ভোজন করেন। যাঁহারা যে কার্যে নিযুক্ত, তাঁহারা চকিত অর্থাৎ ভীত হইয়া সেই কার্য সম্পাদন করেন।" ইহার অর্থ—এখানে করণ বলিতে বাসি (বাইস) বা কুঠারাদির ন্যায় কর্তার শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য করে, কিন্তু কর্তা হইতে

টিপ্পনী

শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার লৌকিক উদাহরণস্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি যে কোন কৃপালু দরিদ্র গৃহস্বামীর গৃহে একাধিক অতিথি আসিলে তিনি তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হ'ন; কিন্তু তিনি যদি ধনী হইতেন, সমাগত অতিথিবর্গের নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যযোগে তৃপ্তিবিধানপূর্বক বিশেষসুখলাভে সমর্থ হইতেন ॥ ৪৭ ॥

'অপাণিপাদ' (শ্বেঃ ৩।১৯) শ্রুতিবাক্যটী সম্পূর্ণ এই, যথা—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"—অর্থাৎ 'সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত হস্ত ও পদরহিত হইলেও তিনি বেগবান্ এবং সর্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন, অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে জানেন, এমন কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতইন্দ্রিয়যুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীম-বুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে আদি বা সর্বকারণকারণ মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন।'

এই অনুচ্ছেদের মূল (ভাঃ ১০।৮৭।২৮) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অখিল প্রাণিগণের নিকেতন বলিয়া যদি ভগবান্‌কে সেবা বলা হয়, তাহা হইলে ত' তাঁহার ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-হেতু তিনি কর্তা, ভোক্তা—এইরূপ আপত্তি

গৌণার্থত্বাৎ। স্বরাট্পদনিরুক্তৌ স্বেনেতি তৃতীয়ান্তপদস্য স্বরূপশক্ত্যাবেব পর্যবসানাচ্চ। ততো জীবস্য চিদ্রূপত্বাৎ পাণ্যাদীনাং স্বতো জড়ত্বাত্তদধীনশক্তীনাং তেষাং ভিন্নতমানাং করণত্বং মুখ্যার্থমেব। ততোঽসৌ তদাসক্তত্বাৎ সকরণঃ, ত্বন্তু তদন্তর্যামী তদনাসক্তত্বাৎ তদনপেক্ষো, যতঃ স্বরাট্ স্বরূপশক্ত্যৈব রাজসে ইতি। তথা প্রলয়কালাবসানে (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)—

"স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ।"

ইতি বিদ্বদ্গণগুরুভিরস্মাভিরপি নিজালম্বনত্বেন বর্ণ্যমাণপরমদিব্যকরণগণবিচিত্রোঽপ্যসৌ অকরণ এব। কুতঃ? স্বরাট্—স্বেন স্বরূপশক্তিবিশেষসিদ্ধপ্রাদুর্ভাববিশেষেণ স্বরূপেণৈব তত্তৎ-

অনুবাদ

সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেবল করণত্ব বা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত বস্তুই করণ বা ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত; কিন্তু যাহা স্বরূপতা-প্রাপ্ত অর্থাৎ কর্তার ভাবপ্রাপ্ত, তাহা নহে, যেমন দহনাদি কার্যে দাহিকা শক্তি প্রভৃতি অগ্নির স্বরূপ হইতে পৃথক্ও নয়, অথচ দাহের কারণ বলিয়া গৌণ অর্থে কারণত্বে স্বীকৃত। 'স্বরাট্'-পদের নিরুক্তি (নির্বচন বা বিশেষভাবে যখন) অর্থাৎ 'স্বেন রাজতে'—এই বিশ্লেষণপ্রাপ্ত অর্থে 'স্বেন' এই তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত-পদের অর্থ স্বরূপশক্তি বলিয়া পর্যবসিত বা সমাপ্ত হইতেছে। অতএব জীব চিৎ-স্বরূপ বলিয়া (উপনিষদুক্ত 'অপাণিপাদ' প্রভৃতিতে)'পাণি' (হস্ত) প্রভৃতি স্বতঃই জড় হওয়ায় জীবের অধীন শক্তিভূত উহারা (হস্তপদাদি) জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়ায় তাহারা করণ—ইহা মুখ্যার্থ। অতএব ঐ জীব হস্তপদাদি-সংলগ্ন বলিয়া (আপনার বা ভগবানের ন্যায় অকরণ নয়, কিন্তু) সকরণ (করণ বা ইন্দ্রিয়যুক্ত)। কিন্তু আপনি তাহাদের (হস্তপদাদির) অন্তর্যামী হইলেও তাহাদের সংলগ্ন নহেন, আর তাহাদের অপেক্ষাও রাখেন না, যেহেতু আপনি স্বরাট্, স্বরূপশক্তিসহিতই বিরাজমান।

এইরূপ বেদাধিষ্ঠাতা দেবগণ প্রলয়াবসানে যোগনিদ্রায় অবস্থিত ভগবান্কে সৃষ্টিকার্যে অবহিত করাইবার জন্য ভগবত্তার বোধক বাক্যসমূহদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৮৭।১২-৪১),

টিপ্পনী

আসিয়া গেল। যদি বস্তুতঃ তাহা না হয়, জীবগণও ত' তাঁহার তুল্য হইল; কোন্ বিশেষ পার্থক্যের জন্য আবার সেবা-সেবকভাব আসিবে? এই আশঙ্কা পরিহার করিতে আদি শ্রুতিগণ স্তবকালে 'অপাণিপাদঃ'—প্রভৃতি বাক্যানুসারে বলিতেছেন 'আপনি অকরণ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত হইয়াই অখিল প্রাণিসমূহের কারক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তির ধারক বা প্রবর্তক। কি হেতু? আপনি যে স্বরাট্ অর্থাৎ আপনা আপনিই বিরাজ করেন; স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানশক্তি আপনার ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা নাই। অতএব আপনার বলি উদ্বহন বা পূজা করেন। তাঁহারা অজা অর্থাৎ অবিদ্যা-সহিত বা তদ্দ্বারা বৃত। অনিমিষ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহাদের পূজ্য ব্রহ্মা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টাও। যেমন কিঙ্করগণ সস্ত্রীক হইয়াই প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ অবিদ্যাযুক্ত দেবতাদি আপনার সেবা করেন, এই লোকপ্রসিদ্ধি। আর মনুষ্যপ্রদত্ত হব্যকব্যলক্ষণ বলি ভোজনও করেন। দৃষ্টান্ত, যেমন বর্ষভুক্ বা খণ্ডমণ্ডলপতিগণ স্বপ্রজাদত্ত বলিভোজন করিয়া অখিলক্ষিতিপতি মহামণ্ডলেশ্বরের বলি উদ্বহন করেন, সেইরূপ। কিরূপে? "ভীষাস্মাৎ"—ইত্যাদি (তৈঃ ২।৮।১) শ্রুতি-অনুসারে আপনার ভয়ে ভীত হইয়া যে কার্যে যিনি নিযুক্ত, তিনি সেই কার্য করেন। আপনার আজ্ঞা-

করণতয়া রাজসে। তেষাং স্বরূপভূতত্বেন মুখ্যকরণত্বাযোগাদিতি ভাবঃ। অন্যথৌপাধিকবস্তু-দ্বারা তবাপি প্রকাশে কথং নাম স্বরাট্ত্বং সিধ্যেদিতি চ। "আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ আঃ ৪।৪।১৯ ও কঠ ২।১।১১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ

অনুবাদ

সেই স্তুতিসমূহের মধ্যে (ভাঃ ১০।৮৭।২৩ শ্লোকের শেষার্ধ "স্ত্রিয় উরগেন্দ্র"-ইত্যাদি এইরূপই অর্থাৎ ভগবান্ স্বরূপশক্তিসহ বিরাজমান বলিয়াছেন, যথা—"হে দেব, যে সকল রমণী (যেমন গোপীগণ) সর্পরাজদেহসদৃশ আপনার ভুজদণ্ডযুগলের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিসম্পন্না, তাঁহারা এবং আপনার পাদপদ্মের সুষ্ঠুধারণলীলা সম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিসম্পন্না আমরা,—সকলেই আপনার নিকট সমা বা তুল্যকৃপাপ্রাপ্তিযোগ্যা।" অর্থাৎ বিদ্বান্দিগের শ্রীব্যাসাদিগুরুবর্গের ও আমাদিগেরও (শ্রুতি-গণের), নিজ আলম্বন বলিয়া কথিত পরমদিব্য (অপ্রাকৃত) করণ (পাণিপাদ) শোভিত হইয়াও ঐ আপনি (২৮ শ্লোকোক্ত) অকরণই (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়রহিতই)। কিরূপে? তদুত্তর, আপনি স্বরাট্—স্বীয় স্বরূপশক্তিবিশেষযোগে প্রাপ্ত প্রাদুর্ভাববিশেষযুক্ত হইয়া আপনি স্বরূপেই সেই সেই (পাণিপাদাদি) করণসহ শোভমান। সেই করণগুলি স্বরূপভূত বলিয়া মুখ্যকরণরূপে স্বীকৃত হইবার অযোগ্য, এই ভাবার্থ। তাহা না হইলে, উপাধিময় বস্তুদ্বারা আপনারও প্রকাশ হইলে আপনি যে স্বরাট্, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? উপনিষৎ বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, জরারহিত, পুরাণ (আদ্য), এক (অদ্বিতীয়), সৎ (নিত্য) ও বহুরূপে দর্শনীয়"; "ব্রহ্মস্বরূপে নানাত্ব বা কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই" (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯ ও কঠ ২।১।১১)। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"তাঁহার কর-চরণ-মুখ-উদর প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি চিৎ আনন্দমাত্র, অর্থাৎ জড়ীয় বা প্রাকৃত নহে।"

টিপ্পনী

পালনই তাঁহাদের আপনার বলি-উদ্বহন।" চক্রবর্তিপাদটীকার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"যদি বল অস্বতন্ত্র ঈশিতব্য জীবগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর আপনার সেবা করিবে—কিন্তু এরূপ বলিও না, আমারও নেত্রকর্ণভুজাদি থাকায় আমিও জীবগণের ন্যায় করণ বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, আমার স্বাতন্ত্র্য বা ঈশ্বরত্ব কোথায়?" এই শ্লোকে শ্রুতিগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আপনি অকরণ, আপনারআহঙ্কারিক (ঔপাধিক বা প্রাকৃত) মন, নেত্র, কর্ণাদি নাই। 'তবে এই মন-নেত্র-কর্ণাদি কোন্ স্থানীয়?' আপনি স্বরাট্, স্বীয় স্বরূপভূত নেত্রকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সহিত বিরাজমান, আপনি অখিলকারকশক্তিধর'—'খিল' অর্থে তুচ্ছ, প্রাকৃত; আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ অখিল বা খিল হইতে পৃথক্ অর্থাৎ চিদানন্দময় আপনার স্বরূপভূত, আপনি সে সমস্ত ধারণ করেন; আর শ্রুত্যুক্ত (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৮) 'চক্ষুষশ্চ চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্' অনুসারে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণেরও শক্তিসমূহ আপনি ধারণ করেন; আপনি প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়যুক্ত ন'ন, আবার ইন্দ্রিয়হীনও ন'ন; কিন্তু পরাখ্যস্বরূপশক্তিময়েন্দ্রিয়, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ আপনার স্বরূপশক্তিময়, যে শক্তির নাম পরা শক্তি (শ্বেতাঃ ৬।৮); অপরপক্ষে আপনি আবার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণাদিশক্তির আধায়ক।"

ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি অবিদ্বদ্গণের নিকট জীবগণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রতীত হইলেও সেগুলি স্বরূপভূত; ইহা পরিস্ফুট করিবার জন্য শ্রীজীবপাদ শ্রুতিগণস্তুতি (ভাঃ ১০।৮৭।২৩) যে শ্লোকের শেষার্ধ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার পূর্বার্ধ অত্যধিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, যথা—"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্,

"আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। ননু ময়ি তথাভূতস্বরূপশক্তীনামস্তিতায়াং কিং প্রমাণং, তত্রাহুঃ "অখিলকারকশক্তিধরঃ" ইতি। অখিলেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণানি চক্ষুরাদি-গোলকানি তেষু শক্তিশ্চেন্দ্রিয়াণি ধরসি দদাসীতি। তথা সর্ব্বেষু তেষু তত্তদ্ধারণাৎ তাস্তু ত্বয়ি স্বতঃসিদ্ধা অব্যয়াঃ পূর্ণা এব সন্তীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ঃ—"প্রাণস্য প্রাণমুত

অনুবাদ

যদি ভগবান্ পূর্বপক্ষ করেন—"আমাতে যে ঐ প্রকার স্বরূপশক্তিসমূহ বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণ ?" তদুত্তরে শ্রুতিগণ (মূল ২৮ সংখ্যক শ্লোকে) বলিতেছেন—"আপনি অখিলকারকশক্তিধর" অখিলপ্রাণিগণকে আপনি কারক বা করণসমূহ অর্থাৎ অক্ষি-গোলকাদি ও তাহাদিগেব মধ্যে শক্তি বা ইন্দ্রিয়সহ ধারণ বা সঞ্চার করিতেছেন অর্থাৎ দান করিতেছেন। আর সেই সমস্তে ঐ গুলি ধারণ করেন ; কিন্তু সেই শক্তিসমূহ আপনাতে স্বতঃসিদ্ধ, অব্যয় ও পূর্ণরূপে বর্ত্তমান—ইহাই ভাব। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্ম প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু" (বৃহঃ ৪।৪।১৮) ; "ব্রহ্মের স্বাভাবিকী। পরা শক্তি বিবিধা, যেমন জ্ঞান (সম্বিৎ) বল, (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী)"—(শ্বেতাঃ ৬।৮)

একাদশ স্কন্ধেও (ভাঃ ১১।৪।৪) উহা বলিয়াছেন, যথা—"ভগবানের (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়গণ-কর্তৃক দেহধারী জীবগণের উভয়েন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) প্রবর্তিত ; তাঁহার স্বরূপভূত সত্তা হইতে তাহাদের জ্ঞান, তাঁহার নিঃশ্বাসরূপ শক্তির প্রভাবে তাহাদিগের বল (দেহশক্তি), ওজঃ (ইন্দ্রিয়-শক্তি) ও ঈহা (ক্রিয়াশক্তি) প্রবর্তিত হয়।" অতএব ব্রহ্মসূত্রকার (২।১।৩১) শ্রীব্যাসদেবও—"যদি বল ব্রহ্ম বিকরণ বা ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়া তাঁহার স্রষ্টাদির কর্তৃত্ব নাই, তদুত্তরে শ্রুতি তাঁহার কর্তৃত্ব

টিপ্পনী

মুনয়ঃ উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।" —অর্থাৎ 'হে প্রভো! মুনিগণ প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণপ্রভাবে সেই তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।' এখানে শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার ভগবদাকারবৈশিষ্ট্যসম্পর্কীয় অল্পাংশমাত্র প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"……ঐরূপ মুনিগণ তাঁহাদের পরমশুদ্ধ হৃদয়ে যে ব্রহ্মস্বরূপ উপাসনা করেন, তাহা অরিগণও অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারসমসাময়িক অসুরগণও অরিভাবেও স্মরণ করিয়া পাইয়াছিলেন। অহো, কৃষ্ণের আকারের বা বিগ্রহের কি মহিমা! ঐরূপ মুনিগণও অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি হইয়াও যে কালে কেবল ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাকেন, সেই কালের মধ্যেই কংসাদি অসুর পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি, পাপাত্মা, অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও কেবল তাঁহার আকারমাত্র-স্মরণ-প্রভাবেই সেই ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। জানি না, মুনিগণ কত কালে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। শ্লোকের পূর্বার্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবৎ-শত্রুগণ-প্রাপ্ত ব্রহ্মরসাস্বাদ প্রাপ্ত হন, আমরা যত্নপ্রভাবে তাহা পাইব। ব্রজদেবীগণ—আপনার ভুজদণ্ডে অতি অনুরাগের সহিত প্রাপ্ত হ'ন, আমরা যত্নপ্রভাবে তাহা পাইব। ব্রজদেবীগণ আপনার ভুজদণ্ডে অতি অনুরাগের সহিত আসক্তচিত্ত হইয়া আপনার যে পাদপদ্মসুধার উপাসনা করেন, সেবা করেন, অনুভব করেন, আমরা শ্রুতিগণও সেই সুধা সমভাবে প্রাপ্ত হইব, অর্থাৎ তপস্যাদ্বারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের তুল্যরূপ হইয়া (বৃহদ্বামনপুরাণে বর্ণিত ইতিহাস-অনুসারে) প্রাপ্ত হইব। কিরূপে ? তাঁহাদের সহিত সমান দৃষ্টি হইয়া, অর্থাৎ তাঁহারা যে পথে অনুগতা, সেই পথে দৃষ্টি রাখিয়া।

চক্ষুষশ্চক্ষু”রিত্যাদ্যা (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৮)। “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (শ্বেঃ ৬।৮) ইত্যাদ্যা চ। তদুক্তমেকাদশে (ভাঃ ১১।৪।৪)—

“যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি। জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা ॥”

অনুবাদ

বলিয়াছেন।” —এই সূত্রে “তদুক্তম্” (তাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে) বলিয়া “শ্রুতি শব্দমূল” এই (ব্রঃ-সূঃ ২।১।২৭) সূত্রে কথিত রীতি-অনুসারে ব্রহ্মের বিকরণত্ব সকরণত্বের কথা একমাত্র শ্রুতি হইতেই জানিবে, উহা তর্কের অতীত—এইরূপ সাধিয়াছেন বা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। শ্রুতিঃ (শ্বেতাঃ ৬।৮) বলিয়াছেন “ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।” —অর্থাৎ “ব্রহ্মের প্রাকৃত করণ বা ইন্দ্রিয় নাই, তৎসাহায্যে কোনও কার্যও নাই ; (অবিচিন্ত্যশক্তিত্বপ্রযুক্ত) তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই ; সেই পরা শক্তি স্বাভাবিকী বা স্বরূপগতা ; এক হইয়াও জ্ঞান (সম্বিৎ বা চিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)- ভেদে বিবিধা।”

অথবা অন্বয় এই প্রকার—‘অখিলকারকশক্তিধর’ হইয়াও ঐ আপনি ‘অকরণই’। কিরূপে? যেহেতু আপনি ‘স্বরাট্’ ইত্যাদি। অতএব আপনার মহিমা সকল হইতেই বিলক্ষণ হওয়াতে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও তাঁহাদের পূজ্য ব্রহ্মাদি বিশ্বসৃষ্টিকারীও আপনার জন্য বলি বা উপহার উদ্বহন অর্থাৎ ঊর্ধ্বে শিরে বহন করেন। ‘অজা’ বা তাঁহাদের অধিকারিণী (অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহার অধিকারভুক্তা); সেই মায়াদেবীরও সহিত। আভাসশক্তিরূপা তিনিও নিজসম্পদ্ উদ্ভব করাইবার উদ্দেশ্যে বলি আহরণ

টিপ্পনী

এই শ্লোকে চারিটি গণের বর্ণনা হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে পূর্বার্ধে যেরূপ মুনিগণের ও দৈত্যগণের প্রাপ্য সম হইয়াছে, শেষার্ধেও গোপীগণ ও শ্রুতিগণের প্রাপ্য সম হইয়াছে, পৃথক্ পৃথক্ শব্দদ্বারা তাহা বোধগম্য হয়। ”

শ্রীজীবপাদ যে “যস্যেন্দ্রিয়”- ইত্যাদি। ভাঃ ১১।৪।৪) শ্লোকাংশটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শ্লোকটীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ। এখানে উহার প্রথম ও চতুর্থ চরণদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—“যৎকায় এষ ভুবনত্রয়-সন্নিবেশো··· ······সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা।” —অর্থাৎ “যাঁহার শরীর এই ত্রিভুবনের সন্নিবেশ······সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়যোগে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আদি কারণ।” বিদেহরাজ শ্রীনিমির প্রশ্ন ‘হরি অবতার স্বীকার করিয়া কি কি কার্য করেন?’ —ইহার উত্তরে নবযোগেন্দ্র মুনিগণের অন্যতম শ্রীদ্রুমিল ইহা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় আচার্য-ভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতি হইতে তাৎপর্যাংশটী এখানে প্রদত্ত হইতেছে, যথা—“যাঁহার শরীরের অনুরূপ বিকৃত প্রতিফলনই এই বিশ্ব তাহাতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহার চিদিন্দ্রিয়সমূহের অনুরূপ জড়ভূমিকায় প্রাণি-সকল জড়ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে, যাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান জীবের অস্মিতার পরিচায়ক জনক, যাঁহার নিঃশ্বাস-রূপ শক্তির প্রভাবে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক শক্তি, বিক্রম ও চেষ্টাসমূহের অনুভূত হয়, তিনি আদিবর্তৃরূপে জগতের জন্ম, স্থিতি ও নাশ করাইয়া থাকেন। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথাই এই শ্লোকের আলোচ্য বিষয়। ······।” উদ্ধৃত “বিকরণত্বাৎ”—ইত্যাদি (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩১) ব্রহ্মসূত্রটীর গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন—“আশঙ্কা বা পূর্বপক্ষ উঠাইয়া সমাধান করিতেছেন। ‘ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সম্ভবপর, যেহেতু তিনি অনিন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়রহিত শক্তিমান্ দেবাদি জীবগণ

অতএব—"বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩১) ইত্যত্র সূত্রকারোঽপি। তদুক্তম্ ইত্যনেন, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) ইত্যুক্তরীত্যৈব শ্রুত্যেকগম্যং তর্কাতীতং তস্য বিকরণত্বং সকরণত্বঞ্চ সাধিতবান্। শ্রুতিশ্চ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" (শ্বেঃ ৬।৮) ইত্যাদ্যা। অথবাখিলকারকশক্তিধরোঽপি ত্বমসাবকরণ এবেত্যন্বয়ঃ। কুতঃ ?

অনুবাদ

করেন—এই তাৎপর্য। 'সমদন্তি চ' (সেই সঙ্গে ভোজনও করেন) অর্থাৎ মনুষ্যগণকর্তৃক প্রদত্ত হব্যকব্য প্রভৃতি বলি ভোজনও করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'বর্ষভুক্'গণ; বর্ষ বলিতে খণ্ডমণ্ডল। কি ভাবে বলি উদ্বহন করেন ? তদুত্তর 'বিধান করেন';—আপনার আজ্ঞাপালনই বলির আহরণ—ইহাই তাৎপর্য। শ্রুতি (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৪।১) বলিয়াছেন—"ঐ ব্রহ্মেরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হ'ন; ভয়ে সূর্য উদিত হ'ন; ইঁহারই ভয়ে (৩) অগ্নি, (৪) ইন্দ্র ও পঞ্চম স্থানীয় (৫) যম ধাবমান হ'ন অর্থাৎ স্বস্বকার্যে প্রবৃত্ত হ'ন। অথবা 'আমার পাণিপাদ প্রভৃতি করণগুলি যে স্বরূপভূত, তা'র কি যুক্তি, তোমরা শ্রুতিগণ বল ত' ?—ভগবানের এই প্রকার প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন—'অনিমিষ' অর্থাৎ করণসমূহের অধিষ্ঠাতা দেবগণ আপনার বলি আহরণ করিতেছেন। 'অজানজদেব' অর্থাৎ 'অজ' —ব্রহ্মা ও 'অনজ'—ব্রহ্মা ব্যতিরিক্ত মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণ দেবতা বলিয়া বিশ্বস্রষ্টা অর্থাৎ বিশ্বসমূহের সৃষ্টির কারণ। আর অপরে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ। আপনি কিন্তু তাঁহাদের আশ্রয়। অতএব আপনার ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্রকাশ বলিয়া আপত্তি হওয়ায় তাঁহারা স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। 'ঐ কথা রাখিয়া দাও, মহাশক্তি মায়াই আশ্রয়'—ভগবানের এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া শ্রুতিগণ বলিতেছেন—'অজয়া'—মায়াসহিত। আবার পূর্বপক্ষ—'আচ্ছা, জীবগণও ত' নিজ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আশ্রয়'। তাহার উত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—

টিপ্পনী

ইন্দ্রিয়যুক্ত বলিয়াই তাঁহারা স্বস্বকার্যক্ষম। ব্রহ্ম যখন অনিন্দ্রিয়, তখন কিরূপে বিশ্বকার্যে সমর্থ হইবেন ? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (৩।১৯) তাঁহাকে 'অপাণিপাদ'—ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়াছেন।' এরূপ পূর্বপক্ষ পাইয়া সূত্রকার সূত্রটী বলিয়াছেন। অনিন্দ্রিয় বলিয়া ব্রহ্মের কর্তৃত্ব নাই যে বলা হইয়াছে, ঐ শ্রুতিই ত' পরে (৬।৭-৯) ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তি দেখাইয়া ইহার মীমাংসা করিয়াছেন 'তমীশ্বরাণাং'—ইত্যাদি বলিয়া। 'অপাণি'-ইত্যাদি অর্থাৎ হস্তাদিরহিত হইয়াও সেই মহাপুরুষ গ্রহণাদি করেন,—ইহা সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছেন। তাহাতেও কেহ কেহ যদি সন্দেহ করেন, শ্রুতি তাঁহাদিগকে আবার 'তমীশ্বরাণাং' (৬।৭-৯)—প্রভৃতি বলিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃত করণ, বপুও নাই বটে, কিন্তু পরা-শক্তিযুক্ত উহারা আছে। সে শক্তি স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী; এই জন্যই জ্ঞান-বল-ক্রিয়া সকলই আছে; এইরূপ গুণ না থাকায় কেহ তাঁহার সমান নাই, অধিক ত' নাইই,—ইহা 'ন কশ্চিৎ' ইত্যাদি দ্বারা বলিয়াছেন। অতএব প্রাকৃতকরণ না থাকিলেও স্বরূপানুবন্ধি-করণ আছে; ইহাতে অনুপপন্ন বা অযুক্ত কিছুই নাই। ঐ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই (৩।১৬) বলিয়াছেন—সর্বত্রই তাঁহার হস্তপদ, সর্বত্রই চক্ষু, মুখ ও মস্তক, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ; তিনি সর্ব লোকে সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন।..." অতএব শ্রুতিতেই ভগবানের বিকরণত্ব (অকরণত্ব) ও সকরণত্ব (করণসহিতত্ব) উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কেন না তর্কাতীত বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। এইজন্য

স্বরাড়িত্যাদি। অতঃ সর্বতো বিলক্ষণমহিমত্বাৎ অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো ব্রহ্মাদয়োঽপি তব তুভ্যং বলিমুপহারম্ উদুচ্চৈঃ শিরোভির্বহন্তি। অজয়া তেষামধিকারিণ্যা মায়য়াপি সহিতাঃ। সাপি আভাসশক্তিরূপা স্বরূপানন্দশক্তিময়ায় তুভ্যমাত্মসম্পদুদ্ভাবনার্থং বলিং হরতীত্যর্থঃ। সমদন্তি চ মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণং বলিং ভক্ষয়ন্তি চ। অত্র দৃষ্টান্তঃ, বর্ষভুজ ইতি। বর্ষং খণ্ডমণ্ডলম্। কথং বলিমুদ্বহন্তি, তদাহুঃ বিদধতীতি। ত্বদাজ্ঞাপালনমেব বলিহরণমিত্যর্থঃ। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যু-র্ধাবতি পঞ্চমঃ" (তৈঃ ২।৮।১) ইতি শ্রুতেঃ। অথবা নন্বু মম পাণ্যাদিকরণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং কথয়তেত্যত আহুঃ, অনিমিষাঃ করণাধিষ্ঠাতৃদেবাস্তব বলিমুদ্বহন্তীতি। অজানজদেবত্বাদ্বিশ্বসৃজঃ বিশ্বেষাং সৃষ্টিহেতবঃ। অন্যে তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাশ্রয়াদেব করণৈর্বিষয়ং প্রকাশয়িতুম্ শক্নুবন্তি। ত্বং পুনস্তেষামপ্যাশ্রয় ইতি ত্বৎকরণানাং স্বপ্রকাশতাপত্তেঃ স্বরূপ-ভূতত্বমেবেতি। অথাপ্যাস্তাং মহাশক্তির্মায়ৈবাশ্রয় ইত্যত আহুঃ, অজয়েতি। নন্বু জীবা অপি নিজেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৄণামাশ্রয়া ভবন্তি, তত্রাহুঃ—বিদধতীতি। বিষয়ভোগদ্বারেষ্বিন্দ্রিয়েষু ভবতা

অনুবাদ

'বিধান করেন'। জীবগণের বিষয়ভোগের দ্বার ইন্দ্রিয়সমূহের উপর বিশ্বপতি আপনি যে দেবতাগণকে অধিকার দিয়াছেন, (জীবতত্ত্ব) তাঁহাদিগের সেই অধিকার কতিপয় গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্র (২।১।২৭) উদ্ধার করিয়াছেন। এই সূত্রটী তত্ত্বসন্দর্ভের ১১ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত "ন তস্য"—ইত্যাদি (শ্বেতাঃ ৬।৮) শ্রুতিবাক্যটী উপরিলিখিত সূত্রভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্ধৃত "ভীষাস্মাৎ"—ইত্যাদি (তৈঃ ২।৮।১) শ্রুতিবাক্যে আধিকারিক দেবতাগণ যে সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের আদেশপালনপূর্বক তাঁহার সেবা-নিরত, তাহা বলিয়াছেন। ইহার অনুরূপ আর একটী শ্রুতিবাক্য আছে; যথা (কঠ ২।৩।৩)—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" "অনিমেষ"—যাঁহাদের নিমিষ বা নিমেষ অর্থাৎ (নেত্রনিমীলন নাই, তাঁহারা—দেবতাগণ; এই শব্দের আর একটী আকার 'অনিমেষ'। শব্দটীর আর একটী অর্থ মৎস্য; অবশ্য ইহা এখানে প্রযোজ্য নহে। শ্রীজীবপাদ এখানে ঐ শব্দটীর অর্থ 'করণাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ' বলিয়াছেন; আর "বিশ্বসৃজঃ"পদে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা নহেন এমন প্রজাপতিদের কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বসৃষ্টির হেতু। শ্রীধরস্বামিপাদ এই দুই শব্দের অর্থ যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও তাঁহাদের পূজ্য ব্রহ্মা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টা বলিয়াছেন। জীবগণের কথা উত্থাপিত করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, তাহারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আশ্রয়েই ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়বস্তুর প্রকাশে সমর্থ হয়। ভগবান্ সেই দেবগণের আশ্রয়। তাঁহার করণগুলি স্বপ্রকাশ, যেহেতু তাঁহারা স্বরূপভূত। তবে মায়াই আশ্রয়, এই কথা উঠিলে বলিতেছেন যে, দেবতাগণের অজা—মায়াও ভগবানের বলি আহরণ করেন। আর যদি বলা যায় যে, জীবগণই ত' স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতা দেবগণের আশ্রয়,—ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, দেবগণই বলিবহন-কার্যের বিধান জীবগণের নিকট হইতে বলি সংগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে অর্পণ করেন; দৃষ্টান্ত—যেমন বড় ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকগণের নিকট হইতে

বিশ্বপতিনা দত্তাধিকারাণাং দেবানামেবাধিকার্যাঃ কতিপয়গ্রামভৌমিকা ইব জীবাঃ, ইতি ন তেষামাশ্রয়াঃ, কিন্তু ভবানেব তেষামধিকারকত্বাদাশ্রয় ইতি ভাবঃ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৪৮ ॥

ভূতেভ্যো বিলক্ষণপাণিপাদাদিত্বেন অপাণিপাদাদিত্বম্

তস্মাদ্বিলক্ষণপাণিপাদাদিত্বেনৈবাপাণিপাদাদিত্বম্ । যথাহ (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)—

"ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-, র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া, যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥"

অত্র শ্রীভগবতি কেশাদীনাং শ্রূয়মাণানামানন্দস্বরূপত্বমন্যেষাং ত্বভাবঃ এবেতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব। অতএব হি হিরণ্যকশিপুং প্রতি তন্মারকজননিষেধলক্ষণবরদানমপি সঙ্গচ্ছতে ।

অনুবাদ

ন্যায় মাত্র ; দেবতাগণ তাহাদের (জীবগণের) আশ্রয় নহেন ; কিন্তু আপনিই তাঁহাদের অধিকারক বলিয়া আশ্রয়—ইহাই ভাবার্থ। মূলশ্লোকটী শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন। (৪৮)

অতএব ভগবানের পাণিপাদাদি অন্যের (দেবাদি জীব) হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ (অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহাকে 'অপাণিপাদাদি' বলা হইয়াছে, যেমন শ্রীরুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৬০।৪৫): "যে রমণী আপনার পাদপদ্মসুধার ঘ্রাণ পায় নাই, সে বিমূঢ়চিত্তা হইয়া বাহিরে চর্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতপূর্ণ জীবিত শব (মৃতপ্রায়) দেহকে পতিবুদ্ধিতে ভজনা করে।" এখানে শ্রীভগবানে কেশাদি আনন্দস্বরূপ বলিয়া শ্রুত হয়, কিন্তু অন্যে সে আনন্দস্বরূপের অভাবই স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য)। সেই জন্যই হিরণ্যকশিপুর বধকারিব্যক্তির নিষেধাত্মক তাঁহাকে শ্রীব্রহ্মার যে বরদান, তাহা সঙ্গত, যথা (ভাঃ ৭।৩।৩৭): "প্রাণহীন বা প্রাণযুক্ত দেব, দৈত্য, মহানাগদ্বারা (মৃত্যু হইবে না)।" অপ্রাণী বা প্রাণিদ্বারা বলাতে এই বাক্যটী করণের নিষেধপর নহে, কর্তার নিষেধপর, যেহেতু ইহা কর্তৃত্বপ্রকরণভুক্ত বলিয়া

টিপ্পনী

কর আদায় করিয়া নিজেরা কিছু রাখিয়া ঐ কর দেশাধিকারীকে অর্পণ করেন, সেই প্রকার ভগবান্ যে সকল দেবগণকে অধিকার দিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জীবগণের নিকট বলিগ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজেরা কিছু ভোগ করিয়া অধিকারপ্রদাতা ভগবান্‌কে ঐ বলি সমর্পণ করেন ; সুতরাং জীবগণ তাঁহাদের আশ্রয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে অধিকারদাতা ভগবান্‌ই তাঁহাদের আশ্রয় ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরুক্মিণীদেবী-কথিত (ভাঃ ১০।৬০।৪৫) শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"'স বৈ পতিঃ স্যাদ-কুতোভয়ঃ স্বয়ম্'—অর্থাৎ 'যিনি স্বয়ং অকুতোভয়, যাঁহার কোনও কিছুতেই ভয় নাই,—এরূপ হইলে তবে যথার্থ পতি হইতে পারেন'– এই ন্যায়প্রমাণানুসারে বস্তুতঃ আপনিই (শ্রীকৃষ্ণই) স্ত্রীগণের পতি ; তাহা সত্ত্বেও যে স্ত্রী আপনা ভিন্ন অন্য পতির ভজনা করে, সে প্রেতেরই ভজনা করে। সে পতির দেহ ত্বক্‌প্রভৃতিদ্বারা বাহিরে আচ্ছাদিত ; তাহা না হইলে দুর্গন্ধত্বহেতু কোটি কোটি মক্ষিকাদি কীটে ব্যাপ্ত হইয়া যাইত। ভিতরে মাংসাদিময় জীবন্ত শবকে 'এই আমার কান্ত' বলিয়া যে স্ত্রী মনে করে, সে মূঢ়া বলিয়াই তাহার ভজনা করে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে প্রসিদ্ধ আপনার

"বাসুভির্বাসুমদ্ভির্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ।" (ভাঃ ৭।৩।৩৭), ইতি ; ন চৈতৎ করণস্য নিষেধপরং, কিন্তু কর্তুরেব, কর্তৃপ্রকরণাৎ, অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্বেত্যুক্তেস্তস্যৈব প্রাপ্তত্বাৎ। হন্তুর্জীববদ্দেহসাম্যেঽপি সপ্রাণভাগান্নিক্রান্তস্য কর্তনীয়নখাগ্রভাগস্য ত্যক্তপ্রাণত্বাচ্চ। তস্মাৎ অস্মাকং "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) ইতি চ শ্রুতির্নাসঙ্গতেতি। অতএবোক্তং বারাহে—

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্তি র্মেদোমজ্জাস্থিসম্ভবা। ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ।" ইতি।

অনুবাদ

পাওয়া যাইতেছে। আর হননকারীর (নৃসিংহদেবের) জীবের ন্যায় দেহের সাম্য থাকিলেও প্রাণযুক্ত দেহাংশ হইতে কর্তনযোগ্য নখাগ্রভাগ প্রাণহীন বলিয়া বাক্যটী কর্তারই নিষেধপর। অতএব আমাদের অবলম্বনীয় শ্রুতিবচন, যথা—"ব্রহ্ম অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র অর্থাৎ জড়মলশূন্য" ; এবং "বেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসরূপে বহির্গত" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)—অসঙ্গত নহে।

অতএব বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভগবানের মেদ-মজ্জা-অস্থি-নির্মিত প্রাকৃত মূর্তি নহে ; আর তিনি যোগী বলিয়া উহা যোগপ্রভাবে গঠিতও নহে ; তিনি পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার রূপ সত্য বা নিত্য, তিনি অচ্যুত অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু নহেন ; এবং তিনি বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক।" প্রাকৃত নয়, তাঁহার এমন অপ্রাকৃত মূর্তি তিনি মহাযোগী বলিয়া ইচ্ছামাত্র করিয়াছেন, তাহাও নহে। কিন্তু তিনি ঈশ্বর বলিয়া উহা নিত্য—এই তাৎপর্য। আর সেইরূপই প্রযোজ্য। বিগ্রহময় ঈশ্বর জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রযত্নবান্ অর্থাৎ (শ্বেতাঃ ৬।৮ কথিত) 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া'রূপে প্রকটিত স্বরূপশক্তিমান্ ; যেমন কুম্ভকার তাহার নৈপুণ্য, চক্র, শ্রমশীলতাযোগে একই মৃত্তিকা দ্বারা বহু আকৃতি গঠন করিতে সমর্থ। আর সে বিগ্রহ নিত্য, ঈশ্বরের করণ বলিয়া জ্ঞানাদিযুক্ত। অতএব জীবের (দেবমনুষ্যাদির) করণ হইতে বিলক্ষণ।

টিপ্পনী

পদাব্জের মধুরত্ব পৌরাণিক জনগণরূপ বাত্যাযোগে সর্বত্র প্রসারিত হইলেও সে উহার ঘ্রাণ পায় না।" শ্রীভগবানের যে কেশাদির কথা শুনা যায়, তাহা জীবদেহের কেশাদির ন্যায় অনিত্য-শোভাবিশিষ্টমাত্র নহে, কিন্তু আনন্দস্বরূপ। সুতরাং বৈলক্ষণ্য ত' স্পষ্টই লক্ষিত।

শ্রীজীবপাদ তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী'তে এই সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যানে শ্রীভগবদ্বিগ্রহপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের 'অরূপবদধিকরণ'ভুক্ত চারিটী সূত্র (ব্রঃ সূত্র ৩।২।১৪-১৭) শ্রীমধ্বভাষ্যসহ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীভগবানে অবয়বের আনন্দস্বরূপত্ববোধজন্য এখানে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

(১) "অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ" (১৪ সূঃ)—গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন "ভগবানের আত্ম-বিগ্রহত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। বিগ্রহ যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে আত্মা অপ্রধান হইয়া যায়, সে ক্ষেত্রে বিগ্রহে ভক্তিও অপ্রধান বা গৌণ হয়। কিন্তু তাহা নয়। যেহেতু উহা প্রধান বলিয়াই অনুভূত হয়। আর 'সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহম্'—ইত্যাদি অথর্বশিরাঃ-গোপালতাপনী শ্রুতিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বাক্যে ব্রহ্ম স্বয়ংই বিগ্রহ, না বিগ্রহবৎ (বিগ্রহবিশিষ্ট) এই সংশয় 'সচ্চিদানন্দ যাঁহার রূপ' এই বহুব্রীহি সমাসপ্রাপ্ত 'বিষ্ণুর মূর্তি' ইত্যাদি ছল

তচ্চাপ্রাকৃতমূর্তিত্বন্তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন, কিন্ত্বীশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ। তথা চ প্রয়োগঃ। ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবৎ কুলালাদিবৎ স চ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদিবদিতি। অতএব বিলক্ষণত্বমপি। জীবঞ্জবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবন্তং স্বতস্তু শবম্। ততঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্তু চিদেকরসত্বাৎ সদা জীবন্নেবেতি বৈলক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দ-চিদ্রূপত্বাদ্ভজনীয়ত্বং চ যুক্তমিতিভাবঃ। শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ

মূল (রুক্মিণী-কথিত) ভাঃ ১০।৬০।৪৫) শ্লোকের 'জীবঞ্জবঃ' অর্থে যে দেহ স্বতঃ (নিজে) শব্‌ই, তবে চৈতন্যযোগে জীবনযুক্ত। অতএব শ্রীভগবানের বিগ্রহ কেবল (জড়ত্বশূন্য) চিন্ময় ও আনন্দময় সর্বদা জীবনযুক্ত বলিয়া উহার বৈলক্ষণ্য যুক্ত বা সঙ্গত এবং ঐ বিগ্রহ নিত্যানন্দ চিন্ময় বলিয়া ভজনীয় বা সেব্য, ইহাও যুক্ত। মূল শ্লোকটী শ্রীরুক্মিণী দেবী ভগবানকে বলিয়াছেন। (৪৯)

টিপ্পনী

উঠাইয়া 'বিগ্রহবৎ' বলিলে সূত্র বলিতেছেন 'অরূপবৎ' ব্রহ্ম বা বিগ্রহবৎ বা বিশিষ্ট ন'ন, বিগ্রহই ব্রহ্ম। যুক্তিনিরাসজন্য 'এব'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ—সেই রূপই প্রধান অর্থাৎ আত্মা, বিভুত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্মের ধর্মী। এই তাৎপর্য।"

(২) "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাম্" (১৫ সূঃ)—এখানে গোবিন্দভাষ্য, যথা—"জ্ঞানানন্দ পরমাত্মবস্তুর চিন্তনদ্বারা জড়দুঃখরূপ তদ্বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে নিবর্তিত করা উচিত; সেইরূপ ব্রহ্মে সূত্রকার বিগ্রহবত্ত্ব কেন স্বীকার করিলেন?' এরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, তাহার উত্তরে এই সূত্র। 'চ'-শব্দে শঙ্কানিরসনজন্য প্রযুক্ত। যেমন প্রকাশস্বরূপ সূর্যে ধ্যানের হেতুভূত বিগ্রহ ব্যর্থ নয়, অর্থাৎ সঙ্গতই; সেইরূপ জ্ঞানানন্দরসস্বরূপ ব্রহ্মে ধ্যানের হেতুভূত বিগ্রহ অব্যর্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ বিগ্রহ বিনা ধ্যান অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ধ্যান বিগ্রহ বিষয়েই দৃষ্ট হয়।" সূত্রটীর মধ্বভাষ্য এইরূপ—" 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্' (মুণ্ডক ৩।৩); 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে'। (ছান্দোগ্য ৮।১৩।১), 'সুবর্ণজ্যোতিঃ' (তৈত্তিরীয় ৩।১০।৬)—বিলক্ষণরূপ বলিয়া এই সকল শ্রুতিতে ব্যর্থতা নাই; প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও, উহাদের বৈলক্ষণ্যহেতু যেমন অপ্রকাশত্বাদি ব্যবহার, সেইরূপ এই সব শ্রুতিতে ব্যর্থতার আশঙ্কা নাই।"

(৩) "আহ চ তন্মাত্রম্" (১৬ সূঃ)—গোবিন্দভাষ্য যথা—"ধ্যানের নিমিত্ত ব্রহ্মে অসৎতত্ত্ব (বিগ্রহ) কল্পনা করা হয় নাই; যেহেতু সে স্থলে প্রমাণ বর্তমান। ইহাই বলিবার জন্য এই সূত্র (ঐ মাত্রই বলিয়াছেন)। মাত্র শব্দটী অবধারণ বা নিশ্চয়ার্থক। যেহেতু বিগ্রহকেই শ্রুতি পরমাত্মা বলিয়াছেন, অতএব উহা প্রমেয়তত্ত্ব (—অর্থাৎ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭, যাহা শ্রুতি বলেন, তাহাই প্রমাণীকৃত বলিয়া সিদ্ধ)। ঐ শ্রুতিই (গোপাল-তাপনী) বলিয়াছেন—'সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনম্ ঈশ্বরম্।" এখানে পুণ্ডরীকাক্ষ—ইত্যাদি ধর্মযুক্ত বিগ্রহবিশিষ্ট ঈশ্বর, ইহা সুস্পষ্ট। স্মৃতিতেও (কূর্মপুরাণে) ঐরূপ বলিয়াছেন—'দেহদেহি-ভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।' দেহী দেহ হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদ ঈশ্বর-বস্তুতে নাই। কিন্তু দেহই দেহী—ইহাই পাওয়া যাইতেছে।" এখানে মধ্বভাষ্য—"এস্থলে বৈলক্ষণ্যও বলা হইতেছে। ভগবদ্রূপ বিজ্ঞানানন্দমাত্রও

নামরূপিত্ববিধিনিষেধশ্রুতিভির্বিবদমানানাং বিবাদাবসরে তদেব হ্যুপপাদয়তি।

"অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-,রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্মণোঃ।

অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ, সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ॥" (ভাঃ ৬।৪।৩২)

অস্তীতি যোগঃ স্থূলোপাসনাশাস্ত্রং, তত্র হি যদ্ভগবতো নামরূপিত্বং শ্রূয়তে তদ্দৃষ্ট-কল্পনালাঘবাৎ ঘটপটাদিলক্ষণাখিলনামধেয়ত্বং পাতালপাদাদিকত্বঞ্চেতি বিধীয়তে। নাস্তীতি—

অনুবাদ

শ্রীভগবানের নাম ও রূপ-সম্বন্ধে বিধিনিষেধাত্মক শ্রুতিসমূহ লইয়া যাঁহারা বিবাদে রত, তাঁহাদের বিবাদের অবকাশেই তাহা অর্থাৎ তাহার নামবত্তা ও রূপবত্তা প্রতিপাদিত হয়। প্রাচেত দক্ষপ্রজাপতি হংসগুহ্য-স্তোত্রে ভগবান্‌কে বলিয়াছেন (ভাঃ ৬।৪।৩২): "যোগশাস্ত্র সৎপ্রতীতির আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র সাংখ্য নির্বিশেষত্বের আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই 'অস্তি' ও 'নাস্তি' বিচার লইয়া দ্বন্দ্বরত বিরুদ্ধধর্মাশ্রিত শাস্ত্রদ্বয় একই পর-ব্রহ্মবস্তুতে নিষ্ঠাযুক্ত। উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে যে একটী সম অধিষ্ঠান (বিবাদাপনোদনসাধক বস্তু) লক্ষিত হইতেছেন, তিনি বৃহৎ (ব্রহ্ম), পর (পরমাত্মা)।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—'অস্তি'—ইহা যোগ অর্থাৎ স্থূল উপাসনা-শাস্ত্র; ইহাতে ভগবান্ নাম ও রূপী বলিয়া যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা দৃষ্টান্তবস্তুর কল্পনাবশতঃ লঘু বা সহজবোধ্য হওয়ায় ঘট, পট, প্রভৃতি লক্ষণাত্মক সমস্ত নাম ও পাতালদেশে স্থাপিত চরণ-লক্ষণ বিরাট্‌রূপের বিধান আছে। 'নাস্তি'—ইহা

টিপ্পনী

একাত্মতা (অর্থাৎ দেহই দেহী, এই) প্রত্যয়ের সার। শ্রুতি (চতুর্বেদশিখা) বলিয়াছেন—'আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্। ...' (অর্থাৎ ভগবান্ আনন্দমাত্র, অজর, পুরাণ অর্থাৎ আদি, এবং এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান)।"

(৪) "দর্শয়তি চাথো স্মর্যতে" (অর্থাৎ পরমাত্মার বিগ্রহত্ব শ্রুতি ও স্মৃতি সমগ্রভাবে দেখাইয়াছেন)। এখানে গোবিন্দভাষ্য—"এই পরমাত্মা গোপাল প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব হইয়াও কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে পঠিতা শ্রুতি পরমাত্মাকেই বিগ্রহরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপাল-শব্দটী পরম কমনীয় চরণযুগাদি সন্নিবিষ্ট মেঘের ন্যায় শ্যাম, সর্বেশ্বরে অর্থাৎ বস্তুতেই মুখ্য বা প্রধানভাবে উদ্দিষ্ট। প্রথমে শ্রুতি গোপবেশ অভ্রাভ বা মেঘকান্তি, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত'—এই প্রকার কয়েকটী শ্লোক, পরে (উপরি উদ্ধৃত) 'সৎ পুণ্ডরীক নয়ন'—ইত্যাদি বলিয়াছেন। আর স্মৃতিও বলিয়াছেন—পরমাত্মাই বিগ্রহ, যেমন (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১) 'পরমেশ্বর কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ'—ইত্যাদি। 'অথো'-শব্দের অর্থ সাকল্যে। সূত্র দুইটীতে পরস্পর পর্যায়ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে—বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ—এই প্রকার। আরও বক্তব্য এই যে, শ্রুতি প্রভৃতি গম্য অর্থাৎ তদানুগত্যেই বোদ্ধব্য অবিচিন্ত্যবিষয়ে তর্কের অবতারণা না করিয়া পরমাত্মার বিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইল। উহাদ্বারা তাঁহাতে পরা ভক্তিই হইবে। বিজ্ঞানানন্দ পরমাত্মার মূর্তিমত্তা অলৌকিকবস্তু বলিয়া কেবল শ্রুতিবলেই প্রতিপাদিত হইবে। আর তাঁহার মূর্তিমত্তা ভক্তিভাবিত হৃদয়দ্বারা গ্রহণযোগ্য, যেমন গন্ধর্ব সঙ্গীতশাস্ত্রদ্বারা ভাবিত কর্ণযোগেই ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর মূর্তি উপলব্ধ হয়। নচেৎ

সাংখ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং, তত্র হি নিষেধশ্রুতিভিস্তস্য নামরূপিত্বং যন্নিষিধ্যতে তৎ প্রাপঞ্চিকনামরূপিত্বস্য কল্পিতত্বাৎ সর্বথৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে। তদুক্তমুভয়মতস্যৈব প্রাক্ "স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ" (ভাঃ ৬।৪।২৮) ইত্যাদিনা, "যদ্‌যন্নিরুক্তং বচসানিরূপিতং" (ভাঃ ৬।৪।২৯) ইত্যাদিনা চ, অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনি নিষ্ঠা যয়োঃ তয়েব বিবাদং স্ফুটয়তি, ভিন্নৌ অস্তীতি নাস্তীত্যেবম্ভূতৌ

অনুবাদ

সাংখ্য জ্ঞানশাস্ত্র ; এ ক্ষেত্রে নিষেধাত্মক শ্রুতিগণকর্তৃক ভগবানের নাম-রূপ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রাপঞ্চিক কল্পিত নাম-রূপ বলিয়া সর্বভাবেই নাই, ইহা নিশ্চিত। এই উভয় মত পূর্বের দুইটী শ্লোকে কথিত হইয়াছে, (ভাঃ ৬।৪।২৮ শেষার্ধ ও ২৯) : "স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ, প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ॥ যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং, ধিয়াক্ষভি র্বা মনসা বোত যস্য। মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ, স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ॥" —অর্থাৎ ভগবান্ সকল (চিত্বুদিত) নামের বাচ্য ও বিশ্ব বা সমস্ত চিদ্ রূপ এবং নির্বচনাতীত (অচিন্ত্য) শক্তিবিশিষ্ট ; তিনি প্রসন্ন হউন। যাহা বাক্যদ্বারা অভিহিত হয়, যাহা বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য এবং যাহা মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত, সেগুলি গুণ-কার্য বলিয়া ভগবানের স্বরূপ নহে। তবে তিনি গুণসকলের প্রলয় ও উৎপত্তির কারণ-রূপে লক্ষিত।" 'অস্তি' ও 'নাস্তি'—এই উভয়েরই বস্তুতে নিষ্ঠা। (তবে বিবাদ কোথায় ?—) সে বিবাদ স্পষ্টীকৃত করিতেছেন, যথা—একটী 'আছে', অন্যটী 'নাই'—এই প্রকার ইহাদের দুইটী ভিন্ন বা বিরুদ্ধ-ধর্ম। 'তবে থাকুক্ ইহারা ভিন্নবিষয়াত্মক হইয়া'—এই পূর্বপক্ষ নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—না,

টিপ্পনী

শ্রুতিবচন 'বিজ্ঞানঘনানন্দঘন'—ইহার সহিত বিরোধ আসিয়া যায়। অতএব এইরূপে প্রত্যক্ত্ব (আভ্যন্তরীণত্ব) প্রভৃতি ধর্মসকল বিগ্রহেরই। তাঁহাতে অন্য প্রকার জ্ঞান মায়ার বশেই হয়। স্মৃতিতেও আছে যে, শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছেন (মহা ভাঃ, শাঃ ৪৪, ৪৬): 'এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে, ইচ্ছন্মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ॥ মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥' (ইহার অনুবাদ ও শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা এই সন্দর্ভের ৪৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।" এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য—'দর্শয়তি চ আনন্দস্বরূপত্বম্—তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—ইতিশ্রুতিঃ (মুণ্ডক ২।২।৭)—দেখাইতেছেন—আনন্দস্বরূপত্ব দেখাইতে-ছেন, যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—ধীর অর্থাৎ প্রকৃত বিবেকবান্ ব্যক্তিগণ বিশিষ্ট জ্ঞানযোগে তাঁহাকে সর্বতোভাবে দর্শন করেন ; যিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ তত্ত্বরূপে বিশেষরূপে প্রকাশমান হ'ন', ইহার পর শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন 'এখানে আনন্দ ব্রহ্মের রূপ—ইহাদ্বারা শ্রুতিতে ভেদেরও নির্দেশ দিতেছেন।'

সুতরাং ভগবানের কেশাদিকে শ্রুতিতেই আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, অন্যের পক্ষে তাহার অভাব বলিয়া ভেদ স্পষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৩।৩৭) যে শ্লোকার্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হিরণ্যকশিপুর বর-প্রার্থনার অংশ। তিনি ব্রহ্মার নিকট স্পষ্টতঃ অমরত্ব-বর প্রার্থনা করেন নাই। প্রথম (৭।৩।৩৫) বর-প্রার্থনা শ্লোকে তিনি বলিয়াছিলেন—'যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্ মে বরদোত্তম। ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মাভূন্মম প্রভো॥"—অর্থাৎ 'হে বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রভো, যদি আমার অভিমত বরদান করেন, তাহা হইলে আপনার সৃষ্ট প্রাণিগণ হইতে যেন আমার মৃত্যু

বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ যয়োঃ তয়োঃ। নন্বাস্তামনয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বং নেত্যাহ, একস্থয়োঃ সমানবিষয়য়োঃ। তদেবং বিবাদে সতি যৎকিঞ্চিৎ সমং সমঞ্জসত্বেনৈব অবেক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তদ্দ্বয়োরপি বৃহন্মহদনুকূলং ভবতি। কিন্তৎ সমঞ্জসং, যৎ পরং নামরূপাদত্যন্ততদভাবাচ্চ বিলক্ষণং; যত্র যুগপন্নাম-

অনুবাদ

তাহারা 'একস্থ' অর্থাৎ সমানবিষয়াত্মক। তবে এই প্রকার বিবাদস্থলে যাহা কিছু সম বা সমঞ্জসভাবে অবেক্ষিত বা প্রতীত বস্তু, তাহা ঐ দুই পক্ষেরই বৃহৎ অর্থাৎ মহৎ বা বিশেষভাবে অনুকূল। সেই সমঞ্জস বস্তু কি? —যাহা পর অর্থাৎ নাম-রূপ হইতে ও নামরূপের অত্যন্ত অভাব হইতে বিলক্ষণ, যাহার সম্বন্ধে এক সঙ্গেই নাম-রূপিত্ব ও অনামরূপিত্বও বলা যাইতে পারে, তাহা হইতে বিলক্ষণ কোন নামরূপাত্মকবস্তু—ইহাই বলা হইতেছে। একই বস্তুতে নামরূপিত্বসম্বন্ধে বিধিনিষেধ-যোগে শ্রুতিগণের অর্থ পরস্পর পরাভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু এস্থলে পরতত্ত্ব বলিয়া উভয়ক্ষেত্রেই পূর্বযুক্তি-অনুসারে অপ্রাকৃত নামরূপিত্বই বিধিনিষেধাত্মক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য বলিয়া সমঞ্জসভাবে বা সঙ্গতির সহিত উপস্থাপিত করা হইতেছে। এই প্রকারে ঐ ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির কেবল (অসার বা অকারণ) বিবাদ।

টিপ্পনী

না হয়।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় হিরণ্যকশিপুর মনের বিচারটী পরিস্ফুট করিয়াছেন, যথা— "যদি আমি অমর হইবার বর প্রার্থনা করি, তাহা হইলে সে বর অসম্ভব হইবে, যেহেতু কল্পান্তে আমরা সকলেই, ব্রহ্মা পর্যন্ত, মৃত হইব; অতএব আমার সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইবে। অতএব যুক্তিসহকারে এমন বর প্রার্থনা করি, যাহাতে ফলতঃ অমরত্ব লাভই হইবে। ব্রহ্মার সৃষ্টপ্রাণী বলিলে আর কেই বা অবশিষ্ট থাকিবে? —এই ভাবার্থ।" ইহার পরবর্তী (ভাঃ ৭।৩।৩৬) শ্লোকটী এই—"নান্তর্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ। ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যু র্ন মৃগৈরপি ॥" —অর্থাৎ 'অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, অন্য কেহ (যেমন রুদ্রাদি) হইতেও অস্ত্রদ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা পশুগণদ্বারা যেন মৃত্যু না হয়।" ইহার টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"মৃত্যু ত' আপনা হইতেও হইতে পারে, তন্নিমিত্ত আবার বলিতেছেন—সর্বদেশকাল নিষেধ করায় স্বাভাবিক মৃত্যুও নিবারিত হইল। আর বরাহাদি (যে আকারে নিজভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করা হইয়াছিল) সাকার বিষ্ণুও ত' ব্রহ্মসৃষ্ট, তবে তিনি যদি নিরাকার থাকিয়া চক্রাদি অস্ত্র চালনা করেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অন্যকেহ হইতেও অস্ত্রদ্বারা যেন মৃত্যু না হয়। ভিতর-বাহির বলায় সর্বদেশই আসিয়া যায় বটে, তবে সম্বন্ধিশব্দযোগে কোনও বিশেষ প্রতিযোগী উপস্থাপিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আবার দেশবিশেষকে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—'ভূমিতে নয়' বলায়, সপ্তপাতালে নয় বলা হইল; আর 'আকাশে নয়' বলাতে সপ্ত ঊর্ধ্বলোকও বলা হইল; ইহাতে চতুর্দশ ভুবন নিষিদ্ধ হইল। আবার যদি দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিকর্তৃক সৃষ্ট প্রাণী হয়, (তাহারা ত' ব্রহ্মার সৃষ্টি হইবে না)— এই আশঙ্কায় মানুষ ও পশু নিষেধ করিলেন।" মূলে উদ্ধৃত (ভাঃ ৭।৩।৩৭) শ্লোকার্ধটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিতেছেন—"সর্বজীবজাতি ত' উল্লেখ করিতে পারা গেল না, এই আশঙ্কায় অপ্রাণী, প্রাণী, সুর, অসুর, মহাসর্প নিষেধ করিয়া তিনি মনে করিলেন—বস্তুতঃ আমি অমরই হইয়া গেলাম।" মূলে শ্রীজীবপাদ এই শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে ইহার প্রকরণ বা প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে বধকর্তা, বধের করণ অস্ত্রাদি নহে। হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবের নখদ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। জীবপাদ

রূপিত্বমনামরূপিত্বমপি বক্তুং শক্যেত, তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলক্ষণমেব বস্তিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। একস্মিন্নেব বস্তুনি নামরূপিত্ববিধিনিষেধাভ্যাং পরস্পরং শ্রুতয়ঃ পরাহতার্থাঃ স্যুঃ। অত্র তু পরত্বেনোভয়ত্রাপি প্রাক্তনযুক্ত্যা সমঞ্জসমপ্রাকৃতনামরূপিত্বমেব বিধিনিষেধশ্রুতিতাৎপর্যে-ণোপস্থাপ্যত ইতি তত্ত্বন্মতবিবাদমাত্রম্। ইত্থমেবাত্র শ্রীধ্রুবেণ নির্বিবাদত্বমুক্তম্—

অনুবাদ

শ্রীধ্রুবও ভগবৎস্তোত্রে এক্ষেত্রে এই প্রকার নির্বিবাদত্ব (বিবাদের অযৌক্তিকত্ব) বলিয়াছেন—(ভাঃ ৪।৯।১৩): "হে অজ, হে পরমেশ্বর, তির্যক্ (পশু), লতা (বৃক্ষ-পর্বত), দ্বিজ (পক্ষী), সরীসৃপ (সর্পাদি), দেব, দৈত্য, মর্ত্য (মনুষ্য) প্রভৃতিদ্বারা পরিচিত বা পরিব্যাপ্ত আপনার স্থবিষ্ঠ বা বিরাট্ রূপে সদসদ্বিশেষ অর্থাৎ স্থূল মহাভূত ও সূক্ষ্ম শব্দাদি পরস্পর বিশেষ বা পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান ও মহৎ প্রভৃতি কারণ বর্তমান। আমি এইরূপ হইতে ভিন্ন অন্য রূপ জানি না, যাহাতে বাদ (শব্দাদি ব্যাপার) নাই।"

এখানে (অস্তি-নাস্তি) উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ্য (অর্থাৎ গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্য) বলিয়া, এবং বিষ্ণুপুরাণবাক্য—"হে রাজন্, রূপ ও অরূপ, এবং পর ও অপর"—ইত্যাদি অনুসারেও রূপশব্দের অর্থ—ইহা হইতে পর অর্থাৎ চতুর্ভুজাদিলক্ষণাত্মক রূপ বা বপুঃ। ইহা পরেও প্রদর্শিত হইবে। 'তাহা আমি জানি না' অর্থাৎ একাল পর্যন্ত আমি জানি নাই।

টিপ্পনী

দেখাইয়াছেন যে, যেহেতু 'দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' বা 'পরমাত্মাই বিগ্রহ, বিগ্রহই পরমাত্মা'—এই ন্যায়ানুসারে ভগবানের নখ তিনিই। নখ কর্তা, করণ নহেন। আর নখ অপ্রাণ হইলেও ভগবান্ হইতে আপত্তি নাই, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন 'ভগবান্ অপ্রাণঃ অমনাঃ' ইত্যাদি, তাঁহার নিঃশ্বাসও তিনি। কিন্তু এই নখ বায়ু বা অপ্রাণ হইলেও 'বায়ু'-শব্দ বিশেষরূপে যাহাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছে, অর্থাৎ সুর, অসুর, মহোরগ ন'ন। সুতরাং বর লঙ্ঘিত নয়। ভগবদ্বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা বরাহপুরাণোদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, আর যোগিগণের ইচ্ছাকৃত দেহের ন্যায় উঁহা তাৎকালিক নহেন, কিন্তু নিত্য। শ্রীনৃসিংহমূর্তি নিত্য বিগ্রহ ; লোকচক্ষুর গোচর হইয়া ইনি পূর্বে ছিলেন না, হইলেন, কার্যশেষে আর রহিলেন না—এরূপ নহে। কিন্তু জীবদেহ তাহা নহে, মূল (রুক্মিণী দেবীর) শ্লোকে তাহাকে 'জীবচ্ছব' বলা হইয়াছে। দেহটী শবই, তাহা চৈতন্যযোগে তাৎকালিক জীবন প্রাপ্ত, চৈতন্যযোগ শেষ হইলে যে শব, সেই শব। আর এই চৈতন্যও যদি ভগবৎসেবাপর না হয়, তাহা হইলেও সেই শবই, যেমন ভাগবতে (ভাঃ ২।৩।২৩) দেখা যায়—"জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ, শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥" অর্থাৎ 'যে মর্ত্যজীব ভক্তগণের চরণধূলি প্রাপ্ত হইল না, সে জীবিত থাকিয়াও শব ; আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অর্পিত শ্রীতুলসীর গন্ধ জানিল না, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াও শব।" জীবদেহ এইরূপ শব, কিন্তু চিদেকরস স্বরূপ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সর্বদাই চেতনশীল—এই বৈলক্ষণ্য সংগতই। আর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া ভজনীয়—ইহাও সংগত॥ ৪৯॥

এই (৫০শ) অনুচ্ছেদের মূল শ্লোকের (হংসগুহ্য স্তোত্র ভাঃ ৬।৪।৩২) সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকটী (ভাঃ ৬।৪।৩১) বর্তমান সন্দর্ভের ১২ অনুচ্ছেদে আলোচিত ও টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ এতৎপ্রসঙ্গে

"তির্যঙ্ নগদ্বিজসরীসৃপদৈত্যদেব-, মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্টমজ তে মহদাদ্যনেকং, নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥" (ভাঃ ৪।৯।১৩) ইতি।

অত্র রূপশব্দস্যৈবোভয়ত্র বিশেষ্যত্বেন, "ভূপ! রূপমরূপঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ" ইতি বৈষ্ণববাক্যানুসারেণ চ অতঃ পরং চতুর্ভুজাদিস্বলক্ষণং রূপং বপুরিত্যর্থঃ। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তন্ন বেদ্মি এতৎপর্যন্তং কালং নাজ্ঞাসিষমিত্যর্থঃ। তদেব ব্যনক্তি (ভাঃ ৬।৪।৩০)—

অনুবাদ

ইহাই প্রজাপতি দক্ষ পরবর্তী শ্লোকটীতে স্পষ্টীকৃত করিতেছেন (ভাঃ ৬।৪।৩৩): "যে অনন্ত ভগবান্ প্রাকৃতনামরূপাদিরহিত হইয়াও নিজপাদমূল ভজনকারীদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য জন্ম অর্থাৎ অবতারদ্বারা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ও কর্ম বা লীলাদিদ্বারা চিন্ময় নাম ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যিনি নামরূপবর্হিত হইয়াই নাম ও রূপসমূহ প্রকটীকৃত করিয়াছেন, জন্মকর্ম সহিত অর্থাৎ সে সকলও প্রকট করিয়াছেন। ইহার ব্যতিরেক হইলে দোষের কথা বলিতেছেন যে, তিনি অনন্ত; যদি তাঁহাতে নামরূপিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে সান্তত্ব-দোষ প্রসক্ত বা সংলগ্ন হয় (—অর্থাৎ তাঁহাকে অনন্ত না বলিয়া অন্তশীল বলিতে হয়)।

টিপ্পনী

ঐটীরও আলোচনা করিলে ভাল হয়, এবং এই অনুচ্ছেদে ঐ স্তোত্রের অন্য শ্লোকও আলোচিত হইতেছে। বিংশ অনুচ্ছেদেও একটী স্তোত্র আলোচিত হইয়াছে। অতএব এই স্তোত্রগুলির প্রসঙ্গটী জানিতে অনেকেই কুতূহল হইতে পারেন। এই নিমিত্ত তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র দশজন প্রচেতা তপস্যার্থ সমুদ্র-গর্ভে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে নির্গত হইবার পর প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্যগ্ভাবে সৃষ্টিকার্যে সফল হইবার জন্য বিন্ধ্যগিরির নিকট এক পর্বতে অঘমর্ষণতীর্থে তপস্যা করেন ও হংসগুহ্য নামক স্তোত্রসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করেন।

মূল শ্লোকটীর (ভাঃ ৬।৪।৩২) টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সে ব্রহ্ম কোন্ তত্ত্ব যাঁহার শক্তিগুলি (ভাঃ ৬।৪।৩১ শ্লোক কথিত) বিবাদাদির স্থল হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। যোগ উপাসনাশাস্ত্র। তাহাতে বিরাট্-রূপের উপাসনায় পাতালপাতাদি 'অস্তি' বলিয়া উপাস্যরূপে বিহিত হইয়াছে। 'নাস্তি'—এই বিচার সাংখ্য বা জ্ঞানশাস্ত্র; তাহাতে অপাণিপাদ অচক্ষু অশ্রোত্র (শ্বেতাঃ ৩।১৯) ইত্যাদি দ্বারা পাদাদি নাই বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। সেই যোগ-সাংখ্যের যাহা কিছু সম বা অনুবর্তমান বলিয়া অবেক্ষিত বা প্রতীত হয়, তাহা বৃহৎ বা ব্রহ্ম; তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম বিবাদের ও অবিবাদের আস্পদ। বিবাদটী স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ভিন্ন অর্থাৎ 'অস্তি-নাস্তি'—এই প্রকার যাহাদের বিরুদ্ধ ধর্ম, সেই যোগ ও সাংখ্যের ভিন্ন বিষয় হইলেও বিরোধ হইতে পারে না; তাহার উপর একস্থ বা এক বিষয় বলা হইয়াছে। কেন? পাদাদিবিধিনিষেধে ('আছে' এই বিধি, 'নাই' এই নিষেধ)—ইহাদের একই বস্তুতে নিষ্ঠা বলিয়া তাহারা বস্তুনিষ্ঠ। আর সম কেন? যেহেতু পর, তাহাদের পাদাদিবিষয় বলিয়া তিনি বিধিনিষেধের অবিষয়। অবিষয়ত্বের প্রমাণ কি? তাই বলিতেছেন—অনুকূল বা অধিষ্ঠান; পাদাদিকল্পনার যোগ না করিয়াও তাহাদের নিষেধের অযোগ বিনাও ঐ যোগ-সাংখ্যের উপপাদকরূপে তিনি সিদ্ধ। পূর্বের অনুষঙ্গক্রমে তাঁহাকে প্রণাম।" শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যাটী এই টীকা হইতে একটু স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ 'বৃহৎ', 'অনুকূল' প্রভৃতি শব্দগুলির উভয়স্থলে পরস্পর

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-, মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥"

যো নামরূপরহিত এব নামানি রূপাণি চ ভেজে প্রকটিতবান্ জন্মকর্মভিঃ সহ তানি চ প্রকটিতবানিত্যর্থঃ। ব্যতিরেকে দোষমাহ—অনন্তঃ। যদি তস্মিন্নামরূপিত্বাদিকং নাস্তি তর্হি তচ্ছক্তিমত্ত্বং প্রতি সান্তত্বমেব প্রসজ্যেতেতি।

অনুবাদ

তাহা প্রচেতোগণ (প্রচেতারা) বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৩০।৩১): "যাঁহার বিভূতিসমূহের অন্ত নাই, তিনি অনন্ত বলিয়া গীত হ'ন। রূপ, নাম, জন্ম, কর্ম-প্রকটীকরণের হেতু এই যে, তিনি ভগবান্ অর্থাৎ ভগ ষড়ৈশ্বর্যাত্মকশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তির মায়াত্ব নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ তাহা যে মায়াশক্তি নয়, তাহা বলিতেছেন 'পরম' বলিয়া ; ('পরম'-শব্দের নিরুক্তি বলিতেছেন)—যাঁহাতে 'পরা' পরা-নাম্নী শক্তিরূপা 'মা' লক্ষ্মী, তিনি 'পরম'। অন্যথা (নামরূপাদি প্রকট না হইলে) তাঁহার পরমত্বের ব্যাঘাত হয়—ইহাই ভাবার্থ। এইরূপ কথিত আছে, যথা—"তাঁহা হইতে সমস্ত মায়াযোগে প্রকটীকৃত নয়, সমস্তই ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঐশ্বরীশক্তিসম্ভূত ; যেহেতু ঈশ্বর অমায় (মায়ারহিত), সেই হেতু বুধগণ তাঁহাকে 'পরম' বলিয়া জানেন।" এখানে পূর্বপক্ষ হইতে পারে (ভাঃ ৬।৪।২৮ শ্লোকোক্ত) ভগবান্ সর্বনামা ও বিশ্বরূপ

টিপ্পনী

বিভিন্ন অর্থ। সেইরূপ শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; পাঠকমহোদয়গণ একটু সতর্কভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যথা—"(পূর্বশ্লোকে পরস্পর বিবদমান পণ্ডিতগণকে মোহপ্রাপ্ত বলা হইয়াছে)। ইহাতে যদি পূর্বপক্ষ হয় 'ঐ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে কেন নিন্দা করা হইতেছে ? শাস্ত্রগণের মধ্যেই এক মত নাই, তাহারা পরস্পর বিরোধি'—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ঐরূপ বলিবেন না। যোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগ এবং সাংখ্য—জ্ঞানশাস্ত্র ; এই দুইটীতে সেই প্রসিদ্ধ পর বা সর্বোৎকৃষ্ট বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম সম ও অনুকূলভাবে অবেক্ষিত হইয়াছেন। পরস্পর-বিরুদ্ধ ঐ দুইটী শাস্ত্রের অবেক্ষণে (দর্শনে) কিছুরই বৈষম্য ও প্রাতিকূল্য নাই—ইহাই তাৎপর্য। ঐ দুইটী কি প্রকার ? উহারা 'অস্তি' ও 'নাস্তি'—এই পরস্পর ভিন্ন ও বিরুদ্ধধর্মাত্মক। যোগশাস্ত্রে (ভক্তিযোগশাস্ত্রে) কৃষ্ণ পীতবসন, পদ্মলোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-গদাদিধারী বলিয়া তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পাণিপাদাদি-অঙ্গ-উপাঙ্গ-পার্ষদ-ধাম প্রভৃতি আছে ('অস্তি') বলিয়া তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে ব্রহ্মকে নাম-রূপ-গুণ-পাণিপাদচক্ষুঃশ্রোত্ররহিত অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার নাম-রূপাদি নাই ('নাস্তি') বলিয়া ঐ সব করা হইয়াছে। এই প্রকার ভিন্ন পরস্পরবিরুদ্ধ দুই শাস্ত্রের ভিন্ন বিষয়ত্বে বিরোধ নাই। তাহারা 'একস্থ' একই ব্রহ্মে স্থিত হইয়া একই ব্রহ্মকে তাহারা স্ববিষয়ীভূত করিয়াছে। উহাদের অবৈষম্য ও অপ্রাতিকূল্য কিরূপে হইল ? এই প্রকার পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলিতেছেন—উহারা 'বস্তুনিষ্ঠ' ; বস্তু অর্থাৎ বাস্তব বস্তুতেই উহাদের প্রতিপাদকত্বলক্ষণা নিষ্ঠা ; ভক্তিশাস্ত্রবিধিদ্বারা বাস্তববস্তুকেই প্রতিপাদন করা হইতেছে, অবাস্তব বস্তুকে নহে ; সেইরূপ জ্ঞানশাস্ত্রেও নিষেধদ্বারা বাস্তববস্তুকেই প্রতিপাদন করিয়াছে, অবাস্তব বস্তুকে নহে। ভক্তিশাস্ত্রকর্তৃক পরমেশ্বরের রাম-কৃষ্ণ-মূর্তির নামরূপাদি বস্তু-প্রতিপাদন-সিদ্ধ হইলে, জ্ঞানশাস্ত্রও স্বীয় বস্তুনিষ্ঠত্বহেতু তাঁহার নামরূপাদি নিষেধ করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার মায়িকমূর্তির বিরাজেই নিষেধ। অতএব পুনরায় ভক্তিশাস্ত্রও জ্ঞানশাস্ত্রকর্তৃক নিষিদ্ধ বিরাট্-রূপকে উপাস্যরূপে স্বীকার করেন না, যেমন কথিত হইয়াছে (ভাঃ ২।১০।৩৫):

তদুক্তং প্রচেতোভিঃ—"ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়তে।" (ভাঃ ৪।৩০।৩১) ইতি। তত্তৎপ্রকাশনে হেতুঃ ভগবান্ ভগাত্মকশক্তিমান্। তস্যাঃ শক্তের্মায়াত্বং নিষেধতি, পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা মা লক্ষ্মীর্যস্মিন্; অন্যথা পরমত্বব্যাঘাতঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

"তস্মান্ন মায়য়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্যসম্ভবম্। অমায়ো হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥" ইত্যুক্তেঃ।

অনুবাদ

হইলেও তদ্রহিত হইলে উভয়পক্ষের উপাসকগণ তত্তদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আছেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরূপ কাহারা? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন 'যাঁহারা তাঁহার পাদমূল ভজন করেন, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য।' (অষ্টাঙ্গ)যোগে ও সাংখ্যে (জ্ঞানে) তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভক্তিতেই হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান।" অতএব 'অস্তি-নাস্তি' যে কেবল বিবাদমাত্র, এই প্রকার উক্তি যুক্ত—ইহাই ভাবার্থ। ইহার পরেই বলা হইতেছে (শ্রীশুকোক্তি, ভাঃ ৬।৪।৩৫-৩৬): "হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ, ভক্তবৎসল ভগবান্ দক্ষের এই প্রকার স্তবে বন্দিত হইয়া সেই (বিন্ধ্যগিরির নিকটে পর্বতে) অঘমর্ষণ নামক তীর্থে (যেখানে দক্ষ প্রজাপতি তপস্যা করিতেছিলেন) স্তবকারী দক্ষের সম্মুখে গরুড়ের স্কন্ধে পাদন্যস্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন।"

টিপ্পনী

'অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্নন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥' —অর্থাৎ (পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি) 'আমি আপনার নিকট ভগবানের স্থূল (৩৩ শ্লোক) ও সূক্ষ্ম (৩৪ শ্লোক), উভয় রূপই বর্ণন করিলাম; (শুদ্ধভক্তিমান্) পণ্ডিতগণ উক্ত উভয়বিধ রূপকেই, উহারা মায়াসৃষ্ট বলিয়া, গ্রহণ বা অঙ্গীকার করেন না। (চক্রবর্তিপাদ শ্লোকের টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন—'কিন্তু রাম-কৃষ্ণ-নারায়ণ-নৃসিংহাদি শুদ্ধসত্ত্বরূপ অঙ্গীকার করেন')। অতএব ভক্তি ও জ্ঞানশাস্ত্র দুইটীর মধ্যে বস্তুতঃ বিরোধ নাই। তথাপি শাস্ত্রতাৎপর্যানভিজ্ঞ যে দার্শনিকগণ বিবাদ করেন, তাঁহারাই নিন্দনীয়, এই ভাবার্থ।"

উদ্ধৃত সার্ধশ্লোকের (ভাঃ ৬।৪।২৮-২৯) টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"তিনি সর্বনামা, তিনি বিশ্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত যে সকল নাম-রূপ, সে গুলি তাঁহারই—এই তাৎপর্য, যেহেতু, মায়া তাঁহারই শক্তি, মায়িক বিশ্বও তাঁহারই রূপ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতশক্তি মায়াশক্তি হইতে ও মায়িক বিশ্ব হইতে অন্যা। তাঁহার আত্মভূতা শক্তি অনিরুক্তা অর্থাৎ মায়িক বাক্য ও মনের অবিষয়ীভূতা। বাক্য-বুদ্ধি প্রভৃতি সবই মায়িক, সুতরাং তদ্দ্বারা নিরূপিত সমস্তই মায়িক হইবে। তাহা কিন্তু তাঁহার স্বরূপ নয়। যেহেতু সে সমস্ত গুণরূপ অর্থাৎ (সত্ত্বাদি) গুণসমূহের রূপ; তিনি কিন্তু গুণব্যতিরিক্ত। অপি চ তিনি গুণসমূহের প্রলয় ও উৎপত্তিযোগে লক্ষিত হ'ন। যিনি সৃষ্টি প্রলয় করেন, তিনি ঈশ্বর। অতএব সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ের পরেও তাঁহার সত্ত্ব (বর্তমানত্ব) সিদ্ধ। এখানে বাক্যদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা নিরূপিত, তাহা তাঁহার স্বরূপ নয় বলাতে যাহারা ভগবানের অনুগৃহীত নয় তাঁহাদেরই বাক্যাদিদ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ (কঠোপনিষদুক্ত ১।৩।১২): 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ', (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬): "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ', (শ্বেতাঃ ৬।১৫): 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি', (ভাঃ ২।২।৩৬): 'তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥' ইত্যাদি সহস্র শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া যায়।..."

ননু সর্বনাম-বিশ্বরূপত্বে তদ্রাহিত্যে চ সন্ত্যেব তত্তদুপাসকাঃ প্রমাণম্, অত্র তু কে স্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ, পাদমূলং ভজতামনুগ্রহার্থমিতি যোগসাঙ্খ্যয়োস্তত্তত্ত্বং ন সম্যক্ প্রকাশতে কিন্তু ভক্তাবেব।

"ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্ যুক্তং তয়োর্বিবাদমাত্রত্বমিতি ভাবঃ। অতএব বক্ষ্যতেঽনন্তরমেব—

অনুবাদ

"পাদমূল ভজনকারীদিগের'—এই কথা বলায় তাঁহাদের নিকট রূপ প্রকট করিবার পূর্বেও রূপ বর্তমান থাকে, ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল ; শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভগবানের পুরাণ (অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই বর্তমান) পবিত্র চরণ ব্যাপ্ত আছে।" (ভাঃ ৬।৪।৩৩ শ্লোকের) ভেজে' অর্থাৎ প্রকট করিয়াছিলেন—ইহাতে (লিট্) অতীতকালের নির্দেশ দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনাদিকালত্ব বুঝাইতেছে। (ঐ শ্লোকের) অনন্তপদেরও নাম-রূপসমূহও অনন্তই—ইহাই ভাবার্থ। এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাতেও "প্রাকৃতনামরূপরহিতও" বলা হইয়াছে। মূল শ্লোক দক্ষ শ্রীপুরুষোত্তমকে বলিয়াছেন। (৫০)

টিপ্পনী

উদ্ধৃত ধ্রুবস্তোত্রটীর (ভাঃ ৪।৯।১৩) টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—" 'এমন যদি জান (যে যাঁহারা ভগবদ্ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহ-বিত্ত-পুত্র-কলত্র কিছুই চান না), তবে নিজপিত্রাদির প্রাপ্তপদ উৎকৃষ্ট পদপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ভজন করিয়াছিলেন কেন ?'—এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক বলিতেছেন। …'বেদ্মি' এই বর্তমান প্রয়োগটী 'এতকাল জানিয়া আসিতেছিলাম' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অতঃ পরম্'—এই স্থবিষ্ঠ (স্থূল) রূপ হইতে পর অর্থাৎ চিদানন্দঘন আপনার স্বরূপ জানি নাই ; আর যাহাতে বাদ বা শব্দব্যাপার নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপও জানি নাই। অতএব বালক ও অজ্ঞ বলিয়া ঐরূপ দুর্ভাবনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আপনার শঙ্খের স্পর্শ লাভ করিয়া সমস্ত বেদার্থই জানিয়াছি। —এই ভাবার্থ।" শ্রীমধ্বাচার্যপাদ এই শ্লোকের 'তাৎপর্য' টীকায় শ্রীব্যাসদেবের ব্রহ্মতর্ক হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"পশ্যমানোঽপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন। বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরো স্তথা ॥"—অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শন পাইয়াও তাঁহাকে কোনও প্রকারে জানিতে পারেন না ; তবে হরির এবং গুরুর প্রসাদ হইলে কিছু জানিতে পারেন।'

দক্ষ প্রজাপতির উদ্ধৃত পরবর্তী (ভাঃ ৬।৪।৩৩) শ্লোকটীর টীকার অবতরণিকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"নামরূপাদিসম্বন্ধে বিধিনিষেধযোগে (যোগ-সাংখ্য) শাস্ত্রদ্বয় পরস্পরে অবিরুদ্ধ, ইহা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে আপনাতে ভক্তবৎসল ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন।" স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"নিজপাদমূল-ভজনকারী ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ প্রাকৃতনামরূপরহিত হইয়াও জন্ম অর্থাৎ অবতারসমূহযোগে বিশুদ্ধ সুদীপ্তসত্ত্ব রূপসমূহ, এবং কর্মদ্বারা নামসমূহ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন। তাহা কিরূপে হইল ? যেহেতু ভগবান্ অনন্ত অর্থাৎ অচিন্ত্যৈশ্বর্য।…"

যে প্রচেতোগণের (ভাঃ ৪।৩০।৩১) শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, দক্ষ প্রজাপতির পরিচয়-দানকালে ইতঃপূর্বে তাঁহাদের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটী ভগবৎসমীপে বর প্রার্থনার ভূমিকা। স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"… আপনি অবশ্যই প্রার্থিত বর দিতে সমর্থ, কেননা আপনার দেয় বিভূতির অন্ত নাই, যেহেতু আপনার

ইতি সংস্তুবতস্তস্য স তস্মিন্নঘমর্ষণে। প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে—" ইত্যাদি। (ভাঃ ৬।৪।৩৫-৩৬)

পাদমূলং ভজতামিত্যনেন তান্ প্রতি রূপপ্রাকট্যাৎ পূর্বমপি রূপমস্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্—"চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ভেজ ইত্যতীতনির্দেশঃ প্রামাণ্যদার্ঢ্যায়ানাদিত্বং বোধয়তি। অনন্তপদস্য চ নামানি রূপাণি চানন্তান্যেবেতি ভাবঃ।

অনুবাদ

অতএব এই প্রকারে ভগবানের রূপ নিত্য, বিভু, সর্বাশ্রয়, প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে অতীত, প্রত্যক্ (আভ্যন্তরীণ)রূপ স্বপ্রকাশ, সমস্ত শ্রুতিসমূহকর্তৃক সমন্বয় বা সঙ্গতির সহিত পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে সিদ্ধ (প্রতিপাদিত) পরমতত্ত্বরূপ। সেই রূপই পরমবিদ্বান্ শ্রীব্রহ্মা তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানময় অনুভূতিলব্ধ রূপসম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে তিনটী শ্লোকে (ভাঃ ৩।৯।২-৪) বলিয়াছেন, যথা—"হে ভগবন্, 'অববোধরসোদয়' অর্থাৎ চিচ্ছক্তিপ্রাদুর্ভাবযোগে নিত্য তমঃ বা প্রকৃতির গুণসমূহ হইতে যুক্ত আপনার এই যে রূপ ভক্ত সাধুগণকে অনুগ্রহপূর্বক দর্শনের সৌভাগ্যদান-নিমিত্ত আদিকালে অর্থাৎ অবতারগণের আবির্ভাবের পূর্বেই গৃহীত বা প্রকটিত, ইহা শতশত অবতারগণের একমাত্র বীজ বা মূল। এই বিগ্রহের নাভিপদ্মরূপ ভবন হইতে আমি আবির্ভূত হইয়াছি (২)। হে পরমপুরুষ, হে অবিদ্ধবচঃ (যাঁহার তেজ-

টিপ্পনী

বিভূতি অনন্ত বলিয়া আপনার 'অনন্ত' বলিয়া খ্যাতি।" ইহার পরে তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন (৩৩ শ্লোক)।

ভগবান্ যে (ভাঃ ৬।৪ ৩৫-৩৬) প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে গরুড়স্কন্ধে চরণ ন্যস্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন, ইহার পরে তাঁহার বিস্তৃত রূপবর্ণনা আছে। সেরূপ অবশ্যই মায়িক নহে, কিন্তু স্বরূপশক্তিপ্রকাশিত নিত্যরূপ। তিনি প্রাকৃতনামরূপবিহীন, কিন্তু অপ্রাকৃতনিত্যনামরূপসম্পন্ন, তাহা অবসরানুসারে প্রকটিত করেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ নিত্য, বিভু (ব্যাপক), সর্বাশ্রয়, অপ্রাকৃত, প্রত্যগ্‌রূপ ('ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজে' অনুভবযোগ্য), স্বরূপশক্তিযোগে প্রকাশশীল (মায়াযোগে নহে), আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যদ্বারা সমন্বয়যোগে সিদ্ধান্তিত। এখন শ্রীব্রহ্মার পরমবিদ্বদনুভূতি-উপলব্ধ দর্শনযোগে কথিত শ্লোকচতুষ্টয় দ্বারা স্পষ্টীকৃত। প্রথম তিনটী শ্লোকের (ভাঃ ৩।৯।২-৪) স্বামিটীকা মূলেই উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন "জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য"—ইত্যাদি। এই কথা লইয়াই চক্রবর্তিপাদ দ্বিতীয় (উদ্ধৃত প্রথম) শ্লোকের টীকা আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—"শ্রীভগবান্ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন যে আমার এই রূপ ত' অদ্যতন, আর সেইজন্য অনিত্য; তুমিই ত' বলিলে যে, আজ আমার নিকট জ্ঞাত হইলে, তোমার কথাই ত' তাহার প্রমাণ'—এই পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া এই শ্লোক বলিতেছেন। 'অববোধরস'—স্বরূপভূতচিচ্ছক্তি, তাহার উদয়হেতু। .." দ্বিতীয় শ্লোকটীর চতুর্থ চরণের টীকায় তিনি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ টীকাটী, যথা—"যদি বলা হয় যে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই সকলের আদি, সবিশেষ ব্রহ্ম নয়—এই শ্লোকে তাহা নিরাস করা হইয়াছে। আপনার যে অবিকল্প অর্থাৎ নির্বিশেষ আনন্দমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা এই রূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না; কিন্তু ইহাই তাই, তাহাই নয় কি? আপনার বর্চঃতেজ অবিদ্ধ কালদেশাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক; সেই তেজই ঐ ব্রহ্ম। একথা হরিবংশে

অত্র "প্রাকৃতনামরূপরহিতোঽপি" ইতি টীকা চ ॥ দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম ॥ ৫০ ॥

সর্বশ্রুতিসমন্বয়সিদ্ধত্বাৎ তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপম্

তদেবং নিত্যত্বাদ্ বিভুত্বাৎ সর্বাশ্রয়ত্বাৎ স্থূলসূক্ষ্মপ্রাকৃতবস্তু্যতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ সর্বশ্রুতিসমন্বয়সিদ্ধত্বাত্তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপমেবেতি সিদ্ধম্। তথৈব হি পরমবৈদুষ্যেণানুভূতং স্পষ্টমেবাহ, ত্রিভিঃ (ভাঃ ৩।৯।২-৪)—

অনুবাদ

দেশকালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু সর্বব্যাপক), আপনার যে স্বরূপ অবিকল্প বা নির্বিশেষ আনন্দমাত্র, তাহা আপনার এইরূপ হইতে পর বা ভিন্ন দেখিতেছি না, অর্থাৎ ইহারই অন্তর্গত। হে আত্মন্ (পরমাত্মন্), আমি বিশ্বসৃষ্টিকর, অবিশ্ব (বিশ্ব হইতে পৃথক্ চিন্ময়), ভূতেন্দ্রিয়াদির আত্মভূত কারণ, আপনার এইরূপেরই আশ্রয় লইলাম (৩)। হে ভুবনমঙ্গল, আপনি আপনার উপাসক আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে ধ্যানযোগে এইরূপ দেখাইলেন। সেই ভগবান্ আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। ভগবত্তত্ত্ব আপনাকে অসৎপ্রসঙ্গ (নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক) নারকিগণ আদর করে না (৪)।" স্বামিপাদের টীকা—"যদি পূর্বপক্ষ হয় 'তুমিও সম্যক্ জান না; তুমি যেরূপ দেখিয়াছ, ইহাও গুণাত্মক, নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।'—ইহার উত্তর দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। অববোধরসের উদয়দ্বারা আপনা হইতে তমঃ নিত্যকাল নিবৃত্ত। আপনার এই যে রূপ, ইহা আপনি স্বেচ্ছাক্রমে সাধু অর্থাৎ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ অর্থাৎ আবিষ্কার বা প্রকাশ করিয়াছেন।

টিপ্পনী

ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, যথা—'যৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥" —অর্থাৎ 'হে অর্জুন, সমস্ত জগৎ যে পর পরমব্রহ্মের বিশেষভাবে ভজন করে, তাঁহাকে আমারই ঘনতেজ বলিয়া জানিবে।' বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনার একরূপ আশ্রয় করি। ইহাতে প্রশ্ন তুলিতে পারেন—'তুমি ত' বিশ্বসৃজন কর'—তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনার রূপ বিশ্ব হইতে অন্য অর্থাৎ চিন্ময়, কিন্তু আমি বিশ্বই, যেহেতু ভূতেন্দ্রিয়াত্মা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মনের দ্বারা যে 'ক' অর্থাৎ সুখ হয়, তদ্দ্বারাই আমার 'মদ' বা গর্ব, (আমি কমদ), অতএব আমি প্রাকৃত।" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যথা "সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা রজোগুণ বিভাবিত ছিলেন, সুতরাং তখন তিনি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই, সেইজন্য বলিতেছেন, হে ভগবন্, আপনার যে পূর্ণ-ভগবৎস্বরূপ এখানকার প্রদর্শিতরূপ হইতেও 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই পূর্ণস্বরূপ আমি বর্তমানে দর্শন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি আপনার সেই স্বরূপেরই সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভগবানের সেই পূর্ণ ভগবদাবির্ভাবস্বরূপ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—সেই স্বরূপ 'আনন্দমাত্র', অর্থাৎ (তৈঃ ৩।৬) 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন' এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা যায়। ব্রহ্ম—নির্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহা যাহার মাত্রা অর্থাৎ অসম্যক্ আবির্ভাব, তিনিই 'আনন্দমাত্র' পুরুষ—পূর্ণভগবৎস্বরূপ। 'অবিকল্প' অর্থে যে স্বরূপে বিবিধ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কল্পনা নাই। শ্রীভগবান্ সেব্যতত্ত্ব—ভগবদাদিরূপে স্বীয় চিচ্ছক্তি প্রকটিত নিত্যধাম মহাবৈকুণ্ঠে বিরাজিত থাকিয়া নিত্যপরিকরগণসহ অপ্রাকৃতলীলাবিলাস করিয়া থাকেন, সুতরাং জগৎসৃষ্ট্যাদি বহিরঙ্গা মায়ার কার্যে ভগবৎস্বরূপ উদাসীন। তাঁহারই স্বাংশ পুরুষাবতার কারণোদশায়ী পুরুষ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তারূপে

"রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন, শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং, যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্॥ (২)
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-, মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্, ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ (৩)
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়, ধ্যানে স্ম দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং, যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥" (৪)

অনুবাদ

শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শত অবতারের যে একটী বীজ বা মূল, তাহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ যে গুণাবতারের বীজ তাহা দেখাইতে 'যন্নাভি'-ইত্যাদি বলিতেছেন। হে পরম, আপনার যে স্বরূপ অবিদ্ধবর্চঃ অর্থাৎ অনাবৃতপ্রকাশ, অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদ, অতএব আনন্দমাত্র, এই প্রকার স্বরূপ আপনার এইরূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না, কিন্তু ইহাই তাই। এই কারণে আমি আপনার এইরূপেরই আশ্রিত হইতেছি। ইহাই যে যোগ্যও, তাহা বলিতেছেন—এক অর্থাৎ উপাস্যতত্ত্বসমূহের মধ্যে মুখ্য, যেহেতু ইহা বিশ্বসৃষ্টি-কর। অতএব ইহা অবিশ্ব অর্থাৎ বিশ্ব হইতে অন্য। তাহার উপর ইহা আবার ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণের আত্মা অর্থাৎ কারণ—ইহাই তাৎপর্য। 'এইভাবে ইহা সোপাধিক ও অর্বাচীন (প্রাচীন নহে)'—এই পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলিতেছেন—'তদ্বৈ' ইহা তাহাই (আনন্দমাত্র ইত্যাদি)। হে ভুবনমঙ্গল, যেহেতু আপনাকর্তৃক উপাসক আমাদিগের মঙ্গলনিমিত্ত ধ্যানে দর্শিত হইয়াছে। (ভাঃ ৩৷৮৷৩৩ অনুসারে) অব্যক্তবর্ত্মা যাঁহাকে পাইবার পথ প্রপঞ্চাতীত, ক্রমে ভগবানে অভিনিবিষ্টচিত্ত আমাদিগকে আপনাকর্তৃক সোপাধিক দর্শনদান যুক্ত নয়—ইহাই ভাবার্থ। অতএব আপনাতে

টিপ্পনী

সৃষ্ট্যাদি-কার্যে প্রবৃত্ত। এই জন্যই পূর্বে (ভাঃ ৩৷৫৷২৬) উক্ত হইয়াছে যে, অধোক্ষজ ভগবান্ সৃষ্টি কার্যের দ্বারভূত স্বাংশপ্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষের দ্বারা নিমিত্তভূতা গুণময়ী প্রকৃতিতে জীবাখ্য বীর্য আধান করিয়াছিলেন। লঘুভাগবতামৃত পূঃ ৯ ধৃত সাত্বততন্ত্রবাক্য হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুর তিনটী রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী বা সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ (ইনিই ব্রহ্মার পিতা), তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী বা ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, (তিনি প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর ও পরমাত্মা)। 'অবিদ্ধবর্চঃ'-অর্থে মায়ার দ্বারা যাঁহার শক্তি ভিন্ন নহে, তাদৃশ পুরুষ অর্থাৎ যিনি বহিরঙ্গা মায়াতে ঈক্ষণাদি কার্য করিলেও মায়ার গুণে অভিভূত নহেন, তিনি মায়াধীশ। ঐ স্বরূপই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—যিনি ভূত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মা, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বকারণ প্রধানও প্রবর্তিত অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ হয়।"

পরবর্তী (ভাঃ ৩৷৯৷৪) শ্লোকটীর স্বামিটীকা শ্রীজীবপাদ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্তিপাদ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"যদি ভগবান্ বলেন 'নির্বিশেষরূপ আশ্রয় করিতেছ না কেন?' তাই বলিতেছেন—এই প্রসিদ্ধ সবিশেষ স্বরূপই নিশ্চয় চতুর্দশভুবনের সমস্ত লোকেরই যে সর্বমঙ্গল, যেমন ধর্মার্থকামমোক্ষ, তাহাদেরও কল্যাণের জন্য; এই রূপেরই উপাসনা করিলে কুশলদায়ক ধর্মাদি সার্থক হয়, অন্যথা ব্যর্থ হয়। কিন্তু নির্বিশেষস্বরূপ সেরূপ হয় না—এই ভাবার্থ। আর অত্যধিক কৃপালুত্ববশতঃ আমাদের ধ্যানে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, সেটী নয়। অতএব

টীকা চ—"ননু ত্বমপি সম্যক্ ন জানাসি, যত্ত্বয়া দৃষ্টং রূপমেতদপি গুণাত্মকমেব, নির্গুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং, তত্রাহ—রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। অববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্তং তমো যস্মাত্তস্য তব যদেতদ্রূপং, ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সতামুপাসকানামনুগ্রহায় গৃহীতমাবিষ্কৃতম্। অবতারশতস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যদেকং বীজং মূলম্, তৎপ্রদর্শনার্থং গুণাবতারবীজত্বং দর্শয়তি যন্নাভীতি।

অনুবাদ

প্রণাম আমরা অনুবিধান অর্থাৎ অনুবৃত্তির সহিত (পুনঃ পুনঃ) করি। 'এরূপ হইলে আমাকে কেহ কেহ আদর করে না কেন ?' তাহাতে বলিতেছেন—তাহারা অসৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ।"—এই টীকা। এস্থলে বিদ্বান্‌দিগের (প্রকৃততত্ত্বজ্ঞগণের) গুরু শ্রীব্রহ্মার পক্ষে অন্য প্রকার কল্পিত অর্থ অসম্ভব, ইহাই প্রকাশিত হইল। টীকায় যে 'ন হ্যব্যক্তবত্ম' ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীব্রহ্মার এই স্তবের পূর্বে (ভাঃ ৩।৮।৩৩ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। আর টীকা-শেষে যে বলা হইয়াছে 'আমাকে আদর করে না', এখানে 'আমাকে' এ কথার অর্থ 'বিগ্রহরূপ আমাকে', যেহেতু শ্রীবিগ্রহই পরব্রহ্মরূপে স্থাপিত। অতএব যাঁহারা শ্রীবিগ্রহকে এইরূপভাবে মানেন না, তাঁহাদের মত বিদ্বদনুভবের বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরকেও মানেন না ; এই জন্যই টীকায় তাঁহাদিগকে 'নিরীশ্বর' বলা হইয়াছে। যেহেতু পরবর্তী (ভাঃ ৩।৯।৫) শ্লোকে বলিয়াছেন—"কিন্তু হে নাথ, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মের অভ্যন্তরস্থ মধুর গন্ধ শ্রুতি বা বেদরূপ বায়ু (গন্ধবহ) যোগে আনীত হইলে কর্ণরন্ধ্র দ্বারা উহা আঘ্রাণ করেন (অর্থাৎ আদরের সহিত আপনার পাদপদ্মমহিমার কথা শ্রবণ করেন), পরম অর্থাৎ প্রেমভক্তি-যোগে আপনার পাদপদ্ম (পরমপুরুষার্থরূপে) গ্রহণ করেন, সেই সকল নিজজনের (ভক্তশ্রেষ্ঠগণের)

টিপ্পনী

সবিশেষস্বরূপ চিন্ময়গুণসমুদ্র ঐ আপনাকেই কেবল প্রণামেরই বিধান করিতেছি ; আর কিবা পরিচর্যা করিতে পারি ? —এই ভাবার্থ। আবার যদি ভগবান্ বলেন—'দেখ, এই রূপ সচ্চিদানন্দময় নয়, কিন্তু মায়াময়—এই বলিয়া কেহ কেহ আমাকে বস্তুতঃ আদর করে না।' তাহাতে বলিতেছেন—তাহারা নরকভাক্, নরকে পড়িবে—এই অর্থ। এই সব অসৎ বা মিথ্যা, তাহারা এইরূপ প্রসঙ্গ করে, অথবা তাহারা বিশেষভাবে অসৎ অর্থাৎ অসাধুসঙ্গী।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ৬।১৬৬-১৬৭) শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে বিগ্রহে কহে সত্ত্বগুণের বিকার॥ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড। অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥" (ঐ মঃ ২৫।৩৫): "চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে মায়িক করি' মানি। এই বড় পাপ,—সত্য চৈতন্যের বাণী॥" তাহার পর আলোচ্য দুইটী শ্লোক (ভাঃ ৩।৯।৩-৪) উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার পর গীতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তঃ মমভূতমহেশ্বরম্॥" (৯।১১) এবং "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ (১৬।১৯)।

শেষের শ্লোকটীর (ভাঃ ৩।৯।৫) টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"আপনাকে আদরের সহিত যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হয়। ...যাঁহারা আপনার কথা আদরের সহিত শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনি নিত্য প্রকাশমান থাকেন।" চক্রবর্তিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"শাস্ত্রে নির্বিশেষ-স্বরূপের উপাসকগণ জ্ঞানী বলিয়া কথিত, আর সবিশেষ স্বরূপের উপাসকগণকে ভক্ত বলা হয়। এই উভয়ের মধ্যে ভক্তগণই কৃতার্থ এবং প্রিয়—এখানে ইহাই

হে পরম ! অবিদ্ধবর্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অবিকল্পং নির্ভেদম্ অতএবানন্দমাত্রম্। এবম্ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপং তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তে তব অদ ইদং রূপমাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যাহ, একমুপাস্যেষু মুখ্যং, যতো বিশ্বসৃজম্। অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চাত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদর্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ, তদ্বৈ তদেবেদং হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে ত্বয়া অস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। ন হ্যব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতচিত্তানামস্মাকং ত্বয়া সোপাধিকং দর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—যোঽনাদৃত ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈ নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ" ইত্যেষা। তত্র কল্পিতমপ্যর্থান্তরং তস্য বিদ্বদ্‌গণগুরুত্বান্ন সংভবত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং, ন হ্যব্যক্তবর্ত্মেতি। উক্তঞ্চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক্ "অব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতাত্মেতি" (ভাঃ ৩।৮।৩৩) "মাং নাদ্রিয়ন্তে" (টীকায়াম্) ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন স্থাপিতত্বাৎ। অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশতয়া ন মন্যন্তে, তে বিদ্বদনুভববিরুদ্ধমতয়ো নেশ্বরমপি মন্যন্ত ইত্যত আহ, নিরীশ্বরেতি। যত এব—

"যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং, জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং, নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥" (ভাঃ ৩।৯।৫)

অনুবাদ

হৃদয়পদ্ম হইতে আপনি দূরে থাকেন না।" এখানে যে 'কিন্তু'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দারা পূর্বশ্লোকের চতুর্থচরণে যাহাদের ('নরকভাক্' ইত্যাদি) বলা হইয়াছে, সেই সব বহির্মুখ জনগণ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট ঐ প্রকার শ্রীভগবদ্রূপে নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠগণেরই 'শ্রুতিবাতনীত' এই

টিপ্পনী

বলিয়াছেন। শ্রুতি অর্থে বেদ অথবা শ্রবণাত্মিকা ভক্তি, উহা বাত বা বায়ুরূপে আপনার চরণাম্বুজের সৌরভ আনয়ন করে। উহার লোভী ভক্তগণ ভৃঙ্গের ন্যায় আপনার চরণাম্বুজকেই পরম-পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন; তাই বলিয়াছেন—পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তিযোগে গ্রহণ করেন। আপনি তাঁহাদের হৃৎপদ্ম হইতে দূরে যা'ন না; তাঁহারা যেমন আপনার চরণাম্বুজ লোভী হইয়া তাহা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ আপনিও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্যময় হৃৎপদ্মে লোভী হইয়া ত্যাগ করেন না। ইহাতে পরস্পরের বশীভূতত্ব সূচিত হইয়াছে।" শ্লোকটীর বিবৃতিতে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মগন্ধবাহী বায়ু শ্রৌতপন্থার বিষয় বা বেদ। সেই বেদবায়ু শ্রীগুরুগণের ও সাত্বতগণের মুখে উদ্গীত হইয়া ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবেশ করেন। বায়ু সৌগন্ধ বহন করে এবং নাসা তাহা গ্রহণ করে। সাধুমুখ-কথিত ভগবৎকথা উচ্চার্যমাণ হইলে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সুপ্ত হ্লাদিনীশক্তিকে উন্মেষিত করে; তখনই জীব মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনীসারসমবেতা মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহ বার্ষভানবীর (শ্রীরাধিকার) চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী সেবাপ্রবৃত্তিবশে সচ্চিদানন্দের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হ'ন। বিষয়-

ইত্যনন্তরপদ্যে তু শব্দেন যোঽনাদৃত ইত্যাদ্যুক্তেভ্যো বহির্মুখজনেভ্যো বিলক্ষণত্বেন নির্দিষ্টানাং তাদৃশ-শ্রীভগবদ্রূপনিষ্ঠানামেব শ্রুতিবাতনীতমিতি-শব্দেন প্রমাণেন, ভক্ত্যা গৃহীতচরণ-ইত্যনুভবেন চ প্রাশস্ত্যমুক্তম্ ॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণম্ ॥ ৫১ ॥

আবেশাবতারস্য রূপমপি পরমতত্ত্বরূপম্

আবেশাবতারতয়া প্রতীতস্য শ্রীঋষভদেবস্যাপি বিগ্রহ এবং যোজ্যতে, যথা—

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং, সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরা-, দতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥" (ভাঃ ৫।৫।১৯)

অনুবাদ

প্রমাণযোগে ও 'ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ'—এই অনুভবযোগে প্রশংসামূলে শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে। এই শ্লোক চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে বলিয়াছিলেন। (৫১)

আবেশাবতাররূপে প্রতীত শ্রীঋষভদেবেরও শ্রীবিগ্রহের এইরূপই (প্রপঞ্চাতীত নিত্য চিন্ময় বলিয়া) যোজনা করা হয়। যেমন—তিনি স্বপুত্রগণকে বলিয়াছেন—(ভাঃ ৫।৫।১৯): আমার এই (মনুষ্যাকার) দেহটী 'দুর্বিভাব্য' (চিত্তত্ত্ব বলিয়া অবিতর্ক্য অচিন্ত্য)। আমার হৃদয় সত্ত্ব (বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক); ইহাতে ধর্ম (মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ) বর্তমান। যাহা অধর্ম তাহা দূরে পশ্চাতে

টিপ্পনী

বিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও ইতর কার্য বা ইতর ধ্যান করিবার অবসর দেন না। তাঁহারাও ভগবানের সেবা কোনও কালের জন্য পরিহার করেন না। সেবাব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোনও নিত্যা বৃত্তি থাকে না। শ্রীজীব-মূলে ইহার যে টীকা দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্রূপের প্রমাণ শ্রুতিবাক্যে প্রাপ্ত হইয়া ও ভক্তিযোগে হৃদয়ে তাহা অনুভব করিয়া যে ভক্তগণ সেই রূপনিষ্ঠ, তাঁহারা অতি প্রশংসনীয় ॥ ৫১ ॥

আবেশাবতারের লক্ষণ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (পৃঃ ১।১৮) বলা হইয়াছে, যথা—"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥" —অর্থাৎ 'জ্ঞানশক্তিপ্রভৃতির বিভাগদ্বারা জনার্দন হরি যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলা হয়।' শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (ভাঃ ১।৩।১৩) অবতার-গণনায় বলা হইয়াছে: "অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রম-নমস্কৃতম্ ॥" —অর্থাৎ 'অষ্টম অবতারে সর্বাশ্রমনমস্কৃত ও ধীরগণসেবিত পথ প্রদর্শন করিতে উরুক্রম হরি নাভি-নামক রাজা হইতে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র। তাঁহার নয়টী পুত্র। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের নামানুসারে জম্বুদ্বীপের নয়টী বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর নাভি প্রভৃতি নয় ভ্রাতা মেরুর নয়টী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ নাভির মহিষী উঁহাদের জ্যেষ্ঠা মেরুদেবী। অপুত্রক নাভি পুত্রকামনায় ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার যজ্ঞে স্বীয় শোভন শ্রীমূর্তি প্রকট করিলেন। মহর্ষি ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়া বলেন যে রাজর্ষি নাভি ভগবৎসদৃশ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি মত্তুল্য অন্য কাহাকে দেখিতেছি না; সুতরাং আমিই অংশকলার দ্বারা নাভির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।" ভগবান্ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও যাজ্ঞিক গৃহস্থদিগকে তাঁহাদের ধর্মপ্রদর্শননিমিত্ত মেরুদেবীতে শুক্ল মূর্তিতে ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ

ইদং মনুষ্যাকারশরীরং হি নিশ্চিতং দুর্বিতর্ক্যং যত্তত্ত্বং তদেব। যত্রৈব ধর্মো ভাগবত-লক্ষণস্তত্রৈব মে হৃদয়ং মনঃ। যদ্ যস্মাত্তদ্বিপরীতাদিলক্ষণোঽধর্মো ময়া পৃষ্ঠে কৃতঃ। ততঃ পরাঙ্মুখোঽহমিত্যর্থঃ। অতএব বক্তুরস্য ঋষভদেবস্য চ সর্বান্তিমলীলাপি ব্যাজেনান্তর্ধানমেব প্রাকৃতলোকপ্রতীত্যনুসারেণৈব তু তথা বর্ণিতম্। আত্মারামতারীতিদর্শনার্থম্। তদুক্তম্—

অনুবাদ

রাখিয়াছি, (আমার সমক্ষে আসিতে পায় না)। অতএব পূজনীয় ব্যক্তিগণ আমাকে 'ঋষভ' (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া থাকেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—এই মনুষ্যাকার শরীরটী নিশ্চয়ই দুর্বিভাব্য, দুর্বিতর্ক্য ; যাহা তত্ত্ববস্তু, ইহা তাহাই। যেখানেই ভাগবতলক্ষণ ধর্ম, সেখানেই আমার হৃদয় বা মন ; যেহেতু তাহার বিপরীতাদিলক্ষণ অধর্ম, তাহা আমি পৃষ্ঠে করিয়াছি,—অর্থাৎ তাহা হইতে আমি পরাঙ্মুখ। অতএব ইহার বক্তা শ্রীঋষভদেবের সর্বশেষলীলাটীও ব্যাজ অর্থাৎ ছলপূর্বক তাহা যে কেবল অন্তর্ধান (সাধারণ লোকের ন্যায় মৃত্যু নহে), তাহা প্রাকৃত লোকসকলের প্রতীতি-অনুসারেই কিন্তু সেইরূপ (মৃত্যুর ন্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, আত্মারামত্বের যে রীতি, তাহারই প্রদর্শনজন্য। ইহা (শ্রীঋষভদেবের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে (ভাঃ ৫।৬।৬): "যোগিগণের দেহত্যাগের বিধির শিক্ষাদান নিমিত্ত ; ইহার পরেই

টিপ্পনী

হইয়াছিলেন। লঘুভাগবতামৃতে (পৃঃ ৩।৫৯) শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—"শুক্রঃ পরমহংসানাং ধর্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ। ব্যক্তো গুণৈ র্বরিষ্ঠত্বাদ্ বিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া॥"—অর্থাৎ 'শুক্র ভগবান্ পরমহংসদিগের ধর্ম জানাইবার নিমিত্ত আবির্ভূত ও সর্বগুণে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঋষভ-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।' মূলশ্লোকটী ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার অন্যতম। তাঁহার পুত্রগণের অল্প পরিচয় জানা প্রয়োজনবোধে এখানে উহা প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার একশত পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ও মহাযোগী ছিলেন ; তাঁহারই নামে এই বর্ষকে ভারতবর্ষ বলা হয়। তাঁহার পরে কুশাবর্ত প্রভৃতি নয়জন তাঁহার সহিত রাজকার্যে থাকেন। ইঁহাদের পরবর্তী আর নয়জন কবি, হবিঃ প্রভৃতি নবযোগীন্দ্রনামে পরিচিত পরমহংস পরিব্রাজকগণ। ইঁহাদের পরবর্তী একাশীতি সংখ্যক পুত্রগণ সদাচারব্রত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কোনও সময় ঋষভদেব ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠগণের সভায় সমবেত সংযতচিত্ত ও প্রণয়বিনয়ান্বিত স্বপুত্রগণকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকটী তন্মধ্যে একটী। এই শ্লোকে স্বীয় আদর্শ স্থাপন জন্য স্বীয় মহিমা বর্ণন করিয়া পরবর্তী শ্লোকে সকলকে জ্যেষ্ঠ ভরতের সেবা করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য—কৃত্য কৃত হইবে বলিয়া উপদেশ দেন। এই ভরতের চরিত্র অতীব পবিত্র। ইহা বর্ণনের পর উপসংহারে শ্রীশুকদেব সংক্ষেপে ইহার পুনরাবৃত্তি করেন, যথা—(ভাঃ ৫।১৪।৪৩-৪৪): "রাজর্ষি ভরত যৌবনেই ভগবদ্ভাবে আসক্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যাজ্য বিষয়-সকলকে বিষ্ঠাতুল্য হেয়জ্ঞানে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।—ইত্যাদি।"

পুত্রদিগকে উপদেশদানকালে শ্রীঋষভদেব নিজ অপ্রাকৃততত্ত্ব কেন দেখাইলেন? ইহার মীমাংসার জন্য শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"পুত্রগণ প্রশ্ন করিতে পারেন—যাঁহার ভক্তি করণীয়, সে ভগবান্ কোথায়? আর ভক্তি পাইতে হইলে যে ভাগবতের সেবার অপেক্ষা আছে, সে ভাগবতই বা কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, তোমাদের (ভগবান্ ও ভাগবত পাইতে) অল্পমাত্রও চেষ্টা করিতে হইবে না, যেহেতু গৃহেই সব পাইবে। বর্তমান শ্লোকে নিজের ভগবত্তা ও পরবর্তী শ্লোকে ভরতের ভাগবতত্ব বলিতেছেন। 'আমার এই যে মনুষ্যাকার শরীর, ইহা অবশ্যই দুর্বিভাব্য,

"যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্" (ভাঃ ৫।৬।৬) ইতি।

অতঃ "স্বকলেবরং জিহাসু"রিত্যত্র কলেবরশব্দস্য প্রপঞ্চ এবার্থঃ। উপাসনাশাস্ত্রে তস্য তথা প্রসিদ্ধেঃ, তথা—

"অথ সমীরবেগবিধুতবেণুসঙ্ঘর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ" (ভাঃ ৫।৬।৮)।

ইত্যস্য বাস্তবার্থে তু তেন সহেতি কর্তৃসাহায্যে তৃতীয়া। গৌণমুখ্যন্যায়েন কর্তর্যেব প্রাথমিকপ্রবৃত্তেঃ। ততশ্চ দাবানলস্তদ্বনবর্তিতর্বাদিজীবানাং স্থূলং দেহং দদাহ, ঋষভদেবস্তু সূক্ষ্মং দেহমিতি তস্য সর্বমোক্ষদত্বমনুসন্ধেয়ম্।

অনুবাদ

বলিয়াছেন "স্বীয় কলেবরত্যাগে ইচ্ছু", ঐ (শিক্ষাদান) জন্য এখানে 'কলেবর'-শব্দের অর্থ প্রপঞ্চ। উপাসনাশাস্ত্রে তাঁহার ঐরূপই প্রসিদ্ধি। সেইরূপ (ভাঃ ৫।৬।৮): "অনন্তর বায়ুবেগে কম্পিত বনের বংশদণ্ড-সমূহের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে ভীষণ দাবানল উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল।" এই গদ্যটীর বাস্তব অর্থে 'তাঁহার সহিত' বলিতে কর্তাকে (দাবানলকে) তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন,

টিপ্পনী

দুর্বিতর্ক্য, যাহা চিদানন্দরূপ, তাহাই; অর্থাৎ আমি প্রাকৃত মনুষ্য নহি। চিদ্বস্তু তত্ত্বের যে মূর্তি, তাহাই দুর্বিভাব্য; অন্য পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্বসম্বন্ধে কোনরূপ দুর্বিভাব্যত্ব নাই। যেখানে আমার ধর্ম অর্থাৎ মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ, সেখানেই আমার হৃদয় বা মন (পড়িয়া থাকে), যাহা আমি পূর্বেই (ভাঃ ৯।৪।৬৮ দুর্বাসা ঋষিকে) বলিয়াছি যে, সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়—ইত্যাদি। আর আমার পক্ষে যাহা অধর্ম অর্থাৎ যাহা মৎপ্রাপক ভক্তিযোগরূপ ধর্ম নয়, তাহা দূর হইতেই আমি পশ্চাতে রাখিয়াছি, আমি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ, অর্থাৎ তাহাতে আমার মন নাই। এই হেতুই আমাকে ঋষভ বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।" মনুষ্যবাচকশব্দের পরে ব্যাঘ্র, শার্দূল, সিংহ, ঋষভ, বৃষ প্রভৃতি থাকিলে উহারা উপমিতসমাসে 'পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ' অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠবাচক হয়। এখানে কেবল 'ঋষভ' শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

ভগবদবতার ঋষভদেবের অন্তিমলীলা অন্তর্ধান বা তিরোভাব—কর্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় মৃত্যু নয়। সেইরূপ অজতত্ত্ব ভগবান্; মায়ামুক্ত ভাগবতগণেরও জন্ম ও মৃত্যু নাই; তাঁহারা আবির্ভূত বা প্রকট হ'ন ও লীলান্তে অন্তর্হিত বা অপ্রকট হ'ন। মধ্বাচার্যপাদ (ভাঃ ৫।৬।৬ তাৎপর্যে কূর্মপুরাণ-শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন, যথা—"বিষ্ণোঃ কলেবরত্যাগো ভূত্যাগোঽন্যো ন বিদ্যতে। কলেবরত্যাগোঽন্যেষাং পঞ্চত্বং সমুদীরিতম্।"—অর্থাৎ 'বিষ্ণুর কলেবর-ত্যাগের অর্থ পৃথিবীত্যাগ, অন্য অর্থ হয় না। আর সকলের (কর্মফলবাধ্যজীবসমূহের) উহাকে পঞ্চত্ব বলে'। 'পঞ্চত্ব'-শব্দের অর্থ পঞ্চভূত ঘটিত জড়দেহ যাহা হইতে উদ্ভূত, সেই পঞ্চভূতে মিলিয়া যায়। ভগবত্তত্ত্বে দেহ পঞ্চভূতাত্মক জড় নয়, তাহা স্বয়ং দেহী, চিত্তত্ত্ব। শ্রীজীবপাদ তাই মূলে ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'কলেবর-শব্দের অর্থ প্রপঞ্চ'। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"তাঁহার দেহ চিন্ময় বলিয়া 'স্বকলেবরের ত্যাগেচ্ছু ইহার বাস্তব অর্থ 'স্বকলেবরের প্রাকট্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক।" তাঁহার দেহান্তর্ধানের প্রকার সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পুত্রদিগকে উপদেশ প্রদানের পর তিনি উন্মত্তের ন্যায় বাতবসন (দিগম্বর) ও মুক্তকেশ হইয়া ব্রহ্মাবর্ত হইতে প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন। অবধূতবেষগ্রহণ করিয়া লোকসকলের মধ্যে তিনি জড়, মূক, বধিরের ন্যায় উন্মত্তভাবে থাকিতেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দুষ্টলোকে তাঁহাকে উন্মত্ত দেখিয়া নানাপ্রকারে ক্লেশদান করিলেও তিনি নির্লিপ্ত থাকিতেন ও ঐ সকল নির্যাতন

"স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা।
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥" (ভাঃ ৯।১১।২২) ইতিবৎ।

অনুবাদ

এই বুঝিতে হইবে। গৌণমুখ্যন্যায়ানুসারে প্রথমে কর্তাতেই প্রবৃত্তি হয়। অতএব দাবানল সেই বনের বৃক্ষপ্রভৃতি জীবগণের স্থূলদেহ দগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু ঋষভদেব তাহাদের সূক্ষ্মদেহ দগ্ধ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে তিনি সকলের মোক্ষদাতা, ইহাই অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন ভাঃ ৯।১১।২২ শ্লোকে শ্রীশুক বলিয়াছেন—"যে সকল কোশল বা অযোধ্যাবাসী শ্রীরামচন্দ্রকে দাস্যভাবে শ্রীচরণে প্রণত হইয়া স্পর্শ করিয়াছিলেন, বা উপাস্য বলিয়া আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন, বা সখ্যভাবে একত্র উপবেশন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার যাত্রাকালে অনুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা—

টিপ্পনী

গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি কখনও গমন, কখনও বা উপবেশন অথবা শয়ন, যথা তথা মূত্রাদিত্যাগ করিয়া কাক, মৃগ, গো প্রভৃতির যাদৃচ্ছিক আচরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব যোগীদিগের আচরণ প্রদর্শনের জন্যই এই প্রকার করিতেন। এই ভাবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণ কর্ণাটের কুটকাচলের সমীপবর্তী উপবনে উপনীত হইলে তাহাতে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া ঐ বনের তরু-মৃগাদির স্থূলশরীরকে ভস্মীভূত করে। সেই সঙ্গে তিনি তাহাদের সূক্ষ্মদেহ ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদানপূর্বক অলক্ষ্য হ'ন। শ্রীশুকদেব শ্রীঋষভদেবের চরিত-বর্ণনান্তে যে অন্তিম শ্লোকটী (ভাঃ ৫।৬।১৯) বলিয়াছেন, তাহার শেষার্ধ এই, যথা—"লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক,-মাখ্যান্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ॥" —অর্থাৎ 'যিনি লোকের প্রতি কৃপাপূর্বক যাহাতে ভয় বিদূরিত হয়, সেই আত্মলোক (ভগবৎসেবাত্মক বৈকুণ্ঠধাম) স্বীয় আচরণসহযোগে তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ ঋষভদেবকে প্রণাম করি॥'

ভগবদবতার ঋষভদেবের জীবগণকে মোক্ষদানসম্পর্কে শ্রীজীবপাদ শ্রীরামচন্দ্রের মোক্ষদত্ব বর্ণনসহিত উদাহরণ-প্রদানকল্পে ভাঃ ৯।১১।২২ উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্লোকে 'সংবিষ্টঃ'-পদের অর্থে শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন 'উপবেশিত'—অর্থাৎ তিনি পথপর্যটনে ক্লান্ত হইলে যাঁহারা তাঁহার ক্লান্তি-অপনোদনের জন্য ভক্তিভরে তাঁহাকে আরামপ্রদ স্থানে বসাইয়া ও ব্যজনাদিদ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহারা; শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন 'সখ্যাৎ সহোপবিষ্টঃ শয়িতো বা'—অর্থাৎ যে সকল সখ্যরসের ভক্তের সহিত তিনি একত্র উপবেশন বা শয়ন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন—সেই সকল অযোধ্যাবাসী সালোক্যমুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অবশেষে অগ্নি যেমন অরণ্যের জীবসকলের স্থূলদেহ ভস্মসাৎ করিল, শ্রীঋষভদেবও সেইরূপ তাহাদের সূক্ষ্ম-দেহ ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিলেন। এইভাবে অনলের সহিত তাঁহার সাধর্ম্য। আবার অনলও দাহনরূপ স্বকার্যসাধন করিয়া অন্তর্হিত, শ্রীঋষভদেবও তাঁহার কার্য জীবগণের মোক্ষদানরূপ-সূক্ষ্মদেহদাহন-সাধনপূর্বক অন্তর্হিত হ'ন। শ্রীজীবপাদ, পাছে লোকে ভাঃ ৫।৬।৮ গদ্যে 'সহ তেন'-এর অর্থ অগ্নি 'তাঁহার সহিত বনকে দগ্ধ' করিয়াছিল বলায় মনে করেন যে, কর্মসাহিত্যে তৃতীয়া, অর্থাৎ বনের সহিত তাঁহাকে—এই ভ্রম দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন 'কর্তৃসাহায্যে তৃতীয়া', অর্থাৎ অনল যেমন (স্থূলশরীর) দগ্ধ করিল, তিনিও (কর্তা) সেইরূপ (সূক্ষ্মশরীর) দগ্ধ করিলেন।

ততোঽনলসাধর্ম্যং বর্ণয়িত্বা তদ্বদন্তর্ধানমেব তস্যেতি চ ব্যঞ্জিতম্। অতএব "ঋষভদেবাবির্ভাবস্তৃতীয়োঽধ্যায়" ইত্যেবোক্তম্, ন তু তজ্জন্মেতি। শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥ ৫২ ॥

কৈমুতিকন্যায়েন ভগবদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপম্

তদেবম্ ঋষভস্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতা চেৎ, কিমুত স্বয়ং ভগবত ইত্যাহ—

"মুনিগণ-নৃপবর্য-সঙ্কুলেঽন্তঃ-সদসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥" (ভাঃ ১।৯।৪১)

টীকা চ—"এষ জগতামাত্মা মম দৃশি গোচরো দৃষ্টিপথঃ সন্নাবিঃ প্রকটো বর্ততে। অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ।" ইত্যেষা। শ্রীভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগিগণ যে স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন (প্রাপ্ত হ'ন), সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন (পাইয়াছিলেন)।" অতএব ঋষভদেবের অনলের সহিত সমানধর্মত্ব (দাহিকা শক্তি) বর্ণন করিয়া সেই প্রকার তাঁহার অন্তর্ধানও, ইহাই স্ফুটিত হইল। অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষভদেবের 'আবির্ভাব' বলা হয়, কিন্তু জন্ম বলা হয় না। মূল শ্লোকটী শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন। (৫২)

অতএব যদি ঋষভদেবেরই বিগ্রহসম্বন্ধে এইভাব, তবে স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণের) বিগ্রহ-সম্বন্ধে (যে আবির্ভাব-তিরোভাব কথনীয়, তাহাতে) আর বলিবার কি আছে? শ্রীভীষ্মদেব শ্রীভগবান্‌কে তাহাই বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১।৯।৪১): "মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠনৃপতিগণব্যাপ্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভামধ্যে যিনি ইঁহাদিগের আশ্চর্যের সহিত দর্শনীয় হইয়া পূজা পাইয়াছিলেন, সেই এই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার দর্শনগোচর হইয়া আবির্ভূত অর্থাৎ প্রকট রহিয়াছেন।" স্বামিপাদও টীকায় বলিয়াছেন —"এই জগৎসমূহের আত্মা আমার দৃগ্‌গোচর অর্থাৎ দৃষ্টিপথের যোগ্য হইয়া আবিঃ অর্থাৎ প্রকট রহিয়াছেন। অহো, আমার কি ভাগ্য—ইহাই ভাবার্থ।" এই টীকা। শ্রীভগবানের নিকট শ্রীভীষ্মের উক্তি। (৫৩)

টিপ্পনী

ভগবদবতারের আবির্ভাব-তিরোভাব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অঃ ৩।৫।১০) বলিয়াছেন—"যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম-আদি অবতার। আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তাঁ' সবার ॥" তাই উপাসনা-শাস্ত্রে ভগবদবতারের জন্ম-মৃত্যু বলা হয় না; 'দেহ-ত্যাগ' অর্থে মায়িকজগৎ-ত্যাগ, ইহাই প্রসিদ্ধ। তাই ঋষভদেবের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান বলা হইয়াছে। অধ্যায়শেষ এইরূপ—"ঋষভাবির্ভাবোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ" ॥ ৫২ ॥

এই ৫৩ অনুচ্ছেদ ও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের সহিত ৪৪ অনুচ্ছেদটী আলোচনা করিলে বিষয়টী সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধ হইবে। তাহারও বক্তা শ্রীভীষ্মদেব; সে শ্লোকটী ইহারই পরবর্তী (ভাঃ ১।৯।৪২); তত্রত্য টিপ্পনীতে প্রসঙ্গটীও বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণকে উহার আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ॥ ৫৩ ॥

তথৈব চ—"রূপং যত্তদ্" ইত্যাদৌ "স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ"। (ভাঃ ১০।৩।২৪) ইতি।

যত্তৎকিমপি রূপং বস্তু প্রাহুর্বেদাঃ। কিং তদ্বস্তু তদাহ, অব্যক্তমিত্যাদি। "এবম্ভূতং কিমপি কার্যকল্পং বস্তু যৎ, স এব সাক্ষাদক্ষিগোচর স্তং বিষ্ণুরিতি।" তথা চ পাদ্মে নির্মাণখণ্ডে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীবেদব্যাসবাক্যম্—

অনুবাদ

এই প্রকারেই শ্রীদেবকী দেবী শ্রীভগবান্‌কে (ভাঃ ১০।৩।২৪) বলিয়াছিলেন, যথা—"হে দেব, বেদসকল যে বস্তুকে অব্যক্ত (সর্বেন্দ্রিয়াগোচর), আদ্য (সকলের আদি, কিন্তু স্বয়ং অজ), ব্রহ্ম (বৃহৎ), জ্যোতির্ময়, মায়িকগুণরহিত, নির্বিকার (পরিণামশূন্য), নির্বিশেষ (বিচিত্রতাহীন), কেবল সত্তা বা স্বরূপ, নিরীহ (নিষ্ক্রিয়) বলিয়া বর্ণন করেন, সেই আপনি অধ্যাত্মদীপ (সর্বতত্ত্বপ্রকাশক) সাক্ষাৎ

টিপ্পনী

শ্রীদেবকী দেবী কথিত সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই, যথা—"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং, ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্। সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং, স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥" শ্রীজীবপাদ অনুচ্ছেদটীর অন্তিমভাগে শ্রীস্বামিদর্শিত-ভাবার্থের কথা বলিয়াছেন ; তাহা এখানে প্রদত্ত হইতেছে। "আপনাতে ভয়ের আশঙ্কা তা' বলিয়া নাই, (যেমন শ্রীবসুদেব ২২শ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন)। (কিয়দংশ মূলে উদ্ধৃত) ···অব্যক্তত্বের হেতু 'আদ্য' অর্থাৎ কারণ। তবে কি পরমাণু ? না, ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ। তবে কি প্রধান (অব্যক্ত প্রকৃতি) ? না, জ্যোতিঃ অর্থাৎ চেতন। তবে কি বৈশেষিকগণের মত জ্ঞানগুণ ? না, না, নির্গুণ। তবে কি মীমাংসকদিগের ন্যায় জ্ঞানপরিণামী ? না, নির্বিকার। তবে কি পুষ্করাক্ষদিগের ন্যায় শক্তিবিক্ষেপপরিণামী ? না, সত্তামাত্র। তাহা হইলে সামান্য ? না, নির্বিশেষ। তাহা হইলে কি কারণ বলিয়া সক্রিয় ? না, নিরীহ, সন্নিধিমাত্র কারণ। 'এবম্ভূতং ··' ইত্যাদি। আর অপরোক্ষও, 'অধ্যাত্মদীপ', অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি কারণসমূহের প্রকাশক। অথবা—অব্যক্ত অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ব্যঞ্জিত নয়। তবে উৎপত্তিদ্বারা কেন প্রকাশিত নয় ? 'আদ্য' অর্থাৎ সর্বকার্যের আদি, অর্থাৎ অনাদি। আর 'ব্রহ্ম', 'জ্যোতিঃ', 'নির্গুণ' ও 'নির্বিকার'—এই চারিটি পদের দ্বারা দেশ, প্রকাশ, গুণ ও বিকারযোগে ব্যক্তি বা প্রকাশ নিরাকৃত হইয়াছে। ··· ··এরূপে আপনার ভয়-শঙ্কা নাই—ইহাই ভাবার্থ।" বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—"······হে পরমেশ্বর, আমাদের দুইজনের (দেবকী-বসুদেবের) প্রতিক্ষণ অতিশয় ভয়-বুদ্ধি থাকিলেও আপনার ভয়-শঙ্কা নাই। যে (যৎ) আপনার সেই প্রসিদ্ধ ('তৎ') রূপ—নারায়ণ, রাঘব, হয়শীর্ষ প্রভৃতি আকার 'অব্যক্ত' সর্বেন্দ্রিয়ের অগোচর ও 'আদ্য' জন্মরহিত বেদসমূহ বলেন। আর বলেন 'নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম' যে আপনার জ্যোতিঃ। শ্রুতিতে কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাঃ ৬।১৪) 'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—যাঁহার দীপ্তিতে এ সমস্ত প্রকাশ পায় ; এই ভাগবতেও ইহার পরে (১০।২৮।১৫) বলিয়াছেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্॥" আর হরিবংশেও শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—'তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥' ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০) 'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ···আর যে আপনার সত্তামাত্র—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বশক্তিবিলাসভূত স্ববিগ্রহ, ধাম, ভক্ত, পরিকরাদিকে বেদগণ নির্বিশেষ, বিশেষ অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে নির্গত, বলিয়াছেন। আর নিরীহ অর্থাৎ স্বয়ং পরিপূর্ণ হওয়ায় বিতৃষ্ণ নিস্পৃহ বলিয়াছেন। সেই আপনি

"ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন ! সত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্‌যোনিং জগৎপতিম্ ।
বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ ! মেঽস্তু তৎ ॥" ইতি ।

তত্র হেতুঃ, অধ্যাত্মদীপঃ দেহিতৎকারণকার্যসঙ্ঘপ্রকাশকত্বেনাবভাসমান ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য ন তব ভয়শঙ্কেতি ভাবঃ। ইত্যেষ প্রকরণানুরূপঃ শ্রীস্বামিদর্শিতভাবার্থোঽপি শ্রীবিগ্রহপর এব। অন্যত্র ভয়সম্ভাবনানুৎপত্তেঃ। শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ

(স্বয়ং) বিষ্ণু" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা—'যত্তৎ'। অর্থাৎ কোনও একটী রূপ অর্থাৎ বস্তু বলিয়া বেদগণ বলেন। কি সে বস্তু ? তাহাই বলিতেছেন, অব্যক্ত ইত্যাদি। "এই প্রকার কোন এক কার্যসদৃশ বস্তু যিনি, তিনিই সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর আপনি বিষ্ণু।" (এই অংশটী স্বামিপাদের টীকা হইতে উদ্ধৃত)। এই প্রকার পদ্মপুরাণেও নির্মাণখণ্ডে শ্রীবেদব্যাস শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—"হে মধুসূদন, আমি আপনাকে চক্ষু দুইটীদ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌গণ আপনাকে 'যৎ তৎ', সত্য, পর ব্রহ্ম, জগৎকারণ ও জগৎপতি বলেন। হে নাথ, সেই 'তৎ' আমার চাক্ষুষ বা দৃগ্‌গোচর হউক।"

(মূলশ্লোকে)—তাহার কারণ, 'অধ্যাত্মদীপ', অর্থাৎ দেহী জীবের কারণ-কার্যসমূহের প্রকাশরূপে অবভাসমান (প্রকাশমান)। এই প্রকার আপনার (শ্রীকৃষ্ণের কংস হইতে) ভয়ের

টিপ্পনী

'অধ্যাত্মদীপ' অর্থাৎ সর্বতত্ত্বপ্রকাশবিষ্ণু, অতএব আমি অজ্ঞ হইলেও আমার মনে এই সব কথার স্ফূর্তি করাইতেছেন, আমি সেইরূপই বলিতেছি—এই ভাবার্থ।"

এই প্রকরণে বক্তব্য হইতেছে এই যে, মায়িক জগদ্দর্শন হইতে বিমুক্ত জীব যে অপরোক্ষ-অনুভূতি প্রাপ্ত হ'ন, তাহাতে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপলব্ধি করেন। ব্রহ্ম জড়বিশেষরহিত, জড়গুণশূন্য, জড়বিকারহীন, ততোঽতীত জ্যোতিঃ—ইত্যাদি জড় হইতে বিলক্ষণ-লক্ষণাত্মকভাবেই তাঁহার ব্যতিরেক-দর্শন। তিনি বুঝিয়াছেন—যেহেতু নাম, রূপ, গুণ, কার্য, দেশাদি সমস্তই জড়াত্মক ; সুতরাং জড়াতীত ব্রহ্মের এ সমস্ত থাকিবে না, এই তাঁহার অনুভূতি। কথাও তাই ; ইহজগতে নাম-রূপাদি সমস্তই জড় বলিয়া হেয় ; তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা কাল-ক্ষোভ্য বিকারযুক্ত। এখন যাহা সুরূপ, কালবশে তাহাই কুরূপ হইয়া হেয় হইয়া পড়ে। এইরূপ হেয়তা অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুলিসম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সুতরাং ব্রহ্ম এই সকল হেয়ভাবযুক্ত ন'ন। তাঁহার প্রাকৃত করপদাদি থাকিতে পারে না, সত্য। তাই বেদে (শ্বেতাঃ ৩।১৯) তাঁহাকে "অপাণিপাদঃ" বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "জবনো-গ্রহীতা" বলিয়া পাণি বা করের কার্য গ্রহণ ও পাদের কার্য গমন স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহিত অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানুভূতিপর সাধক তাহা বুঝিতে পারেন না বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার এই দর্শন অসম্যক্। তাই তিনি ব্রহ্মের এইরূপ অসম্যক্ উপলব্ধিকেই বহুমানন করিয়া ব্রহ্মের পূর্ণত্ব-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ব্রহ্মের পূর্ণত্বের হানি করিতে চাহেন। এই সন্দর্ভে কয়েকটী অনুচ্ছেদে পূর্ণতত্ত্ব ব্রহ্মের অর্থাৎ ভগবানের শ্রীবিগ্রহসম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। ঐ ব্রহ্মানুভূতিপর সাধক যখন ভক্ত সাধুসঙ্গের ফলে ভগবদ্ভক্তি

ভগবদংশানামপি রূপং পরমতত্ত্বরূপম্

অতদস্তংশানামপি তাদৃশত্বমাহ—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥" (ভাঃ ১০।১৩।৫৪)

টীকা চ—সর্বেষাং মূর্তিমত্ত্বেহপ্যবিশেষমাহ—সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ। তত্রাপি তদেকমাত্র-বিজাতীয়সম্ভেদরহিতাস্তত্রাপি একরসাঃ সদৈকরূপা মূর্তয়ো যেষাং তে। যদ্বা সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ ব্রহ্ম তদেব মূর্তয়ো যেষামিতি। অতএবোপনিষদ্ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি হি নিশ্চিতম্ অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ

অনুবাদ

আশঙ্কা নাই ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকরণের (প্রসঙ্গের) অনুরূপ (তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকায়) শ্রীস্বামিপাদকর্তৃক দর্শিত ভাবার্থের শ্রীবিগ্রহপর অন্যথা ভয়ের সম্ভাবনার উৎপত্তি হইতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীদেবকী দেবীর উক্তি। (৫৪)

ইহার পর ভগবানের অংশসমূহও যে তাঁহারই মত, তাহাই শ্রীশুকদেব ব্রহ্মবিমোহনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৩।৫৪), যথা—"তাঁহারা (বিষ্ণুবিগ্রহময় গোবৎস-গোপবালকগণ) সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র, একরসমূর্তি হইলেও উপনিষদ্-দর্শী জ্ঞানীর নিকট তাঁহাদের অনেক মাহাত্ম্য অপ্রকাশিত ছিল।" শ্রীস্বামিপাদের টীকা—সকলেই মূর্তিমান হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অবিশেষ বা অপৃথকৃত্ব বলিতেছেন। তাঁহারা সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত, আনন্দরূপ। সে স্থলেও সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈক-মাত্র অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদরহিত। তাহাতেও আবার একরস অর্থাৎ নিত্য একরূপই মূর্তিমান্। অথবা সত্যজ্ঞানাদি—একরস যে ব্রহ্ম, তিনিই ইঁহাদের মূর্তি। অতএব উপনিষদ্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই যাঁহাদের চক্ষু এমন জ্ঞানিগণের নিকট ইঁহাদের ভূরিমাহাত্ম্য নিশ্চয়ই স্পর্শযোগ্য নয়; ইঁহারা সকলে এইরূপ-ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।" —এই টীকা।

টিপ্পনী

লাভ করিবেন, তখন তাঁহার 'ভক্তিপরিভাবিত হৃৎসরোজে' ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইবে। ভক্তি-চক্ষুতেই রূপ দর্শন সম্ভব। পাদ্মোক্ত শ্রীব্যাসদেবের প্রার্থনা-শ্লোকটীতেও এই কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহাকেই প্রসিদ্ধ সহজ পয়ারে বলা হয়—"সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল ॥" "স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩)। ৫৪ ॥

মূলশ্লোকটী ব্রহ্মবিমোহন প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীব্রহ্মা যখন ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে ও সমস্ত গোবৎসকে অপহরণ করিয়া মায়ানিদ্রায় অভিভূত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ত্রুটিকাল অর্থাৎ পার্থিব এক বৎসরের পরে তিনি দেখেন যে, তাঁহারা সমসংখ্যায় ও স্বমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্তমান। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের সকলকে চতুর্ভুজ, পীতবাস, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রভৃতি রূপে দেখিলেন। নিজের ক্ষুদ্র মায়া বিস্তার করিতে গিয়া তিনি ভগবানের বিরাট্ মায়াশক্তিবলে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ইহাকেই 'ব্রহ্মবিমোহন' বলে। বর্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন মূর্তিগুলি মায়িক নহে, নিত্য। চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় প্রথমেই তাহা বলিয়াছেন, যথা—

ন স্পৃষ্টং স্পর্শযোগ্যং ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে তথাভূতাঃ সর্বে ব্যদৃশ্যন্তেতি" ইত্যেষা। অত্র মাত্রপদং তদ্বর্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্মত্বং বোধয়তি। ন হ্যত্রাপরস্মিন্নর্থে মূর্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি স্বামিনঃ শ্রীশুকদেবস্য বা মতং, লক্ষণায়াঃ কষ্টকল্পনাময়ত্বাৎ। অস্পৃষ্টেত্যত্র অস্পৃষ্টেতি ভূরিমাহাত্ম্যেতি অপীতি উপনিষদ্দৃগিতি পদচতুষ্টয়স্যৈব ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ সারস্যভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ

অনুবাদ

এ স্থলে 'মাত্র'-পদটী ইঁহাদের বর্ণাদি যে স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম—তাহাই বুঝাইতেছে। এখানে মূর্তিশব্দটী কেবল আত্মপর—এইরূপ, অপর অর্থে নহে,—ইহাই টীকাকার স্বামিপাদের অথবা বক্তা শ্রীশুকদেবের মত। এখানে ঐরূপভাবে শব্দের লক্ষণা বৃত্তির প্রয়োগ কষ্টকল্পনাসাধ্য। এখানে 'অস্পৃষ্ট', 'ভূরিমাহাত্ম্য', 'অপি', 'উপনিষদ্দৃক্' এই চারিটী পদ পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র গ্রহণ করিলে ব্যস্ত (পৃথককৃত)

টিপ্পনী

"ভগবান্ এই সমস্ত মায়াযোগে দেখাইয়াছেন, এরূপ মনে করিতে হইবে না। তাঁহারা সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত, আনন্দরূপ, অথচ তদেকমাত্র, অর্থাৎ বিজাতীয় সন্তেদরহিত, তাহার উপর একরস অর্থাৎ কালপরিচ্ছেদের অতীত সদা একরূপমূর্তি বিশিষ্ট। অথবা 'সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮)','সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি (তৈঃ ২।১।৩)','আনন্দং ব্রহ্মণোরূপম্" (তৈঃ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিকথিত সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম, সেই তাঁহাদের মূর্তিসমূহ। পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, বেদান্তদর্শিগণ বলেন যে ব্রহ্ম দৃশ্য, বহু, বিবিধ ন'ন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অস্পৃষ্ট' ইত্যাদি। উপনিষদ্দৃক্দার্শনিকগণ উপনিষৎসমূহ দেখেন বটে,কিন্তু ভক্তির অভাবে তাহাদের অর্থ জানেন না। এই দার্শনিকগণ তাঁহাদের (বিগ্রহগণের) বিপুল মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ'—অর্থাৎ আমি কেবলা শুদ্ধা ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়' (ভাঃ ১১।১৪।২১), 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥' (গীতা, ১৮।৫৫) —অর্থাৎ 'পূর্বশ্লোকে বর্ণিত পরা ভক্তিদ্বারাই আমার যেরূপ বিভুত্ব ও স্বরূপ, সেইরূপ তাত্ত্বিকভাবে বা যথার্থরূপে আমাকে অবগত হ'ন। আরও 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' (শ্বেতাঃ ৪।২০)— অর্থাৎ 'ইহার রূপ চক্ষু দিয়া কেহ দেখে না', 'যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—অর্থাৎ 'পরমাত্মা যে ভক্তিমান্কে প্রিয় বলিয়া বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহারই নিকট পরমাত্মা স্বীয় অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করেন', 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (শ্বেতাঃ ৩।৮)—অর্থৎ 'ব্রহ্মরূপ তমঃ বা অবিদ্যাত্মক প্রাকৃতজ্ঞানের অতীত জ্যোতির্ময়'···ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরও অপ্রাকৃত রূপগুণাদি তাঁহার ইচ্ছায় ভক্তিমানের চক্ষুর গোচর হ'ন, ইহা জানিতে হইবে।"

ভাঃ ৩।১১।৩৮ কথিত সনকাদি চতুঃসনের ভগবদ্দর্শনের প্রসঙ্গটী এইরূপ, যথা—একদা ব্রহ্মার পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই পরমহংস দিগম্বর মুনিচতুষ্টয় যদৃচ্ছাক্রমে বিশ্বে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠের ছয়টী কক্ষ অতিক্রমপূর্বক সপ্তম কক্ষদ্বারও পূর্বের ন্যায় অতিক্রম করিবেন, এমন সময় তত্রস্থ দ্বাররক্ষক গদাধারী দুইজন (জয় ও বিজয়) উঁহাদিগকে দিগম্বর পঞ্চবর্ষীয় বালক দেখিয়া বেত্র উত্তোলনপূর্বক প্রবেশে বাধা দিলেন। ইহাতে দ্বারিদ্বয়ের ভাবিমঙ্গল করিবার জন্য পাপীয়সী যোনিলাভের অভিশাপ প্রদান করেন। অন্তর্যামী নারায়ণ জানিতে পারিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীসহ তাঁহাদিগকে দর্শনদানজন্য সেইস্থানে আগমন করিলেন। মুনিগণ ভগবান্কে প্রণাম করিবার সময় তাঁহার কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর গন্ধ তাঁহাদের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দমগ্ন

উক্ত-প্রকরণানুরোধাৎ "তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্" (ভাঃ ৩।১৫।৩৮) ইত্যাদ্যুদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ "স্বসুখ" ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১২।৬৮) শ্রীশুকহৃদয়বিরোধাচ্চ। অতএব "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং" (ভাঃ ১০।৩৭।২২), "বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে" (ভাঃ ১০।২৭।১১), "ত্বয্যেবনিত্যসুখবোধতনৌ" (ভাঃ ১০।১৪।২২) ইত্যাদি বাক্যানি চ ন লাক্ষণিকতয়া কদর্থনীয়ানি। তথৈব—

অনুবাদ

ও সমস্ত (একীভূত) পদার্থের সারস্যভঙ্গের প্রসঙ্গ আসিতে পারে বলিয়া, আর শ্রীব্রহ্মার কথিত (সকল গোবৎস ও গোপালগণের একই চতুর্ভুজাদি মূর্তি)—এই প্রকরণের অনুরোধেও, আর (ভাঃ ৩।১৫।৩৮ শ্লোকোক্ত) সনকাদি মুনিচতুষ্টয় আপনাদিগের স্বীয় সমাধিপ্রাপ্ত ফলরূপে ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া দেখিয়াছিলেন'—এই বক্ষ্যমাণ উদাহরণানুসারেও এবং (ভাঃ ১২।১২।৬৮ শ্লোকোক্ত) শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের সহিত বিরোধ আসিয়া যায় বলিয়াও ঐরূপ লক্ষণা বৃত্তির সাহায্যে এস্থলে কল্পনা অযুক্ত ; অতএব (ভাঃ ১০।৩৭।২২ শ্লোকোক্ত শ্রীনারদস্তুতিতে) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন", (ভাঃ ১০।২৮।১১ শ্লোকে

টিপ্পনী

মুনিগণেরও চিত্তে পুলক উৎপাদন করায় (৪৩ শ্লোক) তাঁহারা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ও স্তোত্রে ভক্তমাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। উদ্ধৃত (৩৮) শ্লোকাংশটীতে তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহার টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"…'অক্ষবিষয়'—অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচরীভূত। প্রশ্ন উঠিতেছে—'তবে ত' তিনি বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এরূপ কথা আসিয়া গেল।'—তাহার নিরাসাত্মক উত্তরে বলিতেছেন—'স্বসমাধিভাগ্যম্'—অর্থাৎ তাঁহাদের নিজ হৃদয়ে ব্রহ্মাকারে ব্রহ্মানন্দানুভবরূপ যে সমাধি, তাহারও মূর্তিমান্ ভাগ্য—'অহো, এই দর্শনেই আমাদের সমাধিও সফল হইল'—এই কথা তাঁহারা মনে করিলেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও ভগবানের রূপাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহা কোন্ মূঢ়জন সম্ভব বলিয়া মনে করে?—ইহাই ভাবার্থ।…"

"স্বসুখ"—ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১২।৬৮) শ্লোকটী বর্তমান সন্দর্ভের ৪৭ অনুচ্ছেদে কিয়ৎ পরিমাণে ও তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯ অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে উহার অবতরণিকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য, উহার বক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার পর্যালোচনাপূর্বক সংক্ষেপে নির্ধারিত হইতেছে।" এখানে তিনি বলিতেছেন যে, এই শ্লোকে শ্রীশুকদেবের যে হৃদয়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় লক্ষণাবৃত্তিমূলে কল্পনা করিলে তাহার সহিত বিরোধ আসিয়া যায়। ঐ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে ইহা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ একটু ধৈর্যসহকারে ঐ দুইটী আলোচনা এই প্রসঙ্গে দেখিলে লাভবান্ হইবেন।

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনম্"—শ্রীনারদস্তুতিমধ্যে একটী (ভাঃ ১০।৩৭।২২) শ্লোকের অংশ। ইহা ৪৭ অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ শ্লোক, অনুবাদ ও টিপ্পনীতে আলোচিত হইয়াছে। তবে শ্রীনারদ কোন্ উপলক্ষে এই স্তোত্র বলিয়াছেন, ইহা জানিতে কুতূহলী পাঠকের জন্য অতি সংক্ষেপে প্রসঙ্গটী কথিত হইতেছে। যখন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপধারী কেশীদানব বধ করেন, শ্রীনারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভাবিলীলাসমূহ কীর্তনমুখে এই স্তব করেন।

"বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে"—ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনগিরিধারণপূর্বক ইন্দ্রের কোপ হইতে মুসলধারাবর্ষাক্লিষ্ট ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনাস্তোত্রমধ্যে একটী (ভাঃ ১০।২৭।১১) শ্লোকের অংশ ; সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—"স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে। সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥"

"আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধম্" (ভাঃ ১০।৪১।২৮) ইত্যাদৌ,

"দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত-মানন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্" (ভাঃ ১০।৪৮।৭) ইত্যাদৌ চ দর্শনালিঙ্গনাভ্যামস্যার্থত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে। উক্তঞ্চ মহাবারাহে—

অনুবাদ

কথিত ইন্দ্রস্তবে) "বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে", (ভাঃ ১০।১৪।২২, শ্লোকোক্ত শ্রীব্রহ্মার স্তবে, "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধ-তনৌ"—অর্থাৎ 'আপনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ', ইত্যাদি বাক্যগুলির লক্ষণাবৃত্তিযোগে কদর্থ করা উচিত নহে।

টিপ্পনী

অর্থাৎ 'স্বচ্ছন্দে' অর্থাৎ স্বীয় ভক্তগণের ছন্দে বা ইচ্ছায় আপনি দেহ-গ্রহণ করিয়াছেন বা প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধজ্ঞানময়। মায়াযোগে আপনি সর্বরূপ, যেহেতু আপনি সমস্তের কারণ; অতএব আপনি সর্বভূতাত্মা। আপনাকে প্রণাম।" (স্বামিটীকানুরূপ)। চক্রবর্তি-টীকা, যথা—"আপনি অনেকবিধ প্রেমের বিষয় বলিয়া নিজ ভক্তগণের প্রত্যেকের ছন্দ বা ইচ্ছানুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যরসানুসারে সুখপ্রদান নিমিত্ত আপনি দেহগ্রহণ করিয়াছেন। দেহ অপ্রাকৃত বলিয়া মায়াতীত বিশুদ্ধ জ্ঞানই আপনার মূর্তি। "আপনি মায়াদি-সর্বশক্তিমান্ বলিয়া আপনি সর্ব; অতএব সমস্তেরই বীজ বা কারণ, অতএব আপনি সর্বভূতেরই আত্মা।"

"আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য"-ইত্যাদি—যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজ হইতে অক্রূরের সহিত মথুরায় আসিয়া নগর দর্শন করিতে করিতে রাজপথে চলিতেছিলেন, তখন পুরস্ত্রীগণ ত্বরান্বিত স্বস্বকর্ম বেশবিন্যাসাদি অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিয়া কেহ বা বহির্দ্বারে, কেহ বা প্রাসাদোপরি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে উদ্ধৃত অংশটীর সহিত যে (ভাঃ ১০।৪১।২৮) শ্লোক বলেন, তাহা এই, যথা—"দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং, তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ। আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং, হৃষ্যত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্॥" —অর্থাৎ 'হে অরিন্দম (শত্রুদমন পরীক্ষিৎ), সেই পুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা বহুবার শ্রবণ, করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তাঁহাকে দর্শন করিবার পর তাঁহাদের চিত্ত দ্রুত বা দ্রবীভূত হইল। আর তাঁহার দৃষ্টিপাত ও উদ্গত হাস্যরূপ অমৃত উক্ষণ বা সেচনে মান লাভ করিলেন, অর্থাৎ আপনাদিগকে তাঁহাকর্তৃক আদৃত মনে করিলেন। তখন তাঁহারা উদ্ঘাটিত নেত্রদ্বারে মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহার অপ্রাপ্তিজনিত অনন্ত বা অশেষ আধি বা মনোব্যথা ত্যাগ বা দূর করিলেন।' অনুবাদ টীকানুসারেই প্রদত্ত হইল।

"দোর্ভ্যাং" (ভাঃ ১০।৪৮।৭ শ্লোকাংশে) ত্রিবক্রা বা কুব্জার বর্ণনাপ্রসঙ্গে সাধারণ লোক সাধারণ পাঠকদিগের নিকট 'কুব্জা'র গল্প শুনিয়া ধারণা করিয়া থাকে যে, তিনি বারাঙ্গনা। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহার পূর্ববর্তী (৬) শ্লোকে তাঁহাকে 'অনুলেপার্পণপুণ্যলেশা' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে তাঁহাদের মথুরানগরী-ভ্রমণকালে কংসের জন্য চন্দনাদি অনুলেপনাদি লইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুরালাপে উহা চাহিলে তিনি উভয়কে গাঢ় অনুলেপন দান করিলেন। ইহাদ্বারা তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তিমূল অত্যধিক সুকৃত লাভ করিয়াছিলেন। এখানে 'লেশ'-শব্দ থাকায় স্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এই অনুলেপনার্পণ ভিন্ন তাঁহার আর কোন পুণ্য ছিল না, ইহাই দেখাইতে 'পুণ্যলেশ' বলা হইয়াছে, অল্প পুণ্য বলিবার ইচ্ছায় নহে।" তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ঐকান্তিকী রতি লাভ হয় ও তাঁহাতে স্ব-দেহার্পণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'ন। তা' ছাড়া ঐ শ্লোকেই 'নব-সঙ্গম-হ্রিয়া' ও 'বিশঙ্কিতাম্'

"সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হেয়োপাদেয়রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥

অনুবাদ

ঐরূপই (ভাঃ ১০.৪১।২৮ শ্লোকে) "চক্ষুদ্বারা অন্তরে প্রাপ্ত আনন্দমূর্তিকে আলিঙ্গন করিয়া, এবং (ভাঃ ১০।৪৮।৭) "কুব্জা দুই হস্ত দিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দমূর্তি কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন

টিপ্পনী

দুইটী পদ, যাহার অর্থ 'নব-সঙ্গম হইবার লজ্জায় শঙ্কাপ্রাপ্তা'। চক্রবর্তিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই দুইটী পদদ্বারা "মন্দধিয়ঃ প্রতি তস্যা অনন্যভোগাত্বম্ জ্ঞাপিতম্"—অর্থাৎ 'মন্দবুদ্ধিলোকদিগের প্রতি জ্ঞাপিত হইতেছে যে, তিনি অনন্যভোগ্যা'। আর উহার পূর্ববর্তী (৪) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, (শ্রীকৃষ্ণের সহিত আগত) উদ্ধবও কুব্জা-প্রদত্ত আসন ভক্তিপূর্বক স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। শ্রীউদ্ধব প্রগাঢ়ভক্তিসহযোগে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তা ত্রিবক্রাকে (কুব্জাকে) এতদূর ভক্তি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত আসনকে ভক্তির সহিত স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তির অভাব প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং এই দেবীকে যাহারা দ্বারাঙ্গনা বলিয়া মনে করে, চক্রবর্তিপাদ তাহাদিগকে যে 'মন্দধী' বা দুর্বুদ্ধি বলিয়াছেন, তাহা উচিতই বটে। 'আনন্দমূর্তিম্' (ভাঃ ১০।৪১।২৮) ও 'দোর্ভ্যাং', (ভাঃ ১০।৪৮।৭) ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যথাক্রমে দর্শন ও আলিঙ্গনের বিষয়ীভূত বলায় তাহা যে নির্বিশেষ কেবলজ্ঞানগম্য নহেন, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। তবে তাহা প্রাকৃতবস্তুর ন্যায় আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়যোগে দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতির বিষয়ীভূত নহেন। ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীজীবপাদ—মহাবরাহপুরাণ হইতে শ্লোক দুইটী উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রকটিত দেহসমূহ সমস্তই নিত্য, জীবদেহের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহেন, আর শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়হীন, (গীতা ২।২০) পরিণামশীল বা সর্বদা পরিবর্তনপ্রাপ্ত নহেন। জীবদেহ 'হেয়' অর্থাৎ কালপূর্ণ হইলে তাহা জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিতে হয়, (গীতা ২।২২) ভগবদ্বিগ্রহ ঐরূপ ত্যাগের যোগ্য নহেন, আর সেইরূপ 'উপাদেয়'ও নহেন, পুরাতনের পরিবর্তে নূতন বলিয়া (গীতা ২।২২) গ্রহণের যোগ্যও নহেন। 'হেয়োপাদেয়'—ইহার পাঠান্তর 'হানোপাদান'; অর্থ একই, যথা 'ত্যাগ ও গ্রহণরহিত'। প্রকৃতিজ বস্তুই ত্যাগ ও গ্রহণের যোগ্য, অপ্রাকৃত নিত্যবস্তুর ত্যাগ ও গ্রহণ নাই। ভগবদ্বিগ্রহ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। 'সৎ' অর্থে নিত্য, তাহা শ্লোকত্রয়ের প্রথমটীতে ব্যাখ্যাত। দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমার্ধে 'চিৎ' ও 'আনন্দ' কথিত হইয়াছেন; অবশ্য বস্তুত্বে শুদ্ধজীব সৎ-চিৎ আনন্দ; বদ্ধজীবের দেহে এই তিনটীর অধিষ্ঠান নাই। ঐ দেহ 'সৎ' যে নয়, তাহা ত' বলাই হইয়াছে। জীব বা জীবাত্মা সৎ—অজ, নিত্য, শাশ্বত (গীতা ২।২০)। প্রাকৃত দেহে অবস্থানকালে জীবের আনন্দ ব্যাহত; যাহা সে আনন্দ বলিয়া বরণ করিতে যায়, তাহা নিরানন্দময়। ভগবদ্বিগ্রহে নিরানন্দের স্পর্শ নাই, তাঁহাতে কেবল আনন্দ, অসীম পূর্ণানন্দ। আর জীব গঠনে চিৎ বা জ্ঞান হইলেও বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যাবরণ করায় তাহা অজ্ঞানদ্বারা আবৃত (গীতা ৩।৩৯-৪০); কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহ জ্ঞানমাত্র, তাঁহাতে অজ্ঞানের সম্পর্কও নাই। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জীবও যদি গঠনে সচ্চিদানন্দ, তবে তাঁহার এই প্রকার সত্তায়, আনন্দে ও জ্ঞানে বাধা কোথা হইতে আসে? তাহার উত্তর এই যে, জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত হইলেও নিতান্ত অণুস্বরূপ ("এষোঽণুরাত্মা"—মুণ্ডক ৩।১।৯), "বালাগ্রশতভাগস্য"—শ্বেতাঃ ৫।৯, ইত্যাদি) হওয়ায় চিদ্বলের অল্পতাজন্য মায়ার অভিভাব্য হওয়ায় মায়াবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন দেহমনে আবৃত হওয়ায় তাহার সত্তারও সম্যক্ পরিচয় নাই, জ্ঞান ও আনন্দ আবৃত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় শ্লোকটীর শেষার্ধে একটী বিশেষ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত দেহ যেমন দেহধারী জীবাত্মা হইতে পৃথক্, ভগবৎস্বরূপ তাহা নহেন। ভগবানের দেহই ভগবান্; ঈশ্বরতত্ত্বে দেহ-দেহী ভেদ নাই। পূর্বে (৪৭ অনুচ্ছেদে) আমরা দেখিয়াছি "অভিন্নত্বান্নাগনাগিনোঃ"

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ। দেহদেহিভিদাশ্চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥"
ইতি। শ্রীশুকঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্থমেবাভিপ্রেত্যাহ—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫৫)—"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" (ভাঃ ১০।১৪।১) ইত্যাদি বর্ণিতরূপম্। অবেহি

অনুবাদ

করিয়া বহুকালের সঞ্চিত মনস্তাপ বর্জন করিয়াছিলেন", ইত্যাদিতে দর্শন ও আলিঙ্গন বলিয়া অন্য (কেবল আত্মপর) অর্থ ব্যবচ্ছিন্ন বা নিরস্ত হইয়াছে। (৫৫)

এই প্রকারই বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৫৫): "হে পরীক্ষিৎ, এই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া জান। জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি (মূঢ়লোকের দৃষ্টিতে) মায়াযোগে দেহধারী বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।" শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তবারম্ভে এই প্রকারই বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।১), যথা—"হে জগদ্বন্দ্য শ্রীকৃষ্ণ, আপনি নবীন ঘনশ্যাম-বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীতবসনধারী, আপনার শ্রীমুখমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণে ও চূড়ার শিখিপুচ্ছে

টিপ্পনী

অর্থাৎ নাম ও নামীতে ভেদ নাই। অর্থাৎ 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি'। সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিগ্রহ একই তত্ত্ব, পরস্পর ভেদরহিত। প্রাকৃত জড়জগতে কোনও এক ব্যক্তি ও তাঁহার নাম এক নহে, বা তাঁহার দেহ এক নহে; কিন্তু অপ্রাকৃততত্ত্ব ভগবানে ও তাঁহার দেহে পরস্পর ভেদ নাই। দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকাকালে প্রাকৃত বিচারে এ কথার উপলব্ধি করা বড় কঠিন, নিরন্তর কৃষ্ণসেবাতৎপর মহাভাগবতগণের অপ্রাকৃত দর্শনে তাহা সুগম ॥ ৫৫ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৪৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেন "ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্রের প্রতিও পূর্বে যে প্রেম জন্মে নাই, পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ বিপুল প্রেম কিরূপে হইল ?" উত্তর দিতে শ্রীশুকদেব (৫১ ও ৫৪ শ্লোকে) বলেন "দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। ...... অতএব সমস্ত প্রাণিগণের নিজের আত্মাই প্রিয়তম। ...।" বর্তমান (৫৫) শ্লোকে বলিতেছেন "কৃষ্ণই সর্বজীবের আত্মা।" সুতরাং সেই আত্মা কৃষ্ণকেই স্বপুত্র অপেক্ষা তাঁহারা অধিক স্নেহ করেন। শ্লোকটীর অর্থ অতি গভীর বলিয়া শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় ইহার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবাত্মারও আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জান। অতএব পুত্রাদিতে যেমন দেহসম্পর্কে প্রীতি, দেহে প্রীতি যেমন আত্মার অনুরোধে, সেইরূপ আত্মাতে প্রীতি পরমাত্মার অনুরোধে; সেই পরমাত্মা পূর্ণভাবে মূর্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই। ...কৃষ্ণই আত্যন্তিক প্রীতির বিষয়, তাঁহাতেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা; এইজন্যই স্বপুত্র অপেক্ষাও তাঁহাতে প্রেমাধিক্য, তাহা উৎপন্ন হইল। আর এক কথা—ভক্তির অভাববশতঃ ও মায়াদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকার জন্য মায়িক অভক্ত জীবগণের একমাত্র ভক্তিদ্বারাই প্রকাশযোগ্য তাঁহাতে ঐ প্রকার অনুভব কি করিয়া হইবে ? অতএব লোকদিগের প্রীতির বিষয় বলিয়া পুত্রাদিতেই ঐ প্রকার অনুভব হয়, তাঁহাতে হয় না। কিন্তু ব্রজবাসিগণ মায়াতীত ও ভক্তিপূর্ণ

মৎপ্রসাদলব্ধবিদ্বত্তয়ৈবানুভব ন তু তর্কাদিনা বিচারয়েত্যর্থঃ। এবম্ভূতোঽপি মায়য়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্বস্যাপি স্বাত্মানং প্রতি চিত্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইবাভাতি ক্রীড়তি। ইব-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্তু ন জীববৎ পৃথগ্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে। অতএব শ্রীবিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থলক্ষণত্ব-মুক্তং শ্রীধ্রুবেণ (ভাঃ ৪।৯।১৭),—

অনুবাদ

শোভমান, গলদেশে বনমালা ও হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ (শৃঙ্গ) ও বেণু-লক্ষণে আপনি পরমশোভাময়, আপনার পদতল অতি মৃদু ; হে শ্রীনন্দনন্দন, আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি।"(মূল-শ্লোকের গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—এই প্রকার রূপবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আমার (শুকদেবের) অনুগ্রহে প্রাপ্ত বিদ্যাযোগে অনুভব কর, কিন্তু তর্কাদির সহিত বিচার করিও না—ইহাই অর্থ। এইরূপ হইয়াও তিনি মায়া বা কৃপা করিয়া জগতের মঙ্গলহেতু অর্থাৎ সকলেরই নিজ আত্মার প্রতি চিত্ত আকর্ষণজন্য দেহী অর্থাৎ জীবের ন্যায় প্রতীত হ'ন বা ক্রীড়া করেন। 'ইব' শব্দদ্বারা (যাঁহার দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই, সেই) শ্রীকৃষ্ণ ; তিনি (মায়াবদ্ধ) জীবের ন্যায় পৃথক্‌দেহে প্রবিষ্ট হ'ন নাই, বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী

বলিয়া তাঁহাদেরই যথার্থ অনুভব হয়। অতএব তাঁহাদের নিজপুত্রাদি অপেক্ষাও তাঁহাতে স্বাভাবিক প্রেমাধিক্য বর্তমান। এইরূপেই সমস্যাটীর সমাধান করিতে হইবে। জগন্মঙ্গলজন্য অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণও মায়াযোগে দেহীর ন্যায় প্রতীত হ'ন অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যামোহিত লোকেরা তাঁহাকে ভৌতিকদেহবান্ জীব বলিয়া মনে করে। অথবা মায়াদ্বারা যে দেহ, সেই দেহধারীর ন্যায় মায়িক উপাধির ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মায়িক উপাধি নয়। অথবা, প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন, কিন্তু কৃষ্ণকে ত' সকলেই দেখিতে পায়। তাহার উত্তর এই যে, জগতের হিতের জন্য মায়া অর্থাৎ অহৈতুক-অচিন্ত্য-কৃপাবশতঃ (শ্রীজীবপাদ এই অর্থই করিয়াছেন)—জগজ্জনের ইন্দ্রিয়ের নিকট দেহীর ন্যায় স্বয়ং তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। অতএব লঘুভাগবতামৃত (পূঃ ৫।৪২২)-ধৃত শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মবচন—'নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্'—অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি অর্থাৎ কৃপাদ্বারা দৃষ্ট হ'ন। সেই কৃপাব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পায় ?' কারিকায় (৪২১) বলিয়াছেন—(অনুবাদ): 'ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশশক্তিদ্বারা (চিন্ময়নে) অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি (কৃপাবশতঃ) অভিব্যক্ত হ'ন ; (কিন্তু তিনি) প্রাকৃতনেত্রের বিষয়ীভূত নহেন।'......"। এখানে 'মায়য়া' পদটীর তিন প্রকার অর্থ পাওয়া গেল, যথা—(১) মায়াযোগে শ্রীকৃষ্ণ দেহীর ন্যায় প্রতীত হ'ন, অর্থাৎ মায়াদ্বারা মোহিত লোকেরা তাঁহাকে ভৌতিকদেহধারীর ন্যায় দেখে ; (২) মায়াদ্বারা যে ঔপাধিক দেহ, সেই দেহধারীর ন্যায় দেখে ; (৩) জীবের প্রতি মায়া বা কৃপাপূর্বক তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহীর ন্যায় প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। উহার অর্থ 'মায়া মিশাইয়া' নয়। যাঁহারা ভগবদাবির্ভাবকে জড়মায়ার সাহায্যে হয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। গীতার (৪।৬) "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—এর ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ"—অর্থাৎ 'স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিক প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ অতিদীপ্ত সত্ত্বমূর্তি প্রকট করিয়া স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।' শ্রীরামানুজাচার্যপাদ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ"—অর্থাৎ 'স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বরূপে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হই।' শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"ময়ি ভগবতি

"সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-, মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ। ইত্যত্র।

টীকা চ—"হে ভগবন্! পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ স এব মূর্তির্যস্য তস্য তব পাদপদ্মম্ আশিষো রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থফলং, হি নিশ্চিতম্। কস্য? তথা তেন

অনুবাদ

অতএব শ্রীধ্রুব শ্রীবিগ্রহ যে পরমপুরুষার্থলক্ষণ, তাহা বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।১৯।১৭): "হে ভগবন্, যাঁহারা পুরুষার্থমূর্তি অর্থাৎ পরমানন্দবিগ্রহ আপনার ঐরূপে অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞানে (অর্থাৎ আপনার বিগ্রহকে সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ জানিয়া) ভজন করে, তাঁহাদিগের নিকট আপনার পাদপদ্মই (রাজ্যলাভ প্রভৃতি) অন্য আশিষ বা মঙ্গল অপেক্ষা সত্য বা নিশ্চিত আশীঃ বা পরমার্থফল।" এখানে শ্রীস্বামিপাদের টীকা, যথা—"হে ভগবন্, পুরুষার্থ অর্থাৎ পরমানন্দই যাঁহার মূর্তি, সেই আপনার

টিপ্পনী

বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্রম্"—অর্থাৎ 'দেহদেহিভাবশূন্য ভগবান্ বাসুদেব আমাতে সেইরূপ অর্থাৎ দেহদেহিভাবযুক্ত বলিয়া প্রতীতি কেবল মায়া বা মোহ'। শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"অত্র প্রকৃতি-শব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরুচ্যতে, তদা অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্দ্বারা জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ, তস্মাদত্র প্রকৃতিশব্দেন স্বরূপমেবোচ্যতে"—অর্থাৎ 'যদি প্রকৃতিশব্দে বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তিকে বলা হয়, তাহা হইলে তাহার অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর তদ্দ্বারা জগদ্রূপ হ'ন, তাহাতে বিশেষ মূর্তির উপলব্ধি হয় না। অতএব এখানে প্রকৃতি-শব্দে স্বরূপ (আভিধানিক অর্থ) বলা হইতেছে।' শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা, যথা—"...আত্মমায়য়েতি—ভক্ত-জীবানুকম্পয়া হেতুনা তদুদ্ধারায়েত্যর্থঃ"—অর্থাৎ 'আত্মমায়ার অর্থ—'ভজনশীল জীবগণের প্রতি অনুকম্পাহেতু, অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত।' সুতরাং দেখা যাইতেছে না কোনও আচার্যই 'মায়য়া' বলিতে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে বলেন। যদি কোনও আধুনিকগ্রন্থে 'মায়া মিশাইয়া এসো ভগবান্'—বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ উক্তি ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নহে বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্বিগ্রহে মায়াগন্ধ নাই।

শ্রীব্রহ্মোক্ত (ভাঃ ১০।১৪।১) শ্লোকটী সম্পূর্ণ এই, যথা—"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়, গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়। বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-, লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"হে বাসুদেব, আপনি ঈড্য অর্থাৎ সমস্তবস্তু অপেক্ষা পরম স্তবের বিষয়ীভূত, আপনাকে প্রণাম করিতেছি ও স্তবের দ্বারা আপনার প্রীতিসাধন করিতেছি। আপনার মেঘের ন্যায় বপু ও তড়িতের ন্যায় বসন, মেঘ ও বিদ্যুৎ-দ্বারা আপনি ভক্তচাতকের জীবন, ইহা ব্যঞ্জিত হইতেছে। ..বৈকুণ্ঠের অমূল্য রত্নালঙ্কার হইতেও বৃন্দাবনের গুঞ্জাদি উৎকৃষ্ট। আর বৃন্দাবনের বনমালা পারিজাতাদির মালা হইতেও উত্তম। আর 'কবলবেত্র'-–ইত্যাদি গোপবালকের উপযোগী আচরণ অন্য প্রকার আচরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। আর মৃদু বা অতি সুকুমার পদে বনভ্রমণকালে যাঁহারা দেখেন, (যেমন গোপীগণ), তাঁহাদের করুণা, প্রেম, মূর্ছা প্রভৃতির উৎপাদন করেন; (এই প্রসঙ্গে গোপীগণ-কথিত ভাঃ ১০।৩১।১৯ 'যত্তে সুজাতচরণাম্বুজরুহা'—ইত্যাদি শ্লোকটী আলোচ্য)। পশুপ (গোপ) নন্দের অঙ্গজ বলায় শ্রীবসু-দেবাদি হইতে শ্রীনন্দের সৌভাগ্য অধিক, ইহাই কথিত হইল।"

শ্রীধ্রুবের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হ'ন, তাঁহার স্তবের মধ্যে ইহা (ভাঃ ৪।৯।১৭) বলেন। শ্লোকটীর প্রথমার্ধ মূলে উদ্ধৃত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ার্ধটী এই, যথা—"অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি

প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ ইত্যেবং নিষ্কামতয়া অনুভজতঃ” ইত্যেষা। শ্রীশুকঃ ॥ ৫৬ ॥

শাব্দং ব্রহ্ম হি শ্রীবিগ্রহঃ

অতঃ শব্দপ্রতিপাদ্যং যদ্ ব্রহ্ম তচ্ছ্রীবিগ্রহ এবেত্যুপসংহারযোগ্যং বাক্যমাহ—

অনুবাদ

পাদপদ্ম আশিষ (অন্যমঙ্গল) অর্থাৎ রাজ্যাদি হইতে সত্য আশীঃ অর্থাৎ পরমার্থফল, ‘হি’—ইহা নিশ্চিত। কাহার পক্ষে? (উত্তর) ঐ প্রকারে অর্থাৎ আপনিই পুরুষার্থ, এই প্রকার বিচারে নিষ্কামভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে। মূলশ্লোকটী পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি। (৫৬)

অতএব শব্দপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীবিগ্রহই—এই উপসংহারযোগ্য (পরিসমাপ্তিপর, শেষ) বাক্য শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ৩।২১।৮), “হে ক্ষত্তঃ (বিদুর), কর্দম

টিপ্পনী

দীনান্, বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্॥”—অর্থাৎ ‘হে অর্য বা স্বামিন্, এরূপ হইলেও (ভজনকারীদের সত্যমঙ্গল লাভ হয়, অভজনকারীকেও) নবপ্রসূতা ধেনু যেরূপ বৎসকে রক্ষা করে, সেইরূপ ভগবান্ আপনি অনুগ্রহপরবশ হইয়া দীনজনকে রক্ষা করেন।’ মূলে প্রথমার্ধ শ্লোকের স্বামিপাদটীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সম্পূর্ণ শ্লোকটীর চক্রবর্তিপাদকৃত টীকার অনুবাদ দেওয়া হইতেছে,—“ভগবান্ বলিতে পারেন—‘অহে বালক, সত্যই তুমি (তোমার পূর্বস্তবের শ্লোক অনুসারে) আমার স্বরূপ জান, কিন্তু তুমি সম্প্রতি নিষ্কাম হইলেও, তোমার পূর্বসঙ্কল্প-অনুযায়ী আমি ফল দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর’, এরূপ আশঙ্কায় নিজের অজ্ঞতা বর্ণন সহিত প্রেমমাধুর্য প্রার্থনা করিতেছেন। হে ভগবন্, আপনার পাদপদ্মই আশিষ বা মঙ্গল অর্থাৎ রাজ্যাদি হইতে অধিক আশীঃ বা মঙ্গল অর্থাৎ পরমার্থফল।’ ‘কাহার পক্ষে ঐরূপ পরমার্থ ফল?’ ‘আপনি পুরুষার্থমূর্তি, এই প্রকার নিষ্কামভাবে অনুভজনকারী দীন আমাদিগকে, অর্থাৎ যাহারা সকাম-ভজন করিয়াছে, তাহাদিগকে আপনি ভগবান্ পরিপালন করেন, নিষ্কাম ভজনের প্রাপ্য আপনার পাদপদ্মের কিঞ্চিৎ মাধুর্য দান করিয়া’—ইহাই ভাবার্থ। ‘তাহার হেতু?’ আপনি অনুগ্রহকাতর (কৃপাপরবশ) অর্থাৎ যদিও এ বালক বলিয়া আমার শুদ্ধভক্তি জানে না, তথাপি তাহার ফল নিজের মাধুর্য ইহাকে আস্বাদন করাই—এই বুদ্ধিপূর্বক—ইহাই ভাবার্থ। বাশ্রা বা সদ্যঃ প্রসূতা ধেনু যেমন তাহার সদ্যঃ প্রসূত বৎসক (বাছুর) অজ্ঞ, মাতাকে আদর করে না, তথাপি তাহাকে দুগ্ধ পান করায়, নেকড়ে প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ আমাকে আপনি স্বচরণভক্তির মাধুর্য আস্বাদন করান, সকামত্ব প্রভৃতি ভক্তির বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন—ইহাই ভাব।” ৫৬ ॥

শ্রীকর্দম ঋষিকে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে বলিলে, তিনি সরস্বতীতীরে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর সমাধিযুক্ত হইয়া তিনি শরণাগতজনের আশুবরদানকারী ভগবান্ শ্রীহরিকে ভক্তিসহকারে ক্রিয়াযোগে আরাধনা করেন। তাহারই ফল শ্লোকটীতে বর্ণিত হইয়াছে। ‘শাব্দং ব্রহ্ম’—স্বামিপাদ তাঁহার টীকায় শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্ম, একমাত্র শব্দ অর্থাৎ বেদের আশ্রয়েই যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয়, সেই ব্রহ্মময় বপু ধারণপূর্বক ভগবান্ দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্যপাদ তাঁহার তাৎপর্যে বলিয়াছেন ‘শব্দবিষয় ব্রহ্ম’। চক্রবর্তিপাদ টীকায় ‘তাবৎ’-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“যখনই আরাধনা করিয়াছিলেন, তখনই—অর্থাৎ পূজা হইলে পূজার ফল ভগবৎপ্রসাদলাভে বিলম্ব হয় নাই”; ‘দধৎ বপুঃ’-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“সচ্চিদানন্দময় আকার প্রকাশ করিয়া বা কর্দম ঋষি প্রদত্ত গন্ধমাল্যাদি-

"তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে। দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥"
(ভাঃ ৩।২১।৮)

যদ্বপুর্দধৎ প্রকাশয়ন্নসৌ শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতে যুগে বর্ত্ততে। তদেব শব্দপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরমতত্ত্বং তং কর্দমং প্রতি দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ

ঋষি সত্যযুগে তপস্যা করিলে তখনই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্মময় মূর্তি প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলেন।" (শ্রীজীবপাদের টীকা, যথা)—যে বপু ধারণ বা প্রকাশ করিয়া শুক্লনামা ভগবান্ কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে বর্তমান, সেই বপুই শব্দপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব সেই কর্দম ঋষিকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি। (৫৭)

টিপ্পনী

শোভিত হইয়া"। মৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে 'ক্ষত্তঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'ক্ষত্তা' বলিতে দাসীপুত্রকে বুঝায়। অতএব বিদুরের জন্মকথা কিছু আলোচিত হইতেছে। অণীমাণ্ডব্য নামক এক ঋষির 'শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ কর'—এই অভিশাপে ধর্মরাজ দাসীপুত্র হইয়া বিদুর হ'ন। শান্তনুরাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তানরূপে মৃত হইলে মাতা সত্যবতী শ্রীভীষ্মদেবকে শাস্ত্রানুসারে অপুত্রা বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদনে অনুরোধ করেন। চিরকুমারব্রতধারী ভীষ্ম অসম্মত হওয়ায় তিনি শ্রীব্যাসদেবকে ঐ কার্যজন্য স্মরণ করিয়া আনাইয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালনতৎপর তাঁহার নিকট বিচিত্রবীর্যের প্রথমা মহিষী অম্বিকাকে প্রেরণ করেন। তিনি ভীতা হইয়া তখন চক্ষু মুদ্রিত রাখায় তাঁহার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হ'ন। তাঁহার তজ্জন্য রাজ্যপ্রাপ্তির বিধান না থাকায় পুনরায় মাতা বেদব্যাসকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট রাজার দ্বিতীয়া মহিষী অম্বালিকাকে চক্ষু মুদ্রিত না রাখার আদেশ দিয়া প্রেরণ করেন। চক্ষু না মুদিলেও তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হওয়ায় তাঁহার পুত্র পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণ হ'ন। সত্যবতী পুনরায় ক্ষুণ্ণা হইয়া শ্রীব্যাসদেবকে স্মরণপূর্বক তাঁহার নিকট অম্বিকাকে প্রেরণ করেন। অম্বিকা ভয়ে স্বয়ং না গিয়া তাঁহার সুন্দরী শূদ্রা দাসীকে আপনার পরিবর্তে প্রেরণ করেন। বুদ্ধিমান্ ধর্মাত্মা বিদুর শাপগ্রস্ত ধর্মরাজ এই দাসীর পুত্র হ'ন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে বিদুর কৌরবগণকে সদুপদেশ দান করিতে গেলে তাহাদের তিরস্কারপূর্ণ মর্মভেদীবাক্যে ব্যথিত হইয়া বিদুর হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া নানাতীর্থ পর্যটন করিতে করিতে যমুনাকূলে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীউদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলা-শ্রবণে তাঁহার ন্যায় শোকাকুল হ'ন ও তাঁহার নিকট কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন। পরে শ্রীউদ্ধবের পরামর্শে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ গঙ্গাতীরে মৈত্রেয় মুনির নিকট গমন করেন। মৈত্রেয় ঋষি পরাশর মুনির নিকট ভক্তিতত্ত্বশ্রবণপূর্বক ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে পরম পারঙ্গতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপরীক্ষিতের ভাগবত-সভায় উপস্থিত মহামহর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন (ভাঃ ১।১৯।১০)। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ৫ম অধ্যায় হইতে শেষ ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত ও সম্পূর্ণ ৪র্থ স্কন্ধ (৩১ অধ্যায়ে) বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে পরিপূর্ণ। শ্রীকপিলদেব-দেবহূতি-সংলাপও (৩য় স্কন্ধ ২৫ হইতে ৩৩ অধ্যায়) ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান শ্লোকটীর টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—'শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতে যুগে বর্ত্ততে।' ভগবানের সেই বিগ্রহ ভাঃ ১১।৫।২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষন্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥" —অর্থাৎ 'সত্যযুগে ভগবান্ শুক্ল (শুক্লবর্ণ ও শুক্লনামা), জটাধারী, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষ ('অকার' হইতে 'ক্ষ'কার পর্যন্ত বর্ণময়ী মালা), দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণকারী।' টীকায় বলিয়াছেন—'ইহাতে ব্রহ্মচারীর বেশ দর্শিত হইয়াছে।' ৫৭।

ভগবতঃ ষড়্বিকারাদি-রহিতং সত্যতা-পুরস্কৃতং পূর্ণস্বরূপত্বং সিদ্ধম্

অত এবং সিদ্ধে ভগবত্তস্তাদৃশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যাদ্যসদনুমানং ন সম্ভবতি কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। তদেতদভিপ্রেত্য তস্মিন্ সত্যতাপুরস্কৃতং ষড়্ভাববিকারাদ্যভাবং স্থাপয়ন্ পূর্ণস্বরূপত্বমভ্যুপগচ্ছতি।

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ, পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

অনুবাদ

অতএব এই প্রকারে (শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্ম ভক্তের নিকট ভগবান্ রূপে স্বীয় নিত্যমূর্তি প্রকটিত করেন) ভগবানের ঐরূপ বৈলক্ষণ্য (বৈশিষ্ট্য) স্থাপিত হওয়ায় যেহেতু তিনি ঘটাদির ন্যায় দর্শনীয়, অতএব তাঁহার বিগ্রহ অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, এই অনুমান সম্ভবপর নয়, যেহেতু ঐ সব দ্রব্য কালদ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই অভিপ্রায়ে প্রথমেই ভগবানের সত্যতা (নিত্যত্ব) স্থাপনসহকারে তাঁহাতে ষড়্ভাববিকারের (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) অভাব স্থাপনপূর্বক পূর্ণস্বরূপত্বই পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে (ভাঃ ১০।১৪।২৩ বলিয়াছেন—"আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা, (অর্থাৎ দৃশ্য অসত্য জগৎ হইতে ভিন্ন), স্বয়ং-জ্যোতিঃ, আদ্য (সর্বকারণকারণ), পুরাণ পুরুষ (কার্যের পূর্ব হইতেই বর্তমান), নিত্য, পূর্ণ, অজস্রসুখ (নিত্যানন্দস্বরূপ), অক্ষর (কূটস্থ), অমৃত, অনন্ত (দেশকালপরিচ্ছেদরহিত), অদ্বয়, নিরঞ্জন ও উপাধি হইতে মুক্ত।"

টিপ্পনী

ইতঃপূর্বে (৩৩-৪১ অনুচ্ছেদে) শ্রীব্রহ্মার ভাঃ ১০।১৪।১১—২২ শ্লোকোক্ত স্তোত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। এখানে উহাদের পরবর্তী শ্লোকটী মূলশ্লোকরূপে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ শ্রীস্বামিপাদের টীকার উদ্ধার করিয়া স্থলে স্থলে তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানের শেষে শ্রীচক্রবর্তিটীকা আলোচিত হইবে।

"সত্যব্রত" (১০।২।২৬) শ্লোকটীর অনুবাদ স্বামিপাদের টীকার অনুবর্তী। তাঁহার ভূমিকাটি এই—"প্রতিশ্রুতি (দেবকীগর্ভে সঞ্জাত হইবেন শ্রীব্রহ্মার সমাধি শ্রুত আকাশবাণীতে শ্রীভগবানের এই উক্তি) সত্য করিয়াছেন, ইহা জানিয়া শ্রীব্রহ্মা, শ্রীভব (শিব), ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দেবর্ষি-মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে প্রথমেই তাঁহার সত্যত্ব বিবৃত করিয়া এই স্তবটী বলিয়াছিলেন।" চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"…আপনার স্বভক্তপালনই একমাত্র ব্রত বলিয়া ও নিত্যসত্যত্বহেতু আপনিই প্রপত্তির বা শরণগ্রহণের যোগ্য। যেহেতু আপনি বলিয়াছেন—'সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি যাচতে। অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম।—অর্থাৎ 'যে একবারমাত্র হরি তোমার প্রপন্ন হইলাম বলিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহাকে আমি সর্বদা অভয়দান করি, ইহাই আমার ব্রত।' স্বভক্তপালক অন্য দেবতার ন্যায় আপনি অনিত্য বা অনুৎকৃষ্ট ন'ন। আপনি সত্য অর্থাৎ সর্বকালদেশবর্তী ও পর বা শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ সত্য বা সত্যনামধারী, যেমন উদ্যমপর্বে বলা হইয়াছে, ও পর অর্থাৎ পরমেশ্বর। আপনি ত্রিসত্য অর্থাৎ আপনার (শ্বেতাঃ ৬।৮ কথিত) জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া—এই তিনটী শক্তি 'সত্য'। আপনার অংশসমূহও সত্য; মৎস্য কূর্মাদি অবতারবৃন্দের আপনি যোনি অর্থাৎ

"নৌমীড্য"তে (ভাঃ ১০।১৪।১) ইত্যাদিনা স্তুত্যত্বেন প্রতিজ্ঞারূপোঽয়মভ্রব-পুরাদিলক্ষণস্ত্বম্ এক এব সর্ব্বেষামাত্মা পরমাশ্রয়ঃ। তদুক্তম্ "একোঽসি প্রথমমিতি" (১০।১৪।১৮), "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" (ভাঃ ১০।১৪।৫৫) ইতি চ। যতস্ত্বমাত্মা তত এব সত্যঃ, পরমাশ্রয়স্য সত্যতামবলম্ব্যৈবান্যেষাং সত্যত্বাৎ ত্বয্যেব সত্যত্বস্য মুখ্যা বিশ্রান্তিরিতি ভাবঃ। তদুক্তং—"সত্যব্রতং সত্যপরং" (১০।২।২৬) ইত্যাদি। মহাভাঃ উঃ ৭০।১২-১৩—

অনুবাদ

"নৌমীড্য" (ভাঃ ১০।১৪।১) শ্লোকে (৫৬ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত) বলিয়াছেন "আপনি স্তুত্য (স্তবযোগ্য) বলিয়া সাধ্যরূপ, মেঘের ন্যায় কলেবর ইত্যাদি লক্ষণাত্মক একমাত্র সকলেরই আত্মা পরমাশ্রয়।" শ্রীব্রহ্মা (৩৭ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত ভাঃ ১০।১৪।১৮ শ্লোক মধ্যে) বলিয়াছেন—"আপনি এক, অদ্বিতীয়, প্রথম বা আদ্য।" আর শ্রীশুকদেব (৫৬ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত ১০।১৪।১৫ শ্লোকমধ্যে) বলিয়াছেন—"তুমি (পরীক্ষিৎ) এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবাত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে।" —অর্থাৎ যেহেতু আপনি আত্মা, সেই জন্যই আপনি সত্য, নিত্য, পরমাশ্রয়; আপনার সত্যতা, নিত্যত্ব অবলম্বন করিয়া অন্য সকলের সত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আপনাতেই সত্যত্বের মুখ্য বিশ্রাম, চরম স্থিতি', ইহাই ভাব। সেই কথাই শ্রীব্রহ্মা, দেবগণ ও ঋষিগণ কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের গর্ভস্তোত্র-পাঠমুখে প্রথমেই

টিপ্পনী

উদ্গমস্থান অর্থাৎ অবতারী। আপনার ধামও সত্য বা নিত্য; আপনি সত্য বা নিত্য মথুরাবৈকুণ্ঠাদিলোকে নিহিত, সন্নিহিত বা স্থিত। তাহার উপর আপনি সত্যের সত্য, সারের সার, অর্থাৎ সমস্ত চিদ্বস্তুর সার আপনিই। অথবা সত্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎকালবর্ত্তী মায়িকপ্রপঞ্চ, তাহার প্রকাশক আপনি সর্বকালবর্ত্তী সত্য, যেমন শ্রুতি (কেনোপনিষৎ ১।২) বলিয়াছেন—চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেও কর্ণ। হে ঋত অর্থাৎ নিত্য সত্যস্বরূপ, আপনার সত্য নেত্র অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের উপলক্ষক নয়নেন্দ্রিয়। আর আপনার সত্য আত্মা বা শ্রীবিগ্রহ।"

"মনীষিতা" (ভাঃ ২।৯।২১) শ্লোকের স্বামিপাদ-টীকা মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"মনীষীর ভাব 'মনীষিতা'—পাণ্ডিত্য, তাহার এই অনুভাব-ব্যঞ্জক। 'আমার এই বৈকুণ্ঠদর্শন'কে বাঞ্জিত বা প্রকাশিত করিতেছে, কিন্তু বহুশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি তাহা পারে না—ইহাই অর্থ। 'আর কেবল এখনই যে তোমার উপর আমার প্রীতি, তাহা নহে, কিন্তু তোমার তপস্যার পূর্বেও'; তাই বলিতেছেন 'নির্জনে যে তপ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি পরম তপস্যা করিয়াছ।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য 'মনীষিতা'-অর্থে তপস্যা বলিয়াছেন। ইহার পরবর্তী (ভাঃ ২।৯।২২) শ্লোকপাঠে এই অর্থ মনে আসে। ইহার অনুবাদ—"তুমি সৃষ্টির আরম্ভে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে, আমাদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলে; তপস্যা আমার হৃদয়, আমি তপস্যার আত্মা (স্বরূপ)।" এখানে 'হৃদয়' ও 'আত্মা'-শব্দের অর্থ করিতে চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"...তপঃ আমারই বিদ্যাশক্তিবৃত্তি, জীবের বিষয়ভোগত্যাগ ভক্তির অনুকূল বলিয়াই আমার ঈপ্সিত; সেই তপ যদি আমাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়, তবেই; তাহা না হইলে নয়; কেননা আমিই তপস্যার আত্মা, আমি বিনা ফলকামীদিগের তপস্যা আত্মাশূন্য মৃতদেহের ন্যায়। যদিও তোমার অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টিকামনায় তপস্যা, তথাপি সৃষ্টির ইচ্ছা আমিই প্রবর্তিত করিয়াছি বলিয়া তোমার এই তপস্যাও আমার অনুমোদিত বলিয়া নিষ্কামের ন্যায়; এই জন্যই তোমাকে আমার স্বীয়লোক বৈকুণ্ঠ দেখাইলাম।" মধ্বপাদ এখানে 'হৃদয়'-অর্থে

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥"

ইত্যুদ্যমপর্বণি চ। ন চ ত্বয়ি জন্মাদয়ো বিকারাঃ সন্তীত্যাহ, আদ্যঃ কারণম্। "একোঽসি প্রথমম্" ইত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টেঃ, অতো ন জন্ম, কিন্তু "প্রত্যক্ষত্বং হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন।" ইতি পাদ্মরীতিকমেব। অতএব স্কান্দে—

অনুবাদ

(ভাঃ ১০.২।২৬) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলেন—"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং,সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" —অর্থাৎ 'হে ভগবন্, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি সত্যব্রত (সত্যসঙ্কল্প), সত্যপর (আপনাকে পাইতে সত্যই পরমসাধন), ত্রিসত্য (সৃষ্টির পূর্বে, পরে ও নাশে—এই ত্রিকালে সত্য, নিত্য বর্তমান), পঞ্চভূতের (যাহা সত্য, মায়াবাদি-কথিত মত মিথ্যা নহে) যোনি (উৎপত্তির কারণ) সত্যে (পঞ্চভূতে) নিহিত (অন্তর্যামিরূপে স্থিত), সত্যের (নাশপ্রাপ্ত পঞ্চভূতের পরেও) সত্য (বর্তমান), ঋত (সত্যবাণী) ও সত্যের (সমদর্শনের) নেত্র (নেতা বা প্রবর্তক), এবং সত্যাত্মক (সত্যস্বরূপ)।' আর মহাভারত, উদ্যমে (উদ্যোগ-পর্বে) (সঞ্জয়োক্তিতে) বলা হইয়াছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আর সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ; জাগতিক

টিপ্পনী

প্রিয় বলিয়া বৃহৎ-সংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—"সৃষ্টির জন্য ভগবানের তপস্যা ভক্তের ইচ্ছা পরিপূরণার্থমাত্র জানিতে হইবে।" শ্রীশুকদেব তাঁহার ভগবৎস্তোত্রে (ভাঃ ২।৪।১৭) এই প্রকারই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুভক্তিহীন তপস্বীর বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন, যথা (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩। ৪৫, ৪৬, ৫৪)—"গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল। বল দেখি, তারা মোরে কেমতে পাইল॥ অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার। বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥ প্রভু বলে, তপ করি, না করহ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবৎকথিত বিভূতিপ্রকরণের (ভাঃ ১১।১৬।২৯) শ্লোকটীতে "ভগবতাম্"-পদের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি—এবং লক্ষণানাম্"—অর্থাৎ 'যিনি জীবগণের উৎপত্তি, প্রলয়, গতি, অগতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয় ; এই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষগণকেও শাস্ত্রে ভগবান্ বলেন"। (উদাহরণ যেমন, শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি।) শ্রীচক্রবর্তিপাদ "বাসুদেব"-অর্থে (চতুর্ব্যূহাত্মক বিষ্ণুতত্ত্ব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-মধ্যে) "প্রথমব্যূহ"। বিভূতিপ্রকরণের উপসংহার (ভাঃ ১১।১৬।৪১) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"সকল অর্থাৎ সামান্যভূত ও বিশেষভূত বিভূতিসমূহ কীর্তিত হইল বটে ; কিন্তু এগুলি প্রসিদ্ধ ও লোকসমূহমধ্যে দৃশ্যমান মনের বিকারমাত্র ; স্নেহদ্বেষাভিমানাদি যেমন থাকে, সেই প্রকারেই লোকগণকর্তৃক অভিহিত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার বিভূতিরূপে বলা হয় না।" এখন কথা হইতেছে যে, যদি বিভূতিসংখ্যানগুলি লোকপ্রসিদ্ধমাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্বিভূতিবর্ণন নয়, তবে এরূপ গণনার প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তর শ্রীজীবপাদ দিতেছেন যে, ইহাদের গণনা বিভূতির প্রাচুর্য বা অসংখ্যত্ব বলিবার জন্যই। ইহার নিমিত্ত তিনি 'ছত্রিন্যায়ে'র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 'ছত্রিন্যায়' এইরূপ—বহুলোকের মধ্যে কয়েকজন

"অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্। আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্ ॥" ইতি।

আদ্যত্বে হেতুঃ, পুরুষঃ—পুরুষাকার এব সন্ পুরাণঃ—পুরাপি নবঃ, কার্যাৎ পূর্বমপি বর্তমান ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" (বৃঃ আঃ ১।৪।১) ইতি। অতএব জন্মান্তরাস্তিত্বলক্ষণং বিকারং বারয়তি, নিত্যঃ সনাতনমূর্তিঃ। তথা পূর্ববন্মধ্যমাকারত্বেঽপি পূর্ণ ইতি বৃদ্ধিম্। অজস্রসুখো নিত্যমেব সুখরূপ ইতি পরিণামম্। সুখস্য পুংস্ত্বং

অনুবাদ

সত্য আচরণ হইতে ব্রহ্মার সত্যলোক পর্যন্ত সমস্তই গোবিন্দ; এইজন্য তাঁহার নাম 'সত্য' (সত্যময়)।" (মূলশ্লোকের টীকা)—আর আপনাতে জন্মাদি ষড়্‌বিকারও নাই, ইহার জন্য বলিয়াছেন 'আদ্য' অর্থাৎ কারণ।" "একোঽসি প্রথমম্" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।১৪।১৮) শ্লোকে সেই প্রকারই দেখা যায়। অতএব জন্ম নহে, কিন্তু পদ্মপুরাণরীতি-অনুসারে "হরি যে প্রত্যক্ষ হ'ন, তাহা কোনও প্রকারে ষড়্‌বিকারের অন্তর্গত জন্ম নহে।"

অতএব স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—"হরির দেহকে অব্যয় ও পরমানন্দাত্মক না জানিয়া মূঢ়লোক তাঁহার দেহকে জন্মশীল পঞ্চভূতাত্মক জড় বলিয়া ভ্রম করে।" আদ্যত্বের হেতু এই যে, তিনি পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকার হইয়া পুরাণ অর্থাৎ পুরা (প্রথম) হইয়াও নব, কার্য (সৃষ্ট্যাদি) হইতে পূর্বও; অর্থাৎ নিত্য বর্তমান,—ইহাই অর্থ। শ্রুতি (বৃঃ আঃ ১।৪।১): "এই পুরুষবিধ (পুরুষাকার) আত্মাই অগ্রে ছিলেন।" অতএব জন্মের পর স্থিতিলক্ষণ বিকার নিষেধ করিতেছেন, তিনি 'নিত্য' অর্থাৎ সনাতনমূর্তি—ইহাদ্বারা। এই প্রকারে পূর্বের ন্যায় মধ্যমাকৃতি হইলেও 'পূর্ণ' বলিয়া (তৃতীয় বিকার)

টিপ্পনী

ছত্রধারী থাকিলে যেমন 'ছত্রীরা যাইতেছে' এইরূপ বলা হয়, সেইরূপ বহু পদার্থ একত্রীভূত হইলে কতিপয়ের উপলক্ষিত দোষগুণ এই ন্যায়ানুসারে সকলের দোষগুণ বলিয়া আরোপিত হয়। "পৃথিবী, বায়ু" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) শ্লোকটীর টীকার ভূমিকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"(পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে) বিশেষতঃ বিভূতিসমূহ নিরূপণ করিয়া এখন সামান্যভাবে (একীভূত করিয়া) সমস্ত বিভূতিই নিরূপণ করিতেছেন।" প্রদত্ত অনুবাদটী উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত একীভূত অর্ধশ্লোক, যথা 'অহমেতৎপ্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥' —ইহা লইয়াই স্বামিপাদের অনুগমনে করা হইয়াছে। তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব দেখাইয়া 'সাংখ্যকৌমুদী' হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥" —অর্থাৎ 'অবিকৃত মূলপ্রকৃতি মহদাদি সাতটী প্রকৃতির বিকৃতি, ষোলটী বিকার—এ সমস্ত প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়, কিন্তু পুরুষ।' সার্ধশ্লোকটীতে যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব বলিয়াছেন, যেমন—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম); পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), মন ও পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি, আর রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ,—এই অষ্টাবিংশতি, এবং পরব্রহ্ম,—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন 'সকলগুলিই আমি।' নারায়ণোপনিষৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, সর্বভূতান্তরাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহস্তবে (ভাঃ

ছান্দসং, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮) ইত্যত্রানন্দস্য নপুংসকত্ববৎ। তথা অক্ষর ইত্যপক্ষয়ম্। অমৃত ইতি বিনাশম্। পূর্ণত্বে হেতুঃ—অনন্তঃ, অদ্বয় ইতি দেশকালপরিচ্ছেদরহিতঃ, বস্তুপরিচ্ছেদরহিতোঽপি, অন্যস্য তচ্ছক্তিত্বাত্তং বিনানবস্থানাৎ। অত্রামৃতত্বোপপাদনায় চতুর্বিধ-ক্রিয়াফলত্বঞ্চ বারয়তি। তত্রোৎপত্তিরাদ্য ইত্যনেনৈব নিরাকৃতা। শিষ্টত্রয়ং স্বয়ংজ্যোতির্নিরঞ্জন উপাধিতো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণ। তত্র চ প্রাপ্তিঃ ক্রিয়য়া জ্ঞানেন বা ভবেৎ। ক্রিয়য়া প্রাপ্তিঃ আত্মপদেনৈব নিরাকৃতা, সর্বপ্রত্যগ্‌রূপত্বাৎ। তথা জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারয়তি, স্বয়ংজ্যোতি-রিতি। তদুক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা—

"মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্" (ভাঃ ২।৯।২২) ইতি।

অনুবাদ

বৃদ্ধিকে নিষেধ করিতেছেন। 'অজস্রসুখ' অর্থাৎ নিত্যই সুখরূপ বলিয়া (চতুর্থ বিকার) পরিণামকে নিষেধ করিতেছেন। বেদে 'সুখ'-শব্দ পুংলিঙ্গ, যেমন "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", এখানে 'আনন্দ' ক্লীবলিঙ্গ। ঐ প্রকার 'অক্ষর' বলিয়া (পঞ্চম বিকার) অপক্ষয়কে নিষেধ করিয়াছেন। আর 'অমৃত' বলিয়া (ষষ্ঠ বিকার) বিনাশকে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে পূর্ণ, তাহার হেতু এই যে, তিনি অনন্ত, অদ্বয় ; ইহাদ্বারা তিনি দেশকালের পরিচ্ছেদরহিত, অর্থাৎ তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন ; আর তিনি বস্তুরও পরিচ্ছেদরহিত, কেননা অন্য কিছু তাঁহার শক্তি বলিয়া তিনি ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্বই নাই। এখানে অমৃতত্ব যুক্তিদ্বারা সমর্থনজন্য চতুর্বিধ ক্রিয়াফলকেও (উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার, সংস্কার) নিষেধ করা হইতেছে। তন্মধ্যে উৎপত্তিটী 'আদ্য'পদের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনটী 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', 'নিরঞ্জন' ও 'উপাধি হইতে মুক্ত'—এই তিনটী পদের দ্বারা নিরাকৃত। তাহার মধ্যে আবার প্রাপ্তি ক্রিয়াদ্বারা ; না, জ্ঞানের দ্বারা হইবে ? ক্রিয়াযোগে যে প্রাপ্তি, তাহা 'আত্মা' এই পদের দ্বারাই

টিপ্পনী

৭।৯।৪৮) বলিয়াছেন—"হে ভূমন্ ! আপনি বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, তন্মাত্র (পঞ্চ), প্রাণ, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, চিত্ত, অনুগ্রহ (অহঙ্কার বা দেবতাবর্গ),—সগুণ (স্থূল), বিগুণ (সূক্ষ্ম)—সমস্তই আপনি। মন ও বাক্যদ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনাভিন্ন নয়।" অতএব এই প্রকারে প্রাপ্তিনামক ক্রিয়াফল নিষিদ্ধ হইল। স্বামিপাদের টীকায় কথিত চতুর্বিধ ক্রিয়াফল, যথা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার, ইহাদের মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ উৎপত্তিরূপ ক্রিয়াফল ভগবান্ 'আদ্য' বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর দ্বিতীয়টী প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াফল ; তাহা ক্রিয়াযোগে ও জ্ঞানযোগে হইতে পারে ; কিন্তু তিনি 'আত্মা' অর্থাৎ সকলেরই অন্তর্যামী বলিয়া ক্রিয়াযোগে প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াফলের অতীত ; এবং তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বশক্তিতে প্রকাশমান বলিয়া জ্ঞানযোগে প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াফলের অতীত। অতএব দুইটী ক্রিয়াফল অর্থাৎ উৎপত্তি ও প্রাপ্তি এইভাবে। এক্ষণে অবশিষ্ট দুইটী ক্রিয়াফল, যথা 'বিকার' ও 'সংস্কার'। 'বিকার"-অর্থে স্বপ্রকৃতির অন্যথা ভাব ; জীবের পক্ষে মায়িক দেহ-মনরূপ-উপাধি (ছল পরিচয়)। কিন্তু ভগবান্ 'উপাধিতঃ মুক্তঃ' বলিয়া ঐ বিকারের স্পর্শাতীত ; অতএব বিকারও নিষিদ্ধ হইল—এই কথা বুঝাইবার জন্য ভগবানের বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তিত্ব ও বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনত্ব প্রমাণ দিয়াছেন ; এতন্নিবন্ধন ভগবানের উপাধি থাকিতে পারে না ;

টীকা চ—"এতচ্চ মৎ কৃপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ। মনীষিতমিচ্ছা, তুভ্যম্‌ দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্যা অনুভাবোঽয়ম্‌। কোঽসৌ তমাহ, মম লোকস্যাবলোকনং যৎ" ইত্যেষা। তদুক্তম্‌ "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ" নারায়ণাধ্যাত্মে ইতি।

নন্বু শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি "বাসুদেবো ভগবতাম্‌" (ভাঃ ১১।১৬।২৯), শাব্দিকং বিভূতি-মধ্যে গণয়িত্বা সর্বান্তে "মনোবিকারা এবৈতে" (১১।১৬।৪১) ইত্যুক্তম্‌ সত্যম্‌। তদ্‌গণনং প্রাচুর্য-বিবক্ষয়া ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ। তথৈব হি পরম্‌—(ভাঃ ১১।১৬।৩৭)

"পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্‌। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্যং তমঃ পরম্‌।"

অনুবাদ

নিরাকৃত, কারণ উহা সকলেরই প্রত্যক্‌ বা পশ্চাদ্বর্তী। ঐরূপ 'স্বয়ংজ্যোতি' বলিয়া জ্ঞান হইতে প্রাপ্তিও নিষেধ করিতেছেন। ইহা ভগবান্‌ ব্রহ্মার প্রতি (ভাঃ ২।৯।২১ শ্লোকে) বলিয়াছেন——"মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্‌। যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ॥" —অর্থাৎ 'তুমি যে আমার এই বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিতে পারিলে, তাহা আমারই ইচ্ছা-প্রভাবে। তুমি যে নির্জনে (তপ তপ) বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তপস্যা করিয়াছ (তাহা কৃপা করিয়া আমিই বলিয়াছিলাম)।' স্বামিপাদও টীকায় তাহাই বলিয়াছেন—"ইহাও তুমি আমার কৃপাতেই পাইলে, ইহাই বলিতেছেন"।'মনীষিত'-শব্দের অর্থ ইচ্ছা। তোমাকে দিতে হইবে, আমার এই যে ইচ্ছা, ইহা তাহারই অনুভাব (প্রভাব)। সে অনুভাবটী কি ? তাহাই বলিতেছেন—আমার লোকের যে দর্শন।" —এই টীকা। অতএব নারায়ণাধ্যাত্মে উক্ত হইয়াছে যে, "ভগবান্‌ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও স্বশক্তিযোগে দৃষ্ট হ'ন।"

যদি পূর্বপক্ষ উঠে যে, শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১৬।২৯ শ্লোকে) "আমি ভগবদ্‌গণের মধ্যে বাসুদেব"—বিভূতিগণের মধ্যে শাব্দিক ইত্যাদি প্রকার গণনা করিয়া সর্বশেষে (ভাঃ ১১।১৬।৪১ শ্লোকে)

টিপ্পনী

বিশুদ্ধতত্ত্বের উপাধি বা ছল পরিচয় কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে ? শ্রীজীবপাদোদ্ধৃত শ্রীনারদকথিত "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং" (ভাঃ ১০।৩৭।২২) শ্লোকটী এই সন্দর্ভের ৪৭ অনুচ্ছেদে ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা সঙ্গত।

এখন একটী পূর্বপক্ষ উঠিতে পারে যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যদি মূলশ্লোকোক্ত শ্রীব্রহ্মার স্তবানুসারে পরমাত্মা, আদি-পুরুষ, অক্ষর, অজস্রসুখ, উপাধিমুক্ত, অমৃত প্রভৃতি হ'ন, ও অন্যত্র কথিতানুসারে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তি, বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন প্রভৃতি হ'ন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্মের শরে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল কিরূপে ? এ কথা ত' ভীষ্ম নিজেই তাঁহার অন্তিমশয্যাতেই (ভাঃ ১।৯।৩৪) বলিয়াছেন। এ কথার সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে ? কৃষ্ণ যদি 'অজস্র-সুখ' হ'ন, তাহা হইলে এ দুঃখই বা তাঁহার কেন হইল ? শ্রীজীবপাদপ্রদত্ত ইহার উত্তরটী আলোচনার পূর্বে আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর প্রদত্ত উত্তরটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায়

ইত্যত্র পরশব্দেন ব্রহ্মাপি তন্মধ্যে গণিতমস্তি। তদেবং প্রাপ্তি র্নিষিদ্ধা। অথ বিকৃতিরপি তুষাপাকরণেনাবঘাতেন ব্রীহীণামিবোপাধ্যপাকরণেন ভবেৎ। তচ্চাসঙ্গত্বান্ন সম্ভবেদিত্যাহ মুক্ত উপাধিত ইতি। তদুক্তম্—"বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে", "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং" (ভাঃ ১০।৩৭। ২২) ইত্যাদৌ চ। তস্মাৎ—

"মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি" (ভাঃ ১।৯।৩৪) ইত্যাদিকন্তু মায়িকলীলাবর্ণনমেব। (ভাঃ ১০।৭৭।৩০) "এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যনু।"

অনুবাদ

বলিয়াছেন—"এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ। মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে॥" —অর্থাৎ 'তোমাকে সংক্ষেপে এই সমস্ত বিভূতি বলিলাম, ইহারা বাক্যমাত্রকথিত (আকাশ-কুসুমাদিবৎ) মনঃকল্পনাসম্ভূতমাত্র, (পরমার্থ নহে); অতএব এ সমস্ত অভিনিবেশ কর্তব্য নহে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সে কথা সত্য বটে; তবে ঐ প্রকার গণনা প্রাচুর্য বলিবার নিমিত্ত (ছলমাত্র, যেমন কয়েকজনের মস্তকে ছত্র থাকিলে) বলা হয় 'ছত্রীরা যাইতেছে' (নামকৌমুদীর 'ছত্রি-ন্যায়-অনুসারে')। এই প্রসঙ্গেই (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"পৃথিবী (গন্ধ-তন্মাত্র), বায়ু (স্পর্শ-তন্মাত্র), আকাশ (শব্দ-তন্মাত্র), অপ্ (রস-তন্মাত্র), জ্যোতিঃ (রূপ-তন্মাত্র), অহং (অহঙ্কার), মহত্তত্ত্ব, বিকার (ষোড়শসংখ্যক পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়), পুরুষ (জীব), অব্যক্ত (প্রকৃতি), রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, পর (ব্রহ্ম)—আমি এই সমস্ত পদার্থের পরিগণনা, জ্ঞান ও তাহাদের ফলভূত তত্ত্বনির্ণয়স্বরূপ।" এখানে 'পর'-শব্দে 'ব্রহ্ম'ও ঐ সমস্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব এই প্রকারে প্রাপ্তিনামকক্রিয়াফল নিষিদ্ধ হইল। তবে বিকৃতি বা বিকারও তুষের দূরীকণ বা অবঘাত (আছাড়)যোগে শস্যের যেমন উপাধির দূরীকরণ হয়, সেইরূপ (ভগবদ্বিগ্রহসম্বন্ধে) উপাধি দূর করিয়া হইতে পারে ত'। না, তাহাও অসঙ্গত বলিয়া সম্ভব হয় না, তাই বলিয়াছেন তিনি উপাধি হইতে মুক্ত, যেমন বলা হইয়াছে "বিশুদ্ধ-

টিপ্পনী

বলিয়াছেন—"কন্দর্পরসাবিষ্টস্য পুংসঃ প্রগল্ভকান্তাদন্তাঘাতৈঃ সুখমেবেতিবদ্ যুদ্ধরসাবিষ্টস্য মহাবীরস্য কৃষ্ণস্য মদ্বলসূচকশরাঘাতৈঃ সুখমেবেতি।" —অর্থাৎ 'কামুক পুরুষের নিকট যেমন কামিনীর দন্তাঘাত সুখকর, সেইরূপ (লীলাময়) মহাবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার বলের পরিচায়ক শরাঘাত সুখস্পর্শই।' তিনি আরও বলিয়াছেন—'এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ত্বক্ বিভিদ্যমানা (বিভিন্ন হইবার সম্ভাবনাযুক্ত) মাত্র, বিভিন্ন (ক্ষতবিক্ষত) হয় নাই'। শ্রীজীবপাদ উত্তর দিয়াছেন যে, এই বর্ণনাটী মায়িকলীলার বর্ণনামাত্র, বাস্তব ঘটনার বিরুদ্ধ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়দেহ আত্মস্বরূপ বলিয়া অচ্ছেদ্য, অস্ত্রাঘাতে বিভিন্ন হইবার যোগ্য নয়। আর যুদ্ধকালে দৈত্যভাবাপন্ন হওয়ায় ভীষ্মের ঐ প্রকার জ্ঞান যে, 'আমি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গকে বিভিদ্যমান করিতেছি'—তাহা ঠিকই হইয়াছে। অন্তিমকালে তিনি যে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা দুঃস্বপ্নের দুঃখের ন্যায় যুদ্ধকালে তাঁহার স্বীয় ভাবের স্মরণের কথা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন; নচেৎ তিনি ভক্তবর, জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চিদ্দেহ বিভিন্ন হইতে পারে না, এবং সেই জন্য তিনি 'বিভিদ্যমান'-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, 'বিভিন্ন'

ইত্যাদিন্যায়েন বাস্তবত্ববিরোধাৎ। তথাহি স্কান্দে—

"অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ। বিদ্ধোঽসৃগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে ॥ অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেষ্বপি। মানুষ্যান্মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কদাচন ॥"

ইতি শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্টত্বাত্তথা ভানং যুক্তমেবেতি। কিন্ত্বধুনা দুঃস্বপ্ন-দুঃখস্যেব তস্য নিবেদনং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। সংস্কারোঽপি কিমতিশয়াধানেন মলাপাকরণেন বা ?

অনুবাদ

জ্ঞানমূর্তি", (ভাঃ ১০।৩৭।২২) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন"—ইত্যাদি। অতএব (ভাঃ ১।৯।৩৪ শ্লোকে ভীষ্মদেব যে বলিয়াছেন) "আমার তীক্ষ্ণবাণসমূহে যে শ্রীকৃষ্ণের গাত্রত্বক্ ক্ষতবিক্ষত"—ইত্যাদি, কিন্তু ইহা মায়িক-লীলার বর্ণনমাত্র ; যেহেতু (ভাঃ ১০।৭৭।৩০ শ্লোকে শ্রীশুকবচন, যথা)—"হে পরীক্ষিৎ, কোন কোনও ঋষি অনন্বিত (পূর্বাপর অনুসন্ধানরহিত) হইয়া (শাল্বযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মোহাদিবাচক) এইরূপ কথা বলেন ; কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় পরে স্মরণ বা চিন্তা করেন না যে, তাঁহাদের নিজেদেরই পূর্ব বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া যাইতেছে ; (অতএব সেগুলি অসত্য)"—এই ন্যায়ানুসারে (ভীষ্মোক্ত) ঐ প্রকার বাক্যের ন্যায় বাক্যসমূহ বাস্তবত্বের বিরোধী।

ঐ প্রকারেই স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—"অসঙ্গ (আসক্তিশূন্য), অব্যয় (অবিনশ্বর), অভেদ্য (অস্ত্রাদিদ্বারা ভিন্ন হইবার অযোগ্য), অনিগ্রাহ্য (নিগ্রহের বা গ্রহণের অযোগ্য) অশোষ্য (বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইবার অযোগ্য) হইয়াও বিষ্ণু যে বিদ্ধ হইলেন, রক্তাক্ত হইলেন, বা বদ্ধ হইলেন, এরূপ দেখা যায়, তাহাতে বুঝিতে হইবে এই দেব(লীলাময়)মায়িক দর্শনে মনুষ্যাকার মধ্যমাকৃতিযোগে অসুরগণকে বিমোহিত করিয়া দেবগণের মধ্যেও ঐ সমস্ত (বিদ্ধ, রক্তাক্ত, বদ্ধ ইত্যাদি) ক্রীড়া করেন ; কিন্তু মুক্তপুরুষগণের মধ্যে কখনও ঐ প্রকার করেন না, (অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহার ঐ সমস্ত ক্রীড়াদ্বারা বঞ্চিত হ'ন না, কিন্তু তাঁহার

টিপ্পনী

বলেন নাই। আর মায়িকলীলাবর্ণন যে বাস্তববিরোধী তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীজীবপাদ "এবং বদন্তি" (ভাঃ ১০।৭৭। ৩০) শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্লোকটী ইতঃপূর্বে ৩১ অনুচ্ছেদে আংশিক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "তাদৃশং গতং ন গতম্।" এই শ্লোকটী উক্ত অনুচ্ছেদে যে প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব উহা বলিয়াছিলেন, সেই শাল্ববধ প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে তাহা আলোচনীয়।

এইভাবে ভগবানের উপাধিমুক্তত্ব দেখাইয়া তৃতীয় ক্রিয়াফল 'বিকার' নিরস্ত হইল। এক্ষণে অবশিষ্ট 'সংস্কার'-রূপ ক্রিয়াফল। সংস্কার দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়—অতিশয়-আধানদ্বারা ও মল-অপাকরণ দ্বারা। 'আধান'-অর্থে শূন্যস্থান ভরিত বা পুরিত করা ; অতিশয় আধান বলিতে যে পরিমাণে শূন্যত্ব থাকে সেই পরিমাণ বস্তু ভরিয়া কোন অংশ শূন্য না রাখিয়া সম্পূর্ণ ভরণ ; এ ক্ষেত্রে ভগবান্ 'পূর্ণ', তাঁহাতে কিছুমাত্র খিলত্ব বা শূন্যত্বই নাই ; তবে তাঁহাতে ভরণের স্থল কোথায় ? সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অতিশয়-আধানযোগে সংস্কার হইতে পারে না। এখন মলাপাকরণ অর্থাৎ মল দূর করিয়া নির্মলতাসাধন ; 'নিরঞ্জন' বা সম্পূর্ণ নির্মল বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তি ভগবানে মল কোথায় যে, তাহার অপাকরণ করিতে হইবে ? ইহাও তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং উভয় প্রকার সংস্কারক্রিয়াফলও নিরস্ত হইল। এই

তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতম্। মলাপাকরণং বারয়তি, নিরঞ্জনঃ নির্মলঃ বিশুদ্ধজ্ঞান-মূর্তিরিত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মা ॥ ৫৮ ॥

পরমানন্দলক্ষণং বস্তেব শ্রীবিগ্রহঃ

তদেবং পূর্বং তদৈশ্বর্যাদীনাং স্বরূপভূতত্বং সাধিতং, তচ্চ তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্মত্বাদ্ যুক্তম্। যথা—জ্যোতিরন্তরঙ্গধর্মাণাং তদীয়শুক্লাদিগুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব, ন তম-আদিরূপত্বং, তদ্বৎ। শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতং, তচ্চ যুক্তম্, সর্বশক্তিযুক্তপরমবস্ত্বেকরূপত্বাত্তস্য।

অনুবাদ

চিদ্বিগ্রহকে স্বরূপেই দর্শন করেন)"। অতএব শ্রীভীষ্মের পক্ষে যুদ্ধকালে দৈত্যভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঐ প্রকার জ্ঞান যুক্তই। কিন্তু এক্ষণে (ভাঃ ১।৯।৩৪ শ্লোকে ঐ উক্তি করিবার সময়) সেই দুঃস্বপ্ন (যুদ্ধকালে ভ্রান্তদর্শনের) দুঃখ নিবেদন করিলেন জানিতে হইবে। সংস্কার দুই প্রকারে হইতে পারে—অতিশয় আধান বা সম্পাদন ও মলাংশ দূরীকরণ; এ ক্ষেত্রে এই দুইটীর কোন্‌টী দ্বারা সংস্কার হইবে? তন্মধ্যে অতিশয়াধানটী শ্রীবিগ্রহ পূর্ণতত্ত্ব বলিয়া নিরাকৃত হইল; আর মলাপাকরণ নিষিদ্ধ হইল, যেহেতু তিনি নিরঞ্জন, নির্মল, বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তি—ইহাই অর্থ। মূলশ্লোকটী শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন। (৫৮)

অতএব এই প্রকারে পূর্বে ভগবানের ঐশ্বর্যাদি যে স্বরূপভূত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, আর সে গুলি স্বরূপের অন্তরঙ্গ ধর্ম বলিয়া তাহা যুক্ত বা ঠিক হইয়াছে; যেমন জ্যোতির অন্তরঙ্গ ধর্ম তাহার শুক্লাদিগুণসমূহ জ্যোতিই, কিন্তু তম প্রভৃতি রূপ নহে, সেইরূপ। শ্রীবিগ্রহ যে পূর্ণস্বরূপলক্ষণ তাহা সাধিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক, যেহেতু শ্রীবিগ্রহ সর্বশক্তিযুক্ত পরমবস্তুস্বরূপ একরূপ। সেই শক্তিগুলির

টিপ্পনী

এই প্রকারে চতুর্বিধ ক্রিয়াফলই নিবর্তিত হওয়ায় ভগবানের অমৃতত্ব উপপাদিত হইলে, যেমন স্বামিপাদ বলিয়াছিলেন 'অমৃতত্বোপপাদনায় চতুর্বিধক্রিয়াফলত্বং বারয়তি।" ৫৮।

ভগবানের ঐশ্বর্যাদি ভগবৎস্বরূপের অন্তরঙ্গ ধর্ম বা শক্তি বলিয়া সে গুলির স্বরূপভূতরূপে সিদ্ধত্ব সঙ্গত। উদাহরণ দিতেছেন—যেমন জ্যোতির শুক্ল লোহিত প্রভৃতি বর্ণ উহারই অঙ্গভূত নিজধর্ম বলিয়া ঐ বর্ণগুলিও জ্যোতি, অন্য কিছু নহে, অন্ধকারাত্মক নহে, সেইরূপ ভগবানের ঐশ্বর্যাদি নিজধর্ম ভগবৎস্বরূপভূত, অতিরিক্ত কিছু বা মায়িক নহে। আর ভগবদ্‌বিগ্রহের ভগবানের পূর্ণস্বরূপরূপে সিদ্ধিও সঙ্গত, কেন না সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ একরূপ, তাঁহাতে দেহদেহী, নাম-নামী প্রভৃতি ভেদ নাই। দেবকীদেবী তাঁহার স্তবে (ভাঃ ১০।৩।২৪) শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—'আপনার নারায়ণাদি প্রসিদ্ধরূপ বেদকথিত নির্গুণ, নির্বিকার প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মই।' ৫৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মহাবারাহবচনের "সর্বে নিত্যা" প্রভৃতি দুইটী শ্লোক এ স্থলে আলোচনীয়। ভগবানের দেহ ও ভগবান্ একতত্ত্ব, মায়িক জগতের দেহধারী জীবের দেহ হইতে ভিন্ন দেহীর ধারণা ভগবত্তত্ত্বে নাই। ভগবানের বিগ্রহই ঐশ্বর্যাদি ধর্মের নিত্য আশ্রয়। শ্রীবিগ্রহই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীপাদ গ্রন্থকার এখানে 'শুদ্ধখণ্ডলড্ডুকে'র ন্যায় দেখাইয়াছেন। শুদ্ধ বা অবিমিশ্র খণ্ড (শুদ্ধগুড়) যদি লড্ডুক বা মোদকের আকার প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ খণ্ডকেই উহার নিজ সৌগন্ধ্যাদিসহ লোকে লড্ডুক বলিয়া জানেন।

তত্র যো নিজান্তরঙ্গনিত্যধর্মঃ শ্রীবিগ্রহতাগমকস্তত্তৎসংস্থানলক্ষণস্তদ্বিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব শ্রীবিগ্রহঃ, স এব চান্তরঙ্গধর্মান্তরাণামৈশ্বর্যাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগবান্, যথা—শুদ্ধখণ্ডলড্ডুকম্। যতো যথা—লড্ডুকতাগমকসংস্থানবিশিষ্টখণ্ডমেব লড্ডুকং তদেব খণ্ডস্বাভাবিকসৌগন্ধ্যাদিমচ্চেতি লোকৈঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতে চ, তথা—"রূপং যদেতৎ (ভাঃ ৩।৯।২) ইত্যাদিষু পরং তত্ত্বমেব শ্রীবিগ্রহঃ, স এব চ ভগবান্ ইতি বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতে চৈবেতি ॥ ৫৯ ॥

ভগবৎপরিচ্ছদানাং ভগবৎস্বরূপভূতত্বম্

তদেবং শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপত্বং সাধয়িত্বা, তৎপোষণার্থং প্রকরণান্তরমারভ্যতে, যাবৎপার্ষদনিরূপণম্। তত্র পরিচ্ছদানাং তৎস্বরূপভূতত্বে তদঙ্গসহিততয়ৈবাবির্ভাবদর্শনরূপং লিঙ্গমাহ, দ্বয়েন—

অনুবাদ

মধ্যে যেটী শ্রীবিগ্রহ যে ভগবান্ তাহার বোধক ভগবানের নিজ অন্তরঙ্গ নিত্যধর্ম, যাহার লক্ষণ সেই শক্তিসমূহের সংস্থান বা সন্নিবেশসাধন, সেই স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট বস্তুই (ভগবান্ই) শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার লক্ষণ পরমানন্দ। ঐশ্বর্য প্রভৃতি ভগবানের অন্য অন্তরঙ্গ ধর্ম বা শক্তিসমূহের নিত্য আশ্রয় বলিয়া সেই শ্রীবিগ্রহই স্বয়ং ভগবান্। যেমন শুদ্ধখণ্ডলড্ডুক। লড্ডুকতার বোধক সন্নিবেশযুক্ত (লাড়ুর আকারবিশিষ্ট) খণ্ডই (শক্তগুড়) লড্ডুক, তাহাই খণ্ডের স্বাভাবিক সুগন্ধাদি গুণবিশিষ্ট, ইহা লোকের দ্বারা উপলব্ধিকৃত ও প্রযুক্ত (ব্যবহৃত)। সেই প্রকার (৫১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীব্রহ্মার স্তবে) "রূপং যদেতৎ" প্রভৃতি শ্লোকে (ভা: ৩।৯।২-৪) কথিত পরতত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ, এবং সেই শ্রীবিগ্রহই ভগবান্—ইহা বিদ্বান্দিগের (পরমবৈদুষ্যেণ)প্রতীত বা 'স্পষ্ট অনুভূত' এবং (তদনুসারে ভজনাদিদ্বারা) প্রয়োগের বিষয়ীভূত। (৫৯)

অতএব এই প্রকারে শ্রীবিগ্রহ যে পূর্ণস্বরূপ, তাহা সাধিত করিয়া তাহার পোষণ বা দূরীকরণ জন্য অন্য প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে, যে পর্যন্ত পার্ষদগণের নিরূপণ হয়। শ্রীবিগ্রহে পরিচ্ছদসমূহ

টিপ্পনী

ও উহা কার্যতঃও লড্ডুকরূপেই ব্যবহৃত হয়; পরতত্ত্ব ভগবান্ খণ্ডস্থানীয় ও শ্রীবিগ্রহ লড্ডুকস্থানীয়; খণ্ডের ধর্ম লড্ডুকে বর্তমান, সেইরূপ ভগবানের ঐশ্বর্যাদি শ্রীবিগ্রহে বর্তমান; শ্রীবিগ্রহকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াই পণ্ডিতগণ একই প্রকার দর্শন করেন। ৫১ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ "রূপং যদেতৎ" শ্লোকত্রয় উদ্ধারের পূর্বে বলিয়াছেন—"তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপমেব। তথৈব পরমবৈদুষ্যেণানুভূতং স্পষ্টমেবাহ ত্রিভিঃ।" শ্রীবিগ্রহকে পরমতত্ত্বরূপে অনুভব করিবার যোগ্যতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'পরমবিদ্বান্'। বর্তমান অনুচ্ছেদেও 'বিদ্বান্'-শব্দে তাঁহারাই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ৫৯।

এই অনুচ্ছেদের মূল শ্লোকটী আলোচনার পূর্বে পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তিজন্য বিশ্বনাথ-মহেন্দ্র-সংবাদের প্রসঙ্গটী সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। একদা দেবরাজ ইন্দ্র সভায় সিদ্ধচারণাদিদ্বারা স্তুত ও সেবিত অবস্থায়

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং, চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্ ।" (ভাঃ ১০।৩।৯)
ইত্যাদি স্পষ্টং শ্রীশুকঃ।

এবমভিপ্রায়েণৈবেদমাহ (ভাঃ ৬।৮।৩২-৩৩)—

"যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্ । ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া।
তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ। পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ॥"

একাত্মানুভাবানাং কেবলপরমস্বরূপদৃষ্টিপরাণাং বিকল্পরহিতঃ পরমানন্দৈকরসপরমস্বরূপতয়া স্ফুরন্নপি, যথা যেন প্রকারেণ স্বেষু স্বস্বামিতয়া ভজৎসু যা মায়া কৃপা তয়া হেতুনা, স্বয়ং

অনুবাদ

তাঁহার স্বরূপভূত হওয়ায় পরিচ্ছদের বিভিন্ন অঙ্গের সহিতই বসুদেবকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দর্শন-রূপ লক্ষণের কথা শ্রীশুকদেব দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩।৯-১০) বলিতেছেন, যাহার অর্থ স্পষ্ট যথা—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং, শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং, পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥ (৯)
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডল-, ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুণ্ডলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-, র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥" (১০)

—অর্থাৎ (শ্রীদেবকীদেবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর) শ্রীবসুদেব দেখিলেন—সেই অদ্ভুত বালকটী কমললোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খগদা প্রভৃতি অস্ত্রধারী, শ্রীবৎস অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে রোমাবর্তবিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট ; গলদেশে কৌস্তুভশোভিত, পীতাম্বর, নিবিড় মেঘের ন্যায় সৌন্দর্যবিশিষ্ট, মহামূল্য বৈদূর্য (নীলপীতরক্তচ্ছবি) মণিশোভিত কিরীট (ত্রিকোণ পত্রাবলীরূপ মুকুট) ও কুণ্ডলের দীপ্তিদ্বারা আলিঙ্গিত অর্থাৎ উজ্জ্বলীকৃত অপরিমিত কেশদামশোভিত, উৎকট অর্থাৎ দীপ্তিময় কাঞ্চী (মেখলা), অঙ্গদ (কেয়ূর), কঙ্কণ, প্রভৃতি অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া অতি মনোহর রূপবিশিষ্ট।'

টিপ্পনী

কিয়ৎক্ষণজন্য বিষয়-মদে আত্মহারা হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি উপস্থিত হইলেও প্রত্যুত্থানাদিদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা না করায় তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য দেবগুরু সভা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই অপরাধে সুররাজলক্ষ্মী দেবগণসহ তাঁহাকে ত্যাগ করিলে দেবগণ দৈত্যগণকর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হ'ন। তাঁহারা তখন দ্বিজবর বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে বরণ করায় তৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্র নারায়ণকবচ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বলে দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ন। যাঁহারা ইহার পরবর্তী ঘটনাও জানিতে উৎসুক তাঁহাদের জন্য প্রসঙ্গটী আরও একটু আলোচিত হইতেছে। ইন্দ্র ক্রমে বিশ্বরূপ গোপনে দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগ দিতেছেন জানিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। বিশ্বরূপ-পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রবধ যজ্ঞ করেন। তাহাতে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। বৃত্রাসুরকর্তৃক উপদ্রুত হইয়া দেবগণ ভগবানের আশ্রয়লাভজন্য স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে দধীচিমুনির নিকট তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করিতে আদেশ দেন। সেই দধীচিমুনির অস্থি নির্মিত বজ্রে বৃত্রাসুর নিহত হ'ন, ইহা সকলেই জানেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্লোক দুইটীর টীকায় একটু নূতন অর্থ দিয়েছেন; যথা—"ঐকাত্ম্য অর্থাৎ চিন্ময়ত্বহেতু একস্বরূপত্ব যে সকল ভূষণাদি শক্তিসমূহের অনুভাব অর্থাৎ লক্ষণ,

বিচিত্রশক্তিময়েন স্বরূপেণৈব কারণভূতেন, ভূষণাদ্যাখ্যাঃ শক্তীঃ শক্তিময়াবির্ভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি। তেনৈব বিদ্বদনুভবলক্ষণেন সত্যপ্রমাণেন তদ্ যদি সত্যং স্যাত্তদেত্যর্থঃ। তৈরেব ভূষণাদিলক্ষণৈঃ সর্বৈঃ স্বরূপৈর্বিচিত্রস্বরূপাবির্ভাবৈ র্নঃ পাতু। অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্মে বলিকৃত-চক্রস্তবে—"যস্য রূপমনির্দেশ্যমপি যোগিভিরুত্তমৈঃ" ইত্যাদি। তদনন্তরঞ্চ—

"ভ্রমতস্তস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীভৃতে। ত্রৈলোক্যমখিলং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূর্ভুবাদিকম্॥" ইতি।

অনুবাদ

এই প্রকার অভিপ্রায়ে (অর্থাৎ এই অভিমত প্রকাশ করিয়া) বিশ্বরূপ ঋষি (ইন্দ্রকর্তৃক পৌরহিত্যে বৃত হইয়া তাঁহাকে নারায়ণকবচের অন্তর্ভুক্ত ভগবৎস্তব বলিবার সময়) এই দুইটী শ্লোক ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যথা (ভাঃ ৬।৮।৩২-৩৩): "কেবল এক পরমস্বরূপ—এই প্রকার যাঁহাদের অনুভূতি তাঁহাদের নিকট ভেদশূন্য হইয়াও যিনি নিজমায়া বা কৃপাবশে যেমন ভগবান্ স্বীয় ভূষণ, অস্ত্র, চতুর্ভুজাদি-লক্ষণ ও নামরূপে শক্তিসমূহ ধারণ করেন সেইরূপ সত্যভূতপ্রমাণে ভূষণাদি সমস্ত স্বরূপসহযোগে সর্বজ্ঞ সর্বগ ভগবান্ হরি আমাদিগকে সর্বদা সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—যাঁহাদের কেবল একাত্মত্বের অনুভাবনা অর্থাৎ যাঁহারা কেবল পরমস্বরূপেই দৃষ্টিপরায়ণ, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিকল্প বা ভেদরহিত অর্থাৎ একমাত্র পরমানন্দরসময় পরমস্বরূপরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াও যে প্রকারে 'স্বমায়য়া' অর্থাৎ যাঁহারা 'স্ব'-অর্থাৎ স্বীয়স্বামিরূপে তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি মায়া বা কৃপাহেতু 'স্বয়ং' অর্থাৎ বিচিত্রশক্তিময় কারণভূত স্বরূপে ভূষণাদি নামক শক্তিসমূহ অর্থাৎ শক্তিময় আবির্ভাবসমূহ ধারণ করেন অর্থাৎ গোচরীভূত করেন। সেই বিদ্বজ্জনের অনুভবলক্ষণাত্মক সত্যপ্রমাণদ্বারা, অর্থাৎ তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে, সেই সমস্ত ভূষণাদিলক্ষণ স্বরূপসমূহে অর্থাৎ তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে, সেই সমস্ত ভূষণাদিলক্ষণ স্বরূপসমূহে অর্থাৎ বিচিত্র স্বরূপের আবির্ভাবযোগে আমাদিগকে পালন বা রক্ষা করুন।

টিপ্পনী

সেই ভূষণাদি শক্তিসমূহের সম্বন্ধে বিকল্পরহিত অর্থাৎ স্বয়ং ও তাঁহারা চিদ্রূপ বলিয়া তাঁহাদের হইতে ভেদরহিত হইয়াও সেই ভূষণাদিনাম্নী শক্তিসমূহ যে ভাবে ধারণ করেন সেইভাবে সত্যমানসহ আমাদিগকে পালন করুন—এই অন্বয়। তাহাতে কৌস্তুভাদি ভূষণসমূহ, চক্রপ্রভৃতি অস্ত্রসমূহ, চতুর্ভুজত্বাদি লিঙ্গসমূহ—এই সমস্ত যাঁহাদের আখ্যা বা নাম, সেই সকল শক্তিকে অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবৃত্তিসমূহকে ধারণ করেন। স্বমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তি, মায়াখ্যা স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি-সমন্বিত হইয়া ধারণ করেন। মাধ্বভাষ্যে (শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে) প্রমাণিত শ্রুতি বলিয়াছেন—'অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।' সেই সত্যমান বা সত্যরূপ প্রমাণদ্বারা অর্থাৎ ভূষণ-আয়ুধপ্রভৃতি ও চতুর্ভুজত্ব প্রভৃতি স্বরূপশক্তিময় হওয়ায় নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া ভগবান্ ধারণ করেন—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত স্বরূপে অর্থাৎ (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া) 'ওঁ হরিবিদধ্যান্ মম সর্বরক্ষাং···' ইত্যাদি মন্ত্রকথিত স্বরূপে সমস্ত দেশে ও কালে সর্বগ ও সর্বগামিরূপে আমাদিগকে পালন করুন। 'সর্বজ্ঞ' বলায় আমাদের মনোগত আস্তিক্য ভগবান্ জানেন—এই শপথ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।" শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার 'ভাগবত-তাৎপর্যে' উদ্ধার

তদেবমেব নবমে শ্রীমদম্বরীষেণাপি চক্রমিদং স্তুতমস্তি। লিঙ্গানি গরুড়াকারধ্বজাদীনি। অনেন যৎ ক্বচিদাকস্মিকত্বমিব শ্রূয়তে, তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাববজ্ জ্ঞেয়ম্।

অত্র তৃতীয়ে—"চৈত্তস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে" (ভাঃ ৩।২৮।২৮) ইত্যপি সহায়ম্।

অতো দ্বাদশেঽপি (ভাঃ ১২।১৩।১০)"কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতি র্বিভর্ত্যজঃ।"

ইত্যাদিকং বিরাড্গতত্বেনোপাসনার্থমভেদদৃষ্ট্যা দর্শিতমেব যথাসম্ভবং সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহত্বেনাপ্যনুসন্ধেয়ম্। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

অনুবাদ

অতএব বিষ্ণুধর্মে বলিকর্তৃক সুদর্শন চক্রের স্তবে বলা হইয়াছে—"উত্তম যোগিগণও যাঁহার রূপ নির্দেশ করিতে পারেন না, এমন হইয়াও যিনি"—ইত্যাদি। ইহার পরেও ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—"হে রাজন্, ভ্রাম্যমান্ সেই (সুদর্শন) চক্রের নাভিদেশে দৈত্য ভূ-র্ভুব প্রভৃতি অখিল ত্রিভুবন দর্শন করিয়াছিলেন।" আর নবম স্কন্ধেও (ভাঃ ৯।৫৩-১১) শ্রীমান্ অম্বরীষও এই চক্রের স্তব করিয়াছিলেন। (মূল শ্লোকের) লিঙ্গের অর্থ গরুড়ের আকারবিশিষ্ট ধ্বজা প্রভৃতি। কখন কখনও যে কিছু আকস্মিকতার কথা শ্রবণ করা যায়, তাহাও শ্রীভগবদাবির্ভাবের ন্যায় জানিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধের (ভাঃ ৩।২৮।২৮)

টিপ্পনী

করিয়াছেন—"এক এব পরো বিষ্ণুর্ভূষাহেতিধ্বজেষ্বজঃ। তত্তচ্ছক্তিপ্রদত্বেন স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। সত্যেনানেন মাং দেবঃ পাতু সর্বেশ্বরো হরিঃ॥"—অর্থাৎ 'একমাত্র পরতত্ত্ব অজ বিষ্ণু ভূষা, অস্ত্রশস্ত্র, ধ্বজা প্রভৃতিতে শক্তি প্রদানপূর্বক সে সমস্তে স্বয়ম্ অবস্থিত আছেন। এই সত্যানুসারে সর্বেশ্বর হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রতিজ্ঞাত বিষয় 'পরিচ্ছদসমূহ তাঁহারই স্বরূপভূত'—ইহা এই অনুচ্ছেদে প্রমাণযোগে স্থাপিত ও বিবৃত হইল। আরও একটী নূতন বিষয় আলোচিত হইল। ভগবানের কণ্ঠলগ্ন কৌস্তুভমণি শুদ্ধজীবতত্ত্ব। উপাসনাকালে উপাসকের আত্মশুদ্ধি ভগবদর্চনের একটী বিশেষ অঙ্গ। উপাসককে নিজের ব্রহ্মভূত অর্থাৎ শুদ্ধ-চিদাত্মক অবস্থা ধ্যান করিতে হয়। ইহাই অভেদদৃষ্টি। শুদ্ধজীবের অচিন্মুক্ত অবস্থায় চিত্তত্ত্বে ভগবান্ হইতে অভেদ, কিন্তু বস্তুতত্ত্বে অভেদ নহে। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ বিভুচিৎ; জীব অণুচিৎ, ভগবানের তটস্থ-শক্তি-ভূত। জীবের শুদ্ধস্বরূপে ভগবৎসেবাই ধর্ম। সেই ভগবৎসেবাতৎপর ভক্তগণ ভগবানের অতিপ্রিয়; তিনি নিজকে 'ভক্তজনপ্রিয়' বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৪।৬৩) আরও বলিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহার হৃদয় (ভাঃ ৯।৪।৬৮)। তাই তাঁহার হৃৎস্পর্শী কৌস্তুভমণি শুদ্ধজীবতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। শ্রীসূতগোস্বামিপাদ উদ্ধৃত (ভাঃ ১২।১১।১০) শ্লোকার্ধে কৌস্তুভকে 'স্বাত্মজ্যোতি' বলিয়াছেন। স্বামিপাদ টীকায় ইহার অর্থ বলিয়াছেন—"শুদ্ধ জীবচৈতন্য"। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—'কৌস্তুভের ব্যপদেশে অর্থাৎ স্বরূপে স্বাত্মজ্যোতি অর্থাৎ শুদ্ধজীব-চৈতন্য কৌস্তুভেরই বিভূতিরূপ ধারণ করিতেছেন। * * * ভগবান্ স্বদাসকে হৃদয়ে ধারণ করেন, যেমন (ভাঃ ৯।৪।৬৮) বলা হইয়াছে 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।" আরও বলা হইয়াছে 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।'" শ্রীজীবপাদও এই অর্থেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি ইহার পূর্বে (ভাঃ ৩।২৮।২৮) শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন, যাহাতে কৌস্তুভমণিকে 'জীবের অমল তত্ত্ব' বলা হইয়াছে। স্বামিপাদ 'চৈত্তস্য' অর্থে 'জীবস্য' বলিয়াছেন। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"যদিও 'চৈত্ত্য'-শব্দে সকল স্থলেই

"আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্। বিভর্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥" (বিঃ পুঃ ১।২২।৬৬) ইতি। বিশ্বরূপো মহেন্দ্রম্॥ ৬০॥

বৈকুণ্ঠলোকস্যাপি ভগবৎস্বরূপভূতত্বম্

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্যাপি তাদৃশত্বং "তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ" (ভাঃ ২।৯।৯) ইত্যত্র সাধিতমেব, পুনরপি দুর্ধিয়াং প্রতীত্যর্থং সাধ্যতে। যতঃ স কর্মাদিভির্ন প্রাপ্যতে, প্রপঞ্চা-

অনুবাদ

এই শ্লোকেও ইহার সহায় (অনুরূপ বাক্য), যথা (ভাঃ ৩।২৮।২৮)—(ভগবদ্ধ্যান-প্রণালী-সম্বন্ধে শ্রীকপিল-দেবের মাতা দেবহূতি দেবীর প্রতি উপদেশ): "কৌমদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত, দিগ্ধামরাতিভট-শোণিতকর্দমেন। মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং,চৈত্তস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে॥"—অর্থাৎ'অরাতি অসুর-দিগের রক্তকর্দমলিপ্ত ভগবানের প্রিয়গদা কৌমুদকী, ভ্রমরগণের গুঞ্জনশব্দময়ী মালা, এবং চৈত্ত জীবের তত্ত্বস্বরূপ ভগবৎকণ্ঠস্থিত নির্মল মণি কৌস্তুভের ধ্যান করিতে হইবে।" ইহার পর দ্বাদশস্কন্ধেও (কৌস্তুভ-সম্বন্ধে এইরূপ) বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১২।১১।১০)—"অজ ভগবান্ কৌস্তুভের ছলে স্বাত্মজ্যোতি শুদ্ধজীব-তত্ত্ব বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া আছেন।" এই সমস্ত উপাসনার জন্য বিরাড়্রূপে প্রাপ্ত ভগবানের সহিত যেমন অভেদদৃষ্টি দেখান হয়, সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রাপ্ত ভগবানেব সহিত অভেদদৃষ্টির বিষয় অনুসন্ধান বা আলোচনাযোগ্য। এই প্রকারই শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১।২২।৬৬) দেখা যায়, যথা—"ভগ-বান্ হরি কৌস্তুভমণিস্বরূপ জগতের জড়লেপশূন্য মায়িকগুণরহিত নির্মল ব্যষ্টি আত্মাকে ধারণ করিয়া আছেন।" —মূলশ্লোক, ইন্দ্রের নিকট বিশ্বরূপ ঋষির উক্তি। (৬০)

এক্ষণে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকও ঐ প্রকার, তাহা বলা হইতেছে। পূর্বে এই সন্দর্ভেই (১০ম অনুচ্ছেদে) "ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বলোক দেখাইয়াছিলেন"—ইত্যাদি (ভাঃ

টিপ্পনী

'পরমাত্মা'কে বলা হয়, তথাপি এখানে তাঁহার শক্তি বলিয়া 'জীবাত্মা'কেই বলা হইতেছে। কৌস্তুভেরই অনন্তকিরণ জীবসমূহ।" তিনি ও স্বামিপাদ উভয়েই তাঁহাদের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদকর্তৃক উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যপাদ 'ভাগবত-তন্ত্র' হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—"ব্রহ্মা চিত্তাভিমানেন চৈত্তাস্তন্নিয়মাদ্ হরিঃ। স চ ব্রহ্মা হরেঃ কণ্ঠে কৌস্তুভত্বেন ভাসতে॥"—অর্থাৎ 'চিত্তের অভিমানজন্য ব্রহ্মা (জীব) চৈত্ত্য; সেই নিয়মে হরি অধিষ্ঠিত; সেই ব্রহ্মা (জীব) হরির কণ্ঠে কৌস্তুভরূপে শোভা পায়।' এস্থলে স্মরণীয় যে 'আব্রহ্মস্তম্ব (অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত) সব জীব। শ্রীঅম্বরীষের চক্রস্তুতি ভাঃ ৯।৫।৩-১১ নয়টী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম স্তোত্রটীতে বলিয়াছেন—"হে সুদর্শন! তুমি অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, জল, ক্ষিতি" ইত্যাদি। তৃতীয়টীতে বলিয়াছেন—তুমি ধর্ম, সত্য, যজ্ঞ, অখিল যজ্ঞের ভোক্তা, সর্বাত্মা, পৌরুষ তেজ ইত্যাদি। এইভাবে বিরাট্ পুরুষ ভগবানের স্তবে যাহা বলা প্রয়োজন, তাহা শ্রীসুদর্শনচক্রের স্তবেও বলা হইয়াছে। অতএব ভগবানের বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার ভূষণ, আয়ুধ প্রভৃতিও তাঁহার স্বরূপভূত, ইহাই স্থাপিত হইল।৬০।

'বৈকুণ্ঠলোক ঐ প্রকার'—অর্থাৎ পরিচ্ছদাদির ন্যায় ভগবানের স্বরূপভূত। বৈকুণ্ঠধাম কর্মাদিদ্বারা প্রাপ্য নহে

তীতত্বেন শ্রূয়তে, তং লব্ধবতামস্খলনগুণসাত্ম্যেন স্তূয়তে, নৈর্গুণ্যাবস্থায়ামেব লভ্যতে, লৌকিক-ভগবন্নিকেতস্যাপি তদাবেশাৎ নৈর্গুণ্যমতিদিশ্যত ইত্যতঃ স তু তদ্রূপতয়া সুতরামেব গম্যতে, সাক্ষাদেব প্রকৃতেঃ পরত্বেন শ্রূয়তে, নিত্যতয়োদ্‌ঘোষ্যতে, মোক্ষসুখমপি তিরস্কুর্বন্ত্যা ভক্ত্যৈব লভ্যতে, সচ্চিদানন্দঘনত্বেনাভিধীয়ত ইতি।

তত্র কর্মাদিভিরপ্রাপ্যত্বম্, যথা (ভাঃ ১১।২৪।১২-১৪)—

"দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্। মর্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্॥ অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ। ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥

অনুবাদ

২।৯।৯-১৮) দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক যে ঐ প্রকার তাহা সাধিত হইয়াছে; তথাপি পুনরায় মন্দবুদ্ধিলোক-সমূহের প্রত্যয়ের জন্য এখানেও সাধিত হইতেছে। যেহেতু ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোক কর্মাদিদ্বারা প্রাপ্য ন'ন; তিনি প্রপঞ্চাতীত, তাহা শ্রুত হয়; যাঁহারা এই ধাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের তাঁহা হইতে স্খলন নাই—ধামের এই সাত্ম্য বা স্বাভাবিক গুণজন্য স্তুতি করা হয়; নির্গুণতার অবস্থাতেই ধাম লব্ধ হ'ন, এমন কি জাগতিক ভগবানের মন্দিরাদিরও বৈকুণ্ঠের আবেশ জন্য নির্গুণতা আরোপিত হয়, ইত্যাদি হেতু ঐ বৈকুণ্ঠধামকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই বিশেষভাবে অবগত হইতে হয়; সাক্ষাৎ প্রকৃতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত বলিয়া শ্রুত হ'ন; নিত্য বলিয়া ঘোষিত হ'ন; মোক্ষসুখকে তুচ্ছকারিণী ভক্তি-দ্বারাই লভ্য; আর সচ্চিদানন্দঘন বলিয়াই কথিত হ'ন।

সেই ভগবদ্ধাম কর্মাদিদ্বারা প্রাপ্য ন'ন, ইহা শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।২৪।১২-১৪) বলিয়াছেন, যথা—"দেবগণের স্বর্লোক নিবাসস্থান, ভূতগণের স্থান ভুবঃ-লোক, মনুষ্যাদির ভূঃ-লোক; এই তিন লোকের অতীত (মহর্লোকাদি) সিদ্ধগণের স্থান (১২)। প্রভু ব্রহ্মা ভূমির নিম্নে (অতলাদিলোকে) অসুর ও নাগগণের নিবাস স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মক কর্মের ফলানুসারে জীবসকলের তিন

টিপ্পনী

বলিয়া তাহা নিম্নোদ্ধৃত (মুঃ ১।২।১২) শ্রুতিবাক্যে স্থাপিত হইয়াছে, (শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যানুসারে) 'নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন' অর্থাৎ 'বৈকুণ্ঠলোক কর্মদ্বারা অপ্রাপ্য'। কর্মিগণের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্বর্গবাস। ভগবান্ তাহার স্বরূপ গীতায় (৯।২০-২১) বলিয়াছেন—"বেদত্রয়বিহিত কর্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসমূহদ্বারা আমার পূজা করিয়া পুণ্যফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ও দিব্য ভোগসমূহ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু স্বর্গলোক ভোগ করিতে করিতে পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আবার মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে। বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠানফলে তাহারা কামনার বশে কেবল যাতায়াত করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু লাভ করে।" শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও কর্মীর প্রাপ্যস্থান অনিত্য স্বর্গ বলিয়া তাহা গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ১১।১০।২২-২৬): "অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ। তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥" (২২)—অর্থাৎ 'বিঘ্নমুক্ত সুষ্ঠু-সম্পন্ন কর্মদ্বারা যেরূপ স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর।' ইহার পর তিনটী শ্লোকে স্বর্গসুখ বর্ণনা করিয়া শেষে (২৬) বলিতেছেন—"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥" —অর্থাৎ যে পর্যান্ত পুণ্য থাকে, সে পর্যন্ত স্বর্গে সুখভোগ করে; পুণ্যক্ষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও কালবশে অধঃপতিত হয়।'

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ। মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥"

সিদ্ধানাং যোগাদিভিঃ ত্রিতয়াৎ পরং মহর্লোকাদি। ভূমেরধশ্চাতলাদি। ত্রিলোক্যাং পাতালাদিকভূর্ভুবঃস্বশ্চেতি। কর্মণাং গার্হস্থ্যধর্মাণাম্। তপো বানপ্রস্থেন, ব্রহ্মচর্যঞ্চ। তত্র ব্রহ্মচর্যেণোপকুর্বাণনৈষ্ঠিকভেদেন ক্রমান্মহর্জনশ্চ বানপ্রস্থেন তপঃ, ন্যাসেন সত্যং যোগতারতম্যেন তু সর্বমিতি জ্ঞেয়ম্। মদ্গতিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ ভক্তিযোগপ্রাপ্যত্বেন বক্ষ্যমাণঃ—"যন্ন ব্রজন্তি।" (ভাঃ ৩।১৫।২৩) ইত্যাদিবাক্যসাহায্যাৎ লোকপ্রকরণাচ্চ। উক্তঞ্চ তৃতীয়ে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মণৈব—"তৎসঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈঃ" (ভাঃ ৩।১৫।২০) ইত্যাদি। টীকা চ—

অনুবাদ

লোকেই গতি (দেবাদিরূপে জন্ম) হইয়া থাকে (১৩)। যোগ, তপশ্চরণ, সন্ন্যাস বা জ্ঞানচর্চাদ্বারা মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে বিশুদ্ধগতিলাভ; আর ভক্তিযোগদ্বারা আমার ধাম প্রাপ্তি হয় (১৪)।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—সিদ্ধগণের যোগাদিদ্বারা (ভূর্ভুবঃস্বঃ) তিনলোকের অতীত মহর্লোকাদি স্থান। ভূমির নিম্নে অতলাদি। তিন লোকে—পাতালাদি-সমেত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক। কর্মসমূহ—গার্হস্থ্যধর্মসমূহ। তপঃ—বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য। ইহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য—উপকুর্বাণ (গার্হস্থ্যাশ্রমে সমাবর্তনাভিলাষী) ও নৈষ্ঠিক (আজীবন ব্রহ্মচারী)-ভেদে যথাক্রমে মহর্লোক ও জনলোক, বানপ্রস্থদ্বারা তপোলোক, ন্যাসের দ্বারা সত্যলোক; তবে সমস্তই যোগের তারতম্যানুসারে বুঝিতে হইবে। 'মদ্গতি' —শ্রীবৈকুণ্ঠলোক যে ভক্তিযোগেই প্রাপ্য, তাহা (ভাঃ ৩।১৫।২৩ শ্লোকে) বলা হইতেছে, যথা—

"যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-, চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ। যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-, স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥"—অর্থাৎ 'যাহারা পাপহারী ভগবানের লীলা-

টিপ্পনী

স্বর্গাদি প্রপঞ্চের (মায়িক জগতের) অন্তর্গত। কিন্তু ভগবদ্ধাম প্রপঞ্চাতীত, আর তাহা প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে বিচ্যুতির আশঙ্কা নাই। এইকথা ভগবান্ গীতায় (৮।২১) বলিয়াছেন—"শ্রুতিসমূহ যাঁহাকে পরমা গতি (শ্রেষ্ঠ প্রাপ্যস্থান) বলেন, সেই অব্যক্ত অক্ষর (প্রপঞ্চাতীত) আমার পরম বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।" আরও বলিয়াছেন—(গীতা ১৫।৬) "আমার সেই পরমধাম স্বয়ংজ্যোতিঃ; সূর্য, চন্দ্র, তারকা হইতে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতে হয় না; তথায় গমন করিলে প্রত্যাবর্তন নাই।" গীতার এই দুই শ্লোকেই একই কথা বলিয়াছেন—"যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ভগবদ্ধাম নির্গুণ অবস্থাতেই প্রাপ্তব্য; এমন কি জগতেও শ্রীবৃন্দাবনাদি যে সব ভগবদ্ধাম লোক-দৃষ্ট, সে সব ধাম তত্ত্বতঃ নির্গুণ, মায়িকগুণের সে স্থলে অধিকার বা প্রবেশ নাই, যদিও যাঁহাদের মায়িক দৃষ্টি, তাঁহারা শ্রীধামকেও মায়িক-জগতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় দর্শন করে, তাঁহাদের ধামদর্শনের সৌভাগ্য হয় না। তাঁহাদের যখন ভক্তিযোগে চক্ষু নির্মল হইবে, তখন তাঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া ভক্তিযোগে ধামপ্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য পাইবেন।

ধামপ্রাপক ভক্তিসম্বন্ধে বলিতেছেন যে, উহা মোক্ষসুখ পর্যন্তকেও তিরস্কার বা ধিক্কার করে। শুদ্ধা ভক্তিতে মোক্ষবাসনারও স্থান নাই, ভোগবাসনা ত' দূরের কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন (মঃ ৮।২৫৩): "ভুক্তি

তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈঃ ভক্তানাং বিমানৈঃ ন তু কর্মাদিপ্রাপ্যৈঃ” ইত্যেষা। এবমেব শ্রুতিশ্চ “পরীক্ষ্য

অনুবাদ

বর্ণন হইতে ভিন্ন অন্য বিষয়ের (চতুর্বর্গের) মতিভ্রংশকারী কুকথাসমূহ শ্রবণ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে না ; অহো, এই (প্রাকৃতমঙ্গলরূপ) অন্তঃসারশূন্য অসৎকথা হতভাগ্য ব্যক্তিগণকর্তৃক শ্রুত হইলে তাহাদিগকে আশ্রয়শূন্য নরকে পাতিত করে।’ এই সমস্ত বাক্যসাহায্যেও বিভিন্ন লোক-সমূহের প্রসঙ্গ হইতে দেখান হইল—বৈকুণ্ঠলোক একমাত্র ভক্তিযোগেই প্রাপ্য’।

টিপ্পনী

(ভোগ) মুক্তিবাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি। স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥” শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূঃ ২।১৫) বলিয়াছেন—“ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥” —অর্থাৎ ‘ভোগ ও মোক্ষের বাসনা পিশাচীর ন্যায় সাধককে বিপথে লইয়া যায়। ইহা যতদিন তাহার হৃদয়ে থাকে, ততদিন ভক্তিসুখের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।’ শ্রীজীবপাদ এখানে তাঁহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় বলিয়াছেন—“এখানে মুক্তিস্পৃহাতেও পিশাচীত্ব আরোপিত হইয়াছে, যেহেতু উহা অন্য ভাব আনয়ন করিয়া ভক্তিস্পৃহাকে আবরণ করে। …সুতরাং সাধকগণের পক্ষে ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা আদৌ উচিত নহে।’ ইহার পরে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥” —অর্থাৎ ‘যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করেন, সেই ভক্তগণের চিত্ত পরমানন্দে পূর্ণ হওয়ায় মুক্তির কামনা নাই।’ শ্রীভগবান্ দুর্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৪।৬৭): “মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥” —অর্থাৎ ‘আমার সাধু ভক্তগণ আমার সেবালব্ধ সালোক্যাদি মুক্তিসমূহও চা’ন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদি ত’ দূরের কথা।’ যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য—এই চারি প্রকার না চাহিতে পারেন; তাঁহারা তবে একত্বরূপ সাযুজ্যমুক্তি চাহেন ; তদুত্তরে শ্রীকপিলদেবরূপে ভগবান্ (ভাঃ ৩।২৯।১৩) বলিয়াছেন—“সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥” —অর্থাৎ ভক্তগণ দিতে গেলেও একত্বসমেত ঐ পঞ্চপ্রকার মুক্তিই গ্রহণ করেন না, আমার সেবাসুখই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।’ আর একস্থলে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৫।৩৪): “নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।” ‘যাঁহারা আমার পাদসেবায় অনুরক্ত ও আমার তুষ্টিবিধানই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, সেই ভক্তগণ আমার সহিত একাত্মতা বা সাযুজ্যমুক্তির স্পৃহা করেন না।’ বহুস্থলে এরূপ ভুক্তির পরাকাষ্ঠা স্বর্গসুখ ও ব্রহ্মসুখরূপ মুক্তির নিরাসপর উক্তি আছে। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু সুধী পাঠকগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এইরূপ কয়েকটী উক্তির নির্দেশ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—ভাঃ ৩।৪।১৫ (শ্রীউদ্ধব), ভাঃ ৪।৯।১০ (শ্রীধ্রুব), ভাঃ ৪।২০।২৪ (আদিরাজ শ্রীপৃথু), ভাঃ ৫।১৪।৪৪ (মহারাজ শ্রীভরত সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব), ভাঃ ৬।১১।২৫ (শ্রীবৃত্র) ভাঃ ৬।৭।১৮ (শ্রীরুদ্র), ভাঃ ৬।১৮।৩৪ (শ্রীইন্দ্র) ভাঃ ৭।৬।২৫ (শ্রীপ্রহ্লাদ), ভাঃ ৭।৮।৪২ (শ্রীইন্দ্র), ভাঃ ৮।৩।২০ (শ্রীগজেন্দ্র), ভাঃ ১০।১৬।৩৭ (নাগপত্নীগণ), ভাঃ ১০।৮৭।২১ (শ্রুতিগণ), ভাঃ ১১।১৪।১৪ ও ১১।২০।৩৪ (শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীভগবান্), ভাঃ ১২।১০।৬ (শ্রীরুদ্র), ইত্যাদি। পুরাণাদিতেও এরূপ বহু শ্লোক প্রাপ্তব্য। ভক্তগণের এইরূপ ভুক্তিমুক্তিধিকারী কেবলা নির্মলা ভক্তিদ্বারাই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্য। ভগবানের স্বরূপভূত এই ধাম ; ইহাতে অনিত্যতা, অচিন্ময়তা ও নিরানন্দের কোনও স্পর্শ নাই। ইহা ভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় ঘন বা পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট সচ্চিদানন্দময়।

ভগবদুক্তি তিনটী (ভাঃ ১১।২৪।১২-১৪) শ্লোকে কথিত হইয়াছে কর্মকাণ্ডীয় জীবগণের মধ্যে দেবগণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হ’ন ও মর্ত্য অর্থাৎ মনুষ্যাদি মরণশীল জীবগণ ভূলোক প্রাপ্ত হ’ন, আর ইহাঁদের তাৎকালিক অবস্থাবিশেষে

লোকান্ কর্মজিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২) ইতি। অত্রাপ্যকৃত ইত্যস্য বিশেষ্যং লোক ইত্যেব, তৎপ্রসক্তেঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" (গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদৌ।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা দেবগণের প্রতি ঐ তৃতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ৩।১৫।২০) আরও বলিয়াছেন, যথা—

"তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈ-, বৈদূর্যমারকতহেমময়ৈ র্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ, কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ॥"

—অর্থাৎ 'সেই বৈকুণ্ঠধাম কেবল শ্রীহরির পদযুগলে প্রণতিমূল ভজনপ্রভাবেই দৃষ্ট বৈদূর্য ও মরকতমণি এবং সুবর্ণময় বিমানে পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল বিমানচারিণীবিপুলনিতম্বা, সুশোভন-ঈষদ্ধাস্য-মুখী সুন্দরীললনাগণ উৎস্ময় প্রভৃতিদ্বারা অর্থাৎ উৎকৃষ্টহাস্য-অবলোকন-গমনভঙ্গী-আলাপাদি ব্যাপার দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতাত্ম বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত ভক্তগণের কিছুমাত্র রজঃ অর্থাৎ কামজনিত চিত্তবিকার উৎপাদন করিতে পারে না।' এই শ্লোকের স্বামিপাদের টীকা—"তাবৎ (অর্থাৎ আনতি বা প্রণাম) মাত্রে দৃষ্ট

টিপ্পনী

ইহাঁরা সময়ে সময়ে ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ প্রাপ্ত হ'ন। এখানে 'সিদ্ধ'-অর্থে ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুক্তিপ্রয়াসিগণ উদ্দিষ্ট। এখানে ব্রহ্মাণ্ড বলিতে ভূর্ভুবঃস্বঃ বুঝায়। সেই সিদ্ধগণ যোগাদির চর্চা করেন। ঐ চর্চার তারতম্যানুসারে মহঃ-আদি লোকচতুষ্টয় প্রাপ্তব্য। শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যানুসারে উপকুর্বাণগণ মহর্লোক এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ জনলোক প্রাপ্ত হ'ন, আর বানপ্রস্থগণ তপোলোক এবং ন্যাসিগণ সত্যলোক প্রাপ্ত হ'ন। 'ন্যাস অর্থে 'নিক্ষেপ অর্থাৎ ত্যাগ, উহা যতিধর্মকে লক্ষ্য করে। শব্দটীর আর একটী অর্থ 'নিশ্বাসের পুরণ স্থিরীকরণ ও রেচনপূর্বক মন্ত্র প্রয়োগ'। এখানে কোন্ অর্থটী গ্রহীতব্য সে বিষয়ে স্বামিপাদের টীকা কিছু বলেন নাই। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন 'জ্ঞান'। দ্বিতীয় শ্লোকটীতে কর্মি-গণের কথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কর্মফলবাধ্য হইয়া পাতালাদিসহ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকে গতাগতি করিয়া থাকেন। মহঃ প্রভৃতি চারিটী লোককে 'অমল' বা বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে, যেহেতু এ গুলি ত্রিবর্গ অর্থাৎ জড়জগতের ভোগকামিগণের প্রাপ্য নহে। তাঁহাদের প্রাপ্য ত্রিলোকী। তাহা হইলেও এই সকল লোকেও নিত্য অবস্থিতি নাই। অর্জ্জিত কারণ ক্ষয় হইলে ঐ গুলি হইতে বিচ্যুতি লাভ ঘটে। কিন্তু নিত্য বাস্তব বস্তু অচ্যুত ভগবানের সেবা-যোগপ্রভাবে নিত্যা বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। ভক্তগণের বৈকুণ্ঠলোক হইতে বিচ্যুতির আশঙ্কা নাই। চক্রবর্তিপাদ 'ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ'—ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"মদ্গতি বৈকুণ্ঠলোক; ভক্তিযোগ নির্গুণ, তাহা যাঁহাদের আছে অর্থাৎ ভক্তগণ নির্গুণ, আর তাঁহাদের প্রাপ্য বৈকুণ্ঠলোকও নির্গুণ। অমল লোকচতুষ্টয় নির্গুণ নহে, তদ্বাসিগণ সত্ত্বপ্রধান। তবে এ গুলিতেও ভক্তিযোগ অপেক্ষিত। ইহা বলিতে শ্রীল মধ্বাচার্য ধ্যানযোগ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—"নৈব বিষ্ণোরভক্তস্য মহর্লোকাদিকা গতিঃ ভক্ত্যুদ্রেকাৎ ক্রমাদূর্দ্ধ্বং যাবদ্ বিষ্ণুপ্রবেশনম্॥"—অর্থাৎ 'যাঁহারা বিষ্ণুর অভক্ত, তাঁহারা মহঃপ্রভৃতি লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন না; ভক্তির উদ্রেকে ক্রমপর্যায়ে ঊর্দ্ধ্বলোক প্রাপ্তি হয়, যে পর্যন্ত বিষ্ণুধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ না হয়।' তিনি উহা হইতে আরও উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"যোগনাম্না সমুদ্দিষ্টং ধ্যানং নিত্যমখণ্ডিতম্। তচ্চতুর্ভাগয়া নিত্যমপরোক্ষ্যাদৃশা। পাদযোগান্মহর্লোকো জন-লোকস্তু যোগতঃ। তপসস্তু তপোলোকঃ প্রাপ্যতে নান্যতঃ কচিৎ॥"—অর্থাৎ যোগশব্দে 'নিত্য অখণ্ডিত ধ্যান উদ্দিষ্ট;

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

অনুবাদ

ভক্তগণের বিমান কর্মাদিদ্বারা প্রাপ্য নয়।" এই টীকা। শ্রুতিতেও (মুণ্ডক ১।২।১২) এইরূপ, যথা —"অকৃত অর্থাৎ নিত্যবস্তু কর্মদ্বারা লব্ধ নহে—এইরূপে কর্মদ্বারা নিষ্পাদিত লোক অর্থাৎ প্রাপ্যস্থান-সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন।"

টিপ্পনী

এই ধ্যান (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত) অপরোক্ষ দর্শনযোগে চারিটি ভাগে বিভক্ত (—বৃঃ আঃ শ্রুতি ৪।৫।৬ 'আত্মা বা অরে (১) দ্রষ্টব্যঃ (২) শ্রোতব্যো (৩) মন্তব্যো (৪) নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—অনুসারে) ; পাদ (চতুর্থাংশ) যোগ-প্রভাবে মহর্লোক, যোগপ্রভাবে জনলোক, তপঃপ্রভাবে তপোলোক প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনও প্রকারে নহে।' ইহার পূর্বে উদ্ধার করিয়াছেন—"জ্ঞানেন ব্রহ্মলোকঃ স্যান্মহাজ্ঞানাদ্ধরের্গতিঃ।" —অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্ম বা সত্যলোক এবং মহাজ্ঞান (ভক্তি) প্রভাবে শ্রীহরির গতি বা ধাম প্রাপ্তব্য।' শ্রীধর স্বামিপাদ পরবর্তী (১৫) শ্লোকটীর অবতরণিকায় বলিয়াছেন—"এই গতি (লোক)গুলির মধ্যে আমার গতি (বৈকুণ্ঠলোক) ব্যতিরেকে অন্যগতিগুলি চঞ্চলা"—অর্থাৎ 'অন্যলোকপ্রাপ্তি স্থিরা নহে, ১৩ সংখ্যক-শ্লোকোক্তি-অনুসারে জীব ত্রিলোকীমধ্যে বিচরণশীল ; বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্তি হইলে আর (৯।২১ গীতোক্ত 'গতাগত' প্রাপ্তি হয় না।' ঐ শ্লোকটীর ইহাই মর্ম।

'যন্ন ব্রজন্তি" (ভাঃ ৩।২৫।২৩) শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"যাহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করে না, কে তাহারা?—যাহারা কুকথাসমূহ শ্রবণ করে। সে সব কি?—অঘচ্ছিৎ হরির রচনা অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিলীলার অনুবাদ (অনুকথন বা কীর্তন) ভিন্ন অন্য বিষয়ের অর্থাৎ অর্থকামাদির কথা, যাহাতে মতিভ্রংশ হয়। তাহাদের না যাইবার হেতু কি? সে সব কথা হতভাগ্য মানবগণকর্তৃক শ্রুত হইয়া শ্রোতৃগণকে নিরাশ্রয় তম বা নরকে পাত করে। সে আবার কেমন কথা? সে সব কথা শ্রোতৃগণের সার বা পুণ্য গ্রহণ বা হরণ করে।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"... অন্য বিষয়ের অর্থাৎ ন্যায়াদিশাস্ত্র-বিষয়ের কথাও কুকথা ; সে সব যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠে যায় না। তবে যায় কোথায়? সে সব কুকথা হতভাগ্যরাই শোনে, তাহারাই সে সবের অধিকারী ; সেই হতভাগ্য মনুষ্যগণকর্তৃক সে সব কথার সার অর্থাৎ শ্রোতব্যরূপে অনুসন্ধানযোগ্য মহত্ত্ব গৃহীত বা অপহৃত হইয়াছে ; অতএব সে সব কথা ঐ সব হতভাগ্যদিগকে বলপূর্বক নরকে পাতিত করে।"

"তৎসঙ্কুলম্"—ইত্যাদি (ভাঃ ৩।১০।২০) শ্লোকটীর টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"হরিপদে আনতি অর্থাৎ প্রণতিমাত্র ভজনদ্বারাই বিমানগুলি দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকর্মাদি সম্পূর্ণাঙ্গ হইলেও দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু ভজনানন্দ-সুখপ্রাপ্ত ভক্তগণের উপর ব্রহ্মানন্দও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বিষয়ানন্দের ত' কথাই নাই ; সুতরাং 'বৃহৎ-কটিতটা' পরমসুন্দরীগণও কৃষ্ণে নিমগ্নচিত্ত ভক্তগণের নিকট স্বাভাবিক হাবভাব দেখাইয়া তাঁহাদের কামোদ্রেকপূর্বক চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিতে পারে না।"

উদ্ধৃত "পরীক্ষ্য" ইত্যাদি (মুঃ ১।২।১২) শ্রুতিমন্ত্রটীর 'অকৃতঃ' পদটী শ্রীজীবপাদ 'লোকঃ' এই উহ্য বিশেষ্যটীর বিশেষণরূপে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে অর্থ হয় 'কর্মসাধনে অসিদ্ধ বৈকুণ্ঠলোক কর্মদ্বারা প্রাপ্য হয় না' আর তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রসঙ্গটী 'লোকেরই'। প্রকরণটী পূর্বাপর দেখিলে তাঁহার অর্থটীই যে সমীচীন, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। আমরা উহা দেখাইবার একটু প্রযত্ন করিতেছি। মুণ্ডকের ১।২।৭ মন্ত্রে "এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া, জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥" —অর্থাৎ "এই কর্মকে যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের

ইতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু। শ্রীভগবান্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ

এখানে 'অকৃত'-শব্দের বিশেষ্য 'লোক'ই, যেহেতু এখানে লোকেরই প্রসঙ্গে উহা বলা হইয়াছে। (অতএব 'অকৃতঃ কৃতেন' বাক্যের অর্থ 'কৃত বা কর্মদ্বারা অপ্রাপ্য লোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, কৃত বা কর্মদ্বারা প্রাপ্য হয় না'।

শ্রীভগবদুপনিষৎ অর্থাৎ গীতায় (১৮।৬১-৬২) ভগবান্ বলিয়াছেন—"অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া নিজশক্তি মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় পরিচালিত অর্থাৎ বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন (৬১)। সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণীয়। তখন তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে (৬২)।" এই উক্তি শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন। (৬১)

টিপ্পনী

উপায় বলিয়া সমাদর করে, তাহারা কিছুকাল স্বর্গলোকে সুখভোগের পর পুনরায় জরামৃত্যুযুক্ত মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হয়।" ৯ম মন্ত্রে আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"যৎ ··কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ, তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।" —অর্থাৎ যেহেতু কর্মিগণ রাগ অর্থাৎ আসক্তিবশতঃ প্রকৃততত্ত্ব জানে না, সেইজন্যই তাহাদের কর্মফলভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়।' ১০ম মন্ত্রে—"···নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।" অর্থাৎ 'তাহারা ভোগায়তন স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া এই মনুষ্যলোকে বা তির্যগাদি হীনতর লোকে প্রবেশ করে।' ১১শ মন্ত্রে—"···শান্তা বিদ্বাংসো ··বিরজাঃ প্রযান্তি, যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।" —অর্থাৎ "ভোগাদ্যাসক্তি হইতে উপরত লব্ধভগবজ্জ্ঞান বিদ্বান্‌গণ ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া সেই লোকে গমন করেন, যে লোকে অমৃত অব্যয় পরমাত্মা ভগবান্ অধিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকরণটীই প্রাপ্যলোকে বা ধাম সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীজীবপাদের অন্বয়টীই গ্রহণীয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদও তাঁহার ভাষ্যপীঠকের টীকায় লিখিয়াছেন—"নাস্ত্যকৃত ইতি, অকৃতো ভগবল্লোকঃ কৃতেন কর্মণা ন সিধ্যতি। ···"

শ্রীগীতোদ্ধৃত (১৮।৬১) শ্লোকাংশটীর সম্পূর্ণ শ্লোক, যথা—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ইহাদের টীকা যথা—"পূর্বের দুইটী (৫৯-৬০) শ্লোকে সাংখ্যাদি মতানুসারে জীব প্রকৃতির ও স্বভাবের পরতন্ত্র, এই কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীভগবান্ (৬১-৬২) শ্লোকে স্বীয় মত বলিতেছেন। সকল ভূত বা জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী ঈশ্বর আছেন। তিনি তাহাদিগকে নিজ মায়া বা শক্তিযোগে চালাইতে থাকেন, যেমন কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রে সূত্রধার কৃত্রিম জীব-(পুত্তলি)-গণকে আরোহণ করাইয়া সূত্র ধরিয়া এদিক ওদিক ঘুরায়, সেইরূপ। অথবা যন্ত্রগুলি শরীর ও তদারূঢ় ভূতগণ দেহাভিমানী জীবসমূহ, তিনি তাহাদিগকে ঘুরাইয়া থাকেন। ···(৬১)। যখন সমস্ত জীব এইভাবে পরমেশ্বরের অধীন, তখন অহংকার পরিত্যাগপূর্বক সর্বাত্মযোগে সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর; তাহা হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে উত্তমা শান্তি, আর পরমেশ্বরের নিত্য স্থান (ধাম) প্রাপ্ত হইবে। শ্রীচক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"···শাশ্বতং স্থানং বৈকুণ্ঠম্···"। অতএব গীতাতেও বলিতেছেন যে, যাঁহারা শ্রীভগবানে শরণগ্রহণপূর্বক ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হ'ন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হ'ন। ৬১।

বৈকুণ্ঠলোকস্য প্রপঞ্চাতীতত্বম্

প্রপঞ্চাতীতত্বম্ (ভাঃ ৪।২৪।২৯)—

"স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং, পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥"

টীকা চ—"ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি, ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে অব্যাকৃতং 'নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২) ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধব্যাকরণাবিষয়ং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং

অনুবাদ

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম যে প্রপঞ্চাতীত, তাহা শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিতেছেন (ভাঃ ৪।২৪।২৯): "স্বধর্মনিষ্ঠ মনুষ্য বহুজন্মে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন ; তৎপরে আমাকে অর্থাৎ আমার পদও প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু ভাগবত (ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত) কলাত্যয়ে অর্থাৎ দেহান্তে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ (বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হ'ন, যেমন আমরা, আমি রুদ্র ও (অন্য আধিকারিক) দেবগণ কলাত্যয়ে অর্থাৎ লিঙ্গশরীর নাশে ঐ পদ প্রাপ্ত হইব।" স্বামিপাদের টীকাতেও বলিয়াছেন—"তাহা হইতেও (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযোগী পুণ্য অপেক্ষাও) অতিশয় পুণ্যযোগে আমাকে (রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ভাগবত অথ অর্থাৎ দেহান্তে অব্যাকৃত, (ছাঃ উঃ ৬।৩।৩২) শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ (ব্রহ্মের উক্তি) 'নামরূপ প্রকাশ করিব',—এইরূপ প্রকাশের অবিষয় প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হ'ন। যেমন আমি রুদ্র আধিকারিক (প্রপঞ্চ পরিচালনে বিভাগ বিশেষের অধ্যক্ষ) রূপে বর্তমান

টিপ্পনী

শ্রীরুদ্রোক্তিতে 'বৈষ্ণবপদ অব্যাকৃত' বলিয়া বৈকুণ্ঠের প্রপঞ্চাতীতত্ব স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ যে ছান্দোগ্য শ্রুতিটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে তত্ত্বসন্দর্ভের ৬০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাঃ ১২।৭।১১ "অব্যাকৃত-গুণক্ষোভাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে উহার টিপ্পনীতে আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু সুধী পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন। এখানে শ্রীজীবোপাদোদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রটীর (৩।৩।৩৩) গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন—"যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইলে মুক্তি হয়, এ কথা অযুক্ত, ঠিক নয়, যেহেতু সিদ্ধবিদ্য ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি চিরকালই প্রপঞ্চে আছেন, আর তাঁহাদের ভগবানে প্রতিকূল ভাবও দেখা যায়। ইহার উত্তরে সূত্রটী। সব ব্রহ্মবিদ্এরই যে বিদ্যাসিদ্ধি নাশ হইলে বিমুক্তি হয়, তাহা নহে। তবে যাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্রিয়মাণ কর্মের বিশ্লেষ ও ভোগদ্বারা শরীরারম্ভক কর্মের সংক্ষয় হইয়াছে, উঁহাদেরই ব্রহ্মবিদ্যালাভে মুক্তি হয়। ব্রহ্মা প্রভৃতি অধিকারিক দেবগণের সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণকর্ম বিনষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলেও অধিকারারম্ভক কর্মে যতদিন অধিকার, ততদিন ক্ষয় হয় না। অতএব তাঁহাদের তাবৎকাল প্রপঞ্চে অবস্থিতি থাকিবে। সেই আরম্ভক কর্মের অবসানে তাঁহারা বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। আরও ইহাও জানিতে হইবে যে, অচির অধিকারী ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অধিকারশেষে চিরাধিকারী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হ'ন। সে অধিকারের অন্তে ব্রহ্মা বিমুক্ত হইলে তাঁহার সহিত উঁহারাও বিমুক্ত হ'ন। ইহা পরে (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১০) "কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ" এই সূত্রে বলা হইবে। আর ভগবানে যে তাঁহাদের প্রতিকূলভাব দেখা যায়, তাহা উঁহারই লীলা, উঁহারই ইচ্ছানুসারে, অতএব দোষাবহ নহে। আর তাঁহাদের বিষয়াবেশও আভাসরূপমাত্র, যেহেতু তাঁহারা বিদ্যানিষ্ঠ, অতএব অধিকারী ভিন্ন অন্য তত্ত্ববিদ্গণের বিদ্যাধিগমে বিমুক্তি হয়, ইহা বলিতে কোনও শঙ্কা

পদং বৈকুণ্ঠমেতি। যথাহং রুদ্রো ভূত্বাধিকারিতয়া বর্তমানঃ বিবুধা দেবা শ্চাধিকারিকাঃ কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যন্তীতি।” “যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্” (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩৩) ইতি ন্যায়েন। শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসম্ ॥ ৬২ ॥

বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তানাং ততোঽস্খলনমেব

ততোঽস্খলনম্ (ভাঃ ৩।২৫।৩৭-৩৮)—

“অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-, মৈশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং, পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে ॥

অনুবাদ

আছি, আর আধিকারিক দেবগণও কলাত্যয়ে অর্থাৎ অধিকারের (আধিকারিকরূপে কার্যের) শেষে লিঙ্গভঙ্গ হইলে প্রাপ্ত হইবেন।” ইহা ব্রহ্মসূত্র (৩।৩।৩৩) ন্যায়ানুসারে হইবে, যথা আধিকারিক-গণের যতদিন অধিকার থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থিতি।” শ্লোকটী শ্রীরুদ্র প্রচেতাকে বলিয়াছেন। (৬২)

বৈকুণ্ঠ হইতে স্খলন বা পতন হয় না, ইহা ভগবান্ (আবেশাবতার) কপিলদেব বলিয়াছেন (ভা: ৩।২৫।৩৭-৩৮): “অবিদ্যানিবৃত্তির পর মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষগণ আমার মায়াকর্তৃক রচিত ভক্তির পশ্চাতে আগত অণিমাদি অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য, এমন কি আমার বৈকুণ্ঠস্থ মঙ্গলপ্রদা সম্পত্তিও ইচ্ছা করেন না; তথাপি পরমেশ্বর আমার লোকে (বৈকুণ্ঠে) উহা ভোগ করেন (৩৭)। হে শান্তরূপে! (মাতঃ দেবহূতি-দেবি!) আমার ভক্তগণ কখনও নাশপ্রাপ্ত অর্থাৎ ভোগ্যহীন হ'ন না, আমার অনিমিষ হেতি অর্থাৎ

টিপ্পনী

নাই।” ব্রহ্মাদির সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা সাধারণ দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্ময়োৎপাদক বটে, তথাপি ইহাই প্রকৃত। গীতায় (৮।১৬) ভগবান্ ইহার আভাস দিয়াছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে। ৬২।

যাঁহারা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদিগের আর বিচ্যুতি হয় না, নিত্যকাল ভগবৎসেবানন্দসুখে মগ্ন থাকেন। ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবকথিত প্রথম শ্লোকটীর (ভাঃ ৩।২৫।৩৭) সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—“কর্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তির সহায়তা লইয়াই সিদ্ধ অর্থাৎ ফলদ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি সে সকলের সাহায্য না লইয়াই তাহাদের ফল দান করে, যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে (ভাঃ ১১ ২০।৩২-৩৩ বলিয়াছেন—'কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম ও অন্যান্য মঙ্গলপ্রাপ্তিসাধনদ্বারা যাহা লাভ করা যাইতে পারে, আমার ভক্ত সে সমস্তই আমার ভক্তিযোগে অনায়াসেই প্রাপ্ত হ'ন, যেমন স্বর্গ, মোক্ষ, আমার ধাম, যদি তিনি ইহাদের কিছু ইচ্ছা করেন।' এই ভগবদুক্তি অনুসারে স্বর্গাদিও বস্তুতঃ ভক্তিরই ফল। অতএব 'শুদ্ধভক্তিমান্ বৈকুণ্ঠবাসিগণ আমার ভজনের অন্তর্ভূত সমস্ত সুখই অনুভব করেন। অবিদ্যানিবৃত্তির পর মায়াকর্তৃক রচিত বিভূতি অর্থাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডগতসুখ, কিংবা অণিমা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগৈ-শ্বর্য, যাহা ভক্তির পশ্চাৎ আপনা হইতেই লব্ধ হয়, অথবা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ সার্ষ্টিনামক সম্পত্তি, 'তু'-কার অর্থে এমন কি ব্রহ্মানন্দও আমার বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ স্পৃহা করেন না, যেহেতু আমার হাস্য, দৃষ্টি প্রভৃতিদ্বারা তাঁহাদের আত্মা, মন, প্রাণাদি অপহৃতা, তথাপি পরমেশ্বর আমার বৈকুণ্ঠলোকে তাঁহারা সে সকল প্রাপ্ত হ'ন।' ইহা দ্বারা ভগবান্ স্বীয়

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽ নিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥”

অথোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং মম মায়য়া ভক্তবিষয়কৃপয়া চিতাং তদর্থং প্রকটিতাং বিভূতিং ভোগসম্পত্তিম্। তথা অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্যমনুপ্রবৃত্তং স্বভাবসিদ্ধম্। তথা, ভাগবতীং শ্রিয়ং সাক্ষাদ্‌-ভগবৎসম্বন্ধিনীং সার্ষ্টিসংজ্ঞাং সম্পত্তিমপি অস্পৃহয়ন্তি ভক্তিসুখমাত্রাভিলাষেণ যদ্যপি তেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ, তথাপি ন তু মে মম লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্নুবতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি স্ববাৎসল্য-বিশেষো দর্শিতঃ। যথা সুদামমালাকারবরে—

অনুবাদ

কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না, যে সকল ভক্তের আমি প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্ ও ইষ্টদেব (৩৮)।” (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—তৎপরে অর্থাৎ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার সমায় অর্থাৎ ভক্তের প্রতি কৃপাকর্তৃক চিত অর্থাৎ তাঁহাদের নিমিত্ত প্রকটিত বা প্রকাশ প্রাপ্ত বিভূতি অর্থাৎ ভোগ-সম্পত্তি, আর অনুপ্রবৃত্ত অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য (‘ঔৎপত্তিক সিদ্ধি’, ভাঃ ১১।১৫।৪-৫), আর ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয়া ‘সার্ষ্টি’-নাম্নী সম্পত্তি তাঁহারা কামনা করেন না, অর্থাৎ যদিও কেবল ভক্তিসুখমাত্রের অভিলাষবশতঃ ঐ গুলির কামনা করেন না, তথাপি কিন্তু আমার বৈকুণ্ঠ-নামক লোকে ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হ’ন—এতদ্দ্বারা স্বীয় বিশেষ ভক্তবৎসলতা প্রদর্শিত হইল। যেমন

টিপ্পনী

বাৎসল্যবিশেষ প্রদর্শন করিলেন।” শ্রীধর স্বামিপাদ এই প্রকার অর্থই করিয়াছেন; তবে ‘বিভূতি’ অর্থে ‘সত্য-লোকাদিগত ভোগসম্পত্তি’ বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ‘মায়া’-অর্থে ‘ভক্তবিষয়ক কৃপা যাহাতে অনর্থ খণ্ডিত হয়’ বলিয়া একটু বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্বিতীয় অর্থটীও, যথা ‘ব্রহ্মলোকাদিগতা সম্পত্তি’, অন্যটীকাপ্রদত্ত অর্থ হইতে একটু বিভিন্ন। কিন্তু সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও একই। তবে তিনি দেখাইয়াছেন যে বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের ঐ সকল বিভূতি আয়ত্ব হইলেও তাঁহাদের ঐ গুলির ভোগ নাই, উহারা অতি তুচ্ছ বলিয়া তাঁহাদের অযোগ্য। তাঁহাদের অনাসক্তি দেখাইবার জন্য শ্রীজীবপাদ মালাকার শ্রীসুদামার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার কথা সকলেই জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শ্রীঅক্রূরকর্তৃক রথে ব্রজ হইতে মথুরায় আনীত হ’ন, অক্রূরকে স্বগৃহে পাঠাইয়া তাঁহারা রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুদামার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশস্ত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করেন। তাঁহারা বরপ্রদানে উদ্যত হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি, ভক্তজনে সৌহার্দ ও সর্বভূতে কারুণ্য অর্পণ—এই বর প্রার্থনা করেন। তিনি ভুক্তি বা মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই; তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে সম্পৎ, বল, প্রভৃতি বরদান করেন। সে সমস্ত পাইলেও ভক্তের ঐ সমস্তে ভোগবুদ্ধি আসে না। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন “শ্রী, বল প্রভৃতি সুদামা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও নিজের পক্ষ হইতে দিতে হইবে, এর অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ উহাদের বর দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় সর্বত্রই তাঁহার এইরূপ ভক্তবাৎসল্য জানিতে হইবে।” মায়ারচিত ভোগ যে অতি তুচ্ছ ও ভক্তের অযোগ্য, তাহার প্রমাণজন্য শ্রুতি (ছাঃ ৮।১।৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহজগতে যেমন রাজসেবাদি কর্মদ্বারা অর্জিত ফল ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইয়া থাকে;

"সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং অস্মিন্নেবাখিলাত্মনি। তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্॥
ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্ধিনীম্॥" (ভাঃ ১০।৪১।৫১-৫২) ইতি।

অতস্তেষাং তত্রাঽনাসক্তিশ্চ দ্যোতিতা। অবিদ্যানন্তরমিতি মম কৃপয়া চিতামিতি চ তেষামনর্থরূপত্বং খণ্ডিতম্। কিংবা মায়য়া চিতাম্ ব্রহ্মলোকাদিগতাং সম্পত্তিমপীতি তেষাং সর্ববশীকারিত্বমেব দর্শিতম্। ন তু তদ্ভোগঃ, তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ তেষ্বনর্হত্বাৎ। শ্রুতিশ্চাত্র—
"তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবাঽমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥" (ছাঃ উঃ ৮।১।৬)
ইত্যনন্তরম্—

অনুবাদ

মালাকারশ্রেষ্ঠ সুদামার প্রতি হইয়াছিল (ভাঃ ১০।৪১।৫১-৫২): "সুদামা সর্বাত্মভূত শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি, তদীয় ভক্তজনের প্রতি সৌহার্দ এবং সর্বভূতে পরমা দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন (৫১)। তখন অগ্রজ শ্রীবলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে অভীষ্ট বরসকল এবং বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল ঐশ্বর্য, বল, যশ, আয়ু ও কান্তি প্রদান করিয়া তথা হইতে নির্গমন করিলেন (৫২)।" (অনুদ্ধৃত শ্লোকার্ধ—"বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ॥" ৫২॥) অতএব ঐ সকলে ভক্তগণের অনাসক্তি স্পষ্টীকৃত। 'অবিদ্যার পর এবং আমার কৃপাকর্তৃক চিত'—ইহাদ্বারা তাঁহাদের অনর্থরূপ (সংসার) খণ্ডিত বা নিরাস হইল। কিংবা 'মায়াকর্তৃক চিত' অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদিভূত সম্পত্তিও—বলায় তাঁহাদের সর্ববশীকারত্ব,

টিপ্পনী

সেইরূপ পরকালেও অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্মজনিত স্বর্গসুখও ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অল্পকালস্থায়ী স্বর্গাদি ব্রহ্মাণ্ডের ভোগসমূহ অতি তুচ্ছ। গীতায় শ্রীঅর্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন (৯।২০-২২): "বৈদিক কর্মানুষ্ঠানকারী যাজ্ঞিকগণ পুণ্যফলস্বরূপ স্বর্গে দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করেন। ভোগ করিতে করিতে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ কামনার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করেন। কিন্তু আমার অনন্যভাব-যুক্ত একনিষ্ঠ ভক্তগণের ভোগাদির ব্যবস্থা আমিই করিয়া থাকি।" শ্রীউদ্ধবকেও তিনি (ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬) বলিয়া-ছেন—"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥ ...তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥" —অর্থাৎ 'যাজ্ঞিক যজ্ঞ-ফলে স্বর্গে গিয়া তথায় পুণ্যার্জিত দিব্যভোগ প্রাপ্ত হয় ও পুণ্যক্ষয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথা হইতে অধোলোকে পতিত হয়।' মুণ্ডক উপনিষৎ (১।২।৯-১০) বলিয়াছেন—"...তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥ ...নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনু-ভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥" —অর্থাৎ 'কর্মিগণ কর্মফলভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়। ...তাহারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করিয়া পরে এই মনুষ্যলোক অথবা হীনতর তির্যঙ্-নরকাদিলোকে প্রবেশ করে।' সুতরাং মায়ারাজ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভোগাদিসকল যে অতি তুচ্ছ, তাহা সিদ্ধান্তিত হইল। ছান্দোগ্য-মন্ত্রটীর (৮।১।৬) উদ্ধৃত অংশদুইটীর মধ্যবর্তী অংশটী এইরূপ—"তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাম্ সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি"—অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া গেলে অপূর্ণকাম্ থাকিতে হয়।'

ছান্দোগ্য-শ্রুতির (৮।১৫।১) উপসংহার "ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে" উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, বৈকুণ্ঠবাসীকে আর সংসারে আসিতে হয় না। তজ্জন্য তিনি গীতা (৮।১৬)

"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাং স্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি।" ইতি।

নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাৎ, তত্রাহ শান্তরূপে শান্তমবিকৃতং রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মৎপরাস্তদ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি, ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নো লেঢ়ি তান্ন গ্রসতে। "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ উঃ ৮।১৫।১) ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ

অর্থাৎ তাঁহারা সমস্তই বশীভূত করিতে সমর্থ—ইহা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সে সকলের ভোগ নয়, তাহা ত' তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ ও তাঁহাদের অযোগ্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন (ছাঃ উ ৮।১।৬)— "ইহজগতে যেমন কর্ম্মার্জিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরজগতেও (স্বর্গেও) পুণ্যার্জিত ভোগক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" ইহার পরেও ঐ মন্ত্রেই বলিয়াছেন—"পক্ষান্তরে যাঁহারা ইহজগতে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ও সত্যকামনাসমূহকে (অর্থাৎ কোন্ কামনা পূর্ণ হইলে নিত্য থাকে, চ্যুতি হয় না, তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান) লাভ করিয়া এই লোক ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদিগের সমস্ত লোকেই কামনা পূর্ণ থাকে।"

এখন পূর্বপক্ষ এই যে, 'আচ্ছা এরূপ হইলে (অর্থাৎ সর্বলোকেই এক প্রকার হইলে) এই লোক, সেই লোকের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠেও কোনও সময়ে বা ভোক্তাদের ভোগ বিনষ্ট হইতে পারে ত' ?' ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'শান্তরূপে' (ভাঃ ৩।২৫।৩৮) অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ শান্তরূপ, তাহার রূপ শান্ত বা অবিকৃত। বৈকুণ্ঠবাসী লোকগণ মৎপর অর্থাৎ একমাত্র আমাতেই

টিপ্পনী

হইতে ভগবদুক্তিও উদ্ধার করিয়াছেন। ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) হইতেও পুনরাবর্তন হয়, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইলে আর পুনর্জন্ম নাই। স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন "কর্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি স্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতঃ"—অর্থাৎ 'কর্মদ্বারা যাঁহাদের ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মোক্ষ নাই, ইহাই মীমাংসা।' 'আব্রহ্মভুবনাৎ' এখানে 'আঙ্'-যোগে পঞ্চমী হইয়াছে; এই 'আঙ্'—মর্যাদা বা অভিবিধি বুঝাইতে পারে। ইহাদের অর্থ 'বিনা তেন ইতি মর্যাদা, সহ তেন ইতি অভিবিধিঃ।' অর্থাৎ যাহাতে পঞ্চমী হইবে, তাহাকে বাদ দিয়া 'মর্যাদা' ও তাহাকে লইয়া 'অভিবিধি'। যথা 'আমুক্তেঃ সংসারঃ' (মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত সংসার)—এটি মর্যাদা; আর 'আ সকলাদ্ ব্রহ্ম' (সকলকে ব্যাপিয়া ব্রহ্ম)—এটী অভিবিধি। বর্তমানক্ষেত্রে 'আঙ্' মর্যাদা, না, অভিবিধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ? অর্থাৎ ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) ছাড়িয়া, না লইয়া অর্থ হইবে ? শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন "ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য সর্বে লোকাঃ'। এই অর্থ অন্যটীকাকারগণ স্বীকার করিয়াছেন; যেমন চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন "সত্যলোকমভিব্যাপ্য", বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন "অভিনিবিষ্টে আকারঃ, ব্রহ্মভুবনং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ।" —ইত্যাদি।

শ্রীকপিলদেবোক্ত দ্বিতীয় (ভাঃ ৩।২৫৮।৩৮) অনুবাদে আমরা 'শান্তরূপে'-পদটী সম্বোধনবাচকরূপে উহ্য 'দেবহূতিমাতঃ' পদের বিশেষণ বলিয়া অর্থ দিয়াছি। শ্রীজীবপাদ উহাকে সপ্তম্যন্তপদরূপে 'বৈকুণ্ঠ'পদের বিশেষণ করিয়াছেন। চক্রবর্তিপাদও তাহাই করিয়াছেন। স্বামিপাদ দুইটী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্লোকটীর অবতারণিকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পূর্বশ্লোকে বিভূতি, ঐশ্বর্য প্রভৃতির উল্লেখে বৈকুণ্ঠকে যেন স্বর্গাদি হইতে অবিশেষ বলিয়া মনে হইতেছে; তবে বোধ হয় বৈকুণ্ঠও স্বর্গাদির ন্যায় ভোক্তৃ ভোগ্যসমূহের বিনাশ হইতে পারে। বর্তমান শ্লোকটী এই

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ! মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ (গীতা ৮।১৬)। সহস্রনামভাষ্যেঽপ্যুক্তম্—"পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতমিতি পরায়ণঃ; পুংলিঙ্গপক্ষে বহুব্রীহিরিতি।" ন কেবলমেতাবত্তেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ, যেষামিতি। যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভাজনমস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা—গোলোকাদিকমপেক্ষ্যৈবমুক্তম্। তত্র হি তথাভাবা এব শ্রীগোপা নিত্যা বিদ্যন্তে। অথবা তং

অনুবাদ

সমাশ্রিত; তাঁহারা কখনও নাশ প্রাপ্ত হ'ন না অর্থাৎ তাঁহারা ভোগহীন হ'ন না। আমার অনিমিষ-হেতি বা কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। শ্রুতিতে (ছাঃ ৮।১৫।১) যেমন বলিয়াছেন—আর পুনরাবর্তন (সংসারলাভ) করেন না।" শ্রীগীতোপনিষদেও ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ৮।১৬)—"হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্তনশীল, অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু, হে কৌন্তেয়, আমাকে আশ্রয় করিলে পুনর্জন্ম হয় না।"

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদকৃত 'সহস্রনামভাষ্য' বলিয়াছেন—"পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অয়ন অর্থাৎ স্থান, পুনরাবর্তনের আশঙ্কামুক্ত; বহুব্রীহিসমাসে পুংলিঙ্গ (অর্থাৎ এইরূপ স্থান যাঁহার তিনি)।"

(ভাঃ ৩।২৫।৩৮) কথিত বৈকুণ্ঠবাসিগণের কেবল এই পর্যন্ত মাহাত্ম্য নয়, ইহা "যেষাহমং" ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে---যাঁহাদিগের আমি বিনা অন্য কেহ প্রেমভাজন নাই—ইহাই ভাবার্থ। অথবা

টিপ্পনী

পূর্বপক্ষের উত্তর"। তিনি 'সুতে'র ন্যায় স্নেহবিষয়, 'সখা'র ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, 'গুরু'র ন্যায় উপদেষ্টা, 'সুহৃদে'র ন্যায় হিতকারী, 'ইষ্টদেবে'র ন্যায় পূজ্য বলিয়া 'যাঁহারা সর্বতোভাবে আমার ভজন করেন' বলিয়াছেন। চক্রবর্তিপাদ ঐ ক্ষেত্রে তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী টীকা'য় বলিয়াছেন—"প্রেয়সী-ভাবাপন্নগণের প্রিয়, শান্তভক্তগণের আত্মা, বাৎসল্যভাবযুক্তগণের সুত, সখ্যভাবযুক্তগণের সখা, দাস্যভাবময়গণের ইষ্টদেব, ভিন্ন প্রকার সখ্যভাবযুক্তগণের সুহৃদ্। নারায়ণব্যূহ-স্তবে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মাতৃবদ্ হরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥ অর্থাৎ—'শ্রীহরিকে যাঁহারা পতিপুত্ররূপে সর্বদা উদ্যোগী হইয়া ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।' শ্রুতিতেও (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩) বলিয়াছেন 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—অর্থাৎ 'যাঁহাকে পরমাত্মা বরণ বা কৃপা করেন, তিনি তাঁহারই প্রাপ্য।' ইহার অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে, যথা—"যাঁহাকে আত্মা বা ভগবান্ প্রিয়া, পিতা, বা ভ্রাতা, বা সখা, পুত্রভৃত্যাদি বলিয়া বরণ করেন, তাঁহাকর্তৃকই লব্ধ হ'ন। এই প্রকারে ইহাকে রাগানুগা, স্বাভাবিকী ভক্তির উদাহরণ বলিয়া জানিতে হইবে।" উপরে যে 'ভিন্ন প্রকার সখ্য' বলা হইয়াছে, এবং শ্রীজীবপাদও টীকায় যে বলিয়াছেন 'বন্ধুত্বের অনেক প্রকার ভেদ', কোষগ্রন্থে এই ভিন্ন প্রকার এইরূপ দিয়াছেন, যথা—"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ ॥" —অর্থাৎ 'বন্ধু তিনি, যিনি ত্যাগ বা বিরহ সহ্য করিতে পারেন না; সখা বলিলে এক প্রাণ বুঝিতে হইবে; একই কার্যরতগণ পরস্পর মিত্র; সুহৃদ্গণ পরস্পর এক মত।' শ্রীজীবপাদ যে মুনিগণের 'প্রিয়পতি'-রূপে ভগবান্‌কে ভাবিবার কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা দণ্ডকারণ্যবাসী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমূর্তির অপূর্ব কমনীয়ত্ব দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে স্ত্রীভাবে ভাবনা করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে ভজন করিবার জন্য দৃঢ়ভাবযুক্ত হ'ন। তাঁহারা দ্বাপরে গোকুলে গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

লোকং কীদৃগ্‌ভাবা অবিদ্যানন্তরং প্রাপ্নুবন্তীতি, তত্রাহ—যেষামিতি। যে কেচিৎ পদ্মোত্তরখণ্ডে দর্শিতমুনিগণসবাসনাঃ প্রিয়ঃ পতিরিতি মাং ভাবয়ন্তি, যে কেচিচ্চ সনকাদিসবাসনাঃ আত্মা ব্রহ্মৈবাঽয়ং সাক্ষাদিতি মাং ভাবয়ন্তি, এবমন্যে চ যে যে, ত এব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। সুহৃদ ইতি বহুত্বং সৌহৃদ্যস্য নানাভেদাপেক্ষয়া এবং চতুর্থে শ্রীনারদবাক্যে (ভাঃ ৪।১২।৩৭)—"শান্তাঃ সমদৃশাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ। যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥" ইতি। শ্রীকপিলঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ

গোলোকাদির অপেক্ষাতেই এই প্রকার বলা হইয়াছে। সেখানে সেই ভাবময় নিত্য শ্রীগোপগণ বিদ্যমান। অথবা সেই লোকে কি প্রকার ভাববিশিষ্টগণ অবিদ্যার পর (মুক্ত অবস্থা) প্রাপ্ত হ'ন ? তদুত্তরে (ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে) বলিতেছেন—'যাঁহাদিগের' যে যে কেহ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বর্ণিত মুনিগণের ন্যায় বাসনাযুক্ত হইয়া আমাকে প্রিয়পতিরূপে ভাবনা করেন ; আরও যে যে কেহ সনকাদি ঋষিগণের ন্যায় বাসনাযুক্ত হইয়া আমাকে 'উনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা' বলিয়া ভাবনা করেন ; এই প্রকার অন্যও যে যে ভাবনা করেন, তাঁহারা সেই ভাবেই প্রাপ্ত হ'ন, এই ভাবার্থ? (ঐ শ্লোকে) 'সুহৃদঃ' সুহৃদ্‌গণ—এই বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে বন্ধুত্বের অনেক প্রকার ভেদের অপেক্ষায়। চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।১২।৩৭) শ্রীনারদবাক্যে এইরূপ—"যাঁহারা শান্তচিত্ত, সমদর্শন, শুদ্ধাত্মা, সর্ব্বভূতের আত্মার অনুরঞ্জক ও অচ্যুত যাঁহাদিগের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারা অচ্যুতের চরণ অনায়াসেই প্রাপ্ত হ'ন।" —মূল-শ্লোকদ্বয় শ্রীকপিলদেবের উক্তি। (৬৩)

টিপ্পনী

গীতাতেও (৪।১১) ভগবান্ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" চক্রবর্তিপাদ তাঁহার এই শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকার মধ্যে বলিয়াছেন—"যাঁহারা যে প্রকারে আমার ভজন করেন, আমিও তাঁহাদিগকে সেইভাবেই ভজন করি, অর্থাৎ ভজনফল প্রদান করি। ···যাঁহারা আমার বিশেষ বিশেষ লীলায় কোনও বিশেষ মনোরথ করিয়া আমার ভজনদ্বারা সুখী হ'ন, আমিও তাঁহাদিগকে···স্বপার্ষদ করিয়া তাঁহাদের সহ যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া ও অন্তর্ধান করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রতিক্ষণ অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক তাঁহাদের ভজনফলরূপে প্রেম প্রদান করি।" শ্রীদেবর্ষি-কথিত শ্লোকটীর (ভাঃ ৪।১২।৩৭) শ্রীধ্রুবের শ্রীহরিপাদপদ্মে আরোহণ-সম্পর্কীয়। শ্রীধ্রুব বহুবিধযজ্ঞানুষ্ঠানসহ ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর পৃথিবী শাসনপূর্বক অবশেষে শ্রীবদরিকাশ্রমে ভগবদ্রূপ ধ্যান করিতে করিতে তদৈকনিষ্ঠ হইয়া সমাধিযোগে দেহ-বিস্মৃতি হইলে ভগবৎপার্ষদ সুনন্দ ও নন্দ দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া বিমানযোগে তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করেন। ধ্রুব তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহারা বলিলেন—"হে রাজন্, আপনি ঐকান্তিকী ভক্তির বলে সুদুর্জয় বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছেন ; তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদিগের সহিত শ্রীহরি-প্রেরিত এই বিমানারূঢ় হইয়া আপনি চলুন।" তখন বিমানে তিনি ত্রিলোক ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগেরও ঊর্ধ্ববর্তী লোক প্রাপ্ত হইলেন। এই বর্ণনার পরেই শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে উদ্ধৃত শ্লোকটী বলেন। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের এতাদৃশ মহিমা দর্শন করিয়া প্রজাপতিগণের যজ্ঞসভায় ধ্রুবমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তিনটী শ্লোক গান করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকটীতে 'অচ্যুত-প্রিয়বান্ধবাঃ' পদটীর অর্থ বলিয়াছেন "অচ্যুতের প্রিয় ভক্তগণ তাঁহাদের বান্ধব"। মূলশ্লোক দুইটী মাতা দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি। ৬৩।

প্রপঞ্চাতীতত্বং ততোঽস্খলনঞ্চ যুগপদাহ—

"আতপত্রন্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।" (ভাঃ ১২।১১।১৯) ইতি—প্রপঞ্চ-রূপস্যৈবেতি প্রকরণাৎ। দ্বিজা ইতি সম্বোধনম্। শ্রীসূতঃ ॥ ৬৪ ॥

বৈকুণ্ঠলোকস্য নৈর্গুণ্যপ্রাপ্যত্বং নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্বং চ

নৈর্গুণ্যপ্রাপ্যত্বম্ (ভাঃ ১১।২৫।২২)—

যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥" "সত্ত্বেপ্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ। তমোলয়াস্তু নিরয়ং লোকপ্রসক্তের্মল্লোকমিতি বক্তব্যে তৎপ্রাপ্তির্নাম মৎপ্রাপ্তিরেবেতি স্বাভেদমভিপ্রেত্যাহ, মামেবেতি। শ্রীভগবান্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠ যে প্রপঞ্চাতীত ও বৈকুণ্ঠ হইতে কাহারও স্খলন হয় না, শ্রীসূতগোস্বামী তাহা (ভাঃ ১২।১১।১৯) বলিতেছেন—"হে শৌনকপ্রমুখ দ্বিজগণ, সর্বভয়রহিত বৈকুণ্ঠধাম আতপত্র (ছত্র)।" প্রকরণটী ভগবানের বিরাট্-প্রপঞ্চরূপ-সম্পর্কীয়। 'দ্বিজাঃ' পদটী সম্বোধনবাচক। (৬৪)

নৈর্গুণ্য বা গুণাতীতত্বদ্বারা বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্য, তাহা শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৫।২২): "সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ স্বর্গলোক, রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তিগণ নরলোক, তমোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তিগণ নরকগতি, এবং নির্গুণ পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।" লোকপ্রসঙ্গহেতু 'আমার লোক'—ইহাই ব্যক্তব্য হওয়ায় তাহার প্রাপ্তি আমারই প্রাপ্তি; বৈকুণ্ঠলোক আমা হইতে অভিন্ন—এই অভিপ্রায়েই 'আমাকে প্রাপ্ত হ'ন' বলিয়াছেন। (৬৫)

টিপ্পনী

প্রকরণটীতে নৈমিষারণ্যে যজ্ঞার্থে সমবেত ষষ্টিসহস্র ঋষিগণের পক্ষ হইতে মহর্ষি শ্রীশৌনক ভাগবতবক্তা শ্রীসূতকে প্রশ্ন করেন—"তান্ত্রিকগণ চৈতন্যঘনবিগ্রহ ভগবানের উপাসনা-বিষয়ে যে প্রকারে যে সকল তত্ত্বের দ্বারা তদীয় অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও বেশ কল্পনা করেন, সেই সকল তত্ত্ব আমাদিগকে বলুন।" শ্রীসূত উত্তর দান করেন—(সংক্ষেপে) "যে ভগবানের বিরাট্ পৌরুষ রূপের ভূমি চরণ, স্বর্গ শির, মেঘসকল কেশ, ইত্যাদি, তিনি ধর্ম ও যশঃস্বরূপ চামর-ব্যজনযুগল স্বীকার করিয়া থাকেন, আর অকুতোভয় বৈকুণ্ঠধাম তাঁহার আতপত্র, ইত্যাদি। বেদযোনি, স্বপ্রকাশ, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান হইয়াও ভগবান্ স্বীয় মায়াদ্বারা এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-সাধন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-নামে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ন্যায় উক্ত হ'ন।" ইত্যাদি। সুতরাং প্রকরণটী তাঁহার প্রপঞ্চরূপসম্বন্ধীয়। চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"লোকগত যে নির্ভয়তা, তাহা বৈকুণ্ঠধামরূপ ছত্রেরই বিভূতি।" শ্লোকাংশটী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি। ৬৪।

ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রধান ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর স্বর্গমর্ত্যাদিলোক প্রাপ্ত হ'ন। আর যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে গুণাতীত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার লোকই প্রাপ্ত হ'ন,—প্রকরণানুসারে 'আমার লোকই' বক্তব্য। তাহা না বলিয়া ভগবান্ বলিলেন 'আমাকে প্রাপ্ত হ'ন'। ইহাদ্বারা তাঁহার লোক বৈকুণ্ঠ ও তিনি অভিন্ন—ইহাই বলা তাঁহার উদ্দিষ্ট। স্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকা টীকা এইরূপ—"দেহাদির উৎক্রান্তিকালে গুণোৎকর্ষের ফল বলা হইতেছে। সত্ত্ব বর্দ্ধিত

সুতরাং নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্বম্ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)—

"বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥"

তদাবেশেনৈবাস্যাপি নির্গুণত্বব্যপদেশ ইতি ভাবঃ। স এব প্রকৃতেঃ পরত্বম্।

(ভাঃ ১০।৮৮।২৫-২৬)—"ততো বৈকুণ্ঠমগমন্ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ॥

অনুবাদ

অতএব বৈকুণ্ঠ নৈর্গুণ্যের আশ্রয়, ইহাও সিদ্ধান্তিত ; যেমন ভগবান্ (ভাঃ ১১।২৫।২৫) বলিয়াছেন—বন সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম রাজস বাসস্থান, দ্যূতস্থান তামস বাসস্থান, কিন্তু আমার নিকেতন বৈকুণ্ঠ নির্গুণ বাসস্থান।" ভগবানের আবেশে বা অধিষ্ঠানহেতু ইহাও অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসও নির্গুণ বলিয়া কথিত, ইহাই ভাবার্থ। উহা প্রকৃতি হইতে অতীত (অপ্রাকৃত)। শ্রীশুকদেব শ্রীশিবের বৈকুণ্ঠাশ্রয় সম্বন্ধে (ভাঃ ১০।৮৮।২৫-২৬) বলিয়াছেন—"তাহার পর শ্রীশিব যেখানে শান্ত (হিংসাবৃত্তিশূন্য), ন্যস্ত-দণ্ড (রাগদ্বেষরহিত), ন্যাসী অর্থাৎ পরমভক্ত সাধুগণের পরম আশ্রয় সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ বিরাজ করেন,

টিপ্পনী

হইলে যাঁহারা প্রলীন অর্থাৎ মৃত,তাঁহারা সত্ত্বলয় , রজঃ প্রবৃদ্ধ হইলে যাঁহাদের লয় বা মৃত্যু হয়, তাঁহারা রজোলয় ; ঐরূপ তমোলয়। 'নির্গুণ'—এখানে লয়শব্দের উল্লেখ না থাকায় নির্গুণ জীবিতগণও আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন—ইহাই ভাবার্থ।" ইহার অতিরিক্ত চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"আমার ভক্ত বলিয়া যদি নির্গুণ হ'ন, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন।" লোকের প্রসক্তি বা প্রসঙ্গ বলিয়া অর্থাৎ প্রকরণটী লোক বা ধামসম্বন্ধেই হওয়ায় 'আমাকে' অর্থে 'আমা হইতে অভিন্ন আমার ধাম বৈকুণ্ঠ'—শ্রীজীবপাদ এই অর্থ দিয়া নূতন আলোক দান করিয়াছেন। শ্লোকটী ভগবানের উক্তি। ৬৫।

ভগবদুক্তি শ্লোকটীর (ভাঃ ১১।২৫।২৫) টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বন বিবিক্ত অর্থাৎ জনবিরল বলিয়া তথায় বাস সাত্ত্বিক। ভগবানের নিকেতন সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাবহেতু নির্গুণ ও গুণাতীত স্থান।" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"স্পর্শমণিন্যায়ানুসারে ভগবানের সম্বন্ধ-মাহাত্ম্যে নিকেতন নির্গুণ।" প্রকরণটী বৈকুণ্ঠসম্বন্ধীয় বলিয়া 'ভগবন্নিকেতনে'র অর্থাৎ এখানে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে। নচেৎ যেখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই স্থানই নির্গুণ। এইজন্য ভক্তের হৃদয় নির্গুণ, যেহেতু "তোমার (বৈষ্ণবের) হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম" (শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, ৪৫)। ভক্তের গৃহ পর্যন্ত, যেখানে কেবল ভগবানেরই ভজন বা সেবা হয়, তাহাও নির্গুণ ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতিতে গাহিয়াছেন—"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" প্রপঞ্চে প্রকটিত ভগবদ্ধামসমূহও নির্গুণ, তবে "সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল।" "দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্মুখজন" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৯২)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গদেব, রামচন্দ্রকে প্রাকৃতজনসমূহ প্রাকৃতগুণে গুণী বলিয়াই ধারণা করিয়াছে। সেইরূপ তাঁহাদের ধাম বৃন্দাবনাদিতে অপ্রাকৃত নির্গুণ বিচারের পরিবর্তে সাধারণ লোকের প্রাপঞ্চিক দৃষ্টি। বৈষ্ণবাচার্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ জড়ভোগে বিমুক্ত হইয়া বনবাসী হ'ন। ক্রমোন্নতিপথে তাঁহারা ক্রমশঃ বৃন্দাবনের সৌন্দর্য জানিতে পারেন। রাজসিক ব্যক্তিগণ ভোগ্য পদার্থ লইয়া সুভোগ ও কুভোগের সন্ধানে নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবিশিষ্ট হ'ন। তামসিক ব্যক্তিগণ জয়, পরাজয় প্রভৃতি দ্যূত ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া বাস করেন। আর ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তিযুক্ত হইয়া ভগবদ্বসতিস্থলে বাস করিবার যোগ্যতা ত্রিগুণাতীত কেবল শুদ্ধভক্তের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।"

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ। শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ততে গতঃ॥"

অগমৎ জগাম, শিব ইতি শেষঃ। শ্রীশুকঃ॥ ৬৬॥

বৈকুণ্ঠলোকস্য নিত্যত্বং মোক্ষধিকারিভক্ত্যেকলভ্যত্বম্ চ

নিত্যত্বম্ (ভাঃ ২।৫।৩৯)—

"গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ। মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥"

অনুবাদ

এবং যে স্থানপ্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না (অর্থাৎ পুনরায় সংসারদশাপ্রাপ্ত হইতে হয় না), সেই তমোগুণাতীত (প্রকৃতির পর) ভাস্বর (সমুজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়) বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।" এই সার্ধশ্লোক শ্রীশুকদেবের উক্তি। (৬৬)

টিপ্পনী

বৈকুণ্ঠ নৈর্গুণ্যের আশ্রয়, ইহা পরবর্তী শুকোক্তিতে "বৈকুণ্ঠং ··তমসঃ পরম্"-দ্বারা বলা হইয়াছে। স্বামিপাদ টীকায় 'বৈকুণ্ঠে'র প্রতিশব্দ শ্বেতদ্বীপ দিয়াছেন। আর চক্রবর্তিপাদ "তমসঃ পরম্"-অর্থে 'প্রকৃতির অতীত' বলিয়াছেন। শ্রীশিব কিরূপ অবস্থায় বৈকুণ্ঠে গেলেন, সেই প্রসঙ্গটী এথানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। দুরাত্মা বৃকাসুর কেদারতীর্থে শ্রীশিবের উৎকট আরাধনা করিলে তিনি যখন বর দিতে আগমন করেন, পাপাত্মা অসুর প্রার্থনা করিল যে, সে যাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহারই মৃত্যু হইবে। শ্রীশঙ্কর তাহাতে প্রতিশ্রুতি দিলে সে বরের সত্যতা পরীক্ষা-জন্য তাঁহারই মস্তকে হস্ত দিতে উদ্যত হইল। তিনি ভীত হইয়া স্বর্গাদি সর্বত্র ধাবিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার প্রতিকার না করিতে পারায় তিনি বৈকুণ্ঠে গেলেন। শ্রীনারায়ণ তৎপূর্বেই বালকব্রহ্মচারিবেশে বৃকাসুরের সমক্ষে গিয়া শিবের নিন্দা করেন এবং তাঁহার বরের মূল্য নাই বলিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে নিজ মস্তকে হাত দিতে বলেন। তখন অসুর ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া তাহাই করিলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল। দেব, ঋষি প্রভৃতি সকলে তদ্দর্শনে পুষ্পবৃষ্টি করেন।

বৈকুণ্ঠের বিশেষণ বলা হইয়াছে 'যতো নাবর্ততে গতঃ'—যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না। শ্রীগীতায় (১৫।৬ ও ৮।২১) ভগবান্ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"—অর্থাৎ 'যেখানে গমন করিয়া যোগিগণ আর পুনরাবর্তন করেন না, তাহাই আমার পরম ধাম।' অন্তিম বেদান্তসূত্রেও (৪।৪।২২) বলিয়াছেন "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। ইহার গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন—"মুক্তপুরুষের সর্বদাই ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্ত ভগবল্লোক-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তির স্বর্গ হইতে পতনের ন্যায় ক্ষয় হয়, না হয় না ? এই সংশয়ের উত্তর এই সূত্র। ভগবদুপাসনাদ্বারা প্রাপ্ত ঐ লোকপ্রাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্তন হয় না, যেহেতু শব্দ বা শ্রুতিতে তাহা বলিয়াছেন, যথা "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং না বর্তন্তে"—অর্থাৎ 'এই পথে (ভগবদুপাসনাযোগে) প্রতিপদ্যমান (প্রাপ্ত) লোক হইতে মানবের যে আবর্ত, তাহাতে আবৃত্তি হয় না।' 'ন খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে। ন চ পুনরা-বর্ততে"—অর্থাৎ উপাসক ঐ ভাবে থাকিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের লোকপ্রাপ্ত হয়; তথা হইতে পুনরাবর্তন হয় না।' ···ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ৮।১৬) 'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক লইয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'···। উদ্ধৃত অন্তিম বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে যে অন্তিম ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন (ছাঃ ৮।১৫।১) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার "ন চ পুনরাবর্ততে" বাক্যের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ বলিয়াছেন—"শরীরগ্রহণায় পুনরাবৃত্তেঃ প্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাৎ"—অর্থাৎ "ব্রহ্মলোক (ভগবল্লোক) প্রাপ্তের শরীরগ্রহণের নিমিত্ত পুনরাগমনের নিষেধ আছে।" ৬৬।

টীকা চ—"ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্তী"—ইত্যেষা। ব্রহ্মভূতো লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ৬৭ ॥

মোক্ষসুখতিরস্কারিভক্ত্যেকলভ্যত্বম্—

"যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-, চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়া কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-, স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা, দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যত্ব শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন (ভাঃ ২।৫।৩৯)—"সেই বিরাট্ পুরুষ ভগবানের গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়হইতে তপোলোক, মস্তকসমূহদ্বারা সত্যলোক কল্পিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠনামক ব্রহ্ম বা ভগবানের লোক নিত্য।" স্বামিপাদের টীকা—"ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠনামক সনাতন নিত্য, উহা সৃজ্য (সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত) প্রপঞ্চের (মায়িক জগতের) অন্তর্বর্তী নহে।" এই টীকা। ব্রহ্ম-লোক অর্থাৎ ব্রহ্মভূত লোক। (৬৭)

বৈকুণ্ঠলোক মোক্ষসুখকে তিরস্কার করে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসের সুখের নিকট মোক্ষসুখ অতি তুচ্ছ ও উহা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহা শ্রীব্রহ্মা দেবগণকে (ভাঃ ৩।১৫।২৩,২৫)

টিপ্পনী

উদ্ধৃত শ্লোকটীর সহিত ইহার পূর্ববর্তী (৩৮) শ্লোকটীর অন্বয়। এইজন্য তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ।"—অর্থাৎ 'সেই মহাপুরুষের কটি পর্যন্ত পদদ্বয়দ্বারা পাতাল অবধি ভূর্লোক, নাভিদেশ হইতে ভুবর্লোক, হৃদয়দ্বারা স্বর্লোক এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা মহর্লোক কল্পিত।' "ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ। সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাশ্চ পরিকীর্তিতাঃ।" (অগ্নিপুরাণ)। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাতটী উপরিস্থিত লোককে সপ্তলোক বলে। ইহাদের কথাই এই দুইটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। ভূঃ—পৃথিবী, এখানে সপ্তলোক পক্ষ বলিতে গিয়া, ইহার সহিত সপ্ত অধোভুবনও, যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল,—এগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে স্বতন্ত্র বিচার করিলে চতুর্দশ ভুবন। ভুবঃ—অন্তরীক্ষ—"ভূমিসূর্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদি-মুনিসেবিতম্"—এখানে সিদ্ধ মুনি-গণ। স্বর্—এখানে পুণ্যভোগার্থ আগত জনগণ। আর অপর চারটীতে—"চতুর্থে তু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ। প্রজানাং পতিভিঃ সর্বৈঃ সেব্যতে পঞ্চমো (জনলোকঃ) পুমান্॥ মনুঃ সনৎকুমারাদ্যা বৈরাজশ্চ সুতাস্ত্রয়ঃ। ষষ্ঠে (তপোলোকে) তু সংস্থিতা হ্যেতে দেবা দেববিরোধকাঃ। সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্ভববাসিনাম্। ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ।" মহর্লোকের কল্পবাসী বলিতে যাঁহাদের ব্রহ্মার একদিন পরিমাণ পরমায়ুঃ ; তাহা দৈবদ্বি-সহস্রযুগ। প্রজাপতিগণ জনলোকবাসী। মনুসনৎকুমারাদির তপোলোকে বাস। সত্যলোক ব্রহ্মার লোক। তত্রত্য অধিবাসিগণের ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যে আর পুনর্বার জন্ম হয় না। তাঁহাদের কোনও প্রতীঘাত অর্থাৎ বাধা, ব্যাঘাত ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সত্যলোক ব্রহ্মার লোক বা ব্রহ্মলোক হইলেও উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মভূতলোক) বৈকুণ্ঠলোককে বলা হইয়াছে, যাহা সপ্তলোকের বা চতুর্দশভুবনের অতীত। শ্রীজীবপাদ 'ব্রহ্মলোকে'র ব্যাসবাক্য দিয়াছেন 'ব্রহ্মভূতঃ লোকঃ'—অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মের তুল্য লোক' ; সুতরাং ইহা বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মার লোক সত্যলোক নয়।৬৭।

ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-, বৈক্লব্য বাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।২৩,২৫)

যদ্বৈকুণ্ঠং, যচ্চ নোঽস্মাকমুপরিস্থিতং, নঃ স্পৃহণীয়শীলা ইতি বা। দূরে যমো যেষাং তে, সিদ্ধত্বেন দূরীকৃতযমনিয়মাঃ সন্তো বা ব্রজন্তীতি। ভর্তুর্মিথঃ সুযশস ইত্যনেন তথাবিধায়া ভক্তের্মোক্ষসুখতিরস্কারিত্বপ্রসিদ্ধিঃ সূচিতা।

অনুবাদ

বলিতেছেন। (প্রথম শ্লোকটীর অনুবাদ ৬১তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকটীর অনুবাদ এখানে প্রদত্ত হইতেছে। (ভাঃ ৩।১৫।২৫): "যাঁহারা সর্বদেবগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির সেবাপ্রভাবে শমন ভয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, (অথবা—যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছেন), যাঁহারা কারুণ্যাদিগুণযুক্ত, এবং পরস্পর শ্রীহরির সুমঙ্গল নামরূপগুণলীলা-বর্ণনে অনুরাগ-নিবন্ধন যাঁহাদের চক্ষুতে জলবিন্দুসহ অঙ্গে পুলকাদি বিকার প্রকটিত হয়, তাঁহারা আমাদিগের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা—) যাহা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, আর যাহা আমাদিগের উপরিস্থিত, অথবা আমাদের স্পৃহণীয়শীল অর্থাৎ যাঁহাদের শীল বা উৎকৃষ্ট গুণাদি আমাদের স্পৃহণীয় (---'নঃ' বা 'আমাদের' এই পদের দুই প্রকার অন্বয়—আমাদিগের 'উপরি' বা আমাদের 'স্পৃহণীয়শীল')। 'দূরেযমাঃ'—যাঁহাদের হইতে যম (কালান্তক) দূরে, অথবা যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া যমনিয়ম দূর করিয়া

টিপ্পনী

বৈকুণ্ঠলাভ তাঁহারাই করিয়াছেন যাঁহারা মোক্ষসুখকে গর্হণপূর্বক কেবলভক্তিযোগে শ্রীভগবানের সেবক। মোক্ষসুখ ব্রহ্মানন্দ ভক্তিসুখের নিকট অতি তুচ্ছ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুধাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি ॥" —অর্থাৎ 'ব্রহ্মানন্দকে পরার্ধগুণ করিলেও সে আনন্দ ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুর সহিত তুলনাযোগ্য নহে।' শ্রীজীবপাদ 'পরার্ধগুণীকৃতঃ'-পদের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় বলিয়াছেন —'পরার্ধকাল সমাধিযোগে যে সুখ তাহাও' ভক্তিসুখের নিকট অতি তুচ্ছ। শ্রীরূপপাদ হরিভক্তিসুধোদয় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"হে ভগবান্, আমি (প্রহ্লাদ) আপনার দর্শনলাভে বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদের ন্যায় বোধ করিতেছি।" এইরূপ ভক্তিসুখে সুখী ভক্তগণই বৈকুণ্ঠবাসের অধিকারী। ৬৭।

শ্রীব্রহ্মোক্তির প্রথম শ্লোকটীর (ভাঃ ৩।১৫।২৩) বিবৃতি ৬১তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় (ভাঃ ৩।১৫।২৫) শ্লোকটীর টীকার উপসংহারে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকার ভক্তি মোক্ষসুখের তিরস্কারিণী। প্রথম শ্লোকটীতে যাহারা বৈকুণ্ঠলাভের অযোগ্য, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যাঁহারা যোগ্য, তাঁহাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে। দেবগণ নিমেষ বা নেত্রনিমীলনরহিত বলিয়া তাঁহাদিগকে অনিমেষ বলা হইয়াছে। ঋষভ— উত্তরপদে অর্থাৎ পুরুষবাচকশব্দের পরে থাকিলে ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ, যথা—"স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ। সিংহ-শার্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ।" —ইত্যমরঃ (অমরকোষ অভিধান)। এই নিমিত্ত 'অনিমিষাম্ ঋষভঃ'—এর অর্থ 'দেবগণের শ্রেষ্ঠ'; ইহা বলিয়া শ্রীহরিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার অনুবৃত্তি বা অনুসরণ অর্থাৎ সেবা। 'দূরেযমাঃ'—ইহার পরিবর্তে আর একটী পাঠ স্বামিপাদ তাঁহার টীকায় গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ দিয়াছেন—'দূরী-কৃতাহংকারাঃ'—অর্থাৎ 'যাঁহারা সকল অহংকার দূর করিয়া দিয়াছেন।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদ 'উপরি নঃ'—ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'তাঁহারা আমাদেরও উপরিভূত অর্থাৎ অধিক, যেহেতু তাঁহাদের শীল আমাদেরও স্পৃহণীয়, প্রাপ্ত নহে।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং, কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ, কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥"
ইত্যাদৌ—(ভাঃ ৩।১৫।৪৮) ইতি সনকাদ্যুক্তেঃ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্॥ ৬৮॥

বৈকুণ্ঠলোকস্য সচ্চিদানন্দরূপত্বম্

সচ্চিদানন্দরূপত্বম্ (ভাঃ ১১।২০।৩৭)—
"এবমেতন্ময়াদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ। ক্ষেমং বিদন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥"

অনুবাদ

দিয়া বর্তমান, তাঁহারাই (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। 'ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ' অর্থাৎ 'ভর্তা হরির সুযশ পরস্পর কীর্তনে (অনুরাগহেতু)' ইত্যাদি বলায় সেই প্রকার ভক্তি মোক্ষসুখকে তিরস্কার বা অবজ্ঞা করে, ইহা প্রসিদ্ধ—এই কথাই সূচিত হইয়াছে। শ্রীসনকাদি কুমারচতুষ্টয়ের উক্তি হইতে ঐ সূচনাই পাওয়া যায়, যথা (ভাঃ ৩।১৫।৪৮): "হে ভগবন্, আপনি 'কীর্তন্যতীর্থযশাঃ' অর্থাৎ আপনার যশ কীর্তনার্হ ও পাবক; যাঁহারা আপনার চরণে একান্ত শরণপ্রাপ্ত হইয়া আপনার কথার কুশল রসতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা আপনার আত্যন্তিক প্রসাদ মোক্ষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণনা করেন না, তা' আপনার উন্নত ভ্রূকুঞ্চনে ভয়ে ভীত অন্য অর্থাৎ ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব?" মূলশ্লোক দুইটী দেবগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি। (৬৮)

টিপ্পনী

সে শীল হইতেছে যে তাঁহারা পরস্পর প্রণয়বান্ বলিয়া প্রভু হরির কথার বিশেষ আস্বাদ উপলব্ধি করেন। পুরাণাদিতে কখনও কখনও কোনও কোনও অসুরের বৈকুণ্ঠে ক্ষণিক গমনের কথা শুনা যায় বটে, সে গমনও কিন্তু তত্রত্য চিদ্বিভূতি-সুখের অনুভবের অভাবহেতু অগমনেরই সমান; যেমন বিবিধ গৌরভাদিগুণযুক্ত, মণিময় রাজপ্রাসাদে কৌতুকবশে রাজাজ্ঞাতেই নিজপুরের পরিজনবর্গকে দেখাইবার জন্য সময় সময় ব্যাঘ্র-ভল্লুকের প্রবেশ হয়, সেইরূপ স্বীয় অপ্রাকৃত-নিত্য-বৈকুণ্ঠধামবাসী নিজভক্তগণকে কৌতুকবশে দেখাইবার নিমিত্ত প্রাকৃত পদার্থসমূহ কখনও বা ঘোরসত্ত্ব (ভীষণ-স্বভাব) অসুরগণকে, কখনও বা সাত্ত্বিক ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে, কখনও বা ত্রিগুণাতীত সনকাদি মুনিগণকে স্বেচ্ছায় ভগবান্ই আনয়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাদের অযোগ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে নিঃসারিতও করেন। কিন্তু আপনার ঐকান্তিকী ভক্তিসিদ্ধগণকে নিজ পার্ষদদ্বারা বিমানযোগে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন এবং সেখানে নিত্য বাস করান, স্বধামের মাধুর্য, স্বলীলাদির মাধুর্য তাঁহাদিগকে আস্বাদ করান—এই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে।" এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐকান্তিক ভক্তিরসে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, বৈকুণ্ঠবাসে একমাত্র তাঁহাদেরই অধিকার। শ্রীসনকাদি মুনিগণকৃত শ্লোকে (ভাঃ ৩।১৫।৪৮) দেখা যাইতেছে যে ভগবৎকথারসিক ভক্তগণ মোক্ষকে নগণ্য বলিয়া আদর করেন না। শ্রীচক্রবর্তিপাদ শ্লোকটীর টীকায় বলিয়াছেন—"আপনার সাক্ষাৎকারের কথা দূরে থাক্, পরোক্ষেও আপনার কথার কীর্তনানন্দও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক। আত্যন্তিক অর্থাৎ মোক্ষনামক সাযুজ্য পর্যন্তও আপনার প্রসাদকে তাঁহারা আপনার প্রসাদ বলিয়াই গণনা করেন না, আদর করেন না, তা' অন্য বা ইন্দ্রাদিপদের কথা আর বলারই যোগ্য নয়। সে সব পদে আপনার ভ্রূ-উত্তোলনের ভয় নিহিত। আপনার কথারসজ্ঞগণই কুশল, আর অপরে অকুশল। সে কথা কিরূপ? সে কথায় আপনার কীর্তনযোগ্য, পাবন বলিয়া তীর্থস্বরূপ যশসমূহ বর্তমান।" "অঙ্গ" পদটী সম্বোধন বাচক। বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে শ্রীব্রহ্মা মূলশ্লোকগুলি দেবগণকে বলিয়াছিলেন। ৬৮।

যে পথঃ জ্ঞানকর্মভক্তিলক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্, জ্ঞানকর্মণোরপি ভক্তেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্বাৎ। ক্ষেমং মদ্ভক্তিমঙ্গলময়ং মৎস্থানং পরমং ব্রহ্মেতি বিদুর্জানন্তি। ইত্থমেবোদাহরিষ্যতে চ (ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫)—

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠধামের সচ্চিদানন্দরূপত্ব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(ভাঃ ১১।২০।৩৭): "যাঁহারা আমার উপদিষ্ট আমাকে প্রাপ্তির এই উপায়সমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অশুভনিবারক কল্যাণপ্রদ আমার বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন, যাহাকে জ্ঞানিগণ পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)—আমার পথসমূহ অর্থাৎ জ্ঞানকর্মভক্তিলক্ষণাত্মক আমাকে পাইবার উপায়সমূহ ভক্তগণের পক্ষে ভক্তির

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ এই শ্লোকগুলির স্বামিপাদের টীকার অনুযায়ী অর্থগ্রহণ না করিয়া শেষের মন্তব্যটী করিয়াছেন। প্রথম (ভগবদুক্ত) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"…তে ক্ষেমং কালমায়াদিরহিতং মম লোকং বিদন্তি যৎ পরমং ব্রহ্ম তচ্চ বিদুঃ।" —অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষেম অর্থাৎ কালমায়াদিরহিত আমার লোক লাভ করেন, আর যিনি পরমব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানেন।" ঐ 'চ'-কারটী উহ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কথা আনিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ অর্থ দেখাইয়াছেন যে বৈকুণ্ঠকেই তাঁহারা পরমব্রহ্ম বলিয়া জানেন। পরবর্তী (ভাঃ ১০।২৮।১৪) শ্লোকে স্বামিপাদের টীকা—"স্বং ব্রহ্মস্বরূপং, লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যঞ্চ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্।"— অর্থাৎ "নিজেকে অর্থাৎ নিজের ব্রহ্মস্বরূপ ও লোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনামক, যাহা তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত। এখানেও 'চ'-যোগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ দেখাইলেন ও বৈকুণ্ঠ দেখাইলেন—এই অর্থ করা হইয়াছে। তাই জীবপাদ বলিতেছেন যে, "তমসঃ পরম্"—ইহাকে যেমন বৈকুণ্ঠের বিশেষণ করিলেন, "স্বং"-পদটীও বৈকুণ্ঠের বিশেষণরূপে অর্থ করাই সমীচীন। শ্রীজীবপাদ সেইজন্য বলিতেছেন যে, এই দুইস্থলে আগন্তুক 'চ'-কারকে আনিয়া স্বামিপাদ সরল অর্থের পরিবর্তে কষ্টকল্পনাত্মক অর্থ, দিয়াছেন। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ২৭শ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ শ্রীল স্বামিপাদসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যস্বরূপ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি (ভাবার্থদীপিকা টীকা) সম্প্রতি মধ্যদেশ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে অধিবাসী অদ্বৈতবাদিগণকে শ্রীভগবানের মহিমার মধ্যে অন্তঃপ্রবেশ করাইবার জন্য অদ্বৈতবাদপর কিছু লিখনদ্বারা বিচিত্রিত করিলেও তাহার মধ্যে যে সকল অংশ শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অনুগত, তাহা যথাবৎ এই গ্রন্থে লিখিত হইবে। তাঁহার অন্য কোনও গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুদ্ধভক্তিপর হইলে তদনুসারেও এই গ্রন্থে লিখিত হইবে।" (অস্মদীয় শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬০-৬১)। মূলে "পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাম্"—এই গৌরবে বহুবচন-প্রয়োগ তাঁহাকে যথার্থ সম্মানার্হ বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এখানে দুইটী ক্ষেত্রেই 'চ'-আগন্তুক ব্যবহার করিয়া অবান্তরভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'ব্রহ্মস্বরূপ' লইয়া স্বামিপাদ ব্যস্ত হওয়ায় উহা শুদ্ধভক্তির অনুগত না হওয়ায় জীবপাদ তাঁহার মতের সমাদর করিতে পারেন নাই। তথাপি "তৈঃ" এই গৌরবাত্মক বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। বিশেষতঃ দেখাইয়াছেন যে, 'প্রকৃতির অতীত'—বৈকুণ্ঠের এই বিশেষণ ব্যবহার যুক্তই হইয়াছে।

গৌড়ীয় আচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ভগবদুক্ত (ভাঃ ১১।২০।৩৭) শ্লোকটীর বিবৃতিতে শ্রীজীবপাদের অনুবর্তনে বলিয়াছেন—"অন্যাভিলাষ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাদি জীবের নিঃশ্রেয়স ধর্ম হইতে পারে না। এইগুলি ভগবৎসেবাবৈমুখ্য হইতে জাত বলিয়া অনিত্য ও অসম্পূর্ণ। ভগবৎ-কথা পালন-পর ভক্তসম্প্রদায় ভক্তিপথ গ্রহণপূর্বক

"ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥" ইতি।

অনুবাদ

প্রথম অবস্থায় কোনও ক্ষেত্রে ও কোনও কালে জ্ঞান-কর্ম কিঞ্চিৎ সহায় হয় বলিয়া (ঐ তুইটীকে উপায় বলা হইয়াছে)। 'ক্ষেম'-অর্থাৎ আমার ভক্তিযোগে মঙ্গলময়। আমার ধামকে তাঁহারা পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। এই প্রকার উদাহরণও দেওয়া হইবে (ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫)—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সেইস্থান চিন্ময়,

টিপ্পনী

সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াও পরব্রহ্মের ভূমিকা বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া চরমকল্যাণ প্রাপ্ত হ'ন। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান-ফলে বদ্ধজীবের পরমাশ্রয় ভগবৎপাদপদ্মের সেবালাভ ঘটে না। কেবল ভগবৎসেবকগণই চরমকল্যাণ লাভ করেন।"

দশমস্কন্ধের (ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫) শ্লোকদ্বয়ের প্রসঙ্গটী জিজ্ঞাসু পাঠকগণের জন্য প্রদত্ত হইতেছে। আসুরী বেলায় যমুনায় স্নানের জন্য ব্রজরাজ নন্দকে বরুণের ভৃত্যগণ লইয়া গেল। সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয় হইতে তাঁহাকে লইয়া আসেন। বরুণালয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রীনন্দ জ্ঞাতিগণের নিকট উহা বর্ণন করেন। তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম-পদ দেখিতে অভিলাষ জানাইলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদে স্নান করাইয়া ব্রহ্মলোক দর্শন করাইলেন। ভাঃ ১০।২৮।১৪ শ্লোকে 'ইতি সঞ্চিন্ত্য"—অর্থাৎ 'এইরূপ চিন্তা করিয়া' বলা হইয়াছে, সুতরাং ইহার পূর্ব শ্লোকটীও প্রসঙ্গনির্ণয়জন্য আলোচ্য, যথা (ভাঃ ১০।২৮।১৩)—"জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥" —অর্থাৎ 'এই সকল ব্রজবাসী আমার নিজ-জন। ইঁহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মদীয় মাধুর্যলীলায় আবিষ্ট হওয়ায় অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্মফলে যাহাদিগের দেবতির্যগাদি উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়, সেই সকল লব্ধ-জন্ম জীবের সহিত আপনাদিগকে সমান মনে করিয়া আপনাদের গতি জানিতেছেন না।' শ্রীল চক্রবর্তি-পাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এখানে এরূপ কুব্যাখ্যা করা যুক্ত নয় যে, 'এই ব্রজবাসী অবিদ্যাজনিত কামকর্মফলে দেবতির্যগাদি উচ্চনীচ যোনিতে পুনঃ পুনঃ পর্যটন করিতে করিতে নিজের গতি অর্থাৎ আমার প্রদেয় মুক্তি ও বৈকুণ্ঠবাস—তাহা জানে না। মনে রাখিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদিভাবময় নন্দাদি ব্রজবাসী নিত্য-সিদ্ধ, তাঁহাদের অবিদ্যাকামকদর্থ ঘটিত সংসারের সম্ভাবনা নাই। শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে (ভাঃ ১০।৬।৪০) বলিয়াছেন 'যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য পুত্রভাবে দেখিয়া থাকেন, সেই সকল গোপগোপীর অজ্ঞানজন্য সংসার সম্ভবপর নহে।'" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা চক্রবর্তিপাদ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন, যথা—"আমার পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসী এই পৃথিবীতে অবিদ্যা বা আত্মস্বরূপসম্বন্ধে অজ্ঞান, তাহা হইতে কাম, তাহা হইতে কর্ম, তাহা হইতে উচ্চনীচ গতি, যেমন বরুণাদি দেবলোকে সুখৈশ্বর্য, আর এই পৃথিবীতে মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতির দুঃখাদিযুক্ত অনৈশ্বর্য ; এই সমস্ত দেখিয়া নরলীলায় বর্তমানহেতু আপনাদিগকে সাংসারিক বলিয়া ভ্রম করিয়া আপনাদিগের নিজগতি যে সকলের পক্ষে দুর্লভ, তাহা জানিতেছেন না। এই আমার পিতা বরুণলোকে গমনপূর্বক সে স্থানের মায়িকসম্পদ দেখিয়া নিখিল বৈকুণ্ঠের সার যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাকে উহা হইতে হীন মনে করিতেছেন। যাঁহাদিগের চরণরেণু ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, এমন নিজ-দিগকে তুচ্ছ বরুণ হইতেও নিকৃষ্ট মনে করিতেছেন, আর সেইরূপই আমার প্রতি পুত্রভাবময় প্রেমবান্ হইয়াও তজ্জনিত মহামাধুর্য নিত্য আস্বাদন করিতে করিতেও তদপেক্ষা মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোককে অধিক মনে করিতেছেন। ......মুক্তিতে

উভয়ত্রাপি চকারাদ্যধ্যাহারাদিনা ত্বর্থান্তরং কষ্টং ভবতি। তৈরেব চ "তমসঃ—প্রকৃতেঃ পরম্"

অনুবাদ

অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, স্ব-প্রকাশ, নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ। মুনিগণ নির্গুণ হইলে সমাধিযোগে সেই স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হ'ন।" এই উভয় ক্ষেত্রেই (ভাঃ ১১।২০।৩৭ ও ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫) 'চ' এই পদ উহ্য

টিপ্পনী

কেবল ব্রহ্ম আস্বাদিত হ'ন। ...সেই ব্রহ্ম আমার নির্বিশেষ ব্যাপক অতীন্দ্রিয় জ্যোতিমাত্র। আর পদ্মপুরাণে কথিত "অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী'—এই বচন অনুসারে মথুরামণ্ডলমধ্যবর্তী এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ...তাহা হইলেও মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোক পূর্বে দেখা না থাকায় তাহার লাভের স্পৃহা যখন হইয়াছে, তখন শ্রীনন্দাদিকে ঐ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠের অনুভব উপলব্ধি করাইয়া দিই—এই ভাবার্থ।" "ইতি সঞ্চিন্ত্য" (১৪) শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠের সুখানুভব করাইয়া নিত্যাস্পদ শ্রীবৃন্দাবন যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা জানাইয়া দিই—এই বিচার করিয়া তিনি দেখাইলেন। যেহেতু তিনি মহাকারুণিক, তাই ব্যতিরেকভাবে বৃন্দাবনের মাধুর্ব উহা হইতে উৎকৃষ্ট তাহা জানাইবার জন্যই দেখাইলেন।" .. তৎপরবর্তী (১৫) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সত্য—অবাধ্য অর্থাৎ বাধারহিত, জ্ঞান—অজড়, অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন, সনাতন—শশ্বৎসিদ্ধ। গুণ নিরস্ত হইলে যাহা দেখেন, তাহাই কৃপাপূর্বক দেখাইলেন।" ইহার পর চক্রবর্তিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৃন্দাবন ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্ববশতঃ এই প্রকার (সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি) হইলেও মায়াবিভূতির মধ্যবর্তী বলিয়া, বৃন্দাবনের মাধুর্য অধিক। অতএব (পূর্ব-শ্লোকে কথিত) 'তমসঃ পরম্' তমোমধ্যবর্তী সত্যজ্ঞানাদিরূপ জ্যোতি নয়। তবে ব্রহ্মস্বরূপ হইতেও বিচিত্রলীলাময় ভগবৎস্বরূপ অতি মধুর, তাহা শ্রীশুকদেবাদি আত্মারাম ভক্তগণের অনুভব হইতে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ।..."

বিষয় বস্তুটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া আর দুইটী (১৬ ও ১৭শ) শ্লোকের অনুবাদ টীকা দিয়া প্রকরণটী পূর্ণ করা হইতেছে ও তৎপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ হইতে এই শ্লোকপঞ্চকের (১৩-১৭) শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার সংক্ষেপ দেওয়া হইতেছে। ১৬শ ও ১৭শ শ্লোক—"শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নন্দাদি গোপগণ ব্রহ্মহ্রদে নীত ও মগ্ন হইয়া (ব্রহ্মদর্শনপূর্বক) পরে তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধৃত (উত্থাপিত) হইয়াছিলেন। তাহার পর ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, যেখানে পূর্বে অক্রূর গিয়া দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। নন্দাদি গোপগণ তদ্দর্শনে পরমানন্দে সুখী হইয়াছিলেন, এবং মূর্তিমান্ বেদগণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—দেখিয়া তাঁহারা অতি বিস্মিত হইয়াছিলেন।" চক্রবর্তি-টীকা—"ব্রহ্মই হ্রদের ন্যায়। তাহাতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিশেষ (সবিশেষত্বের) জ্ঞান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে তাহাই পাওয়াইলেন; তখন তাঁহারা মগ্ন হইয়া গেলেন (নির্বিশেষভাব প্রাপ্ত হইলেন)। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন অর্থাৎ স্বীয় অতর্ক্য অচিন্ত্য শক্তিবলে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও উদ্ধার করিলেন। তাহা হইতে উত্থাপিত হইয়া ব্রহ্মেরই লোক যে বৈকুণ্ঠ, তাহা দর্শন করিলেন। অন্য সকলে যেমন সংসারহ্রদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ব্রহ্মানুভব করেন, সেইরূপ প্রেমবান্ গোপগণ ব্রহ্মহ্রদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক দেখিলেন; অতএব সর্বস্ব-নাশকর সাযুজ্যরূপ যে বিপদ, তাহা হইতে বৈকুণ্ঠ সুখকর—ইহাই ভাবার্থ। প্রেমরহিত ব্রহ্মসুখের অনুভব অপেক্ষা প্রেমসহিত বৈকুণ্ঠসুখের অনুভব শ্রেষ্ঠ; আবার তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেমময় গোকুলের সুখানুভব (১৬)। বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়া তাঁহারা পরমানন্দে সুখী হইয়াছিলেন। ইহার ভাব এই যে, বৈকুণ্ঠীয় গোলোকে স্থিত বৃন্দাবনের তাঁহাদের বৃন্দাবনের সহিত সাধর্ম্য অর্থাৎ একই প্রকার দেখিয়া তাঁহারা সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন—আমাদেরই কৃষ্ণকে এই জ্যোতির্ময় স্তাবকগণ স্তব করিতেছেন, ইহারা কে? অপরিচিত ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাও

ইতি বৈকুণ্ঠস্যাপি বিশেষণত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি। শ্রীভগবান্ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ

আছে বলিয়া অন্য অর্থ করিতে গেলে, তাহা কষ্ট কল্পনামাত্র হয়। তাঁহারাই (যাঁহারা ঐ অর্থান্তর করেন) "তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্" (তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে অতীত), ইহা 'বৈকুণ্ঠের'ও বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলশ্লোকটী শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। (৬৯)

টিপ্পনী

যায় না; তাঁহাদের মধ্যবর্তী কৃষ্ণ আমাদিগকে দেখিয়াও নিকটেও আসিতেছে না, দুই হাত দিয়া আমাদের গলাও ধরিতেছে না, উহার নিকটে গিয়া উহাকে ক্রোড়েও উঠাইতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, আর আজ কি কৃষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গেল? উহার মাতা উহাকে ভোজন করাইতে না পারিলে কিরূপে জীবনধারণ করিবে?—ইত্যাদি প্রকার বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাঁহারা লীলাশক্তি-প্রেরিত মায়াকর্তৃক পুনরায় বৃন্দাবনে আনীত হইলেন—ইহা ঊহ্য। এই প্রকরণের ইহাই যে অর্থ, তাহা শ্রীমৎপ্রভুবর রূপগোস্বামিচরণ স্তবমালায় লিখিয়াছেন, যথা—"লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো, নাস্তি কাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো, গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দঃ॥" —অর্থাৎ 'বৃন্দাবন অপেক্ষা রম্য কোনও লোক (স্থান) কুত্রাপি নাই, ইহা (বুঝাইতে) যিনি (যে শ্রীকৃষ্ণ) বন্ধুবর্গকে শীঘ্র সুন্দরভাবে বৈকুণ্ঠ দেখাইয়া পুনরায় গোষ্ঠে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই মুকুন্দ আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে এই শ্লোকপঞ্চকের (১৩-১৭) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—আমার নিজজন এই গোপগণ ইহলোকে অবিদ্যা-জনিত কাম্যকর্মদ্বারা রচিত দেবতির্যগাদি উচ্চ-নীচ যোনিতে লব্ধজন্ম ব্যক্তি-দিগের সহিত নিজগতিকে অভিন্ন মনে করিয়া স্বীয় গতি (অবস্থা) জানিতে পারিতেছেন না। যদ্যপি এই ভ্রম বৃন্দাবনীয় মাধুর্যলীলা-পোষণের নিমিত্ত মদীয় লীলাশক্তিদ্বারা রচিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের সর্ববিলক্ষণা নিজগতি দর্শন করাইয়া ঐ ভ্রম বিদূরিত করিব—ইহাই তাৎপর্য। গোপগণের নিজলোক গোলোক। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।২৯) 'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু' শ্লোকে ধামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; সেই বর্ণিত বৈভবের দ্বারা বরুণের প্রপঞ্চলোকগত বৈভব তিরস্কৃত হইয়াছে। তাহা তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত—প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হয় না বলিয়া তৎসম্বন্ধে অসংশ্লিষ্ট। অতএব ঐ লোক সচ্চিদানন্দময়; এই জন্য "সত্যং জ্ঞানং"—ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সত্যাদি-রূপ যে ব্রহ্ম, গুণাতীত অবস্থায় ঋষিগণ যাহা অনুভব করেন, তাহাই (সেই ব্রহ্মই) স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের প্রাকট্য-দ্বারা সত্যাদিরূপ ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া গোপদিগকে দর্শন করাইয়াছিলেন।

অনন্তর বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে গোপদিগের তাদৃশ দর্শন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মহ্রদ বা অক্রূরতীর্থ, তথায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নীত, সেই স্থানে তাঁহার আজ্ঞায় নিমগ্ন, পুনরায় তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোলোকনামক ধামদর্শন করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মহ্রদে পূর্বে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে 'স্বাং গতিং' বলায় তদীয়তা-নির্দেশ অর্থাৎ ঐ স্থান গোপগণের নিজ-ধামরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; 'গোপানাং স্বং লোকং' বলিয়া ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা ঐ লোকের সহিত গোপদিগের সম্বন্ধ, ও 'স্বং'-শব্দে তথায় গোপদিগের অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে; এবং 'কৃষ্ণ'-শব্দে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হইয়াছে। সুতরাং ইহাদ্বারা অন্য বৈকুণ্ঠকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া গোলোকই প্রতিপাদিত হইয়াছে। গোলোক-দর্শনে তাঁহাদের পরমানন্দে সুখ এবং বিস্ময়ের কথা উপযুক্তই, কারণ (শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতমতত্ত্ব, তথাপি তাঁহাদের পুত্রাদিরূপে উদিত।) (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৬শ অনুচ্ছেদ)।

তথৈব (ভাঃ ২।২।১৭-১৮)—

"ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ, কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ, ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-, যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা, হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥"

অতৎ চিদ্ব্যতিরিক্তং, নেতি নেতীত্যেবমুৎস্রষ্টুমিচ্ছবো দৌরাত্ম্যং ভগবদাত্মনোরভেদ-দৃষ্টিং বিসৃজ্য, অর্হস্য শ্রীভগবতঃ, পদং চরণারবিন্দং, পদে পদে প্রতিক্ষণং, হৃদা উপগুহ্য আশ্লিষ্য,

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব ঐরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ২।২।১৭-১৮)—"অনিমিষ অর্থাৎ দেবগণেরও পর অর্থাৎ শাস্তা কাল আত্মস্বরূপপ্রাপ্ত যোগীর নিকট প্রভু অর্থাৎ কিছু করিতে সমর্থ ন'ন ; আর যে দেবগণ মাত্র প্রাকৃত জগতের উপর ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব করেন, তাঁহারা সে স্থানে প্রভু হইবেন কি প্রকারে ? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়, বিকার অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব, মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব ও প্রধান অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির সে স্থলে কিছুই প্রভাব নাই। (১৭)। (তাঁহাদের ঐ প্রকার হইবার কারণ দেখাইতে বলিতেছেন)—যেহেতু তাঁহারা অতৎ অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত আর সমস্তকেই 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ইহা নয়—বলিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, দৌরাত্ম্য বা দুষ্টবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুব্যতিরিক্ত অন্য সকলের সহিত সৌহৃদ্যশূন্য হইয়া, এবং অর্হ্য অর্থাৎ পূজ্য শ্রীবিষ্ণুর পদ হৃদয়ে অলিঙ্গিত রাখিয়া সেই প্রসিদ্ধ (তদ্বিষ্ণোঃ

টিপ্পনী

এই প্রকরণটী শ্রীজীবপাদের এত প্রিয় যে, তিনি শ্রীব্রহ্মসংহিতায় গোকুলের আবরণভূমিবর্ণনপ্রসঙ্গের (৫।৫) টীকায় শ্রীনন্দের বরুণলোক দর্শন হইতে শেষ পর্যন্ত (১০-১৭ শ্লোক) উদ্ধারপূর্বক তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয়বস্তুটী এত হৃদ্রসায়ন যে তাহাও এখানে উদ্ধার করিয়া আস্বাদের জন্য লুব্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু ইতোমধ্যেই এই প্রকরণ অত্যধিক স্থান গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া লোভসংবরণপূর্বক আর অধিক আলোচনা হইতে বিরত হইলাম ।৬৯।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব ভক্তিযোগ বা শিক্ষাদানপ্রসঙ্গে কিরূপে স্থূলরূপ ধারণা হইতে মন জিত হইলে তাহা সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণা করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের পূর্ব (১৬শ) শ্লোকে বলিয়াছেন—"মনকে অমল বুদ্ধিযোগে নিয়মিত করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতির দ্রষ্টা জীবে বিলয় করিবেন। তখন জীবকে শুদ্ধ জীবাত্মায়, তাহাও ব্রহ্মে অবরুদ্ধ করিয়া শান্তিলাভপূর্বক অন্য কর্তব্য হইতে বিরত হইবেন।" উদ্ধৃত প্রথম (১৭শ) শ্লোকের প্রথম 'যত্র'-পদের অর্থ স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'আত্ম-স্বরূপে' ও চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন 'প্রাপ্তব্রহ্মস্বরূপে', অর্থাৎ যিনি ১৬শ শ্লোকে 'সক্ষোপশান্তি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ; দ্বিতীয় 'যত্র'-পদটীর অর্থ 'ব্রহ্মে' বলা হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ অবতারণিকায় বলিয়াছেন—"মুক্তপুরুষকে কেহ অতিক্রম করে না। দেবগণ যে কালের অধীন, সেই কালেরই তাঁহার উপর প্রভাব নাই, দেবগণের ত' দূরের কথা।" শ্লোকটীর দ্বিতীয়ার্ধের অবতারণিকায় বলিয়াছেন—"ষোড়শশ্লোকে যে 'ব্রহ্মে'র কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ কি ?' তদুত্তর—ব্রহ্মে সত্ত্বাদি, অহঙ্কারাদির স্পর্শ নাই, সুতরাং প্রাপ্তব্রহ্ম-স্বরূপ পুরুষে তাহাদের প্রভাবের সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীজীবপাদ কেবল ১৮শ শ্লোকটীরই টীকা দিয়াছেন, ১৭শ শ্লোকটী স্পর্শ করেন নাই। ১৮শ শ্লোকটীই

নান্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তো যদামনন্তি জানন্তি, তদ্বৈষ্ণবং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ব্রহ্ম-স্বরূপমেব তদিতি তাৎপর্য্যম্। অনেন প্রেমলক্ষণসাধনলিঙ্গেন নিরাকাররূপমর্থান্তরং নিরস্তম্। অত্র নিরাকারপরায়ণস্যাপি মুক্তাফলটীকাকৃতো দৈবাভিব্যঞ্জিতা গীর্যথা "তৎ পরং পদং বৈষ্ণব-মামনন্তি।" অধিকৃতাধিষ্ঠিতরাজাধিষ্ঠিতত্বাৎ ব্রহ্মাদিপদানামপি বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতত্বাৎ পরমিত্যুক্তং

অনুবাদ

পরমং পদম্') বৈষ্ণব (বিষ্ণুর) পর বা শ্রেষ্ঠপদ পদে পদে প্রতিক্ষণ আমনন অর্থাৎ সম্যগ্ভাবে চিন্তা করেন। (১৮)।" (গ্রন্থকারের টীকা)—অতৎ—চিদ্-ব্যতিরিক্ত (অর্থাৎ অচিৎ), 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়)—এই প্রকার উৎসর্গ বা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, দৌরাত্ম্য—ভগবান্ও আত্মার মধ্যে অভেদ দৃষ্টি বিসর্জন দিয়া (বা পরিত্যাগ করিয়া), অহ্ন অর্থাৎ শ্রীভগবানের পদ অর্থাৎ চরণারবিন্দ, পদে পদে—প্রতিক্ষণ, হৃদয় দিয়া উপগূহন অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া, যাঁহাদের সৌহৃদ অন্যে নাই—এমন হইয়া, যাহা আমনন করেন অর্থাৎ জানেন, সেই বৈষ্ণবপদ শ্রীবৈকুণ্ঠই, তাহা ব্রহ্মস্বরূপই—ইহাই

টিপ্পনী

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের বৈকুণ্ঠের 'সচ্চিদানন্দত্ব' এই প্রকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট; ১৭শ শ্লোকটী তাহারই অবতারণা জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র; এইজন্য তিনি ঐ শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াও ব্যবহার করেন নাই। ১৮শ শ্লোকটীর তাৎপর্য বলিয়াছেন—ঐ যোগী চিত্তত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তুকে 'নেতি নেতি' বলিয়া তাহাদের ত্যাগপরায়ণ, আর ভগবান্ ও জীবে অভেদ দৃষ্টিরূপ দৌরাত্ম্য তাঁহার নাই; তিনি প্রতিক্ষণ ভগবৎপাদপদ্ম ধারণপূর্বক অন্য কিছুতে আসক্তিশূন্য; আর তিনি বৈষ্ণবপদ শ্রীবৈকুণ্ঠকে ব্রহ্মস্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) বলিয়াই সম্যগ্ভাবে জানেন। ভগবৎপাদপদ্ম হৃদয়ে আলিঙ্গন ভিন্ন অন্য কিছুতে সৌহৃদ্যশূন্যতা প্রভৃতি প্রেমলক্ষণময় সাধনচিহ্নগুলির ব্রহ্মের নিরাকার রূপের সহিত সমঞ্জস হয় না; অতএব ইহাদের ঐ নিরাকাররূপের নিরাস করিলেন। শ্রীজীবপাদ 'দৌরাত্ম্য'-শব্দে 'ভগবানে ও জীবে অভেদ বুদ্ধি' বলিয়াছেন, যেহেতু ইহা অপেক্ষা জীবের মূল প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমলাভের অধিক অন্তরায় আর কিছু নাই। স্বামিপাদ ইহার অর্থ 'দেহাত্মাত্মত্ব' অর্থাৎ 'দেহে আত্মবুদ্ধি' বলিয়াছেন; চক্রবর্তিপাদ 'বিষ্ণুকলেবরে মায়িকবুদ্ধি' বলিয়াছেন, আর একটি অর্থ দিয়াছেন—'কেবল-জ্ঞানিদিগের ন্যায় নির্বুদ্ধিত্ব'। তিনি একটি প্রশ্ন উঠাইয়াছেন যে, 'অতৎ-উৎসর্গকারী' না। বলিয়া 'তাহা করিতে ইচ্ছুক' মাত্র বলা হইল কেন? উত্তর দিয়াছেন—'যখন নিজ প্রভু ভগবানের ব্রহ্মস্বরূপ কেবল অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মাত্র অতৎ-ত্যাগের ইচ্ছা করেন; কিন্তু সর্বথা ভগবৎসেবার উপকরণরূপে দৃশ্য বস্তু ত্যাগ করেন না'।

শ্রীজীবপাদ নিরাকাররূপ নিরসন প্রসঙ্গে 'মুক্তাফল টীকাকা'রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'মুক্তাফল' গ্রন্থটী হেমাদ্রিকার বোপদেবকৃত। তিনি বৈষ্ণব; তাঁহার 'হেমাদ্রি'গ্রন্থে ভাগবত শ্লোক উদ্ধারপূর্বক শ্রীহরিকীর্তনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, ইহা আমরা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ২৩শ অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি। তবে 'মুক্তাফলে'র টীকাকার সম্বন্ধেই 'নিরাকারপরায়ণ' বলা হইয়াছে। তিনি পর্যন্ত 'তৎ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি' দৈবক্রমে বলিয়া ফেলিয়াছেন। "পরং পদম্' অর্থে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন 'শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ'; বৈকুণ্ঠে তাঁহার পার্ষদবর্গ থাকিলেও তিনিই অধিষ্ঠাতা; তাঁহারা তাঁহার সেবকসূত্রে সেখানে অধিষ্ঠান করেন।

"নির্দিষ্টলক্ষণ ভূমা (ভগবান্) কোথায় অবস্থিতি করেন?"—শ্রীনারদের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসনৎকুমার ঋষি

বিষ্ণুনৈবাধিষ্ঠিতমিত্যর্থ ইতি। অতএব শ্রুতাবপি তস্য স্বমহিমৈকপ্রতিষ্ঠিতত্বম্—

"সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১) ইতি। অতএবোক্তম্—
"ক ইত্থা বেদ যত্র স" (কঠ উঃ ১।২।২৫) ইতি। শ্রীশুকঃ ॥ ৭০ ॥

"ক ইত্থে"ত্যাদিশ্রুতেরর্থত্বেনাপি স্পষ্টমাহ (ভাঃ ৪।২৯।৪৮)—

"স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ। আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকমতদ্বিদঃ॥"

অনুবাদ

তাৎপর্য। এই প্রেমলক্ষণসাধনের অর্থপ্রকাশসামর্থ্যদ্বারা অন্য অর্থ যে নিরাকাররূপ, তাহা নিরস্ত হইয়াছে। এখানে নিরাকারপরায়ণ মুক্তাফলটীকাকারেও দৈবপ্রকাশযোগে এই সম্বন্ধে বাক্য (অর্থাৎ স্বীকৃতি) হইতেছে "তৎ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।" অধিকৃত অর্থাৎ প্রজাগণের অধিষ্ঠিত ভূমি যেমন রাজারই অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ ব্রহ্মাদিপদসমূহও বিষ্ণুকর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া 'পর' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বিষ্ণুদ্বারাই অধিষ্ঠিত। অতএব শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, তিনি (বিষ্ণু) একমাত্র স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, যথা—(ছাঃ ৭।২৪।১) "সেই ভগবান্ কিসে প্রতিষ্ঠিত ? (উত্তর) স্বীয় মহিমাতে।" অতএব বলা হইয়াছে (কঠ ১।২।২৫)—"সেই পরমাত্মা (যাঁহাকে প্রবচনাদিদ্বারা পাওয়া যায় না, কেবল স্বানুগ্রহেই যিনি লভ্য—২৩শ মন্ত্র)—তিনি যেখানে (স্বমহিমায়) অবস্থিত, তাহা কে এই প্রকারে (২৪শ মন্ত্র কথিত প্রজ্ঞানসহযোগে) জানিতে পারে ?" শ্লোক দুইটী শ্রীশুকোক্তি। (৭০)

(পূর্বানুচ্ছেদের অন্তে উদ্ধৃত) "ক ইত্থা"—ইতি কঠশ্রুতির অর্থরূপে শ্রীনারদ স্পষ্টই বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।২৯।৪৮)—"ধূম্রধী অর্থাৎ মলিনবুদ্ধি লোকেরা বেদশাস্ত্রকে কর্মপর বলিয়া থাকে ; সেইজন্য

টিপ্পনী

(উদ্ধৃত ছাঃ ৭।২৪।১) বলেন "সেই ভূমা আপন মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত।" ভগবানের 'মহিমা'—পর ব্রহ্ম (ভাঃ ৮।২৪।৩৮): "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।" সুতরাং ভগবৎপ্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। ইহাই প্রকরণ সঙ্গত অর্থ। কঠোদ্ধৃত (১।২।২৫) মন্ত্রের অর্থে শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ বলিয়াছেন "প্রাকৃতবুদ্ধি সাধনরহিত কোন ব্যক্তি, যেখানে তিনি অর্থাৎ আত্মা, তাহা জানে না।" কঠ ১।২।২২ মন্ত্রে বলিয়াছেন—"বহুশাস্ত্রাদিজ্ঞানসত্ত্বেও পরমাত্মতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে, যদি ভগবদ্ভক্তিযোগে তাঁহার কৃপা লাভ না হয়। ঐ ১।২।২৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পাপাচরণ ও বিষয়প্রবণতা হইতে বিরত হইয়া একাগ্রচিত্ত ও সমাধির ফল প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল প্রজ্ঞানসহকারে সে পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তি সাধন ব্যতিরেকে পরমাত্মার ধাম বৈকুণ্ঠের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় না। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইহাই আলোচনা হইবে। ৭০।

অনেকের প্রাচীনবর্হিঃ রাজার পরিচয় জানিতে ঔৎসুক্য হইতে পারে ; এই জন্য অতি সংক্ষেপে তাঁহার কথা সামান্য কিছু বলা হইতেছে। ভগবদাবেশাবতার পৃথু রাজার কথা সকলেই জানেন, যিনি অর্চন-ভক্তির আদর্শ ও যাঁহা হইতে 'পৃথিবী' বা 'পৃথ্বী' নামের উৎপত্তি। প্রাচীনবর্হিঃ পৃথুরাজার প্রপৌত্র। তাঁহার 'প্রচেতা' (প্রচেতঃ) নামে খ্যাত দশটী পুত্র শিবোপদেশে ভগবান্ বিষ্ণুর বিশেষ তপস্যা করেন। সেই সময়ে শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিঃ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 'পুরঞ্জন' নামক এক রাজার উপাখ্যানের মাধ্যমে ভগবৎসেবাবিমুখিনী ভোগবুদ্ধির কুফলসম্বন্ধে উপদেশ দানপূর্বক এই শ্লোকেরই পূর্ব শ্লোকে রাজাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"অজ্ঞানতাহেতু পরমার্থরূপে প্রতীয়মান,

যে ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকং কর্মমাত্রপ্রতিপাদকমাহুস্তে জনার্দনস্য স্বং স্বরূপং লোকং ন বিদুঃ, কিন্তু স্বর্গাদিকমেব বিদুঃ। যত্র—লোকে। শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রুতিস্মৃতিষু বৈকুণ্ঠস্য প্রাকৃতত্বং নিরস্তম্

এবঞ্চ (ভাঃ ৬।৯।৩৩)—"ওঁ নমেস্তেঽস্তু ভগবন্" ইত্যাদি গদ্যে "পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুট-পারমহংস্যধর্মেণোদ্‌ঘাটিততমঃকবাটদ্বারেঽপাবৃত আত্ম-লোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্।"

অনুবাদ

তাহারা বেদের অর্থে অনভিজ্ঞ। অতএব যেখানে ভগবান্ জনার্দন বিরাজমান্, সেই বৈকুণ্ঠকে তাহারা (স্বরূপাবস্থায় প্রাপ্য) তাহাদের নিজেদের ধাম বলিয়া জানে না।" (গ্রন্থকারের টীকা)—যে সকল ধূম্রধী ব্যক্তি বেদকে সকর্মক অর্থাৎ মাত্র কর্মেরই প্রতিপাদক বলিয়া থাকে, তাহারা শ্রীজনার্দনের স্ব অর্থাৎ স্বরূপ লোক জানে না; কিন্তু স্বর্গাদি লোকই জানে। যত্র—যে লোকে। শ্লোকটী প্রাচীনবর্হিঃ রাজার প্রতি শ্রীনারদের উক্তি (৭১)

এইরূপই দেবগণ শ্রীহরির "ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবান্" ইত্যাদি পদ্য স্তবে (ভাঃ ৬।৯।৩৩) বলিয়া-ছেন—"হে ভগবন্, পরমহৎসপরিব্রাজক সাধুগণকর্তৃক পরম সুদৃঢ় যমনিয়মাদিদ্বারা আত্মযোগ সমাধি-

টিপ্পনী

কেবল কর্ণাভিরাম, বস্তুতঃ বাস্তববস্তুর সহিত সম্পর্কমাত্ররহিত, কর্মসমূহে পরমার্থ বুদ্ধি করিও না।" ইহার পরে আরও কিছু উপদেশ-প্রাপ্ত রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিঃ কপিলমুনির আশ্রমে গিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তির সহিত ভগবানের পাদপদ্ম অনুক্ষণ ভজন করিতে করিতে ভগবৎসারূপ্যমুক্তি লাভ করেন।

শ্লোকটীর টীকায় অবতারণিকারূপে স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বেদবাদিগণ বলে যে, বেদে স্বর্গাদিসাধনরূপে কর্ম-সমূহের কথা বলিয়াছেন; আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি (পূর্ব শ্লোকে) কেন বলিতেছেন যে, কর্মসমূহ বাস্তববস্তুর সহিত সম্পর্করহিত?—প্রাচীনবর্হির এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এখানে তাহারই উত্তর দিতেছেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়া-ছেন—"কর্মসমূহ যখন পরমার্থ নয় (পূর্ব শ্লোকে যেমন কথিত হইল), তখন আমার বিদ্বান্ মুনি পুরোহিতগণ কেন আমাকে যাগাদি কর্ম করাইতেছেন? —বর্তমান শ্লোকটী এইরূপ একটী আশংসিত প্রশ্নের উত্তর। যেখানে জনার্দনদেব (ভগবান্) থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠ যে স্বীয় প্রাপ্য তাহা তাহারা জানে না, কিন্তু স্বর্গকেই নিজপ্রাপ্য বলিয়া জানে।..." 'ধূম্র'-শব্দের অর্থ ধূমলবর্ণ অর্থাৎ ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। গীতা ৩।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন "ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয়...সেইরূপ কামদ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়।" অতএব 'ধূম্রধীঃ'-এর অর্থ ধূমের দ্বারা আবৃতজ্ঞান ব্যক্তি। ধূমের মলিনতার বা পরমার্থলাভে বাধার কথা গীতায় (৮।২৫ শ্লোকে) উপাসক কোন্ পথে গেলে আবার প্রপঞ্চে ফিরিতে না হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন। "ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন—ইহাদের উপলক্ষিত গমনকারী কর্মযোগী স্বর্গের চন্দ্রলোক লাভ করিয়া পুনরাবর্তন করেন।" ইহার পরের শ্লোকে বলিয়াছেন—"অগ্ন্যাদিদ্বারা উপলক্ষিত শুক্লমার্গদ্বারা অনাবৃত্তি-লাভ হয়, আর ধূমাদিদ্বারা উপলক্ষিত মলিনমার্গদ্বারা পুনরাবর্তন হয়।" অতএব দেখা যাইতেছে যে মলিনবুদ্ধি লোকদের পুনরায় সংসার প্রাপ্তি হয়। কর্মকাণ্ডীয় যাজ্ঞিক লোকেদের চক্ষু যেমন যজ্ঞের ধূমে অন্ধপ্রায়, তাহাদের শুভপ্রাপক জ্ঞানও সেইরূপ লুপ্তপ্রায় হয়। সাধুর মুখে তত্ত্ব শুনিলে প্রাচীনবর্হির ন্যায় তাহাদেরও মঙ্গল লাভ হয়। ৭১।

তমঃ প্রকৃতিরজ্ঞানং বা। আত্মলোকে স্ব-স্বরূপে লোকে। 'এষ আত্মলোক এষ ব্রহ্মলোক' ইতি। "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" (মাণ্ডুক্য ২।২।৭) ইত্যাদি শ্রুতৌ; পিপ্পলাদ-শাখায়াম্—

"যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং, নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।
এতল্লোকা ন বিদুর্লোকসারং, বিদন্তি তৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ।" ইতি।

"পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তীতি" পরস্যাম্। "তদ্বা এতৎপরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি ন সূর্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষস্তদানন্দং শাশ্বতং শান্তং

অনুবাদ

যোগে পরিভাবিত অর্থাৎ সর্বতোভাবে চিন্তিত পরিস্ফুট অর্থাৎ সম্যক্-প্রকাশিত ভগবদ্ভক্তিরূপ পারমহংস্যধর্মপ্রভাবে চিত্তের তমোরূপ কটাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে অপাবৃত বা উন্মুক্ত আত্মলোক বৈকুণ্ঠে স্বয়ং প্রাপ্ত নিজসুখানুভূতিসহ আপনি বর্তমান।" (গ্রন্থকারের টীকা)—তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতি বা অজ্ঞান। আত্মলোকে নিজস্বরূপভূত লোকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই আত্মলোক, এই ব্রহ্মলোক"; "দিব্য ব্রহ্মপুরে (বা বৈকুণ্ঠে) পরমাত্মা অবস্থিত।" (মুণ্ডক ২।২।৭) ইত্যাদি; বেদের পিপ্পলাদশাখায় বলিয়াছেন—"সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরম নিত্য পদ বৈকুণ্ঠকে জানিতে হইবে, যাহা সুধীগণ বৈষ্ণব (বিষ্ণুর) বলিয়া সমক্ জানেন। ইঁহারা লোককে সর্বলোকের সারস্বরূপ বলিয়া জানে না; তাহা যোগনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন বা প্রাপ্ত হ'ন। ইহার পরের শাখায় বলিয়াছেন—"পরতত্ত্ব ভগবান্‌কর্তৃক (প্রকৃত) স্বর্গ গুহায় (গুপ্তভাবে) নিহিত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন, যেখানে যতিগণ প্রবেশ করেন।"

টিপ্পনী

দেবগণের ভগবৎ-স্তবের প্রসঙ্গটী এইরূপ। ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির অবমাননা করাতে তিনি চলিয়া গেলে দেবগণের ঐশ্বর্যধ্বংস হয়। তখন দেবগণ বৃহস্পতির স্থলে প্রজাপতি ত্বষ্টার মহা-তেজস্বী পুত্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপের জননী রচনা দৈত্যকন্যা ছিলেন। বিশ্বরূপ অসুরগণকে যজ্ঞভাগ দান করিতেন—জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। তখন ত্বষ্টা পুত্রহন্তা ইন্দ্রের বধসাধনজন্য যজ্ঞ করেন। তাহাতে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইল। তাঁহার প্রভাবে দেবগণ নিস্তেজ হইয়া গেল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা একমাত্র ভয়ত্রাতা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন। দেবগণ প্রথমে দুইটী শ্লোকে স্তব আরম্ভ করেন। তাহার পর বহুল পরিমাণে গদ্যে স্তব করিয়া একটী শ্লোকে উপসংহার করেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ইহার কারণ দেখাইয়াছেন—"মিতাক্ষরাণি পদ্যানি ন মীয়ন্তে হরের্গুণাঃ। ইতি পদ্যৈরতুষ্যন্তঃ সদ্যো গদ্যেন তুষ্টুবুঃ।" —অর্থাৎ 'পদ্যে অক্ষরসমূহকে পরিমিতভাবে সজ্জিত করিতে হয়, তাহাতে হরির অনন্ত গুণ উচ্ছ্বাসের সহিত পরিমাণ করিয়া বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং দেবগণ পদ্যে স্তব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গদ্যে স্তব করিলেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভক্তির উদ্রেকে তাঁহারা অনেক প্রকার সম্বোধন করিয়া ভগবান্ যে দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব, তাহা বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন।" গদ্যটীতে উদ্ধৃতাংশের পূর্বের অংশটী এই—"ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদি পুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক

সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ। তদেতদৃচাভ্যুক্তং "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমি'তি" শ্রীনৃসিংহ পূর্বতাপন্যাম্।

ন ত্বিয়মপি ব্রহ্মপরত্বেনৈব ব্যাখ্যেয়া, বন্দিতত্বেন যত্র গত্বেত্যনেন চ তদনঙ্গীকারাৎ। যতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ শ্রীবিষ্ণুলোকমুদ্দিশ্য ঋগিয়মনুস্মৃতা। যথা (বিঃ পুঃ ২।৮।৯৩-৯৮)—

অনুবাদ

শ্রীনৃসিংহ পূর্বতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন—"অতএব এই পরমধাম মন্ত্ররাজ অধ্যাপকের ; এখানে দুঃখাদি নাই, সূর্য দীপ্তিমান্ নয়, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র কিরণ দেয় না, নক্ষত্রগণ আলোক দেয় না, মৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে না, কামজ-কোপজ কোনও দোষ নাই। অতএব ইহা আনন্দময়, নিত্য, সর্বদা মঙ্গলময়, ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্তৃক বন্দিত বা স্তুত, যোগিগণের ধ্যেয় ; যোগিগণ এ ধামপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না। ঋক্ মন্ত্র বলিয়াছেন—'বিষ্ণুই সেই পরম পদ বা ধাম সূরি বা পরম বিদ্বান্ সকল, লোকে যেরূপ আকাশ দেখিতে চক্ষুর সম্যক্ বিস্তার করে, সেইরূপ তাঁহাদের ভক্তি-চক্ষু সম্যক্ প্রসারিত করিয়া দর্শন করেন ; সেখানে তাঁহারা সর্বদোষশূন্য হইয়া নিত্য জাগ্রত থাকিয়া সেই বিষ্ণুর পরমধামপ্রাপ্ত হইয়া দীপ্তিলাভ করেন।"

টিপ্পনী

কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ।" বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় অর্থ বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যথা—"'হে ভগবন্' বলিয়া দেবগণ ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যপরিপূর্ণত্ব বলিয়াছেন। 'হে নারায়ণ' বলিয়া বলিতেছেন—আপনিই স্বাংশের আধিক্যক্রমে ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতির অন্তর্যামী হইয়া ক্ষীরোদ, গর্ভোদ ও কারণার্ণবশায়ী হ'ন।' 'হে বাসুদেব' বলিয়া জানাইতেছেন—'আপনি তাঁহা হইতে পূর্ণতত্ত্ব হওয়ায় চতুর্ব্যূহের (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) আদিভূত বা প্রথম তত্ত্ব।' 'হে আদি পুরুষ' অর্থে 'আপনি তাঁহা হইতেও পরিপূর্ণতর তত্ত্ব পরব্যোমনাথ'। কিরূপে এ প্রকার অবগত হওয়া যায়? তদুত্তর—'মহাপুরুষ' অর্থাৎ সেই সেই তত্ত্বের ভক্তগণের উপর আপনার মহানুভাব অর্থাৎ অনুরূপ মহাপ্রভাব'। পুনশ্চ 'মহাপ্রলয়ে আমার ভক্ত, আমার ধাম, আমার আকারের কি সংবাদ?' এই প্রশ্নের উত্তর—'পরমমঙ্গল অর্থাৎ অপ্রাকৃত মঙ্গলবস্তুসমূহ আপনার ভক্ত, ধাম প্রভৃতি, তাঁহাদের পরমকল্যাণ বা কুশলত্ব আপনা হইতেই হইয়া থাকে, যেহেতু তাঁহারা কালদ্বারা নিয়ম্য ন'ন। অধিকন্তু, হে অপারৈশ্বর্য মাধুর্যসিন্ধো, বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন আমরা কালগ্রাসে পতিত হইয়া একমাত্র আপনার করুণাই আশ্রয় করিতেছি'; তাই বলিতেছেন—'হে পরমকারুণিক। কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা যে নিজসুখ সংসারে উপলব্ধ হয় না, তাহা অনুভব করেন।' কখন?—'আত্মযোগ বা যম-নিয়মাদিযোগে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তদ্দ্বারা সর্বতোভাবে ভাবিত, ('কি হেতু'র উত্তরে। পরিস্ফুট পারমহংস্যধর্ম ভক্তিযোগদ্বারা যে চিত্তের তমঃকপাট উদ্ঘাটিত হয়, সেই চিত্তমন্দিরে আবরণ-মুক্তরূপে আত্মালোক বৈকুণ্ঠধামে আপনি বর্তমান। চিত্ত এই প্রকার হইলে তাহার মধ্যেই বৈকুণ্ঠলোক-সহিত আপনি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন অর্থাৎ প্রকাশিত হ'ন।"

বেদের পিপ্পলাদশাখায় 'নাক'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার আভিধানিক অর্থ 'স্বর্গ'। কর্মবাদিগণ সুখের স্থান বলিতে স্বর্গকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সুখ, যাহা অবশ্যই নিত্য ও অবাধ হইবে, তাহা স্বর্গে নাই।

"ঊর্ধ্বোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥
নির্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎপরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ধর্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ। তৎসার্ষ্ট্যোৎপন্নযোগর্দ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
যত্রৈতদোতং প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্। ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

অনুবাদ

এই শ্রুতিরও ব্রহ্মপর (নির্বিশেষবাদির) ব্যাখ্যা করা যাইবে না ; ধামের বর্ণিতত্ব-(স্তুতি-যোগ্যত্ব) হেতু 'যেখানে গমন করিয়া' ইত্যাদি থাকায় সেরূপ ব্যাখ্যা অস্বীকার করা যায় না, যেহেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুলোককে উদ্দেশ করিয়া এই ঋক্ মন্ত্রকে অনুস্মরণ অর্থাৎ স্মরণ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, যথা (বি পুঃ ২।৮।৯৩-৯৮ শ্রীপরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন)—"ঋষিগণের লোকের পর ঊর্ধ্বদিকে, যেখানে ধ্রুব অবস্থিতি করেন, সেই লোক আকাশে দীপ্তিমৎ দিব্য (অপ্রাকৃত) তৃতীয় (স্বর্গমর্ত্যব্যতিরিক্ত) বিষ্ণুপদ (বৈকুণ্ঠ)। হে বিপ্র, যে সমস্ত যতির সমস্ত দোষরূপ পঙ্ক নিঃশেষে নিরস্ত হইয়াছে ও যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সকল (কর্মফলরূপ) পাপপুণ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে সেই পরম স্থান তাঁহাদের যাঁহাদের অপুণ্য অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের উপরম হইয়াছে ও তাহাদের

টিপ্পনী

শ্রীযমরাজ যখন নচিকেতাকে (কঠোপনিষৎ ১।১।২৫) মৃত্যুবিষয়ে প্রশ্ন হইতে বিরত হইবার জন্য স্বর্গসুখের লোভ দেখাইলেন, তখন অতি বুদ্ধিমান্ নচিকেতা বলিলেন (কঠ ১।১।২৬) যে, যমরাজবর্ণিত ভোগ্য বস্তুসকল অতি অল্প-ক্ষণ স্থায়ী ; অধিকন্তু ব্রহ্মাদিপর্যন্তেরও জীবন পরিমিত। অতএব স্বর্গসুখ প্রকৃত সুখ নয়। শ্রীঅর্জুনকে (গীতা ৯।২০-২১) ও শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১০।২৩-২৬) শ্রীভগবান্ স্বর্গসুখের অবরত্ব অনিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলেরও প্রসঙ্গে ঐরূপ স্বর্গের কথা আসিতে পারে না ; 'নাক'-শব্দে সুখের স্থানকেই নির্দেশ করিতেছে। বৈকুণ্ঠই প্রকৃত সুখের স্থান, সুতরাং 'নাক' অর্থে এখানে বৈকুণ্ঠকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহতাপনীতে বৈকুণ্ঠকে 'মন্ত্ররাজ' অধ্যাপকে'র ধাম বলা হইয়াছে। 'মন্ত্ররাজ'—অর্থে বেদ ; 'মন্ত্রে'র প্রথম আভিধানিক অর্থই বেদবিশেষ ; 'মন্ত্ররাজ'-শব্দে সমগ্র বেদকে বুঝিতে হইবে। বেদের প্রথম শিক্ষাদাতাই ভগবান্ ; তাঁহার নিঃশ্বাসেই বেদের উৎপত্তি—"এবং অরে মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ। সাম-বেদোঽথর্বোঽঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—অর্থাৎ 'ভগবান্ কৃপাপূর্বক জীবের আদিগুরু তচ্ছিষ্য ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকটিত করিয়া-ছিলেন'। এই জন্যই ব্রহ্মার একটী নাম বেদগর্ভ, যাহা ভগবান্ স্বয়ং দিয়াছেন (ভাঃ ২।৯।১৯)। এখানে টীকায় বলিয়াছেন—"বেদগর্ভেতি সম্বোধয়ন্ বেদান্ সঞ্চারয়তি।" ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।৩)—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।"

ধ্রুবচরিত্র সকলেরই পরিজ্ঞাত। তথাপি উদ্ধৃত শ্লোকগুলির ক্রমপর্যায়ে মর্মোপলব্ধিজন্য প্রসঙ্গটী একটু আলোচিত হইতেছে (ভাঃ ৪।৮।৯): একদা মনুপুত্র রাজা উত্তানপাদ প্রেয়সী রাজ্ঞী সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া

দিবীব চক্ষুরাততং বিততং তন্মহাত্মনাম্। বিবেকজ্ঞানবৃদ্ধঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"

ইতি। তাপনী শ্রুতৌ তু "যত্র ন বায়ুর্বাতি" ইত্যাদিকং প্রাকৃত-তত্ত্বমাত্র-নিষেধাত্মকং, তত্রাপি তত্তচ্ছ্রবণাৎ।

যৎ তু (ভাঃ ৪।৯।২৯)—

"মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্। নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥"

ইতি, তথা (ভাঃ ৪।৯।৩১)—

"অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত। ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাহযাচে যদন্তবৎ ॥"

অনুবাদ

প্রাপ্তির অশেষহেতু (প্রারব্ধ ফল, বীজ, কূট ও অপ্রারব্ধ কর্মসমূহ) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাঁহারা যে স্থানে গিয়া আর শোকাদি প্রাপ্ত হ'ন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)। যোগসমৃদ্ধ হইয়া যাঁহাদের ভগবৎসার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই লোকসাক্ষী ধর্ম-ধ্রুবাদি যেখানে থাকেন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)। হে মৈত্রেয়, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব যেখানে ওতপ্রোত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)। সেই ধর্ম-ধ্রুবাদি মহাত্মগণের বিবেকজ্ঞানদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্তদর্শন চক্ষু, যেমন আকাশদর্শনের সময়, সেই মত যাহার দর্শনে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের অনন্ত ব্যাপকত্ব দর্শনে যোগ্য) হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)।"

টিপ্পনী

আদর করিতেছেন ; তখন অপ্রিয়া পত্নী সুনীতির পঞ্চবর্ষীয় পুত্র ধ্রুবও পিতৃক্রোড়ে উঠিতে গেলেন। রাজা সুরুচির ভয়ে তাঁহার সমাদর করিতে পারিলেন না। (ভাঃ ৪ ৮।১১,১৩): ঈর্ষান্বিতা সুরুচি বলিলেন—"যেহেতু তুমি আমার গর্ভজাত নয়, তখন তুমি রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নয়। যদি চাও, তবে ভগবানের তপস্যা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।" (ভা ৪।৮।১৪): ইহা শুনিয়া ও পিতাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ধ্রুব দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে ঊর্ধ্বশ্বাস ফেলিতে ও রোদন করিতে করিতে মাতৃসকাশে গমন করিলেন। (ভাঃ ৪।৮।১৯) মাতা দুঃখের অন্ত নাই দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুত্রকে বলিলেন—"বৎস, যদি উত্তমের সিংহাসনে বসিতে চাও, তবে তোমার বিমাতা যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই অনুষ্ঠান কর। (ভাঃ ৪।৮।২৩): পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিব্যতীত তোমার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ আর কাহাকেও দেখিতেছি না।" (ভাঃ ৪।৮।২৪):—জননীর বাক্য শুনিয়া ধ্রুব ধৈর্যধারণপূর্বক পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীনারদ বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গিয়া আত্মসন্তোষলাভাত্মক শান্তিমার্গের উপদেশ দিলেন। ধ্রুব বলিলেন (ভাঃ ৪।৮।৩৬-৩৭): "বিমাতার দুর্বাক্যবাণে বিদ্ধ-হৃদয়ে আপনার ঐ মহান্ উপদেশ স্থান পাইতেছে না। ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট যে পদে ব্রহ্মা মনু প্রভৃতি আমার পিতৃগণ বা অন্য যে কেহ অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, আমি সেই পদলিপ্সু, আপনি তাহারই সহজপথ বলুন।" শ্রীনারদ উপদেশ দিলেন (ভাঃ ৪।৮।৪০): "তোমার মাতা চরমকল্যাণের পথ বলিয়াছেন। তুমি একাগ্রচিত্তে ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা কর।" ইহার পর তিনি কৃত্যসম্বন্ধে এবং মন্ত্র ও ধ্যানসম্বন্ধে উপদেশ করিলেন। পরমপ্রীত শ্রীভগবান্ ধ্রুবসমক্ষে আবির্ভূত ও তৎকর্তৃক স্তুত হইয়া বলিলেন (ভাঃ ৪।৯।১৯-২০—"আমি তোমার সঙ্কল্প জানিয়া তোমাকে যে পদ প্রদান করিতেছি, তাহা কখনই ভ্রষ্ট হইবে না ও এ পর্যন্ত অন্য কেহই সে স্থান

ইতি শ্রীধ্রুবস্যাপূর্ণমন্যতা শ্রূয়তে, তদুচ্চপদকামনয়ৈব তৎপ্রার্থিতবতা তেন লব্ধমনোরথাতীতবরেণাপি স্বসঙ্কল্পমেব তিরস্কর্তুমুক্তমিতি ঘটতে। অত্র হেবোক্তং শ্রীবিদুরেণ—

"সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরেঃ" (ভাঃ ৪।৯।২৮) ইতি।

স্বয়ং শ্রীধ্রুবপ্রিয়েণ (ভাঃ ৪।৯।২৫)—

"ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্। উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে যতিঃ॥" ইতি।

অনুবাদ

পূর্বোদ্ধৃত শ্রীনৃসিংহতাপনীতে যে, 'যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় না'—প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা মাত্র প্রাকৃত বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধেই নিষেধমূলক, কারণ সেখানেও (বৈকুণ্ঠেও) অপ্রাকৃত বায়ু প্রভৃতির কথা শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।

কিন্তু ধ্রুব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির আদেশ পাইয়াও অত্যন্ত প্রীত হ'ন নাই ; তাহার কারণ মৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে বলিতেছেন (ভাঃ ৪।৯।২৯)—"বিমাতার বাক্যবাণে শ্রীধ্রুবের হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া মুক্তিপতি ভগবানের নিকট (স্বরূপে অবস্থিতিরূপ) মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই, এই জন্য তিনি পশ্চাৎতাপ পাইয়াছিলেন।" শ্রীধ্রুব ঐরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯।৩১)—"আহা কি দুঃখ! মন্দভাগা আমার অনাত্মহ অর্থাৎ অজ্ঞতা দর্শন কর ; সংসারনাশক শ্রীভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও যাহা নশ্বর, এমন বস্তুই প্রার্থনা করিয়াছি।" (গ্রন্থকারের টীকা)—শ্রীধ্রুব এই প্রকার আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, এই প্রকার শোনা যাইতেছে। সেই উচ্চপদ-কামনাতেই

টিপ্পনী

প্রাপ্ত হ'ন নাই। আর (ভাঃ ৪।৯।২২-২৪) তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবীর ভার দিয়া বনে গমন করিলে তুমি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর যজ্ঞাদিসহ রাজ্যভোগ করিয়া অন্তে আমায় স্মরণ করিতে পারিবে। (ভাঃ ৪।৯।২৫, মূলে উদ্ধৃত) পরে আমার স্থান প্রাপ্ত হইবে।" এই পর্যন্ত বলিয়া বক্তা শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রোতা শ্রীবিদুরকে বলিলেন (ভাঃ ৪।৯।২৭)—"স্বীয় অভীষ্ট পাইয়াও শ্রীধ্রুবের চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল না।" ইহা শুনিয়া শ্রীবিদুর প্রশ্ন করিলেন (ভাঃ ৪।৯।২৮)—"দয়ালু শ্রীহরির সুদুর্লভ পরমপদ (ধাম) এক জন্মে লাভ করিয়াও ধ্রুব আপনাকে কি জন্য অসিদ্ধ মনে করিলেন?" ইহার উত্তর শ্রীমৈত্রেয় মূলে উদ্ধৃত (ভাঃ ৪।৯।২৯) শ্লোক বলিলেন। শ্লোকটীর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া চক্রবর্তিপাদ ইহার দুর্গমত্ব দূর করিয়াছেন, যথা—"এখানে 'মুক্তি' বলিতে ভগবানের ভক্তিমৎপার্ষদত্ব বুঝাইতেছে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন—'বিষ্ণোরনুচরত্বং মোক্ষমাহু র্মনীষিণঃ'। এখানে মুক্তির অর্থ সাযুজ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে,কেন না শ্রীধ্রুব তাঁহার স্তোত্রের 'যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং' (ভাঃ ৪।৯।১০) শ্লোকে অরোচক বলিয়া তাহা জানাইয়াছেন। (শ্লোকটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, যথা—'হে নাথ, আপনার পাদপদ্ম ধ্যানে ও আপনার ভক্তগণের নিকট আপনার কথা-শ্রবণে যে আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ সেরূপ নহে। …') ঐরূপ মুক্তি (ভগবানের অনুচরত্বে) ইচ্ছা করেন নাই, ইহা বলাও সঙ্গত নহে, কেন না "ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং" (ভাঃ ৪।৯।১১) শ্লোকে ভক্তিই তাঁহার ইচ্ছার বিষয় বলিয়া জানা যায়। (শ্লোকটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, যথা—'যাঁহারা নিরন্তর আপনাতে ভক্তি প্রবাহিত করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ হউক।' …') তবে 'স্মরণ করিতে করিতে' এই বর্তমানকাল নির্দেশহেতু বিমাতার বাক্যবাণ-ব্যথার স্মরণদশাতে তিনি উহা

শ্রীপার্ষদাভ্যামপি (ভাঃ ৪।১২।২৬)—

"আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি।

শ্রীসূতেন চ (ভাঃ ৪।১৩।১)—"ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্।" পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে চ—"বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি॥" (ভাঃ৫।২২।১৭) ইতি। "যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি" (ভাঃ ৫।২৩।১) ইতি চ।

প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেঽপি তদ্ধর্মমুক্তত্বং "বিকারবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯) ইতি ন্যায়েন।

অনুবাদ

তিনি তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পরে মনোরথের অতীত বর (বৈকুণ্ঠ-গমন) প্রাপ্ত হইয়াও তিনি নিজে ঐরূপ সঙ্কল্পকে ধিক্কার দিয়া এই প্রকার বলিয়াছেন, এই প্রকার পাওয়া যাইতেছে। এখানে শ্রীবিদুর ইহাই বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯।২৮)—"হরির যে সুদুর্লভ পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)।" স্বয়ং শ্রীধ্রুব-প্রিয় ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯।২৫)—"তদনন্তর ঋষিগণের স্থানের উপরিস্থিত সর্বলোক-নমস্কৃত আমার স্থানে (বৈকুণ্ঠে) তুমি গমন করিবে, যে স্থান হইতে যতিগণের পুনরাবর্তন নাই।" শ্রীসুনন্দ-নন্দ নামক ভগবৎপার্ষদযুগলও শ্রীধ্রুবকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৪।১২।২৬): "সর্বজগতের বন্দনীয় সেই বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করুন।" আর শ্রীসূতগোস্বামীও বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।১৩।১): "ধ্রুবের (বিষ্ণুপদ) বৈকুণ্ঠধামে অধিরোহণবার্তা।" আর পঞ্চমস্কন্ধে (ভাঃ ৫।২২।১৭ ও ৫।২৩।১)

টিপ্পনী

ইচ্ছা করেন নাই শ্রীদেবর্ষি নারদের নিকট, ইহাই জানিতে হইবে। আর তপশ্চরণ আরম্ভের সময়েও 'আমার পিত্রাদির দুর্লভ পরমোচ্চপদ প্রাপ্তির কামনায় ভগবানের ভজন করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন সময়ে তাঁহার 'যোঽন্তঃ প্রবিশ্য' (ভাঃ ৪।৯।৬) শ্লোকোক্তিতে তাঁহার সর্বেন্দ্রিয় ভগবদাকারপ্রাপ্ত বলায় সুরুচির বাক্যবাণ স্মরণ কোথায় রহিল ? (শ্লোকটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, যথা—'যিনি চিচ্ছক্তিবলে আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ভগবল্লীলাদির বর্ণনে সমর্থ বাক্শক্তি, যাহা প্রসুপ্ত ছিল, তাহা এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই ভগবান্ আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি।' কিন্তু (উপরি লিখিত ভাঃ ৪।৯।১৯-২০ শ্লোকে) যখন ভগবান্ বলিলেন 'আমি তোমার সঙ্কল্প জানি', তখন নিজের পূর্বসঙ্কল্প স্মরণ করিয়া 'প্রভু আমার সকামত্ব-লক্ষণ ব্যভিচারের কথা বলিতেছেন'—এই লজ্জা পাইয়া অনুতাপ করিলেন—'হায়, হায়, দুর্বুদ্ধি কি করিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ? সম্প্রতি (ভাঃ ৪।৯।১১ শ্লোকে) আমার ভক্তিপ্রার্থনাকে আমার প্রভু আমার কপটিত্ব জানিয়া তদনুরূপ স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে, কিন্তু পূর্বসঙ্কল্পানুরূপ বর দিলেন।' এই প্রকার ধ্রুবের লজ্জা, অনুতাপ, দৈন্য, নির্বেদ তাঁহারই কথিত ছয়টী শ্লোকে (ভাঃ ৪।৯।৩০-৩৫) দেখা যায়।" এ ছয়টী শ্লোকের মর্ম এইরূপ—(ভগবৎপার্ষদ) "সনন্দাদি জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ বহুজন্মাভ্যস্ত সমাধিতে ভগবানের যে পদ জানিয়াছেন, মাত্র ছয় মাসে আমি তাহা পাইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু বিচ্যুত হইলাম (অর্থাৎ আমায় তিনি নিজসঙ্গে স্বধামে লইয়া গেলেন না, আবার সংসারে যাইতেছি)। এমনই মূঢ় আমি যে তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও (অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও) বিনশ্বর

অতোঽস্মিঁল্লোকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো জ্ঞেয়ঃ, তস্য তু তদানীমন্তর্ধানমেব। এতদালম্ব্যৈব হিরণ্যকশিপুনোক্তং—"কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ" (ভাঃ ৭।৩।১১) ইতি। অতোঽদ্যাপি যে তথা বদন্তি তেঽপি তত্তুল্যা ইতি ভাবঃ।

অথ মহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বন্তু সুতরামেব। যথা—নানা শ্রুতিপথোত্থাপনেন পাদ্মোত্তর-খণ্ডেঽপি (২৫৫।৫৬-৭৯) প্রকৃত্যন্তর্গতবিভূতিবর্ণনানন্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন—

"এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভুতে রূপমুত্তমম্। ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি ॥ (৫৬)
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ (৫৭)

অনুবাদ

জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনাতেও দেখা যায়—"সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর যে পরমপদ (ধ্রুবলোক), তাহা প্রদক্ষিণ-পরিক্রমা করিতেছেন।" "সপ্তর্ষিগণের স্থানের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ (ধ্রুবলোক) বলিয়া থাকেন, (যেখানে ধ্রুব এখনও অবস্থান করিতেছেন)।"

এই লোক প্রপঞ্চের (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের) অন্তর্গতরূপে (যেরূপ পঞ্চমস্কন্ধে) বর্ণিত হইলেও, প্রপঞ্চের ধর্ম হইতে মুক্ত, যেমন ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯ বলিয়াছেন, সেই ন্যায়ানুসারে। সূত্রার্থ—"মুক্তপুরুষের জন্মাদি ষড়্‌বিকার নাই; তথাপি প্রপঞ্চে তাঁহাদের স্থিতি।" অতএব প্রলয়ে এই লোকে প্রাপঞ্চিক বহিরংশের লয় হয় জানিতে হইবে, পরন্তু সেই লোকের তৎকালে অন্তর্ধান হইয়া থাকে। ইহাই অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপু বলিয়াছেন (ভাঃ ৭।৩।১১)—"ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) ব্যতীত বিষ্ণুলোক প্রভৃতি অন্য সমস্ত লোক কালবশে কল্পান্তে প্রলয়ে নির্ধূত (দূরীকৃত) হয়; সে সকল লইয়া আমার কি প্রয়োজন?" (ইহা দেবগণের শ্রীব্রহ্মার প্রতি উক্তি)। অতএব অদ্যাপি যাহারা ঐরূপ বলিয়া থাকে, তাহারাও উঁহারই মত, ইহাই ভাবার্থ।

টিপ্পনী

বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি। অসত্তম আমি শ্রীনারদের বাক্য কেন অগ্রাহ্য করিলাম? মায়াবিমুগ্ধ আমি ভগবদিতর দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিয়া ভ্রাতাকে শত্রুজ্ঞানে মনস্তাপ পাইতেছি। দুষ্প্রসাদন সংসার নিবর্তক ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়াও দুর্ভাগ্য আমি সেই সংসারই চাহিয়াছি। শ্রীহরি আমাকে স্বরাজ্য (ভক্তপ্রাপ্য ভগবৎসেবা) দান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, হায়, আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট উচ্চপদবী চাহিয়াছি।"

মূলে উদ্ধৃত ভাঃ ৪।৯।৩১ শ্লোকটী উপরিলিখিত শ্রীধ্রুবকথিত আত্মগ্লানিব্যঞ্জক ছয়টী শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়। টীকায় শ্রীধরপাদ লিখিয়াছেন—"অনাত্ম অর্থাৎ আত্মশূন্যত্ব অজ্ঞত্ব। ভববন্ধচ্ছেদক ভগবানের নিকট যাহার অন্ত আছে (বিনাশশীল) তাহা আমি প্রার্থনা করিয়াছি।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ভবচ্ছিদ্‌ অর্থাৎ প্রার্থিত না হইয়াও যিনি ভক্তের ভব (সংসার) ছেদ করেন, তাঁহার পাদমূলে গিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়া যাহা অন্তবৎ (বিনাশী) তাহাই আমি চাহিয়াছি অর্থাৎ পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি; ইহা আমারই দোষ। কিন্তু প্রভু (ভগবান্) তবুও কৃপা করিয়া আমাকে অনশ্বর (অবিনাশী) পদ দান করিয়াছেন, 'তাহার পর তুমি আমার স্থানে যাইবে' (ভাঃ ৪।৯।২৫) বলিয়া।"

শ্রীপার্ষদাভ্যামপি (ভাঃ ৪।১২।২৬)—

"আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি।

শ্রীসূতেন চ (ভাঃ ৪।১৩।১)—"ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্।" পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে চ—"বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি॥" (ভাঃ৫।২২।১৭) ইতি। "যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি" (ভাঃ ৫।২৩।১) ইতি চ।

প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেঽপি তদ্ধর্মমুক্তত্বং "বিকারবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯) ইতি ন্যায়েন।

অনুবাদ

তিনি তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পরে মনোরথের অতীত বর (বৈকুণ্ঠ-গমন) প্রাপ্ত হইয়াও তিনি নিজে ঐরূপ সঙ্কল্পকে ধিক্কার দিয়া এই প্রকার বলিয়াছেন, এই প্রকার পাওয়া যাইতেছে। এখানে শ্রীবিদুর ইহাই বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯।২৮)—"হরির যে সুদুর্লভ পরমপদ (বৈকুণ্ঠ)।" স্বয়ং শ্রীধ্রুব-প্রিয় ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯ ২৫)—"তদনন্তর ঋষিগণের স্থানের উপরিস্থিত সর্বলোক-নমস্কৃত আমার স্থানে (বৈকুণ্ঠে) তুমি গমন করিবে, যে স্থান হইতে যতিগণের পুনরাবর্তন নাই।" শ্রীসুনন্দ-নন্দ নামক ভগবৎপার্ষদযুগলও শ্রীধ্রুবকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৪।১২।২৬): "সর্বজগতের বন্দনীয় সেই বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করুন।" আর শ্রীসূতগোস্বামীও বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।১৩।১): "ধ্রুবের (বিষ্ণুপদ) বৈকুণ্ঠধামে অধিরোহণবার্তা।" আর পঞ্চমস্কন্ধে (ভাঃ ৫।২২।১৭ ও ৫।২৩।১)

টিপ্পনী

ইচ্ছা করেন নাই শ্রীদেবর্ষি নারদের নিকট, ইহাই জানিতে হইবে। আর তপশ্চরণ আরম্ভের সময়েও 'আমার পিত্রাদির দুর্লভ পরমোচ্চপদ প্রাপ্তির কামনায় ভগবানের ভজন করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন সময়ে তাঁহার 'যোঽন্তঃ প্রবিশ্য' (ভাঃ ৪।৯।৬) শ্লোকোক্তিতে তাঁহার সর্বেন্দ্রিয় ভগবদাকারপ্রাপ্ত বলায় সুরুচির বাক্যবাণ স্মরণ কোথায় রহিল? (শ্লোকটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, যথা—'যিনি চিচ্ছক্তিবলে আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ভগবল্লীলাদির বর্ণনে সমর্থ বাকৃশক্তি, যাহা প্রসুপ্ত ছিল, তাহা এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই ভগবান্ আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি।' কিন্তু (উপরি লিখিত ভাঃ ৪।৯।১৯-২০ শ্লোকে) যখন ভগবান্ বলিলেন 'আমি তোমার সঙ্কল্প জানি', তখন নিজের পূর্বসঙ্কল্প স্মরণ করিয়া 'প্রভু আমার সকামত্ব-লক্ষণ ব্যভিচারের কথা বলিতেছেন'—এই লজ্জা পাইয়া অনুতাপ করিলেন—'হায়, হায়, দুর্বুদ্ধি কি করিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম? সম্প্রতি (ভাঃ ৪।৯।১১ শ্লোকে) আমার ভক্তিপ্রার্থনাকে আমার প্রভু আমার কপটিত্ব জানিয়া তদনুরূপ স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে, কিন্তু পূর্বসঙ্কল্পানুরূপ বর দিলেন।' এই প্রকার ধ্রুবের লজ্জা, অনুতাপ, দৈন্য, নির্বেদ তাঁহারই কথিত ছয়টী শ্লোকে (ভাঃ ৪।৯।৩০-৩৫) দেখা যায়।" ঐ ছয়টী শ্লোকের মর্ম এইরূপ—(ভগবৎপার্ষদ) "সনন্দাদি জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ বহুজন্মাভ্যস্ত সমাধিত ভগবানের যে পদ জানিয়াছেন, মাত্র ছয় মাসে আমি তাহা পাইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু বিচ্যুত হইলাম (অর্থাৎ আমায় তিনি নিজসঙ্গে স্বধামে লইয়া গেলেন না, আবার সংসারে যাইতেছি)। এমনই মূঢ় আমি যে তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও (অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও) বিনশ্বর

অতোঽস্মিঁল্লোকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো জ্ঞেয়ঃ, তস্য তু তদানীমন্তর্ধানমেব। এতদালম্ব্যৈব হিরণ্যকশিপুনোক্তং—"কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ" (ভাঃ ৭।৩।১১) ইতি। অতোঽদ্যাপি যে তথা বদন্তি তেঽপি তত্তুল্যা ইতি ভাবঃ।

অথ মহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বন্তু সুতরামেব। যথা—নানা শ্রুতিপথোত্থাপনেন পাদ্মোত্তর-খণ্ডেঽপি (২৫৫।৫৬-৭৯) প্রকৃত্যন্তর্গতবিভূতিবর্ণনানন্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন—

"এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভুতে রূপমুত্তমম্। ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি ॥ (৫৬)
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ (৫৭)

অনুবাদ

জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনাতেও দেখা যায়—"সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর যে পরমপদ (ধ্রুবলোক), তাহা প্রদক্ষিণ-পরিক্রমা করিতেছেন।" "সপ্তর্ষিগণের স্থানের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ (ধ্রুবলোক) বলিয়া থাকেন, (যেখানে ধ্রুব এখনও অবস্থান করিতেছেন)।"

এই লোক প্রপঞ্চের (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের) অন্তর্গতরূপে (যেরূপ পঞ্চমস্কন্ধে) বর্ণিত হইলেও, প্রপঞ্চের ধর্ম হইতে মুক্ত, যেমন ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯ বলিয়াছেন, সেই ন্যায়ানুসারে। সূত্রার্থ—"মুক্তপুরুষের জন্মাদি ষড়্‌বিকার নাই; তথাপি প্রপঞ্চে তাঁহাদের স্থিতি।" অতএব প্রলয়ে এই লোকে প্রাপঞ্চিক বহিরংশের লয় হয় জানিতে হইবে, পরন্তু সেই লোকের তৎকালে অন্তর্ধান হইয়া থাকে। ইহাই অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপু বলিয়াছেন (ভাঃ ৭।৩।১১)—"ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) ব্যতীত বিষ্ণুলোক প্রভৃতি অন্য সমস্ত লোক কালবশে কল্পান্তে প্রলয়ে নির্ধূত (দূরীকৃত) হয়; সে সকল লইয়া আমার কি প্রয়োজন?" (ইহা দেবগণের শ্রীব্রহ্মার প্রতি উক্তি)। অতএব অদ্যাপি যাহারা ঐরূপ বলিয়া থাকে, তাহারাও উঁহারই মত, ইহাই ভাবার্থ।

টিপ্পনী

বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি। অসত্তম আমি শ্রীনারদের বাক্য কেন অগ্রাহ্য করিলাম? মায়াবিমুগ্ধ আমি ভগবদিতর দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিয়া ভ্রাতাকে শত্রুজ্ঞানে মনস্তাপ পাইতেছি। দুষ্প্রসাদন সংসার নিবর্তক ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়াও দুর্ভাগ্য আমি সেই সংসারই চাহিয়াছি। শ্রীহরি আমাকে স্বরাজ্য (ভক্তপ্রাপ্য ভগবৎসেবা) দান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, হায়, আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট উচ্চপদবী চাহিয়াছি।"

মূলে উদ্ধৃত ভাঃ ৪ ৯।৩১ শ্লোকটী উপরিলিখিত শ্রীধ্রুবকথিত আত্মগ্লানিব্যঞ্জক ছয়টী শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়। টীকায় শ্রীধরপাদ লিখিয়াছেন—"অনাত্ম অর্থাৎ আত্মশূন্যত্ব অজ্ঞত্ব। ভববন্ধচ্ছেদক ভগবানের নিকট যাহার অন্ত আছে (বিনাশশীল) তাহা আমি প্রার্থনা করিয়াছি।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ভবচ্ছিদ্ অর্থাৎ প্রার্থিত না হইয়াও যিনি ভক্তের ভব (সংসার) ছেদ করেন, তাঁহার পাদমূলে গিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়া যাহা অন্তবৎ (বিনাশী) তাহাই আমি চাহিয়াছি অর্থাৎ পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি; ইহা আমারই দোষ। কিন্তু প্রভু (ভগবান্) তবুও কৃপা করিয়া আমাকে অনশ্বর (অবিনাশী) পদ দান করিয়াছেন, 'তাহার পর তুমি আমার স্থানে যাইবে' (ভাঃ ৪।৯।২৫) বলিয়া।"

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ (৫৮)
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্। অনেককোটীসূর্যাগ্নিতুল্যবর্চসমব্যয়ম্॥ (৫৯)
সর্ববেদময়ং শুভ্রং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্। অসংখ্যমজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতম্॥ (৬০)
হিরন্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্। সমানাধিক্যরহিতমাদ্যন্তরহিতম্ শুভম্॥ (৬১)
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরং। এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ (৬২)
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ॥ (৬৩)
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্। ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি॥ (৬৪)

অনুবাদ

অতএব শ্রীমহাবৈকুণ্ঠও যে ধ্রুবলোকের ন্যায়, তাহা সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইল। যেমন নানা শ্রুতিপ্রমাণ উত্থাপন করিয়া পাদ্মোত্তরখণ্ডেও (২৫৫ অঃ ৫৬-৭৯ শ্লোক প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতিবর্ণন করিয়া শ্রীশিব ঐ প্রকারই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"হে ভূধরনন্দিনি পার্বতি, প্রাকৃতরূপ বিভূতির এই প্রকার উত্তমরূপ; এক্ষণে ত্রিপাদবিভূতির রূপ শ্রবণ কর। প্রধান (প্রাকৃত জগৎ) ও পরব্যোমের মধ্যে প্রবাহমানা বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদ যাঁহার অঙ্গ সেই পুরুষের ঘর্মজনিতজলে স্রাবিতা চিন্মাত্রময়ী বিরজানদী। সেই বিরজার পারে (তটে) অমৃত (অক্ষয়), নিত্য ; সনাতন, অনন্ত, পরমপদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত (তুরীয়) পরব্যোম বর্তমান। ব্রহ্মের (বিষ্ণুর) পদ (ধাম) শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্য

টিপ্পনী

শ্রীবিদুরের প্রশ্ন (ভাঃ ৪।৯।২৮), যাহাতে তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠকে 'হরির যে সুদুর্লভ পরমপদ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও উপরে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের উক্তিও (ভা ৪।৯ ৫২) উপরে অনূদিত হইয়াছে। পার্ষদদ্বয় শ্রীসুনন্দ-নন্দের যে উক্তিটী (ভাঃ ৪।১২।২৬) মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তটী এই—"হে ধ্রুব, আপনার পিতৃ-পিতামহগণ অথবা অপর কোন ব্যক্তি (তপস্বী) কখনও যাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, আপনি জগদ্বন্দ্য সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন।"

শ্রীসূতগোস্বামিকৃত উক্তিটী (ভাঃ ৪।১৩।১) সম্পূর্ণ এই—"শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকট ধ্রুবের বৈকুণ্ঠারোহণের কথা জ্ঞাত হইয়া শ্রীবিদুরের ভগবানের প্রতি ভক্তি দৃঢ় হইলে, তিনি আরও প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ভাঃ ৫।২২।১৭ গদ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বর্ণনা এইরূপ—"শনিমণ্ডল হইতে একাদশলক্ষ যোজনান্তরে সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত ; লোকের মঙ্গল চিন্তায় ব্রতী তাঁহারা বিষ্ণুর পরমপদকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিক্রমা করিতেছেন।" ইহারই পরবর্তী গদ্যে (ভাঃ ৫।২৩।৪) বলিয়াছেন—"সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশলক্ষ যোজনান্তরে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ। তথায় ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্মের দ্বারা বহু সম্মানের সহিত প্রদক্ষিণীকৃত মহাভাগবত ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছে।…"

বেদান্তসূত্রটীর (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯) গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন—"যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, যদি মুক্তপুরুষও কার্যান্তর্গত ভোগসমূহ উপভোগ করেন, তাহা হইলে সংসারী হইতে তাঁহার পার্থক্য নাই, কেন না ঐ ভোগসকল বিনাশী,—তদুত্তরে এই সূত্র। বিকার অর্থাৎ প্রপঞ্চ অথবা জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) ; তাহাতে যাহা বর্তমান থাকে না, তাহাই বিকারবর্তী নিরবদ্য ব্রহ্মস্বরূপ, তৃতীয় গুণসমূহ ও তৃতীয় ধামাদি। সেই সেই বিষয়ের বিদ্যাদ্বারা

হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং, ময়া চ ধাত্রা চ মুনীন্দ্রবর্যৈঃ।
যস্মিন্ পদে অচ্যুত ঈশ্বরো যঃ, সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ (৬৫)
যদক্ষরং বেদগুহ্যং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি, য উ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ (৬৬)
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। অক্ষরং শাশ্বতং নিত্যং দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ (৬৭)

অনুবাদ

প্রকৃতির অতীত), অক্ষর ; ইহা অনন্তকোটি সূর্য ও অগ্নির প্রভায় দীপ্ত। ইহা সর্ববেদময়, শুভ্র (শুক্ল দীপ্তিমৎ), সকল প্রকার প্রলয়রহিত, সংখ্যাতীত, জরা (বার্ধক্য)-রহিত,নিত্য, জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাদিবর্জিত ; ইহা হিরন্ময় (সুবর্ণশোভামণ্ডিত), মোক্ষপদ (কেবল মুক্তপুরুষগণেরই ধাম), ব্রহ্মানন্দসুখ-নামে পরিচিত ; ইহার সমান বা অধিক কিছু নাই, ইহার আদি ও অন্তও নাই, এবং ইহা শুভ (সর্বমঙ্গলময়)। দীপ্তিতে ইহা অত্যদ্ভুত রমণীয়, নিত্যকাল আনন্দসাগর (বিপুল আনন্দপূর্ণ) ; সেই বিষ্ণুর পরম পদ (বৈকুণ্ঠ) এই প্রকার বহু গুণযুক্ত। শ্রীহরির সেই পরমধাম বৈকুণ্ঠকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি উদ্ভাসিত করিতে পারে না ; যে স্থানে গমন করিয়া আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না, সেই শাশ্বত (অবিনশ্বর) নিত্য অচ্যুত অর্থাৎ অক্ষর বিষ্ণুর পরমধাম বৈকুণ্ঠকে শতকোটিকল্পকাল বর্ণন করিলে তাহা শেষ করিতে

টিপ্পনী

সেই সকল বিকারের আবৃত্তির পরিক্ষয় হওয়াতে মুক্ত পুরুষ তাঁহারই (ব্রহ্মস্বরূপের) অনুভব করিয়া থাকেন ; কিছু অল্প নয়। 'হি' অর্থে যেহেতু কঠশ্রুতি (কঠ ২।২।১) মুক্তপুরুষের ঐ প্রকার স্থিতি বলিয়াছেন। ......স্বরূপাবরণী বৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া গুণাবরণী বৃত্তি হইতেও বিমোচন প্রাপ্ত হ'ন। দুই প্রকার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করেন, অর্থাৎ অক্ষয় পুরুষার্থভাজন হইয়া থাকেন।"

উদ্ধৃত হিরণ্যকশিপুর উক্তিটীর (ভাঃ ৭।৩।১১) একটু ইতিহাস এখানে প্রদত্ত হইতেছে। বরাহরূপ ভগবান্ দৈত্য হিরণাক্ষকে বধ করিবার পর তদ্ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু অজেয় ও অদ্বিতীয় অধিপতি হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিলেন। ক্রমে তাঁহার মস্তক হইতে তপোময় অগ্নি উদ্ভূত হইয়া সকল দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত জীব সন্তপ্ত হইতে লাগিল। দেবগণ সন্তপ্ত হইলে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে তাহা বলিলেন। আর বলিলেন যে, "হিরণ্যকশিপুর সঙ্কল্প এইরূপ—'ব্রহ্মা যেমন তপস্যাদ্বারা দেবলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠলোকে অধিষ্ঠিত আছেন, আমিও বহুজন্ম তপস্যা করিয়া ঐ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব। (ইহার পর উদ্ধৃত শ্লোকে) তপস্যার তেজে আমি জগৎ অন্যরূপ করিয়া দিব। কালবশে কল্পান্তে বিনাশপ্রাপ্তিযোগ্য ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠধাম লইয়া কি হইবে ? ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরই সাধন করিব।' আপনার পদলাভের উদ্দেশ্যেই হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় আগ্রহের কথা আমরা শুনিয়াছি। হে ত্রিভুবনেশ্বর, আপনি ইহার সমুচিত বিধান করুন। আপনার এই পরমেষ্ঠীর পদ গোব্রাহ্মণাদির মঙ্গলকর। সে ইহা পাইলে সমস্তই বিনষ্ট হইবে।" বর্তমানেও যাহারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া সর্বেশ্বরেশ্বরের পদলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে, তাহাদেরও বুদ্ধি হিরণ্যকশিপুরই ন্যায়, তাহা প্রশংসনীয় নহে।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ড হইতে উদ্ধৃত (২৫৫ অঃ ৫৬-৭৯) শ্লোকগুলির পূর্বে শ্রীশিব প্রাকৃতরূপ বিভূতির উত্তমরূপ বর্ণন করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতে মায়িক ব্যাপারসমূহ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ বিভূতিমাত্র। তদতীত

আ প্রবেষ্টুমশক্যং তদ্‌ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ ॥ (৬৮)
অহং ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ন জানন্তি মহর্ষয়ঃ। সর্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সুব্রতে ॥ (৬৯)
বিষ্ণোঃ পদে পরমে তু মধ্য উৎসঃ শুভাহ্বয়ঃ। যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে স্বমুখং প্রজাঃ (৭০)
তত্র হি তৎ পরং ধাম গীয়মানস্য শার্ঙ্গিণঃ। তদ্ভাতি পরমং ধাম গোভির্গেয়ৈঃ শুভাহ্বয়ৈঃ ॥ (৭১)
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমম্। অথাতো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধঃ স হ সনাতনঃ ॥ (৭২)

অনুবাদ

পারা যায় না। হে দেবি, আমি (শিব) বিধাতা (ব্রহ্মা) ও শ্রেষ্ঠমুনিগণ শ্রীহরির ধামকে বর্ণন করিতে অসমর্থ, যে পদ বা ধাম সম্বন্ধে স্বয়ং ঈশ্বর অচ্যুত হরিই যদি বা সম্যক্ জানেন ত' জানেন, অথবা তিনিও হয় ত' জানেন না। যে ধাম অক্ষর ও বেদগোপ্য, যে স্থান সমস্ত আধিকারিক দেবগণ অবলম্বন করিয়া স্থিত, যাহা তিনিও জানেন না, তদ্বিষয়ে বেদের ঋক্ মন্ত্র কি করিবে? যাঁহারা তদ্বিষয়ে জানেন, তাঁহারা ইহাতে সম্যক্ অধিষ্ঠান করেন। পরমবিদ্বজ্জনগণ সেই অক্ষর, শাশ্বত, নিত্য, আকাশে সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ বিষ্ণুর পরমপদ নিত্যকাল দর্শন করেন। তাহাতে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সম্যক্ প্রবেশ করিতে পারেন না; তবে যোগিশ্রেষ্ঠগণ (ভক্তিযোগিগণ) শাস্ত্রমার্গে লব্ধ জ্ঞানপ্রভাবে তাহা দর্শন করেন। অয়ি সুব্রতে, আমি, ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ জানেন না; আমি সর্ব উপনিষদের অর্থ দেখিয়া বলিব। বিষ্ণুর পরমপদে (বৈকুণ্ঠে) মধ্যে শুভ নামে উৎস বর্তমান, যেখানে বহুলশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ ও তাহাদের বৎসগণ নিজসুখে থাকে। এখানেই উরুগায় (বহুকীর্তিমান্) শার্ঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ধনুর্ধর বিষ্ণুর পরম ধাম, উহা শুভনামসমূহে কীর্তিত গো বা গায়ত্রীগণ সহিত বিরাজমান। অতএব

টিপ্পনী

শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহা-বিষ্ণু বিরাট্ বিরজা নদীতে বিরাজমান, মায়িক জগৎ প্রকৃতির ধাম ও পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকের মধ্যে। বিরজার জল চিন্মাত্রময়, দেবীধাম বা মায়িকরাজ্যের অচিৎ বা জড়ের কোনও সম্বন্ধ এখানে নাই। ভগবান্ যে বেদাঙ্গ, তাহা আমরা শ্রুতিতেও (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) পাই, যথা 'এবং বা অরে মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ"—ইত্যাদি। ৫৭শ শ্লোকে 'শুভা'-পদের অর্থ জড়ক্রিয়াহীনা, নৈষ্কর্ম্যরূপিণী চিন্মাত্রময়ী। ভগবানের স্বেদজলই বিরজা নদী। ধামসমূহ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় এইরূপ বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২১।৪২-৮৭)—"তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥ অন্তঃপুর, গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। ......তার তলে পরব্যোমে 'বিষ্ণু-লোক' নাম। ...মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য ভাণ্ডার। (নারায়ণাদি) অনন্তস্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ —তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠারি অপার ॥ দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী। ......এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর। গোলোক-পরব্যোম, প্রকৃতির পার। চিচ্ছক্তি বিভূতি-ধাম, ত্রিপাদৈশ্বর্য নাম। মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান (নাম) ॥ ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর। একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ। চিরলোকপাল শব্দে তাঁহার গণন ॥......'এক-পাদ বিভূতি', ইহার নাহি পরিমাণ। 'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥" উদ্ধৃত ৫৮শ শ্লোকে পরব্যোমকে 'ত্রিপাদভূত' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—"ত্রিপাদবিভূতে র্ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি তৎ পদম্। বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥" —অর্থাৎ 'ত্রিপাদ্ বিভূতিধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদ্‌ভূত বলে; আর সমস্ত মায়িক-

সামান্যাবিযুতে দূরে অন্তেঽস্মিন্ শাশ্বতে পদে। তস্থতুর্জাগরূকেঽস্মিন্ যুবানৌ শ্রীসনাতনৌ ॥ (৭৩)
যতঃ স্বসারো যুবতী ভূ-লীলে বিষ্ণুবল্লভে। অত্র পূর্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনাঃ। (৭৪)
তে হ নাকং মহিমানং সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ। তৎ পদং জ্ঞানিনো বিপ্রা জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ॥ (৭৫)
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। তস্মিন্ বন্ধবিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বসুখং পদম্(৭৬)
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ। মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ (৭৭)
অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পরম্। নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্ ॥ (৭৮)
পর্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্নোঽচ্যুতস্য হি। তস্য ত্রিপাদ্‌বিভূতেস্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ ॥"(৭৯)

ইত্যাদি। এতদ্রীতিকশ্রুতয়ো বৈদিকেষু প্রায়ঃ প্রসিদ্ধা ইতি নোদাহ্রিয়ন্তে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে জিতন্তে স্তোত্রে—

অনুবাদ

ব্রহ্মের (ভগবানের) লোক আদিত্যবর্ণ স্বপর-প্রকাশক, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির পারে অর্থাৎ অপ্রাকৃত, উত্তম জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ ও সনাতন (নিত্য)। সাধর্ম্যসংযুত, অতিদূরস্থ, সর্ব-সীমান্ত, নিত্যজাগ্রৎস্বরূপ এই নিত্য ধামে নিত্যতারুণ্যযুক্ত শ্রী(লক্ষ্মীদেবী) ও সনাতন (শ্রীবিষ্ণু) অবস্থান করেন। এখানে শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া, দুই ভগিনী ভূশক্তি ও লীলাশক্তি বিরাজমানা ; এখানে প্রাচীন যে সকল নিত্য সাধ্য (দ্বাদশ গণদেবতা বিশেষ), বিশ্বদেবগণ (দশগণদেবতাবিশেষ) বর্তমান ; শুভদর্শন ও মহিমান্বিত তাঁহারা (এই ব্রহ্মাণ্ডাতীত) স্বর্গধামকে আপ্যায়ন (প্রীতিদান) করেন। সেই ধামকে জাগরণশীল, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ দীপ্তিমৎ রাখেন। সেই বিষ্ণুর পরমধাম 'মোক্ষ' নামে অভিহিত ; সেখানে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তপুরুষগণ আত্মসুখময় পদ বা স্থান পাইয়া থাকেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না ; সেই কারণে ইহার 'মোক্ষ' নাম। মোক্ষ, লিঙ্গ, পরমপদ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির, অক্ষর, পরমধাম, পরম, শাশ্বত, বৈকুণ্ঠ, নিত্য, পরমব্যোম, সর্বোৎকৃষ্ট, সনাতন। এইসমস্ত শব্দ অচ্যুত ভগবানের পরম ধামের পর্যায়বাচক। তাঁহার ত্রিপাদবিভূতির রূপ বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি।"

টিপ্পনী

বিভূতি—একপাদমাত্র।' সুতরাং ত্রিপাদবিভূতি মায়াতীত, একপাদবিভূতি মায়িক। এই একপাদবিভূতিতেই অনন্তব্রহ্মাণ্ড। 'ত্রিপাৎ' অর্থে বিষ্ণু—(১) ত্রিপদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয় যাঁহা হইতে উদ্ভূত ; (২) ত্রিপদা বা গায়ত্রীদ্বারা যিনি ধ্যেয় ; (৩) প্রণবগত ('অ', 'উ', 'ম') এই পাদত্রয়ে যিনি বাচ্য ; (৪) ত্রি পাদ যাঁহার, ত্রিবিক্রম বামন। ত্রিপাদবিভূতি নিম্নে ৭৯তম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। ৫৯তম শ্লোকে 'শুদ্ধসত্ত্বময়'-শব্দের অর্থ—রজোস্তমোমিলিত প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে অন্য, কেবলচিন্ময়সত্ত্বযুক্ত ; "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" (ভাঃ ৪।৩।২৩, ১০।২।৩৪) পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"অপ্রাকৃত অন্তঃকরণ, অথবা বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত সত্ত্ব ; বিশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত সত্ত্ব চিন্ময়।" ৬০তম শ্লোকের 'শুভ্র'-শব্দের অর্থ উদ্দীপ্ত অর্থাৎ তেজোময় ; 'সর্বপ্রলয়বর্জিত' বলায় বৈকুণ্ঠের উপর কোনও প্রকার প্রলয়ের-প্রকোপ নাই ; প্রলয় প্রধানতঃ চারিপ্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক (ভাঃ ১২।৭।১৭) ; ইহাদের লক্ষণাদিজন্য 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র অস্মদীয় সংস্করণের সহিত উহারই অনুব্যাখ্যা 'সর্বসংবাদিনী'র

"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতম্।
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্। অপ্রাকৃতং সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্॥" ইতি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদম্। অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ম্॥" ইতি।

ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে—

"ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ॥
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ। ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ॥

অনুবাদ

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্যসমূহ বেদানুগ পুরাণাদিতে বাহুল্যরূপে প্রসিদ্ধ; সুতরাং সেগুলি উদাহৃত হইল না। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদমধ্যে 'জিতন্তে' স্তোত্রে এইরূপ আছে, যথা—"বৈকুণ্ঠনামক লোক দিব্য (প্রাকৃতাতীত) ষড়্গুণযুক্ত, অবৈষ্ণবদিগের পক্ষে অপ্রাপ্য, মায়িকসত্ত্বাদি ত্রিগুণরহিত, পঞ্চকালে বিদ্যমান, ভগবানে তন্ময় নিত্যসিদ্ধগণে পরিব্যাপ্ত, সভা ও প্রাসাদসমূহবিশিষ্ট, বন ও উপবনে সুদৃশ্য, বাপীকূপতড়াগে ও বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, অপ্রাকৃত, দেবগণের পূজিত এবং অযুত-সূর্যসদৃশ দীপ্তিমৎ।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—"সেই লোক অনন্তগুণসম্পন্ন, বিপুল তেজোময়, দুষ্প্রাপ্য, প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর, উপমারহিত, পরমানন্দপূর্ণ ও ইন্দ্রিয়গোচরাতীত।"

'ইতিহাসসমুচ্চয়'গ্রন্থে মুদ্গলোপাখ্যানে পাওয়া যায়—"ব্রহ্মার সত্যলোকের ঊর্ধ্বে সেই বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠ; তাহা শুদ্ধ, সনাতন, জ্যোতির্ময়; মনীষিগণ উহা পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। মমত্ববোধ-

টিপ্পনী

৩৭ ৪১শ পৃষ্ঠায় সটিপ্পনীক অনুবাদে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৬১তম শ্লোকের 'ব্রহ্মানন্দসুখ' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র টিপ্পনীতে (৬৭-৬৮তম পৃষ্ঠায়) আছে। ৬৩তম শ্লোকের ঠিক অনুরূপ শ্লোক ভগবান্ শ্রীগীতায় (৮।২১,১৫।৬) বলিয়াছেন; শ্রুতিসমূহেও (কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাঃ ৬।১৪) এই অর্থে মন্ত্র আছে, যথা—"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥" ৬৩তম শ্লোকের 'বিশ্বে (সর্বনাম) অধিদেবাঃ' অর্থে ব্রহ্মাদি সমস্ত আধিকারিক দেবগণ; বিশ্ব অর্থে সর্বত্র জগৎ নহে। 'নিষেদুঃ' অর্থে 'নিষণ্ণ' বা তদবলম্বী হইয়া থাকেন; অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও আধিকারিক কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ-লাভের আশায় আশান্বিত থাকেন; এ বিষয়ে ভাঃ ৫।২৪।২৯ শ্লোকে শ্রীরুদ্রের উক্তি ও ব্রঃ সঃ ৩।৩।৩৩, অস্মদীয় 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে'র অনুব্যাখ্যা 'সর্বসংবাদিনী'র ১৫শ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই শ্লোকটী প্রায় সম্পূর্ণই শ্বেতাশ্বতর (৪।৮) শ্রুতির অনুরূপ। ৭২তম শ্লোকের প্রথম চরণটী শ্বেতাঃ ৩।৮ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ; 'আদিত্যবর্ণ'-অর্থে স্বপ্রকাশ ও 'তমঃ পরস্তাৎ'-অর্থে অজ্ঞান বা প্রকৃতির অতীত। ৭৩ ও ৭৪তম শ্লোকে ভগবানের শক্তিত্রয় (শ্রী—জগৎপালনশক্তি, ভূ—জগৎসৃষ্টিশক্তি ও লীলা—আনন্দশক্তি) উল্লিখিত হইয়াছেন। এখানেও 'বিশ্বে' অর্থ সমস্ত। ৭৫তম

যেঽর্চয়ন্তি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনম্। নারায়ণমজং দেবং বিষ্বক্‌সেনং চতুর্ভুজম্॥
ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে। লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনী॥" ইতি ৮।

স্কান্দে শ্রীসনৎকুমার-মার্কণ্ডেয় সংবাদে—
"যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র! শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নিতঃ। স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জিতম্॥"ইতি।

অত্র পদধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে ত্বরূঢ়েন যদি কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ স্বরূপমেব বাচয়তি, তর্হ্যন্যত্র তৎপ্রসঙ্গে—"তেঽভিগচ্ছন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব স্থানশব্দনিগদেন তন্নিরসনীয়ম্। যদি তত্রাপি চকারাদ্যধ্যাহারাদিদৈন্যেন পূর্বদর্শিতেতিহাস-

অনুবাদ

রহিত, অহমভিমানশূন্য, দ্বন্দ্বরহিত, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানযোগপরায়ণ সাধুগণই সেখানে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জয়শীল, নিত্য, জন্মরহিত, চতুর্ভুজ, বিষ্বক্‌সেন, নারায়ণদেব, অচ্যুতনামক দিব্য-পুরুষ ভগবান্‌কে পূজা, ধ্যান ও স্মরণ করেন, তাঁহারাই অচ্যুতের স্থান অথবা যে স্থান হইতে চ্যুতি বা পতন নাই, সেই বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন--নিত্য বেদবাক্য এইরূপ।"

স্কন্দপুরাণে শ্রীসনৎকুমার-মার্কণ্ডেয় সংবাদে শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—"হে বিপ্রেন্দ্র মার্কণ্ডেয়, যিনি শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নধারী বিষ্ণুভক্ত, তিনি দাহ (দাবানল, বাড়বানলাদি) হইতে বিমুক্ত ও প্রলয়শূন্য বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠে গমন করেন।"

এই প্রসঙ্গে পদ, ধাম প্রভৃতি যে সকল শব্দ স্থানবাচক, তাহার স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে প্রসিদ্ধ নয়; যদি কেহ কোনও প্রকারে ঐ গুলিদ্বারা স্বরূপ ব্রহ্মকে বলিতে চাহেন, তাহা হইলে অন্যস্থলে ঐ প্রসঙ্গেই ভগবৎ-কথিত "তাঁহারা আমার স্থানে যান, যাহাকে সুধীগণ পরমব্রহ্ম

টিপ্পনী

শ্লোকে 'নাক' বলিতে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত স্বর্গ নহে; কেন না ইহাকে 'তৎপদং' বলা যায় না; 'সচন্তঃ'-পদটী সম্বন্ধার্থক সচ্ ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ান্ত; 'সমিন্ধতে'পদটী দীপ্ত্যর্থক রুধাদিগণীয় 'ইন্ধ্' ধাতুর উত্তর 'অন্তে' প্রত্যয়সিদ্ধ। ৭৬তম শ্লোকে বৈকুণ্ঠ-ধামকে মোক্ষ বলা হইয়াছে; তাহার কারণ ৭৭তম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সে ধাম প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না; গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (৮।২১)—"যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"; (১৫।৬) "যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে"—ইত্যাদি।

শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদের উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের প্রথমটীতে 'দিব্যষড়্গুণ' বলিতে শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্যকে উদ্দেশ করে; অথবা সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি ও অনন্তশক্তি। দ্বিতীয় শ্লোকটীর 'পাঞ্চকালিক' বলিতে শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য—এই পঞ্চ বয়ঃকালেই যাঁহারা নিত্য একভাবে স্থিত।

মুদ্গল মুনির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। উঞ্ছবৃত্তিধারী ইনি প্রতিপক্ষান্তে যজ্ঞ করিয়া অতিথি ভোজনের পর সপরিবারে সেই দিন মাত্র ভোজন করিতেন; পরে পক্ষকাল উপবাস করিতেন। দুর্বাসা ঋষি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পরপর ছয়টী পর্বদিনে তাঁহার অতিথি হইয়া সমস্ত ভোজন করিয়া যাইতেন। মুদ্গল নির্বিকার চিত্তে উপবাসী থাকিতেন। প্রীত হইয়া ঋষি বর দেন মুদ্গল সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। তখনই দেবদূত বিমান লইয়া তাঁহাকে

সমুচ্চয়স্য পরং ব্রহ্মেতি যদ্‌বিদুরিতি বিশেষণবিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাঙ্গীকরোতি, তর্হি স্বমতে তত্র তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্তব্যঃ। ততশ্চ পদধামস্থানলোকরূপাণাং তেষাং শব্দানামেকত্র বস্তুনি প্রয়োগাৎ পরস্পরমন্যার্থং দূরীকুর্বন্তস্তে কং বা ন বোধয়ন্তি স্বমর্থং, যথা ভগবান্ হরির্বিষ্ণুরয়মিতি। অথ হন্ত তত্রাপি চেৎ স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে, তর্হি স্ফুটমেব পাদ্মবৈষ্ণবাদিবচনৈ র্বিপক্ষো হ্রেপণীয়ঃ। কর্মাদ্যপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকবাক্যানি তু বিশেষতো বেত্রপাণিরূপাণি সন্ত্যেবেতি বক্তব্যম্। তস্মাৎ "ওঁ নমস্তে" (ভাঃ ৬৷৯৷৩৩) ইত্যাদিগদ্যমপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতম্। দেবাঃ শ্রীহরিম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ

বলিয়া জানেন"—ইত্যাদি বাক্যে সাক্ষাদ্‌ভাবেই স্থান শব্দ বলায় তাহা নিরাস করিতে হইবে। যদি তাহাতেও ('যৎ' ও 'ব্রহ্মে'র মধ্যে) 'চ'কার প্রভৃতি অধ্যাহার বা উহ্য না করায় পূর্বদর্শিত ইতিহাস-সমুচ্চয়ের (উদ্ধৃতাংশের প্রথম শ্লোকে "পরং ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুঃ"—ইহা বিশেষণের বিপরীত বাক্যভেদ-মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে স্বমতে (বৈষ্ণবমতে) সেই সেই স্থলে কথিত 'লোক'-শব্দটীকে সহায় করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার পর সেই সমস্ত'পদ', 'ধাম', 'স্থান', 'লোক'-রূপ শব্দগুলির একই বস্তু বুঝাইতে প্রয়োগ হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে অন্য অর্থকে দূরীকৃত করিয়া কাহাকেই বা না তাহারা নিজ অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে ? (—অর্থাৎ প্রত্যেকেই ঐ এক অর্থই বুঝেন)।" যেমন 'ভগবান্', 'হরি', 'বিষ্ণু' একই তত্ত্ব নির্দেশ করে। হায়! ইহার পর এত সত্ত্বেও যদি ঐ সমস্ত শব্দ স্বরূপবাচকই, এইরূপ লোভোক্তি করেন, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির বচনসমূহ দ্বারা বিপক্ষকে (যাঁহারা পদ, ধাম প্রভৃতি শব্দকে স্বরূপবাচক বলেন) লজ্জায় ফেলিতে হইবে, অর্থাৎ নিরাস করিতে হইবে। আর বৈকুণ্ঠধাম কর্মাদিদ্বারা প্রাপ্য নহে—ইত্যাদির প্রতিপাদক বাক্যসমূহ বিশেষভাবে বেত্রহস্ত শাসকরূপে বর্তমান হইয়া বিপক্ষকে এই সমস্ত বলিতে হইবে। অতএব দেবগণ শ্রীহরির যে গদ্যে স্তব (অনুচ্ছেদের প্রথমেই উদ্ধৃত গদ্য ভাঃ ৬৷৯৷৩৩) করিয়াছিলেন, তাহা সুষ্ঠুভাবেই ব্যাখ্যাত হইল। (৭২)

টিপ্পনী

লইতে আসিলে তিনি স্বর্গবাসের দোষগুণ জিজ্ঞাসা করেন। যখন শুনিলেন যে, স্বর্গে সুখভোগ করিয়া কর্মফল শেষ হইলে পৃথিবীতে পতন হয়, তখন দেবদূতকে বিদায় দিয়া যে অবস্থায় লোকে শোকদুঃখ পায় না, সেই মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হ'ন।

ধাম, পদ প্রভৃতি শব্দ স্বরূপকে নির্দেশ করিতে যোগ্য হইলেও যেখানে তাহাদের রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থ 'ভগবানের স্থান' বুঝাইতে পারে, সেখানে সেই অর্থই গ্রহণীয়; রূঢ়ার্থকে পশ্চাতে রাখিয়া অন্যার্থ গ্রহণ করা অবৈধ। এ সম্বন্ধে আমরা পাঠক মহোদয়গণকে অস্মৎসংস্করণ তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা 'সর্বসংবাদিনী'র ২৫শ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীসহ অনুবাদ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ৭২।

যথা ভগবতস্তথা বৈকুণ্ঠস্যাপি পূর্ণত্বাংশত্বাদিনা বহবো ভেদাঃ

তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্বরূপং নিরূপিতম্। তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব কচিৎ পূর্ণত্বেন কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তথৈবেতি বহবস্তস্যাপি ভেদাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ, যেষু শ্রীমৎস্যদেবাদীনামপি পদানি বক্ষ্যন্তে।

তদেব সূচয়তি (ভাঃ ৩।১২।২৮)—

"এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং, স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ।
জগাম লোকং সমখণ্ডিতোৎসবং, সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ॥"

অনুবাদ

অতএব বৈকুণ্ঠস্বরূপ এই প্রকার নির্ণীত হইল। তাহাও শ্রীভগবান্ যেমন কোনও ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে, কোনও ক্ষেত্রে বা অংশরূপে বর্তমান থাকেন, সেইরূপই বৈকুণ্ঠেরও অনেক ভেদ পাদ্মোত্তর খণ্ড প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য, যেখানে শ্রীমৎস্যদেব প্রভৃতিরও পদসমূহ (ধামসমূহ) বিবৃত আছে। তাহারই সূচনা শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরের নিকট দিয়াছেন (ভাঃ ৩।১২।২৮)—"অসহ্যবিক্রম দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে এই প্রকারে বিনাশ করিয়া আদিবরাহরূপী ভগবান্ হরি পদ্মাসন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকর্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বীয় সম্যক্ অখণ্ডিতোৎসব অর্থাৎ নিত্যানন্দময় ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।" 'সাদয়িত্বা' —বিনাশ করিয়া।

শ্রীবোধায়ন ঋষিও পবিত্রারোপণোৎসব বর্ণনকালে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"যে বিদ্বদ্বর প্রত্যেক বৎসরে এইরূপ (পবিত্রারোপণ উৎসব) করেন, তিনি নিঃসংশয় সেই পরমস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করেন, যেখানে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব বিদ্যমান্ থাকেন।"

টিপ্পনী

মূলশ্লোকটীতে হিরণ্যাক্ষবধের উল্লেখে 'এইরূপে' বলা হইয়াছে। তজ্জন্য তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইতেছে। বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয় সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়ের অভিশাপে যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে দিতির গর্ভে শত বর্ষ থাকিয়া যখন ভূমিষ্ঠ হ'ন, তখন স্বর্গ-মর্ত্যে বহুবিধ অমঙ্গলসূচক উৎপাত ঘটে। হিরণ্যকশিপুর ইতিহাস সকলেই জানেন। হিরণ্যাক্ষ কখনও স্বর্গে গিয়া দেবগণকে উত্ত্যক্ত করেন, কখনও বা পাতালে লোকপাল বরুণকে যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে বলেন। বরুণ শ্রীবিষ্ণুই তাঁহার সমকক্ষ বলিলে হিরণ্যাক্ষ শ্রীনারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শ্রীবিষ্ণু তখন বরাহরূপ ধরিয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন। হিরণ্যাক্ষ রসাতলে গিয়া শ্রীবরাহদেবকে গদাঘাত করিলেন; তাহাতে মহাগদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে তথায় উপস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের যুদ্ধ শীঘ্র শেষ করিবার প্রার্থনায় শ্রীবরাহদেব একপদাঘাতদ্বারা তাঁহার নিধন সাধন করিলেন। অসহ্যবিক্রম বা দুর্ধর্ষপরাক্রম হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে 'পুষ্করবিষ্টর' অর্থাৎ পদ্মাসন অর্থাৎ পদ্মজ ব্রহ্মা ও দেবগণ বহু ঈড়ন বা বরাহদেবের স্তুতি করেন। তখন বরাহদেব স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন; সে ধাম 'অখণ্ডিতোৎসব' অর্থাৎ নিরন্তর অনন্ত আনন্দপূর্ণ। ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীজীবপাদ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

বোধায়ন ঋষি প্রাচীনকালের একজন বৈষ্ণবাচার্য; তিনি দ্রমিড়, টঙ্ক প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্বাচার্য বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ শ্রীপরমাত্ম সন্দর্ভের ১০৫ম অনুচ্ছেদে তাঁহাকে

সাদয়িত্বা হত্বা। পবিত্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবমাহ বৌধায়নঃ ঃ—

"এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরী ॥" ইতি

বায়ুপুরাণে তু শিবপুরমপি তদ্বৎ শ্রূয়তে। যথা—

"অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ। সমন্তাদ্ যেন তোয়েন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ॥
বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্যগূর্দ্ধঞ্চ মণ্ডলম্। ধার্যমাণং সমন্তাৎ তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা ॥
অয়োগুড়নিভো বহ্নিঃ সমন্তান্ মণ্ডলাকৃতিঃ। সমন্তাদ্ ঘনবাতেন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ॥
ঘনবাতস্তথাকাশঃ ভূতাদিশ্চ তথা মহান্। মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্যতে ॥
অনন্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তৎ। তম এব নিরালোকমমর্যাদমদেশিকম্ ॥
তমসোঽন্তে চ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরম্। মর্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ ॥
ত্রিদশানামগম্যন্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ ॥"

ইতি। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ

কিন্তু বায়ুপুরাণে শিবধাম সম্বন্ধেও ঐরূপ বর্ণনা আছে, যথা—"ব্রহ্মাণ্ডসমূহের চতুর্দিকে গাঢ় সমুদ্র সন্নিবিষ্ট ; তাহার জলে ঐ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সর্বতোভাবে ধৃত হইয়া বর্তমান। ঐ ঘন জলের বহির্দিকে বক্রভাবে ও উর্ধভাবে (ব্রহ্মাণ্ডসমূহের) মণ্ডলটী চতুর্দিকে নিবিড় তেজে ধৃত বা বেষ্টিত হইয়া আছে। চতুঃপার্শ্বে বর্তুলাকার লৌহ পিণ্ডের ন্যায় মণ্ডলাকার অগ্নি চতুর্দিকে ঘনবায়ুবেষ্টিত হইয়া আছে। ঘনবায়ু, আর আকাশ, আর পঞ্চমহাভূত, এবং অনন্ত অব্যক্ত প্রধানকর্তৃক মহত্তত্ত্ব ব্যাপ্ত হইয়া ধার্যমাণ। মণ্ডলটী অনন্ত, অপ্রকাশ, উৎপত্তি-নিধন-রহিত, কেবল আলোকবিহীন ও পথিকবিহীন অপরিসীম তমঃ। ঐ তমের (নিবিড় অন্ধকারের) অন্তে প্রসিদ্ধ ও আকাশের অন্তে ভাস্বর (দীপ্তিমৎ) সীমাদেশে বিস্তৃত শিবধাম ; সেই দিব্যস্থান দেবগণের অগম্য,—ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন।" [দ্রষ্টব্য—বায়ুপুরাণের এই বর্ণনাটী সন্দর্ভের পাঠান্তরে নাই।] মূলশ্লোকটী শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন। (৭৩)

টিপ্পনী

'সর্বাদিবৃত্তিকার ভগবান্ বৌধায়ন'—এই সংজ্ঞায় সজ্জিত করিয়াছেন। পবিত্রারোপণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৫।১৬৭-২৩৪) অনুসারে শ্রাবণমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব করিতে হয়। তবে (ঐ ১৫।২৪১-২৪৫) বিঘ্ননিবন্ধন ঐ মুখ্যকাল অতিক্রান্ত হইলে ভাদ্র বা আশ্বিন মাসেরও ঐ তিথিতে হইতে পারে। কিন্তু হরির উত্থানে উহা নিষিদ্ধ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পট্ট, পদ্ম, কার্পাস, কাশ ও কুশদ্বারা রচিত সূত্রই পবিত্র। একাদশীর প্রাতে দেবমন্দির লেপন করিয়া তাহাতে সর্বতোভদ্র-মণ্ডল অঙ্কন করিতে হয়। শ্রীহরির নিত্যপূজার পর বিশেষ অর্চন করিয়া নিবেদন করা হয়। পরে শ্রীবিগ্রহের চতুর্দিকে হরিদ্রা, কুঙ্কুম, কুশ, গোরোচনাদি বিভিন্ন পাত্রে রাখিয়া ও মণ্ডলে বারিপূর্ণ কলস রাখিয়া যথাবিধি অধিবাস করিতে হইবে। রাত্রিকালে গীত-নৃত্যাদিযোগে জাগরণপূর্বক দ্বাদশীর প্রাতে নিত্যপূজান্তে শ্রীহরির বিশেষ পূজাদি করিয়া পবিত্রের অর্চন করিবার পর ক্রমে বাদ্য-কীর্তনাদিযোগে মূলমন্ত্রে পুটিত পবিত্রগুলি শ্রীঅঙ্গে অর্পণ

যথা ভগবতস্তথা তৎপদধাম্নোঽপি লোকে আবির্ভাবঃ

এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে (ভাঃ ৮।৫।৪-৫)—

"পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ। তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ। রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥"

যথা ভগবদ্-আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব বৈকুণ্ঠস্যাপি কল্পনমাবির্ভবনমেব,

অনুবাদ

আর এই প্রকারে যেমন লোকে ভগবানের বিগ্রহের আবির্ভাব হয়, সেইরূপই কখনও কখনও তাঁহার ধামেরও কোনও কোনওটীর আবির্ভাবের কথা শ্রুত হয়। শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে চতুর্থ মনু রৈবতের বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠাবির্ভাবের কথা বলেন (ভাঃ ৮।৫।৪-৫)—"শুভ্রের 'বিকুণ্ঠা' নামে পত্নী ছিলেন ; তাঁহাদের দুইজন হইতে স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠ স্বীয় অংশে বৈকুণ্ঠনামক দেবশ্রেষ্ঠগণের সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রমা (লক্ষ্মী) দেবীর প্রার্থনানুসারে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ দেবীর প্রিয় কার্য

টিপ্পনী

করা হয়। একমাস বা একপক্ষ বা তিন দিন অথবা একদিনও শ্রীবিগ্রহকে পবিত্র ধারণ করাইতে হয় ; স্নানের সময় খুলিয়া জলে সিক্ত করিয়া আবার অর্পণ করিতে হয়। বিসর্জনকালে বিশেষ অর্চনসহ পবিত্র বিসর্জন করিতে হয়। গরুড়-পুরাণের ৪২-৪৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বায়ুপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে, উহা উপপুরাণ ও শৈব উপাসকগণের অবলম্বনীয়। শিবপুরাণও তামসপুরাণের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণে ৪০শ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে আলোচনা আছে। বায়ু-পুরাণে যে শিবলোকের বর্ণনা আছে, তাহা শৈবগণেরই নিজ ইষ্টদেবের প্রাধান্য স্থাপনমূলক। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণগুলির সাত্ত্বিকত্ব, রাজসত্ব ও তামসত্ববিচার স্বয়ং শ্রীশিবই করিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লিখিত আছে। সুতরাং বায়ুপুরাণের ঐ বর্ণনা তত্ত্ববিরুদ্ধ। ৭৩।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ কৃষ্ণরূপে বা স্বাংশ অবতার শ্রীরাম, নৃসিংহ প্রভৃতিরূপে ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের বিগ্রহ মায়ামিশ্রিত নহে, বিশুদ্ধ চিন্ময়, যদিও শুদ্ধভক্তব্যতীত অপর লোকলোচনে তাহা অনুভবযোগ্য নয়। সেইরূপ তাঁহাদের সহিত যে ধাম ত্রিলোকে আবির্ভূত হ'ন, তাহা প্রাপঞ্চিক বলিয়া পরিদৃশ্য হইলেও অপ্রাকৃত, মহা-ভাগবতের দৃষ্টিতে তদ্রূপ অনুভূত। ব্রজধামে সাক্ষাৎ গোলোক-বৃন্দাবনধাম প্রকটিত। ইহা না বুঝিয়া সাধারণলোকে বৃন্দাবনলীলাকে লৌকিক দৃষ্টিতে নীতিবিগর্হিত রূপে দর্শন করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করে। ভগবদ্বিগ্রহ বা ভগবদ্ধাম জগতে আবির্ভূত হইলেও তাহাতে কৃত্রিমতা বা প্রাকৃতত্ব নাই। প্রপঞ্চে কালবিশেষে প্রকটিত হইলেও উভয়তত্ত্বই, অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবদ্ধাম, প্রাকৃত বপু বা স্থানের ন্যায় দেশকালদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং মূলতত্ত্ব ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগ-বদ্ধাম অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্তমান। অতএব বিকুণ্ঠাসুতরূপে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ কালবিশেষে বৈকুণ্ঠধাম প্রকটিত করিলেও মূল বৈকুণ্ঠকে নিত্যস্থায়ী বলিয়া জানিতে হইবে।

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠদর্শন প্রসঙ্গটীর একটু আলোচনার প্রয়োজন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত। সৃষ্টির পূর্বে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উদ্ভূত হইয়াও তথায় আসীন থাকিয়া 'কিরূপে সৃষ্টি করিব'—এই চিন্তায়

ন তু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বম্। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ, জজ্ঞ ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠাসুতস্তৈবেদং বৈকুণ্ঠম্। মূলবৈকুণ্ঠস্তু সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধমেব।

অনুবাদ

করিবার ইচ্ছায় লোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক আবির্ভূত করেন।" যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রকে জন্ম বলা হয়, সেইরূপই বৈকুণ্ঠেরও কল্পনা বা আবির্ভাব; উহা প্রাকৃতের ন্যায় কৃত্রিম নয়। উভয়ক্ষেত্রেই নিত্য বলিবার অভিপ্রায়েই তাহারই সমান বলিয়া 'জজ্ঞে' অর্থাৎ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। এই বৈকুণ্ঠ শ্রীবিকুণ্ঠাদেবীর পুত্রেরই, কিন্তু মূলবৈকুণ্ঠ সৃষ্টির পূর্বেই শ্রীব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন, ইহা দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রসিদ্ধ (ভাঃ ২।৯ অঃ)। ভাঃ ৮।১৯।১১ শ্লোকের উদ্ধৃতার্ধ, অর্থাৎ "সেই হিরণ্যকশিপু তাঁহার অর্থাৎ বিষ্ণুর শূন্যস্থান অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে গর্জন চীৎকার

টিপ্পনী

অভিনিবিষ্ট থাকিলে 'তপ'—এই শব্দটী শুনিবামাত্র শ্রীব্রহ্মা সংযতভাবে দিব্যসহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বৈকুণ্ঠদর্শন করান। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে যাহাতে নিজে অজ, স্রষ্টা বলিয়া 'আমি ভগবানের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ'—এইরূপ অভিমান উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাতে কৃপাসঞ্চারপূর্বক চতুঃশ্লোকী ভাগবতনামক পরমগুহ্য স্বরূপজ্ঞান প্রদান করেন, যাহা পরে ব্রহ্মা নারদকে ও নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ করেন।

হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে যে শ্লোকার্ধটী (ভাঃ ৮।১৯।১১) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও প্রসঙ্গ কিছু প্রদত্ত হইতেছে। যখন ভগবান্ শ্রীবামনদেব যাচক বিপ্রকুমার রূপে বলিরাজের সভায় গিয়াছিলেন, শ্রীবলি তাঁহার যথোচিত পূজাদি সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দানগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন ভগবান্ বলিরাজের বংশের অকৃপণত্বের প্রশংসা করিতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর বীর্য, বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধেরও প্রশংসা করেন। হিরণ্যাক্ষ সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি একাকী গদাহস্তে দিগ্বিজয়ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিয়া উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পা'ন নাই ও বিষ্ণু তাঁহাকে অতিকষ্টে বধ করিতে পারিয়াছিলেন।" হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি হিরণ্যাক্ষবধের সংবাদে অতিক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে নিধন করিতে শূলহস্তে তাঁহার স্থানে আসিলে মায়াবী বিষ্ণু ভয়ে মায়াযোগে হিরণ্যকশিপুর নাসাপথে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বিষ্ণুকে না দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে গর্জন করিয়া পৃথিবী, স্বর্গ, সমুদ্র, আকাশ অনুসন্ধানপূর্বক না পাইয়া, বিষ্ণুকে মৃত মনে করিলেন।" —ইত্যাদি। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ভগবৎকৃপাব্যতীত কাহারও বৈকুণ্ঠ দর্শন হয় না। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি যে ভগবদনুগ্রহবলেই শ্রীব্রহ্মার বৈকুণ্ঠদর্শন হইয়াছিল। সনকাদি আত্মারাম ঋষিচতুষ্টয়ের বৈকুণ্ঠদর্শনও ভগবৎকৃপাতেই হইয়াছিল,যখন তাঁহারা তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। দুর্বাসাও সুদর্শনচক্রকর্তৃক অত্যন্ত উত্তাপিত হইয়া যখন অনন্যোপায় হওয়ায় শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তবেই ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইয়া দর্শন পাইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন "তৎস্থানং তু স্বর্গাদি গতম্", অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুকর্তৃক দৃষ্ট স্থানটী মূলবৈকুণ্ঠ নহে, উহা স্বর্গাদির মধ্যেই। উপরে বর্ণিত বৃত্তান্তে একটী আলোচনার বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে। সেটী ভগবানের ভয়। যিনি অশোক, অভয়, অমৃত ইত্যাদি, যাঁহার আশ্রিতগণের ভয়াদি নাই, তাঁহার ভয় কিরূপ? এই সম্বন্ধে ইহার পূর্বশ্লোকের (ভাঃ ৮।১৯।১০) 'বিবিগ্নচেতাঃ' অর্থাৎ 'ভীতচিত্তঃ' ভগবানের এই

"স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ।" (ভাঃ ৮।১৯।১১) তৎস্থানস্তু স্বর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ

করিলেন।" —কিন্তু ইহা হইতে জানা যায় যে, সে স্থান (যেখানে হিরণ্যকশিপু ভগবান্ বিষ্ণুকে খুঁজিয়াছিলেন) স্বর্গাদিগত। (৭৪)

টিপ্পনী

এই বিশেষণের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"এখানে 'না, মা, আমি খাই নাই, উহারা সকলে মিথ্যা বলিতেছে'—শ্রীভগবানের (শ্রীকৃষ্ণরূপে যশোদাদেবীর নিকট) এই প্রকার মিথ্যাকথনও বাস্তব; আর ধ্যানাদি-সাধনযোগে তাঁহার চরণ পাওয়া যায় ও আত্মারামগণকর্তৃক তিনি আস্বাদিত হ'ন বলিয়া এই প্রকার বাস্তবার্থব্যাখ্যা ঈপ্সিত নয়। তবে জানিতে হইবে যে, মিথ্যা, ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি জীবের পক্ষে বিশেষ দোষ; কিন্তু ভক্তবাৎসল্যপ্রভৃতি রসপুষ্টিজন্য এ সমস্ত ভগবানের পক্ষে মহাগুণ।" সাধারণ একটী প্রচলিত বাক্য দেখা যায়—"ঠাকুরের বেলায় লীলা খেলা। পাপ লিখেছে মোদের বেলা॥" —এই অভিযোগটী সত্যই; কিন্তু অভিযোগকারীর ভগবানে মাৎসর্যজনিত সর্বনাশ। স্মরণ রাখিতে হইবে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)। "কৃষ্ণ—নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)। কৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছাকে অনুগামী না করায় জীবের মায়াবন্ধনরূপ দুর্দশা। আমরা যে আমাদিগের সহিত ভগবান্‌কে অভিযুক্তরূপে (আসামীর কাঠগড়ায়) দেখিতে যাই, তাহাতে আমাদিগের স্বরূপলাভের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ত' এইরূপ ধর্মবিচারের অধীন ন'নই; তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণও ন'ন। ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১১।৩২)—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥" —অর্থাৎ 'বেদে আমাকর্তৃক যে সকল দোষগুণ বলা হইয়াছে, তাহা জানিয়াও যিনি সমস্ত স্বধর্ম সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিই সাধুত্তম।' বেদের ধর্মসমূহ পরোক্ষ, অর্থাৎ তাহাদের চরম তাৎপর্য সেই সব ধর্মপালনে মাত্র আবদ্ধ থাকা নয়, তাহা পালন করিতে করিতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলে চরম কল্যাণ লাভ হইবে। শ্রীপরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টী বর্ণিত হইয়াছে। পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন (ভাঃ ১০।৩৩।২৭-২৯)—"জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন ও অধর্মবিনাশকল্পে স্বীয় অংশসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন (যথা গীতা ৪।৭-৮)। ধর্মমর্যাদাসংরক্ষক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ করিলেন? এতদ্বিষয়ে আমাদের উপস্থিত সন্দেহ নিরাস করুন।" শ্রীশুকদেব কহিলেন (ভাঃ ১০।৩৩।৩০-৪০) "অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাগী হ'ন না, সেইরূপ ঈশ্বরগণেরও ধর্মমর্যাদালঙ্ঘন দৃষ্ট হইলেও উহা দোষাস্পদ নহে। ঈশ্বরব্যতীত এইরূপ আচরণ যেন কেহ মনের দ্বারাও না করেন; যেমন রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে বিনাশপ্রাপ্ত হ'ন, সেইরূপ মূঢ়তাবশতঃ কেহ যদি ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। ঈশ্বরগণের উপদেশ সত্য, কখনও কখনও আচরণও সত্য। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন। অহঙ্কাররহিত ইঁহাদের লোকসংগ্রহার্থ যে ধর্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা ইহলোকে কোনও স্বার্থ নাই ও তাহার বিপর্যয় জন্যও কোনও অনর্থ নাই। যখন ভগবদধীন ভক্তগণেরই পুণ্যপাপ সম্বন্ধ নাই, তখন সকলের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ঐ সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? যাঁহার পাদপদ্ম-সেবাতৃপ্ত ভক্তগণ, যাঁহার ধ্যানে মগ্ন যোগিগণ ও যাঁহার সেই অঙ্গজ্যোতি ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তনশীল জ্ঞানিগণ বন্ধন প্রাপ্ত হ'ন না, স্বেচ্ছাপূর্বক অপ্রাকৃত বপুর প্রাকট্যকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কি প্রকারে সম্ভব?" ভাঃ ১০।৯।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যথা বৈকুণ্ঠস্য তথা তৎসেবকানাং চ স্বরূপভূতত্বম্

তদেবং শ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপভূতত্বে সিদ্ধে তদঙ্গভূতানাং শ্রীপার্ষদানাং তাদৃশত্বং সুতরাং সিদ্ধমেব, যুক্তঞ্চৈবং তৎসেবকানাম্। "নাদেবো দেবমর্চয়েৎ" ইতি তৎসদৃশতাভাবনামন্তরে-

অনুবাদ

অতএব এইভাবে শ্রীবৈকুণ্ঠ যে স্বরূপভূত, তাহা সিদ্ধ হইলে বৈকুণ্ঠের অঙ্গভূত যে পার্ষদ ভক্তগণ, তাঁহারাও তাদৃশ (স্বরূপভূত), ইহা সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে। বৈকুণ্ঠসেবকগণের পক্ষে ঐরূপ হওয়াই সঙ্গত। 'অদেব হইয়া দেবপূজা করণীয় নহে'—এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার সাদৃশ্য বা সমভাবের ভাবনাব্যতীত উদ্দেশেও যখন তাঁহার সেবায় অধিকার হয় না, তখন সাক্ষাৎসেবায় সাক্ষাৎ তাঁহার সদৃশ

টিপ্পনী

"শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে যষ্টিহস্তে আসিতে দেখিয়া ভয়ার্তব্যক্তির ন্যায় বা ভয়যুক্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যোগিগণের মন তপশ্চর্যাদ্বারা ব্রহ্মে লীন হইবার যোগ্য হইলেও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই কৃষ্ণকে ধরিতে মাতা পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।" ১১শ শ্লোকে—"পুত্রের নেত্রদ্বয়ের ভয় বিহ্বল-অবস্থায় মাতা তাঁহাকে ধরিলেন।" ১২শ শ্লোকে—"পুত্রের অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মাতা পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন।" ১৩শ ও ১৪শ শ্লোকে—"যিনি অন্তর্বাহ্যরহিত সর্বব্যাপক, তাঁহাকে মাতা সাধারণ বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন।" শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"...সম্পূর্ণ জগৎপর্যন্ত দ্বারা তাঁহার বন্ধন বা ব্যাপ্যত্ব সম্ভব নয়; তখন জগতের অংশভূত দাম তাঁহাকে কিরূপে বন্ধন করিবে? ...তাহা হইলে যশোদা তাঁহাকে কিরূপে বন্ধন করিলেন? তদুত্তর—তাঁহাকে আত্মজ মনে করিয়া অর্থাৎ অসাধারণ বাৎসল্যপ্রেমের বিষয়ীভূত করিয়া বাঁধিয়াছিলেন। তিনি প্রেমাধীন বলিয়া বিভু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা তাঁহার বন্ধন। অহো মাতার কি অসীম প্রেমবল!" "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯); তিনি ভক্তের প্রীত্যর্থে স্বীয় পরমৈশ্বর্য সংগোপন করিয়া লীলা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভয় দেখিয়া তাঁহাকে সাধারণ মর্ত্যদেহধারী বলিয়া মনে করা স্বীয় সর্বনাশ আহ্বানমাত্র। গীতায় (৯।১১, ১৪) ভগবান্ ঐ প্রকার ব্যক্তিকে রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির বলিয়া বর্ণন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রশংসা করিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু হইতে শ্রীবিষ্ণুর ভয়ের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়াতে তদাশঙ্কাক্ষালনের জন্য বিবৃতিটী একটু দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইলেও এরূপ একটি সাধারণ সন্দেহ নিরাকরণের জন্য এই চেষ্টাটুকু পাঠকমহোদয়গণ প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এইরূপ আশাপোষণ করা অসঙ্গত নহে বলিয়া মনে করি। ৭৪।

যেমন বৈকুণ্ঠধাম স্বরূপভূত (অচিজ্জড়ের সম্পর্কশূন্য স্বরূপশক্তিপ্রকটিত)রূপে পূর্ব পূর্ব কয়েকটী অনুচ্ছেদে স্থাপিত হইয়াছে, এখন পার্ষদগণসম্বন্ধে কৈমুতিক ন্যায়ে তাহা সিদ্ধ হইতেছে। 'নাদেবো দেবমর্চয়েৎ'—এই শাস্ত্রীয় ন্যায়ানুসারে অপ্রাকৃততত্ত্ব শ্রীভগবান্ প্রাকৃতবস্তু (জড়দেহাদি)দ্বারা অর্চন গ্রহণ করেন না। অর্চককে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাদিযুক্ত হইতে হইবে। মহাভাগবত না হইলে শ্রীভগবানের চিন্ময়সেবা কেহ করিতে পারেন না। চিন্ময়সেবার উপকরণও চিন্ময়। মহাভাগবতের সর্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, তাঁহার অচিদনুভূতি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তচূড়ামণি শ্রীরামানন্দরায়কে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭২-২৭৩)—"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেবস্ফূর্তি॥" শ্রীরামানন্দরায় বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২২৮)—"সিদ্ধদেহে চিন্তি' ক'রে, তাঁহাঞি সেবন।" 'সিদ্ধদেহ' অর্থে গৌড়ীয়-

ণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ, সাক্ষাত্তু সাক্ষাদেব তৎসদৃশত্বমিতি। তদেবং নিত্য-পার্ষদানাং কৈমুত্যমেবাপতিতম্। অতএবাহ—"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্।" (ভাঃ ৭।১।৩৪) ইতি।

জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহেন্দ্রিয়াসুভি র্হীনানাং শুদ্ধসত্ত্বময়দেহানামিত্যর্থঃ। যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীনারদম্॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ

হওয়া প্রয়োজন। অতএব এই প্রকারে নিত্য পার্ষদগণের সম্বন্ধে কৈমুত্য আসিয়া গেল (অর্থাৎ তাঁহারা যে স্বরূপভূত, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? তাহা নিঃসন্দেহ)। অতএব শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীনারদকে প্রশ্নকালে বলিলেন—"বৈকুণ্ঠবাসিগণ ত' প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণরহিত।" (গ্রন্থকার স্বামিপাদের টীকা উদ্ধার করিয়াছেন)—'জন্মহেতুভূত প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়প্রাণবিহীন শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ' ইহাই ভাবার্থ। (৭৫)

টিপ্পনী

আচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বর্তমান জড়দেহ ও মানসসূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণসেবনোপযোগী দেহ। ...জড়াতীত বস্তুর চিন্তা করিতে জড় সূক্ষ্মদেহ অক্ষম; তজ্জন্য ত্রিগুণাতীত ভক্ত অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া তদুপযোগী নিজসিদ্ধদেহস্থ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপ্রাকৃত বস্তুর চিন্তা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা করিতে করিতে অপ্রাকৃত-সখীভাবানুগত্যে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণচরণ লাভ করেন।" যেহেতু 'দেব' না হইলে 'দেবার্চন' হয় না, তজ্জন্য অর্চনমার্গে ভূতিশুদ্ধ বলিয়া একটী প্রকরণ আসিয়াছে। জীব পরমাত্মার অংশ বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন, অতএব তদীয় বলিয়া নিজেকে চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কার্যকারণরূপে পরমাত্মমূলক বলিয়া তাঁহাতে লীন বা তদাত্মক বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। ভক্তগণের জন্য শ্রীজীবপাদ ব্যবস্থা দিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৬)—"যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজাভীষ্ট ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহভাবনাপর্যন্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন, যেহেতু পার্ষদগণ ভগবচ্চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধ-সত্ত্বাংশবিগ্রহ, নচেৎ অহং-গ্রহোপাসনা হইয়া যাইবে, যাহা ভক্তগণের অনভীষ্ট।" তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, পার্ষদের ভাব লইতে গিয়া নিজেকে পার্ষদাভিমান করা অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে (মঃ ২০।২০২-২০৫) আচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপাদের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩০৫) উদ্ধার করিয়াছেন, যাহার অর্থ—"বাৎসল্য-রসে আপনাকে নন্দাদি বলিয়া অভিমান করিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের পিত্রাদি নন্দাদি বলিয়া নিজে অভিমান করিলে যেমন ভগবানের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা অপরাধ, সেইরূপ তাঁহার পরিকরগণের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করাও অপরাধ। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের একান্ত অনুগতরূপে নিজেকে ভাবনা করিতে হইবে।" 'নাদেবো দেবমর্চয়েৎ'—এই শাস্ত্রীয় ন্যায়ানুসরণ করিয়া মায়াবাদানুগামী সাধক অহংগ্রহোপাসনার আবাহন করিলেও শ্রীজীবপাদ তাহা অনু-মোদন করেন নাই, ইহাই দর্শিত হইল। তবে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ভগবৎসেবকের পক্ষে যখন অবশ্য নিজে চিত্তত্ত্বের অনুভূতির প্রয়োজন, তখন নিত্যপার্ষদগণ যে স্বরূপভূত, তাহাতে কোনও সন্দেহের স্থল নাই।

উদ্ধৃত শ্লোকার্ধটীর (ভাঃ ৭।১।৩৪) প্রসঙ্গ এই যে, শ্রীনারদ যখন শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বসার পুত্র শিশুপাল ও দন্তবক্র পূর্বে শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদপ্রবর ছিলেন, বিপ্রশাপে পদচ্যুত হ'ন, তাহাতে

তথা (ভাঃ ৬।৯।২৯)—

"আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভি র্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ। পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্ ॥"

ষোড়শভিঃ শ্রীসুনন্দাদিভিঃ। শ্রীশুকঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ

পার্ষদগণের স্বরূপভূতত্বপ্রমাণজন্য আরও শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন (ভাঃ ৬।৯।২৯)—"শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ (যাহা কেবল শ্রীভগবান্ই ধারণ করেন)—ব্যতীত অন্যান্য (চতুর্ভুজত্বাদি) চিহ্নবিভূষিত ভগবৎ-সারূপ্যপ্রাপ্ত তাঁহার নিজতুল্য ষোড়শসংখ্যক পার্ষদবৃন্দ-দ্বারা সম্যক্ সেবিত ও শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট (শ্রীভগবান্)।" ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদ সুনন্দ প্রভৃতি। (৭৬)

টিপ্পনী

শ্রীযুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন যে, তাঁহারা বৈকুণ্ঠপুরবাসী, সুতরাং প্রাকৃত দেহাদিহীন ও শুদ্ধসত্ত্বময়দেহাদিযুক্ত; তবে তাঁহারা কিরূপে প্রাকৃত দেহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন? বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রাকৃত দেহাদি নাই, তাঁহাদের দেহাদি শুদ্ধসত্ত্বময় অর্থাৎ তাঁহারা স্বরূপভূত—এই অংশটাই এখানে প্রাসঙ্গিক বলিয়া শ্রীজীবপাদ অপরার্ধটী উদ্ধার করেন নাই। ৭৫।

উদ্ধৃত শ্লোকটী অসম্পূর্ণ, পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়। তাহাতে আছে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ভগবান্‌কে দেখিয়া দেবগণ দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল হ'ন, ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হ'ন ও উঠিয়া স্তুতি করেন।" দেবগণের স্তবের প্রসঙ্গ হইল যে ইন্দ্রকর্তৃক বিশ্বরূপ হত্যার প্রতিশোধজন্য যজ্ঞে উদ্ভূত বৃত্রাসুর দেবগণকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিলে তাঁহারা শ্রীভগবানের শরণার্থী হইয়া স্তব করিতে থাকেন। উদ্ধৃত শ্লোকবর্ণিতরূপ ভগবান্ দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের গদ্যে বিস্তৃত স্তোত্র শ্রবণপূর্বক প্রীত হ'ন এবং দধীচিমুনির দেহ ভিক্ষা লইয়া তদ্দ্বারা রচিত অস্ত্র বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করিতে উপদেশ দেন।

উদ্ধৃত শ্লোকটীতে পাওয়া ভগবানের বিশেষ চিহ্ন শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ পার্ষদগণের নাই। শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, শ্রীবৎসাঙ্ক, শ্রীবৎসভৃৎ বলিলে কেবল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকেই নির্দেশ করে। 'শ্রীবৎস' অর্থে বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী। 'কৌস্তুভে'র অর্থ স্বনামখ্যাত বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণিবিশেষ; "কৌস্তুভস্ত মহাস্তেজাঃ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ" (ইতি ভাগবতামৃতম্)। 'কৌস্তুভবক্ষাঃ'—বলিলেই শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার 'ভাগবততাৎপর্য'-নামক টীকায় তন্ত্রসার হইতে বচন উদ্ধার করিয়া শ্লোকটীর একটু অন্য অর্থ দিয়াছেন, যথা—"শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা আত্ম-তুল্যৈঃ প্রকৃতিপুরুষাতীতত্বাৎ সপ্তদশরূপাণি তুল্যানীত্যর্থঃ। শ্রীবৎসঃ প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ব্রহ্মাখ্যঃ কৌস্তুভঃ পুমান্। তদতীতৈঃ ষোড়শভিঃ স্বরূপৈরপ্যুপাসতে।" —ইত্যাদি; ভাবার্থ এই যে, যেহেতু শ্রীবৎস প্রকৃতিকে বলে ও ব্রহ্মনামক পুরুষ কৌস্তুভ বলিয়া খ্যাত, তদতীত ষোড়শসংখ্যক স্বরূপতত্ত্বদ্বারা ভগবান্ উপাসিত। শ্রীবৎসকৌস্তুভবিনা অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অতীত বলিয়া আত্মতুল্য (আপনাকে লইয়া) সপ্তদশরূপ। এই অর্থে পার্ষদগণ সর্বতোভাবে ভগবৎ-তুল্য বুঝাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদিগের স্বরূপভূতত্বে কোনও ন্যূনতা নাই। শ্রীজীবপাদের ইহাই অভিমত। ৭৬।

পার্ষদাঃ কালাতীতাস্তেষাং সামীপ্যং পরমভক্তানামপি পরমপুরুষার্থঃ

অতএব কালাতীতাস্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরুষার্থসামীপ্যাশ্চেত্যাহ (ভাঃ ৭।৯।২৪)—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ-, আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ, কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥"

স্পষ্টম্। প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ৭৭ ॥

তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"ত্রিপাদ্বিভূতে র্লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্বে ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ ॥
সর্বে নিত্যা নির্বিকারাঃ হেয়রাগবিবর্জিতাঃ। সর্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্যসমপ্রভাঃ ॥
সর্বে বেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জিতাঃ। নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেকরসসেবিনঃ ॥
নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ। সর্বে পঞ্চোপনিষৎস্বরূপা বেদবর্চসঃ ॥"

অনুবাদ

অতএব তাঁহারা (পার্ষদগণ) কালাতীত (ভূত-ভবিষ্যদাদির অতীত, নিত্য) এবং তাঁহাদের সমীপে স্থিতি পরমভক্তগণেরও পরমপুরুষার্থ (পরমপ্রয়োজন); এই কথাই শ্রীপ্রহ্লাদ স্তোত্রসহিত শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবকে বলিতেছেন (ভাঃ ৭।৯।২৪)—"এই কারণে আমি দেহধারি-জীবগণের ঈপ্সিত মঙ্গলসম্বন্ধে যথেষ্ট জানি; ব্রহ্মা হইতে সকলেরই আয়ুঃ, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিভূত ইচ্ছা করি না, যেহেতু তাহারা কালরূপী অতিবিক্রমশালী আপনাকর্তৃক বিধ্বস্ত। হে ভগবন্, আপনি আমাকে আপনার নিজের ভৃত্যগণের (পার্ষদগণের) পার্শ্বে উপস্থাপিত করুন।" (৭৭)

পাদ্মোত্তরখণ্ডেও এই প্রকার, যথা—"ত্রিপাদবিভূতি বা প্রপঞ্চাতীতধামের অসংখ্যলোক পরিকীর্তিত। সে সকলই শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দসুখনামক, নিত্য, নির্বিকার, তুচ্ছাসক্তিশূন্য, হিরণ্ময় (জ্যোতিষ্মান্), শুদ্ধ, কোটিসূর্যের ন্যায় দীপ্তিশীল, বেদময় (বেদবাণীপূর্ণ), দিব্য (ব্রহ্মাণ্ডাতীত),

টিপ্পনী

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"যেহেতু এই প্রকার, তখন আশীঃ অর্থাৎ ভোগসমূহকে আমি জানি, অর্থাৎ তাহাদের পরিপাক (বা পরিণাম) সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আমি ব্রহ্মারও ভোগপর্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য কিছুই ইচ্ছা করি না, অণিমাদি (সিদ্ধি) সমূহও; সমস্তই কালাত্মক আপনাকর্তৃক বিধ্বস্ত।" শ্লোকের প্রথমেই 'অতএব' এর অর্থে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"যেহেতু আমার পিতা হিরণ্যকশিপু অত বড় ঐশ্বর্যসম্পত্তিমান্ হইয়াও অবশেষে নিরস্ত (স্থানচ্যুত) হইয়াছেন, তাহাতে ঐ সব ভোগের মূল্য বেশ বুঝিয়াছি। ...আপনার নিজভক্ত-পার্শ্বে স্থানই সর্বোত্তম বলিয়াই আমার জ্ঞান।" ৭৭।

শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্রহ্মা (ভাঃ ২।৫ অঃ) সৃষ্ট্যাদিসম্বন্ধে, (২।৬ অঃ) আধ্যাত্মিক বিরাট্ পুরুষের বিভূতিসম্বন্ধে ও (ভাঃ ২।৭ অঃ) ভগবল্লীলাবতারের কর্ম, প্রয়োজন ও বিভূতির বর্ণন করেন। এখানে ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমটীর (ভাঃ ২।৬।১৮) টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ইহা 'উতামৃতত্বস্য'

অত্র ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোঽভিধীয়তে, পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি। যথোক্তং তত্রৈব—

"ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরম্॥
নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরধাম্নি স্থিতং শুভম্। অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্॥
নিত্যং সম্ভোগ্যমীশর্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্॥" ইতি।

অতএব তদনুসারেণ দ্বিতীয়স্কন্ধোঽপ্যেবং যোজনীয়ঃ।

তত্র (ভাঃ ২।৬।১৭)—

"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ॥"

অনুবাদ

কামক্রোধরহিত, কেবলা ভক্তির রসেই নারায়ণের পাদপদ্ম-সেবাপূর্ণ, নিরন্তর সামগানমুখরিত থাকিয়া পরিপূর্ণ সুখাশ্রয় ও পঞ্চোপনিষৎস্বরূপ বেদতেজে দীপ্ত।" (গ্রন্থে টীকা)—এখানে ত্রিপাদবিভূতি-শব্দে প্রপঞ্চাতীতলোকই কথিত, আর একপাদবিভূতি-শব্দে প্রপঞ্চ (মায়িকরাজ্য) কথিত; যেমন ঐ পাদ্মোত্তরখণ্ডেই বলা হইয়াছে, যথা—"ভগবানের ত্রিপাদ পরমধাম বৈকুণ্ঠে ব্যাপ্ত, কিন্তু এখানে (প্রপঞ্চে) তাঁহার একপাদমাত্র। ত্রিপাদবিভূতি নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের একপাদবিভূতি অনিত্য। পরমধামে স্থিত ঈশ্বরের সেইরূপ শুভ, অচ্যুত, শাশ্বত, নিত্যযৌবনাশ্রিত (অর্থাৎ বাল্যবার্ধক্যাদি-অবস্থা-ভেদশূন্য), এবং শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিত্রয়ান্বিত হইয়া নিত্য সম্ভোগ্য।"

টিপ্পনী

(শ্বেঃ ৩।১৫) মন্ত্রের অর্থ। 'অভয়স্য' পদটী মন্ত্রের মধ্যে 'অমৃত'-পদের ব্যাখ্যা। যেহেতু বিরাট্ পুরুষ মর্ত্য মরণধর্মক অন্ন কর্মফল অতিক্রম করিয়াছেন, অতএব তিনি কেবল সর্বাত্মক ন'ন, কিন্তু অমৃতত্ব অর্থাৎ নিজ আনন্দেরও ঈশ্বর। আচ্ছা, যিনি প্রপঞ্চাত্মক, তিনি নিত্যমুক্ত কিরূপে হ'ন? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তাহার পরিহারের জন্য বলিতেছেন—তাঁহার এতই মহিমা যে, তিনি প্রপঞ্চাত্মক হইয়াও অমৃতের ঈশ্বর; এই মহিমা অপার, যেহেতু প্রপঞ্চদ্বারা উহা অভিভূত নয়।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"তিনি পরমেশ্বর, অমৃতের ঈশ প্রভু, অর্থাৎ ভোক্তা, ভোজয়িতা ও দাতা। এ অমৃত যে স্বর্গীয় সুধা নয়, তাহা বলিয়াছেন—ইহা অভয় অর্থাৎ সংসারভয়রহিত। অমৃতে ঈশ্বরত্বের হেতু বলিতেছেন—তিনি মর্ত্য মরণধর্মক অন্ন বৈষয়িক সুখ অতিক্রম করিয়াছেন। অমৃতভোগীর কি চণকচর্বণ (ছোলা চিবান) রুচিকর হয়? যদি বা কৌতুকবশে কদাচিৎ চর্বণ করেন, তাহা আসক্তিরহিত হইয়া। এই প্রকার ভগবান্ যে গীতায় (৯।২৪) বলিয়াছেন 'আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু'—এরূপ ভোক্তৃত্বের ব্যপদেশ হইলেও ইহা তাঁহাকে অতিক্রম করে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—'একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্'—অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর মধ্যে এক (জীব) পিপ্পলান্ন ভোজন করেন, অন্য (পরমাত্মা) উহা ভোজন না করিয়াও বলে শ্রেয়ান্'—এখানে 'নিরন্নে'র অর্থ আসক্তি-রহিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই প্রকার 'উতামৃতত্বস্যেতি যদন্নেনাতিরোহতি'—ইহারও অর্থ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 'অমৃতত্ব'—এখানে স্বার্থে'ত্ব' প্রত্যয় ছান্দস, অর্থ অমৃত। আর 'সুপাং সুপো ভবন্তি'—এই সূত্রানুসারে 'অন্নম্' এই অর্থে 'অন্নেন' এই পদ; 'অতিরোহতি'-অর্থ অতিক্রম করিয়াছেন। ..." শ্রীজীবপাদও বলিয়াছেন

অমৃতাদিদ্বয়ং তত্তৃতীয়ত্বেন বক্ষ্যমাণস্য ক্ষেমস্যাপ্যুপলক্ষণম্।

শ্রুতৌ চ—"উতামৃতত্বস্যেশানঃ" (শ্বেতাঃ উঃ ৩।১৫) ইত্যত্রামৃতত্বং তদ্‌যুগলোপলক্ষণম্। অত্র ধর্মিপ্রধাননির্দেশঃ, শ্রুতৌ তু তত্র ধর্মমাত্রনির্দেশস্যাপি তত্রৈব তাৎপর্যম্। তত্রামৃতং—"স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্" (ভাঃ ২।৯।৯) ইতি "পরং ন যৎপরম্" (ভাঃ ২।৯।৯) ইত্যুক্তানুসারেণ পরমানন্দঃ। অতএব "অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্" ইতি তৎপর্যায়ঃ। অভয়ং—"ন চ কালবিক্রমঃ" (ভাঃ ২।৯।১০) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ ভয়মাত্রাভাবঃ। অতএব "দ্বিজা ধামা-

অনুবাদ

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধের বর্ণনাকে এই অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উহাতে (ভাঃ ২।৬।১৮) শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—"হে নারদ, তিনি অভয় অমৃতের প্রভু (যথেচ্ছ ব্যবহারে অধিকারী), যেহেতু তিনি মর্ত্য (মরণধর্মক) অন্নকে (ভোগ্যকে) অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব তাঁহার এই (অমৃতের প্রভুত্বরূপ) মহিমা অপার (অবোধ্য)।"

এখানে 'অমৃত, অভয়'—এই দুইটি প্রদত্ত হইয়াছে; ইহারা পরে (পরবর্তী শ্লোকে) বলা হইবে যে 'ক্ষেম', উপলক্ষণে তাহাকেও তৃতীয়রূপে উদ্দেশ করিতেছে। শ্রুতি (শ্বেতাঃ ৩।১৫) বলিয়াছেন—"অধিকন্তু পরমাত্মা অমৃতত্বের প্রভু"; এখানে উপলক্ষণে অমৃতত্ব সেই যুগলকে (অমৃত ও অভয়কে) উদ্দেশ করিতেছে। এখানে (উদ্ধৃত শ্লোকটীতে) 'অমৃত' এই ধর্মীর প্রধান নির্দেশ; কিন্তু সেখানে (উদ্ধৃত শ্রুতিতে) 'অমৃতত্ব', মাত্র এই ধর্মের নির্দেশ, তাহা হইলেও উহার ধর্মিপ্রধানেই তাৎপর্য।

টিপ্পনী

মন্ত্রটীর 'অমৃতত্ব'-শব্দে অমৃতের ধর্ম নির্দিষ্ট হইলেও অর্থটী ধর্মিপ্রধান অর্থাৎ যাহার ধর্ম অমৃতত্ব, সেই অমৃতের তাৎপর্য, অর্থাৎ অমৃতকেই বুঝাইতেছে। শ্রীচক্রবর্তিপাদ-উদ্ধৃত "একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নম্" ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রটীর অনুরূপ মন্ত্র—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" (মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেঃ ৪।৬)—অর্থাৎ "সর্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একটী (জীব) স্বাদু পিপ্পলফল (সুখদুঃখরূপ কর্মফল) ভোগ করেন; অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন।" ভগবান্ ভোগ করেন মনে হইলেও তিনি জাগতিকভোগে লিপ্ত হ'ন না। শ্রীসূতগোস্বামী (ভাঃ ১।১১।৩৭) বলিয়াছেন—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"—অর্থাৎ 'ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই যে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি আত্মস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণে যুক্ত হ'ন না। তাহার ভক্তগণও তদ্রূপ'।

আংশিক উদ্ধৃত (ভাঃ ২।৯।৯-১০) শ্লোকদ্বয় এই সন্দর্ভের ১০ম অনুচ্ছেদে বিস্তৃত টিপ্পনীসহ আলোচিত হইয়াছে। ৬১তম অনুচ্ছেদেও (ভাঃ ২।৯।৯) শ্লোকটী আংশিক আলোচিত হইয়াছে।

ভাঃ ১২।১১ অধ্যায়ে শৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতগোস্বামী বিরাট্ পুরুষ পরমেশ্বরের অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও বেশগুলির কোন্‌টী কি বলিবার মুখে ১৯শ শ্লোকে আতপত্রে'র (ছত্রের) স্বরূপ বর্ণনে বলেন যে, অকুতোভয় বা সর্বভয়রহিত বৈকুণ্ঠধামই আতপত্র। অর্থাৎ—ছত্র যেমন বৃষ্টিপাত বা রৌদ্রের প্রখরতার ভয় নিবারণ করে, সেইরূপ

কুতোভয়ম্” (ভাঃ ১২।১১।১৯) ইত্যুক্তম্। ক্ষেমং—“ন যত্র মায়া” (ভাঃ ২।৯।১০) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ ভগবদ্বহির্মুখতাকরগুণ-সম্বন্ধাভাবাদ্ ভগবদ্ভজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ম্।
তথা চ নারদীয়ে—

“সর্বমঙ্গলমূর্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥” ইতি।

অতএব—“ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানম্” (ভাঃ ১১।২০।৩৭) ইত্যুক্তম্।

অনুবাদ

সেখানে অমৃত হইতেছে (ভাঃ ২।৯।৯ শ্লোকের “স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ” প্রভৃতি) “যাঁহাদের স্বদৃষ্টি বা আত্মদর্শন, এমন আত্মবিদ্‌গণ এ বৈকুণ্ঠধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন”; (ঐ শ্লোকেই “যাহার পরে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কিছু নাই”—এই বচনানুসারে পরমানন্দত্বই উদ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব (৭২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ডে, ২৫৫ অঃ ৭৭ শ্লোকে) “অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্' বলিয়া ইহার পর্যায় দেওয়া হইয়াছে। এখন 'অভয়' —(ভাঃ ২।৯।১০) “বৈকুণ্ঠে কালবিক্রম বা নাশ নাই”—এই বচনানুসারে ভয়মাত্রেরই অভাব। (ভাঃ ১২।১১।১৯) শ্রীসূত বলিয়াছেন—“হে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ, বৈকুণ্ঠধাম সর্বপ্রকার ভয়বর্জিত। এক্ষণে ক্ষেম অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গল—“যেখানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে মায়া নাই” (ভাঃ ২।৯।১০)—এই বচনানুসারে ভগবদ্বহির্মুখতাকারক (মায়িক) গুণের সম্বন্ধ নাই বলিয়া বৈকুণ্ঠধাম ভগবদ্ভজনরূপ মঙ্গলের আশ্রয় স্থান, ইহা জানিতে হইবে। নারদীয় পুরাণেও ঐ প্রকার বলিয়াছেন, যথা—(ভগবদুক্তি)—“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সর্বদা আমাতে তোমার সর্বমঙ্গলের শীর্ষস্থানীয়া পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক।”

টিপ্পনী

বৈকুণ্ঠধামে কোনও ভয়ের কারণ নাই। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন যে, “লোকগত কিঞ্চিৎ নির্ভয়তা যাহা প্রতীত হয়, তাহাও ছত্রেরই বিভূতি।”

ভাঃ ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অধিকারী অনুসারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়া সর্বত্রই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায়ের চরম (৩৭শ) শ্লোকে উপদেশ করিলেন যে, “আমার উপদিষ্ট আমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমমঙ্গলময় আমার স্থান বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্ত হ'ন, যাহা জ্ঞানিগণ পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।” এই শ্লোকটীর গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতি দিয়াছেন—“অন্যাভিলাষ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাদি নিঃশ্রেয়স ধর্ম হইতে পারে না। এইগুলি ভগবৎসেবাবৈমুখ্য হইতে জাত বলিয়া অনিত্য ও অসম্পূর্ণ। ভগবৎকথা-পালনপর ভক্তসম্প্রদায় ভক্তিপথ গ্রহণপূর্বক সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াও পরব্রহ্মের ভূমিকা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া চরমকল্যাণ প্রাপ্ত হ'ন। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানফলে বদ্ধজীবের পরমাশ্রয় ভগবৎপাদপদ্মের সেবা লাভ ঘটে না। কেবল ভগবৎসেবকগণই চরম কল্যাণ লাভ করেন।”

ভাঃ ২।৬।১৮ শ্লোকে 'মর্ত্যম্'-পদের ব্যাখ্যানে শ্রীজীবপাদ ভাঃ ১১।১০।৩০ শ্লোকের শেষার্ধ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্লোকটীর পূর্বার্ধ—“লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।” প্রকরণটী হইতেছে—মর্ত্যজীবের কর্মকাণ্ডানুযায়ী পুণ্যকর্মপ্রভাবে স্বর্গ লাভ করিয়াও ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যধামে আসিয়া আবার সুখদুঃখকর কর্মে প্রবৃত্ত

তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোকাদিবাচ্যতাং নিষেধন্ হেতুং ন্যস্যতি—মর্ত্যম্। "ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ" (ভাঃ ১১।১০।৩০) ইত্যাদিন্যায়েন মরণধর্মকম্। অন্নং কর্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি। এষঃ—অমৃতাদ্যৈশ্বর্যরূপঃ। দুরত্যয়ঃ—ব্রহ্মচর্যাদিভিঃ কেনচিন্মনসাপ্যবরোদ্ধুমশক্যঃ। তদেবামর্ত্যমৈশ্বর্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্যমেকপাৎ ইতি।

তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্যং পুনর্বিবৃণোতি (ভাঃ ২।৬।১৯)—

অনুবাদ

অতএব ভগবান্ (ভাঃ ১১।২০।৩৭) বলিয়াছেন "আমার একান্ত ভক্তগণ ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গলময় আমার ধাম প্রাপ্ত হ'ন।"

ভাঃ ২।৬।১৮ শ্লোকে 'অমৃত', 'অভয়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যাঁহারা লক্ষণার সাহায্যে কষ্টকল্পনা করিয়া বলিতে চা'ন যে, উহারা মহঃ-তপঃ-জনলোকাদির বাচক, তাঁহাদের উক্তি নিরাস করিতে হেতু ন্যস্ত করিতেছেন 'মর্ত্য'—ভাঃ ১১।১০।৩০ শ্লোকে ভগবদুক্তি "দ্বিপরার্ধকালজীবী ব্রহ্মারও কালরূপী আমা হইতে ভয় বর্তমান" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে 'মর্ত্য'-শব্দের অর্থ মরণধর্মক। 'অন্ন'—কর্মাদিফল ত্রৈলোক্য

টিপ্পনী

হইতে হয়। অতএব প্রবৃত্তিমার্গে মর্ত্যজীবের সুখ কি? কেবল ভয়। 'স্বর্গাদিলোকসমূহ ও কল্পকাল স্থায়ী ইন্দ্রাদি লোকপালগণের কালরূপী আমা (ভগবান্) হইতে ভয়, দ্বিপরার্ধকাল জীব ব্রহ্মারও সেই ভয়।" শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"মরণশীল জীবের সুখ কখনও বরণীয় নহে। লোকপালসমূহ ও তাঁহাদের লোকসকলের (কল্প বা প্রলয়কাল পর্যন্ত) ব্রহ্মার দিবস পরিমিত সহস্রযুগ আয়ুর্লাভ ঘটে, তথাপি তাঁহারা বিনাশ-ভয়ে ভীত। এমন কি পরার্ধদ্বয়-আয়ুবিশিষ্ট (ঐ প্রকার দিবস পরিমাণে শতবর্ষ অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্কে গণিত সৌরবৎসর পরিমিত) ব্রহ্মারও কালভয়ে ভীতি আছে।" সুতরাং 'মর্ত্য'—অর্থে মরণধর্মক বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ তাহা অতিক্রম করিয়া অনন্তকালব্যাপী। তাঁহার লোক বৈকুণ্ঠধামসহ তিনি নিত্য। আর স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রুতিমন্ত্র "এতাবানস্য মহিমা (বিভূতিঃ) স তু জ্যায়ান্ (মহত্তরঃ)"—এই একই অর্থ বলিয়াছেন।

পরবর্তি শ্লোকের (ভাঃ ২।৬।১৯) স্বামিপাদ বিস্তৃত টীকা দিয়া বলিয়াছেন—"ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও তদাশ্রিত ভূতসমূহের বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা দেখাইয়া এই শ্লোকে 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ বলিতেছেন। যেখানে সব থাকে, তাহা স্থিতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোকসমূহ; সেগুলি যাঁহার পাদ অর্থাৎ অংশ, তিনি স্থিতিপাৎ, পাদসমূহে অর্থাৎ অংশভূত সমস্ত লোকসমূহে সর্বজীব বর্তমান, ইহা জানেন। মন্ত্রে 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি (পাদই সর্বজীব)—এই (একস্থ বিভক্তিযুক্ত) সমানাধিকরণ অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় পরস্পর অভিন্ন ইহাই বুঝাইতেছে (—অর্থাৎ ধাম ও ধামী একই)। বিশেষতঃ 'পাদঃ'—এই একবচন প্রয়োগে সমানতাই ইহার অর্থ বলিয়াছেন—অভিপ্রেত, ইহাই বুঝাইতেছে। ভূতগণের পক্ষে ফলের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইহার অর্থ বলিয়াছেন। ইহাঁর (অস্য) অর্থাৎ ঈশ্বরের ত্রিপাদ্ অমৃত অর্থাৎ নিত্যসুখ 'দিবি' অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে, ত্রিলোকীতে নহে—ইহাই অর্থ। ত্রিপাৎ-শব্দে উদ্দিষ্ট ত্রিবিধত্ব দেখাইবার জন্য 'ত্রিমূর্ধ্নঃ' (কিন্তু শ্রীজীবপাদ 'দ্বিমূর্ধ্নঃ' পাঠ স্বীকার করিয়া অনুবাদে প্রদত্ত

কুতোভয়ম্” (ভাঃ ১২।১১।১৯) ইত্যুক্তম্। ক্ষেমং—“ন যত্র মায়া” (ভাঃ ২।৯।১০) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ ভগবদ্বহির্মুখতাকরগুণ-সম্বন্ধাভাবাদ্ ভগবদ্ভজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ম্।

তথা চ নারদীয়ে—

“সর্বমঙ্গলমূর্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব মষ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী॥” ইতি।

অতএব—“ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানম্” (ভাঃ ১১।২০।৩৭) ইত্যুক্তম্।

অনুবাদ

সেখানে অমৃত হইতেছে (ভাঃ ২।৯।৯ শ্লোকের “স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ” প্রভৃতি) “যাঁহাদের স্বদৃষ্টি বা আত্মদর্শন, এমন আত্মবিদ্গণ এ বৈকুণ্ঠধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন” ; (ঐ শ্লোকেই “যাহার পরে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কিছু নাই”—এই বচনানুসারে পরমানন্দত্বই উদ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব (৭২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ডে, ২৫৫ অঃ ৭৭ শ্লোকে) “অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্' বলিয়া ইহার পর্যায় দেওয়া হইয়াছে। এখন 'অভয়' —(ভাঃ ২।৯।১০) “বৈকুণ্ঠে কালবিক্রম বা নাশ নাই”—এই বচনানুসারে ভয়মাত্রেরই অভাব। (ভাঃ ১২।১১।১৯) শ্রীসূত বলিয়াছেন—“হে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ, বৈকুণ্ঠধাম সর্বপ্রকার ভয়বর্জিত। এক্ষণে ক্ষেম অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গল—“যেখানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে মায়া নাই” (ভাঃ ২।৯।১০)—এই বচনানুসারে ভগবদ্বহির্মুখতাকারক (মায়িক) গুণের সম্বন্ধ নাই বলিয়া বৈকুণ্ঠধাম ভগবদ্ভজনরূপ মঙ্গলের আশ্রয় স্থান, ইহা জানিতে হইবে। নারদীয় পুরাণেও ঐ প্রকার বলিয়াছেন, যথা—(ভগবদুক্তি)—“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সর্বদা আমাতে তোমার সর্বমঙ্গলের শীর্ষস্থানীয়া পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক।”

টিপ্পনী

বৈকুণ্ঠধামে কোনও ভয়ের কারণ নাই। চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন যে, “লোকগত কিঞ্চিৎ নির্ভয়তা যাহা প্রতীত হয়, তাহাও ছত্রেরই বিভূতি।”

ভাঃ ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অধিকারী অনুসারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়া সর্বত্রই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায়ের চরম (৩৭শ) শ্লোকে উপদেশ করিলেন যে, “আমার উপদিষ্ট আমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমমঙ্গলময় আমার স্থান বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্ত হ'ন, যাহা জ্ঞানিগণ পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।” এই শ্লোকটীর গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতি দিয়াছেন—“অন্যাভিলাষ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাদি নিঃশ্রেয়স ধর্ম হইতে পারে না। এইগুলি ভগবৎসেবাবৈমুখ্য হইতে জাত বলিয়া অনিত্য ও অসম্পূর্ণ। ভগবৎকথা-পালনপর ভক্তসম্প্রদায় ভক্তিপথ গ্রহণপূর্বক সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াও পরব্রহ্মের ভূমিকা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া চরমকল্যাণ প্রাপ্ত হ'ন। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানফলে বদ্ধজীবের পরমাশ্রয় ভগবৎপাদপদ্মের সেবা লাভ ঘটে না। কেবল ভগবৎসেবকগণই চরম কল্যাণ লাভ করেন।”

ভাঃ ২।৬।১৮ শ্লোকে 'মর্ত্যাম্'-পদের ব্যাখ্যানে শ্রীজীবপাদ ভাঃ ১১।১০।৩০ শ্লোকের শেষার্ধ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্লোকটীর পূর্বার্ধ—“লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।” প্রকরণটী হইতেছে—মর্ত্যজীবের কর্মকাণ্ডানুযায়ী পুণ্যকর্মপ্রভাবে স্বর্গ লাভ করিয়াও ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যধামে আসিয়া আবার সুখদুঃখকর কর্মে প্রবৃত্ত

তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোকাদিবাচ্যতাং নিষেধন্ হেতুং ন্যস্যতি—মর্ত্যম্। "ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ" (ভাঃ ১১।১০।৩০) ইত্যাদিন্যায়েন মরণ-ধর্মকম্। অন্নং কর্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি। এষঃ—অমৃতাদ্যৈশ্বর্যরূপঃ। দুরত্যয়ঃ—ব্রহ্মচর্যাদিভিঃ কেনচিন্মনসাপ্যবরোদ্ধুমশক্যঃ। তদেব-মমর্ত্যমৈশ্বর্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্যমেকপাৎ ইতি।

তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্যং পুনর্বিবৃণোতি (ভাঃ ২।৬।১৯)—

অনুবাদ

অতএব ভগবান্ (ভাঃ ১১।২০।৩৭) বলিয়াছেন "আমার একান্ত ভক্তগণ ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গলময় আমার ধাম প্রাপ্ত হ'ন।"

ভাঃ ২।৬।১৮ শ্লোকে 'অমৃত', 'অভয়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যাঁহারা লক্ষণার সাহায্যে কষ্টকল্পনা করিয়া বলিতে চা'ন যে, উহারা মহঃ-তপঃ-জনলোকাদির বাচক, তাঁহাদের উক্তি নিরাস করিতে হেতু ন্যস্ত করিতেছেন 'মর্ত্য'—ভাঃ ১১।১০।৩০ শ্লোকে ভগবদুক্তি "দ্বিপরার্ধকালজীবী ব্রহ্মারও কালরূপী আমা হইতে ভয় বর্তমান" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে 'মর্ত্য'-শব্দের অর্থ মরণধর্মক। 'অন্ন'—কর্মাদিফল ত্রৈলোক্য

টিপ্পনী

হইতে হয়। অতএব প্রবৃত্তিমার্গে মর্ত্যজীবের সুখ কি? কেবল ভয়। 'স্বর্গাদিলোকসমূহ ও কল্পকাল স্থায়ী ইন্দ্রাদি লোকপালগণের কালরূপী আমা (ভগবান্) হইতে ভয়, দ্বিপরার্ধকাল জীব ব্রহ্মারও সেই ভয়।" শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"মরণশীল জীবের সুখ কখনও বরণীয় নহে। লোকপালসমূহ ও তাঁহাদের লোকসকলের (কল্প বা প্রলয়কাল পর্যন্ত) ব্রহ্মার দিবস পরিমিত সহস্রযুগ আয়ুর্লাভ ঘটে, তথাপি তাঁহারা বিনাশ-ভয়ে ভীত। এমন কি পরার্ধদ্বয়-আয়ুর্বিশিষ্ট (ঐ প্রকার দিবস পরিমাণে শতবর্ষ অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্কে গণিত সৌরবৎসর পরিমিত) ব্রহ্মারও কালভয়ে ভীতি আছে।" সুতরাং 'মর্ত্য'—অর্থে মরণধর্মক বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ তাহা অতিক্রম করিয়া অনন্ত-কালব্যাপী। তাঁহার লোক বৈকুণ্ঠধামসহ তিনি নিত্য। আর স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রুতিমন্ত্র "এতাবানস্য মহিমা (বিভূতিঃ) স তু জ্যায়ান্ (মহত্তরঃ)"—এই একই অর্থ বলিয়াছেন।

পরবর্তি শ্লোকের (ভাঃ ২।৬।১৯) স্বামিপাদ বিস্তৃত টীকা দিয়া বলিয়াছেন—"ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও তদাশ্রিত ভূতসমূহের বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা দেখাইয়া এই শ্লোকে 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ বলিতেছেন। যেখানে সব থাকে, তাহা স্থিতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোকসমূহ; সেগুলি যাঁহার পাদ অর্থাৎ অংশ, তিনি স্থিতিপাৎ, পাদসমূহে অর্থাৎ অংশভূত সমস্ত লোকসমূহে সর্বজীব বর্তমান, ইহা জানেন। মন্ত্রে 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি (পাদই সর্বজীব)—এই (একস্থ বিভক্তিযুক্ত) সমানাধিকরণ অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় পরস্পর অভিন্ন ইহাই বুঝাইতেছে (—অর্থাৎ ধাম ও ধামী একই)। বিশেষতঃ 'পাদঃ'—এই একবচন প্রয়োগে সমানতাই ইহার অর্থ বলিয়াছেন—অভিপ্রেত, ইহাই বুঝাইতেছে। ভূতগণের পক্ষে ফলের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইহার অর্থ বলিয়াছেন। ইহাঁর (অস্য) অর্থাৎ ঈশ্বরের ত্রিপাদ্ অমৃত অর্থাৎ নিত্যসুখ 'দিবি' অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে, ত্রিলোকীতে নহে—ইহাই অর্থ। ত্রিপাৎ-শব্দে উদ্দিষ্ট ত্রিবিধত্ব দেখাইবার জন্য 'ত্রিমূর্ধ্নঃ' (কিন্তু শ্রীজীবপাদ 'দ্বিমূর্ধ্নঃ' পাঠ স্বীকার করিয়া অনুবাদে প্রদত্ত

"পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ। অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু॥"

তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্বভূতানীতি স্থিতয়ো মর্ত্যাদ্যৈশ্বর্যাণি তানি পাদা ইবাধিষ্ঠানভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ পাদেষু চতুর্ষ্বেব ঐশ্বর্যভাগেষু সর্বভূতানি পার্ষদপর্যন্তানি। পাদান্ দর্শয়তি। ত্রয়াণাং সাত্ত্বিকাদি পদার্থানাং মূর্ধেব মূর্ধা প্রকৃতিঃ তস্য মূর্ধসু তদুপরি বিরাজমানেষু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেষু অমৃতং ক্ষেমমভয়ঞ্চাধায়ি নিত্যং ধৃতমেব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ততঃ পূর্বস্য মর্ত্যান্নমাত্রাত্মকত্বাদেকপাত্ত্বম্,

অনুবাদ

প্রভৃতি লাভ। যেহেতু (ভগবান্) 'অত্যগাৎ' অতিক্রম করিয়া সেখানে (বৈকুণ্ঠে) বিরাজ করিতেছেন। 'এষ' (এই) অর্থাৎ অমৃতাদি ঐশ্বর্যরূপ। 'দুরত্যয়ঃ'—ব্রহ্মচর্যাদিদ্বারা যাঁহাকে কেহই মনেও অবরুদ্ধ করিতে পারে না। অতএব এই প্রকারে অমর্ত্য ঐশ্বর্য– ত্রিপাদ্ বিভূতি, আর মর্ত্য ঐশ্বর্য—একপাদ্ বিভূতি।

ভগবানের চতুষ্পাদ্ ঐশ্বর্য পুনরায় বিবৃত হইতেছে, যথা (ভাঃ ২।৬।১৯)—"সূরিগণ অবগত আছেন যে, স্থিতিপ্রদ অর্থাৎ পালনকর্তা পুরুষের পাদ অর্থাৎ অংশভূত লোকসমূহে সর্বভূতসমূহ বর্তমান। ত্রিগুণময় স্থানসমূহের যে উপরিভাগ, তাহার শিরোদেশে অর্থাৎ পরব্যোমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয়

টিপ্পনী

একটু অন্য অর্থ করিয়াছেন)—তিনটী লোকের (ত্রিলোকীর) মূর্ধা (শিরোদেশ) মহর্লোক, তাহার মূর্ধসমূহ অর্থাৎ তাহার উপরিতন লোকসমূহ (জন, তপঃ, সত্য), সেই ক্রমানুসারে অমৃতাদি নিহিত। এই সকলের মধ্যে ত্রিলোকীতে নশ্বর সুখ। মহর্লোক ক্রমমুক্তির স্থান হইলেও কল্পান্তে তদধিবাসিগণকে স্থানত্যাগ করিতে হয় বলিয়া সেখানে অবিনাশী সুখ নয়। তবে জনলোকে অমৃত অবিনাশী সুখ, যাবজ্জীবন স্থানত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে মহর্লোকবাসিগণ ত্রিলোকদাহের তীব্র উত্তাপ-পীড়িত হইয়া জনলোকে গমন করেন বলিয়া জনলোকবাসিগণকে অক্ষেম (মঙ্গলের অভাব) দর্শন করিতে হয়; যেমন পরে পাওয়া যাইবে—'সঙ্কর্ষণাগ্নিতে দহ্যমান ত্রিলোকীর তীব্র উত্তাপজন্য পীড়িত হইয়া ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ মহর্লোক হইতে জনলোকে যা'ন।' তপোলোকে ঐরূপ হয় না বলিয়া সেখানে ক্ষেমই।

কিন্তু সত্যলোকে অভয়, মোক্ষপদ তৎসমীপবর্তী বলিয়া চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় একটু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"...স্থিতি লোকপালন যাঁহার পদ অর্থাৎ চরণারবিন্দ হইতে হয়, তিনি স্থিতিপাৎ পুরুষ, তাঁহার পাদসমূহে অর্থাৎ অংশভূত মায়িক ও অমায়িক দেশ (লোক) সমূহে সর্বভূত অর্থাৎ বদ্ধমুক্ত জীবগণ থাকেন। তন্মধ্যে 'ত্রিমূর্ধ্নঃ' অর্থাৎ ত্রিগুণময় স্থানগুলির মূর্ধা বা শিরোদেশের ন্যায় যে উপরিস্থিত ভাগ, যাহা প্রকৃতির আবরণ, তাহার শিরোদেশগুলিতে উপরিতন স্থানসমূহে অর্থাৎ পরব্যোমসমূহে, অমৃত বা মরণের অভাব, ক্ষেম বা রোগাদির অভাব, অভয় অর্থাৎ পরস্পর হইতে যে ভয় ও ভগবদপরাধহেতু যে ভয়, তাহার অভাব জানিতে হইবে। অমৃতশব্দে কালহেতুক ভয়ের নিষেধ। ঐ অমৃতশব্দদ্বারা ত্রিগুণময় স্থানে তদ্বিপরীত মৃত্যু, অক্ষেম ও ভয় নিহিত। ইহাতে ত্রিগুণময় প্রপঞ্চ অনিত্য ও ত্রিগুণাতীত পরব্যোম নিত্য—ইহাই বুঝাইতেছে। বৈকুণ্ঠধাম বর্ণনে বলা হইবে (ভাঃ ২।৯।১০) 'সেখানে কালবিক্রম ও মায়া নাই।' 'পাদোঽস্য' শ্রুতিমন্ত্রের 'দিবি' অর্থাৎ সর্বোর্ধপ্রদেশে অমৃত; 'অস্য ত্রিপাৎ' অর্থাৎ 'ইহার ত্রিপাদ্বিভূতিসহ অমৃত'।"

উত্তরস্যামৃতাদিত্রয়াত্মকত্বাৎ ত্রিপাত্ত্বমিতি ভাবঃ। তদনেন "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। অস্য পাদস্তথাস্যৈব দিবি বৈকুণ্ঠে যদমৃতাদ্যাত্মকং ত্রিপাৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানি ইত্যর্থঃ। অত্রাধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োরৈক্যোক্তিঃ। অথ—চতুষ্পাত্ত্বে ত্রিলোকীব্যবস্থাবৎ পক্ষান্তরং দর্শয়তি (ভাঃ ২।৬।২০)—

"পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ। অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ॥"

চ-শব্দঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। প্রপঞ্চাদ্বহিঃ পদাস্ত্রয়ঃ আসন্নেব, প্রপঞ্চাত্মকস্য চতুর্থপাদস্যৈব বিভাগবিবক্ষায়াং তু ত্রিলোক্যা বহিশ্চান্যে পাদাস্ত্রয় আসন্নিত্যেবং মন্ত্রেঽপি (পুরুষসূক্তে) হি

অনুবাদ

নিহিত।" (গ্রন্থকারের টীকা)—'স্থিতপদঃ'পদের অর্থ—যেখানে সর্বভূত স্থিত, এই অর্থে 'স্থিতিসমূহ', অর্থাৎ মর্ত্যাদি ঐশ্বর্যসমূহ ; সেই সমস্ত যাঁহার পাদ বা চরণের ন্যায় অধিষ্ঠানভূত, তাঁহার। এই স্থিতপৎ পুরুষের ঐশ্বর্যভাগ চারিটি পদেই পার্ষদপর্যন্ত ভূতসমূহ অবস্থিত। পাদগুলি দেখাইতেছেন। সাত্ত্বিকাদি পদার্থত্রয়ের শিরোদেশের ন্যায় যে শিরোদেশ অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহারও শিরোদেশে অর্থাৎ তাহার উপরে বিরাজমান বৈকুণ্ঠলোকসমূহে অমৃত, অভয় ও ক্ষেম 'অধায়ি' (ধা-লুঙ্ কর্মবাচ্যে ত) অর্থাৎ নিত্য ধৃত হইয়া বর্তমান। অতএব পূর্বকথিত ত্রিলোকী মর্ত্যান্নমাত্রাত্মক বলিয়া একপাৎ, আর উত্তর বা পরে কথিত (এষঃ অমৃতপাদৈশ্বর্যরূপত্ব) অমৃতাদিত্রয়াত্মক (অমৃত, অভয়, ক্ষেম) বলিয়া ত্রিপাৎ—এই ভাবার্থ। অতএব ইহাদ্বারা "পাদোঽস্য" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রের "ত্রিপাদ্বিভূতিসম্পন্ন ব্রহ্মের পাদ—অধিষ্ঠানভূমি সমগ্র ভূতগণ ; তাঁহার দিব্যধাম বৈকুণ্ঠে অমৃত।" —ইহার অর্থ প্রদর্শিত হইল। ইহার পাদ, আর তাঁহার দিব্যধাম বৈকুণ্ঠে যে অমৃতাদি (অমৃত, অভয়, ক্ষেম)-আত্মক যে ত্রিপাৎ, তাহা বিশ্বাভূতসমূহ, ইহাই অর্থ। এখানে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় একই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী

ভাঃ ২।৬।২০ শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"..'অপ্রজা' বলিতে যাঁহারা পুত্রাদিরূপে প্রজাত হ'ন না, তাঁহারা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বনস্থ ও যতিগণ ; তাঁহাদের আশ্রম ত্রিলোকীর বাহিরে ; কিন্তু গৃহমেধ বা গৃহস্থ আশ্রম ভিতরে, যেহেতু তিনি অবৃহদ্ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যরহিত।" চক্রবর্তিপাদ টীকায় ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"পাদেষু সর্বা (বিশ্বা) ভূতানি"—ইহার অর্থ এখানে বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতেছেন। 'বহিঃ' অর্থাৎ ত্রিমূর্ধশব্দ-কথিত প্রাকৃত আবরণের পরে পরব্যোমশব্দে অভিহিত তিনটী পাদ। 'চ'-শব্দদ্বারা বুঝাইতেছে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহারা প্রপঞ্চ-মধ্যবর্তীও হইতে পারে, যেমন মথুরা, অযোধ্যা প্রভৃতি নামক পাদসমূহ। 'অপ্রজা' অর্থাৎ যে সকল প্রকর্ষ সহিত জাত হ'ন না, অর্থাৎ সংসারমুক্ত, তাঁহাদের আশ্রম অর্থাৎ স্থানসমূহ। আশ্রমগুলি ও আশ্রমস্থ তাঁহারা নিত্য, ইহাই বুঝাইতেছে, যেহেতু পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—'অমৃত ক্ষেম নিহিত হইয়াছে।' ত্রিলোকী অর্থাৎ ত্রিগুণ-লোকময়ী প্রকৃতির মধ্যস্থ অপর চতুর্থপাদটী, যেখানে অবৃদ্ব্রত গৃহমেধ অর্থাৎ ভগবদ্ব্রতরহিত ভগবানের অভক্ত কর্মিজন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেও যদি কখনও ভক্ত হয়, তখন ত্রিপাদ্বিভূতি তাহারও স্থান হইবে। এই প্রকারে শ্রুতিমন্ত্র—'ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাঽভবৎ পুনঃ'—ব্যাখ্যাত হইলে, অর্থাৎ 'পুরুষ ত্রিপাদূর্ধ্বে উঠিলেন, তাঁহার

("ত্রিপাদূর্ধ্ব মুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ") তথৈব "পুনঃ"—শব্দ। তে কে ? অপ্রজানাং ব্রহ্মচারিবনস্থযতীনাম্ আশ্রমাঃ প্রাপ্যা যে লোকাঃ। অতএব ধর্মত্রয়প্রাপ্যত্বাৎ চতুর্ণামপি ত্রিপাত্ত্বম্। অপরস্তু চতুর্থঃ পাদস্ত্রিলোক্যা অন্তরিতি গৃহমেধস্তৎ প্রাপ্যঃ যস্মাৎ অবৃহদ্‌ব্রতো ব্রহ্মচর্যরহিত ইতি। অতএবোভয়ত্রাপি পুরুষশ্চতুষ্পাদিত্যাহ (ভাঃ ২।৬।২১)—

"সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ শাসনানশনে উভে। যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥"

অনুবাদ

এক্ষণে চতুষ্পাদ্‌বিধানে যেমন ত্রিলোকীর ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ অন্যপক্ষও দেখান হইতেছে (ভাঃ ২।৬।২০)—"অপ্রজা বা সন্ততিরহিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি—ইঁহাদের আশ্রম যে পুরুষের তিনটী পাদ, তাহা ত্রিলোকীর বহির্ভূত। কিন্তু অন্য (গৃহস্থ) আশ্রমটী অবৃহদ্‌ব্রত বা ব্রহ্মচর্যরহিত গৃহমেধি কর্মিগণের, উহা ত্রিলোকীর মধ্যে।" 'বহিশ্চ'—এখানে 'চ'শব্দটী সমুচ্চয়ার্থক (সমাহার বা একত্র অন্বয়)। প্রপঞ্চের বাহিরেই তিনটী পদ স্থিত। কিন্তু প্রপঞ্চাত্মক (কেবল প্রপঞ্চ লইয়া) চতুর্থ পাদেরই স্বতন্ত্র বিভাগ বলিবার জন্য বলা হইয়াছে ত্রিলোকীর বাহিরেই তিনটী পাদ ছিলেন। এই প্রকার (মূলের সহিত উদ্ধৃত) মন্ত্রটীতে আবার 'পুনঃ'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ তিনটী পদ কি কি ? উত্তর—অপ্রজা ব্রহ্মচারী, বনস্থ ও যতিগণের আশ্রম অর্থাৎ যে যে লোক প্রাপ্য। অতএব এই তিনটী ধর্মদ্বারা প্রাপ্য বলিয়া (মহঃ, জন, তপঃ, সত্য) চারিটী লোকও ত্রিপাৎ। আর চতুর্থ পাদটী

টিপ্পনী

আবার পাদ অর্থাৎ স্থান এখানে (ত্রিলোকীমধ্যে) ছিল।' স্মৃতিও এইরূপ বলিয়াছেন। (এখানে এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডবচন, যথা 'ত্রিপাদ্বিভূতে র্লোকাস্ত...শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্॥'—উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন)—ঐখানে ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দে প্রপঞ্চাতীতলোক বলা হইয়াছে, আর পাদবিভূতিশব্দে প্রপঞ্চ।

পরবর্তী (ভাঃ ২।৬।২১) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ 'পুরুষ' অর্থে 'পুরুষোত্তম' বলিয়াছেন। অনুবাদে তদনুগমনই করা হইয়াছে। কিন্তু স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ 'পুরুষ'-অর্থে 'জীব' বলিয়াছেন। স্বামিটীকা, যথা—"এইটী (পূর্বশ্লোকোক্তি) একেবারে অবস্থাভেদ অনুসারে অধিকারভেদ, অত্যন্ত ভিন্ন বিষয় নয়, ইহাই দেখাইতে এই শ্লোক। বিষ্বঙ্ অর্থাৎ বিবিধপ্রকারের সুষ্ঠু অঞ্চন বা উপাসনা করেন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ (জীব) দক্ষিণোত্তর দুইটী মার্গে চলেন, সাশন ও অনশন অর্থাৎ ভোগাপবর্গ প্রাপ্তির সাধনভূত। ইহার হেতু দেখাইতে পুনরায় বিশেষণ দিতেছেন—যেহেতু—একটী অবিদ্যা বা কর্মরূপা, অন্যটী বিদ্যা বা সাধন-উপাসনারূপা।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা—"(পূর্বশ্লোকে) কথিত লক্ষণে একপাদ ও ত্রিপাদ্বিভূতি জীবই প্রাপ্ত হ'ন। (তাঁহার স্বীকৃত পাঠে) বিশ্বঙ্ অর্থাৎ বিশ্বে যিনি চলেন, সেই জীব একপাদ ও ত্রিপাদ্ বিভূতিদ্বয় এই দুইটী পথে চলেন, এই দুইটী ভোগাপবর্গ সাধনভূতা। তাহাতে যোগ্যতার কথা বলিতেছেন—জীবের বিদ্যা ও অবিদ্যা ; তিনি অবিদ্যাদশায় একপাদ বিভূতি ও বিদ্যাদশায় ত্রিপাদ্বিভূতি প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু বিদ্যার উপরামে (নিবৃত্তিতে) প্রাপ্ত কেবলা ভক্তিদ্বারা, যেমন ভগবান্ ভাঃ ১১।১৪।২১ শ্লোকে বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', পুরুষ পরমেশ্বর বস্তু উভয়েরই অর্থাৎ অবিদ্যা-বিদ্যাবৃত্তিকা মায়ার আশ্রয় ; পথ দুইটী তাহাদের স্বামী পরমেশ্বরেরই অধীন। শ্লোকটীতে 'ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রমৎ সাশনাশনে অভি'—এই শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।" স্বামিপাদ যে দক্ষিণোত্তর দুইটী মার্গের কথা বলিয়াছেন, তাহার উপদেশ শ্রীগীতাতে (৮।২৪-২৭ শ্লোকে)

বিষ্বঙ্—সর্বব্যাপী, পুরুষঃ—পুরুষোত্তমঃ, এতে স্তী তে প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চলক্ষণে জীবস্য গতী, বিচক্রমে—আক্রম্য স্থিতঃ। কথম্ভূতে ? সাশনানশনে—কর্মাদিফলভোগতদতিক্রমযুক্তে। তস্যৈব এতদাক্রমণে হেতুঃ—যৎ যয়োঃ স্তোয়োঃ, অবিদ্যা মায়ৈকত্র, বিদ্যা চিচ্ছক্তিরন্যত্রাশ্রয় ইত্যর্থঃ। পুরুষোত্তমস্তু তয়োর্দ্বয়োরপ্যাশ্রয়ঃ। বক্ষ্যতে চ—"যস্মাদণ্ডং বিরাড় যজ্ঞে" (ভাঃ ২।৬।২২) ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্বৈশ্বর্যেণৈকদেশৈশ্বর্যেণ চ চতুষ্পাত্ত্বমিতি ভাবঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ

ত্রিলোকীর অন্তর্ভূত, যেহেতু উহা গৃহমেধীজনের প্রাপ্য, গৃহমেধ অবৃহদ্‌ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যরহিত। অতএব উভয়ক্ষেত্রেই পুরুষ চতুষ্পাৎ।

ইহা পরবর্তী (ভাঃ ২।৬।২১) শ্লোকে বলিতেছেন—"বিষ্বঙ্ অর্থাৎ সর্বত্র পরিভ্রমণকারী অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরম পুরুষ উভয় পথ অর্থাৎ জীবের প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত দুইটী গতি, প্রথমটী 'সাশন' অর্থাৎ কর্মাদিফলের ভোগযুক্ত, আর দ্বিতীয়টী 'অনশন' অর্থাৎ সেই ভোগাতিক্রমযুক্ত,—এই পথ দুইটী আক্রমণ করিয়া স্থিত আছেন,যেহেতু পথ দুইটীর একটীতে অবিদ্যা মায়া, আর অন্যটিতে বিদ্যা বা চিচ্ছক্তি আশ্রয়; কিন্তু পুরুষোত্তম দুইটী পথেরই আশ্রয়।" পরবর্তী (ভাঃ ২।৬।২২) শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে,তাঁহা হইতেই (বিশ্বাত্মক) অণ্ড ও বিরাট্ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইত্যাদি। অতএব সর্বৈশ্বর্য ও একদেশস্থ ঐশ্বর্য দেখাইয়া চতুষ্পাদ্ ধর্ম স্থিরীকৃত হইল। দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন। (৭৮)

টিপ্পনী

বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীজীবপাদের 'পুরুষ'-শব্দের পুরুষোত্তম' অর্থ গ্রহণ করিলে, তিনিই যে বিদ্যা ও অবিদ্যা—উভয়েরই আশ্রয়, তাহা ভগবান্ (ভাঃ ১১।১১।৩) নিজেই বলিয়াছেন, যথা—'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥'—অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়ই আদিকাল হইতে বর্তমান, মদীয় মায়ারচিত ও আমারই শক্তি ; ইহাদিগকে বন্ধ ও মোক্ষের হেতু বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ বিদ্যায় মোক্ষ ও অবিদ্যায় বন্ধন। বিদ্যায় মোক্ষ—ইহা সূত্রকার ব্যাসদেবও বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৮)—"বিদ্যৈব তু তন্নির্ধারণাৎ।" ইহার গোবিন্দভাষ্য বলিয়াছেন—"শাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক উপাসনাকে বিদ্যা বলে, বিদ্যাযোগে মুক্তি। সূত্রে 'তু'-শব্দ আশঙ্কাচ্ছেদ জন্য। বিদ্যাই মোক্ষের হেতু, কর্ম নহে। বিদ্যা ও কর্ম একত্রও নহে। শ্রুতি (শ্বেঃ ৩।৮, ৬।১৫) বলিয়াছেন—'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে জানিলেই লোক মৃত্যু অতিক্রম করে ; মোক্ষলাভের আর অন্য উপায় নাই' ; পুরুষসূক্তেও বলেন—'তমেব বিদ্বান্ অমৃত ইতি ভবতি'—অর্থাৎ 'তাঁহাকেই জানিয়া ইহলোকে অমৃত হওয়া যায়।' —ইত্যাদিতে তাঁহার তত্ত্ব অবধারণ করা যায় বলিয়া, এখানে বিদ্যাশব্দে জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তিকেই বলা হয়। 'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ' (বৃঃ আঃ ৪।৪।২১)—অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।'—ইত্যাদি।"

পরবর্তী (ভাঃ ২।৬।২২) শ্লোকটী সম্পূর্ণ এই—"যস্মাদণ্ডং বিরাড় যজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ। তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য ইবাতপন্ ॥" —অর্থাৎ "যে পুরুষ হইতে এই অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) ও ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাট্

ভগবতঃ স্বরূপশক্তিঃ স্বরূপান্তঃপাতেঽপি ভেদলক্ষণবৃত্ত্যা বৈচিত্রীঃ প্রকটয়তি

এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্। সা চ শক্তিবিশিষ্টস্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপান্তঃপাতেঽপি ভেদলক্ষণাং বৃত্তিং ভজন্তী তত্র প্রকাশবিশেষং বৈচিত্রীবৃন্দঞ্চ প্রকটয়তি। তত্র তত্র তাদৃশত্বে ব্রহ্মোপাসনাসিদ্ধগুরব এবাস্মাকং প্রমাণম্।

তদেতদাহ চতুর্দশভিঃ (ভাঃ ৩।১৫।৩৭-৫০)—

"এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ, স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনাম-, ন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ (৩৭)

অনুবাদ

এই প্রকার (ত্রিপাদ্বিভূতিবিশিষ্ট) অন্তরঙ্গবৈভবশালী ভগবান্ স্বরূপভূতা শক্তির যোগে প্রকাশমান বলিয়া স্বরূপভূত। সেই শক্তিও শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের স্বরূপ হওয়ায় স্বরূপমধ্যভূত হইলেও ভেদলক্ষণাবৃত্তি পোষণপূর্বক তন্মধ্যে প্রকাশবিশেষ নানাবৈচিত্রীসমূহ প্রকাশ করিতেছেন। সেই সেই স্থলে ঐরূপ বিচিত্রতাসম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনার সিদ্ধগুরু-(আত্মারাম চতুঃসন সনকাদি) চতুষ্টয়ের সাক্ষাদ্দর্শনই আমাদের প্রমাণ। তাহাই এই চতুর্দশটী (ভাঃ ৩।১৫।৩৭-৫০) শ্লোকে বলিতেছেন—"আর্যহৃদ্য (আর্যগণের মনোজ্ঞ) পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বীয় ভৃত্যগণের মহদতিক্রমরূপ অপরাধ জানিয়া পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষণীয় চরণযুগল চালনা করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন

টিপ্পনী

প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর। সূর্য যেমন কিরণদ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াও নিজমণ্ডলে অবস্থিত, সেই পুরুষও তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট্ শরীরকে প্রকাশিত করিয়াও ঐ দুইটী অতিক্রমপূর্বক ত্রিপাদ্বিভূতিতেই বিরাজমান।" চক্রবর্তিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"ত্রিপাদ্বিভূতি অন্তরঙ্গা চিৎ-শক্তির বিলাস, অতএব সেই চিন্ময়ী শক্তিতে আসক্ত; কিন্তু একপাদবিভূতি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস, সেইজন্য সেই মায়াময়ী শক্তিতে আসক্ত থাকিয়া পরমেশ্বর তাহার কেবল উপকার করেন। যে পুরুষ হইতে অণ্ড ও ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাট্ জাত, সেই পুরুষ ঈশ্বর; তাঁহার অণ্ড অর্থাৎ দ্রব্য, আর বিরাট্ অর্থাৎ শরীরকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশপূর্বক তাহা প্রকাশ করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত বলিয়া অতিক্রম করিয়া যা'ন; আর গিয়া স্বান্তরঙ্গস্থান ত্রিপাদ্বিভূতিতে সর্বদা অবস্থিত থাকেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইতেছে যে, সূর্য কিরণদ্বারা বিশ্ব প্রকাশ করিয়াও স্বমণ্ডলে অবস্থিত।" স্বামিটীকা—"বিরাট্-এর অন্তর্বর্তিগণের এইরূপ ফলবৈচিত্র্য বলিয়া তৎকারণ ঈশ্বর তাহা হইতে বিলক্ষণ, ইহা দেখাইয়া 'ততো বিরাড়্ অজায়ত'—এই শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ বলিলেন। ...ঈশ্বর সেই বিষণ্ড্ বিরাট্ দেহকে, আর দ্রব্য অর্থাৎ অণ্ডকে অতিক্রম করিয়াছেন।..."

ত্রিপাদ্বিভূতিতে সর্বৈশ্বর্য ও একপাদবিভূতিতে একদেশস্থ ঐশ্বর্য-বর্ণনপূর্বক চতুষ্পাদ্ ধর্ম স্থাপিত হইল। ৭৮।

স্বরূপভূতা শক্তির বৃত্তিতে ভেদলক্ষণ থাকাতে তাহা নির্বিশেষত্ব অতিক্রমপূর্বক নানা চিদ্বৈচিত্রী প্রকাশ করেন। আত্মারামশিরোমণি সনকাদি চতুঃসন মুনিগণের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন ও স্তুতিসমূহে তাহা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত চতুর্দশটী শ্লোকের (ভাঃ ৩।১৫।৩৭-৫০) আলোচনাদ্বারা তাহা প্রচুর পরিমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

প্রথম শ্লোকটীর (৩৭শ) ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বামিপাদের টীকা উদ্ধার করিয়াছেন। আর তিনি দেখাইয়াছেন অভিশপ্ত বৈকুণ্ঠদ্বারিদ্বয়কে 'স্বানাং' বলায় তাঁহারা ভক্ত বলিয়া আত্মারাম মুনিগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের

তন্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি-, স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-, শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ ॥ (৩৮)
কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম, স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-, শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ (৩৯)
পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা, কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে, বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪৭ ॥
বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-, গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্।

অনুবাদ

করিলেন (৩৭)। সেই চতুঃসন-মুনিচতুষ্টয় স্বসমাধির ভজনীয় ফলস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া আসিতে দেখিলেন। ভগবানের সঙ্গে স্বীয় দাসগণ গমনের উপযোগী ছত্রাদি সঙ্গে আনিতেছিলেন। দুই পার্শ্বে সঞ্চালিত হংসের ন্যায় সুশোভন শ্বেতব্যজনদ্বয়ের অনুকূল বায়ুতে আন্দোলিত মস্তকোপরিধৃত চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ ছত্র হইতে চন্দ্রকিরণের বায়ুচালিত জলকণাসমূহ তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিতেছিল (৩৮)। (তাঁহারা দেখিলেন) তিনি সকলেরই প্রতি প্রসাদব্যঞ্জক-শ্রীমুখশোভিত, কারুণ্যাদিসর্বগুণের ধাম বা আশ্রয়, সস্নেহদৃষ্টির কলা বা সপ্রেমকটাক্ষে হৃদয়স্পর্শী, স্বীয় শ্যামবর্ণ বিপুল-বক্ষঃস্থলে বিরাজিতা লক্ষ্মীদেবীসহ স্বর্লোকের চূড়ামণিস্বরূপ (অর্থাৎ সত্যলোকেরও উপর) স্বধাম বৈকুণ্ঠের শোভাবর্ধনকারী (৩৯)। (তাঁহারা দেখিলেন) তিনি তাঁহার বিশাল নিতম্বদেশ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান পীতবসনের উপর শোভমানাকাঞ্চী বা মেখলাযুক্ত, অলিকুল গুঞ্জিত বনমালাশোভিত, সুশোভন-বলয়শোভিত-প্রকোষ্ঠ-(কফণি বা কনুই হইতে মনিবন্ধ পর্যন্ত ভুজাংশ)সহ এক হস্ত গরুড়ের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অন্য হস্তে পদ্ম ঘুরাইয়া ক্রীড়াশীল (৪০)। (তাঁহারা দেখিলেন) তিনি ঔজ্জ্বল্যে

টিপ্পনী

নিকট আত্মীয়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন—"এই প্রকার পরস্পর (একদিকে মুনিচতুষ্টয়কে বাধাপ্রদানকারী জয়-বিজয়, অপরপক্ষে অভিশাপপ্রদানকারী তাঁহারা) অপরাধের ভাবনা হইতে হৃদয়ে উদ্ভূত দৈন্যসমুদ্রের বিন্দুসমূহ অশ্রুরূপে বহির্গত হইয়া দোষ ধৌত করিলে শুদ্ধীকৃত সনকাদি ও জয়বিজয়ে ·· সম্প্রকাশিত ভক্তি ভগবান্‌কে আকর্ষণ করিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে একদিকে ব্রহ্মণ্যদেব, অপরদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন সেই স্থলে আগমন করিলেন।" পরে বলিতেছেন—"মহামুনিগণের অন্বেষণযোগ্য চরণযুগল—অর্থাৎ নির্বিকল্পজ্ঞানের পর সবিকল্পজ্ঞান অপেক্ষিতব্য এবং ব্রহ্মস্বরূপানুভবের পর ভগবৎস্বরূপের অনুভবই যোগ্য,—এইজন্য ভগবান্ চরণ চালিত করিলেন, অর্থাৎ আমার চরণের মাধুর্য ইহারা পূর্বে অনুভব করেন নাই, ইঁহাদিগকে তাহা অনুভব করাইয়া মহানির্বৃতি বা মহাসুখের চমৎকার সিন্ধুতে উঁহাদিগকে নিমজ্জিত করি,—এই অভিপ্রায়ে; আর শ্রীকে সঙ্গে লইলেন এই অভিপ্রায়ে যে, ইঁহারা এতদিন আমার বহিরঙ্গা-শক্তি-সম্বন্ধেই আমার শক্তিমত্তা জানেন, কিন্তু এই শ্রী বা স্বরূপভূতা শক্তির কথা জানেন না; ইঁহাদিগকে এই হ্লাদিনী শক্তির অনুভব করাই।" পরবর্তী (৩৮শ) শ্লোকের চক্রবর্তি টীকা—"ভগবৎসাক্ষাৎকারে রূপমাধুর্য ব্যাপকভাবে ও শাব্দিকমাধুর্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভগবান্‌কর্তৃক প্রদত্ত

দোর্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্ধ্য-, হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন। (৪১)
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ, স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং, নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ॥ (৪২)
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-, কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ (৪৩)
তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-, মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-, দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রিয়ণং নিদধ্যুঃ॥ (৪৪)

অনুবাদ

বিদ্যুৎকেও ধিক্কারকারী মকরাকৃতি-কুণ্ডলদ্বারা যোগ্যভাবে অলঙ্কৃত গণ্ডস্থলদ্বয় ও উৎকৃষ্ট বা উন্নত নাসিকার সহিত মুখবিশিষ্ট, মণিময় কিরীট বা মস্তকভূষণসম্বলিত, ভুজদণ্ডসমূহ (চতুষ্টয়) মধ্যে মনোহর পরার্ধ্য বা উৎকৃষ্ট হার ও গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণিদ্বারা শোভমান (৪১)। ভগবানের নিজজনগণ (তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া) মনে মনে বিতর্ক করেন যে, ইন্দিরা বা লক্ষ্মীদেবীর (স্বীয় সৌন্দর্য-জন্য) অহঙ্কার এই ভগবৎসৌন্দর্যের নিকট খর্ব। আমার (এ সমস্ত বর্ণন দেবগণের নিকট ব্রহ্মার উক্তি), ভব অর্থাৎ শিবের ও তোমাদের ভজনীয় বহু সৌন্দর্যসম্পন্ন অঙ্গ (শ্রীমূর্তি) মুনিগণ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে ক অর্থাৎ স্ব-স্ব মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন, দেখিয়া তাঁহাদের নয়নের তৃপ্তি হইল না (৪২)। কমলনয়ন সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মের কেশরের সহিত মিলিত তুলসী হইতে নিঃসৃত মধুগন্ধি-বায়ু এমন কি ব্রহ্মানন্দী সেই মুনিগণেরও নাসারন্ধ্রপথে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া অক্ষর ব্রহ্মসেবী তাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দেহে পুলক উৎপন্ন করিল (৪৩)। তাঁহারা ঊর্ধ্বদৃষ্টিযোগে ঐ শ্রীভগবানের অতিসুন্দর অরুণবর্ণ

টিপ্পনী

ভগবদ্রতিরূপ শক্তিবলে তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। ...ভগবান্ তাঁহাদের অক্ষ-বিষয় অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত হইলেন। এখানে পূর্বপক্ষ হইতে পারে—তাহা হইলে ত' ভগবানের বিষয়ত্ব (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব) প্রস্তাবিত হইল,—তদুত্তরে বলিয়াছেন 'স্বসমাধিভাগ্যং'; অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্মাকারে ব্রহ্মানন্দ-অনুভবেরও ভাগ্য অর্থাৎ মূর্তিযুক্ত, ইহাই তাৎপর্য। তাঁহারা মনে করিলেন—'অহো, ইঁহার (ভগবানের) দর্শনেই আমাদের সমাধিও সফল হইল।' তবে তাঁহার রূপাদিরও বিষয়ত্ব কোন্ মূঢ় সম্ভব বলিয়া মনে করে? এইরূপ ভাবার্থ। 'হংস'—ইত্যাদি—এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারযোগে ছত্রের ধারে ধারে যে সকল মুক্তা বিলম্বিত ছিল (ঝুলিতেছিল) তাহাদিগকে কেশরের সহিত তুলনা করিয়া ছত্রে নিম্নমুখ সহস্রদল কমলাকার আরোপিত হইয়াছে, তাহাতেই শীতলতা, সৌগন্ধ্য, কোমলতা শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তিযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই শীকরাম্বু শশীর সম্বন্ধে অমৃত হইয়াছে।" শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"অচক্ষত অপশ্যন্, আপঞ্চমাদিদমেব ক্রিয়াপদম্"—অর্থাৎ এখান হইতে পঞ্চম শ্লোক (৪২) পর্যন্ত 'দেখিয়াছিলেন',—এই ক্রিয়াপদ। 'কৃৎস্নপ্রসাদ' (৩৯শ) শ্লোকের বিশ্বনাথ টীকা—"(মুনিচতুষ্টয়ের কথা)—'তাঁহার নিজ ভক্তদ্বয়কে আমরা অভিশাপ দিয়াছি, এইজন্য ভগবান্ আমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন কি না জানি না',—এইরূপ সংশয়সিন্ধুতে নিমগ্ন আমাদিগের প্রতি কৃৎস্ন বা সমস্ত অর্থাৎ আভ্যন্তরিক ও বাহ্য

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-, র্ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-, রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥ (৪৫)
শ্রীকুমারা ঊচুঃ—
যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং, নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ, পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥ (৪৬)
তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং, সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-, রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ (৪৭)

অনুবাদ

অধরৌষ্ঠে কুন্দপুষ্পের ন্যায় অতিশুভ্র ও ক্ষুদ্র দন্তপংক্তির মৃদুহাস্য-মণ্ডিত অতিমনোহর বদনরূপ নীলপদ্ম দর্শন করিয়া তাঁহারা লব্ধকাম অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ অধোদৃষ্টিযোগে অরুণবর্ণ মণি-সদৃশ দীপ্তিমৎ নখরাজির আশ্রয়স্থল শ্রীভগবানের পদযুগল অবলোকন করিয়া ধ্যান করিতে থাকিলেন (৪৪)। এখানে যোগমার্গে স্বগতির অন্বেষণকারীজনগণের ধ্যানের বিষয়ীভূত, অত্যাদরণীয় বা তত্ত্ব-দর্শিগণের সম্মত স্বীয় পৌরুষরূপ (ধ্যানস্থ ঐ সনকাদিমুনিগণকে) ভগবান্ দেখাইতে লাগিলে, ঐ মুনিগণ অন্যের পক্ষে অসম্ভব অর্থাৎ অসাধারণ, ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য, অণিমাদিঐশ্বর্যসমন্বিত অষ্ট-ভোগযুক্ত ভগবানের সম্যক্ স্তবগান করিতে লাগিলেন (৪৫)।

শ্রীকুমারচতুষ্টয় বলিলেন—"হে অনন্ত ভগবন্, যে আপনি (পরমাত্মরূপে) দুরাত্মজনগণের হৃদগত থাকিলেও তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হ'ন, অর্থাৎ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন না, সেই আপনি এখনই আমাদের নয়নমূল প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ দৃগ্‌গোচর হইলেন। যখন আপনা হইতে জাত আমাদের পিতা (ব্রহ্মা)কর্তৃক আপনার রহস্য বা তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তখনই আপনি আমাদের কর্ণরন্ধ্রপথে আমাদের গুহা বা অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছেন (৪৬)। যে-সকল মুনিগণের গ্রন্থি বা জড়াহঙ্কার

টিপ্পনী

যে প্রসাদ, তদ্দ্বারা ভগবান্ সুমুখ (প্রসন্নবদন), আহা, আমাদিগের প্রতিও তাঁহার প্রসাদ পূর্ণভাবে উপলব্ধ হইতেছে' এই প্রকার অন্তরে উল্লসিত মুনিগণের নেত্রাদি-ইন্দ্রিয়গণের স্পৃহণীয় সৌন্দর্য-কারুণ্য-ঔদার্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের ধাম বা আস্পদ ভগবান্। (জয়বিজয়ের কথা)—'হায়, হায়, ব্রহ্মশাপানলদগ্ধ অধঃপতনোন্মুখ আমাদের আর এইরূপ দর্শন-মাধুরী পুনরায় ঘটিবে না'—এইরূপ খেদসিন্ধুতে নিমগ্ন রোরুদ্যমান জয়বিজয়ের প্রতি যে স্নেহাবলোকন তাহার কলা বা কৌশলে সেখানে উপস্থিত সকলেরই হৃদয়স্পর্শ ভগবান্ করিতেছেন, তাঁহার ভক্তবাৎসল্য তাঁহাদের মনকে প্রলুব্ধ করিতেছে। বামতনুর উর্ধ্বে স্বর্ণরেখারূপে অবস্থিতা শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) সহিত তিনি 'স্বশ্চূড়ামণি' অর্থাৎ সত্যলোকপর্যন্ত স্বর্গসমূহের চূড়াতে মণির ন্যায় তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠকে তিনি সুভগ বা সুখদ করিতেছেন, অথবা 'ধন্য সেই বৈকুণ্ঠধাম, যে-স্থানের অধিবাসিগণ স্বর্ণরেখাময়ী লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের বক্ষে দেখিতে পা'ন'—এই প্রকারে ভগবান্ বৈকুণ্ঠকে সৌভাগ্যময় করিয়াছেন। এখানে রূপামাধুর্য ও রূপমাধুর্য মন ও নেত্রদ্বারা অনুভূত।" "পীতাংশুকে" (৪০শ) শ্লোকে চক্রবর্তিপাদ অন্বয় দেখাইয়াছেন—"তৃতীয়ান্তপদগুলির (যেমন 'বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যা অলিভিঃ বিরুতয়া বনমালয়া') পূর্ব-শ্লোকের 'আত্মধিষ্ণ্যং সুভগয়ন্তম্'—এর সহিত অন্বয়।" টীকার শেষে তিনি বলিয়াছেন—"লীলাকমলভ্রামণ (ঘুরানর)

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং, কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি-শরণা ভবতঃ কথায়াঃ, কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ (৪৮)
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-, চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ, পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ (৪৯)
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং, তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম, যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥" (৫০)

অনুবাদ

দূরীভূত হইয়াছে ও যাঁহারা বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহারা আপনার কৃপাবলেই দৃঢ়ভক্তিযোগে আপনিই যে পরম বা শ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং আপনিই নিজ বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীমূর্তিদ্বারা তাঁহাদের আপনাতে প্রীতি প্রতিক্ষণ রচনা করিতেছেন; আমরা আপনাকে এই ভাবেই জানিলাম (৪৭)।" ["নাত্যন্তিকং" (৪৮) শ্লোকটীর অনুবাদ ৬৮তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। } "(আপনার ভক্তদ্বয়কে আমাদের প্রদত্ত অভিশাপদানজন্য) আমাদের স্বকৃত পাপহেতু (তৎফলস্বরূপ) যথেষ্ট নরকে (হীন-যোনিতে) আমাদের জন্ম হউক, যদি মধুকরের ন্যায় আমাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মে রতিবিশিষ্ট থাকে, আর যদি তুলসীর ন্যায় আমাদের বাক্য (আপনার গুণবর্ণনে রত থাকিয়া) আপনার শ্রীচরণে শোভিত হয়, এবং যদি আপনার গুণগ্রামশ্রবণে আমাদের কর্ণরন্ধ্র সর্বদা পরিপূরিত থাকে (৪৯)। হে বিপুল-কীর্তে ঈশ্বর, আপনি এই (অপ্রাকৃত) যে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমাদের নেত্র অতিশয় সুখলাভ করিল। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রকাশিত থাকিয়াও যে আপনি আমাদের নিকট এই প্রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেন, সেই ভগবৎস্বরূপ আপনাকে এই প্রণাম করিতেছি (৫০)।"

টিপ্পনী

ছলে মুনিচতুষ্টয়ের ব্রহ্মাস্বাদে সুস্থির হৃদয়কমলও নিজমাধুর্য প্রদর্শনপূর্বক চপল করিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রতি যেন নর্ম (পরিহাস) করিতেছেন 'হে মুনিগণ, সর্বোত্তম বলিয়া নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) আমার নির্বিশেষ স্বরূপানন্দ (ব্রহ্মানন্দ) হইতে সম্প্রতি চিত্তকে চালিত করিতেছ কেন? ইহাতেই কেন স্থির রাখিতেছ না? স্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিও না'— ইহাই প্রকাশিত হইল।" পরবর্তী 'বিদ্যুৎক্ষিপন্' (৪১শ) শ্লোকের 'হারে'র বিশেষণ 'হরতা'পদের স্বামিপাদ দুইটী অর্থ দিয়াছেন—'মনোহরেণ, বিহরতা ইতি বা' অর্থাৎ 'মনোহর বা বিহাররত'। চক্রবর্তিপাদ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "পরার্ধমূল্য হারটী মুনিচতুষ্টয়ের চিত্ত হরণ করিয়াছে, অতএব চৌর্যহেতু ভয়ে ভুজচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিয়াছে (আত্মগোপন করিয়াছে)।" "অত্রোপসৃষ্টম্" (৪২শ) শ্লোকে লক্ষ্মীদেবীর অহঙ্কারভঞ্জনসম্বন্ধে স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"আর অধিক কি বলিব? ইন্দিরা বা লক্ষ্মীদেবীর উৎস্মিত অর্থাৎ আমিই সকল সৌন্দর্যের নিধি—এই অহঙ্কার এখানে অর্থাৎ ভগবৎসৌন্দর্যে উপসৃষ্ট অর্থাৎ অন্তগত, স্বীয় ভক্তগণের বুদ্ধিতে এইরূপ বিরচিত অর্থাৎ ভৃত্যগণকর্তৃক নিজ নিজ মনে বিতর্কিত হইয়াছিল।" মূলে শ্রীজীবপাদ একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে। চক্রবর্তি-পাদ ইহার আরও একটী অর্থসহিত শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"এই ভগবানে উপসৃষ্ট অর্থাৎ (লক্ষ্মীদেবীর চিন্তা) ব্রহ্মাদিদেবগণের আরাধ্যা রূপগুণমাধুর্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আমাকর্তৃক উপসর্জনীভূত অর্থাৎ অপ্রধানীভূত (অর্থাৎ

অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে। এবং তদৈবেতি। টীকা চ "এবং স্বানাং মহৎসু অতিক্রমম-পরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য, তস্মিন্ যত্র তে সনকাদয়স্তাভ্যাং রুদ্ধাঃ, তং দেশং যযৌ। আর্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ। চরণৌ চলয়ন্নিতি। অয়ং ভাবঃ—মচ্চরণদর্শনপ্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ দর্শয়ন্ শময়িষ্যামীতি ত্বরাব্যাজেন পদ্ভ্যামেব যযৌ। শ্রী-সাহিত্যঞ্চ নিষ্কামানপি বিভূতিভিঃ পূরয়িত্বা ক্ষমাপয়িতুম্ ইতি" ইত্যেষা। তত্র তেষামাত্মারামাণামপ্যানন্দদানার্থং চরণদর্শনেন তস্য সচ্চিদা-ঘনত্বং শ্রী-সাহিত্যেন তচ্ছক্তিবিলাসস্যাপি স্বরূপাতিতরত্বং বিবক্ষিতম্। স্বানামিতি বহুবচনং

অনুবাদ

এখন ক্রমে (শ্রীপাদ গ্রন্থকারকর্তৃক) ব্যাখ্যা করা হইতেছে। "এবং তদৈব" (৩৭শ) শ্লোকে স্বামিপাদের টীকা—"এইরূপে স্বীয় দাসগণের (পার্ষদদ্বয় জয় ও বিজয়ের) কৃত (সনকাদি) মহদ্ ব্যক্তি-গণের অতিক্রমজনিত অপরাধের বিষয় তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে) জানিতে পারিয়া সেই স্থানে অর্থাৎ যেখানে তাঁহারা (সনকাদি) উঁহাদের দুইজনকর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই স্থলে (ভগবান্) গমন করিলেন। (ভগবান্) আর্যগণের (পূজ্যব্যক্তিগণের) হৃদ্য অর্থাৎ মনোজ্ঞ চরণ চালনা করিয়া গেলেন। ভাবার্থ এই—আমার চরণদর্শনে ব্যাঘাতজনিত মুনিচতুষ্টয়ের ক্রোধকে আমার চরণযুগল উঁহাদিগকে দেখাইয়া প্রশমিত করিব—এই মনে করিয়া শীঘ্র যাইবার জন্য ভগবান্ (গরুড়-স্কন্ধে আরোহণ না করিয়াই) পদব্রজে গেলেন। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহারা নিষ্কাম হইলেও বিভূতিপ্রদর্শনপূর্বক (তাঁহাদিগের মনোরথ) পূরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষমাপণ বা প্রশমন।"—এই টীকা। এস্থলে তাঁহারা আত্মারাম ব্রহ্মানন্দী হইলেও তাঁহাদিগকে আনন্দদান করিবার জন্য চরণ দেখাইয়া তিনি যে সচ্চিদানন্দঘন তাহা, এবং শ্রীদেবীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শক্তিবিলাসও যে অত্যধিক

টিপ্পনী

তেমন বেশী কিছু নয় বলিয়া উপেক্ষিত) বলিয়া, 'চ'-শব্দ থাকাতে প্রেমের সহিত লক্ষ্মীদেবীর উৎস্মিত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্মিত বা হাস্য, অর্থাৎ 'আমি ধন্যা যে, আমার এমন প্রিয়তম'—এই নিত্যানন্দ হইতে উদ্গত উল্লাস যে অঙ্গের জন্য হয়, এমন অঙ্গ ; আর সে অঙ্গ 'স্বানাং' অর্থাৎ নিজ অঙ্গপরিচারকগণের 'ধিয়া' অর্থাৎ নিত্য বিবিধ বস্ত্রাদি-শৃঙ্গারের বৈচিত্র্যবিধায়িনী সূক্ষ্মবুদ্ধির যোগে 'বহুসৌষ্ঠবাঢ্য' অর্থাৎ অত্যধিক সৌন্দর্যের আধার করিয়া বিরচিত ; আরও সে অঙ্গ ভব বা শিব এবং তোমাদের অর্থাৎ আমার (ব্রহ্মার) সহিত দেবগণের 'মহ্য' বা মহনীয় অর্থাৎ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা দূরদেশ হইতে ধ্যানযোগে পূজনীয়, তাঁহাদের ন্যায় বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ পরিচরণীয় নয় ;—এমন অঙ্গকে ভজনকারী অর্থাৎ সমুচিত বস্ত্রালঙ্কার দিয়া শোভিতকারী, তবে শম্ভুর ন্যায় সুন্দর অঙ্গকেও ভস্মাদিদ্বারা বিরূপকারী নয়,—এমন ভগবান্‌কে মুনিচতুষ্টয় দেখিলেন (৩৮শ শ্লোকে 'অচক্ষত'), বিশেষভাবে দেখিয়া অতৃপ্তনয়ন হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন।" স্বামিপাদ ও শ্রীজীবপাদ 'মহ্যং'পদটী চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত হইলেও ষষ্ঠ্যর্থ 'মম' লইয়াছেন ; চক্রবর্তিপাদ পূজার্থ 'মহ্'-চুরাদি ধাতুর উত্তর 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ান্তক বলিয়া 'মহনীয়' অর্থ করিয়াছেন।

'তস্যারবিন্দ' (৪৩শ শ্লোকের স্বামিপাদ-টীকা শ্রীজীবপাদ মূলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর তিনি নিজে 'পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'চরণযুগলের পদ্মকিঞ্জল্কের সহিত মিশ্রিতা তুলসী' ; আরও বলিয়াছেন,

দ্বয়োরপ্যপরাধঃ সর্বেষ্বেব পরিবারেষ্বাপততীত্যপেক্ষয়া তয়োর্বহুমানাদ্বা। স্বশব্দেন মুনীনাং ন তাদৃশং তদত্মীয়ত্বমিতি বিবক্ষিতম্।

অত্র তৈর্দৃষ্টং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ (৩৮-৪২)। তং সনকাদয়ঃ স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ ব্রহ্ম তদেবাক্ষবিষয়ং, যদ্বা স্বসমাধেঃ স্বস্য হৃদি ব্রহ্মাকারেণ পরতত্ত্বস্ফূর্তের্ভাগ্যং ফলরূপম্। যতোঽক্ষবিষয়ং তদীয়-স্বপ্রকাশকতাশক্তি-সংস্কৃত-নিখিলধীন্দ্রিয়স্ফুরিতত্বেন সম্প্রতি বিস্পষ্টমেবানুভূয়মানম্। অনেন পূর্ববৎ তস্য শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যানাং সর্বেষামেব ধর্মাণাং

অনুবাদ

স্বরূপভূত তাহা বলিবার অভিপ্রায়। জয়বিজয়—এই দুইজনের স্থলে যে 'স্বানাং'—এই বহুবচন প্রয়োগ, তাহা দুইজনেরও অপরাধ সমস্ত পরিবারেও আসিয়া যায়, ইহা বলিবার অপেক্ষায়, অথবা উঁহাদের দুইজনের বহুমান বলিয়া গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ। উঁহাদের সম্বন্ধে 'স্ব'-শব্দ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় মুনিগণ তাঁহার তাদৃশ আত্মীয় ন'ন—ইহা বলা।

এক্ষণে পাঁচটি (৩৮-৪২) শ্লোকে মুনিগণকর্তৃক দৃষ্ট ভগবান্ অনুবর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে সনকাদি-মুনিগণ স্বীয় সমাধিযোগে ভাগ্য অর্থাৎ ফল যে ব্রহ্ম, তাহাই ইন্দ্রিয়গোচর, অথবা স্বসমাধির অর্থাৎ স্বীয় হৃদয়ে ব্রহ্মাকারে পরতত্ত্বের যে স্ফূর্তি, তাহার ভাগ্য বা ফলস্বরূপ। যাঁহা হইতে ইন্দ্রিয়গোচর, তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তিদ্বারা সংস্কৃত বা বিশুদ্ধীকৃত সমস্তবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ে স্ফুরিত বলিয়া এক্ষণে সুস্পষ্টই অনুভবযোগ্য। ইহাদ্বারা পূর্বের ন্যায় তাঁহার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-নামক সমস্ত ধর্মগুলিই সচ্চিদানন্দ-ঘনাত্মক—ইহা স্থাপিত হইল। আর নিত্য ঐ প্রকার সতত উদ্গত বিচিত্র মাধুরীর অনুভবপূর্বক

টিপ্পনী

যে, পদ্ম ও তুলসী সে সময়ে বনমালাতেই ছিল। এক্ষণে চক্রবর্তিপাদের সরস টীকার অর্থ বলা হইতেছে—"অধিকন্তু ভগবদঙ্গের সেই সকল মাধুর্য তাঁহাদিগকে (মুনিচতুষ্টয়কে) ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরমচমৎকার প্রাপ্ত করাইয়া মাধুর্যসমূহে নিমগ্ন করাইয়াছিল। আর কি বলিব ? ভগবানের একাঙ্গসম্বন্ধিবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বায়ুও তাঁহাদিগকে স্বনিষ্ঠা হইতে চ্যুত করিয়া বিক্ষোভিত করিয়া তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছিল। পদারবিন্দে যে কিঞ্জল্ক অর্থাৎ শ্বেতারুণকান্তিযুক্ত নগর-গুলির সহিত মিশ্রিত যে তুলসী, তাঁহার মকরন্দসম্বন্ধী বায়ু তাঁহাদের অন্তরন্তঃকরণের মধ্যে গমন করিয়া সেখানে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে প্রবিষ্ট হইল। ...স্ববিবর বা নাসাচ্ছিদ্রযোগে বলিয়া নাসাচ্ছিদ্র বায়ুরই বিবর হইয়াছে, সুতরাং সেখানে প্রবেশের জন্য কাহারও আজ্ঞা লইবার প্রয়োজন হয় নাই। সেখানে গিয়া করিল কি ? চিত্ত ও তনুর সংক্ষোভ করিল। প্রথমে বলপ্রয়োগে চিত্তকে নিজানন্দঘূর্ণনে ফেলিয়া ক্ষোভিত করিল; তাহার পর তনুকেও কম্পাশ্রুরোমাঞ্চস্বেদাদিদ্বারা ক্ষোভিত করিল। ...তাঁহারা ব্রহ্মানন্দসেবী বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মানন্দময়, কিরূপে ভগবদানন্দ তাহা স্বময় অর্থাৎ ভগবদানন্দময় করিবে ? এইরূপেই ত' উহার মাধুর্যাধিক্য থাকায় উহা অধিকতর বলবান্।"

"তে বা অমুষ্য" (৪৩শ) শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীজীবপাদ প্রায় স্বামিটীকার অনুরূপ করিয়াছেন। এক্ষণে চক্রবর্তি-পাদ-টীকার রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইতেছি, যথা—"এই প্রকারে তুলসীগন্ধদ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণ শোধিত হইলে প্রাণের

সচ্চিদানন্দঘনাত্মত্বং সাধিতম্। তথা নিত্যমেব তথাবিধসততোদিত্বর-মাধুরীবৈচিত্র্যানুভবপূর্বক-পরমপ্রেমানন্দসন্দোহেন সেবমানৈস্তস্যাত্মীয়ৈঃ পুরুষৈরানীত সেবৌপয়িকনানাবস্তুভিঃ সেব্যমানং ভগবন্তং কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদেব তদানীং কেনাপি সমাধিজভাগ্যোদয়েন কেবলমপশ্যন্নিতি তেষাং পরমবিদুষাং স্পৃহাস্পদাবস্থেষু শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষেষু কস্যা অপি ভগবদানন্দশক্তের্বিলাসময়ত্বং দর্শিতম্।

অথ তেষাং ভগবদ্রতেরুদ্দীপনত্বেন চিত্তক্ষোভকত্বাত্তৎপরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বমাহ। হংসেতি সার্ধৈস্ত্রিভিঃ (৩৮-৪১)। কেশরা মুক্তাময়প্রালম্বাঃ। কৃৎস্নপ্রসাদেতি। কৃৎস্নস্য

অনুবাদ

পরিপূর্ণ পরমপ্রেমানন্দসহ ভগবানের সেবাকার্যতৎপর তাঁহার আত্মীয় পার্ষদ-পুরুষগণকর্তৃক আনীত সেবোপকরণ নানাবস্তুদ্বারা সেবিত ভগবান্‌কে কোনও ভাবে কোনও স্থলে কোনও কালে তৎকালীন কোনও সমাধিজাত-ভাগ্যোদয়ে কেবল দেখিলেন মাত্র,—ইহাদ্বারা পরমবিদ্বান্ তাঁহাদিগকে স্পৃহণীয় অবস্থাপ্রাপ্ত শ্রীবৈকুণ্ঠের পুরুষগণের কোন এক প্রকার ভগবদানন্দশক্তির বিলাসময়ত্ব প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণে তাঁহাদের ভগবানে রতির উদ্দীপনহেতু চিত্তবিক্ষোভ হওয়ায় ভগবানের পরিচ্ছদাদিও সেই প্রকার বলিতেছেন, 'হংস' হইতে সার্ধ (সাড়ে) তিন শ্লোকে। কেশর (৩৮) অর্থাৎ মুক্তাময় ঋজুলম্বিমালা। 'কৃৎস্নপ্রসাদ'—ইত্যাদি (৩৯)—কৃৎস্ন (সকল) দ্বারপাল (জয়বিজয়) ও মুনিগণের প্রসাদে সুমুখ (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে প্রফুল্লবদন), স্পৃহণীয় গুণসমূহের ধাম বা স্থান, সেই সকল গুণও তাদৃশ—ইহা দর্শিত হইল। 'স্নেহাবলোক'—ইহাদ্বারা বিলাসও তদ্রূপ দর্শিত। "স্বঃ" —অর্থে সুখভোগের স্থানসমূহ, (বৈকুণ্ঠ) নিত্যানন্দরূপী বলিয়া সে সকলের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ);

টিপ্পনী

অধীন ইন্দ্রিয়গুলিও তদ্রূপ হইল। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে চক্ষু দুইটীদ্বারা রূপমাধুর্যগ্রহণে তাঁহারা অধিকার লাভ করিলেন। রূপমাধুর্য বিবিধপ্রত্যঙ্গগত বলিয়া অনন্ত; তজ্জন্য একই কালে সমগ্ররূপ মাধুর্যগ্রহণের ইচ্ছায় আবেগ-সঞ্চারিত আনন্দসঙ্ঘর্ষে চক্ষুর্দ্বয় বিবশ হইয়া পড়িল। শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। ভগবানের বদন অসিত (নীল) পদ্মের কোষ বা অন্তর্ভাগ, যাহা বাহিরের রুক্ষ (খস্‌খসে) দল বা পলাশসমূহরহিত; তাহা ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দেখিয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মাধুর্যবশতঃ আস্বাদন করিয়া, সেখানে আবার অধরের মাধুর্য উৎকৃষ্টতর, তদুপরি হাসপরিহাসের মাধুর্য উৎকৃষ্টতম। 'লব্ধাশিষঃ' --অর্থাৎ পিতা ব্রহ্মা ও ভ্রাতা নারদ পূর্বে ভক্তিনিমিত্ত যে আশীর্বাদ দিয়াছিলেন, তাহা ফললাভমূলে সেই ভক্তিলাভ হইয়াছে। আহা, চরণমাধুর্য কেমন! মুখমাধুর্য এত অধিক! এই পর্যন্ত মাধুর্যগ্রহণপূর্বক তাহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় তাঁহারা (মুনিচতুষ্টয়) চরণমাধুর্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। অরুণমণি-নখগুলির আশ্রয়স্থল চরণযুগল পুনরায় অধোদৃষ্টিতে ঈষৎ দেখিয়া তাহা নিধ্যান করিলেন। পুনরায় মুখ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রকার দেখিতে থাকিলেন। অমরকোষ অভিধান দর্শনার্থে 'নির্বর্ণন, নিধ্যান, দর্শন, আলোকন, ঈক্ষণ' বলিয়াছেন। …। ইহার পর ৪৬শ শ্লোকে 'পিত্রানু-বর্ণিতরহা'—অনুসারে ভক্তকৃপার অনুগামিনী ভগবৎকৃপা; তদ্দ্বারা ইঁহাদের ভক্তির উৎপত্তিতেও ভগবৎকৃপা আরও হওয়াতে আধিক্যের ব্যপদেশ। ভগবৎকৃপাতেই সনকাদির ভক্তি; ভক্তিযোগেই তাঁহাদের ভগবন্মাধুর্যের অনুভব।…"

দ্বারপালমুনিবৃন্দস্য প্রসাদে সুমুখমিতি স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানমিতি, তত্তদ্‌গুণানাং তাদৃশত্বং দর্শিতম্। স্নেহাবলোকেতি বিলাসস্য। স্বঃ—সুখভোগস্থানানি নিত্যানন্তানন্দরূপিত্বাৎ তেষাং চূড়ামণিমাত্মধিষ্ণ্যং স্বস্বরূপং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠং, তাদৃশেঽপ্যুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া কৃত্বা সুভগয়ন্তমিব তত্র ভূষণবিশেষং নিদধানমিব। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। অনেন শ্রীবৈকুণ্ঠস্য। উক্তঞ্চ "তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং" ইত্যাদৌ "আপুঃ পরাং মুদম্" (ভাঃ ৩।১৫।২৬) ইত্যাদি। বক্ষ্যতে চ—

"অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্। বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্॥

অনুবাদ

'আত্মধিষ্ণ্যং' নিজ স্বরূপ বা স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ ; সেই প্রকার (বিশাল ও শ্যামবর্ণ) বক্ষঃস্থলে শ্রীদেবীদ্বারা যেন সুভগ করাইয়াছেন, অর্থাৎ সেখানে যেন এক প্রকার বিশেষভূষণরূপে নিধান বা স্থাপন করিয়াছেন। 'ইব' (যেন)—এখানে বাক্যালঙ্কাররূপে ব্যবহৃত। ইহাদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠের বর্ণন হইয়াছে। (পূর্বে ভাঃ ৩।১৫।২৬ শ্লোকে) বলা হইয়াছে—"তখন (যোগমায়াবলে বৈকুণ্ঠে আগমনের পর সনকাদি মুনিগণ) বিশ্বগুরু শ্রীহরিদ্বারা অধিষ্ঠিত" বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্ত হইয়া "পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন"। আর ইহার পরে (ভাঃ ৩।১৬।২৭-২৮ শ্লোকে) বলা হইবে—"অনন্তর সেই সনকাদি মুনিগণ নয়নানন্দজনক স্বয়ংপ্রকাশ বিকুণ্ঠ হরিকে ও তাঁহার অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠ ধামকে দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে পরিক্রমা ও প্রণামপূর্বক তাঁহার অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন অর্থাৎ প্রস্থান করিলেন।" (৪০শ) "পীতাংশুকে" শ্লোকে 'কাঞ্চী' ও 'বনমালা'-পদদ্বয় লক্ষণ-বোধক বলিয়া উদ্ধৃত পাণিনীসূত্রানুসারে তৃতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত হইয়াছে। (৪১শ) "বিদ্যুৎ" শ্লোকে 'হরতা' অর্থাৎ

টিপ্পনী

অব্যবহিত পরবর্তী (৪৫শ) শ্লোকের চক্রবর্তি-টীকা—"কিন্তু শুদ্ধভক্তি না থাকায় ভগবন্মাধুর্যগ্রহণে অনিচ্ছুক মুমুক্ষুগণেরও মুক্তি ভগবদ্ধ্যান বিনা হয় না। লোকের মুক্তি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে বহুমত (আদরণীয়), ধ্যানাস্পদ (ধ্যান-প্রাপ্য) ; অতএব সবিশেষরূপ অবশ্য ধ্যেয় বলিয়া নারায়ণস্বরূপই অনেকের সম্মত। ··অনন্তসিদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপভূত, অতএব ঔৎপত্তিক বা নিত্য অষ্টভোগ অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-কৃপা-কর্ম-ঐশ্বর্য, নানাবিধ ভক্তগণকর্তৃক ভক্তি-সহকারে ভোগ্য বা আস্বাদ্যমানহেতু ভোগ। তন্মধ্যে শব্দাদি সৌস্বর্য-সৌকুমার্য সৌন্দর্য-মাধুর্য-সৌরভ্য-বাৎসল্য লীলাশব্দ-বাচ্য সপ্ত মাধুর্য ভক্তগণের প্রেমাকার ষড়িন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্য, আর অষ্টম ভগবৎ-শব্দবাচ্য ঐশ্বর্যষট্‌ক ভক্ত, মুক্ত ও মুমুক্ষুগণ-কর্তৃক যথাশক্তি আস্বাদিত হয়। ··"

"যোঽন্তর্হিতঃ" (৪৬শ) শ্লোকের স্বামিটীকা শ্রীজীবপাদের মূলে প্রদত্ত ব্যাখ্যাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"অহো মহৎকৃপার অপার মহিমা, যেহেতু ভগবান্ এই প্রকার সাক্ষাৎকারের আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন ; অহো আমাদের ভাগ্য ! হে অনন্ত অর্থাৎ অপার মাধুর্যৈশ্বর্যসিন্ধো, যে আপনি হৃদ্গত হইয়াও দুরাত্মগণের পক্ষে অন্তর্হিত বা অন্তর্ধানপর, সেই আপনি কেবল আজই যে আমাদের নয়নমূল প্রাপ্ত হইলেন, তাহা নহে, পূর্বেও। প্রশ্ন—আমি আবার কবে এইরূপ দৃষ্ট হইয়াছি ? তাহাতে সরস উত্তর দিতেছেন—আপনি তাহা হইলে স্মরণ করিতেছেন না যে, আপনা হইতে জাত আমাদের পিতা ব্রহ্মা আপনার রহস্য যখন আমাদিগের

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ। প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥"

(ভাঃ ৩।১৬।২৭-২৮)

"পীতাংশুকে" ইতি (ভাঃ ৩।১৫।৪০)। "কাঞ্চ্যা বনমালয়া" চেত্যত্রেত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া"। (পাণিনিসূত্রম্)। বিদ্যুদিতি। "হরতা" (৪১) মনোহরেণ। তদেবং পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বং বর্ণয়িত্বা পুনস্তস্যৈবাতিমনোহরত্বমাহ। "অত্রোপসৃষ্টমিতি" (৪২)। ইন্দিরায়া উৎস্মিতং গর্বঃ অত্র ভগবতি উপসৃষ্টম্, অস্য কান্তস্য নিত্যেন লাভেন নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাবিতমিতি তদীয়ানাং ধিয়া বিতর্কিতম্। অত্র হেতুঃ বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্—অনন্ত-স্বরূপ-রূপ-গুণ-সম্পদ্ভি-

অনুবাদ

মনোহর। এই প্রকার পরিচ্ছদাদিও তাদৃশ (স্বরূপভূত) বর্ণন করিয়া পুনরায় সে সকল অতিমনোহর বলা হইতেছে—(৪২শ) "অত্রোপসৃষ্টম্" শ্লোকে ইন্দিরা বা লক্ষ্মীদেবীর উৎস্ময় বা গর্ব এখানে অর্থাৎ ভগবানে উপসৃষ্ট অর্থাৎ ভগবান্‌কে কান্তরূপে নিত্য লাভ করায় নিত্যই আধিক্যের সহিত আবির্ভাবিত বা বর্ধিত হইতেছিল, ইহা ভগবানের পার্ষদগণের চিত্তে বিতর্কিত হইত। ইহার কারণ—'বহুসৌষ্ঠবাঢ্য' অর্থাৎ অনন্তস্বরূপ-রূপ-গুণ-সম্পদ্‌যুক্ত। যদি প্রশ্ন হয় যে, এই প্রকার লক্ষ্মীদেবীরও নিকট রহস্য বা গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ মহানিধিরূপ পরমবস্তু ভগবানের কি প্রকারে প্রকাশের সম্ভাবনা? তদুত্তরে বলিতেছেন 'মহ্যমিত্যাদি'—অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা ও অন্যান্য ভক্তগণের জন্য ভগবান্ অঙ্গ-ভজন বা মূর্তিপ্রকাশকারী অর্থাৎ আমাদের দর্শনযোগ্য অঙ্গীকার অর্থাৎ অঙ্গ-গ্রহণ-অবলম্বী। যেমন শ্রীযামুনাচার্য তাঁহার স্তোত্রে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্, আপনার ঐশ্বরিক পরমপ্রভাবময় স্বরূপ ত্রিবিধ সীমা অর্থাৎ ত্রিলোকের সীমাকে এবং সমস্ত আতিশয্যের সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্তমান; আপনি মায়াবলে তাহা গুহ্যভাবে

টিপ্পনী

নিকট অনুবর্ণন করেন, তখনই কর্ণমার্গে গুহা অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে গত বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদিগের ভগবদ্ভক্ত পিতা আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—'অয়ে ব্রহ্মানুভবী আমার পুত্রগণ,ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেও ভগবৎসাক্ষাৎকারে কোটিগুণিত আনন্দ; তাহাও তোমাদের হউক, সেই ভগবান্ নীলোৎপলদলশ্যামল, পীনায়তচতুর্ভুজ, চন্দ্রবদন, বলয়-কেয়ূরকুণ্ডলাদিমণ্ডিত; তিনি বৈকুণ্ঠে বিরাজমান এবং ভক্তিদ্বারা লভ্য।' তখনই কারণ প্রাপ্ত হইলে তাহার ফল অবশ্য প্রাপ্তব্য হইবে জানিয়াছিলাম। অদ্যকার ভগবদ্দর্শন ভগবদ্ভক্তের কৃপার তুল্যকালেই হইল, আমরা ইহা জানিয়াছি। হে ভগবন্, আপনি স্বতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন না, কিন্তু স্বভক্তের অধীনরূপেই। অতএব ভগবদ্ভক্তের কৃপার মাহাত্ম্য অনির্বচনীয়।"

পরবর্তী (৪৭শ) শ্লোকের 'অনুতাপ'-শব্দের অর্থ স্বামিপাদ ও জীবপাদ 'কৃপা' বলিয়াছেন: চক্রবর্তিপাদ কিন্তু ইহার প্রচলিত অর্থ 'পশ্চাত্তাপ' বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"অধিকন্তু এতকাল আমরা জ্ঞানীই ছিলাম, সম্প্রতি ভক্ত হইলাম, তাহা আমাদের ভাগ্য। 'পিত্রানুবর্ণিতরহা' (পূর্বশ্লোকে) আপনাকে সম্প্রতি সত্ত্ব বা সাধুত্বরূপে অর্থাৎ আপনার কৃপায় উদ্ভূত বৈষ্ণবত্বহেতু জানিতেছি, সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি 'যে পরম আত্মতত্ত্ব আমাদিগের পূর্বে অনুভূত ছিল, এখন কিন্তু (গীতা ১৪।২৭) 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এই উক্তিরূপ ভগবদ্ভক্তির উৎকৃষ্ট

র্যুক্তম্। নন্বেবম্ভূতস্য লক্ষ্ম্যা অপি রহস্যমহানিধিরূপস্য পরমবস্তুনঃ কথং প্রকাশঃ সম্ভবতীত্যত আহ, "মহ্যমি"তি। মদাদীনাং ভক্তানাং কৃতে অঙ্গং ভজন্তং মূর্তিং প্রকটয়ন্তম্ অস্মদ্বিনয়কমঙ্গীকারং ভজন্তমিত্যর্থঃ। "উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্। মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ" (যামুনাচার্যস্তোত্রে) ইতিবৎ।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ (মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠরশ্রুতিবচনম্)। তথাভূতং তমচক্ষতেতি (৩৮)। নিরীক্ষ্য চ মুদা কৈঃ শিরোভির্নেমুঃ। ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে।

অনুবাদ

রাখিলেও আপনার কোনও কোনও অনন্যভক্তগণ উহা নিরন্তর দেখিয়া থাকেন। শ্রুতি (৩৩৫৩ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠরশ্রুতিবচন) বলিতেছেন—"ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যা'ন; ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান।" এই প্রকার ভগবান্‌কে সনকাদি মুনিগণ দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া আনন্দে মস্তকদ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নেত্র বিশেষভাবে তৃপ্ত হয় নাই।

পরবর্তী (৪৩শ) 'তস্য' শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"স্বরূপানন্দ হইতেও তাঁহাদের ভজনানন্দ অধিক, ইহাই বলিতেছেন। তাঁহার (ভগবানের) পাদপদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশরের সহিত যে তুলসী মিশ্রিতা, সেই তুলসীর মকরন্দ-(মধু বা মিষ্টগন্ধ) যুক্ত যে বায়ু, তাহা স্ববিবর অর্থাৎ নাসাচ্ছিদ্রদ্বারে 'অক্ষরজুষ্' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দসেবী তাঁহাদের সংক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তে হর্ষ ও তনুতে রোমাঞ্চ উৎপন্ন করিয়াছিল।" —এই টীকা। 'এখানে চরণ-যুগলে পদ্মকিঞ্জল্কের সহিত মিশ্রিতা যে তুলসী'-

টিপ্পনী

আত্মতত্ত্বও অনুভব করিলাম। আপনি এই বৈকুণ্ঠবাসিগণের রতি অর্থাৎ প্রেম রচনা করেন। প্রশ্ন—'অয়ে জ্ঞানিগণ, ভক্তিযোগ বিনা আমার এরূপ সাকারস্বরূপ অনুভূত হয় না। তদুত্তর—যাহা উৎকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব, তাহা আপনার দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা আমাদিগের মুনিগণ জানেন। প্রশ্ন—কোন্ লক্ষণদ্বারা ভক্তিযোগ জ্ঞাতব্য? উত্তর—অনুতাপদ্বারা অর্থাৎ আপনার ভক্তদ্বয়ের প্রতি শাপদানের পরে জাত পশ্চাত্তাপদ্বারাই দৃঢ়ভক্তিযোগ বিদিত বা জ্ঞাত হইয়াছে। নির্বিকার মুনিগণ ভক্তি বিনা অনুতপ্ত হ'ন না।"

পরবর্তী 'কামং ভবঃ' (৪৯শ) শ্লোকের ব্যাখ্যায় মূলে শ্রীজীবপাদ "আত্মারাম" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার ইঙ্গিতসহ, শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণে ৪৯শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (পৃঃ ১১৬) দ্রষ্টব্য। এই মূলে উদ্ধৃত "তদধিগম"—ইত্যাদি (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩) বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলিয়াছেন—"এই প্রকারে (পূর্বসূত্রে, যাহা পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে) বিদ্যাসাধন বিচার করিয়া এক্ষণে তাহার ফলের বিচার হইতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৪।১৪।৩) বলেন—'যেমন পদ্মপত্রে জল শ্লিষ্ট বা লগ্ন হয় না, এইরূপই বিদ্যাতে পাপকর্ম লিপ্ত হয় না।' আরও শ্রুতি বলেন—"যেমন কাশতৃণের তূলা অগ্নিতে নিহিত হইলে অতি পরিতাপিত

তস্যেতি। টীকা চ—"স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমিত্যাহ। তস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো যো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ, অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি, সংক্ষোভং চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্॥" ইত্যেষা।

অত্র পদয়োররবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অরবিন্দতুলস্যৌ চ তদানীং বনমালাস্থিতে এব জ্ঞেয়ে। অস্তু তাবদ্ভগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গাদীনাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধিসম্বন্ধিনো বায়োরপীতি ভাবঃ।

অনুবাদ

ইহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অরবিন্দ (পদ্ম) ও তুলসী সে সময়ে বনমালাতেই ছিল বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবানের আত্মভূত সেই অঙ্গোপাঙ্গগুলি তাঁহাদের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেনই বটে, এমন কি সেই অঙ্গোপাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদ্ম ও তুলসীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বায়ুও ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিল, ইহাই ভাবার্থ।

[এইখানে গ্রন্থান্তরে একটী অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়, তাহা এই—"অত্র শ্রীরামানুজ-শারীরকে হি দর্শিতমিদম্—'সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' ইতি (তৈঃ ২।১।৩)—ব্রহ্ম বেদ, ন ফলমগময়দ্বাক্যং, পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামানশ্নুতে। কাম্যন্ত ইতি কামাঃ কল্যাণগুণাঃ পরব্রহ্মণা সহ তদ্গুণান্ সর্বানশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহরবিদ্যয়া অস্মিন্ ন যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমিতিবৎ গুণপ্রাধান্যং বক্তুং সহশব্দ ইতি।' —ইহার অনুবাদ—"এইস্থলে শ্রীরামানুজ-কৃত শারীরক বা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'তিনি (—অর্থাৎ যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ

টিপ্পনী

(ভস্মীভূত) হয়, সেইরূপ ইহার (বিদ্বানের) সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়।' এস্থলে একটী সংশয়। ক্রিয়মাণ, আর সঞ্চিত, এই উভয় পাপই কি ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, না, বিদ্যাপ্রভাবে অশ্লেষ ও বিনাশ হইবে? স্মৃতি বলিতেছেন—'শত-কোটিকল্পেও ভোগ বিনা কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; শুভ ও অশুভ কর্ম কৃত হইলে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।' এরূপ সংশয়স্থলে শ্রুতির বা বেদজ্ঞগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করে। সুতরাং সূত্রকার এই সূত্র দিয়াছেন। সূত্রার্থ তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের অধিগম বা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পরে ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ বা নির্লেপ হয়, আর পূর্ব অর্থাৎ সঞ্চিত পাপের বিনাশ হয়। কিজন্য তাহা হয়? শ্রুতিবাক্য দুইটী ঐ প্রকার বিধান করিয়াছেন বলিয়া। শ্রুতির অর্থে সঙ্কোচ করা যায় না। স্মৃতিবাক্যটী অজ্ঞ লোকের বিষয়ে কথিত, সুতরাং সঙ্গত।

এই (৪২শ) শ্লোকের স্বামিপাদ টীকার বিশেষ বিশেষ দুই একটী স্থলের অর্থ প্রদত্ত হইতেছে—"যদি আমাদের চিত্ত আপনার পদে রমণ করে, যেমন অলি কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও রমণ করে, সেইরূপ বিঘ্ন গণনা না করিয়া যদি রমণ করে, তাহা হইলে, আর যেমন তুলসী, নিজের কি গুণ আছে, বা নাই, তাহার অপেক্ষা না করিয়া আপনার চরণ-সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের বাক্যগুলি ঐরূপেই আপনার চরণ-সম্বন্ধেই শোভা পায়, তাহা হইলে। আর যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র আপনার গুণগণে পূর্ণ হয়, কর্ণরন্ধ্র ত' অল্প, ইহার পূরণের ন্যায় যাচকের রীতিতে প্রার্থনা করিতেছেন। গূঢ় মর্ম এই—কর্ণরন্ধ্র আকাশ, আর গুণগণ অমূর্ত; সুতরাং কখনও পূরণ হয় না; অতএব নিত্যই শ্রবণরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।" চক্রবর্তিপাদের সরস টীকা—"আচ্ছা দেখ, আমার (ভগবানের) ভক্তগণ সত্যই এমন যে মোক্ষ,

হর্ষকারিত্বং সসম্ভ্রমমাহ দ্বাভ্যাম্। তে বা—ইতি (৪৪)। তে, বৈ কিল, বদনমেব অসিত-পদ্মকোষঃ ঈষদ্বিকসিতং নীলাম্বুজং তস্য উৎ ঊর্দ্ধং বীক্ষ্য লব্ধমনোরথাঃ সন্তঃ, নখা এবারুণমণয়ঃ তেষাং শ্রয়ণমাশ্রয়ভূতম্ অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং পুনরবেক্ষ্য অধোদৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃপুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ সর্বাঙ্গ-লাবণ্যগ্রহণাশক্তেঃ পশ্চান্নিদধ্যুশ্চিন্তয়ামাসুঃ, যুগপদেব কথমিদমিদং সর্বং পশ্যেমেত্যুৎকণ্ঠাভিঃ স্থায়িভাবপোষকং চিন্তাখ্যং ভাবমবাপুরিত্যর্থঃ।

অনুবাদ

ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে পরব্যোম বৈকুণ্ঠে গুহা বা সকলের অনধিগম্যরূপে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন তিনি), বিপশ্চিৎ বা সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব ভোগ্যবিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন।' যিনি ব্রহ্মকে জানেন, ফলপ্রাপণমূলক বাক্য জানেন—এরূপ নহে। পর বা সর্বশ্রেষ্ঠ বিপশ্চিৎ অর্থাৎ বিজ্ঞাতা ব্রহ্মের 'অনন্ত' গুণ বলিতেছেন। সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল কাম ভোগ করেন। কামের অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, সেই সকলই কাম অর্থাৎ কল্যাণগুণসমূহ; পরব্রহ্মের সহিত সেই গুণ সমস্তই ভোগ করেন, ইহাই ভাবার্থ। দহরবিদ্যাদ্বারা যেমন (ছাঃ ৮।১।১) বলা হইয়াছে 'তস্মিন্—অন্বেষ্টব্যম্' (অর্থাৎ সেই দহরে যাঁহার অন্ত নাই সেই ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে)—এইরূপ গুণপ্রাধান্য বলিবার নিমিত্ত সহশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।]

ভগবানের হর্ষ-উৎপাদকত্ব সম্ভ্রমের সহিত (৪৪শ-৪৫শ) দুইটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। (৪৪শ শ্লোকে) তাঁহারা ('বৈ' বা 'কিল' অব্যয় অনুনয়জ্ঞাপক)—ভগবানের বদনই ঈষদ্বিকসিত নীলপদ্ম, তাঁহাকে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দেখিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন; ভগবানের পদনখগুলিই অরুণকান্তিমণি, সেগুলি

টিপ্পনী

তাহাও গণনা বা ইচ্ছা করেন না। তোমাদের নিজের এখন কি প্রকার নিষ্ঠা? শুদ্ধভক্তিতে, না, মুক্তিতে? তাহাই স্পষ্ট করিয়া বল; অত বাঞ্জনার কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলিতেছেন—আমাদের জন্ম হয় হউক, মোক্ষ চাই না। আচ্ছা, সে ক্ষেত্রেও স্ববৃজিন বা নিজেদের অশুভ কর্মফলে নিরয়ে অর্থাৎ নারকীয় যোনিতে জন্ম হইলে কি ই বা তাহাতে অধিক লাভ হইবে, আর মুক্তিতেই বা কি অলাভ হইবে? তাহাই বলিতেছেন—অলি যেমন কণ্টক-বিদ্ধ হইয়াও পুষ্পে রমণ করে, সেইরূপ বিঘ্ন না মানিয়া যদি রমণ করে—ইহাদ্বারা প্রেম ব্যঞ্জিত বা স্পষ্টীকৃত হইল। 'যদি'র অর্থ—নারকীয় জন্ম হইলেও ভক্তি হইলে নরকও মোক্ষ অপেক্ষা উত্তম; এই হেতু উহাতে আশীর্বাদই লাভ হইবে। আর তুলসী যেমন নিজ শোভার অভাবে অন্যত্র থাকে না, পদযুগলেই শোভা পায়, সেইরূপ আমাদের বাক্য আপনার চরণের রূপ, গুণ ও নামের বর্ণনাতেই শোভা পাউক, অন্যত্র নয়। কর্ণরন্ধ্র পূর্ণ হউক, তাহাতে যেন অন্য কথা প্রবেশ না করে। ...শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটীর আনন্দ মুক্তিতে নাই, জন্ম হইলে সম্ভবপর হইবে। অতএব জন্ম নিকৃষ্ট হইলেও প্রার্থিত হইতেছে, মোক্ষ নয়। অতএব কীট, পক্ষী, পশু প্রভৃতি সহস্র যোনিতেও জন্ম-প্রার্থনা নিষ্কাম ভক্তগণের স্বভাবে। তাঁহাদের অনুসংহিত (প্রার্থিত) ভজনানন্দ-দান ও অননুসংহিত (অপ্রার্থিত) ভবক্ষয়ও করা ভগবানেরও স্বভাব।"

"প্রাদুশ্চকর্থ" (৫০শ) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"এই প্রকার আপনার নামাদির শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাত্মক আনন্দলাভের লোভে আপনা হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ যাহাতে আপনাকে পশ্চাতে রাখিতেই

পুংসামিতি (৪৫)। বহুমতং ব্রহ্মণোঽপি ঘনপ্রকাশত্বাদত্যাদরাস্পদম্। পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমিতি। পুরুষস্য গর্ভোদশায়িনো গুণাবতাররূপং শ্রীবিষ্ণ্বাখ্যং যদ্বপুস্তদভিন্নতয়া স্বং বপুর্দর্শয়ন্তং, ন তু ব্রহ্মাদিবদন্যথাত্বেনেত্যর্থঃ। অনন্যেন স্বেনৈব সিদ্ধেঃ স্বরূপভূতৈরিত্যর্থঃ, অতএবৌৎপত্তিকৈঃ তদ্বদেবানাদিসিদ্ধৈরিত্যর্থঃ। অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্যৈর্যুতং বিশিষ্টং, ন তু উপলক্ষিতম্। অনেন তেষাং স্তুত্যাস্পদবিশেষণত্বেন ঐশ্বর্যোপলক্ষিতসমস্তভগানাং তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতম্। সমগৃণন্ সম্যগস্তুবন্নিতি।

অনুবাদ

যাহা আশ্রয় করিয়া বর্তমান, সেই পদযুগল পুনরায় অধোদৃষ্টিযোগে দেখিয়া, পুনঃপুনঃ এই প্রকার দেখিয়া; এককালে সর্বাঙ্গের শোভা সম্যগ্ দর্শনে সামর্থ্যাভাবজন্য পরে ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করিলেন। একইকালে কি প্রকারে এটী ঐটী সমস্ত দেখিব—এই উৎকণ্ঠায় স্থায়িভাবের পোষক চিন্তা নামক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই তাৎপর্য।

"পুংসাম্" (৪৫শ) শ্লোকে—'বহুমত' অর্থাৎ ব্রহ্মেরও ঘনপ্রকাশহেতু অত্যন্ত আদরের পাত্র। 'পৌংস্নং'—ইত্যাদি, পুরুষ গর্ভোদশায়ীর গুণাবতাররূপ শ্রীবিষ্ণুনামে খ্যাত যে বপু, তাহা হইতে অভিন্নরূপে নিজ বপু দেখাইতেছেন, ব্রহ্মাদির ন্যায় অন্যথারূপে নয়। 'অনন্যসিদ্ধ'—অনন্য অর্থাৎ স্বয়ংই সিদ্ধ, অর্থাৎ স্বরূপভূত। অতএব 'ঔৎপত্তিক' অর্থাৎ সেই প্রকারই অনাদিসিদ্ধ—এই তাৎপর্য। 'অষ্টভোগ' অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট-ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, উপলক্ষিত নয়। ইহাদ্বারা তাঁহাদের স্তুতির আস্পদ, এই বিশেষণে বিশিষ্ট বলিয়া 'ঐশ্বর্য'শব্দদ্বারা উপলক্ষিত 'বীর্য'াদি সমস্ত ভগই তাদৃশ, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'সমগৃণন্'পদের অর্থ 'সম্যক্ স্তুতি করিয়াছেন'।

টিপ্পনী

হয়, এমন) জন্মও প্রার্থিত হয়। আমরা কিন্তু আপনার ভক্তাপরাধী হইলেও আপনি আমাদিগকে আপনার সাক্ষাৎকাররূপ অমৃত পান করাইয়াছেন; আপনার ক্ষমার সীমা এতদূর, আপনার করুণা অপার। আপনি পুরুহূত, পুরু অর্থাৎ বহু ভক্তকর্তৃক 'হে নারায়ণ, বিষ্ণো, গোবিন্দ, কৃপাপূর্বক দর্শন দান করুন'—এই প্রকার আহূত; স্বভক্তাহ্বান হইতে উদ্ভূত কৃপাপরবশ হইয়া স্বরূপ আবিষ্কার বা প্রকাশ করিয়া আপনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। 'ইদং নমঃ'—এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলিধারণপূর্বক দেখাইতেছেন। 'ইৎ'—এই প্রকার; অথবা 'ইৎ' 'নমঃ' এই পদের বিশেষণ; ইহা বলিয়া শ্রীচরণারবিন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সমস্ত আত্মারামগণের মুকুটমণি নিরন্তর ব্রহ্মানুভবপ্রাপ্ত শ্রুতিতেও (মূলে উদ্ধৃত ছাঃ ৭।২৬।২) প্রসিদ্ধ সনকাদির ভক্তিতে এইরূপ প্রার্থনাত্মক লিঙ্গদ্বারা ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভজনানন্দের আধিক্য হওয়ায় ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, পরিচ্ছেদ, ভক্ত, ধাম—সকলই চিদ্ঘনাকার, স্বতঃই তথাভূতত্ব প্রাপ্ত হ'ন। না হইলে ভক্তি অসিদ্ধ জানিতে হইবে।..."

আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ১৭.১৩৭, ১৩৯, ১৪১)—"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ এই সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে। আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।" পুনশ্চ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৪১ ৪৪): "'গুণ' শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত। সচ্চিদ্রূপে গুণে সর্বপূর্ণানন্দ। ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কারুণ্যে

অথ শ্রীভগবতস্তাদৃশভাবব্যঞ্জিনীং নিজাম্ উক্তিং তেষামেব স্ব-হার্দাভিব্যক্তিকরেণ স্তুতি-বাক্যেন প্রমাণয়ন্তি, শ্রীকুমারা ঊচুরিতি—স্তুতিমাহ য ইতি পঞ্চভিঃ। "অত্রাক্ষরজুষামপি" (৪৩) ইত্যনুস্মৃত্য ব্যাখ্যায়তে,—নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশসে, ন তচ্চিত্রম্। ইদানীন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বলক্ষণেন স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষেণ প্রকাশিতয়া ঘনপ্রকাশপরতত্ত্বৈকরূপয়া মূর্ত্যা প্রত্যক্ষোঽসি, অহো ভাগ্যমস্মাকমিত্যাহুঃ। হে অনন্ত! (৪৬) যস্ত্বং হৃদ্‌গতোঽপি দুরাত্মনামন্তর্হিতো ন স্ফুরসি, স নোঽস্মাকমন্তর্হিতো ন ভবসি, নয়নমূলং ত্বদ্যৈব রাদ্ধঃ প্রাপ্তোঽসি। তথা চ—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) ইত্যস্য বিষয়বাক্যং—

অনুবাদ

এক্ষণে শ্রীভগবানের তাদৃশভাব-প্রকাশক নিজ বাক্যকে তাঁহাদেরই নিজহৃদয়ের অভিব্যঞ্জক স্তুতিবাক্যে প্রমাণ করিতেছে। 'শ্রীকুমারগণ বলিলেন', ইহাতে তাঁহাদের স্তুতি বলিতেছেন 'যঃ' ইত্যাদি পাঁচটি (৪৬শ হইতে ৫০শ) শ্লোকে। পূর্বে ৪৩শ শ্লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'অক্ষরজুষাম্', ইহারই অনুসারে তাঁহাদের এই স্তুতির ব্যাখ্যা করা হইতেছে—হে ভগবন্, আপনি যে নিত্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন, তাহা কিছু বিচিত্র নয়; এখন যে আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বলক্ষণ স্বরূপশক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রকাশিত ঘনপ্রকাশ যে পরতত্ত্ব, তাহার সহিত একইরূপ যে মূর্তি, তদ্দ্বারা আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আহা আমাদের কি ভাগ্য! —এই প্রকার বলিতেছেন। (৪৬শ শ্লোক)—হে অনন্ত, যে আপনি দুরাত্মব্যক্তিগণের হৃদ্‌গত থাকিয়াও তাহাদের নিকট অন্তর্হিত, অর্থাৎ প্রকাশ পা'ন না; সেই আপনি আমাদিগের নিকট অন্তর্হিত হইতেছেন না, কিন্তু এখনই আমাদের নয়নমূল রাদ্ধ বা প্রাপ্ত হইয়া আছেন। এই প্রকার ব্রহ্মসূত্রেও (৩।২।২৪) বলিয়াছেন—"সংরাধন

টিপ্পনী

স্বরূপপূর্ণতা। ভক্তবাৎসল্যে আত্মা পর্যন্ত বদান্যতা॥ অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ। কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥ সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে। শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥" পুনরপি (চৈঃ চঃ ২৪।১০৫, ১০৮): "ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥ জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

শ্রীঅংশুমান্ কথিত (ভাঃ ৯।৮।২৩) শ্লোকটীর অনুদ্ধৃত ৪র্থ চরণটী এই—"কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি"—অর্থাৎ 'এমন আপনাকে বিমূঢ় আমি কিরূপে চিন্তা করিব?' শ্লোকটীর প্রসঙ্গ এই—সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্রকর্তৃক অপহৃত হইয়া সমাধিরত শ্রীকপিলদেবের নিকট রক্ষিত হয়। অশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত সগর রাজার পুত্রগণ কপিলদেবকেই অশ্বাপহর্তা স্থির করিয়া স্বস্বদেহাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। রাজার অসমঞ্জস নামক পুত্রের পুত্র অংশুমান্ ভগবান্ কপিল সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে কপিলদেব অশ্ব লইয়া যাইতে বলেন ও তদীয় পিতৃব্যগণের সদ্গতিজন্য গঙ্গোদকে তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে বলেন। অংশুমানের পুত্র ভগীরথদ্বারা গঙ্গানয়ন কথা প্রসিদ্ধ। স্বামিপাদ শ্লোকটীর টীকায় ভাবার্থ দিয়াছেন—"আপনি (মুনি) জ্ঞানঘন বলিয়া জ্ঞানের বিষয় বা তদ্গোচর নহেন; যদি আপনি বিচারের বিষয় হইতেন, তাহা হইলেও আমি (অংশুমান্) মায়াগুণে অভিভূত

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিতি।" (কঠ উঃ ২।১।১)

অন্তর্ধানাভাবে হেতুঃ ভবদুদ্ভবেন ব্রহ্মণা তেনাস্মৎপিত্রা যর্হি যদৈবানুবর্ণিতরহা উদ্দিষ্ট-ব্রহ্মাখ্যরহস্যঃ, তদৈব নঃ কর্ণ-মার্গেণ তদ্রূপতয়া গুহাং বুদ্ধিং গতোঽসীতি। ননু পিত্রোপদিষ্টং ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বাখ্যং রহঃ, অহং ত্বন্য এব স্যাং, দৃশ্যত্বাৎ ? নৈবম্। অস্মৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদ-নিরাসাদিত্যাহুঃ তং ত্বামিতি (৪৭)। হে ভগবন্! পরং কেবলমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাং বিদাম

অনুবাদ

অর্থাৎ সম্যক্ ভক্তিলাভে প্রত্যক্ষ (নেত্রদ্বারা) ও অনুমান (মন বা ধ্যানদ্বারা) দর্শন লাভ হয়।" ইহার বিষয়বাক্য শ্রুতিও (কঠ ২।১।১) বলিয়াছেন—"(জীবের) বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান্ নাশ অর্থাৎ বর্জন করিয়াছেন, অর্থাৎ তদ্গোচর হ'ন না। সুতরাং তাহারা বহির্দর্শনই করে, অন্তরাত্মা পরমাত্মার দর্শন তাহারা পায় না। তবে কোনও ধীর বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া চক্ষু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে আবৃত্ত বা বহির্দর্শন হইতে নিবৃত্ত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে (অন্তর্বর্তী পরমাত্মাকে) দর্শন করেন।"

অন্তর্হিত না হওয়ার হেতু—আপনা (ভগবান্) হইতে উদ্ভূত আমাদের (সনকাদির) পিতা যে সময়ে আপনার রহস্য (তত্ত্ব) অনুবর্ণন করেন অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্মরহস্যরূপে উদ্দেশ করেন, তখনই আমাদের কর্ণপথে তদ্রূপ আপনি আমাদের গুহা অর্থাৎ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অধিকার করিয়া-ছেন। যদি বলেন যে, তোমাদের পিতা যে উপদেশ দিয়াছেন, সে ত' আত্মতত্ত্বনামক অদৃশ্য রহস্য, আমি ত' দৃশ্য বলিয়া অন্য তত্ত্ব হইব। না, ঐরূপ নয়; আমাদের প্রত্যভিজ্ঞানে ঐ (দৃশ্যাদৃশ্য)

টিপ্পনী

বলিয়া বিচারে সমর্থ নই।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ "স্বভাবপ্রধ্বস্ত"—ইহার টীকা দিয়াছেন—"যাঁহাদের মায়াগুণ-নির্মিত ভেদমোহ, সাধনদ্বারা নয়, কিন্তু স্বভাবতঃই বিদূরিত হইয়াছে, এমন সনন্দাদি মুনিচতুষ্টয়।"

শ্রীব্রহ্মকথিত (ভাঃ ২।৭।৫) সম্পূর্ণ শ্লোকটীতে সনকাদি মুনিগণের আবির্ভাব কথা বলা হইয়াছে, যথা—"তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে, আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ। প্রাক্কল্পসংপ্লবিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং, সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্॥" শ্রীল স্বামিপাদের টীকার অনুবাদেই ইহার অনুবাদ পাওয়া যাইবে, যথা—"কুমারগণের অবতার বলিতেছেন। আমাকর্তৃক আদিতে যে তপস্যা আচরিত হইয়াছিল, আমার সেই তপস্যাহেতু তিনি অর্থাৎ হরি চতুঃসন হইলেন। তাঁহার নামে 'সনৎকুমার সনক-সনন্দন-সনাতন'—এই চারিটী 'সন'-শব্দ আছে। কিরূপ নিজ তপস্যাহেতু ? সন অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যাহেতু। অথবা নিজ তপস্যার সন অর্থাৎ দান বা সমর্পণহেতু, সন্ ধাতু দানার্থে। তিনি (চতুঃসন হরি) পূর্বকল্পের সংপ্লব বা প্রলয়ে যে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট বা উৎসন্নসম্প্রদায় হইয়াছিল, ইহা এই কল্পে সম্যক্ বলিয়াছিলেন। এখন সম্যগ্ভাবটী দেখান হইতেছে : যাহা বলামাত্র হইলেই মুনিগণ 'আত্মন্' অর্থাৎ মনে সাক্ষাৎ দেখিয়াছিলেন।"

বিদ্মঃ প্রত্যভিজানীমঃ। কেন প্রত্যভিজানীথ? সম্প্রতি অধুনা সত্ত্বেন,—অস্মাস্বেতদ্রূপাবির্ভাবেণ; এতাবন্তং কালং ন জ্ঞাতবন্তো বয়ম্, অধুনা তু সাক্ষাদনুভবেন নিশ্চিতবন্তঃ স্ম ইত্যর্থঃ। ত্বং শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ ব্রহ্মবৎ নেত্রেঽপ্যস্মাকং স্ফুরসি, ন তু দৃশ্যত্বেনেতি ভাবঃ। ন কেবলং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রমিত্যাহুঃ;—এষামস্মাকং রতিং রচয়ন্তম্—অন্যথা রতিরপি ত্বয্যস্মাকং নোদ্ভবেদিতি ভাবঃ। নিরহংমানাদিত্বেনান্যেষামপ্যাত্মারামাণামন্যতো রত্যভাবমেব দ্যোতয়ন্তস্তদাত্মতত্ত্বমাহুঃ,

অনুবাদ

ভেদ নিরস্ত। ইহাই বলিতেছেন (পরবর্তী ৪৭শ শ্লোকে) 'ত্বং ত্বাম্' ইত্যাদি—হে ভগবন্, আপনাকে পর অর্থাৎ কেবল আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছি (—'বিদাম' পদটী 'বিদ্মঃ" স্থলে আর্ষ) অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান করিয়াছি (চিনিয়াছি)। কি প্রকারে চিনিলে? সম্প্রতি বা অধুনা সত্ত্বদ্বারা অর্থাৎ আমাদিগের নিকট সেইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া; এতকাল আমরা জানিতাম না, কিন্তু এখন সাক্ষাৎ অনুভবদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছি,—ইহাই তাৎপর্য। [এখানে একটী অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়—"ব্রহ্ম চ শ্রীবিগ্রহশ্চায়ং স্বপ্রকাশ-পরমাত্মত্বেন এব স্ফুরতি চিত্তবৃত্তিব্রহ্মবন্নেত্রে স্ফুরতি, ন তু দৃশ্যসে। নেত্রে চ তত্রাধারমাত্রমিতি; দ্বয়মপ্যভেদেনৈব প্রতীম ইতি ভাবঃ।" অনুবাদ—'ব্রহ্ম ও এই শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ-পরমাত্মরূপেই স্ফূর্তি বা প্রকাশ পাইতেছেন, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিস্থ যে ব্রহ্মসদৃশ (চিন্ময়) নেত্র, তাহাতে স্ফূর্তি পাইতেছেন, কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন না। নেত্রে—এই পদটীদ্বারা আধার মাত্র বুঝাইতেছে; দুইটীরই (ব্রহ্ম ও শ্রীবিগ্রহ) অভেদরূপ আমাদিগের নিকট প্রতীত, ইহাই ভাবার্থ।] আপনি শুদ্ধচিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মসদৃশ নেত্রে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন, কিন্তু দৃশ্যরূপে নয়।

টিপ্পনী

(ভাঃ ১।৩।৬ শ্লোকেও এই অবতারের কথা আছে, যথা—"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।"—অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বে সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার, এই কুমার-চতুষ্টয়রূপ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে যে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্ররূপে খ্যাত, তাহার কারণ (ভাঃ ৩।১২।৩৪)—"দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত। ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ॥ সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ। সনংকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্ধ্বরেতসঃ॥" —অর্থাৎ "শ্রীব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব সৃষ্টিকে পাপবহুল দেখিয়া নিজে বহুমানন করেন নাই; তখন তিনি ভগবদ্ধ্যানদ্বারা নির্মলান্তঃকরণ হইয়া অন্য সৃষ্টি করেন, যেমন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই মুনিগণ নিষ্ক্রিয় ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।"

শ্রীজীবপাদ ছান্দোগ্য-শ্রুতি (৭।২৬।২) উদ্ধার করিয়া তৎপরে শ্রীনারদের 'মৃদিতকষায়ত্ব' স্মরণ করিয়া বলিলেন; যাঁহারা সিদ্ধপ্রায়, তাঁহাদেরই অণিমাদি বিভূতিপ্রাপ্তিদ্বারা বিঘ্নের সম্ভাবনা; পূর্ণসিদ্ধের নহে। ভগবান্ (ভাঃ ১১।১৫।৩৩ শ্লোকে) এই বিঘ্নের কথা বলিয়াছেন—"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।"—অর্থাৎ 'যিনি উত্তম যোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগের আচরণসহকারে আমাকে সম্পত্তিরূপে পাইবার প্রযত্ন করেন, তাঁহার পক্ষে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতিসমূহ বৃথা কালক্ষয়হেতু হইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে।' চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"সিদ্ধিসমূহ বালচমৎকারকারিণী, অভিজ্ঞজনের নিকট নয়। ...দিনে দিনে ঐ ভক্তিযোগীর আমাকে

তত্রৈব সাধনবৈশিষ্ট্যাৎ কিমপি বৈশিষ্ট্যঞ্চাহুঃ। যৎ—ত্বদ্রূপত্বেনাবির্ভবদাত্মতত্ত্বং তেঽনুতাপঃ—কৃপা, তেনৈব বিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈর্বিদুঃ, যদ্বা অনুতাপো—দৈন্যং তেন বিদিতৈস্তে তব দৃঢ়ভক্তি-যোগৈঃ। কীদৃশাঃ? উদ্‌গ্রন্থয়ো—নিরহংমানাঃ, অতএব বিরাগাঃ। তদেবং পিত্রানুবর্ণিতরহা ইত্যত্র রহঃশব্দশ্চ তুশ্লোকীরীত্যা প্রেমভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যঞ্জিতম্।

অথ পূর্বমভেদমতয়োঽপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দশক্তিবিলাসৈর্বিচিত্রিতমতয়ো ভূয়োঽপি ভেদাত্মিকাং ভক্তিমেব প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং সুখাতিশয়মাহুঃ,নাত্যন্তিকম্ (৪৮)—ইতি। আত্যন্তিকং মোক্ষলক্ষণং প্রসাদমপি, কিমুতান্যদিন্দ্রাদিপদম্।

অনুবাদ

কেবল যে আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞানমাত্র হইল, তাহা নহে, ইহাই বলিতেছেন—ইহাদিগের অর্থাৎ আমাদিগের রতি আপনি রচনা করিয়াছেন, অন্যথা আপনাতে আমাদিগের রতিও উদ্ভূত হইত না, এই ভাবার্থ। অহংমানাদিরহিত অন্য আত্মারামগণের ভগবৎকৃপাভিন্ন অন্য প্রকারে রতির উদয় হয় না, ইহাই স্পষ্টীকৃত করিতে তাঁহাদের আত্মতত্ত্ব বলিতেছেন, তাহাতেও আবার সাধনবৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া কি বৈশিষ্ট্য তাহাও বলিতেছেন যে, আপনার বিগ্রহরূপে আবির্ভাবমূলক আত্মতত্ত্ব ('তে') আপনার অনুতাপ অর্থাৎ কৃপা; তদ্দ্বারাই জ্ঞাত দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা জানিয়াছেন, অথবা অনুতাপ অর্থাৎ দৈন্য তদ্দ্বারা জ্ঞাত ('তে') আপনার দৃঢ়ভক্তিযোগে। তাঁহারা কি প্রকার? তাঁহারা উদ্‌গ্রন্থি অর্থাৎ

টিপ্পনী

প্রাপ্তিরূপা যে সম্পত্তি, তাহা হ্রাস পাইতে থাকে। অতএব যোগসাধনের ফলভূত সিদ্ধি লইয়া কালযাপন সমুচিত নয়।" ভক্তিযোগীকে ভগবান্ এইরূপ সতর্ক করিয়াছেন; আর অন্য প্রকার যোগীর সম্বন্ধে যোগসাধন, যাহার লক্ষিত ফল চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, যে ব্যর্থ, তাহা তিনি অন্যত্র (ভাঃ ১০।৫১।৬১) বলিয়াছেন—"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" —অর্থাৎ "হে রাজন্ (মুচুকুন্দ), যে সকল অভক্ত প্রাণায়ামাদিদ্বারা যোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের চিত্তের বাসনার ক্ষয় হয় না, পুনঃপুনঃ জাগিয়া উঠে দেখা যায়।" শ্রীনারদও দেখাইয়াছেন (ভাঃ ১।৬।৩৫)—"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।" —অর্থাৎ 'যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগপথাবলম্বী পুরুষ মুহুর্মুহুঃ কাম ও লোভদ্বারা যোগবিচ্যুত হয়; ইহাদ্বারা চিত্ত প্রশমিত হয় না, যেমন ভক্ত মুকুন্দ-সেবাদ্বারা অনায়াসে করিয়া থাকেন।'

শ্রীকপিলদেবেরও (আংশিক উদ্ধৃত ভাঃ ৩।২৮।৩৭ শ্লোকদ্বয়ে) সিদ্ধ জীবন্মুক্ত সম্বন্ধে উক্তি জীবপাদ উদ্ধার করিয়াছেন। এখানে দুইটী সম্পূর্ণ শ্লোকের মর্ম দেওয়া হইতেছে—জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষের দেহ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান থাকে না, উহা কখন কোন্ অবস্থায় থাকে, যেহেতু তিনি স্বরূপে স্থিত হইয়াছেন। পূর্ব সংস্কারবশতঃ তাঁহার দেহ আরব্ধ কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বর্তমান থাকিয়া তিনি সমস্তই স্বপ্নদৃষ্টবৎ বোধ করেন: দেহ সম্পর্কে যাহা কিছু, সমস্তেই তিনি নির্লিপ্ত। স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন চরমসিদ্ধ পুরুষ দেহই দেখেন না; সুতরাং দেখিবেন কিরূপে? দেহ আসন হইতে উঠিল, কি পুনরায় তাহাতে বসিল, সে স্থান হইতে দূরে গেল, কি দৈবযোগে পুনরায় আসিল—ইহা তিনি বিশেষ দেখেন না; যেহেতু তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্তমান বস্তুর অনুসন্ধানে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যেমন কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র রহিল, কি গেল, ঘোরমাতাল তাহা

ইদানীং স্বাপরাধং দ্যোতয়ন্তো ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে, কামমিতি (৪৯)। হে ভগবন্! অতঃ পূর্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ, ইদানীন্তু সর্বাণ্যপি জাতানি, যতস্ত্বদ্ভক্তৌ শপ্তৌ। অতস্তৈর্বৃজিনৈর্নিরয়েষু কামং নোঽস্মাকং ভবো জন্ম স্যাৎ। অনেন, "তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩) ইতি ন্যায়েনাসম্ভবতদ্ভাবানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনামপি স্বেষাং বহুনরককারিবৃজিনাপাতক্ষমাপণেন তয়োঃ—"ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" (ভাঃ ১।৭।১০) ইতিবৎ সর্বাদ্ভুতমহত্তমত্বং সূচিতম্। অহো নিরয়া অপি ভবেয়ুরেব, ন তাবতাপি পর্যাপ্তং, তেভ্যশ্চ নাস্মাকমপি ভয়ম্।

অনুবাদ

নিরহংমান, অতএব বিরাগ বা আসক্তিশূন্য। অতএব এই প্রকারে 'পিত্রানুবর্ণিতরহাঃ'—এখানে 'রহঃ'-শব্দটী চতুঃশ্লোকী (ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫) অনুসারে প্রেমভক্তিরই বাচক, ইহা ব্যক্ত হইল।

এক্ষণে পূর্বে যাঁহাদের অভেদমত ছিল, সেই সনকাদি মুনিগণও সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্তিবিলাস-দ্বারা বিচিত্র (পূর্ব হইতে ভিন্ন) মত হইয়া গিয়া পুনরায় ভেদাত্মিকা ভক্তিই প্রার্থনা করিবার জন্য ভক্তগণের সুখাতিশয্য (পরবর্তী ৪৮শ) "নাত্যন্তিকম্" শ্লোকে বলিতেছেন—আত্যন্তিক অর্থাৎ মোক্ষলক্ষণ প্রসাদও তাঁহারা চান না, ইন্দ্রাদিপদরূপ অন্য কোন প্রসাদের কথা দূরে থাক্।

এক্ষণে নিজেদের অপরাধ প্রকাশপূর্বক ভক্তিপ্রার্থনা করিতেছেন "কামম্" ইত্যাদি (ভাঃ ৩।১৫।৪৯) শ্লোকে—হে ভগবন্ পূর্বে আমাদের পাপ হয় নাই, কিন্তু এখন সবই হইয়াছে, যেহেতু আপনার দুইটী ভক্তকে অভিশাপ দিয়াছি। অতএব সেই সব পাপের ফলে আমাদের নিরয়ে (নরকে বা অবরযোনিতে) যথেষ্ট ভব বা জন্ম হয় যদি হউক। এই (ভক্তিমূলক) বচনদ্বারা—ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১৩) "তদধিগমে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি হইলে উত্তর অর্থাৎ পরে যে পাপ করা হইতেছে ও পূর্বের যে পাপ

টিপ্পনী

দেখে না (৩৭)। এরূপ হইলে দেহের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, জীবনই বা কিরূপে থাকে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—দৈব অর্থাৎ পূর্ব সংস্কারবশে চলিয়া যতকাল স্বারম্ভক কর্ম (যে কর্মফল দেহটী প্রাপ্ত) থাকিবে, ততকাল ইন্দ্রিয়সমেত উহা প্রতীক্ষা করিবে অর্থাৎ জীবিত থাকিবে। প্রশ্ন—তাহা হইলে ত' উহাতে পুনরায় সঙ্গ হইবে। উত্তর—সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ পুত্রাদি সহিত স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদিতুল্য ঐ দেহকে আর তিনি ভজন করেন না, আর তিনি অহংমমাদি অভিমান করেন না। এখন তিনি সমাধি পর্যন্ত যোগ অধিরূঢ় বা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব বস্তু বা আত্মতত্ত্ব তিনি প্রতিবুদ্ধ বা জাগ্রৎ করিয়াছেন।"

শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, সনকাদি মুনিগণ যখন মায়াগুণজনিত ভেদমোহমুক্ত, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃই ক্রোধমুক্ত; বর্তমান ক্রোধটী ভগবদিচ্ছা প্রসূত। শ্রীকপিলদেব সম্বন্ধে কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি ক্রোধবশে সগররাজার পুত্রগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাকে অশ্বচোর বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিলেন (ভাঃ ৯।৮।১০), তাহাতেই তাঁহারা দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব সে সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৮।১২)—"সগরতনয়গণ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা জগৎপবিত্রকারী শুদ্ধসত্ত্বময়মূর্তিতে ক্রোধরূপ তমঃ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? নির্মল (ঊর্দ্ধদেশস্থ) আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকিতে পারে ?" টীকার ভূমিকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অত্র তু মূলং দুষ্ফলং ভগবৎপরাঙ্‌মুখীভাব এব স ত্বস্মাকং মাভূদিতি সকাকু প্রার্থয়ন্তে। নু বিতর্কে। যদি তু নশ্চেতস্তে পদয়োঃ রমেত, তত্রাপ্যলিবদেব কেবলতন্মাধুর্যাস্বাদাপেক্ষয়া, ন তু ব্রহ্মস্থানুভবাপেক্ষয়া এবং বাচশ্চেত্যাদি। অত্র ভক্তাপরাধস্য ভগবতা ক্ষমা তদিচ্ছামাত্রকৃততৎক্রোধজননাত্তেষামপরাধাভাসত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্।

শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ কৈবল্যান্নরকোঽপি ত্বদ্ভক্তিমাত্রং কাময়মানানামস্মাকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়ানিতি স্বারস্যলব্ধং, তথাপীত্থং কৃতার্থত্বমস্মাকমতিচিত্রমিত্যাহুঃ, প্রাদুরিতি। অনাত্মনাম্

অনুবাদ

সঞ্চিত আছে, যথাক্রমে ইহাদের অশ্লেষ বা নির্লেপ ও বিনাশ (শ্রুতির) ঐরূপ কথন অনুসারে হইয়া থাকে"—এই ন্যায়ানুসারে যদিও তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি সম্ভূত না হইয়া থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়াও নিজেদের বহু নরকপ্রাপক পাপের আগমনে ঐ উভয় প্রকার (উত্তর ও পূর্ব) পাপেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এইজন্য (তাঁহাদের পাপ স্পর্শন করায়) তাঁহাদের ভগবানে ভক্তি ভাগবতে (১।৭।১০) যে প্রকার বলা হইয়াছে "হরির এমনই গুণ যে আত্মারামগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন"—ইহার ন্যায় ভগবানের সর্বাদ্ভুত মহত্তমত্ব সূচিত হইল। অহো, নিরয় যদি হয়, তাহা হউক, তাহাও পর্যাপ্ত হইল না, তাহাতে আমাদের ভয়ও নাই; কিন্তু এখানে মূল বা প্রকৃত দুষ্ফল হইতেছে ভগবান্ হইতে পরাঙ্মুখতা, সেইটী আমাদের যেন না হয়, ইহাই দৈন্যোক্তি সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন। "যদি নুতে পদয়োঃ রমেত"—এখানে 'নু'পদটী বিতর্কে ব্যবহৃত; কিন্তু আমাদের চিত্ত আপনার পদযুগলে রতিযুক্ত হয়, সে স্থলেও যদি অলির ন্যায় কেবল ঐ পদযুগলের মাধুর্য আস্বাদনের

টিপ্পনী

"কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে কপিলের কোপাগ্নিতে রাজকুমারগণ দগ্ধ হইয়াছিলেন, এখানে তাহা নিরাকৃত হইতেছে।" অতএব সনকাদি মুনিগণের পক্ষেও ক্রোধ অসম্ভব, যাহা দেখা গেল, তাহা অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে।

শ্রীনারদ কথিত (ভাঃ ৭।১৫।৩৫) শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"কামাদিদ্বারা যে চিত্ত অক্ষুভিত, তাহা আর উত্থিত হয় না অর্থাৎ পুনরায় বিক্ষিপ্ত হয় না।" হৃদয়ে কামাদি লুক্কায়িত থাকিতে যোগসাধন ব্যর্থ হইয়া যায়। ভক্তিযোগ-সাধকের চিত্ত শীঘ্র কামাদি মুক্ত হয়, যেমন ভগবান্ (ভাঃ ১১।২০।২৯ শ্লোকে) বলিয়াছেন—"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ। কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।" —অর্থাৎ "কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে পুনঃপুনঃ ভজন করিতে করিতে আমাতে চিত্ত একান্ত সন্নিবিষ্ট হইলে হৃদয়ের কামসমূহ সমূলে নষ্ট হয়।" এ অবস্থায় আর চিত্তবিক্ষোভ হয় না; কিন্তু অন্য অষ্টাঙ্গযোগীর পক্ষে তাহার আশা কম, যেমন উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ রাজাকে (ভাঃ ১০।৫১।৬১ শ্লোকে) ও শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে (ভাঃ ১।৬।৩৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন। শুকসনকাদি আত্মারামগণের ঐরূপ চিত্তবিক্ষেপের আশঙ্কা না থাকিলেও তাঁহারাও ভগবদানন্দে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। "আত্মারামাশ্চ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকে আমরা দেখিয়াছি যে, হরির এমনই গুণ যে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দী মুনিগণও হরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

আত্মনস্তব একান্তভক্তিরহিতানামপ্রকটোঽপি ইৎ—ইত্থং যঃ প্রতীতোঽসি, তস্মৈ তুভ্যং নম ইদং বিধেমেতি।

অত্রৈতদুক্তং ভবতি। এতে ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধানাং পরাবরগুরূণামপি গুরবঃ। অতএব পরমহংসমহামুনীনাম্ ইত্যুক্তম্—

"তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্হৃদি সংবিভাব্যম্" (ভাঃ ৯।৮।২৩) ইতি শ্রীমদংশুমদ্‌বাক্যাদৌ;
"ইহাত্মতত্ত্বং সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্" (ভাঃ ২।৭।৫) ইতি ব্রহ্মবাক্যাদৌ;

অনুবাদ

অপেক্ষায়, ব্রহ্মত্ব অনুভবের আশায় নয়—এই প্রকার 'বাচঃ' অর্থাৎ বাক্যসমূহ—ইত্যাদি। এখানে ভক্তদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের অপরাধ, আর ভগবৎকর্তৃক তাহার ক্ষমা, এ সব তাঁহাদের ক্রোধোৎপত্তি ভগবানের ইচ্ছামাত্রকৃত হওয়ায় (তিনিই ইচ্ছা করিয়া সব করাইয়াছেন বলিয়া) ইহা অপরাধের আভাস বলিয়াই জানিতে হইবে, (অর্থাৎ অপরাধ নয়)। শ্লোক দুইটীতে (৪৯-৫০শ) এই তাৎপর্য—আমরা আপনার ভক্তিমাত্র কামনা করি; আমাদের পক্ষে নরকও কৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা উহা ভক্তির অবিরোধী—এই প্রকার উক্তি স্বারূপ্য অর্থাৎ স্বীয় রূপ যে ভক্তিভাব তাহা হইতেই উদ্ভূত। তথাপি আমাদের এই প্রকার কৃতার্থতা (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিলাভে ধন্য হইলাম, এই ভাব) অতি বিচিত্র,

টিপ্পনী

ভগবদানন্দপরিপ্লুত অন্য আত্মারামের দৃষ্টান্ত শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীশুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠা-পরিচায়ক শ্রীসূতগোস্বামীর বচন (ভাঃ ১২।১২।৬৯) "স্বসুখ"—শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের টীকা, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা, তদনুবাদসহ ব্যাখ্যা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের (৬৫ ও ৬৬ পৃষ্ঠায়) ৬৯তম অনুচ্ছেদে ও তাহার টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইয়াছে; পাঠক মহোদয়গণ তাহা আলোচনা করিলে অনুগৃহীত বোধ করিব। এখানে এখন শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম প্রদত্ত হইতেছে—"শ্রীসূতগোস্বামী (পূর্বশ্লোকে) নিজ ইষ্টদেব (ভগবানকে) প্রণাম ও শ্রীগুরুকে (শ্রীশুকদেবকে) প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত স্বসুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে নিভৃত অর্থাৎ পরিপূর্ণ। তদ্দ্বারা অর্থাৎ ঐরূপ হওয়ায় অন্য কিছুতে তাঁহার ভাব বা মনোব্যাপার বুদস্ত বা দূরীভূত হইয়াছে। এরূপ হইয়াও অজিত অর্থাৎ কৃষ্ণের রুচির (মনোহর মধুর) অতিবলবতী লীলাকর্তৃক তাঁহার সার অর্থাৎ রসানুভবসামর্থ্য আকৃষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইতে আপনাতে (লীলাতে) আনীত হইয়াছিল। ব্রহ্মরসাস্বাদ হইতেও লীলারসাস্বাদে অধিক মাধুর্য অনুভব করিয়া তিনি প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা এই লীলারস তাঁহার সমাধিভঙ্গক বিঘ্নকর হয় নাই—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি পুনরায় ঐরূপ সমাধির জন্য যত্ন করিতেন। তাহা ত' করেন নাই বটেই, বরং অন্য সকলকেও ঐরূপ লীলারসের আস্বাদন দান করিবার ইচ্ছায় তত্ত্বদীপ অর্থাৎ লীলারসতত্ত্বপ্রকাশক কথার বিস্তার করিয়াছিলেন। এইজন্য বলা হইয়াছে (সূতোক্তি ভাঃ ১।৭।১১)—'হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ'—অর্থাৎ 'ভগবান্ ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের চিত্ত হরির গুণে আক্ষেপ প্রাপ্ত বা আকৃষ্ট হইয়াছিল। আরও বলা হইয়াছে (শুকোক্তি ভাঃ ২।১।৯)—'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥' —অর্থাৎ 'হে রাজর্ষে পরীক্ষিৎ! আমি

"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"—ইত্যাদি শ্রুতৌ (ছাঃ ৭।২৬।২) তথা প্রসিদ্ধম্। আসন্নানুভবস্যৈব তু সিদ্ধস্যাণিমাদিভি র্বিঘ্নোঽপি সম্ভাব্যঃ, ন তু সিদ্ধানুভবস্য, "তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ" (ভাঃ ৩।২৮।৩৮) ইতি শ্রীকপিলদেববাক্যাৎ। অতএব তেষাং প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকমপি দুর্ঘট-ঘটনাকারিণ্যা শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব জাতমিতি তৈরপি ব্যাখ্যাতম্। তদেবং তেষাং সততব্রহ্মানন্দ-মগ্নত্বাসিদ্ধম্। তদুক্তম্—"অক্ষরজুষামপি" ইতি, "যোঽন্তর্হিতঃ" ইত্যাদি চ। শ্রূয়তে চান্যত্র ব্রহ্মজুষামবিক্ষিপ্তচিত্তত্বম্। যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।৩৫)—

অনুবাদ

এই কথাই 'প্রাদুশ্চকর্থ' (৫০শ শ্লোকে বলিতেছেন—অনাত্মদের অর্থাৎ একান্তভক্তিরহিত ব্যক্তিদিগের নিকট যে আপনি অপ্রকাশ থাকিয়াও আমাদের নিকট এই প্রকার প্রতীত হইলেন, সেই আপনাকে আমরা এই নমস্কার বিধান করিতেছি।

এস্থলে এই প্রকার কথা হইতেছে। এই সনকাদি ঋষিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধ, আর পরাবর অর্থাৎ নির্গুণ-সগুণব্রহ্মসম্বন্ধে শিক্ষাদাতা গুরু, তাঁহাদেরও গুরু; অতএব তাঁহারা পরমহংস মহামুনিগণেরও গুরু। ইহা (বিভিন্নক্ষেত্রে) বলাও হইয়াছে, যেমন—শ্রীঅংশুমান্ ভগবদবতার কপিল-দেবকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৯।৮।২৩): "যাঁহাদের মায়াগুণজনিত ভেদমোহ স্বতঃই দূরীকৃত হইয়াছে, আপনি সেই সনন্দনাদি মুনিগণের চিন্তনীয় শুদ্ধজ্ঞানময়মূর্তি।" শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন (ভাঃ ২।৭।৫): "পূর্বকল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব এই কল্পে হরি চতুঃসন হইয়া সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করেন; উহা কথিত হইবামাত্র মুনিগণ আত্মাতে বা মনে সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রুতিতেও এইরূপ

টিপ্পনী

নির্গুণব্রহ্ম বিশেষভাবে নিমগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।"

আত্মারামগণের ভক্তিপ্রক্রিয়া লোকসংগ্রহার্থেও নয়, সংস্কারবশেও নয়। ভগবানে আবিষ্টচিত্ত বলিয়া অন্য কিছুতে স্বতঃই তাঁহাদের আবেশের অভাব। 'লোকসংগ্রহ'-শব্দটী শ্রীভগবান্ গীতায় (৩।২০, ২৫) জনকাদির দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন। জনকাদি জ্ঞানী হইয়াও লোকশিক্ষার্থ নির্লিপ্তভাবে কর্মাচরণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতেন। স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"লোকের সংগ্রহ—স্বধর্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ 'আমি কর্ম করিলে সকললোকই কর্ম করিবে, অন্যথা জ্ঞানিগণের কর্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মূর্খগণ নিজধর্ম যে নিত্যকর্ম, তাহা ত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইবে।'—এইরূপ বিচার-অবলম্বনে লোকরক্ষা ও প্রয়োজন।" শুকসনকাদি আত্মারামগণ এরূপ মনে করিয়া, অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তির আচরণ না করিলে পাছে অনাত্মবিদ্‌গণ ভক্তিসাধন না করিয়া জ্ঞান ও ভক্তি উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা লোক-শিক্ষার্থ ভক্তি করেন নাই; ভক্তি তাঁহাদের স্বকীয় হৃদ্গত ধন হইয়াছিল। সংস্কারসম্বন্ধে ভাষা-পরিচ্ছেদে বিস্তৃত নির্দেশ দেখা যায়, তন্মধ্যে "ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়:"—এই অর্থটি প্রসঙ্গানুযায়ী সঙ্গত; সরলার্থ পূর্ব-জ্ঞানকর্মাদিজনিত মনোবৃত্তি। তাঁহাদের ভক্তিপ্রক্রিয়া সংস্কার বা ঐরূপ মনোবৃত্তিজনিতও নয়।

"কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তানিলবৃত্তি যৎ। চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥" ইতি।

তথাপি তেষাং ভগবদানন্দাকৃষ্টচিত্তত্বমুচ্যতে এবমন্যেষামপ্যাত্মারামাণাং তাদৃশত্বং শ্রূয়তে।

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" (ভাঃ ১২।১২।৬৯) ইত্যাদিষু। অথ লোকসংগ্রহার্থৈবেষা তেষাং ভক্তিপ্রক্রিয়া, প্রাচীনসংস্কারবশা বা? নৈবম্। উভয়ত্রাপি—"বাসো যথা পরিকৃতং মদিরাগদান্ধঃ" (ভাঃ ৩।২৮।৩৭) ইতিবৎ তত্রাবেশাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে ত্বন্যত্রানাবেশঃ।

"মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্বজাঃ সনকাদয়ঃ। চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥" (ভাঃ ৩।১৫।১২) ইত্যভিধানাৎ। ভগবতি ত্বাবেশঃ।

অনুবাদ

প্রসিদ্ধি আছে, যথা (ছাঃ ৭।২৬।২), "ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকষায় (যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত গ্লানি দূরীকৃত হইয়াছে) নারদকে তম অর্থাৎ প্রকৃতির পার অর্থাৎ প্রকৃতির অতীতত্ব দেখাইলেন।" যাঁহার অনুভব আগতপ্রায়, এমন সিদ্ধপুরুষের অণিমাদি বিভূতিদ্বারা বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যাঁহার অনুভব সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার বিঘ্নের ভয় নাই। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৩৮): "সমাধি পর্যন্ত যোগে অধিরূঢ় হইয়া যাঁহার স্বরূপতত্ত্বের-উদ্বোধন হইয়াছে, তিনি প্রপঞ্চ অর্থাৎ জায়া-সুতাগার প্রভৃতির সহিত দেহ স্বপ্নজাত মনে করিয়া আর তাহার ভজন করেন না অর্থাৎ অহংমম অভিমান করেন না।" অতএব মায়াগুণজনিত ভেদমোহমুক্ত তাঁহাদের (সনকাদির) ক্রোধাদিও দুর্ঘটঘটনাকারিণী

টিপ্পনী

ব্রহ্মার কথিত (ভাঃ ৩।১৫।১২) শ্লোকটী সনকাদি মুনিগণের বৈকুণ্ঠদর্শন-বর্ণনার ভূমিকা। এখানেই বলা হইয়াছে, তাঁহারা জগতের কিছুতেই আবিষ্টচিত্ত নহেন, তাঁহারা বিগতস্পৃহ।

ভাঃ ৩।১৫।৩৭ শ্লোকে 'অন্বেষণীয়'-পদের যে অর্থ শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে সকল আত্মারাম পরমহংস ভগবচ্চরণ অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের ত' অবশ্যই ভগবচ্চরণাবেশ আছেই; যাঁহারা অন্বেষণ না করিয়া সনকাদি মুনিগণের ন্যায় 'যদৃচ্ছাক্রমেও' ভগবচ্চরণ-সন্নিধানে আসিয়া পড়েন, তাঁহাদেরও ভগবচ্চরণে আবেশ জানিতে হইবে। কিন্তু আত্মারাম পরমহংস না হইলে হয় না। দুর্বাসা যখন সুদর্শনচক্রের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভগবচ্চরণে ঐরূপ আবেশ হয় নাই।

(ভাঃ ৫।৩।১১) গদ্যটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ভগবদ্দর্শনের দুর্লভতা—ইহাই বলা হইতেছে। অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য, তদ্দ্বারা নিশিত যে জ্ঞান, তাহাই অনল; তদ্দ্বারা যাঁহাদের অশেষ মল (গ্লানি) নিধূত অর্থাৎ ত্যক্ত (দগ্ধীকৃত) হইয়াছে, অতএব আপনার ন্যায় যাঁহাদের স্বভাব হইয়াছে, তাঁহারাই আত্মারাম; এমন মুনিগণের নিকট আপনার গুণসমূহের কথনই পরমমঙ্গললাভের পথ; অতএব তাঁহারা অনবরত আপনার গুণগণ পরিগুণিত বা অভ্যাস করেন, কিন্তু দর্শন পা'ন না।" চক্রবর্তিপাদের টীকায় বিশেষ অর্থ—"মল অর্থাৎ সকামত্ব, ভবৎ স্বভাব—তাঁহাদের আপনাতেই স্বীয় ভাব অর্থাৎ দাস্যাদি; আত্মারাম—আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতেই (ভগবানে) ঐ মুনিগণ আ—অর্থাৎ সম্যক্ রমণ করেন। অনবরত পরিগুণিতগুণগণ—সম্বোধন পদ।" 'ভবৎস্বভাব'—ইহার স্বামিপাদ—

"পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ" (ভাঃ ৩।১৫।৩৭) ইত্যত্র যাদৃচ্ছিকতাবিরোধ্যন্বেষণীয়ত্বাভিধানাৎ। পঞ্চমে তু (ভাঃ ৫।৩।১১)—

"অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরত-পরিগুণিতগুণগণ" ইত্যত্র গদ্যে তদেকনিষ্ঠত্বমপ্যুক্তম্। "স্বজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" (ভাঃ ১২।১২।৬৯) ইত্যত্রৈব চ। অত্রাপি,—"তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ" (ভাঃ ৩।১৫।৫০) ইত্যাদৌ সুখদত্বমপি সাক্ষাদেবোক্তম্। অত্র পূর্বোক্তহেতোশ্চ স্তুতৌ প্রত্যুতোপালম্ভপ্রসঙ্গাচ্চ—

অনুবাদ

শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই জন্মিয়াছে, ইহা তাঁহারা নিজেও ইঙ্গিত করিয়াছেন (ভাঃ ৩।১৫।৪৯ শ্লোকে প্রথম চরণে)। অতএব তাঁহারা যে সতত ব্রহ্মানন্দমগ্ন, তাহা এইরূপে সিদ্ধ হইল। তাহাতে বলা হইয়াছে "অক্ষরজুষামপি" (ভাঃ ৩।১৫।৪৩) শ্লোকে ও "যোঽন্তর্হিতঃ" (ভাঃ ৩।১৫।৪৬) শ্লোকে। ব্রহ্ম-সেবিগণ যে অবিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহা অন্যত্রও শ্রুত হইয়া থাকে, যথা সপ্তম স্কন্ধে (ভাঃ ৭।১৫।৩৫) শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"যখন চিত্ত কামাদিদ্বারা অক্ষুভিত, যখন তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়াছে, ও যখন তাহা ব্রহ্মসুখের স্পর্শ-লাভ করিয়াছে, তখন তাহা আর উত্থিত অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না।" তথাপি তাঁহাদিগকে ভগবদানন্দে আকৃষ্ট চিত্ত বলা হয়; এইভাবে অন্যান্য আত্মারামগণও ঐ প্রকার, ইহা

টিপ্পনী

প্রদত্ত অর্থ অনুসারে 'ব্রহ্মভূত' বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।৭।১) ব্রহ্মের স্বভাব দিয়াছেন—"য আত্মাপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ"—জড়োপাধি বিগত হইলে জীব নির্মল হইয়া ব্রহ্মের এই অষ্টগুণযুক্ত হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'ন, তখন তিনি "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গীতা ১৮।৫৪) হইয়া আত্মারামত্ব লাভ করেন; এইরূপ হইলে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—অর্থাৎ 'ভগবানে পরা বা কেবলা ভক্তি লাভ করেন।"

শ্রীশুকদেব ভগবানের লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া (ভাঃ ১২।১২।৬৯) ব্রহ্মানন্দসুখ ত্যাগ করিয়া ভক্তিসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একথা তিনি স্বয়ং (ভাঃ ২।১।৯) বলিয়াছেন—"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" —"হে রাজর্ষে (পরীক্ষিৎ), আমি নৈর্গুণ্যে (নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায়) সম্যক্ নিষ্ঠাযুক্ত হইলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যে আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই আপনার নিকট বর্ণন করিব।" "হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিঃ" (ভাঃ ১।৭।১১) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তি-পাদ শ্রীশুকদেবের লীলাকৃষ্টত্ব দেখাইয়াছেন, যথা—"হরির গুণে শুকদেবের মতি অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব আক্ষিপ্ত বা আক্ষেপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, যেমন 'আমার মতিকে ধিক্, যেহেতু এমন ভগবদ্গুণের মাধুর্য থাকিতে আমি কিনা ব্রহ্মানুভবে বৃথা কাল কাটাইলাম।'…এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে কথা আছে, যথা—শ্রীব্যাসদেব ভগবদ্গুণের অভিব্যঞ্জক কয়েকটী শ্লোক নির্জন অরণ্যে সমাধিস্থ শ্রীশুকদেবকে লোকদ্বারা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তখন তাহারই শক্তিতে সমাধিভঙ্গ হইলে চিত্ত ভগবল্লীলা-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। তখন ঐরূপ সমাধিকে ধিক্কার দিয়া নিজ সর্বজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল শ্লোক যে শ্রীমদ্ভাগবতের, তাহা এবং উহার প্রকাশক যে তাঁহার নিজপিতা ব্যাসদেব, তাহাও জানিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।…"

"স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্"। (ভাঃ ৩।১৫।৩৯) ইতি সাক্ষাদুক্তেশ্চ দৃশামেব সুখং জাতমিত্যনাসক্তিরেব ব্যঞ্জিতেত্যপি ন ব্যাখ্যেয়ম্।

তস্মাদাত্মারামাণাং রমণাস্পদত্বাদ্ ব্রহ্মাখ্যমাত্মবস্ত্বেব শ্রীভগবান্। তত্রাপি "চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥" (ভাঃ ৩।১৫।৪৩) ইতি শ্রবণাৎ।

ততোঽপি ঘনপ্রকাশঃ, তত্তদ্বিচিত্রশ্রীভগবদঙ্গোপাঙ্গাদ্যভিনিবেশদর্শনানন্দবৈচিত্রী চোপলভ্যতে, সা চান্যথানুপপত্ত্যা স্বরূপশক্তিবিলাসরূপৈবেতি। ননু ভবতু তেষামানন্দাধিক্যাত্তস্মিন্ নির্বিশেষস্বরূপানন্দস্যৈব ঘনপ্রকাশতা উপাধিবৈশিষ্ট্যাৎ; যতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বাংশভাবিতায়াং চিত্তবৃত্তৌ

অনুবাদ

শ্রুত হয়। যেমন (ভাঃ ১২।১২।৬৯) শ্রীশুকদেব সম্বন্ধে শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—"হৃদয় হইতে অন্যভাব দূর করিয়া তাঁহার চিত্ত আত্মানন্দসুখে স্থির হইয়া থাকিলেও পরে অন্তর্মধ্যস্থ অজিত শ্রীকৃষ্ণের রমণীয় লীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সার বা স্বসুখগতধৈর্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।" এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, তাঁহাদের এই ভক্তিপ্রক্রিয়া লোকসংগ্রহার্থে, অথবা প্রাচীন সংস্কারবশে ? না, এরূপ নয়। উক্তক্ষেত্রেই (ভাঃ ৩।২৮।৩৭): "মদিরাপানে মত্ত অচেতন ব্যক্তি কটিদেশে পরিবেষ্টিত বস্ত্র কটিদেশে আছে বা নাই, জানে না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষেরও দেহবিষয়ে কোনও অনুসন্ধান থাকে না"—এই শ্রীকপিলদেবোক্তি অনুসারে তাহাতে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে আবেশ অসম্ভব। অন্য কিছুতেই তাঁহাদের আবেশ

টিপ্পনী

ভাঃ ৩।১৫।৫০ শ্লোকে ভগবদ্দর্শন যে সুখদ তাহা সাক্ষাৎ বা স্পষ্টভাবে বলাতে, উহাতে পূর্বোক্ত কারণে, অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণের ভক্তি হয়ত লোকসংগ্রহার্থে বা প্রাচীন সংস্কারবশে হইয়া থাকিবে; এইজন্য এখানে যে দর্শনসুখের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে স্তুতিমুখে তিরস্কারই প্রকাশিত হইতেছে, কেননা চক্ষুরই সুখ হইয়াছে মাত্র, তাহা ত' ক্ষণিক ; ভগবচ্চরণে কোনও আসক্তি বা রত্যাদির উদয় হয় নাই ;—এই প্রকার প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। ভাঃ ৩।১৫।৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের স্নেহদৃষ্টি তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল : এই সাক্ষাৎ উক্তি থাকিতে, ঐরূপ উদাসীনতাব্যঞ্জক ব্যাখ্যা আদৌ কর্তব্য নহে। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনায় পরিনিষ্ঠিত হইলেও ভগবচ্চরণস্থ তুলসীগন্ধ তাঁহাদের চিত্ত ও তনুর বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)। অনাসক্তি বা উদাসীনতা থাকিলে তাহা হইতে পারিত না।

শ্লোকগুলির বর্ণনাতে দেখা গিয়াছে যে, কেবল তুলসীগন্ধে দেহমনের বিক্ষোভ নয়, তদপেক্ষা আরও অধিক গাঢ়রতির উদ্গম দেখা গিয়াছে, যখন তাঁহারা বিশেষ অভিনিবেশের সহিত ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ উপাঙ্গ দর্শন করিয়া বিচিত্র আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ; তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ আনন্দ ঔপাধিক নহে ; যেমন তাৎকালিক কোন সৌন্দর্য দর্শনে হইতে পারে, এমন নহে। উহা স্বরূপশক্তির প্রকাশ, অন্য কোনও প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যে পূর্বপক্ষ ও তদুত্তর বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম এই যে পূর্বপক্ষীয়গণ উপাধি ও অধ্যাস বলিতে অভ্যস্ত হইয়া একদিকে উপাধিবৈশিষ্ট্যহেতু নির্বিশেষ স্বরূপানন্দেরই ঘনপ্রকাশ বলিতেছেন, আবার অপরদিকে ভেদাংশের বিন্দু পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া ঐক্য বা কৈবল্য রক্ষার কথাও বলিয়া শ্রীবিগ্রহের অধিক আবির্ভাবও অঙ্গীকার করিতেছেন

যদ্ ব্রহ্ম স্ফুরতি, তদেব ঘনীভূতাখণ্ডবিশুদ্ধসত্ত্বমেয়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যস্ততয়া তদৈক্যমাপন্নায়াং তস্যাং বিশেষত এব স্ফুরতি। অতএব শ্রীবিগ্রহাদিপরব্রহ্মণোরভেদবাক্যমপি তদত্যন্ততাদাত্ম্যাপেক্ষয়ৈব। অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদপরমানন্দঃ সমুপলভ্যতে, ন তু বিশেষাকারগন্ধোঽপি।

তত্তদুপাধেরপেক্ষণন্তু প্রতিপদতদানন্দসমাধিকৌতুকনিবন্ধনং ; তস্মাৎ কথমনেন প্রমাণেন তত্তদুপাধীনামপি পরতত্ত্বাকারত্বং সাধ্যতে ? ইতি উচ্যতে—

অনুবাদ

দেখা যায় না। (ভাঃ ৩।১৫।১২ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছেন) আমার পুত্র তোমাদের পূর্বজ ভ্রাতা সনকাদি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আকাশপথে বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করিয়াছেন।" কিন্তু তাঁহাদের ভগবানে আবেশ অর্থাৎ তাঁহারা ভগবানে আবিষ্টচিত্ত।

ইহা উপরে অনূদিত ভাঃ ৩।১৫।৩৭ শ্লোকে দেখিয়াছি—"ভগবানের চরণযুগল পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষণীয়।" এখানে অন্বেষণীয় নামে যাহা অভিহিত, তাহা যদৃচ্ছা বা দৈববশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে হইলেও তাহা হইতে অবিরোধী, (অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহাদের ভগবচ্চরণাবেশই উদ্দিষ্ট)। পঞ্চমস্কন্ধের গদ্যেও (ভাঃ ৫।৩।১১) তাঁহাদের একনিষ্ঠত্বও বলা হইয়াছে, যথা, (ভগবদবতার শ্রীঋষভদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তদীয়পিতা নাভিরাজের পুত্রেষ্টিতে প্রকটিত চতুর্ভুজ শ্রীভগবান্‌কে ঋত্বিগ্‌গণ বলেন)—"মুনিগণ নিরন্তর ভবদীয়গুণগ্রাম অভ্যাস করিয়া থাকেন ; বৈরাগ্যদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানানলে যাঁহাদের অশেষমল বিধ্বস্ত হইয়াছে, যাঁহারা আপনার সদৃশই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা

টিপ্পনী

না ; আবার বিগ্রহাদিলক্ষণময় উপাধিকে শুদ্ধসত্ত্বময় বলিতেছেন। এইরূপ পরস্পর অসমঞ্জস উক্তিদ্বারা বিষয়টি জটিল করিয়া তুলিতেছেন। গর্ভস্তুতিতে (ভাঃ ১০।২।৩৪) শ্রীব্রহ্মাদি কথিত স্থিতিকালেও ভগবদ্বপুর বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত পোষণ করিয়া শ্রীবিগ্রহে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সম্যক্ স্ফূর্তি কিরূপে বলা যাইতে পারে ? ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্বীকার করিব না, অথচ শ্রীবিগ্রহদর্শনানন্দ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইব—এই পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছাপ্রচুর কল্পনারই ফল, উহাতে বাস্তবত্ব থাকিতে পারে না।

(ভাঃ ৩ ১৫ ৩৮) শ্লোকে ভগবদ্বিগ্রহদর্শনকে স্বসমাধির ফল বলায় আত্মারামগণের সোপাধিক প্রাকৃত বিগ্রহদর্শন হইল, ইহা সম্ভবপর নহে। শ্রীবিগ্রহ নিরুপাধিক, অপ্রাকৃত, অখণ্ড শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়াই তদ্দর্শনকে ঐরূপ বলা সঙ্গত। তাঁহারা (বিগ্রহগণ) প্রাকৃতসত্ত্বের পরিণামমাত্র বা প্রাকৃত সত্ত্বে পূর্ণ ন'ন, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশিত বলিয়া স্বপ্রকাশ ; সুতরাং দর্শনে যে বিচিত্র অনুভবানন্দ উপলব্ধ, তাহা চিদানন্দ জানিতে হইবে। যেহেতু সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মসুখকেও জয় করিয়াছেন, ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনে সঞ্জাত তাঁহাদের সুখকে কখনও ঔপাধিক ও সুখের আভাসমাত্র বলা চলে না, যেমন মহামহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রশোককে শোকের আভাস বলা হয়।

এস্থলে বশিষ্ঠের পুত্রশোক-প্রসঙ্গ প্রদত্ত হইতেছে। কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মৃগয়াকালে অরণ্যে সঙ্কীর্ণপথে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলেন, না দিলে তাঁহাকে কশাঘাত করেন। শক্তির শাপে

ভবন্মতে তাবদ্ যৎ শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ পরব্রহ্ম স্ফুরতি, সম্যগেব স্ফুরতি, ভেদাংশলেশ-পরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মবিদ্যাত্বাঙ্গীকারাৎ। অসম্যগ্‌জ্ঞানস্য তত্ত্বানঙ্গীকারাৎ তেন কৈবল্যাসম্ভবাচ্চ। অতো ন শ্রীবিগ্রহাদাবধিকাবির্ভাবাঙ্গীকারো যুজ্যতে। কিঞ্চ শুদ্ধসত্ত্বময়া বিগ্রহাদিলক্ষণোপাধয় ইতি বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ? কিং তৎপরিণামাস্তে তৎপ্রচুরা বা? নাদ্যঃ। রজোঽসদ্ভাবেন পরিণামাসম্ভব ইতি হ্যুক্তম্। ন চান্ত্যঃ। যেষু বিগ্রহাদিষু তৎপ্রাচুর্যং তে মিশ্রসত্ত্বস্য কার্যভূতা

অনুবাদ

আত্মারাম, সেই মুনিগণের নিকট আপনার গুণগণ-কীর্তন পরম-মঙ্গল-নিকেতনস্বরূপ।" একটু উপরে অনূদিত (ভাঃ ১২।১২।৬৯) শ্লোকাংশে এইরূপই বলা হইয়াছে, যথা—শ্রীশুকদেব "অজিত শ্রীকৃষ্ণের রমণীয় লীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সার বা স্বসুখগত ধৈর্যপ্রাপ্ত।" এই প্রকরণেও (ভাঃ ৩।১৫।৫০) বলা হইয়াছে—"হে ঈশ, আপনার শ্রীবিগ্রহ দর্শনে আমাদের নেত্র অতিশয় সুখ লাভ করিল।" ইহাতে ভগবদ্বিগ্রহের সুখদত্ব সাক্ষাৎই বলা হইয়াছে।

এখানে পূর্বোক্ত কারণে স্তুতিতে কিন্তু উপালম্ভ অর্থাৎ স্তুতিমুখে তিরস্কার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; সাক্ষাৎ উক্তির অর্থ চক্ষুর সুখ জন্মিয়াছে, ইহাতে যেন অনাসক্তি' প্রকাশ পাইয়াছে, এই ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, যেহেতু স্তুতির পূর্বে ভগবদ্-বর্ণনায় বলা হইয়াছে (ভাঃ ৩।১৫।৭৯)—(তাঁহারা ভগবান্‌কে দেখিলেন) "সস্নেহদৃষ্টির কলা সপ্রেমকটাক্ষে তিনি হৃদয়স্পর্শী।"

টিপ্পনী

রাজা নরমাংসভোজী রাক্ষস হইয়া প্রথমে শক্তিকে বধ করিয়া ভক্ষণ করেন; পরে বশিষ্ঠের শত পুত্রকেই ভক্ষণ করেন। বশিষ্ঠ পুত্রশোকাতুর হইয়া আশ্রম ছাড়িয়া বহুস্থানে ভ্রমণ করেন। শেষে পথে পশ্চাতে বেদপাঠ শুনিতে পাইয়া দেখেন, শক্তির গর্ভবতী স্ত্রী অদৃশ্যন্তী তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন। তখন তাঁহার বংশের সন্তান জীবিত আছে জানিয়া তিনি আশ্রমে ফিরিলেন। পথিমধ্যে কল্মাষপাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তাঁহার গাত্রে মন্ত্রপুত জল দিয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন। পরে অদৃশ্যন্তী পরাশর নামে পুত্র প্রসব করেন, যিনি পরে সুবিখ্যাত মহামহর্ষি হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের পুত্রশোককে সাধারণ শোক না বলিয়া শোকাভাস বলা হয়। এই প্রাকৃত শোকাভাসের ন্যায় সনকাদির প্রাপ্ত অপ্রাকৃত চিৎসুখকে সুখাভাস বলা যাইবে না।

ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে স্বামিপাদ যে 'স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ভজনানন্দ অধিক' বলিয়াছেন, তাহাতে স্বরূপানন্দ বলিতে ব্রহ্মানন্দ ও ভজনানন্দ বলিতে ভক্তিরসামৃত বুঝিতে হইবে। স্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের পরিচয় স্বামিপাদ গীতা ১৮।৫৩ শ্লোকের 'ব্রহ্মভূয়ায়'-পদের টীকায় দিয়াছেন "পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া 'ব্রহ্মাহম্' এই প্রকার নিশ্চলভাবে অবস্থিতি।" বিদ্যাভূষণপাদ "ব্রহ্মভূত" (গীতা ১৮।৫৪) পদের অর্থ দিয়াছেন—"সাক্ষাৎকৃতাষ্ট-গুণকস্বস্বরূপঃ"—অর্থাৎ 'স্বস্বরূপভূত অষ্টগুণকে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত'; আত্মার (পরমাত্মার ও শুদ্ধজীবাত্মার) অষ্টগুণ—"অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, অবিজিঘৎস (ক্ষুধারহিত) অপিপাস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" (ছাঃ উঃ ৮।৭।১)। নির্মলজীব স্বরূপতঃ সৎ-চিৎ-আনন্দ, যেমন ব্রহ্ম। সুতরাং নির্মল মুক্তজীবের চিদানন্দ নিজস্ব। বদ্ধজীব বিকৃত আনন্দের জন্য ধাবমান হইয়া নিরানন্দই বরণ করে। সুতরাং মুক্তজীবের আর নিরানন্দভোগ করিতে হয় না, তখন

ইত্যর্থাপত্তৌ—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ" (ভাঃ ১০।২।৩৪) ইত্যাদিবচনজাতে বিশুদ্ধ-পদবৈয়র্থ্যমিতি চোক্তমেব। অস্তু বা বিমিশ্রত্বং তথাপি তাদৃশে ব্রহ্মস্ফুরণযোগ্যতৈব ন সম্ভবেৎ কিং পুনর্বিশেষেণেত্যুদ্দেশ্য বিস্মৃতিশ্চ স্যাৎ। অথাখণ্ডবিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ত্বেন তেঽপি তদ্রূপতয়ৈবোচ্যন্তে। ততশ্চ তেষ্বনুভূতাখণ্ডশুদ্ধসত্ত্বে তস্মিন্ ব্রহ্মানুভবন্তীতি চেৎ, তর্হি অযুক্তং কল্পনা-গৌরবাৎ।

"তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্" (ভাঃ ৩।১৫।৩৮) ইতি সাক্ষাদেব গোচরীকৃতত্বেন উক্ততয়া, পরম্পরাদৃষ্টত্বপ্রতিঘাতাচ্চ, তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রাকৃতত্বন্তু নিষিদ্ধমেব, তস্মান্ন তে প্রাকৃত-

অনুবাদ

অতএব আত্মারামগণের রমণের আস্পদ বলিয়া (যেমন ভাঃ ৩।১২।৪৭ শ্লোকে "যদি নু তে পদয়োঃ রমেত"), ব্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ আত্মবস্তুই শ্রীভগবান্। সে ক্ষেত্রেও শ্রুত হইয়াছে (ভাঃ ৩।১৫।৭৩ শ্লোকে)"ভগবানের পাদপদ্মে মিলিত তুলসীর গন্ধে তাঁহারা অক্ষরব্রহ্মসেবী হইলেও তাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দেহে পুলক সঞ্জাত হইয়াছিল।"

ইহা হইতেও অধিক ঘনপ্রকাশ বা ভগবচ্চরণে গাঢ় রতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীভগবানের বিচিত্র অঙ্গ-উপাঙ্গাদি অভিনিবেশ-সহকারে দর্শনের বিচিত্র আনন্দে। তাহা অন্য প্রকারে লভ্য নহে, কেবল স্বরূপশক্তির বিলাসরূপেই প্রাপ্তব্য। যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হউক তাঁহাদের আনন্দাতিশয্যবশতঃ বিশেষ কোন উপাধির বশে ভগবানে নির্বিশেষ-স্বরূপানন্দেরই ঘনপ্রকাশতা; যেহেতু বিশুদ্ধসত্ত্বাংশভাবিত চিত্তবৃত্তিতে যে ব্রহ্ম স্ফুরিত হ'ন, সেই ব্রহ্মই ঘনীভূত অখণ্ড বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানে স্ফূর্তির অধ্যাসবলে তাঁহার সহিত ঐক্য-প্রাপ্তি হইয়াছে—এই প্রকার অধ্যাসে বিশেষ করিয়া

টিপ্পনী

তিনি স্বরূপানন্দে অবস্থিত হ'ন। নিরানন্দের অভাবই তাঁহার সুখ, ব্রহ্মানন্দ অন্বয়মুখী সুখ নয়, ব্যতিরেকমুখী। যেমন "কুর্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী" (ভাঃ ৩।৩০।৯) মধ্যে মধ্যে একটু সুখের আভাস বদ্ধগৃহী পায়, মুক্তজীবের সুখ স্থায়ী; তাঁহার দুঃখ হয় না, তাহাই সুখ। আত্মারামগণ দুঃখমুক্ত, অতএব সুখী। বদ্ধজীবের সাময়িকলব্ধ সুখাভাস দুঃখেরই অনুপ্রাপয়িতা, সে সুখ উত্তম নয়। দুঃখের সংস্পর্শশূন্য ব্রহ্মানন্দ উত্তম সুখ। ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ৬।২৭): "প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।"—অর্থাৎ 'রজোগুণহীন, প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সমাধিসুখ স্বয়ংই আশ্রয় করে।' আত্মারামের অর্থ শ্রীভগবান্ গীতাতেই (২।৭০) দিয়াছেন—"সর্বদা প্রবিষ্ট নানা নদনদীদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও সমুদ্র যেমন (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য হইয়া) অবিচলিত থাকে, সেইরূপ কামাবিষয়সমূহ প্রারব্ধবশতঃ আক্ষিপ্ত হইয়া যাঁহাতে প্রবেশ করিলেও যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া সেই সমস্ত ভোগাবস্তুদ্বারা অবিক্রিয়মাণ থাকেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন, কামকামী ব্যক্তি তাহা লাভ করে না।" স্বামিপাদের টীকানুসারে এই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। এই ব্রহ্মভূতত্বকে গীতায় কয়েকটী স্থলে (২।৭২, ৫।২৪-২৬) 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলা হইয়াছে। 'নির্বাণের অন্য অর্থ থাকিলেও এখানে 'নির্বৃতি' বা সুখকে উদ্দেশ করে; সুতরাং ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রহ্মসুখ বা ব্রহ্মানন্দ। এই গীতা-শ্লোকগুলির একটিতে (গীতা ৫।২৪) আত্মারামত্ব, ব্রহ্মভূতত্ব

সত্ত্বপরিণামা ন বা তৎপ্রচুরাঃ, কিন্তু স্বপ্রকাশতালক্ষণশুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশিতা ইতি প্রাক্তনমেবোক্তং ব্যক্তম্। অতএব তেষামুপাধিত্বনিরাকৃতেস্তত্তদনুভবানন্দবৈচিত্রী চ সম্পদ্যতে। তথৈব তমেব-মেবমস্তুতমচক্ষতেতি তত্তদ্বিষয়সৌন্দর্যবর্ণনং প্রস্তুতোপকারিত্বাৎ সার্থকং স্যাৎ, অখণ্ডশুদ্ধসত্ত্বময়-মাত্রেণৈবাভিপ্রেতসিদ্ধেঃ। অতএব "নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশঃ" (ভাঃ ৩।১৫।৪২) ইতি দৃক্‌সম্বন্ধিত্বাদ্রূপ-কৃতৈবাতৃপ্তিরুক্তা। তথৈব চ-শব্দেনৈবাক্ষরজয়িত্বং পদারবিন্দপরিমলাত্মকবায়ুলক্ষণস্য তদ্বিশেষস্য

অনুবাদ

স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়; অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পরব্রহ্মের অভেদপর বাক্যও অত্যধিক তৎস্বরূপতার অপেক্ষাতেই বলা হয়; অতএব সেই সমস্ত উপাধিতে একই নির্ভেদ পরমানন্দ—এইরূপই পাওয়া যাইতেছে; এখানে বিশেষাকারের গন্ধমাত্রও নাই। ঐ সব উপাধির অপেক্ষা বা স্বীকার প্রতিপদে ঐ আনন্দ সমাধির ইচ্ছানিবন্ধনমাত্র; অতএব এই প্রমাণের বলে ঐ সব উপাধি যে পরতত্ত্বাকার, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্বপক্ষীয়মতে শুদ্ধচিদ্বৃত্তিতে পরব্রহ্মের যে স্ফূর্তি, তাহা সম্যক্ স্ফূর্তিই, কেননা ভেদাংশের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পরিত্যাগ হইলে তবে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, যেহেতু অসমাক্ জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না ও তাহাতে কৈবল্যও অসম্ভব। অতএব শ্রীবিগ্রহাদিতে অধিক আবির্ভাব অঙ্গীকার যুক্ত হয় না। আর পূর্বপক্ষ যে বলেন—বিগ্রহাদিলক্ষণ উপাধিসমূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাহা বলিবারই বা কি অভিপ্রায়? উহারা কি শুদ্ধসত্ত্বের পরিণাম, না উহাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব প্রচুর? প্রথমটী অর্থাৎ পরিণাম ত' হইতে পারে না, কেন না

টিপ্পনী

ও ব্রহ্মনির্বাণ একত্র দর্শিত হইয়াছে, যথা—"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।" —অর্থাৎ 'যিনি বাহ্যজগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিকে (বহির্দৃষ্টিকে) অনিত্য জানিয়া অন্তর্বর্তী আত্মাতেই সুখানুভব করেন, অন্তর্বর্তী আত্মাতেই রত, অন্তর্বর্তীদৃষ্টিবিশিষ্ট, তিনি ব্রহ্মভূত (অষ্ট-গুণাত্মক ছাঃ ৮।৭।১) শুদ্ধ জৈবস্বরূপে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ মোক্ষরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন।' শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গীতা ২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'ব্রহ্মনির্বাণ'-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে। জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত-রস লাভ হয়।" গীতা ৫।২৬ শ্লোকব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"প্রকৃতির অতীত সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে অবস্থান করেন; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশের নির্বাণ হয়; ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে।" 'নির্বাণ'-শব্দের 'নাশ'-অর্থ 'ব্রহ্মনির্বাণে' প্রযোজ্য নহে। কেহ কেহ এই অর্থ ধরিয়া 'ব্রহ্মে লয়' বলিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু গীতার প্রসঙ্গে এই অর্থের স্থান নাই। গীতা ৫।২৪ শ্লোকে আমরা দেখিয়াছি "ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি"—'যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ-প্রাপ্ত।' অন্যত্র (গীতা ১৮।৫৪) ভগবান্ বলিয়া-ছেন—"ব্রহ্মভূতঃ…মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—অর্থাৎ 'যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি আমার পরা অর্থাৎ কেবলা বা ঐকান্তিকী ভক্তি প্রাপ্ত হ'ন।' যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি কি লাভ করেন? একস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন 'ব্রহ্মনির্বাণ' এবং অন্যস্থলে বলিয়াছেন 'আমাতে পরা ভক্তি'; সুতরাং এই দুইটী—'ব্রহ্মনির্বাণ' ও 'পরা ভক্তি' একই তত্ত্বকে নির্দেশ করে। আর পরা ভক্তিই স্বামিপাদের ভাষায় ভজনানন্দপ্রাপক। এই জন্যই আমরা একটু পূর্বে বলিয়াছি 'ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রহ্মসুখ বা ব্রহ্মানন্দ।' 'ব্রহ্মনির্বাণ'-শব্দটী আসিয়া পড়িয়া এই বর্ণনটীকে একটু অতিরিক্ত বিস্তৃত করিয়াছে মনে হইতে পারে। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ 'ব্রহ্মনির্বাণে'র ভগবদুদ্দিষ্ট অর্থ দেখাইবার জন্য ইহার প্রয়োজন হইয়াছে।

দর্শিতম্। অন্ত্যথোভয়ত্রাপি ব্রহ্মানন্দস্যৈব নির্বিশেষতয়োপলভ্যমানত্বে বিদ্যাজুষামপীত্যুপাধি-প্রধানমেবোচ্যেত, উপাধিযুগলস্যৈব মিথঃ স্পর্দ্ধিত্বপ্রাপ্তেঃ। অনেনাক্রূরানুভবসুখজয়িত্বকথনেন বশিষ্ঠাদীনাং পুত্রশোকাদিকমিব তদাবেশাভাস এবায়মিত্যপি নিরস্তম্। অথ এবমেবোক্তং শ্রীস্বামি-ভিরপি "স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ" ইতি। তস্মাদস্তি বৈচিত্র্যমিতি। অতএব তৈরপি বিচিত্রতয়ৈব প্রার্থিতং—"চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়োা রমেত" (ভাঃ ৩।১৫।৪৯) ইত্যাদৌ। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ" ইতি ন্যায়েন তদুপাধ্যন্তরান্বেষণ-মপি নাস্তি।"

অনুবাদ

পূর্বপক্ষই বলিয়াছেন যে, রজোগুণ না থাকায় পরিণাম অসম্ভব। আর শেষেরটী অর্থাৎ প্রাচুর্যও নয়, কেন না যে সকল বিগ্রহাদিতে উহাদের প্রাচুর্য, তাহারা মিশ্রসত্ত্বের কার্যভূত, এই প্রকার 'অর্থাপত্তি'-প্রমাণ আসিয়া পড়ে। আর শ্রীব্রহ্মাদি শ্রীকৃষ্ণগর্ভস্তোত্রে (ভাঃ ১০।২।৩৪) যে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্, আপনি স্থিতিকালে বিশুদ্ধসত্ত্বময় বপু স্বীকার করেন"—এই প্রকার বচনসমূহে 'বিশুদ্ধ'পদটী ব্যর্থ, ইহাও বলা হইয়াছে। বিমিশ্রিত হয়, হউক বলিলে, তবুও উহাতে ব্রহ্মের স্ফুরণযোগ্যতাই সম্ভব হইবে না, বিশেষভাবে স্ফূর্তির কথা দূরে যাক্, ইহাতে উদ্দেশ্যও বিস্মৃত হইয়া যায়। এখন অখণ্ড বিশুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে ঐ প্রকারেই বলা হইয়া থাকে। তাহার পর সেই সকলে অখণ্ড-শুদ্ধসত্ত্বের অনুভূতি হইলে তাহাতে ব্রহ্মানুভব হয়—যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা অযুক্ত, কেননা কল্পনার গৌরব বা প্রাচুর্যের দোষাপত্তি হয়, (অর্থাৎ সবই কল্পনার উপর নির্ভর হইয়া পড়ে ও বাস্তবতার সম্যক্ হানি হয়)।

টিপ্পনী

স্বামিপাদ টীকায় ঐরূপ বলাতে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন যে, সনকাদি মুনিগণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্যবশতঃ তাঁহাদের আনন্দের বৈচিত্রী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রার্থনাটীও অতি বিচিত্র। তাঁহাদের প্রার্থনা এই যে (ভাঃ ৩।১৫।৪৯), তাঁহাদের নিরয় বা অধোযোনিতে জন্ম হউক, অলি যেমন মধুপানে মত্ত হইয়া কোনও মতেই পদ্মহইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, সেইরূপ যেন তাঁহাদের চিত্ত সকল অবস্থাতেই ভগবৎপাদপদ্ম মধুপানে নিয়ত রত থাকিতে পারে।

আত্মারামগণের অবশ্য স্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ আছে ; প্রেমানন্দ তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বলিয়া তল্লাভের জন্য কি তাঁহাদিগকে প্রাকৃত উপাধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ? কথায় বলে 'ঘরে মধু থাকিতে পাহাড়ে মধু খোঁজ করার কি দরকার ? ঘরে খুঁজিলেই ত' হয়।' সেইজন্য ঘরে মধুর খোঁজ করা দরকার। আনন্দের মূল উৎসই ত' পরব্রহ্ম ভগবত্তত্ত্ব। এখানে তাঁহাকে কেবল নির্বিশেষভাবে দেখিতে গেলে সেই উৎস দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল নির্বিশেষবাদিগণ বিশেষ শুনিলেই প্রাকৃত উপাধির আশঙ্কা করেন। কিন্তু ভগবানের সবিশেষত্ব ঔপাধিক নয়। বেদ-কথিত সশক্তিক ভগবানের শক্তি কাড়িয়া লইয়া নিঃশক্তিক করিলে কি বৈচিত্রীমূলে অপ্রাকৃত আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় ? শ্রুতিতে আনন্দের উৎস দেখাইয়া দিলেও চক্ষু বন্ধ রাখিয়া আনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তজ্জন্য দায়ী কে ? শ্রুতি (তৈঃ ২।৭।১) বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" —অর্থাৎ 'পরব্রহ্মই রসস্বরূপ ;

বৈয়র্থ্যাৎ, তেষামতদন্বেষণকৌতুকাভাবাচ্চ। কিঞ্চ, ন তেষামভেদাত্মকোঽনুভবো বা দৃশ্যতে, প্রত্যুত—"নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ", (ভাঃ ৩।১৫।৪২), "কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু ন স্তাৎ" (ভাঃ ৩।১৫।৪৯), ইত্যাদৌ তৎপ্রতিযোগিনমস্কারাদ্যুপলক্ষিতভেদাত্মকভক্তিসুখমেব দৃশ্যতে। তস্মান্মায়িকোপাধির্নিহীনত্বাদ্ধেয়াংশতয়া প্রতিভাতত্বাচ্চ ন তজ্জাতীয়ং সুখমন্যজাতীয়ং কর্তুং শক্নোতি—ইতি সন্ত্যেবান্যথানুপপত্তিসিদ্ধায়াঃ স্বরূপশক্তেরেব বিলাসাঃ।

অনুবাদ

(ভাঃ ৩।১৫।৩৮ শ্লোকে) "তেঽচক্ষত" ইত্যাদি, অর্থাৎ "সনকাদি মুনিচতুষ্টয় স্বসমাধির ভজনীয় ফলস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া আসিতে দেখিলেন"—এই প্রকার সাক্ষাৎ গোচরীভূত বলায় ও পরম্পরাদৃষ্টত্ব (মামুলি দেখা) ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদ্বিগ্রহের প্রাকৃতত্ব নিষিদ্ধ বা নিরস্ত হইল; অতএব শ্রীবিগ্রহাদি প্রাকৃতসত্ত্বের পরিণামও নয়, তাহার প্রাচুর্যযুক্তও নয়; কিন্তু যে শুদ্ধসত্ত্ব স্বপ্রকাশতালক্ষণযুক্ত, তদ্দ্বারা প্রকাশিত,—এইভাবে পূর্বে যাহা কথিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইল। অতএব শ্রীবিগ্রহাদির উপাধিত্ব নিরাকৃত বা নিরস্ত হওয়ায় তাঁহাদের (বিগ্রহাদির) অনুভবানন্দের বিচিত্রতা সংস্থাপিত হইল। আর এই প্রকারেই 'ভগবান্‌কে এবম্প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন'—এই কথা বলায় শ্রীবিগ্রহও তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিষয়ে যে সৌন্দর্য বর্ণন প্রস্তুত প্রকরণের উপকার সাধন করিয়া (অর্থাৎ ঐ সমস্ত যে বিশুদ্ধচিন্ময়সত্ত্ব, তাহা স্থাপন করিয়া) সার্থক হইয়াছে, যেহেতু কেবলমাত্র (উপাধিনির্মুক্ত) অখণ্ড শুদ্ধসত্ত্বময়বিগ্রহাদিদ্বারাই অভিপ্রেত সিদ্ধ হইয়াছে।

টিপ্পনী

সেই রসকে লাভ করিলে জীব আনন্দী বা আনন্দের অধিকারী হ'ন।' ইহাতে উপাধির কোনও কথা নাই। তাই বলিয়াছেন—ঘরের মধু, নিরুপাধি ভগবান্‌ই আনন্দস্বরূপ; মধু খুঁজিতে পর্বতে যাইতে হইবে না; যথার্থ আনন্দ লাভ করিতে উপাধির আশ্রয় লইতে হইবে না। এইজন্য চতুঃসনের অতদ্বস্তু অর্থাৎ ভগবদিতর অন্য কিছু অর্থাৎ উপাধিজনিত আনন্দের সন্ধানজন্য ইচ্ছাও নাই।

তাঁহাদের অভেদাত্মক অর্থাৎ 'অহংব্রহ্মাস্মি' অনুভবও নাই; তাহা থাকিলে তাঁহারা নির্নমস্ক্রিয় হইতেন। অতিরিক্ত কেবলাদ্বৈতাভিমানিগণকে নমস্কার করিলে প্রতি নমস্কারও করেন না, কেবল 'সোঽহং' বলেন, যেহেতু তাঁহাদের বিচারে তাঁহাদের প্রণম্য কেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা (মুনিচতুষ্টয়) অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন (ভাঃ ৩।১৫।৪২)। আর (ভাঃ ৩।১৫।৪৯) তাঁহারা 'আমাদের পাপের জন্য নিরয়ে জন্ম হয়, হউক' বলাতেও দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা 'সোঽহং' জ্ঞানজনিত দম্ভে নিজেকে পাপস্পর্শের অতীত ও তজ্জন্য দণ্ডপ্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া মনে না করিয়া পাপহেতু দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত এই—দুইটী ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের অভেদাত্মক অনুভব নাই; বরং অভেদাত্মক অনুভবের বিপরীত ভেদাত্মক ভক্তিসুখই পরিলক্ষিত হইতেছে।

মায়িক উপাধি অত্যন্ত হীন হেয় বলিয়া প্রতিভাত; উহা ঔপাধিক সুখকে নিরুপাধিক করিতে অযোগ্য। ঋষিচতুষ্টয়ের যে ভক্তিসুখ তাহা ঔপাধিক নহে, স্বরূপশক্তিরই বিলাস বা বৈচিত্রী। স্বরূপশক্তিকে ঔপাধিকরূপে কখনও

অপি চ। অস্তু তাবজ্জীবন্মুক্তদশায়াং তন্মতে বিদ্যোপাধিপ্রতিফলিতস্যৈব সতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ঘনপ্রকাশতা ; সর্বোপাধিবিনির্মুক্তমুক্তিদশায়ামপি সাক্ষাত্তাদৃশতা-স্ত্যেবেতি সুব্যক্তম্ "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্" (ভাঃ ৩।১৬।৪৮) ইত্যাদৌ। তস্মান্নোপাধিতারতম্যচিন্তা ।

অনুবাদ

অতএব (ভাঃ ৩।১৫।৪২শ শ্লোকে) "নিরীক্ষ্য" ইত্যাদি ; অর্থাৎ "দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষুর তৃপ্তি হইল না।" —ইহাদ্বারা চক্ষুঃসম্বন্ধীয় বলিয়া রূপদ্বারাই যে অতৃপ্তি করা হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। সেই প্রকার ঐ শ্লোকে 'চ'-শব্দদ্বারা (পরবর্তী ৪৩শ শ্লোকের) পদারবিন্দ-পরিমলবাহি-বায়ুলক্ষণাত্মক বিশেষতা অক্ষরজয়ী অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে জয় করিয়াছে, তাহা দর্শিত হইয়াছে। অন্যথা উভয়ক্ষেত্রেই ব্রহ্মানন্দ নির্বিশেষভাবে প্রাপ্তি উদ্দিষ্ট হইলে উভয় উপাধিই পরস্পর স্পর্ধী হওয়ায় 'অক্ষর-জুষামপি' না বলিয়া 'বিদ্যাজুষামপি' এই উপাধিপ্রধানপদ ব্যবহৃত হইত। আর অক্ষর-অনুভবজনিত সুখকেও জয় করিয়াছেন বলায় বশিষ্ঠাদির পুত্রশোকাদির ন্যায় উহাও আবেশাভাসমাত্র, এই প্রকার

টিপ্পনী

প্রমাণ করা যায় না। ভক্তগণের আনন্দে যে বৈচিত্রী, তাহা স্বরূপশক্তির বিলাস। উপাধিতে যথেষ্ট বিচিত্রতা দেখা যায় বলিয়া, যেখানে বিচিত্রতা দেখিব, সেইখানেই ঔপাধিক বলিব, এই প্রকার বুদ্ধিকে সমীচীন বলিয়া প্রশংসা করা যায় না। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, স্বরূপশক্তির যথেষ্ট বিলাস বর্তমান।

অপরপক্ষীয়গণ (অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলিতে চাহেন যে, নিরুপাধিক ব্রহ্মে ঘনপ্রকাশতা নাই ; জীবন্মুক্তদশায় ভগবানে যে ঘনপ্রকাশতা লক্ষীকৃত হয়, বিদ্যোপাধিতে প্রতিফলিত তাঁহাদের মতে ভগবদ্দর্শনপ্রাপক ভক্তিই উপাধিময়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথা অন্যরূপ ; শ্রীব্যাসদেবের ভক্তিযোগে লব্ধ যে সমাধিদর্শন (ভাঃ ১।৭।৪), তাহাই প্রকৃত দর্শন ; তাহাতে তিনি 'পূর্ণপুরুষ' দর্শন করিয়াছিলেন। ('অস্মদীয়সংস্করণ' তত্ত্বসন্দর্ভের ৩০ অনুচ্ছেদ ও তাহার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। তিনি জ্ঞানিগণের ন্যায় ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ মাত্র ব্রহ্মদর্শন করেন নাই, অথবা অষ্টাঙ্গযোগি-গণের ন্যায় ভগবদংশমাত্র পরমাত্মদর্শনও করেন নাই। ইহারা স্বীয় সামর্থ্যমত অসম্যক্ দর্শন করিয়া নিজেদের দর্শনই সম্যক্, এই অভিমানে অন্য সর্বত্রই ত্রিগুণাত্মক উপাধির আরোপ করিয়া বসেন। কিন্তু শাস্ত্র নির্মলা ভক্তিকে সর্বত্র উপাধিমুক্তা নির্গুণা বলিতেছেন। ভগবদাবেশাবতার শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২) "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥" —অর্থাৎ "আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্বচিত্তনিবাসী আমাতে, সমুদ্রে প্রবেশোদ্যত গঙ্গাজলের ন্যায়, মনের যে অবিচ্ছিন্না ধাবমানা গতি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমতত্ত্বে সেই ভক্তি অহৈতুকী (ফলকামনাশূন্যা) ও অব্যবহিতা (বাধাশূন্যা)।" আর শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও অতি সংক্ষেপে ভক্তির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ '(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়দ্বারা (অপ্রাকৃত) হৃষীকেশের (ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই ভক্তি ; তাহা ঔপাধিক নহে (দেহ ও মনোধর্মের ব্যবধানরহিত), কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর বলিয়া নির্মল (জ্ঞান-কর্মরূপ আবিলতাদ্বারা আচ্ছন্ন নহে)।' বর্তমান প্রসঙ্গে (ভাঃ ৩।১৫।৪৮ শ্লোকে) ঋষিগণ অপরপক্ষীয়গণের ঐ মতকে খণ্ডন

"ভবতঃ কথায়াং" (ভাঃ ৩।১৫।৪৮) ইত্যনেন নিরুপাধিব্রহ্মভূয়াদুপরি চ বৈচিত্রী স্ফুটমেবাসৌ স্বীকৃতা। তস্মাৎ সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ সুখৈকরূপত্বং, তদ্রূপত্বেঽপি ব্রহ্মতোঽপি ঘনপ্রকাশত্বং স্বরূপশক্তিবিলাসবৈচিত্রী চেতি বিদ্বদনুভবপ্রমাণেন নির্ণীতম্। তত্র, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" ইতি (ভাঃ ১০।৮৭।২১ স্বামিটীকাধৃত সর্বজ্ঞসূক্তবাক্যম্)।

অনুবাদ

উক্তি নিরস্ত হয়। এখন স্বামিপাদ (ভাঃ ৩।১৫।৫০ শ্লোকের অবতরণিকায়) এই প্রকার বলিয়াছেন — "স্বরূপানন্দ অপেক্ষাও তাঁহাদের ভজনানন্দ অধিক, ইহাই বলিতেছেন।" তাহা হইতে ইহাতে বৈচিত্র্য আছে, ইহাই বক্তব্য। অতএব তাঁহারাও বিচিত্রতাসহযোগেই প্রার্থনা করিয়াছেন (ভাঃ ৩।১৫।৪৯) "আমাদের চিত্ত যেন অলির ন্যায় আপনার পাদপদ্মে রমণ করে।" 'কোথায় মধু, এই প্রকার না খুঁজিয়া যদি নিকটেই মধু পাওয়া যায়, তবে কিজন্য পর্বতে যাইবে?'—এই নীতি-অনুসারে ঐ অন্য উপাধির অন্বেষণই ব্যর্থ; যেহেতু তাঁহাদের অতৎ (ভগবান্ ভিন্ন অন্য)-বস্তুর অন্বেষণের কৌতুকের অভাব, অর্থাৎ ইচ্ছা নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের অভেদাত্মক অনুভূতিও দেখা যায় না, বরং তাঁহারা (ভাঃ ৩।১৫।৫২)

টিপ্পনী

করিয়া বলিয়াছেন—ভক্তগণ ভগবৎপ্রদত্ত হইলেও মোক্ষের বহুমানন করেন না। ভক্তগণের মোক্ষে অরুচির কথা শ্রীকপিলদেবও উপরি উদ্ধৃত তাঁহার উক্তির সঙ্গেই বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৯।১৩): "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"—'পঞ্চপ্রকার মুক্তি, যেমন বৈকুণ্ঠে বাস ভগবানের সমান ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি, চতুর্ভুজাকার, নিকটে স্থিতি ও অভিন্নত্ব প্রাপ্তি (মিলিত হওয়া)—প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার সেবাব্যতীত তাঁহাদের আর কিছু প্রার্থনীয় নাই।' অন্যত্রও (৯।৪।৬৭) ভগবান্ বলিয়াছেন—"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥" —অর্থাৎ 'আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণকাম শুদ্ধভক্তগণ সে সমস্ত গ্রহণ করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদিলাভ বা সাযুজ্যমুক্তি ত' দূরের কথা।' ঋষিগণের উক্তিতে যে, 'ভগবানের আত্যন্তিক প্রসাদকেও ভক্তগণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণনা করেন না'—বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? ভক্ত ভগবানের প্রসাদ, বিশেষতঃ আত্যন্তিক প্রসাদ, গ্রহণ করিতে চা'ন না, এ কিরূপ প্রস্তাব? টীকাকার এই আত্যন্তিক প্রসাদের অর্থ বলিয়াছেন—'আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যং সাযুজ্যমপি তে প্রসাদং ত্বৎপ্রসাদরূপেণ ন গণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে।' অন্যত্রও এইরূপ কথা দেখা যায়, যথা (ভাঃ ৫।৬।১৬-১৮): "যে সকল কবি (পণ্ডিত)…আত্মাকে অনুক্ষণ ভগবদ্ভক্তিসুধারসে স্নান করান, তাঁহারা তদ্দ্বারাই পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন এবং আত্যন্তিক পুরুষার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহার প্রতি আদর করেন না, যেহেতু তাঁহারা ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিপ্রভাবেই সকল পুরুষার্থই সম্যগ্‌রূপে লাভ করিয়াছেন। …ভগবান্ মুকুন্দ উপাসনাকারীকে সহজে মুক্তিদান করেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ভক্তিযোগ বা প্রেমদান করেন না।" ইহার অংশ (১৮ শ্লোকের) "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"—ইহার টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"কেবল-ভক্ত ভিন্ন অন্য ভজনকারীদিগকে ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রায়ই দান করেন না, কিন্তু তাহা হইতে অতি নিকৃষ্ট মুক্তিই দেন। এখানে 'কর্হিচিদপি' না বলায় (অর্থাৎ 'কখনই' না বলিয়া মাত্র 'কদাচিৎ' অর্থাৎ কোন কোনও স্থলে বলায়) অর্থ হইতেছে যে, যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন না, এমন শুদ্ধভক্তগণকে ভক্তিই দিয়া থাকেন।"

"যং সর্বে দেবা আমনন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" (নৃসিংহতাপনী ২।৪) ইত্যত্র শ্রুতাবদ্বৈতবাদ-গুরবোঽপি। "কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ" ইতি ভারতে।

অনুবাদ

"দর্শন করিয়া তাঁহাদের চক্ষুর তৃপ্তি হয় নাই; সেই অবস্থায়ই আনন্দে তাঁহারা মস্তকদ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন;" এবং বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৩।১৫।৪৯) "আমাদিগের পাপের জন্য নিরয় অর্থাৎ অবর-যোনিতে যথেষ্ট জন্ম হউক, যদি চিত্ত অলির ন্যায় ভগবচ্চরণে রমণ করে," ইত্যাদি। ইহাতে তাঁহাদের অভেদাত্মক অনুভবের প্রতিযোগিরূপে নমস্কারাদিদ্বারা উপলক্ষিত ভেদাত্মক ভক্তিসুখই দেখা যাইতেছে। অতএব মায়িক উপাধি অতিহীন বলিয়া ও হেয়াংশরূপে প্রতিভাত বলিয়া তজ্জাতীয় (মায়িক উপাধি-জাত) সুখকে অন্যজাতীয় করিতে পারে না। অতএব স্থাপিত হইল যে, অন্যথা বা অপর প্রকার বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধা স্বরূপশক্তিরই বিলাস আছে (বিচিত্রতা বলিলেই মায়িক উপাধি বুঝিতে হইবে না)।

টিপ্পনী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অল্পাক্ষরে ইহার মর্ম দিয়াছেন, যথা—"ভজনশীলদিগকে মুকুন্দ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভজনে যাঁহার নিষ্ঠা-চাতুরী আছে, তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে 'ভক্তিযোগ' দেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (আঃ ৮।১৮) বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥" ইহার মর্ম ঠাকুর দিয়াছেন—"ভক্তগণ যদি ভুক্তিমুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তিমুক্তি দিয়া অবসরলাভ করেন।"

যেহেতু ভগবানের ঘনপ্রকাশত্ব স্বরূপশক্তির বিলাস সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত মুক্তিদশাতেও বর্তমান ও তজ্জন্য উহাতে যখন উপাধিমাত্রেরই স্থান নাই, তখন উপাধি অল্প বা বিস্তর এরূপ প্রশ্নেরই অবসর নাই।

ঐ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮) শ্লোকে ঋষিগণ আরও বলিয়াছেন—"যাঁহারা আপনার লীলা-কথার কুশল রসতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা বৈচিত্রীরহিত, কেবল নিরুপাধিব্রহ্মভূয়ত্ব বা ব্রহ্মানুভবাত্মক মোক্ষ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইয়া, আপনার লীলাকথারসে প্রসক্ত থাকিয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্রীপূর্ণ নিরুপাধিক আনন্দসাগরে নিমজ্জনের বহুমানন করেন", কেননা ব্রহ্মানন্দ পরার্ধগুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখাম্ভোধির পরমাণুতুলাও নহে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূঃ ১।৩৮)। গীতায় 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে') ১৪।২৬ ও ১৮।৫৩) দুইস্থলে পাওয়া যায়, প্রথমস্থলে স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি" ও দ্বিতীয় স্থলে "ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাঽহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি।" চক্রবর্তিপাদ উভয়ত্রই লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মানুভবায় সমর্থো ভবতি।" শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ যথাক্রমে বলিয়াছেন—"গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বায় নিজধর্মায় যোগ্যো ভবতি" ও "গুণাষ্টকবিশিষ্ট সাম্যরূপত্বায় কল্পতে তদনুভবতি।" ইনি ছান্দোগ্য (৮।৭।১) কথিত আত্মার 'অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি অষ্টগুণযুক্তত্বের কথা বলিয়াছেন; এই আটটী গুণ পরমাত্মা ব্রহ্মের ও মুক্ত জীবাত্মারও। তিনি (মুণ্ডক ৩।১।৩) শ্রুতি 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" উদ্ধার করিয়া 'উপাধিরহিত' মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ হ'ন বলিয়াছেন। এ অবস্থায় বৈচিত্রীর কথা নাই।

ভগবানের বহিরঙ্গে বা আবরণে কেবল জ্যোতি, যাহা কেবল ব্রহ্ম; তাহাতে কিছু বিশেষ লক্ষীকৃত হয় না; বৈভব বা বিভুত্ব বিশেষতারহিত হইতে পারে না। বৈভব-অর্থে যাহা বিভু নয়, তাহা হইতে বিশেষতা। সেইজন্য বহিরঙ্গ কেবল-ব্রহ্মে বৈভব নাই। ভগবানের সশক্তিক অন্তরঙ্গেরই বৈভব। ইহাই সান্তরঙ্গবৈভবের অর্থ; পূর্ণতত্ত্ব

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"
ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষৎসু (গীতা ১৮।৫৪)।

অনুবাদ

আরও কথা হইতেছে যে, অপরপক্ষীয়গণের মতে জীবন্মুক্তদশায় বিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের ঘনপ্রকাশতা হইয়া থাকে, থাকুক; সকল উপাধি হইতে নির্মুক্ত শুদ্ধমুক্তিদশাতেও সাক্ষাৎ তাদৃশতা অর্থাৎ ঘনপ্রকাশতা আছেই, ইহা সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে 'নাত্যন্তিকং' (ভাঃ ৩।১৫।৪২) শ্লোকে—"হে ভগবন্, আপনার একান্ত শরণাপন্ন ভক্তগণ মোক্ষরূপ আপনার আত্যন্তিক প্রসাদও গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণনা করেন না।" অতএব এস্থলে উপাধির তারতম্য বিচারের কোনও অবসরই নাই।

ঐ শ্লোকেই "যাঁহারা আপনার কথার কুশল রসতত্ত্ববিৎ"—ইহাদ্বারা নিরুপাধি 'ব্রহ্মভূয়' অবস্থা (গীতা ১৮।৫৩) হইতেও উচ্চে ভগবৎস্বরূপের বিচিত্রতার প্রকাশ, একথা স্বীকৃত। অতএব অন্তরঙ্গ-

টিপ্পনী

ভগবান্ সান্তরঙ্গবৈভব; তিনি সুখৈকরূপে, সমস্ত সুখেরই তিনি একমাত্র ঘনীভূত আশ্রয়। দুঃখমুক্তিতে যে ব্রহ্মসুখ, তাহা ঘনীভূত সুখ নহে। গীতায় (১৪।২৭) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—এর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্, যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বৎ।" অর্থাৎ—'ঘনীভূতপ্রকাশ বা জ্যোতি যেমন সূর্যমণ্ডল, তদ্রূপ ভগবান্ ঘনীভূত ব্রহ্ম।' ঐ শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়াছেন—"সুখস্যৈকান্তিকস্য চ (প্রতিষ্ঠাহম্)"; টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ"–অর্থাৎ 'আমি ঐকান্তিক বা অখণ্ডিত সুখেরও প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়, যেহেতু আমি পরমানন্দরূপ।" মূলের 'সুখৈকরূপত্বম্'-এর ইহাই অর্থ। বিদ্যাভূষণপাদ টীকার শেষে বলিয়াছেন—"বিচিত্র লীলারসের আমিই পরমাশ্রয়। তার আনন্দরূপ আমার বিভূতিযুক্ত আমার লীলানুভবজন্য আমাকেই বিজ্ঞগণ সমাশ্রয় করেন—ইহাই শ্রুতি (তৈঃ ২৭) বলিয়াছেন—'রসো বৈ সঃ'"—ইত্যাদি। বর্তমানযুগের ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—" আমার নিত্য নির্গুণ অবস্থায় আমি স্বরূপতঃ 'ভগবান্'। আমার জড়শক্তিতে আমার তটস্থশক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে প্রথমোক্ত শক্তির যে আদিপ্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধজীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নির্গুণ অবস্থার প্রথম সীমাপ্রাপ্ত হ'ন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্বে জড়বিশেষত্যাগরূপ একটি নির্বিশেষভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে ক্রমে সেই নির্বিশেষ দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণভক্তির স্বরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপপ্রেম ও ঐকান্তিকসুখস্বরূপ ব্রজরস, সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।" যাঁহারা ভগবানের সান্তরঙ্গবৈভবের সন্ধান পাইয়া তাঁহার ঘনপ্রকাশত্বকে স্বরূপশক্তিরই বিলাসবৈচিত্রীরূপে অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিদ্বান্; তাঁহারাই শ্লোকোক্ত (ভাঃ ৩।১৫।৪৮) কুশল রসজ্ঞ, তাঁহারাই রসিক, ভাগবতরসপানে অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উহা পান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে (ভাঃ ১।১।৩): "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"—

"মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী।" ইতি ভারত-তাৎপর্য-প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ।
তথা—"আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১২) ইত্যত্র চ।

অনুবাদ

বৈভবশালী ভগবান্ একমাত্র সুখরূপ, আবার সেইরূপেও ব্রহ্ম হইতেও ঘনপ্রকাশ, আর তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাসের বিচিত্রতা—এই বিষয় (সনকাদিমুনিগণের ন্যায়) প্রকৃত বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ) ভক্তের অনুভূতির প্রমাণে নির্ণীত বা নির্ধারিত হইল। এই নিমিত্তই কথিত হয় (ভাঃ ১০৮৭।২১ শ্লোকের

টিপ্পনী

'হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ! আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত ভগবল্লীলা-রস মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।' 'আলয়ং'-পদের অর্থ স্বামিপাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে—"লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য"—অর্থাৎ "'আ' এই উপসর্গটীর অর্থ অভিবিধি অর্থাৎ ব্যাপিয়া, মর্যাদা অর্থাৎ সেই পর্যন্ত মাত্র নহে; অতএব 'আলয়ং' মোক্ষকে অভিব্যাপ্ত করিয়া (মোক্ষ সমেত)।" তাই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে 'মুক্ত অবস্থায়ও'। এই কথা বলিতেই শ্রীজীবপাদ মূলে ইহার পরেই শ্রীধরস্বামিপাদকর্তৃক ভাঃ ১০৮৭।২১ শ্লোকের টীকায় ধৃত সর্বজ্ঞভাষ্য-কারবচন উদ্ধার করিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে"—অর্থাৎ 'মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (কর্মফলবাধ্য হইয়া নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। মায়াবাদিগণ, যাঁহাদের মতে মোক্ষই শেষ প্রাপ্য চরম পুরুষার্থ, অন্য প্রকার বলিয়া থাকেন যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সাধকদের পক্ষে কঠিন বলিয়া "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—নিজের মনোমত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার অর্চনাদিদ্বারা উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ধ্যানধারণাদ্বারা সমাধি লাভপূর্বক জীবন্মুক্তি লাভ করিলে আর উপাসনাদির প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার ধারণাবশে সিদ্ধ জীবন্মুক্তাভিমানী পুরুষগণ ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। বাসনা-ভাষ্যধৃত পরিশিষ্টবচনে দেখা যায়—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ॥" —অর্থাৎ "অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবৎপাদপদ্মে (ভজন পরিত্যাগজনিত) অপরাধ করিলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও কর্মদ্বারা পুনরায় সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হ'ন। জীবন্মুক্তগণ কোন কোনও সময়ে সংসারবাসনার আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্তিযোগিগণ কখনও কর্মদ্বারা তাহাতে লিপ্ত হ'ন না।" শ্রীকৃষ্ণগর্ভস্তোত্রে (ভাঃ ১০।২।৩২) শ্রীব্রহ্মাদিদেবগণ ও শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অন্যরূপ ভাষায় ইহাই বলিয়াছেন—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ —অর্থাৎ 'হে পদ্মনয়ন ভগবন্, আপনার ভক্তগণব্যতীত অন্য যাঁহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের আপনার প্রতি ভক্তি দূর হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ হইয়া যায়; নানা কষ্টসাধ্য সাধনের ফলে জীবন্মুক্তত্বরূপ শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও আশ্রয়রূপ আপনার পাদপদ্মের অনাদর করিবার ফলে অধঃপতিত হ'ন, আরও অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হ'ন।' বিশ্বামিত্র প্রভৃতির পতন এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন, ভক্তগণের এরূপ দুর্দশা হয় না। দুস্তর পরীক্ষা মুখে অটল থাকার উদাহরণ আমরা গৌরভক্তশিরোমণি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

উদ্ধৃত (১৮।৫৪) গীতাশ্লোকে কথিত ব্রহ্মভূত পুরুষই ত' মুক্ত। তিনি ভগবচ্চরণে পরা ভক্তি লাভ করেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উহার অর্থ দিয়াছেন—"ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ গুণ-

মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা সৌপর্ণশ্রুতিঃ—

"সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি মুক্তা হ্যেনমুপাসত" ইতি।

অনুবাদ

শ্রীধরস্বামিপাদটীকায় উদ্ধৃত সর্বজ্ঞভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত) "মুক্তা অপি"—"মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কর্মফলবাধ্য হইয়া নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" "যাঁহাকে (ভগবান্‌কে) সমস্ত দেবগণ এবং ব্রহ্মবাদী মুমুক্ষুগণ আমনন (সম্যক্ চিন্তা) করেন"—এই শ্রুতিতে অদ্বৈতবাদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতেও বলিয়াছেন—"বিগতমোহ মুক্তপুরুষগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন।" গীতোপনিষদে (গীতা ১৮।৫৪) ভগবান্ বলিয়াছেন —"ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রসন্নচেতা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি এবং শোক ও আকাঙ্ক্ষার অতীত পুরুষ আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।"

শ্রীমধ্বাচার্যকৃত 'ভারত-তাৎপর্য' টীকায় প্রমাণিত শ্রুতি বলিয়াছেন—"মুক্তগণেরও ভক্তিই নিত্যানন্দস্বরূপিণী"। ব্রহ্মসূত্রও (৪।১।১২) ঐরূপই বলিয়াছেন—"মুক্তি পর্যন্ত উপাসনা করিতে হইবে, তাহার পরেও, ইহা বেদে দৃষ্ট"। এই সূত্রের মধ্বভাষ্য-প্রমাণিত সৌপর্ণশ্রুতি বলিয়াছেন— "সর্বদা ইঁহার উপাসনা করিতে হইবে মুক্তিপর্যন্ত ; মুক্তগণই ইঁহার উপাসনা করেন।"

টিপ্পনী

মালিন্যাপগমাৎ।"—অর্থাৎ 'উপাধি অপগত হইলে ব্রহ্মভূত, অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ, মলিন গুণসমূহ অপগত হইয়াছে বলিয়া'। বদ্ধজীবের চৈতন্য আবৃত ; উপাধিরূপ সেই আবরণ দূরীকৃত হইলে নিরুপাধি শুদ্ধজীব, তাহাই ব্রহ্মরূপ, ব্রহ্ম যেমন অপহতপাপ্মাদি অষ্টগুণযুক্ত, শুদ্ধজীবও তদ্রূপ (ছাঃ ৮।৭।১)। বিদ্যাভূষণপাদ ইহাই বলিয়াছেন-- "সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ"। ব্রহ্মভূত'-পদটীর উপরিকথিত অর্থ দিয়া চক্রবর্তিপাদ শ্লোকের অন্যাংশের টীকায় বলিয়াছেন—"এখন আত্মা প্রসন্ন বা নির্মল হওয়ায় পূর্বাবস্থার ন্যায় নষ্টবস্তুর জন্য শোক নাই, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, যেহেতু দেহাদিতে 'অহং', 'মম'—অভিমান নাই। আর বালকের ন্যায় সর্বভূতে ভদ্রাভদ্রসম (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, পৃথগ্‌বুদ্ধিরহিত), কেননা বাহ্যবিষয়ের অনুসন্ধান নাই। সেইজন্য ইন্ধন না থাকিলে অগ্নি যেমন শান্ত (নির্বাপিত) হইয়া যায়, তদ্রূপ (বাহ্যানুসন্ধানের অভাবে তজ্জনিত) জ্ঞানও শান্ত হয় ; তখন অবিনশ্বর স্বরূপভূত জ্ঞানের অন্তর্ভূত মদ্ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদিরূপ আমার প্রতি আচরিতব্য ভক্তি ব্রহ্মভূত ব্যক্তি লাভ করেন। এই ভক্তি আমার স্বরূপশক্তির বৃত্তি ; সেইজন্য মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা-বিদ্যার অপগম হইলেও উহার অপগম হয় না। অতএব উহা 'পরা' অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অন্য ও শ্রেষ্ঠ, কর্মজ্ঞানাদিমুক্ত বলিয়া 'কেবলা'। 'লাভ করেন' বলাতে বুঝাইতেছে যে, পূর্বে মোক্ষসিদ্ধিজন্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে কলা বা অংশতঃ বর্তমান থাকিলেও, সর্বভূতে যেমন অন্তর্যামী পরমাত্মার স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ এই ভক্তির স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না। 'পরা'-শব্দে প্রেমলক্ষণা বলিয়া ব্যাখ্যা প্রশস্ত, যেহেতু প্রায়ই তখন সম্পূর্ণ প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে ; সাযুজ্যমুক্তি উহার ফল নয়।"

ভারত-তাৎপর্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্যধৃত শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিযোগেই মুক্ত-পুরুষগণ নিত্যস্থায়ী আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং মুক্তপুরুষ নিত্য ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন। গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকার শেষে বিদ্যাভূষণপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেন এই শ্রুতি-মন্ত্রটীরই ব্যাখ্যা। তিনি বলিয়াছেন—"ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদবলিপ্রভৃতিমহাভাগবতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যুক্তম্—"পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে" (বিঃ পুঃ ২।৫।৭) ইতি। শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ৭৯ ॥

অশেষপুরুষার্থস্বরূপ এব ভগবান্

অতএব অশেষপুরুষার্থস্বরূপ এবাসাবিতি স্ফুটমেবাহুর্গদ্যেন (ভাঃ ৫।৩।৭-৮)—

অনুবাদ

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (২।৫।৭) প্রহ্লাদ-বলি-প্রভৃতি মহাভাগবতগণের সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"বিমুক্ত হইয়াও পাতালে কাহার প্রীতি উৎপন্ন না হয় ?" দেবগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি। (৭৯)

অতএব শ্রীভগবান্ অশেষপুরুষার্থস্বরূপই, ইহা (ভাঃ ৫।৩।৭-৮) গদ্যে ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞপুরুষকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যথা—"অন্যথা আমরা অনেকাঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহাতে আপনার

টিপ্পনী

অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছে, (অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তপুরুষ), তাঁহাদের ঐ ভক্তির দ্বারাই ভক্তির স্বাদবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন যাঁহাদের সিতপল (বা মিশ্রি) ব্যবহারে পিত্ত নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহারা তখন এই সিতপলের আস্বাদ প্রাপ্ত হ'ন।"

উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রটীর (৪।১।১২) বিস্তৃত ব্যাখ্যা তত্ত্বসন্দর্ভের ৪৯ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (পৃঃ ১১৭-১১৮) প্রদত্ত হইয়াছে ; সেই সঙ্গে ঐখানে উদ্ধৃত সৌপর্ণ-শ্রুতিটীও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠকমহোদয়গণকে তাহা দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত (২।৫।৭) শ্লোকার্দ্ধটীর অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—যাঁহারা মুক্ত, তাঁহারাও ভক্তসঙ্গ সর্বদা প্রার্থনা করেন, যেমন শ্রীভগবানের নিকট একটী স্তোত্রে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৯।১১): "ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো, ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।"—অর্থাৎ "হে অনন্ত ভগবান্, যে সকল অমলাশয় (নির্মলাত্মা) মহাপুরুষের হৃদয়ে আপনাতে ভক্তি নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদের সহিত যেন প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে থাকে,—আমার এই প্রার্থনা।" শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলির হৃদয় নিরন্তর ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ ; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ মুক্তগণের সর্বদা প্রার্থনীয়। অতএব তাঁহাদের সঙ্গলাভে যাঁহাদের ঔৎসুক্য, তাঁহাদের নিকট উঁহাদের বসতিস্থল পাতাল পরম আদরের স্থান। মুক্ত হইয়াও যখন ভক্তসঙ্গ প্রয়োজন, তখন তাঁহাদের ভজন্য পাতালে বলি-প্রহ্লাদের সঙ্গ করিতে হইবে। ভক্তের অধিষ্ঠান বলিয়া পাতালও বৈকুণ্ঠসদৃশ। এই কথা বৈষ্ণবমহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক কথায় গাহিয়াছেন—"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" বৈষ্ণবাচার্যপ্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন—"গৃহে থাকে, বনে থাকে, হা হা গৌরাঙ্গ বলে' ডাকে, নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ।" ৭৯।

শ্রীভগবানের অশেষপুরুষার্থস্বরূপত্ব এই অনুচ্ছেদে স্থাপিত হইতেছে। ঋত্বিগ্‌গণের স্তবের প্রসঙ্গটী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের পৌত্র নাভি পুত্রকাম হইয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যজ্ঞ করেন, যাহাতে ভগবান্ নাভিরাজের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্ভুজমূর্তিতে প্রকট হ'ন। ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহার ন্যায় পুত্র প্রার্থনা করিয়া তাঁহার স্তব করেন। এই যজ্ঞের ফলেই ভগবান্ নিজ অংশে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা পূর্বগদ্যটীতে বলিয়াছেন—"আপনার নিজজন অনুরাগভরে জল, তুলসী, দূর্বা প্রভৃতি দ্বারা আপনার যে পূজা সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হ'ন। ইহার পরে বলিতেছেন 'অন্যথা' ইত্যাদি।

"অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে। আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেন বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য।"

অনুবাদ

সমুচিত কোনও প্রয়োজনই দেখিতে পাইতেছি না। যে সকল পুরুষার্থ সাক্ষাদ্ভাবে স্বরূপসিদ্ধরূপে অপ্রতিহতগতিতে প্রচুররূপে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হইতেছে, সেই সমস্ত অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ।" স্বামিপাদ ৮ম গদ্যটীর টীকায় বলিয়াছেন—"নিজের স্বয়ংই অনুক্ষণ সর্বদা অঞ্জসা

টিপ্পনী

এখানে চক্রবর্তিপাদ টীকারম্ভে বলিয়াছেন—"কিন্তু আমাদের ত' ভক্তি নাই, কিসে আপনার সন্তোষ হইবে?" স্বামিপাদ ও চক্রবর্তিপাদ পরবর্তী (৮ম) গদ্যটীর টীকারম্ভে বলিয়াছেন—"অত্র হেতু"—অর্থাৎ ভগবানের বিপুল আয়োজনে যজ্ঞের কোনও প্রয়োজন নাই কেন? উত্তর—যেহেতু অশেষপুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ, তখন যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন? যদি প্রশ্ন হয়, তবে যজ্ঞ করিতেছ কেন? উত্তর (৮ম গদ্যের অনুদ্ধৃত শেষার্ধ)—আমরা সকাম, অতএব আমাদের ন্যায় সকাম ব্যক্তিগণের এই সকল যজ্ঞাদি, সর্বপুরুষার্থপ্রদ আপনার অনুগ্রহলাভের জন্য। ইঁহাদের পরবর্তী (১১ গদ্যে) আর একটী স্তব পূর্ব অনুচ্ছেদে (৭৯) আলোচিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য (৩।১৪।২) শ্রুতিটী "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই প্রকরণের মধ্যে। ব্রহ্ম সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে 'সর্বকাম'-শব্দার্থে বলিয়াছেন, "সর্বেকামা দোষরহিতা অস্যেতি স সর্বকামো 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি'—ইতি স্মৃতঃ" (গীতা ৭।১১)—অর্থাৎ পরব্রহ্মের সর্ব কাম দোষরহিত, আর তিনি ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম।' এই অর্থদ্বারা ভগবানের 'সর্বকামত্বে'র সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মের অষ্টগুণের মধ্যে (ছাঃ ৮।৭।১) একটী 'সত্যকাম'; ইহার পরে ঐ মন্ত্রেই বলা হইয়াছে স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি"—অর্থাৎ 'যিনি গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া সেই আত্মাকে বিশেষভাবে জানেন, তিনি সর্বলোকপ্রাপ্ত হ'ন ও সর্বকাম প্রাপ্ত হ'ন।' ব্রহ্ম ত' সর্বকাম বটেনই, প্রকৃতই ব্রহ্মজ্ঞও সর্বকাম, অর্থাৎ তিনিও পূর্ণকাম, তাঁহার কামনা-পূর্তির অভাব নাই। ভগবান্ অপ্রাকৃত কামদেব। চরিতামৃতে (মধ্য ৮।১৩৭) ভগবান্‌কে বলা হইয়াছে—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"চিন্ময়ধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহা অর্থ করেন, তাহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয়কামতত্ত্ব।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্যে বলিয়াছেন—"প্রাকৃত কাম কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিসর্গে বর্তমান, আর চিদিন্দ্রিয়ের সেব্য মদন—মন্মথমন্মথ কৃষ্ণচন্দ্র।" শ্রুতি দেখাইয়াছেন (ছাঃ ৮।৭।১)—সর্বকাম ভগবানের সেবকও সর্বকাম, ইহার উদাহরণ গীতায় (২।৭০) ভগবান্ "আপূর্যমাণম্" শ্লোকে দিয়াছেন। শঙ্করাচার্যপাদ 'সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সর্বে গন্ধাঃ সুখকরা অস্য সোঽয়ং সর্বগন্ধঃ 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চে'তি স্মৃতেঃ (গীতা ৭।৯)। তথা রসা অপি বিজ্ঞেয়া। অপুণ্যগন্ধরসগ্রহণস্য পাপ্মসম্বন্ধনিমিত্তত্ব-শ্রবণাৎ।" অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার সুখকর গন্ধই ব্রহ্মে বর্তমান, যেহেতু গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি পৃথিবীতে পুণ্য-গন্ধ। রসও ঐরূপ জানিতে হইবে (অর্থাৎ পুণ্য), অপুণ্যগন্ধরসগ্রহণ পাপসম্বন্ধের নিমিত্ত বলিয়া শ্রুত হয়।' গীতায় (৭।৯) পুণ্যগন্ধ সম্বন্ধে স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্"—অর্থাৎ "বিভূতিরূপে আশ্রয়ত্ব বলিতে ইচ্ছা করায় সুরভিগন্ধেরই উৎকৃষ্টতা-হেতু পুণ্যগন্ধ—এইরূপ

টীকা চ—"আত্মনঃ স্বত এবানুসবনং সর্বদা অঞ্জসা সাক্ষাৎ বোভূয়মানা অতিশয়েন ভবন্তো যে অশেষাঃ পুরুষার্থাস্তে স্বরূপং যস্য পরমানন্দস্য" ইত্যেষা। শ্রুতিশ্চ "সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদৌ। ঋত্বিগাদয়ঃ শ্রীযজ্ঞপুরুষম্ ॥ ৮০ ॥

দৃষ্টিতারতম্যেন ব্রহ্মভগবদাকারয়োরভিব্যক্তিতারতম্যম্

তদেবং ব্রহ্মণোঽপি যৎ শ্রীভগবতি প্রকাশসম্যক্ত্বং ব্যঞ্জিতং, তৎ পূর্বমেব বিদ্বদনুভব-বচনপ্রচয়েন সিদ্ধমপি বিশেষতো বিচার্যতে। তত্রৈকমেব তত্ত্বং দ্বিধাশব্দ্যত ইতি ন বস্তুনো ভেদ

অনুবাদ

অর্থাৎ সাক্ষাৎ বোভূয়মান অর্থাৎ অতিশয় হইতেছে যে সকল অশেষ পুরুষার্থ, সেগুলি পরমানন্দ আপনার স্বরূপ"—এই টীকা। শ্রুতি (ছাঃ ৩।১৪।২) বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস।" (৮০)

অতএব এই প্রকারে শ্রীভগবানে যে ব্রহ্মের সম্যক্‌প্রকাশত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বিদ্বান্ (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ)-সমূহের অনুভবসম্বন্ধে রাশিপরিমাণ বচনসমুদায়দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণীকৃত হইলেও এখন উহা বিশেষভাবে বিচারিত হইতেছে। সেখানে একই তত্ত্ব দুই প্রকারে বলা হইয়াছে; বস্তু-

টিপ্পনী

বলা হইয়াছে।' শঙ্করাচার্যপাদের ব্যাখ্যায় ভগবানের সর্বগন্ধত্ব সর্বরসত্ব, পরিস্ফুট হইল বলিয়া মনে হয় না। গীতায় বিভূতিরূপে যাহা কিছু সার বা শ্রেষ্ঠরূপে দেখা যায়, তাহাই তিনি, যেমন তিনি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ইত্যাদি। সেইরূপ তিনি গন্ধের মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, কামের মধ্যে ধর্মাবিরুদ্ধ কাম,—ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাতে সর্বগন্ধ-শব্দের অর্থ উক্ত হয় নাই। ভগবান্ অপ্রাকৃত কামদেব, অপ্রাকৃত গন্ধ, অপ্রাকৃত রস ইত্যাদি। এ জগতে জড়কাম, জড় গন্ধাদি তন্মাত্রাত্মক জড়বিষয় বদ্ধজীবের ভোগ্য। বদ্ধজীব ভগবৎসেবার পরিবর্তে তাঁহাকে জড়বিষয়রূপে ভোগ করিতেছে; এই নিমিত্তই তাহাদের মায়া-বন্ধন। অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ ওতপ্রোতভাবে জগতে প্রবিষ্ট। অতএব অপ্রাকৃত-প্রাকৃত সমস্তই ভগবান্, "সর্বং-খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১)—এই প্রকরণ। ৮০।

একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অনুভবিতার উপলব্ধির প্রকারভেদে ভিন্নরূপে দৃষ্টমাত্র, বস্তুতে ভেদ নাই। একই হস্তী যেমন অন্ধগণকর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া পাদস্পর্শী কাহারও নিকট স্তম্ভরূপে পরিচিত, লাঙ্গুলস্পর্শী কাহারও নিকট রজ্জুরূপে উপলব্ধ, ইত্যাদি; তদ্রূপ একই পরব্রহ্ম নির্বিশেষবিচারকের অসম্যক্ উপলব্ধিতে ব্রহ্মরূপে অনুভূত, আর বৈশিষ্ট্যদর্শীর সম্যক্ উপলব্ধিতে অপ্রাকৃত বিগ্রহাদিরূপে পরিদৃষ্ট। বস্তুতত্ত্বে একই। তবে অসম্যগ্‌দর্শীর নির্বিশেষত্ব (নিরাকারত্ব, নিঃশক্তিকত্ব প্রভৃতি) দর্শন যে ভ্রমাত্মক তাহাও নহে, যেহেতু তত্ত্ববস্তুতে জড়বিশেষাদি নাই। অতএব তাঁহার নির্বিশেষত্ব দর্শন অসম্যক্ হইলেও বৈচিত্রীদ্রষ্টার ভগবত্তাদর্শন হইতে তাঁহার দর্শন ঊন হইলেও তাঁহার একদেশ দর্শনে মিথ্যাত্ব নাই।

উদ্ধৃত ছয়টী শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকের প্রথমটীর (ভাঃ ১।৫।৪) ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীবপ্রভু স্বামিটীকার উদ্ধার করিয়াছেন। চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"ইহাতে বলিতে হইবে যে অনুভবজ্ঞান অপেক্ষিতব্য নয়,

উপপদ্যতে। আবির্ভাবস্যাপি ভেদদর্শনাৎ ন চ সংজ্ঞামাত্রস্য, কিন্তু স্বস্বদর্শনযোগ্যতাভেদেন দ্বিবিধোঽধিকারী দ্বিধাদৃষ্টং তদুপাস্ত ইতি। তত্রাপ্যেকস্য দর্শনস্য বাস্তবত্বমন্যস্য ভ্রমজত্বমিতি ন মন্তব্যম্, উভয়োরপি যাথার্থ্যেন দর্শিতত্বাৎ। ন চৈকস্য বস্তুনঃ শক্ত্যা বিক্রিয়মাণাংশকত্বাদংশতো ভেদঃ বিকৃতত্বনিষেধাত্তয়োঃ। তস্মাদ্দৃষ্টেরসম্যক্-সম্যক্ত্বাৎ সত্যপি সম্যক্ত্বে তদননুসন্ধানাদ্বা একস্মিন্নধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফুরদেকভেদঃ পরস্মিন্নখণ্ডতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ। এবং সতি যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্তিঃ, সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা, যথা ব্রহ্মাকারেণ; যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ, সা সম্পূর্ণা, যথা শ্রীভগবদাকারেণেতি লভ্যতে।

অনুবাদ

সম্বন্ধে ভেদ বা পার্থক্য যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ব্রহ্ম ও ভগবান্—ইহাদের মধ্যে কেবল নামের পার্থক্য নয়, আবির্ভাব প্রকারেও ভেদ দেখা যায় বলিয়া উপাসকের নিজ নিজ দর্শনের ভেদানুসারে দুই প্রকার অধিকারী দুই প্রকারে দৃষ্ট তত্ত্বের উপাসনা করেন। তন্মধ্যে একজনের দর্শন যথার্থ, আর অন্যের দর্শন ভ্রমজনিত,—এরূপ মনে করা ঠিক নয়, যেহেতু উভয়েই যথার্থ দর্শন করিয়াছেন। আর ইহাও নয়, এক বস্তু শক্তিদ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া গিয়া অংশ হইয়া যাওয়ায় অংশ হেতু ভেদ হইয়াছে, কেননা ব্রহ্ম ও ভগবানের বিকার নিষিদ্ধ। অতএব দৃষ্টি সম্যক্ বা অসম্যক্ হওয়ার কারণ, অথবা সম্যক্ হইলেও তত্ত্ববস্তুর অনুসন্ধান না হওয়ায় এক অধিকারীতে একদেশে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত—এক প্রকারভেদ, অন্য অধিকারীতে অখণ্ডতা হেতু দ্বিতীয় ভেদ। এরূপ হওয়ায় যে দৃষ্টিতে বিশেষ বিনাই স্ফূর্তি প্রাপ্ত

টিপ্পনী

(অর্থাৎ যাহা যথেষ্ট হইয়াছে)। কেননা সনাতন নিত্য ব্যাপক নির্বিশেষস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাও জিজ্ঞাসিত অর্থাৎ বেদান্ত-সূত্রকরণদ্বারা বিচারিত হইয়াছেন। কেবল জিজ্ঞাসিত নয়, অধিকন্তু অধীত অর্থাৎ অবগত অর্থাৎ অনুভবের গোচর করাও হইয়াছে।" গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর শ্লোকে 'প্রভো'-পদের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন— "শ্রীগুরুদেব নারদ শিষ্য শ্রীব্যাসকে 'প্রভু'-সম্বোধনে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে শিষ্যের দিব্যজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়। যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অধীন দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখতার জন্য অনুগ্রহ ও হরিবিমুখতার জন্য নিগ্রহ করিতে সমর্থ। যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি সমগ্র অন্তর্বাহ্যজগতের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন।…"

পরবর্তী 'ত্বং পর্যটন্' (ভাঃ ১।৫।৭) শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থকার স্বামিপাদ টীকার অনুবর্তনেই করিয়াছেন। চক্রবর্তিপাদও তাহাই; তবে যাহা অতিরিক্ত বলিয়াছেন, তাহা এই—"(পূর্ব ভাঃ ১।৫।৬ শ্লোক কথিত) সেই পুরাণ (আদি) পুরুষ (ভগবান্) সর্বলোকের হিতসাধননিমিত্ত আপনার (নারদের) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব আমার প্রথম মঙ্গল করুন, ইহাই বলিতেছেন।…সূর্যের ন্যায় সর্বদর্শী, বায়ুর ন্যায় অন্তশ্চর (অন্তরে বিচরণশীল), আত্মার ন্যায় সাক্ষী অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞ।…"

শ্রীনারদকথিত "ভবতানু" (ভাঃ ১।৫।৮) শ্লোকের স্বামিটীকা—"অনুদিতপ্রায় অর্থাৎ অনুক্তপ্রায়; ভগবানের বিমল যশ ব্যতীত যে ধর্মাদিজ্ঞানে ভগবান্ তুষ্ট হ'ন না, সেই দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান খিল অর্থাৎ ন্যূন বলিয়া আমি মনে করি।"

তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তিতারতম্যং তন্মহাপুরাণাবির্ভাব-কারণাভ্যাং প্রতিপাদ্যতে ষড়্ভিঃ। শ্রীনারদ উবাচ (ভাঃ ১।৫।৪)—

"জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্মা যত্তৎ সনাতনম্। অথাপি শোচস্যাত্মানামকৃতার্থ ইব প্রভো॥"

শ্রীব্যাস উবাচ—"ত্বং পর্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব॥ (ভাঃ ১।৫।৭)

অনুবাদ

হ'ন, সে দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, যেমন ব্রহ্মাকাররূপে; আর যে দৃষ্টিতে স্বরূপভূত নানাবৈচিত্রী-বিশেষযুক্ত আকারে বস্তু স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, সে দৃষ্টি সম্পূর্ণ, যেমন শ্রীভগবদাকাররূপে; বিচারে ইহাও পাওয়া গেল।

অতএব এই অভিপ্রায়ে প্রথমে দৃষ্টিতারতম্যজন্য তত্ত্ববস্তুর প্রকাশের তারতম্য ভাগবত-মহাপুরাণের আবির্ভাবের দুইটী কারণ দেখাইয়া প্রতিপাদিত করা হইতেছে ছয়টী শ্লোকে। শ্রীনারদ (ভাঃ ১।৫।৪) শ্রীব্যাসদেবকে বলিলেন—"হে তত্ত্ববিৎ প্রভো, আপনি নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার করিয়াছেন, এবং উহা অধীত বা প্রাপ্তও হইয়াছেন; তথাপি আপনি অকৃতার্থ বা বিফলমনোরথ মনে করিয়া যেন শোকমগ্ন হইয়াছেন, এইরূপ দেখাইতেছে।" উত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিলেন (ভাঃ ১।৫।৭): "আপনি সূর্যের ন্যায় ত্রৈলোক্য পর্যটন করিয়া সর্বদর্শী, বায়ুর ন্যায় সর্বপ্রাণীর অন্তরে বিচরণ

টিপ্পনী

চক্রবর্তিপাদের টীকা—"..ভগবানের যশ অর্থাৎ সর্বস্বরূপ হইতে ভগবৎস্বরূপের উৎকর্ষ, আর সর্বোৎকর্ষপ্রকাশিকা তাঁহার লীলা ও ভক্তি। যদি শ্রীব্যাসদেব পূর্বপক্ষ উঠান 'আমি ত' ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র বেদান্ত-দর্শন করিয়াছি', তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই দর্শন অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রও খিল অর্থাৎ ন্যূন বলিয়া মনে করিব, আর সেই দর্শনকর্তা আপনার পর্যন্ত যখন চিত্তের অপ্রসাদ, তখন পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন পূর্বক যাঁহারা সেই দর্শন (বেদান্ত) অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের চিত্তে কিরূপে প্রসাদ লাভ হইবে? এ সম্বন্ধে আপনিই প্রমাণ।" এই শ্লোকের বিবৃতিতে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"জীবের জ্ঞান ও ভগবানের সম্বিদ্-বৃত্তির যেখানে বৈষম্য, সেখানে নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অপ্রতিহত ভগবজ্জ্ঞানের অভাব আছে। জীব অনুকূল সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে ভগবানের সন্তোষবিধান করিতে পারেন। গুরুকৃপা হইতেই সেই বৃত্তি জীবহৃদয়ে উন্মেষিত হয়। শ্রীগুরুদেবই বদ্ধজীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবজ্জ্ঞানালোক প্রদানপূর্বক জীবকে সেবোন্মুখ করান। ভগবৎসেবাব্যতীত জৈবজ্ঞানে ভোগময়ী প্রবৃত্তি প্রবলা, তাহাতে ভগবানের প্রীতি নাই।"

ইহার পরে উদ্ধৃত "নৈষ্কর্ম্য" (ভাঃ ১।৫।১২) শ্লোকের স্বামিটীকা উদ্ধারের পূর্বে শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন, ইহার উপরের ("ভবতানু") শ্লোকটীর অর্থই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ ইহার বিস্তৃত টীকা দিয়াছেন; তাহা হইতে কিছু অংশমাত্র আমরা এখানে গ্রহণ করিতেছি—"...শ্রৌতবচন (বেদবাক্য) দ্বারা প্রতিপাদ্য অপরোক্ষজ্ঞানও ভক্তিরহিত হইলে ব্যর্থ হয়, পরোক্ষজ্ঞান ত' দূরের কথা, আরও অধিকতর দূরের কথা নিষ্কাম কর্ম, তাহার উপরও সর্বাপেক্ষা অধিক দূরের কথা সকাম কর্ম, এ সকলই ব্যর্থ। ইহাই শ্লোকে বক্তব্য। এই নৈষ্কর্ম্যরূপ হইতেছে অচ্যুত ভগবানে যে ভাব অর্থাৎ ভগবানের চিদানন্দবিগ্রহের ভাবনাযোগে যে ভক্তি, তদ্বর্জিত (অর্থাৎ সেই ভক্তিরহিত)।

শ্রীনারদ উবাচ (ভাঃ ১।৫।৮)—

"ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥ (ঐ ১২)

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ (ঐ ৩৭)

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্। যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্॥" (ঐ ৩৮)

অনুবাদ

করিয়া আত্মসাক্ষী অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমি ধর্মতঃ বা যোগবলে পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ও ব্রতসমূহ অর্থাৎ স্বাধ্যায়-নিয়মাদি পালনপূর্বক অবর বা শব্দব্রহ্মভেদে নিষ্ণাত হওয়া সত্ত্বেও আমার যে অত্যধিক অভাব, তদ্বিষয়ে বিচার করুন।" শ্রীনারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আপনি ভগবানের পবিত্র লীলাকথা প্রায় বলেন নাই ; যে দর্শনে অর্থাৎ ধর্মাদিজ্ঞানে ভগবান্ তুষ্ট ন'ন, সেই দর্শন বা জ্ঞানকে অপূর্ণ বলিয়া মনে করি (ভাঃ ১।৫।৮)। নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল বা নিরুপাধি জ্ঞান নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মবাসনাশূন্যস্বরূপ হইলেও যদি অচ্যুত ভগবানে ভাবভক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ শোভা পায় না অর্থাৎ ঈপ্সিত ফলপ্রদ হয় না ; যেমন এইরূপ, তখন নিরন্তর অর্থাৎ সাধন ও ফলকালে যাহা অমঙ্গল-জনক, সেই কর্ম অকারণ বা নিষ্কাম হইলেও, যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তবে কি প্রকারে শোভা পাইবে, অর্থাৎ আদৌ শোভা পায় না (ভাঃ ১।৫।১২)। চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন,

টিপ্পনী

অতিশয় নিরঞ্জন, অর্থাৎ অঞ্জন অর্থে উপাধি, অবিদ্যা, তাহা রহিত অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানও, পরোক্ষ জ্ঞানের ত' কথাই নাই, ব্যর্থ। যদি বলা যায় যে, 'উপাধির অভাবে মোক্ষের অসম্ভাবনা নাই', তদুত্তর—এ কথা বক্তব্য নয়। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নষ্ট উপাধিও পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে। বাসনাভাষ্যে সর্বজ্ঞবাক্যে বলিয়াছেন 'জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে ভক্তি না করিয়া অবজ্ঞারূপ অপরাধ করেন, তাঁহারা পুনর্বার কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হ'ন'।...জ্ঞান অচ্যুতভাববর্জিত হইলে ভগবানে মায়াময়ত্ব ভাবনাদ্বারা অপরাধ দুর্নিবার (—হইবেই হইবে)। এই প্রকার ভক্তিহীন হইলে ঐরূপ জ্ঞানও যদি বিফল হইল, তাহা হইলে কর্মের স্থান কোথায় ? উহা ত' নিত্যই অর্থাৎ ফলকালে ও সাধন-কালে অভদ্র বা দুঃখরূপ। কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে (অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে কৃত না হইলে), তাহা প্রবৃত্তিপরই হউক, বা অকারণ অর্থাৎ নিবৃত্তিপরই হউক, তাহা কখনও শোভা পায় না অর্থাৎ সফলতা প্রাপ্ত হয় না।" "নৈষ্কর্ম্য"-শব্দের স্বামিপাদদত্ত অর্থ তাঁহার উদ্ধৃত টীকায় দ্রষ্টব্য ; শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীবীররাঘব লিখিয়াছেন—কর্ম হইতে বহির্ভূত, কর্ম হইতে অন্য, আত্মযাথাত্ম্যোপাসনাত্মকজ্ঞান ; শ্রীল মধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ—নিষ্কাম অর্থাৎ মুক্তির সাধন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মঃ ২২।১৭-১৮) শ্লোকের মর্ম এইরূপ দিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্মযোগজ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥" শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"জীবের ভোগবাসনা হইতে কর্মফলভোগের চেষ্টা। তাহার বিপরীত ভাবই নৈষ্কর্ম্য।...নৈষ্কর্ম্যে...কেবল চেতনধর্ম অবস্থান করে। তাহা যদি হরিসেবার কার্যে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। 'নেহ যৎকর্ম' (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) শ্লোকে বলিয়াছেন—যে কর্ম ধর্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্মার্থকাম

শ্লোকা অমী বহুভিঃ সংমিশ্রা অপ্যবিস্তরত্বায় ঝটিত্যর্থপ্রত্যয়ায় চ সংক্ষিপ্যৈব সমুদ্ধৃতাঃ, ক্রমেণার্থা যথা ;—'জিজ্ঞাসিতং'—ইতি, টীকা চ—"যৎ সনাতনং নিত্যং পরং ব্রহ্ম, ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতম্ অধীতমধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থঃ। অথাপি শোচসি তৎ কিমর্থমিতি শেষঃ।" ইত্যেষা।

অনুবাদ

ও অনিরুদ্ধকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি (ভাঃ ১।৫।৩৭)। এইরূপ বাসুদেবাদির চারিমূর্তির নামাত্মক মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রোদ্দিষ্ট চিন্ময়মূর্তিকে, অথচ প্রাকৃতমূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বর ভগবান্‌কে যিনি পূজা করেন, সেই ব্যক্তি সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ তাঁহার দর্শন ভাঃ ১।৫।৮ শ্লোকোক্ত 'খিলদর্শন' নহে (ভাঃ ১।৫।৩৮)।"

(গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা)—এই শ্লোকগুলি অনেকগুলির সংমিশ্রণ হইলেও যাহাতে অতি বিস্তৃত না হয়, অথচ শীঘ্র অর্থবোধ হয়, তন্নিমিত্ত সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ক্রমে ইহাদের অর্থ দেওয়া হইতেছে। যেমন—"জিজ্ঞাসিতং" (ভাঃ ১।৫।৪)—ইহার স্বামিপাদের টীকা—"যাহা সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম, তাহা আপনাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে, আর অধীত অর্থাৎ অধিগত বা প্রাপ্তও হইয়াছে—এই অর্থ। তথাপি আপনি শোক করিতেছেন, তাহা কি নিমিত্ত—ইহা উহ্য।" এই টীকা।

টিপ্পনী

বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্য পূর্ণসম্বিদ্‌বিকাশ ভগবৎপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহাই জড় বা অচিৎ, জীবনরহিত, প্রাকৃত মাত্র।···সচ্চিদানন্দবস্তুবর্জিত, অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দময় ত্রিগুণভূমিকায় কর্ম ও জ্ঞানবৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবাবিমুখ করায়।···সেই ঈশবৈমুখ্যপ্রকাশ নৈষ্কর্ম্যজ্ঞান ভগবানের উদ্দেশে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়াকাল পর্যন্ত, তাহা পঞ্চম-পুরুষার্থ হরিপ্রেম উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।"

অল্পোদ্ধৃত ভাঃ ১।৫।৩৭-৩৮ শ্লোক দুইটী সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"নমো ভাগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্। যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌-দর্শনঃ পুমান্॥" অনুবাদ—"প্রণবস্বরূপ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবান্‌কে নমস্কার ও ধ্যান করি। এইরূপ বাসুদেবাদি চারিমূর্তির নামাত্মক মন্ত্রযোগে যিনি মন্ত্রোক্তচিন্ময়রূপবিশিষ্ট প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, সেই ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শনযুক্ত প্রকৃতজ্ঞানবান্।" প্রথম শ্লোকটীর ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্মে শ্রীনারদ যে প্রণবমন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি শ্রীব্যাসকে উপদেশ করিতেছেন ও সঙ্কর্ষণাদি ক্রমবিপর্যয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহত্ব বুঝাইতেছেন।···" স্বামিপাদ "নমঃ ধীমহি"র অর্থে বলিয়াছেন—"মনসহযোগে নমস্কার করিতেছি।" নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন ঋষি চতুর্যুগবর্ণনমুখে দ্বাপরযুগীয় মন্ত্রও প্রায় এইটীই বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।৫।২৯)। চরিতামৃতে এই মন্ত্র উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন (মঃ ২০।৩৩৭)—"এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন। কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন কলিযুগের ধর্ম।" দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় শ্রীজীব-পাদ প্রায় স্বামিটীকার অনুবর্তন করিয়াছেন ; অধিকন্তু 'সম্যগ্‌দর্শনে'র অর্থ "সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রাপ্ত"

'ত্বম্'-ইতি (ভাঃ ১।৫।৭)—ত্বমর্ক ইব ত্রিলোকীং পর্যটন্ তথা বৈষ্ণবযোগবলাংশেন চ প্রাণবায়ুরিব সর্বপ্রাণিনামন্তশ্চরঃ সন্ আত্মনাং সর্বেষামেব সাক্ষী বহিরন্তর্বৃত্তিজ্ঞঃ। অতঃ পরে ব্রহ্মণি ধর্মতো যোগেন নিষ্ণাতস্য। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—

"ইজ্যাচার-দয়া-হিংসা-দান-স্বাধ্যায়-কর্মণাম্। অয়ং হি পরমো লাভো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্॥"

অনুবাদ

"ত্বম্" (ভাঃ ১।৫।৭)—আপনি সূর্যের ন্যায় ত্রিলোক পর্যটন করিয়া, আর বৈষ্ণবযোগবলের অংশ সাহায্যে প্রাণবায়ুর ন্যায় সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া সকল আত্মারই সাক্ষী অর্থাৎ তাহাদের বাহিরের ও অন্তরের বৃত্তিসমূহে অভিজ্ঞ। অতএব আপনি বিচার করুন পরব্রহ্মে ধর্মতঃ অর্থাৎ যোগদ্বারা নিষ্ণাত, যেরূপ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—'যজ্ঞাদি, সদাচার, দয়া, হিংসা (কৃচ্ছ্রাদি), দান, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন)—এই সকল কর্মের এই পরমলাভ যে যোগদ্বারা আত্মদর্শন হয়।' আর বেদনামক অবর ব্রহ্মেও ব্রতাদি স্বাধ্যায়ের নিয়মসমূহদ্বারা নিষ্ণাত হইয়াও আমার যে অত্যন্ত অপূর্ণতা, তাহা আপনি নিজেও বিতর্ক বা বিবেচনা করুন।

"ভবতা" (ভা ১।৫।৮)—ভগবানের যশ-বর্ণনাত্মক ভজন বিনা যে রুক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাতে উনি অর্থাৎ ভগবান্ তুষ্ট হ'ন না, সেই দর্শন বা জ্ঞানকে আমি খিল বা অল্প বলিয়া মনে করি। এই কথাই স্পষ্ট করিতেছেন "নৈষ্কর্ম্য" (ভাঃ ১।৫।১২) শ্লোকে। স্বামিপাদের টীকা—"নিষ্কর্ম অর্থে ব্রহ্ম,

টিপ্পনী

বলিয়া টীকার খিলত্ব পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদের এই দুইটী শ্লোকের বিস্তৃত টীকার সারমাত্র এখানে গৃহীত হইতেছে, যথা—"...এক্ষণে শ্রীগুরুবর্গ হইতে প্রাপ্ত স্বমন্ত্রটী পর্যন্ত শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন সহকারে এই দুইটা শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।...'মন্ত্রমূর্তি'—মন্ত্রধ্যান কথিত মূর্তি; অথবা যাঁহার মূর্তি বা শরীর মন্ত্রের জপের সহিত আবির্ভূত হ'ন, সেই ভগবান্। 'অমূর্তিক'—প্রাকৃতমূর্তিরহিত; অথবা অকঠিন অর্থাৎ কৃপার্দ্র, অমরকোষ অভিধানে 'মূর্তি'র দুইটী অর্থ, যথা—কাঠিন্য ও কায়। 'সম্যগ্দর্শন'—যাঁহাকে দেখিয়া অন্যব্যক্তিগণও কৃতার্থ হ'ন, সেই ব্যক্তি; সম্যক্ জ্ঞানবান্ ('দর্শন' অর্থে জ্ঞান), অথবা যাহাদ্বারা দেখা যায়, তাহাই দর্শন অর্থাৎ শাস্ত্র, ভক্তিপ্রতিপাদক পঞ্চরাত্রাদি দ্বারা যিনি সম্যক্ অর্থাৎ আত্মপ্রসাদকত্বহেতু ধন্য, সেই ব্যক্তি। ভক্তিরহিত শাস্ত্রই 'খিল' ভাঃ ১।৫।৮)। সেইজন্য বেদান্তদর্শন করিয় ও আপনার (ব্যাসদেবের) আত্মা পরিতুষ্ট নয়, অথচ আমি (নারদ) পঞ্চরাত্র শাস্ত্র (নারদ পঞ্চরাত্র) করিয়া সর্বদাই প্রসন্ন—এই ভাবার্থ।" শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় 'সম্যগ্দর্শনে'র অর্থ দিয়াছেন—'ভগবদাবির্ভাব হইলেই দর্শন সুষ্ঠু, নতুবা ব্রহ্মদর্শনের ন্যায় অপূর্ণ।' এখানে শ্রীল সরস্বতীপাদ তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"যাঁহারা পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষজসেবা বুঝেন না, তাঁহারাই অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জাত) দর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রৌতপথ স্বীকার করেন না—তাঁহারা অবৈদিক, তাঁহাদেরই খিল বা অসম্যগ্ দর্শন।"

ভক্তি ভিন্ন যে ভগবৎসাক্ষাৎকার অসম্ভব, তাহা ভগবান্ই বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।" "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ..."—অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত (তীব্র) ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা সন্ন্যাস আমাকে

ইতি। অবরে চ ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈর্নিষ্ণাতস্যাপি মে অলমত্যর্থং মন্না নং তৎ স্বয়মেব বিচক্ষ্ব বিতর্কয়।

'ভবতা'-ইতি (ভাঃ ১।৫।৮)—ভগবদ্যশোবর্ণনোপলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব রুক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞানেন অসৌ ভগবান্ ন তুষ্যেত, তদেব দর্শনং জ্ঞানং খিলঃ ন্যূনং মন্যে। তদেব স্পষ্টয়তি 'নৈষ্কর্ম্যম্'-ইতি (ভাঃ ১।৫।১২)। টীকা চ—"নিষ্কর্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্মতারূপং নৈষ্কর্ম্যম্। অজ্যতে অনেনেত্যঞ্জনমুপাধিঃ তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনম্ এবম্ভূতমপি জ্ঞানম্ অচ্যুতে ভাবো ভক্তি-স্তদ্বর্জিতং চেৎ অলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষত্বায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধন-কালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখস্বরূপং যৎ কাম্যং কর্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকার-স্যান্বয়ঃ, তদপি কর্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে ? বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বা-

অনুবাদ

তাহার সহিত একরূপ বলিয়া নিষ্কর্মরূপ নৈষ্কর্ম্য। 'নিরঞ্জন'—যাহাদ্বারা অঞ্জিত বা ম্রক্ষিত হয়, তাহা অঞ্জন অর্থাৎ উপাধি, তাহার নিবর্তক (নিবারক)—নিরঞ্জন ; এইরূপ হইয়াও অচ্যুতে (ভগবানে) ভাব অর্থাৎ ভক্তি, তদ্বর্জিত (ভক্তিশূন্য) যদি হয়, তবে অত্যন্ত শোভা পায় না অর্থাৎ সম্যক্ অপরোক্ষ হয় না—এই অর্থ। তখন শশ্বৎ বা সমস্ত সময়ে অর্থাৎ সাধনকালে ও ফলকালে অভদ্র অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ যে কাম্যকর্ম, আর যাহা অকারণ অর্থাৎ অকাম্য, তাহাও (—এইখানে 'চ'-কারের অন্বয়) সেই কর্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, কি প্রকারে পুনরায় শোভা পাইবে ? বহির্মুখ বলিয়া উহা সত্ত্বশোধক হয় না।' এই টীকা। অথবা 'নিরঞ্জন'—নিরুপাধিক হইলেও, এই অর্থ। এই শ্লোকটী পরম আদরণীয় বলিয়া শ্রীসূতগোস্বামীও দ্বাদশস্কন্ধের অন্তে (ভাঃ ১২।১২।৫১) ইহা স্মরণ (আবৃত্তি) করিয়াছেন।

অতএব ভক্তিই সম্যগ্দর্শনের হেতু, ইহা দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ১।৫।৩৭-৩৮) উপসংহার (প্রকরণ শেষ) করিতেছেন—"নমঃ" ইত্যাদি। (দ্বিতীয় শ্লোকটীতে) মন্ত্রমূর্তি অর্থাৎ মন্ত্রে যে মূর্তি

টিপ্পনী

সেরূপ সাধিতে পারে না। আমি একমাত্র কেবলা বা ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্য।' গীতাতেও শ্রীঅর্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন—(১৮।৬৫): "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥" (৯।৩৪) "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"—অর্থাৎ "তুমি আমার প্রিয় বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবাপরায়ণ, আমারই প্রণতি-পরায়ণ হইয়া এই প্রকারে আমাতেই মনোনিবিষ্ট করিয়া মৎপরায়ণ ভক্ত হও ; তাহাতে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" মাঠর শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া গিয়া ভগবদ্দর্শন করান। পরমপুরুষ ভগবান্ ভক্তিরই বশ ; ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।" গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্।" অর্থাৎ

ভাবাৎ” ইত্যেষা। যদ্বা নিরঞ্জনমিতি নিরুপাধিকমপি—ইত্যর্থঃ। পরমাদরণীয়ত্বাদেব দ্বাদশান্তে (ভাঃ ১২।১২।৫২) শ্রীসূতেনাপি পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যম্।

তস্মাদ্ভক্তিরেব সম্যগ্‌দর্শনহেতুরিত্যুপসংহরতি দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ১।৫।৩৭-৩৮)—

নমঃ—ইতি, মন্ত্রমূর্তিং মন্ত্রোক্তমূর্তিং মন্ত্রোঽপি মূর্তির্যস্যেতি বা। অমূর্তিকং মন্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তমূর্তিশূন্যং প্রাকৃতমূর্তিরহিতং বা মূর্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্ন বিদ্যতে পৃথক্‌ত্বেন মূর্তির্যস্য তথাভূতং বা। স পুমান্ সম্যগ্‌দর্শনঃ, সাক্ষাচ্ছ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎকর্তৃত্বাদিতি ভাবঃ। শ্রীসূতঃ ॥ ৮১ ॥

ভগবদ্ধর্মৈ ব্রহ্মানন্দিনামপি চিত্তমাকৃষ্যতে

তদেবং দৃষ্টিতারতম্যদ্বারা তদভিব্যক্তিতারতম্যেন শ্রীভগবত উৎকর্ষ উক্তঃ। অথ লিঙ্গান্তরৈরপি দর্শ্যতে। তত্রাত্মারামজনাকর্ষলিঙ্গেন গুণোৎকর্ষবিশেষেণ তস্যৈব পূর্ণতামাহ (ভাঃ ১।৭।১০)—

অনুবাদ

বর্ণিত, সেই মূর্তি ; অথবা মন্ত্রও যাঁহার মূর্তি তিনি। অমূর্তিক অর্থাৎ মন্ত্রে যে মূর্তি বর্ণিত, তদ্ব্যতীত অন্য মূর্তিরহিত ; অথবা প্রাকৃতমূর্তিরহিত, মূর্তি ও স্বরূপ একই বলিয়া প্রাকৃতের ন্যায় যাঁহার মূর্তি পৃথগ্‌রূপে বিদ্যমান নয়, সেইরূপ (এইরূপ যজ্ঞপুরুষের যিনি যজন করেন), সেই পুরুষই সম্যগ্‌দর্শী, যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকর্তা (দর্শনপ্রাপ্ত)—ইহাই ভাবার্থ। শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাস-দেবের উক্তিগুলি শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন। (৮১)

এতএব এইভাবে দৃষ্টিতারতম্যভেদে শ্রীভগবানের স্ব-প্রকাশভেদ প্রদর্শনপূর্বক শ্রীভগবানেরই (ব্রহ্ম অপেক্ষা) উৎকর্ষ কথিত হইল। এক্ষণে অন্য প্রকার লক্ষণযোগেও উহা প্রদর্শিত হইতেছে।

টিপ্পনী

‘ভক্তিই ভগবান্ গোবিন্দের ভজন ; সেই ভজন হইতেছে—ইহলোকে ও পরলোকে ভোগাদিবাসনামূলা উপাধি সম্যক্ নিরসনপূর্বক কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেমযোগে তন্ময়ত্ব সাধন।” শ্রুতিও (কঠ ১।২।২৩ ও মুঃ ৩।২।৩) বলিয়াছেন—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥”—অর্থাৎ ‘এই পরমাত্মা বহু-বেদার্থ-জ্ঞান, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা লভ্য ন’ন ; যাঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া তিনি যাঁহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহার নিকটই এই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকটিত করেন, অর্থাৎ সেই ভক্তই তাঁহার দর্শন লাভ করেন।”

‘সম্যগ্‌দর্শন’ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভেও ভক্তিই একমাত্র উপায়, ইহা শ্রীভগবান্ গীতায় (১৮।৫৫) বলিয়াছেন ; আরও বলিয়াছেন—সেই জ্ঞানলাভের পর ভক্তি আরও অধিক প্রগাঢ়ত্ব লাভ করিলে আর ক্ষণকালও ভগবৎ-সাক্ষাদ্দর্শন হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না ; তখন ভক্ত নিরন্তর ভগবৎপ্রেমে মগ্ন থাকেন ; ইহাই তাঁহার ‘সম্যগ্‌দর্শনে’র পরাকাষ্ঠা। ৮১ ।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

টীকা চ—"নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু (২।৫২)—

'যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ' ॥ ইতি, যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নির্বৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। ননু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদি সর্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ, ইত্থম্ভূতগুণঃ" ইত্যেষা ॥ শ্রীসূত ॥ ৮২ ॥

অব্যভিচারিণীং ভক্তিং বিনা কস্যাপ্যর্থস্যাসিদ্ধিঃ

আরোহভূমিকাক্রমেণাপি তস্যৈবাধিক্যমাহ (ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭)—

"মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্। গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥

অনুবাদ

তন্মধ্যে আত্মারামগণের আকর্ষণ-লক্ষণাত্মক গুণের বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া তাহারই পূর্ণতা শ্রীসূত-গোস্বামী বলিতেছেন (ভাঃ ১।৭।১০)—"আত্মারাম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ব্রহ্মচিন্তনরত মুনিগণ নির্গ্রন্থ অর্থাৎ ক্রোধাহঙ্কারাদিমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির অহৈতুকী অর্থাৎ ফলকামনারহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার এমনই (আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষক) গুণ।" এখানে স্বামিটীকা—"নির্গ্রন্থ অর্থাৎ গ্রন্থসমূহ হইতে নির্গত। ইহা গীতাতে (২।৫২) বলা হইয়াছে—'হে অর্জুন, যখন তোমার বুদ্ধি মোহের গহনকে (অতি গাঢ় মোহকে) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয় হইতে নির্বেদ লাভ করিবে।' অথবা গ্রন্থের অর্থ গ্রন্থি, ইহাতে নির্গ্রন্থ বলিতে তাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি নিবৃত্ত হইয়াছে—বুঝাইতেছে। যদি প্রশ্ন হয় যে, 'মুক্তগণের ভক্তি লইয়া কি হইবে ?'—এই প্রকার সমস্ত আপত্তি পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন 'হরির এই প্রকার গুণ'।" এই টীকা। ইহা শ্রীসূতোক্তি। (৮২)

আরোহভূমিকাক্রমেও শ্রীভগবানেরই আধিক্য শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে বলিতেছেন—(ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭)—"শ্রীকর্দমঋষি যে ব্রহ্ম সৎ ও অসৎ হইতে অতীত, গুণাবভাস (কল্যাণগুণসমূহের প্রকাশবান্)বিগুণ (নির্গুণ), এবং একমাত্র কেবলা ভক্তিযোগে অনুভবগোচর, সেই ব্রহ্মে মন যুক্ত

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ "আত্মারামাঃ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের স্বামিটীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকা সহিত শ্লোকটীর বিস্তৃত আলোচনা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণের ৩০শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠকগণ এই প্রসঙ্গে একটু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক তাহা দেখিলে ভাল হয়। ইহার উপর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকের ব্যাখ্যা তৎকালীন বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮৫—১৯৫) ১৮শ প্রকার করিয়াছেন, এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৪—৩০৭) আরও অতিরিক্ত ৬১ প্রকার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা পাঠক মহোদয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুভাষ্যসহ নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিলে নিঃসন্দেহে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। ৮২।

নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্। প্রত্যক্-প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্মিরিবোদধিঃ ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি। পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥
আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্। অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা। ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥"

অনুবাদ

করিয়া নিরহঙ্কার (দেহাত্মাভিমানশূন্য), অতএব নির্মম (দেহাদিতে মমত্ববুদ্ধিরহিত), নির্দ্বন্দ্ব (সুখদুঃখাদ্যনুভবশূন্য), সমদর্শন (ব্রাহ্মণচণ্ডালে ভেদজ্ঞানরহিত), স্বদৃক্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) প্রত্যক্প্রশান্তধী (অন্তর্মুখী, অতএব বিক্ষেপরহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট) এবং যে সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত হইয়াছে তাহার মত ধীর (সদাত্মনিষ্ঠ) হইয়া সর্বজ্ঞ, প্রত্যগাত্মা (জীবের আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মা) ভগবান্ বাসুদেবে শ্রেষ্ঠ ভক্তিভাবের বলে আত্মলাভপূর্বক (স্বস্বরূপে অধিষ্ঠানপূর্বক) মুক্তবন্ধন (অবিদ্যা হইতে মুক্ত) হইলেন। তখন তিনি সর্বভূতে পরমাত্মতত্ত্ব ভগবান্‌কে অবস্থিত দেখিলেন ও তাঁহাতে সর্বভূতের স্থিতি দেখিলেন। অবশেষে তিনি রাগদ্বেষবিহীন ও সর্বত্র সমচিত্ত (বৈষম্যবোধহীন) হইয়া ভগবদ্ভক্তিযোগে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন।"

(গ্রন্থকারের টীকা)—একভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী সাধনলক্ষণা ভক্তিদ্বারা (ভগবান্) অনুভাবিত অর্থাৎ নিরন্তর অপরোক্ষীকৃত (অন্তরে সাক্ষাৎ দৃষ্ট); যেহেতু এই ভক্তিবিনা যে কোন অর্থ

টিপ্পনী

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্লোক পাঁচটীতে শ্রীকর্দমঋষির ব্রহ্মভাব হইতে ক্রমোন্নতি হইয়া অবশেষে চরম ফল ভাগবতী গতি লাভ হয়, বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীভগবানেরই উৎকর্ষ আরোহ বা ক্রমপর্যায়ে প্রদর্শিত হইল। প্রথম দুইটী (ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৪ শ্লোকের শ্রীজীবপাদের টীকা প্রায় স্বামিপাদের টীকার অনুবর্তী। "বাসুদেবে" (ভাঃ ৩।২৪।৪৫) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"এই প্রকার কল্পিত উপাধির নিবৃত্তিসম্বন্ধে বলিয়া এক্ষণে পরমেশ্বর পদপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন। 'প্রত্যগাত্মনি লব্ধাত্মা'—জীবাত্মায় তিনি আত্মা বা চিত্তকে লাভ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার বন্ধন বা অজ্ঞান মুক্ত হইয়াছে।" চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"সদসৎ অর্থাৎ ভদ্রাভদ্র ব্যবহারিক বস্তু হইতে পর অর্থাৎ অতীত যে ব্রহ্ম তাঁহাতে কর্দমঋষি মন যুক্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম কীদৃশ? তাঁহাতে চিন্ময় সৌন্দর্যাদি-মাধুর্যৈশ্বর্যরূপ-গুণসমূহের অবভাস বা প্রকাশ, আর তিনি বিগুণ অর্থাৎ তাঁহা হইতে প্রাকৃতগুণসমূহ বিগত। আর তিনি একা বা অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অনুভাবিত অর্থাৎ নেত্র প্রভৃতি সর্বেন্দ্রিয়ের অনুভবগোচরতা প্রাপ্ত। সেই হেতু কর্দম-ঋষি ব্যবহারিক সমস্ত বস্তুতেই নিরহঙ্কৃতি প্রভৃতি। আর তিনি 'স্বদৃক্' অর্থাৎ আপনাতে কি পরিমাণ ভক্তি উদ্ভূত হইতেছে, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি। আর তিনি 'প্রত্যক্প্রশান্তধীঃ', অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যক্ বহির্বৃত্তি-রহিতা, অতএব প্রশান্তা। এই প্রকার অদ্ভুত স্বভাবযুক্ত তিনি সহসা কি প্রকারে হইলেন? ইহার উত্তর 'বাসুদেব'-শ্লোকে দিতেছেন। 'প্রত্যগাত্মা'—'প্রত্যঙ্' অর্থাৎ জীবের আত্মাতে 'ভক্তিভাব' অর্থাৎ ভজনোত্থভাবযোগে পর বা শ্রেষ্ঠ প্রেমের কারণ লিঙ্গদেহের নাশ হওয়ায় চিত্তাদি নষ্ট হইয়া গেলেও কর্দমঋষি 'লব্ধাত্মা' অর্থাৎ আবার তিনি আত্মসমূহ অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিত্ত-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। (শ্রীজীবপাদের টীকার অনুগমনে)—আচ্ছা পূর্বের ন্যায় এ গুলিও

একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা সাধনলক্ষণয়া ভক্ত্যা, অনুভাবিতে নিরন্তরমপরোক্ষীকৃতে তাং বিনা কস্যচিদপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ। নিরহঙ্কৃতিত্বাদেব নির্মমঃ। তদ্দ্বয়াভাবাদেব মনআদীনামপ্যভাবঃ সিধ্যতি। সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ। স্বদৃক্ স্বস্বরূপাভেদেন ব্রহ্মৈব পশ্যন্। প্রত্যক্ অন্তর্মুখী প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীর্জ্ঞানং যস্য সঃ তদেবং ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্রভক্তিসাধনবশেন ব্রহ্মানুভবে জাতেঽপি ভক্তিসংস্কারবলেন লব্ধপ্রেমাদেস্তদূর্ধ্বমপি শ্রীভগবদনুভবমাহ—বাসুদেব ইতি।

অনুবাদ

(পুরুষার্থ) অসিদ্ধ (অপ্রাপ্য)। নিরহঙ্কার বলিয়াই নির্মম (দেহাত্মাভিমান না থাকায় তাহার সম্পর্কে যাহাতে আমার বলিয়া অভিমান করা হয়, তাহাতে মমতারহিত, তাহা আর 'আমার' বলিয়া বোধ হয় না)। আর দুইটীর (অহঙ্কার ও মমতার) অভাবহেতু মনপ্রভৃতিরও অভাব সিদ্ধ (—অর্থাৎ স্থূল আবরণ জড়দেহে 'আমি'-'আমার' বুদ্ধি দূর হইলে সূক্ষ্ম আবরণ লিঙ্গদেহ মনও আশ্রয়াভাবে বিদূরিত হয়)। 'সমদৃক্' অর্থে ভেদের অগ্রাহক (অর্থাৎ ভেদজ্ঞানশূন্য)। 'স্বদৃক্'-অর্থে নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মদর্শনকারী (যেহেতু ছান্দোগ্য ৮।৭।১ কথিত "অপহতপাপ্মা" প্রভৃতি অষ্টলক্ষণে লক্ষিত আত্মা শুদ্ধজীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়কেই নির্দেশ করে)। 'প্রত্যক্‌প্রশান্তধীঃ'—যাঁহার 'ধী' অর্থাৎ জ্ঞান 'প্রশান্ত' অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত। অতএব এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনবশে ব্রহ্মানুভব সঞ্জাত হইলেও ভক্তির সংস্কার-বলে যাঁহার প্রেমাদি লাভ হইয়াছে, তাঁহার উহার (ব্রহ্মানুভবের) উপরেও শ্রীভগবদনুভবের কথা বলিতেছেন "বাসুদেবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে। 'প্রত্যগাত্মা'—

টিপ্পনী

বন্ধনের হেতু হইতে পারে ত'? তদুত্তর—তিনি 'মুক্তবন্ধন' 'অনাবৃত্তি শব্দাৎ' এই ন্যায় (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২) অনুসারে। অতএব তাঁহার ভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।… শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধে (প্রথম হইতেই) বর্ণিত ক্রমশঃ মুক্তিপ্রাপ্ত যোগী হইতে এক কর্দমঋষির উৎকর্ষ বলা হইল। সেই যোগী ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া পূর্ব পূর্ব স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যা'ন। ইনি কিন্তু এই দেহেই বর্তমান থাকিয়া…সমস্তভূতেই নিষ্কাম হইয়া দেখিয়াছেন।… …'ভাগবতী গতি'—ভগবৎপার্ষদের যে প্রকার গতি, সেই প্রকার গতি।…"

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই সূত্রটী বেদান্তসূত্রের চরমসূত্র। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীগোবিন্দভাষ্য ইহার এইরূপ অর্থ দিয়াছেন—"মুক্তপুরুষের সর্বদাই ভগবৎসান্নিধ্য। এখন যদি সংশয় হয় যে, ভগবল্লোকপ্রাপ্তিলক্ষণ ক্ষয়শীল, না অক্ষয় (অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য)? লোকত্ব-বিচারে পার্থক্য না থাকায় স্বর্গলোক হইতে যেমন পতন হয়, তেমন ঐ লোক হইতেও পতন সম্ভবপর, অতএব মুক্তি ক্ষয়শীল—এই প্রকার আপত্তির উত্তরে এই সূত্র। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক যে ভগবদুপাসনা, তদ্দ্বারা ভগবল্লোকগত জীবকে সে লোক হইতে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। কি জন্য? এই জন্যই শব্দ (শ্রুতি) অনুসারে (ছাঃ উঃ এর শেষ, ৮।১৫।১) যথা—'তিনি এইভাবে থাকিয়া যাবৎ আয়ুষ্কাল, তাবৎ ব্রহ্মলোক সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; তাঁহার আর পুনরাবর্তন নাই, পুনরাবর্তন নাই।" অন্যশ্রুতি—"এই প্রকার যাঁহারা প্রতিপদ্যমান অর্থাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত, তাঁহারা এই মানবলোকে আর আবর্তন করেন না।' গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (৮।১৫-১৬)— —"আমার ভক্তমহাত্মগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আর দুঃখের আলয় অনিত্য জন্মলাভ করেন না ; তাঁহারা পরমা সংসিদ্ধি

প্রত্যগাত্মনি সর্বেষামাশ্রয়ভূতে পরেণ প্রেমলক্ষণেন ভক্তিভাবেন তচ্ছক্ত্যৈব লব্ধা আত্মানস্তদীয়াত্মকা অহঙ্কারাদয়ো যেনেতি। ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রাকৃতাহঙ্কারাদিলয়ানন্তরমাবির্ভূতান্ প্রেমানন্দাত্মকশুদ্ধসত্ত্বময়ান্ লব্ধবানিত্যর্থঃ। ননু ত এব প্রত্যাবর্তন্তাং কিংবা পূর্ববদমী অপি বন্ধহেতবো ভবন্তু? নেত্যাহ মুক্তবন্ধনঃ। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২) ইতি ন্যায়াৎ ভক্ত্যতিশয়েন লব্ধাত্মত্বমেব প্রতিপাদয়তি। আত্মানমিতি—আত্মাত্র পরমাত্মা, সর্বথা তস্য ভগবানেবাস্ফুরদিতি বাক্যার্থঃ। ততঃ সাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিমাহ, "ইচ্ছাদ্বেষে"তি। তদেবং

অনুবাদ

সকলের আশ্রয়ভূত ; 'পর' অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ ভক্তিভাবদ্বারা অর্থাৎ তাহারই শক্তিদ্বারাই যিনি আত্মসমূহ অর্থাৎ তাঁহার নিজের আত্মার অনুরূপ অহঙ্কারাদি (আমি 'আত্মা', দেহ ও মন নহি—এই প্রকার অনুভূতি) লাভ করিয়াছেন, তিনি 'লব্ধাত্মা' ; অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রাকৃত অহঙ্কারাদির লয় হইবার পর আবির্ভূত প্রেমানন্দাত্মক শুদ্ধসত্ত্বময় (অপ্রাকৃত) অহঙ্কারাদি লাভ করিয়াছেন। যদি বলা যায় যে, 'তাহারা (অহঙ্কারাদি) না হয় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করুক্ অথবা পূর্বের মত ঐ সকলই (অপ্রাকৃত অহঙ্কারাদিও) বন্ধনের হেতু হউক', তাহাতে বলিতেছেন—না, তাহা নয়, যেহেতু তিনি মুক্তবন্ধন। ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র (৪।৪।২২) বলিয়াছেন—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিমন্ত্রানুসারে অনাবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন হয় না। ইহা হইতে অতিশয় ভক্তিদ্বারা তিনি যে লব্ধাত্মা, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। "আত্মানং" (ভাঃ ৩।২৪।৪৬ শ্লোক)—এখানে 'আত্মা' পরমাত্মা ; সর্বপ্রকারেই তাঁহার ভগবানের স্ফূর্তি

টিপ্পনী

অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক (শ্রীব্রহ্মার আবাস সত্যলোক) হইতে সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্তনশীল ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইয়া যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম নাই।" ইহাও আশঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, সর্বেশ্বর শ্রীহরি স্বীয় অধীন মুক্তপুরুষের কখনও পতন করাইতে ইচ্ছা করিবেন, কিংবা মুক্তপুরুষ তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন ; যেহেতু তিনি উভয়ের (স্বয়ং ও ভক্তের) মধ্যে পরস্পর স্নেহাতিশয়ে বলিয়াছেন—"আমি তত্ত্বজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনিও আমার প্রিয়' (গীতা ৭।১৭) ; 'সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়স্বরূপ, আমিও তাঁহাদের হৃদয়" (ভাঃ ৯।৪।৬৮)—ইত্যাদি ; আর—"যাঁহারা স্ত্রী-গৃহ-পুত্র-স্বজন-প্রাণ-ধন প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করার সঙ্কল্প কিরূপে করিতে পারি' (ভাঃ ৯।৪।৬৫) ; "পবিত্রাত্মা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণপাদমূল ছাড়েন না, যেমন পান্থ পথশ্রমের সমস্ত ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হ'ন" (ভাঃ ২।৮।৬)—ইত্যাদি স্থলে ভগবান্‌কর্তৃক ভক্তের অপরিত্যাগ ও ভক্তের একমাত্র ভজনীয়তত্ত্ব ভগবানে সংরতি নির্দোষ বা স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।..."

শ্রীরুদ্রোক্তিতে (ভাঃ ৬।১৭।২৮) নারায়ণ-ভক্তগণ কোন কিছুতে ভীত না হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এ কথার অর্থটী বুঝিতে প্রসঙ্গটী জানা প্রয়োজন। মহারাজ চিত্রকেতু-নামক শূরসেনরাজ মহাভাগবত ছিলেন। তিনি দেবর্ষি নারদও অঙ্গিরার উপদেশে সঙ্কর্ষণের উপাসনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভপূর্বক বিদ্যাধর-স্ত্রীগণবেষ্টিত হইয়াও নিরন্তর হরিকীর্তন করিতে করিতে ভগবদ্দত্ত বিমানে আরোহণপূর্বক বিশ্বভ্রমণ করেন। একদিন যদৃচ্ছাক্রমে শিবলোকে

তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্তা। হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সর্বত্র সমচেতসা। তদুক্তম্ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)—

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥"

যদ্বা "ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ততে ইতি সম" ইতি সহস্রনামভাষ্যাৎ ভগবচ্চেতসেতি। প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিমিতি পাঠে, স কর্দম এব তাং গতিং প্রাপ্তঃ। অত্র ভগবদ্ভক্তিযোগেনেত্যেব বিশেষ্যমিতি।

অনুবাদ

হইত; ইহাই বাক্যের অর্থ। অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন "ইচ্ছা-দ্বেষ" (ভাঃ ৩।২৪।৪৭) শ্লোকে। অতএব এই প্রকারে তাঁহাদ্বারা ভাগবতী গতি লব্ধ হইয়াছিল। অন্য বিষয়ে ইচ্ছাদ্বেষ হেয় বলিয়া তিনি তদ্রহিত হইয়াছিলেন ; সেই কারণেই তিনি সকলক্ষেত্রেই সমচিত্ত। ইহা শ্রীরুদ্রদেবকর্তৃক (ভাঃ ৬।১৭।২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নারায়ণভক্ত সকলেই কোনও কিছু হইতে ভীত হ'ন না। তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্যদৃষ্টিতে দেখেন।" অথবা সহস্রনাম-ভাষ্যে 'সম'-শব্দের অর্থ 'মা অর্থাৎ লক্ষ্মী, সেই মা বা লক্ষ্মীর সহিত যিনি বর্তমান, তিনি।' অতএব 'সম' অর্থে

টিপ্পনী

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সিদ্ধচারণগণদ্বারা বেষ্টিত শ্রীমহাদেব বাহুদ্বারা পার্বতীদেবীকে আলিঙ্গনপূর্বক মুনিগণের সভায় অবস্থান করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি কিছু উপহাসাত্মক বাক্য বলেন। তাহাতে দেবী ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, যাহার ফলে তিনি বৃত্রাসুররূপে আবির্ভূত হ'ন। দেবীর শাপে ভক্তবর চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বলিলে সকলে বিস্মিত হ'ন ; তখন শ্রীমহাদেব দেবীকে সম্বোধন করিয়া (ভাঃ ৬।১৭।২৭) বলিলেন—"যাঁহারা অদ্ভুতকর্মা হরির ভৃত্যের ভৃত্য, বিষয়সুখে নিস্পৃহ চিত্রকেতুর ন্যায় সেই সকল মহাত্মার মাহাত্ম্য কিরূপ দেখিলে ত'?" ইহার পর তিনি এই শ্লোক সহিত আরও কিছু তত্ত্বকথা পরিবেশ করেন। এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ "তুল্যার্থদর্শিনঃ"পদের অর্থ দিয়াছেন—"স্বর্গ প্রভৃতিতে তুল্য অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন, এই দর্শন যাঁহাদের শীল বা চরিত্র, তাঁহারা।" চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"আচ্ছা, ভক্তগণ যে এইরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ, তাহার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীনারায়ণে একনিষ্ঠত্বই ইহার কারণ, অন্য কিছু নয়। কেবল চিত্রকেতু প্রভৃতি এইরূপ, তাহা নহে ; নারায়ণের সমস্ত ভক্তেরই নিকট স্বর্গ, নরক, মোক্ষ এই তিনটী ভক্তিসুখরহিত বলিয়া, ইহারা সমানভাবে অরুচিকর, পার্থক্য নাই।"

স্বামিপাদ, চক্রবর্তিপাদ ও বিদ্যাভূষণপাদের টীকানুসারে শ্রীগীতার (১৮।৫১-৫৩) তিনটী শ্লোকের বিশেষ বিশেষ পদের অর্থ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"আত্মানং নিয়ম্য"—'সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া' (স্বা), 'মনকে সংযত করিয়া' (চ), 'মনকে সমাধিযোগ্য করিয়া' (বি) ; "যতবাক্-কায়মানসঃ"—'বাক্ প্রভৃতি যিনি ধোয়েব (ভগবানের) অভিমুখীন করিয়াছেন' (বি) ; "ধ্যানযোগপরঃ"—'ধ্যানদ্বারা যে যোগ, তৎপরায়ণ' (স্বা), 'ধ্যান অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তন দ্বারাই যে পরমযোগ, তৎপরায়ণ' (চ), 'হরিচিন্তননিরত' (বি) ; "বৈরাগ্যসমাশ্রিত"—'ধ্যানের অবিচ্ছেদ নিমিত্ত যিনি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়বৈরাগ্য সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন' (স্বা), 'আত্মেতর (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অন্য) বস্তুমাত্র বিষয়েই বৈরাগ্যাশ্রিত'

এবমেবোক্তং শ্রীভগবদুপনিষৎসু (গীতা ১৮।৫১-৫২)—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ বুদ্যস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে॥

অনুবাদ

ভগবান্, 'সমচেতাঃ' অর্থে ভগবচ্চেতাঃ-অর্থাৎ তাঁহার চেতঃ বা চিত্ত ভগবানে ন্যস্ত। 'প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ' (ভাঃ ৩।২৪।৪৭) স্থলে পাঠান্তর 'প্রাপ্তা ভাগবতীং গতিম্'-এর অর্থ 'কর্দম ঋষিকর্তৃক ভাগবতী গতি লব্ধা হইয়াছিল'-এর পরিবর্তে তিনিই সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'—এই অর্থ; বস্তুতঃ অর্থ একই একটী কর্মবাচ্য, আর পাঠান্তরটী কর্তৃবাচ্য। এখানে বিশেষ বা প্রভেদ্যবিষয় অর্থাৎ বিশেষবক্তব্য হইতেছে এই যে, মাত্র ভগবদ্ভক্তিযোগেই এই গতি প্রাপ্য হয়।

এই প্রকারই শ্রীভগবৎকথিত উপনিষৎ অর্থাৎ গীতায় (১৮।৫১-৫৫) বলা হইয়াছে, যথা—"বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্যসহকারে অন্তঃকরণ সংযত করিয়া, শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়-

টিপ্পনী

(বি), "অহঙ্কারং"—'আমি বৈরাগ্যযুক্ত, ইত্যাদি অহঙ্কার' (স্বা), 'দেহাত্মাভিমান' (বি); "বলং"—'দুরাগ্রহ' (স্বা), 'কামরাগযুক্তবল, কিন্তু সামর্থ্য নয়' (চ), 'অহঙ্কারবর্দ্ধক বাসনারূপ' (বি); "দর্প"—'যোগবলহেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণ' (স্বা), 'বলহেতু' (বি); "কামং"—'প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্যমার্গ বিষয়সমূহে' (স্বা), 'প্রারব্ধশেষবশে উপাগত ভোগ্য-বিষয়সমূহে, (বি); "ক্রোধং"—'সেই সকল বিষয় অন্যে অপহরণ করিলে' (বি); "বিমুচ্য"—'বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া' (স্বা), 'ইহাদ্বারা অবিদ্যার উপরাম' (চ); "নির্মমঃ"—'ঐ সকল বিষয় বলপূর্বক আসিয়া গেলেও সে সকলে মমত্বরহিত' (স্বা); "শান্তঃ"—'পরমাউপশান্তি-প্রাপ্ত' (স্বা), 'নিস্তরঙ্গসিন্ধুর ন্যায়' (বি), 'সত্ত্বগুণেরও উপশান্তিমান্, ইহাতে জ্ঞানেরও সন্ন্যাস করা হইয়াছে বুঝাইতেছে, যেমন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৯।১)—'জ্ঞান আমাতে সংন্যস্ত করিবে', 'অজ্ঞান ও জ্ঞান—এই উভয়েরই উপরাম বিনা ব্রহ্মানুভবের প্রাপ্তি হয় না' (চ); "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ—এই ধারণায় নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হ'ন' (স্বা), 'ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হ'ন' (চ), '(ছাঃ উঃ ৮।৭।১ অনুযায়ী ব্রহ্মস্বরূপের আত্মাপহতপাপ্ম প্রভৃতি) গুণাষ্টকবিশিষ্ট নিজ আত্মার রূপ অনুভব করেন' (বি)।

"ব্রহ্মভূতঃ" (গীতা ১৮।৫৪) শ্লোকের ব্যাখ্যা—"আমি ব্রহ্মস্বরূপ; এই ধারণায় নিশ্চলভাবে অবস্থানের ফল বলিতেছেন ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, যেহেতু দেহাদিতে আত্মাভিমান নাই; অতএব সর্বভূতেই তিনি সমভাবযুক্ত হইয়া রাগদ্বেষজনিত বিক্ষেপরহিত হইয়াই 'সর্বভূতেই আমি (ভগবান্) আছি', এই ভাবনালক্ষণযুক্ত শ্রেষ্ঠ আমাতে ভক্তি লাভ করেন।" (স্বামিপাদ)। "তাহার পর উপাধি চলিয়া যাওয়ায় গুণমালিন্যের অপগমজন্য তিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য ব্রহ্মরূপ হ'ন। তখন প্রসন্নচিত্ত হইয়া পূর্বদশায় যাহা নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যেহেতু তাঁহার দেহাদির অভিমান নাই। বালকের ন্যায় তিনি ভদ্র অভদ্র (ভালমন্দ) সর্বভূতে সম, যেহেতু তাঁহার বাহ্য অনুসন্ধান নাই। তাহার পর ইন্ধন না থাকিলে অগ্নি যেমন, সেইরূপ জ্ঞানও শান্ত হইলে জ্ঞানের অন্তর্ভূত

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নো শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

অনুবাদ

সকল পরিত্যাগ করিয়া, অনুরাগ ও বিদ্বেষ দূর করিয়া দিয়া, পবিত্র নির্জন স্থানসেবী ও মিতাহারী হইয়া, বাক্যদেহমন সংযত করিয়া, সর্বদা ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ-পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া মমত্বহীন ও শান্তিপরায়ণ সাধক ব্রহ্মভাবোপলব্ধির যোগ্য হ'ন। (৫২-৫৩) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত নির্মলচিত্ত ব্যক্তি শোক বা কামনা করেন না। তিনি সমস্ত ভূতে সমদর্শী আমাতে পরা বা শ্রেষ্ঠা ভক্তি লাভ করেন। (৫৪) সেই পরা ভক্তিদ্বারা আমার যাবৎ ব্যাপকতা ও আমার যাহা স্বরূপ—এইরূপে আমাকে তিনি তাত্ত্বিকভাবে অবগত হ'ন। তখন আমাকে তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞাত হইয়া ভক্তিবলে আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হ'ন। (৫৫)

টিপ্পনী

অবিনশ্বর শ্রবণকীর্তনাদিরূপ আমার ভক্তি লাভ করেন; ঐ ভক্তি আমার স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়েরই অপগম হইলেও, উহার অপগম নাই। অতএব ঐ ভক্তি পরা অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মজ্ঞানাদি হইতে ফলপ্রদা শ্রেষ্ঠা কেবলা (অর্থাৎ অনন্যা)। '...'পরা' পদের 'প্রেমলক্ষণা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।" (চক্রবর্তী)। "ব্রহ্মভূয় হওয়ার পরে কি লাভ, তাহাই বলিতেছেন। 'ব্রহ্মভূত' অর্থাৎ অষ্টগুণাত্মক (অপহতপাপ্মা ইত্যাদি) স্বস্বরূপের তিনি সাক্ষাৎকার পাইলেন। 'প্রসন্নাত্মা' অর্থাৎ ক্লেশকর্মবিপাকাশয়সমূহ বিগত হওয়ায় চিত্ত স্বচ্ছ হইয়াছে। এইরূপ তিনি আমি ভিন্ন আর অন্য কিছুর জন্য শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। আর আমি ভিন্ন অন্য উচ্চাবচ সর্বভূতে সম অর্থাৎ লোষ্ট্র-কাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় হেয়ত্ব প্রযুক্ত সে সকলকে বিশেষত্ব-রহিত বলিয়া মনে করেন। এইরূপ হইয়া আমার পরা ভক্তি অর্থাৎ আমার সাক্ষাদ্দর্শনের সমান আমার অনুভবলক্ষণা সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন।" (বলদেব)।

"ভক্ত্যা মাম্" (গীতা ১৮।৫৫) শ্লোকের ব্যাখ্যা—"সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তিদ্বারা যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারেন। কিরূপ? আমি যাবান্ বা যে পরিমাণ—সর্বব্যাপী, আর আমি যে রূপ—সচ্চিদানন্দমূর্তি। তাহার পর আমাকে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অবগত হইয়া সেই জ্ঞানের বিরামে তিনি আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ হ'ন।" (স্বামী)। "স্বরূপে ও গুণে আমি যেরূপ, আর বিভূতিতে আমি যে পরিমাণ—ব্রহ্মভূত পুরুষ সেই ভাবে আমাকে পরা ভক্তির বলে অনুভব করেন। তাহা হইলে মৎপর ভক্তিহেতু ঐ লক্ষণযুক্ত আমাকে যাথাত্ম্যরূপে অনুভব করিয়া তাহার পর সেই ভক্তিহেতুই আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত হ'ন, (আমার সহিত একই হইয়া যা'ন না)। 'পুরে প্রবেশ করিতেছে'—বলিলে পুরের সহিত সংযোগেরই প্রতীতি হয়, (পুরের সহিত এক হইয়া গেল, এরূপ) পুরাত্মত্বের প্রতীতি হয় না। এখানে তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানে ও প্রবেশে ভক্তিকেই হেতু বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ভাঃ ১১।১৪।২১) বলা হইয়াছে 'একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমি প্রাপ্য'। 'তাহার পরে' ইহার অর্থ—আমার স্বরূপ-গুণ-বিভূতির তাত্ত্বিক অনুভবের পরবর্তী কালে; অথবা পরা ভক্তির যোগে আমাকে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে অর্থাৎ সেই ভক্তিকে লইয়াই আমাতে প্রবেশ করে, ব্যাকরণের 'ল্যব্লোপে কর্মণি পঞ্চমী'। মোক্ষের পরেও ভক্তি থাকে, ইহা শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে (৪।১।১২) বলিয়াছেন—"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" অর্থাৎ

অত্র বিশতির্মিলনার্থঃ, যথা দুর্যোধনং পরিত্যজ্য যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টবানয়ং রাজেতি। শ্রীদশমেঽপি শ্রীগোপৈর্ব্রহ্মসম্পত্ত্যনন্তরমেব বৈকুণ্ঠো দৃষ্ট ইতি শ্রীস্বামিভিরেব চ ব্যাখ্যাতম্। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

তথা (ভাঃ ১১।১৯।৫)—

"তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥"

স্বাত্মানং জীবস্বরূপম্। জ্ঞানং বিজ্ঞানং চ ব্রহ্ম। কিং বহুনা অত্র শ্রীচতুঃসনশুকাদয় এবোদাহরণমিতি ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ

এখানে মিলনার্থে 'প্রবেশ করেন' বলা হইয়াছে, যেমন 'দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া এই রাজা যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ করিয়াছেন' বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধেও (ভাঃ ১০।২৮।১৬-১৭) শ্রীধরস্বামিপাদ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'গোপগণ ব্রহ্মসম্পত্তির পর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন।' ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭ শ্লোকগুলি শ্রীমৈত্রেয় ঋষির উক্তি। (৮৩)

আর শ্রীভগবদ্বাক্য (ভাঃ ১১।১৯।৫)—"হে উদ্ধব, অতএব তদবধিভূত নিজ আত্মবস্তুকে অবগত ও জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে ভজন কর।" 'স্বাত্মানং'—জীবস্বরূপকে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ব্রহ্ম। বেশী কথা কি ? এখানে শ্রীচতুঃসন, শুক প্রভৃতিই উদাহরণ। (৮৪)

টিপ্পনী

'আপ্রায়ণাৎ' মোক্ষ পর্যন্ত, 'তত্রাপি' মোক্ষেও ভক্তি অনুবর্তন করে। ইহা শ্রুতিতে দেখা গিয়াছে, (যেমন ঋঙ্মন্ত্রে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ', অর্থাৎ দিব্যসূরি মুক্তপুরুষগণ নিত্য শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ দর্শন, তাঁহার উপাসনা করেন ; সৌপর্ণী শ্রুতিতে 'মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে', অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণও ইঁহাকে—ভগবান্‌কে উপাসনা করেন ; ইত্যাদি)। যাঁহাদের ভক্তিদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট ভক্তির আস্বাদ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভক্তি অধিকতর রুচিকর হয়, যেমন সিতা বা মিশ্রিদ্বারা যাঁহাদের পিত্তরোগ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের জিহ্বায় তখন পূর্বে যে মিশ্রি তিক্ত লাগিতেছিল, এখন সেই মিশ্রির মিষ্ট আস্বাদ বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণেরও সাধন-সাধ্য পদ্ধতি বলা হইল।" (বলদেব) শ্রীল চক্রবর্তিপাদের এই শ্লোকের টীকা অতিশয় দীর্ঘ ও বহুশাস্ত্রোদ্ধারে অতিরিক্ত বিস্তৃত, তাহা আমরা উদ্ধার করিলাম না। শ্রীজীবপাদও 'বিশতে'-পদের এইরূপ যোগ বা মিলন অর্থই করিয়াছেন, যেমন উদাহরণ দিয়াছেন—'এই রাজা দুর্যোধনকে ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছেন, তিনি যুধিষ্ঠির হইয়া যা'ন নাই। (ভাঃ ১০।২৮।১৬) গোপগণ ব্রহ্মহ্রদে মগ্ন হইলেন বলিয়া উহার সহিত এক হইয়া গেলেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তাহা হইতে উঠাইলেন ও বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। এই প্রসঙ্গটী এই সন্দর্ভের ৬৯তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হইয়াছে। পাঠকমহোদয় এতৎসহ তাহার আলোচনা করিলে লাভবান্ হইবেন। ৮৩।

শ্রীস্বামিপাদ শ্লোকটীর (ভাঃ ১১।১৯।৫) টীকায় বলিয়াছেন—"জ্ঞানপ্রশস্তির উপসংহার করিতেছেন। জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ভগবৎপর্যন্ত যেরূপ হয়, সেইরূপ অবগত হইয়াও তৎসম্পন্ন হইয়া আমাকেই ভজন কর। অর্থাৎ অন্য

আনন্দচমৎকারবিশেষেঽপি ভগবতঃ পূর্ণত্বম্

শ্রীভগবতা শব্দব্রহ্মময়কম্বুস্পৃষ্টকপোলস্তৎপ্রকাশিতযথার্থনিগদো ধ্রুবো বালকোঽপি তথা বিবৃতবান্ ইত্যেবমানন্দচমৎকারবিশেষশ্রবণাদপি তস্যৈব পূর্ণত্বমাহ (ভাঃ ৪।৯।১০)—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম- ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ, কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥"

স্বমহিমনি অসাধারণমাহাত্ম্যেঽপি মাভূৎ ন ভবতীত্যর্থঃ অন্তকাসিঃ কালঃ। ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ

শ্রীধ্রুব বালক হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার কপোলদেশে বেদময়শঙ্খ স্পর্শ করাইলে ভগবৎ-প্রকাশিত যথার্থ বাক্য শুনিয়া তিনি ঐরূপই বিবরণ দিয়াছেন; এই প্রকার আনন্দচমৎকারময়-বিশেষ শ্রুত হইলেও শ্রীভগবানেরই পূর্ণত্বের উপলব্ধির কথা তিনি বলিতেছেন (ভাঃ ৪।৯।১০)—এই সন্দর্ভের ৪৫শ অনুচ্ছেদের অনুবাদে ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য। "স্বমহিমনি মাভূৎ"—অসাধারণ মাহাত্ম্যেও হয় না। "অন্তকাসিঃ'—কাল। শ্রীধ্রুবের ধ্রুবপ্রিয় শ্রীভগবানের প্রতি উক্তি। (৮৫)

টিপ্পনী

সমস্তই ত্যাগ কর।" 'অন্য সমস্তই'—অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত। প্রভুপাদ শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতি দিয়াছেন—"সেবা-স্বরূপ—জ্ঞানাত্মক, সেবকস্বরূপ—বিজ্ঞানাত্মক। সেব্যসেবকের স্বরূপজ্ঞান লাভপূর্বক ভগবান্‌কে সেবা করিলে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। তজ্জন্য সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করাই কর্তব্য। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে বিরূপ সেবা-দ্বারা ভগবানের প্রীতিলাভ করা যায় না।" প্রকরণটী হইতেছে জ্ঞান-ত্যাগের। শ্রীভগবান্ প্রারম্ভেই (ভাঃ ১১।১৯।১) বলিয়াছেন—"মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ ॥"—অর্থাৎ "সমস্ত প্রপঞ্চ মায়াময় জানিয়া সেই জ্ঞানও অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের সাধনকেও ত্যাগ করিবে। ইহার নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস।" (স্বামিটীকা)। এইজন্য শ্রীজীবপাদ তাঁহার ব্যাখ্যা-শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ আত্মারামত্বসাধন জ্ঞানকে বর্জন করিয়া শ্রীসনকশুকাদি আত্মারামগণ ভগবদ্ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (ভাঃ ৩।১৫।৩৭-৫০ ও ভাঃ ১।৭।৮-১১ দ্রষ্টব্য)। ৮৪।

এখানে শ্রীজীবপাদের ভূমিকাটীর অর্থোপলব্ধিজন্য ধ্রুবোপাখ্যানের সমঞ্জস অংশটী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। (ভাঃ ৪।৯।২—৫)—"ধ্রুব তীব্রযোগদ্বারা স্থিরীকৃত বুদ্ধিযোগে তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীহরির রূপ দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ তাহা অন্তর্হিত হওয়ায় চক্ষুরুন্মীলন করিলে বহির্ভাগে সেইরূপই দেখিলেন। তখন তিনি সসম্ভ্রমে শ্রীহরিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ ধ্রুবকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তবে অভিলাষী, অথচ তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ অপারগ বুঝিয়া কৃপাপূর্বক বেদাত্মক কম্বু (শঙ্খ)দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন।" সুতরাং শ্রীভগবানেরই প্রকাশিত যথার্থ বাক্যদ্বারাই তিনি স্তব করিয়াছিলেন। ভগবানের তড়িৎপ্রভ সবিশেষ শ্রীবিগ্রহ, যাহা জ্ঞানিগণের নির্বিশেষ অনুভবে অদৃশ্য, তাহার দর্শনে শ্রীধ্রুবের অতি চমৎকার আনন্দলাভ হইয়াছিল। তাহা তাঁহার স্তবের মাধ্যমে শ্রবণ করিলেও শ্রোতার সহজেই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীভগবান্‌ই পূর্ণতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অপূর্ণ। শ্লোকটীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা জন্য এই সন্দর্ভ গ্রন্থেরই ৪৫শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। শ্রীধ্রুব শ্রীভগবানের অতি প্রিয়; ভগবানের একটী নাম 'ধ্রুবপ্রিয়'। ৮৫।

ব্রহ্মণি লয়াদপি তদ্ভজনং গরীয়ঃ

পরমসিদ্ধিরূপাদ্ ব্রহ্মণি লয়াদপি তদ্ভজনস্য গরীয়স্ত্বেন তস্যৈব গরীয়স্ত্বমুপদিশতি (ভাঃ ৩।২৫।৩৩)—"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সি।"

"সিদ্ধের্মুক্তেরপি" টীকা চ। "সিদ্ধের্জ্ঞানাৎ মুক্তের্বে"তি শ্রীভগবন্নামকৌমুদী চ॥ কপিলদেবঃ॥ ৮৬॥

অনুবাদ

শ্রীকপিলদেব (ভাঃ ৩।২৫।৩৩ শ্লোকে) পরমসিদ্ধি রূপ ব্রহ্মে লয় হইতেও ভগবদ্ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া ভগবানেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জননী দেবহূতিদেবীকে উপদেশ করিতেছেন—"শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি সিদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠা।" স্বামিটীকা—"সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও।" শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীতেও বলিয়াছেন—"সিদ্ধি হইতে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অথবা মুক্তি হইতে।" (৮৬)

টিপ্পনী

শ্রীকপিলদেব কথিত (ভাঃ ৩।২৫।৩৩) শ্লোকটীর কিছু আলোচনা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণের (১৫৩ পৃষ্ঠায় ৬১তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে করা হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ তাঁহার সুদীর্ঘ টীকায় মূলে প্রদত্ত স্বামিটীকার অনুবর্তন করিয়া "অনিমিত্তা"-পদের অর্থে বলিয়াছেন "অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্মাদিরহিতা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।৯) ভগবানে শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিই ভক্তি।" এই ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি, ইহাতে ভক্তি লাভ ভিন্ন অন্য অভিলাষ নাই, ইহা অনিমিত্তা বা অহৈতুকী। দেহাভিমানাদি উপাধি থাকিলে অন্যাভিলাষশূন্য হওয়া যায় না। তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১০ ধৃত) ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—'সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" —অর্থাৎ 'হৃষীক বা ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি ; এই ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্মরূপ আবরণদ্বারা আচ্ছন্ন নহে।' এই ভক্তি কেবল অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি হইতে নহে, মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)—"মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্"—অর্থাৎ 'স্বয়ং মুক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাদের (ভক্তগণের) সেবা করে।' ইহার পরবর্তী (ভাঃ ৩।২৫।৩৪) শ্লোকে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ"—অর্থাৎ যাঁহারা আমার চরণসেবারত ও আমার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, সেই ভাগবতগণের মধ্যে কেহই সাযুজ্য-মুক্তি ইচ্ছা করেন না।' স্বয়ং শ্রীভগবান্ দুর্বাসা ঋষির নিকট ভক্তমাহাত্ম্য বর্ণনমুখে (ভাঃ ৯।৪।৬৭) বলিয়াছেন—"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং নেচ্ছন্তি। সেবয়া পূর্ণাঃ··· ॥"—অর্থাৎ 'আমার ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা অর্জিত মুক্তি চতুষ্টয় ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাঁহারা সেবা-দ্বারাই পূর্ণকাম।' অন্যত্র শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৯।১৩)—"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"—অর্থাৎ 'সালোক্য (আমার সহিত সমানলোকে বা বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য), সারূপ্য (সমান চতুর্ভুজমূর্তি), সামীপ্য (নৈকট্য), একত্ব (সাযুজ্য বা মিলিয়া এক হওয়া) পর্যন্ত—এই পঞ্চ প্রকার মুক্তির মধ্যে কোনটীই দিতে গেলেও আমার ভক্তগণ আমার সেবা ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করিতে চা'ন না।" স্বয়ং শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২০।৩৪)—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং

অখণ্ডতত্ত্বস্য ভগবতোঽসম্যক্ স্ফূর্তিরেব ব্রহ্ম

তদেবং শ্রীভগবানেবাখণ্ডং তত্ত্বং সাধকবিশেষাণাং তাদৃশযোগ্যত্বাভাবাৎ সামান্যাকারোদয়ত্বেন তদসম্যক্স্ফূর্তিরেব ব্রহ্মেতি সাক্ষাদেব বক্তি, দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ৩।৩২।৩২-৩৩)—

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ। একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥"

অনুবাদ

অতএব এই প্রকারে শ্রীভগবান্ই অখণ্ড তত্ত্ব; সাধকবিশেষদিগের সেরূপ যোগ্যতা না থাকায় তাঁহাদের নিকট সামান্য-আকারে (সবিশেষ আকারে নহে, নির্বিশেষ আকারে) উদিত হ'ন বলিয়া ঐ তত্ত্বের অসম্যক্ স্ফূর্তিই ব্রহ্ম, ইহাই সাক্ষাদ্ভাবে দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ৩।৩২।৩২-৩৩) ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—"(ব্রহ্মরূপে) আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ ভক্তিলক্ষণ যে যোগ, এই উভয়েরই ভগবৎ-শব্দ-জ্ঞাপক একই অর্থ বা প্রয়োজন। যেমন বহুগুণের আশ্রয় একই অর্থ বা পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন পথে ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা নানাভাবে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবান্ এক হইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রমার্গে নানাভাবে প্রতীত হ'ন।" স্বামিটীকা—"এই জ্ঞানযোগদ্বারাও ভগবান্ই প্রাপ্য, যেমন ভক্তিযোগদ্বারা, ইহাই বলিতেছেন। নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ আর মন্নিষ্ঠ ভক্তিলক্ষণ যে যোগ, এই উভয়েরই একই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। সে অর্থটী কি? তিনি যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক সেই ভগবৎ-শব্দ। গীতাতেও (১২।৪) তাহা বলিয়াছেন—"যাঁহারা সর্বজীবেরই মঙ্গলসাধনে প্রযুক্ত (অর্থাৎ সমভাবাপন্ন), তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন।" আচ্ছা জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ, ইহা শাস্ত্রে জানা যায়, কিন্তু

টিপ্পনী

কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥" —অর্থাৎ "আমার একান্ত ভক্তগণ ধীরচিত্ত; তাঁহাদিগকে আমি জন্মরাহিত্যরূপ কৈবল্য-মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা ইচ্ছা করেন না।" অন্যত্র (ভাঃ ১১।১৪।১৪)—"ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"—অর্থাৎ আমাতে যাঁহার চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তিনি যত প্রকার অণিমাদি জড়ীয় যোগসিদ্ধি আছে তাহা এবং আত্মনির্বাণরূপ মুক্তি-ইচ্ছা করেন না, আমি ভিন্ন অন্য কিছুই চা'ন না।" এরূপ আরও অনেক স্থলে ভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ৮৬।

শ্রীকপিলদেবোক্ত (ভাঃ ৩।৩২।৩২-৩৩) শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ফলকালে অষ্টাঙ্গ যোগ জ্ঞানে পর্যবসিত হওয়ায় এই প্রকরণে জ্ঞান ও ভক্তি দুইটী সাধন হইতেছে। ইহাদের সাধ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি, দুইটী হইলেও ভগবান্ই ব্রহ্ম হওয়ায় ভগবৎপ্রাপ্তি—এই একটীই ফল, এখানে ইহাই বলিতেছেন। জ্ঞান মন্নিষ্ঠ, যেহেতু আমিই ত' ব্রহ্ম; আর নির্গুণ ভক্তিলক্ষণ যে যোগ, এই দুয়ের একই অর্থ বা প্রয়োজন। (অনুবাদে এই অন্বয়ই গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন শ্লোকে; স্বামিপাদ 'মন্নিষ্ঠো ভক্তিলক্ষণঃ' আর 'নৈর্গুণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ—এই অন্বয় করিয়াছেন। এখানে 'নৈর্গুণ্য'-শব্দটীর অর্থ নির্গুণ, নির্গুণ-ষ্যণ্ স্বার্থে)। যাঁহার লক্ষণ বা জ্ঞাপক ভগবচ্ছব্দ, তিনি কে? তাহা গীতায় (১২।১৪) বলিয়াছেন—'যাঁহারা সর্বজীবের মঙ্গলসাধনে রত, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন। গীতা (১৪।২৭) 'আমি ব্রহ্মের,নিত্য অমৃতের (মুক্তির), সনাতন ধর্মের ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা বা আধার।' অতএব সাযুজ্যমুক্তি ও প্রেম—এই উভয়েরই সিদ্ধি ভগবান্ হইতে। (৩২)। ভগবান্ যে কেবল জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা গম্য, তিনি সর্বসাধন

(ভাঃ ৩।৩২।৩২-৩৩)। টীকা চ—"অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেব প্রাপ্যঃ, যথা ভক্তিযোগেনেত্যাহ। নৈর্গুণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগঃ তয়োর্দ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ প্রয়োজনম্। কোঽসৌ ? ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো যস্য। তদুক্তং গীতাসু—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।' (গীতা ১২।৪) ইতি। ননু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে, ভক্তিযোগস্য তু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি। যথা বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে, চক্ষুষা শুক্ল ইতি, রসনেন মধুর ইতি, স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যতে" ইত্যেষা। অত্র ভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ। অতঃ সর্বাংশপ্রত্যায়কত্বাদ্ভক্তিযোগশ্চ মনঃস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তাহা হইলে এই দুইটীর একই অর্থ (প্রয়োজন) হইবে কিরূপে? এই পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তযোগে প্রমাণ করিতেছেন। যেমন অনেক রূপ-রস প্রভৃতি গুণসমূহের আশ্রয় দুগ্ধাদি—একই অর্থ; কিন্তু বিভিন্ন মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা নানাভাবে প্রতীত হয়; দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা শ্বেত বর্ণ, জিহ্বাদ্বারা মধুর, স্পর্শদ্বারা শীতল, ইত্যাদি প্রকারে প্রতীত; সেইরূপ একই ভগবান্ বিভিন্নরূপে জ্ঞাত হ'ন।" এই টীকা। এখানে ভগবান্ অঙ্গী বা অংশী বলিয়া কথিত। অতএব সর্ব অংশের প্রতীতির প্রতীতিকারক বলিয়া ভক্তিযোগকেও মনের স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে (—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারে মনই যেমন পদার্থের বিভিন্ন প্রতীতি গ্রহণ করে, ভক্তিযোগও তদ্রূপ সাধকের বিভিন্ন প্রকার দর্শন শক্তিতে তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্নরূপে প্রতিপাদন করায়)। শ্রীকপিলদেব এখানে বক্তা। (৮৭)।

টিপ্পনী

দ্বারাই গম্য; ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন 'যথা' শ্লোকে। (ইহার পর স্বামিপাদের অনুবর্তনে দৃষ্টান্তটী বুঝাইয়াছেন)। ইন্দ্রিয়গণের মনের দ্বারা সুখদ তৃপ্তিকর এই শুক্ল-মধুর-শীতল-সুগন্ধ-দুগ্ধ নামক পদার্থটী এই অর্থ অর্থাৎ ঐ সমস্ত ধর্মযুক্ত বলিয়াই প্রতীত হয়; সেই রূপই শাস্ত্রমার্গসমূহ দ্বারা কর্মজ্ঞানাদি সাধনযোগে স্বর্গ-মুক্তি প্রভৃতিরূপ ফল হওয়ায় ঈশ্বর স্বর্গপ্রদাতা, আত্মা ব্রহ্ম মুক্তিপ্রদাতা—এইভাবে ভগবানের এক অংশ বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধন ভক্তিযোগে প্রেমের বিষয়ীভূত ভগবান্ স্বর্গ-মুক্তি প্রভৃতি সর্বফলদাতা ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দবাচ্য, তিনি সর্বপ্রকারেই অনুভূত হ'ন; ভাগবতামৃত দেখিয়া এই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।" ইহার পর চক্রবর্তিপাদ শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর শ্রীলঘুভাগবতামৃতে 'যথেন্দ্রিয়ৈঃ' শ্লোকটীর যে ব্যাখ্যা কয়েকটী কারিকা শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি—পূর্বখণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২০১—২০৫ সংখ্যক কারিকা—উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্রূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ নয়নদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহু প্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম ভগবদংশ এব

অতএব তদংশত্বেনৈব ব্রহ্ম শ্রূয়তে (ভাঃ ৬।১৬।৫১)—

"অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ॥"

টীকা চ—"সর্বভূতান্যহমেব। ভূতানামাত্মা ভোক্তাপ্যহমেব। ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্ব্যতিরিক্তং নাস্তীত্যর্থঃ। যতোঽহং ভূতভাবনঃ ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ। নন্নু

অনুবাদ

অতএব ব্রহ্ম ভগবানের অংশ বলিয়াই শ্রুত হ'ন, যেমন শ্রীসঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৬।১৬।৫১)—"আমিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ, আমি তাহাদের আত্মা ও আমিই তাহাদের ভাবন বা প্রকাশক ; আর শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও পরব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্ব)—এই উভয় আমার নিত্য তনুদ্বয়।" শ্লোকের স্বামিটীকা—"আমিই সমস্ত ভূতসমূহ। ভূতগণের আত্মা অর্থাৎ ভোক্তাও আমিই। ভোক্তা ও ভোগ্য—এতদাত্মক বিশ্ব আমি ব্যতীত আর কিছু নাই। যে-হেতু আমি ভূতভাবন, ভূতগণের প্রকাশক ও কারণ। আচ্ছা, শব্দব্রহ্ম প্রকাশক, আর পরব্রহ্ম কারণ ও প্রকাশক—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে

টিপ্পনী

যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য এক রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে ; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয় (রূপ, গন্ধ প্রভৃতি) গ্রহণ করিতে সমর্থ ; কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাসমূহ কেবল স্ব স্ব-উপযোগী সেই সেই স্বরূপমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ (সমগ্র স্বরূপ নহে); কিন্তু চিত্তস্থানীয় ভক্তি তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্তস্বরূপই গ্রহণ করিতে যোগ্য। এইরূপ প্রধান প্রধান শাস্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।"। ৮৭।

শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের উক্তি (ভাঃ ৬।১৬।৫১ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা)—"হে চিত্রকেতো, তুমি ভক্তিতত্ত্ব জানিয়াছ, যেহেতু 'অজিত জিতঃ' (ভাঃ ৬।১৬।৩৪) ইত্যাদি তোমার স্তুতি তাহার প্রমাণ। জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না থাকে, এই নিমিত্ত আমিই জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এস্থলে বিবেচনীয় যে, বস্তু দ্বিবিধ—বাস্তব ও অবাস্তব ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও সপরিকর ভগবান্ এই তিন বাস্তব বস্তু ; আর মায়িক প্রপঞ্চজাত এই জগৎ অবাস্তব বস্তু। ...ইহাদের মধ্যে প্রথম স্কন্ধোক্ত (ভাঃ ১।১।২) 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু'-কথিত বাস্তব বস্তুই উপাদেয়, ইহা বলিবার জন্য প্রথমে অবাস্তব বস্তু বলিতেছি। জগতে ভোক্তা ও ভোগ্য সর্বভূত আমিই, যেহেতু সমস্তই আমার জীবশক্তি ও মায়া-শক্তিময়। ইহার মধ্যে জীবগণ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহাদিগকে অবাস্তব বস্তু বলা হইয়াছে।... ..বাস্তব বস্তু ভূতগণকে দাস্য-সখ্যাদিভাবে ভাববান্ করেন বলিয়া তিনি ভূতভাবন, যেমন কৃষ্ণ, বা সম্প্রতি তোমার দৃগ্গোচর আমি রাম (সঙ্কর্ষণ বলরাম)। আর আমার নিঃশ্বাসরূপ যে শব্দব্রহ্ম বেদ ও আমার নির্বিশেষ আকারে জ্ঞানিগণের প্রতিপদ্যমান যে পরব্রহ্ম, এই উভয়ই আমার তনুরূপ। বেদ শব্দরূপ হওয়ায় আকাশের গুণ বলিয়া (আকাশের গুণ শব্দ ; যেমন ভূমির গুণ গন্ধ, ইত্যাদি) অনিত্য ও পরব্রহ্ম অনির্দেশ্য বলিয়া অবস্তু—এই আশঙ্কা দুইটী নিরাস জন্য বলিতেছি—ইহারা আমার শাশ্বতী নিত্যসত্য তনু।" তনু হওয়ায় শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই ভগবানের অংশ, অতএব ব্রহ্ম হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল।

যে প্রসঙ্গে শ্লোকটী কথিত হইয়াছে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণন আবশ্যকবোধে এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

শব্দব্রহ্ম প্রকাশকং পরং ব্রহ্ম কারণং প্রকাশকঞ্চ ; সত্যং তে মমৈব রূপে ইত্যাহ। শব্দব্রহ্মেতি। শাশ্বতী শাশ্বত্যৌ।" ইত্যেষা। অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচর্যাৎ পরব্রহ্মণোঽপ্যংশত্বমেবায়াতি। শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্ ॥ ৮৮ ॥

পরং ব্রহ্ম ভগবদংশ এব

অতো ভগবতোঽসম্যক্প্রকাশত্বাদ্বিভূতিনির্বিশেষ এব তদিত্যপ্যাহ (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥"

অনুবাদ

বলিতেছেন, তাহা সত্য বটে, তবে ঐ দুইটী আমারই রূপদ্বয়, ইহা বলিতেছেন। 'শাশ্বতী'—ব্যাকরণ শুদ্ধপদ 'শাশ্বত্যৌ'।" —এই টীকা। এ ক্ষেত্রে শব্দব্রহ্মের সহিত পরব্রহ্মও অংশ—ইহা আসিয়া গেল। চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তি। (৮৮)

অতএব পরব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ বলিয়া তাঁহার বিভূতি-নির্বিশেষ,—ইহাও শ্রীমৎস্য-দেব সত্যব্রতমনুকে বলিতেছেন (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—"মৎকর্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ উপদিষ্ট, আর তোমার প্রশ্নদ্বারা তোমার হৃদয়ে বিবৃত বা অন্তঃপ্রকাশিত আমার মাহাত্ম্যও জানিবে।" (গ্রন্থকারের টীকা)—মহিমা—ঐশ্বর্য অর্থাৎ বিভূতি-নির্বিশেষ। অতএব আমার অনুগৃহীত অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশিত হৃদয়ে অপরোক্ষ (সাক্ষাৎ) ভাবে অবগত হইবে ; তোমার কৃত সংপ্রশ্নদ্বারা আমাকর্তৃক বিবৃত।

টিপ্পনী

৮৩তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে শ্রীচিত্রকেতুর একটু উল্লেখ হইয়াছে। এখানে যে প্রসঙ্গ, তাহা ঐ প্রসঙ্গ অপেক্ষা প্রাক্-কালীন। নিঃসন্তান মহারাজ চিত্রকেতুর গৃহে মহর্ষি অঙ্গিরা আগমন করিলে তাঁহার যথাবিধি সম্বর্ধনাপূর্বক তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। ঋষির বরে জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে পুত্রজাত হইলে তাঁহার সপত্নীগণ বিষপ্রয়োগে পুত্রটীকে হত্যা করেন। শোকাতুর চিত্রকেতুকে উপদেশ প্রদানার্থ আগত অঙ্গিরার সহিত দেবর্ষি নারদ আগমনপূর্বক যোগবলে মৃতরাজপুত্রের মুখে উপদেশ শুনাইয়া শোকাকুল রাজা ও তদীয় বন্ধুবর্গের শোক অপনোদনপূর্বক চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণের কয়েকটী স্তব পাঠানন্তর প্রপন্ন চিত্রকেতুকে ভগবৎকৃপা-প্রাপিকা বিদ্যা দান করেন। সপ্তরাত্র সেই বিদ্যা যথাবিধি ধারণপূর্বক চিত্রকেতু অপ্রতিহত বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিলেও বিদ্যাপ্রভাবে প্রদীপ্ত মনোগতি লাভ করিয়া অনন্তদেবের চরণান্তিকে গমনপূর্বক ভগবদ্দর্শনে নিষ্পাপহৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অনেক স্তব করেন। তখন শ্রীভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব তাঁহার নিকট নিজ তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। বর্তমান শ্লোকটী তদন্তর্গত। ৮৮।

শ্রীমৎস্যদেবের শ্রীসত্যব্রত মনুপ্রতি এই উক্তিটী (ভাঃ ৮।২৪।৩৮) ও তৎপ্রসঙ্গ এই সন্দর্ভগ্রন্থের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব কথিত (ভাঃ ১০।৪৬।৩১) শ্লোকটী যে সময় তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহক্লিষ্ট গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীনন্দকে বলিয়াছিলেন। ইহার পূর্বশ্লোকে (৩০) তিনি শ্রীনন্দযশোদার শ্রীকৃষ্ণে পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনারাই শ্লাঘ্যতম, যেহেতু অখিল গুরু নারায়ণে (শ্রীকৃষ্ণে) এই প্রকার মতি হইয়াছে।" বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অখিলগুরু কেন, তাহার কারণ বলিয়াছেন। এখানে শ্রীধরস্বামীর টীকা, যথা—"অখিল গুরু হইতে হইলে জনক ও

মহিমানমৈশ্বর্যং বিভূতিনির্বিশেষমিতি যাবৎ। অতএব যে ময়া অনুগৃহীতম্ অনুগ্রহেণ প্রকাশিতম্ হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি। ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্যা বিবৃতমিতি। স তু যদ্যপি মদনুভবান্তর্ভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা, তথাপি ভক্তিপ্রকাশিত-সাক্ষান্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয়স্ফুটতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্ বর্ততে, তদা সাপি ভবেদিতিভাবঃ।

অতএব "এতৌ হি বিশ্বস্য চ জীবযোনী, রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য, জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ।" (ভাঃ ১০।৪৬।৩১) ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যম্। জ্ঞানস্যেত্যেকবচনাদেকং ব্রহ্মৈবোচ্যতে ইতি। শ্রীমৎস্যদেবঃ সত্যব্রতম্ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ

যদিও সেই ব্রহ্মানুভব আমার অনুভবেরই অন্তর্ভূত বলিয়া আমা হইতে পৃথক্ অনুভবের আর অপেক্ষা নাই, তথাপি ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত আমার অনুভবে ব্রহ্মমাত্র অনুভব স্পষ্ট হয় না। যদি তাহা স্পষ্ট হওয়া বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও হইবে। এই ভাবার্থ।

অতএব শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৪৬।৩১)—"শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বের বীজ (নিমিত্তকারণ) ও যোনি (উপাদান কারণ); জগৎ কারণ যে পুরুষ-প্রকৃতি বলা যায়, ইঁহারা দুইজনেই তাই। এই পুরাণপুরুষদ্বয় সর্বভূতে অন্তর্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীব হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন) জ্ঞানের প্রদানে সমর্থ।" "জ্ঞানস্য"-পদটী একবচন বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মের কথাই বলা হইতেছে। সত্যব্রতমনুর প্রতি শ্রীমৎস্যদেবের উক্তি। (৮৯)

টিপ্পনী

নিয়ন্তা হইতে হয়। (বল-) রাম ও মুকুন্দ (কৃষ্ণ)—ইঁহারা বিশ্বের বীজ ও যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান। আচ্ছা, পুরুষ প্রধানই ত' বীজযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ—এই আশঙ্কা নিরাস জন্য বলিতেছেন—পুরুষও প্রধান; পুরুষ অংশ, প্রধান শক্তি। অতএব ইঁহারাই পুরুষ, প্রধানও। এই প্রকারে ইঁহাদের জনকত্ব বলা হইল। আর ভূতে ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া তদ্বিলক্ষণ জ্ঞানের ও জীবের তাঁহারা ঈশ্বরদ্বয় অর্থাৎ নিয়ন্তৃদ্বয়। (সুতরাং জনক ও নিয়ন্তা—দুইই হইল)। কেন? যেহেতু ইঁহারা পুরাণ অনাদি। অনাদি বলিয়া তাঁহারা কারণ, তাহাতেই তাঁহারা নিয়ন্তা।" চক্রবর্তিটীকা—"নারায়ণত্ব ও অখিলগুরুত্ব। অংশ ও অংশী অভিন্ন বলিয়া, আর অক্রূরস্তবে (ভাঃ ১০।৪০।৭) 'বহু-মূর্তিসম্পন্ন হইয়াও এক মূর্তিবিশিষ্ট'—কথিত হওয়ায় ইঁহারা (রাম-কৃষ্ণ) উভয়েই একই নারায়ণ। উভয়েই বিশ্বের বীজযোনি, নিমিত্ত ও উপাদানরূপ পুরুষ প্রধান, যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ একই। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৮।১৯)—'সৎ অর্থাৎ কার্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির আধার অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও প্রকৃতির অভি-ব্যঞ্জক (গুণক্ষোভক) কাল (নিমিত্ত)—এই তিনটী কিন্তু আমি।' ভূতগণমধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া বিলক্ষণ জ্ঞানের উভয়ে প্রদাতা, ভক্তগণকে ভগবজ্‌জ্ঞান ও জ্ঞানিগণকে ব্রহ্মজ্ঞান কৃপাপূর্বক দান করিয়া থাকেন। গীতায় তিনি বলিয়াছেন (১০।১০)—'আমাতে নিত্যযুক্ত (আসক্তচিত্ত) ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণের তাদৃশ বুদ্ধিযোগ আমি

তথা চ বিভূতিপ্রসঙ্গ এব (ভাঃ ১১।১৬।৩৭)—

"পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥"

টীকা চ "পরং ব্রহ্ম চ" ইত্যেষা। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকৈঃ শ্রীমদ্‌যামুনমুনিরালমন্দরা- চার্যমহানুভাবচরণৈরপ্যুক্তম্—

"যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ যদ্ দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥" ইতি শ্রীভগবান্॥৯০॥

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের বিভূতিপ্রসঙ্গেও শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে ঐরূপ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) যথা—"পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ (জল), জ্যোতিঃ (তেজ)—(অর্থাৎ ইহাদের যথাক্রম তন্মাত্র গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস, রূপ), অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, বিকার (পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী), পুরুষ, অব্যক্ত (প্রকৃতি), সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ (গুণত্রয়) ও পর (ব্রহ্ম)– আমি।" স্বামিটীকা—"পর অর্থাৎ ব্রহ্মও"। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত মহানুভাব শ্রীমদ্ আলমন্দরাচার্যপাদও বলিয়াছেন—"যাহা ব্রহ্মাণ্ড, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ, পর পর দশ দশ যে সকল ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসমূহ, আর (সত্ত্বাদি) গুণসমূহ, প্রধান (প্রকৃতি), পুরুষ, পরম পদ পরাৎপর ব্রহ্ম, হে ভগবন্, এ সকল আপনার বিভূতি।" [এখানে একটী অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়, যথা—"পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদন্তঃপাতিত্বেন শ্রূয়তে—'এষা স্ত্রী এষ পুরুষঃ এষা প্রকৃতিরেষ আত্মৈব লোক অলোক এষ যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরন্তোঽনন্তঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপঃ' ইতি। ইহার অনুবাদ—পৈঙ্গী শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে ভগবানের অন্তঃপাতিরূপে কথিত দেখা যায়, যথা—'এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই প্রকৃতি, এই আত্মা, এই লোক, এই অলোক—এই সমস্ত যিনি, তিনি আদি, অনাদি, অন্ত, অনন্ত, পরাৎ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইতেও পরম বিশ্বরূপ হরি। মূল শ্লোকটী শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন। (৯০)

টিপ্পনী

প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।' মৎস্যাবতাররূপে বলিয়াছেন (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—'মদীয়ং মহিমানম্'—ইত্যাদি। 'জ্ঞানস্য চ'—এখানে 'চ' অব্যয়টী থাকায় বুঝাইতেছে যে, প্রাকৃত ও স্বর্গাদিসাধনরূপ বিলক্ষণজ্ঞানও তাঁহারা উভয়ে কর্মিগণকে দান করেন।" "জ্ঞানস্য"-পদের অর্থে শ্রীজীবপাদ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই বলিয়াছেন, চক্রবর্তিপাদ কিন্তু 'চ' অর্থাৎ 'ও'-অব্যয়বলে ভক্তগণের ভগবজ্জ্ঞান ও জ্ঞানিগণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান, এমন কি কর্মিগণের জন্য স্বর্গাদি সাধনরূপ প্রাকৃত জ্ঞানও বলিয়াছেন। ৮৯।

শ্রীউদ্ধব (ভাঃ ১১।১৬।১—৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার নানাদিকে যে সকল বিভূতি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদয় (ভাঃ ১১।১৬।৬—৩৯) বর্ণন করিয়া শেষে বলেন—যে স্থানে যত তেজঃ, সৌন্দর্য, বীর্য, জ্ঞান প্রভৃতি আছে, তৎসমুদয়ই তাঁহার অংশ। ইহাই বিভূতি প্রসঙ্গ। শ্লোকের চক্রবর্তি-টীকা—"...পৃথিবী প্রভৃতি শব্দদ্বারা পঞ্চতন্মাত্র বলা অভীপ্সিত। তাহার সহিত অহং অহঙ্কার, মহান্ মহত্তত্ত্ব—এই দুইটী লইয়া সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি। আর বিকার অর্থে পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ-সংখ্যক। আর পুরুষ

ব্রহ্ম ভগবদঙ্গজ্যোতিঃ

অতো ব্রহ্মরূপে প্রকাশে তদ্বৈশিষ্ট্যানুপলম্ভনাৎ তৎপ্রভাবত্বলক্ষণমপি তস্য ব্যপদিশ্যতে। "রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ" (ভাঃ ১০।৩।২৪) ইত্যাদি। ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ প্রভা যস্য তথাভূতং রূপং শ্রীবিগ্রহম্। তথাচোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-, কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ইতি।

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তম্॥ ৯১॥

অনুবাদ

অতএব ব্রহ্মরূপে যে প্রকাশ, তাহাতে শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্য (সবিশেষত্ব) অনুপলব্ধ (অননুভূত) থাকায় ব্রহ্মের লক্ষণ যে ভগবানের প্রভা তাহা কথিত হইতেছে, শ্রীদেবকীদেবীকর্তৃক সদ্যোজাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি (ভাঃ ১০।৩।২৪), যথা—"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতি র্নির্গুণং নির্বিকারম্। সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং, স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥"—অর্থাৎ 'হে দেব, বেদগণ যে অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াগোচর) রূপ অর্থাৎ বস্তুকে আদ্য অর্থাৎ জগৎকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ, নির্গুণ (মায়িক গুণরহিত), নির্বিকার, নির্বিশেষ কেবলসত্তাময়, নিরীহ (নিষ্ক্রিয়) বলিয়া বর্ণন করেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই সর্বতত্ত্বপ্রকাশক বিষ্ণু।" (শ্রীজীবপাদ 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ' সমস্ত পদরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন)—ব্রহ্মই যাঁহার জ্যোতিঃ প্রভা, সেই প্রকার রূপ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০) ঐরূপই বলিয়াছেন, যথা—"যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত অসীম বসুধাদিবিভূতি হইতে ভিন্ন হইয়া নিষ্কল (নিরংশ) অনন্ত অশেষতত্ত্বরূপে প্রতীত হ'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" মূলশ্লোকটী শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীদেবকীদেবীর উক্তি। (৯১)

টিপ্পনী

জীব ও অব্যক্ত প্রকৃতি। এই ভাবে (৭+১৬+২) পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। আর রজঃ সত্ত্ব-তমঃ—এই প্রকৃতি গুণসমূহ, আর, পর অর্থাৎ ব্রহ্ম, এই সমস্তই আমি।"

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীরামানুজের পরম গুরুদেব শ্রীযামুনাচার্যের প্রচলিত নাম শ্রীআলমন্দার বা শ্রীআলবন্দার। তাঁহার স্তোত্রাদি গৌড়ীয় গুরুগোস্বামিগণকর্তৃক আদৃত হইয়াছে। উপরে ভগবৎকথিত শ্লোকে পর অর্থে ব্রহ্ম শ্রীভগবানের বিভূতি ; এই শ্লোকেও পরাৎপর ব্রহ্মকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম অংশী ভগবানের অংশ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। অতিরিক্ত পাঠে উদ্ধৃত পৈঙ্গী শ্রুতিতেও ভগবান্ শ্রীহরিকে পরব্রহ্ম হইতে পরম বলা হইয়াছে। ৯০।

শ্রীদেবকীদেবীর স্তবের প্রারম্ভিক (ভাঃ ১০।৩।২৪) শ্লোকটীর অনুবাদে বিস্তৃত স্বামিপাদটীকায় প্রদত্ত অর্থ হইতে দিগ্‌দর্শন গ্রহণ করা হইয়াছে। অতি বিস্তৃত শ্রীল চক্রবর্তি টীকাটী শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার অনুবর্তন করিয়াছে। তাহা হইতে সামান্য কিছু উদ্ধার করা যাইতেছে, যথা—"যৎ অর্থাৎ যে আপনার তৎ অর্থাৎ প্রসিদ্ধরূপ আকার নারায়ণ-

ব্রহ্মণঃ পরো ভগবান্

অতো ব্রহ্মণঃ পরত্বেন শ্রীভগবন্তং কণ্ঠোক্ত্যৈবাহ (ভাঃ ৪।২৪।২৮)—

"যঃ পরমং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥"

রহো ব্রহ্ম অস্মাদপি পরং ততঃ সুতরাং ত্রিগুণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবাত্মনঃ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব ন তু কর্মার্পণাদিনা প্রপন্নঃ, ইত্যন্বয়ঃ।

তথা চ বিষ্ণুধর্মে নরকদ্বাদশীব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ—

"আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহদাদিষু। প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ॥

অনুবাদ

অতএব শ্রীরুদ্র প্রচেতাদিগের নিকট উচ্চকণ্ঠে শ্রীভগবান্‌কে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন (ভাঃ ৪।২৪।২৮)—"যিনি রহঃ অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব ত্রিগুণাত্মক প্রধান (প্রকৃতি) ও জীবনামক জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ ত' বটেই, এমন ভগবান্ বাসুদেবের চরণে যিনি সাক্ষাৎ অনন্যভাবে শরণাপন্ন হ'ন, তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়।" (গ্রন্থকারের টীকা)—রহঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; অতএব অত্যধিক পরিমাণে ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান ও জীবনামক হইতে অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে যিনি সাক্ষাৎ শ্রবণাদিদ্বারা, কিন্তু কর্মার্পণাদিদ্বারা নহে, প্রপন্ন হ'ন; ইহাই অন্বয়। বিষ্ণুধর্মে নরকদ্বাদশীব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবে বলিয়াছেন—"আকাশাদি মহাভূতে, শব্দাদিতন্মাত্রে,

টিপ্পনী

রাঘবাদি অব্যক্ত আদ্য জন্মরহিত বলিয়া বেদগণ বলেন। আর নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম যে আপনার জ্যোতি বলেন, যেমন (শ্বেঃ ৬।১৪) 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (তাঁহার জ্যোতিতে এ সমস্তই দীপ্তিমান্ হয়), 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।' (ভাঃ ১০।২৮।১৫)--অর্থাৎ সত্য, চিন্ময়, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, নিত্য, ব্রহ্ম-স্বরূপ যাঁহার ধাম), ······'যস্য প্রভা··· ··তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্···' (ব্রঃ সং ৫।৪০)—অর্থাৎ নিষ্কল, অনন্ত, অশেষতত্ত্বরূপে প্রতীত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা বা অঙ্গজ্যোতি ; 'সত্তামাত্র'—শুদ্ধসত্ত্বশক্তিবিলাসভূত অর্থাৎ স্ববিগ্রহধামভক্ত-পরিকরাদিক, 'নির্বিশেষ' —বিশেষ বা প্রপঞ্চ হইতে নির্গত, অতএব 'নিরীহ'—স্বতঃই পরিপূর্ণ বলিয়া বিতৃষ্ণ (অমরকোষ, 'স্পৃহেহা তৃড্‌বাঞ্চা'—একার্থবোধক), সেই আপনি (কৃষ্ণ) 'বিষ্ণু অধ্যাত্মদীপ' সর্বতত্ত্বপ্রকাশক···"। ৯১।

শ্রীরুদ্রদেব কি সূত্রে প্রচেতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গটী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। পৃথুবংশজ মহারাজ প্রাচীনবর্হির (বর্হিষ্মতের) দশটীপুত্র প্রচেতা-নামে খ্যাত। প্রজাসৃষ্টিজন্য পিতার আদেশে তাঁহারা শ্রীহরির উদ্দেশে তপস্যা করিবার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেন। ক্রমে তাঁহারা একটী বিরাট্ স্বচ্ছ, নানাপ্রকার পদ্মপুষ্পে সুশোভিত, অতি মনোরম সরোবরের তীরে উপনীত হ'ন। তথায় তাঁহারা দিব্যবাদ্য ও গীতধ্বনি শ্রবণে বিস্মিত হইলে দেখিলেন যে গন্ধর্বাদিগণকর্তৃক পরিবৃত সানুচর শ্রীরুদ্রদেব সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহারা সসম্ভ্রম প্রণিপাত করিলে, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"হে বর্হিষ্মৎ-পুত্রগণ, আমি তোমাদের সঙ্কল্প জানি। তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি এখানে তোমাদিগকে দর্শন দান করিলাম।" (ভাঃ ৪।২৪।২৭)। ইহার পরের শ্লোকই এখানে মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে বলিলেন যে, বিষ্ণুর ভক্তগণই

যথৈক এব সর্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ। তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্তিপ্রদং ক্ষয়ম্॥
প্রযাতু সুকৃতস্যাস্তু মমানুদিবসং জয়ঃ।" ইতি।

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সর্বাত্মশব্দেন চান্যথাসমাধানং পরাহতম্।

তথা চ—তত্রোত্তরং ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

"যন্ময়ং পরমং ব্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ম্। যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতদ্ ভবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ॥" ইতি।

তত্রৈব মাসর্ক্ষপূজাপ্রসঙ্গে ততঃ পরত্বং স্ফুটমেবোক্তম্—

অনুবাদ

কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়সমূহে, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিতে, প্রকৃতিতে, পুরুষে (জীবে), এমন কি ব্রহ্মেও একমাত্র সর্বাত্মা প্রভুরূপে ভগবান্ বাসুদেব অবস্থিত, এই সত্য জ্ঞানদ্বারা নরকক্লেশদায়ক আমার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, আর সুকৃতিসম্পন্ন আমার প্রতিদিন জয় হউক।" এস্থলে (ব্রহ্ম হইতে ভগবান্ শ্রেষ্ঠ—এই) প্রকরণের অনুরূপ 'সর্বাত্মা' এই শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অন্য কোন প্রকারের অর্থ নিরস্ত হইল। আরও ঐ বিষ্ণুধর্মের উত্তরখণ্ডে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে বলিয়াছেন—"পরব্রহ্ম যাঁহাদ্বারা ব্যাপ্ত, অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান যাঁহাদ্বারা ব্যাপ্ত, এই ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল প্রকৃতিও যাঁহা দ্বারা ব্যাপ্য, আমিও সেই ভগবানে তন্ময়তাবিশিষ্ট হইব অর্থাৎ তাঁহাতে ঐকান্তিকী ভক্তির অনুষ্ঠান করিব।" আবার ঐ গ্রন্থেই মাসর্ক্ষ-

টিপ্পনী

তাঁহার প্রিয়। পরে তিনি ভক্তগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। তৎপরে তিনি বিষ্ণুর বিস্তৃত স্তব পাঠ করেন ও তাঁহার গুণ বর্ণন করেন, যাহার প্রসিদ্ধ নাম রুদ্রগীত। প্রচেতোগণ ভগবান্ রুদ্রোপদিষ্ট স্তব করিতে করিতে জলমধ্যে তপস্যা করেন। অবশেষে তাঁহারা শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভপূর্বক সফলকাম হ'ন। প্রজাপতি দক্ষ ইঁহাদেরই পুত্র। তাঁহার কথা ৫০শ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকটীর স্বামিপাদের টীকা—"যিনি সাক্ষাৎ বাসুদেবের শরণাপন্ন, তিনি আমার প্রিয়। বাসুদেব কিরূপ? রহঃ অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে, ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান হইতে ও জীবনামক পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা।" এখানে 'সূক্ষ্মতত্ত্ব' বলিতে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিতেছে। চক্রবর্তিটীকা ইহা হইতে স্পষ্ট, যথা—"ত্রিগুণ অর্থাৎ মায়াশক্তি হইতে, জীবসংজ্ঞিত অর্থাৎ জীবশক্তি হইতে, রহঃ অর্থাৎ সর্বদুর্লক্ষ্য যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ, যেমন গীতায় (১৪।২৭) ভগবান্ বলিয়াছেন—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (আমি ব্রহ্মের-আশ্রয়)। যিনি সাক্ষাৎ প্রপন্ন, কিন্তু কর্ম অর্পণ করিয়া নহে, আর অন্য দেবতায় ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতির ব্যবধানের সহিত নহে, তিনিই প্রিয় বলায় বুঝাইতেছে 'আমার (শম্ভুর) নিজ ভক্তও আমার অত প্রিয় নহে।'" মুণ্ডকশ্রুতিতে (২।১।২) 'পরতঃ অক্ষরাৎ পরঃ'—এই অন্বয় করিয়া অনুবাদ গীতার (৮।৩) "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"—অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ ব্রহ্ম"—জগতের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।" —অর্থাৎ 'যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মায়, জাত হইলে যদ্দ্বারা জীবিত থাকে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন করে ও সর্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিতে যত্ন কর,—তিনিই ব্রহ্ম।' ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই (১।১।১-২)

"যথাচ্যুতস্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ, স ব্রহ্মভূতাৎ পরমঃ পরাত্মন্।
তথাচ্যুত! ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয়॥" ইতি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১৷৫৷৫৫) চ—"স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ" ইতি। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুণ্ডকঃ ২৷১৷২) ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসম্॥ ৯২॥

অনুবাদ

(মাস ও নক্ষত্র)-পূজাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"হে অপ্রমেয় (প্রত্যক্ষানুমানাদিদ্বারা অপরিচ্ছেদ্য) পরমাত্মতত্ত্ব ভগবন্ অচ্যুত, আপনি যেমন পরাৎপরতত্ত্বভূত ব্রহ্ম হইতে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তেমন আপনি আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ও আমার আপদ্-বিপদ্ অপহরণ বা দূর করুন।" শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেও (১৷৫৷৫৫) বলিয়াছেন—"ভগবান্ ব্রহ্মের প্রান্তভাগ, অপর অর্থাৎ তদতীত প্রান্তে স্থিত।" মুণ্ডক-শ্রুতি (২৷১৷২) বলেন—"পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।" মূলশ্লোকটী প্রচেতার প্রতি রুদ্রের উক্তি। (৯২)

টিপ্পনী

এই কথা—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ," শ্রীমদ্ভাগবতেরও প্রারম্ভে (১৷১৷১) তাহাই "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। 'অক্ষর' বলিতে যে সেই ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট, তাহা ঐ মুণ্ডকশ্রুতির পূর্ব মন্ত্রেই (২৷১৷১) দেখা যায়—"তথাঽক্ষরাদ্ বিবিধাঃ (হে) সৌম্য (শৌনক), ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপযান্তি"—অর্থাৎ 'নানাবিধ ভূতসমূহ অক্ষর হইতে উদ্ভূত হয় এবং তাঁহাতেই প্রলয়প্রাপ্ত হয়।' কঠোপনিষদে (১৷২৷১৬) বলিয়াছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥" —অর্থাৎ 'এই প্রণবাত্মক অক্ষরই ব্রহ্ম, এই প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, ইঁহার জ্ঞান লাভ করিলে, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই তাঁহার অর্থাৎ তাঁহার আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না।' বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৩৷৮৷৮-১১) অক্ষরতত্ত্ব বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন—"খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশে ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"—অর্থাৎ 'অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ'। এখন গীতোক্ত তিনটী শ্লোকে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' তত্ত্বের কথা ভগবান্ বলিয়াছেন। শেষ শ্লোকে (১৫৷১৮) বলিয়াছেন—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ"—অর্থাৎ 'আমি ক্ষরতত্ত্ব জীব ও অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম-পরমাত্মা হইতে উত্তম।' শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ দিয়াছেন—"বস্তুতঃ লোকে দুইটী বই পুরুষ নাই; তাহাদের নাম 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। (ভগবানের) বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপে জীব স্ব-স্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল তটস্থ-স্বভাব বশতঃ ক্ষরপুরুষ। স্ব-স্বরূপ হইতে অক্ষরণশীল স্বাংশ তত্ত্ব অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষের অন্য নাম 'কূটস্থ'-পুরুষ ('একরূপতয়া নিত্যকালব্যাপী, স কূটস্থঃ'—ইত্যমর-কোষঃ)। সেই কূটস্থ অক্ষর পুরুষের তিন প্রকার প্রকাশ। জগতে সর্বব্যাপিসত্তারূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হ'ন, তিনিই ব্রহ্ম। আর জগতে চিৎস্বরূপ জীব সকলকে আশ্রয় দিয়া যে প্রকার কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধচিত্তত্ত্বের প্রকাশক, তাহাই পরমাত্মা। (গীতা ১৫৷১৬)। এই দ্বিতীয় অক্ষরপুরুষ সামান্যতঃ অক্ষরপুরুষ ব্রহ্ম অপেক্ষা অন্য; তিনি ঈশ্বর এবং নির্বিকারভাবে লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্তৃস্বরূপে বিরাজ-মান। (গীতা ১৫৷১৭)। তৃতীয় এবং সর্বোত্তম অক্ষরপুরুষের নাম 'ভগবান্'। আমিই সেই ভগবত্তত্ত্ব। আমি ক্ষরপুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষরপুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উক্তি করে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতে হইবে যে, ক্ষর ও অক্ষরপুরুষ; তন্মধ্যে অক্ষর-পুরুষের তিনটী প্রকাশ—সামান্য প্রকাশ 'ব্রহ্ম', উত্তম প্রকাশ 'পরমাত্মা' ও সর্বোত্তম প্রকাশ 'ভগবান্'।

ব্রহ্ম সর্বপ্রতিষ্ঠা ভগবান্ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা

তদেবমেবাভিপ্রায়েণ "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তিঃ ২।১।৩) ইত্যাদাবন্তরঙ্গৈকৈকাত্মকথনান্তে—"ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং **প্রতিষ্ঠা,** মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈত্তিঃ উঃ—২।১।৩, ২।২, ২।৩, ২।৪, ২।৫) ইতি শ্রুত্যুক্তায়াঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি। শ্রীগীতোপনিষদো যথা—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীতা ১৪।২৭) অত্র ব্রহ্মশব্দসন্নিহিতপ্রতিষ্ঠাশব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্যতে। ততশ্চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। হি-শব্দঃ।

অনুবাদ

অতএব এই প্রকার (ব্রহ্ম অপেক্ষা ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের) অভিপ্রায়ে তৈত্তিরীয় **শ্রুতির** উক্তিসমূহ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা (২।১।৩) ক্রমপর্যায়ে (আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, **অগ্নি,** জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন, দেহধারী পুরুষ উৎপন্ন হওয়ায়) "উক্ত এই পুরুষ **অন্নরসের বিকারস্বরূপ"** ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ একের পর আর একটী আত্মার কথা বলিয়া শেষে বলিতেছেন—"এই আত্মা, ইহা পুচ্ছ (অর্থাৎ মেরুর অধোভাগে উপবেশন যোগ্য উপাঙ্গ)-স্বরূপ **প্রতিষ্ঠা বা** আধার" (২।১।৩), "...আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছস্বরূপ-প্রতিষ্ঠা" (২।২), "...আদেশ বা বেদের ব্রাহ্মণভাগ আত্মা, অথর্বাঙ্গিরস্ (অথর্বা ও অঙ্গিরাকর্তৃক দৃষ্টবেদমন্ত্রযোগে ক্রিয়াসমূহ) পুচ্ছস্বরূপ প্রতিষ্ঠা"

টিপ্পনী

৭৯ অনুচ্ছেদে ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোকে 'অক্ষরজুষাম্' পদের 'অক্ষর' অর্থে 'ব্রহ্ম'ই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। **অক্ষরতত্ত্বের বিচার** একটু বিস্তৃত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু বিষয় বস্তুটীর যতদূর সম্ভব সম্যক্ জ্ঞানটী সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া এটুকু বিস্তারকে কেহ প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া মনে করিবেন না, এটুকু আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। ৯২।

এখানে তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয় ব্রহ্মবল্লীর ১ম অনুবাকের ৩য় মন্ত্র (২।১।৩) হইতে ঐ বল্লীর **৫ম অনুবাক** (২।৫) পর্যন্ত অংশ হইতে শ্রীজীবপাদ কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন 'পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' (আশ্রয়াত্মক আধার) হইতে 'ব্রহ্মে'র 'পুচ্ছ প্রতিষ্ঠাত্ব' সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া তদপেক্ষাও শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠাত্ব যে শ্রেষ্ঠ, তাহা গীতোক্ত (১৪।২৭) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—দ্বারা স্থাপিত করিয়াছেন। আর এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিগণকর্তৃক ভগবৎ-স্তব হইতে একটী শ্লোকের (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) উদ্ধার ও ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার এই প্রবন্ধকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। উপরি কথিত শ্রুতিমন্ত্রগুলি এখানে উদ্ধার করিতে গেলে বিরাট্ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে আমরা এখানে ৫ম **অনুবাকের** দ্বিতীয়াংশ উদ্ধার করিয়া মন্ত্রগুলির আদর্শ দেখাইতেছি, যথা—"তস্যৈষ এব শরীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য, তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং **পুরুষবিধঃ।** তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণপক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরপক্ষ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"—**অর্থাৎ 'পূর্বকথিত** মনোময়ের এই বিজ্ঞানময় দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য, তবে তাঁহারই অন্তরে (মধ্যে) **আনন্দময়** আত্মা তদ্দ্বারাই পূর্ণ। তিনিও পুরুষবিধ (পুরুষাকার)। সেই বিজ্ঞানময়ের পুরুষবিধত্বের অনুরূপ এই **পুরুষবিধ।** (পক্ষিরূপে) তাঁহার প্রিয়—মস্তক, তাঁহার মোদ বা হর্ষ—দক্ষিণ পক্ষ (ডানদিকের পাখা), প্রমোদ (**অধিকতর**

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা ১৪।২৬) ইত্যস্য নিরন্তরপ্রাচীনবচনস্য হেতুতাবিবক্ষয়া। অতো গুণাতীত-ব্রহ্মণঃ প্রকৃতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থহেতুবচনেঽস্মিন্নুপচারেণ তচ্ছব্দস্য ব্রহ্মশক্তিরূপং হিরণ্যগর্ভরূপং বা অর্থান্তরমযুক্তং কিন্ত্বেবমেব যুক্তং যথা। নন্বু ত্বদ্ভক্ত্যা কথং নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ; সা তু তদেকানুভবেন ভবেৎ, তত্রাহ ব্রহ্মণো হি—ইতি। হি যস্মাৎ ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরম-

অনুবাদ

(২।৩), "...যোগ আত্মা, মহঃ বা তেজ অথবা চতুর্থলোক পুচ্ছস্বরূপ প্রতিষ্ঠা" (২।৪), "...আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছস্বরূপ প্রতিষ্ঠা" (২।৫)। এই শ্রুতিকথিত পঞ্চমী প্রতিষ্ঠার (ব্রহ্মেরও) উপরে (ভগবান্)। শ্রীগীতায় (১৪।২৭) ভগবান্ বলিয়াছেন—"যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।"

এইস্থানে ব্রহ্মশব্দের সন্নিহিত প্রতিষ্ঠাশব্দ দেখিয়া ঐ শ্রুতিবাক্যটী ("ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা") স্মরণে আসে; অতএব এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীতা ১৪।২৭) 'হি' শব্দটী পূর্ববর্তী (১৪।২৬) শ্লোকের সচরাচর প্রচলিত বাক্যের কারণ বলিবার জন্য (—অর্থ যেহেতু)। শ্লোকার্থ—"যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ-নামক মায়ার) গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের (ব্রহ্মানুভূতির) যোগ্য হ'ন।" গুণাতীতব্রহ্ম—(ব্রহ্মশব্দের) এই প্রকৃত অর্থ হওয়ায় প্রাচীন (অতি প্রচলিত) অর্থের (২৬শ শ্লোকের) এই হেতুবচনে (—'যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা') ঐ (ব্রহ্ম) শব্দের ব্রহ্মশক্তিরূপ বা হিরণ্যগর্ভরূপ

টিপ্পনী

র্ব)—উত্তর (বাম) পক্ষ; আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছস্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা ভগবান্। ইহা গীতায় (১৪।২৭) ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন।

উদ্ধৃত পূর্ব (১৪।২৬) শ্লোকটীর চক্রবর্তিটীকা—'চ'-শব্দের অর্থ 'এব', অতএব 'মাং চ'—শ্যামসুন্দরাকার পরমেশ্বর আমাকেই ভক্তিযোগে যিনি সেবা করেন তিনিই ব্রহ্মানুভবে সমর্থ। আমি বলিয়াছি (ভাঃ ১১।১৪।২১) 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', এখানে এক (ঐকান্তিকী) ভক্তি বলাতে ভক্তি বিনা অন্য প্রকারে ব্রহ্মানুভব হয় না, ইহা নিশ্চিত; আর সে ভক্তিযোগ কেমন? অব্যভিচার অর্থাৎ কর্মজ্ঞানাদিদ্বারা অমিশ্র। কর্ম ত' বটেই, জ্ঞানও ত্যাগ করিতে হইবে (ভাঃ ১১।১৯।১)—'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ', জ্ঞানিগণের চরমাবস্থার জ্ঞানও ন্যাস (ত্যাগ) করিতে হইবে। কিন্তু ভক্তিযোগের ন্যাসের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিযোগের পক্ষে কর্মযোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও ব্যভিচার, অতএব পরিত্যাজ্য। কিন্তু অনন্যভক্তকে নির্গুণ বলা হইয়াছে "নির্গুণো মদপাশ্রয়াৎ" (ভাঃ ১১।২৫।২৬)—অর্থাৎ আমাকে ভক্তিদ্বারা আশ্রয় করিলে নির্গুণ হয় (গুণাতীত) হয়।..." শ্রীবলদেবটীকা—"...'চ'—অবধারণে (নিশ্চিতার্থে 'মাং চ'—আমাকেই)। 'নান্যং গুণেভ্যঃ' ইত্যাদি (গীতা ১৪।১৯) উক্তি, অর্থাৎ 'গুণসকল হইতে অন্য কর্তা নাই ও গুণসকলের অতীত ভগবান্—এই তাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা মদ্ভাব (ভগবদ্ভক্তি) প্রাপ্ত হ'ন'—ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না কেবল ঐ জ্ঞানেই গুণাতীত হওয়া যায়, কিন্তু ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াও যিনি মায়াগুণের স্পর্শশূন্য, মায়ার নিয়ন্তা, নারায়ণাদিরূপে বহুধা আবির্ভূত, চিদানন্দঘন, সর্বজ্ঞপ্রভৃতি-গুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অব্যভিচার

প্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতৌ আনন্দময়াঙ্গত্বেন দর্শিতম্। তস্য পুচ্ছত্ব-রূপিতব্রহ্মণঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) ইতি সূত্রকারসম্মতপরব্রহ্মভাব আনন্দ-ময়াখ্যঃ প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতিবৎ প্রচুর আনন্দরূপঃ শ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা। যদ্যপি ব্রহ্মণো মম চ ন ভিন্নবস্তুত্বং তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈবোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তি-প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাপ্যাধিক্যার্হত্বাৎ। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশ-শ্রবণাৎ। অত একস্যাপি বস্তুনস্তথা তথা প্রকাশভেদো রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষো মার্তণ্ডমণ্ডল-

অনুবাদ

ইত্যাদি উপচার বা লক্ষণাযোগে অর্থদ্বারা কথিত অন্য অর্থ অসঙ্গত; কিন্তু এই প্রকার অর্থই যুক্ত, যথা—(অর্জুনের আশঙ্কিত প্রশ্ন): আচ্ছা, তোমার ভক্তিদ্বারা কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম পাওয়া যাইবে ? নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ত' একমাত্র তাঁহার অনুভবযোগেই হইবে; ইহার উত্তর বলিতেছেন—"ব্রহ্মণো হি" অর্থাৎ যেহেতু "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) এই বাক্যে শ্রুতিতে যাহা পরম প্রতিষ্ঠারূপে প্রসিদ্ধ, তাহাই ঐ শ্রুতি বাক্যেই আনন্দময়াঙ্গরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, (উপরে ২।৫ চিহ্নিত অনুবাদটী দ্রষ্টব্য)। ঐ পুচ্ছরূপে বর্ণিত ব্রহ্মের আমি (ভগবান্, গীতা ১৪।২৭ 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্') প্রতিষ্ঠা,—ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব (১।১।১২ সূত্রে) আমার আনন্দময় নামক পরব্রহ্মভাব স্বীকার করিয়াছেন; সূর্য যেমন প্রচুর

টিপ্পনী

অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিযোগে সেবা অর্থাৎ আশ্রয় করে, তিনিই এই সমস্ত গুণ, দুরত্যয়া হইলেও, অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূয় অর্থাৎ (৮।৭।১ ছান্দোগ্যোক্তি) অষ্টগুণবিশিষ্ট নিজ স্বরূপধর্ম পাইবার যোগ্য হ'ন। ..." স্বামিপাদ টীকার শেষে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।"—অর্থাৎ 'মোক্ষলাভে সমর্থ হ'ন।' 'ব্রহ্ম হইয়া যাইবার যোগ্য হ'ন'—এরূপ ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। ব্রহ্মসদৃশ অষ্টগুণসম্পন্ন হইবার যোগ্য হ'ন। মুণ্ডক শ্রুতি (৩।১।৩) বলিতেছেন—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"—'নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল হইলে বা জড়মুক্তি হইলে পরম (অতি সন্নিকট) সাম্য (সমান স্বরূপ, একতা নহে) প্রাপ্ত হ'ন।' এখানেও যদি 'পরম সাম্য'কে 'অভেদ' বলিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হয়, তাঁহাকে একগামী যুক্তিহীন তার্কিক বলিয়া জানিতে হইবে। এই মন্ত্রের পূর্বের দুইটী (মুঃ ৩।১।১-২ 'দ্বাসুপর্ণা', 'সমানে বৃক্ষে') মন্ত্রে দুইটী আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা নির্মল হইলে পরমাত্মার সহিত সমস্বরূপ হ'ন, এক হইয়া যা'ন না। ভাষার সৌকর্যার্থে যেখানে 'ব্রহ্ম' হ'ন বলা হয়, সেখানেও 'ব্রহ্মসদৃশ হ'ন'—এই সঙ্গত অর্থ করা হয়, যেমন ঐ শ্রুতিতেই (মুঃ ৩।২।৯)—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি..."—অর্থাৎ 'যিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যা'ন।' এখানে 'সদৃশ' অর্থ করা হইয়াছে কোষকারগণের প্রদত্ত 'এব'শব্দের অর্থ অনুসারে, যথা—বিশ্বপ্রকাশে "এবৌপম্যেঽবধারণে" (—'এব'শব্দ উপমা ও অবধারণ অর্থে'), অমরকোষে "এবেবং সাম্যে" (এই রূপ 'এব'-শব্দ সাম্য অর্থে)। এই অর্থ ঐ মন্ত্রেই ইহার পরে বর্ণিত তাঁহার অবস্থা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান, যথা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" অর্থাৎ তিনি শোক উত্তীর্ণ হ'ন (—অষ্টগুণের 'বিশোক' হ'ন) পাপ হইতে মুক্ত ('অপহতপাপ্মা) হ'ন ও হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ ভোগা-সক্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত অর্থাৎ মরজগতের মায়া হইতে মুক্ত হ'ন।' ইহজগতে মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজেদের

তদ্‌গভস্তিভেদবত্তুৎপ্রেক্ষ্যঃ। অতো ব্রহ্মপ্রকাশস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি নীয়মানো ব্রহ্মধর্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি (৬।৭।৭৫) সংপ্রবদতে—"শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি, ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিভিঃ—"সর্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং ভগবতা—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'" ইতি। অত্র চ তৈর্বাখ্যাতম্ "ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ" ইতি। অত্র চিৎ প্রত্যয়স্তু তত্তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্যতে ইতীত্থমেব। অত্রৈব "প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি" টীকা মৎসরকল্পিতা। ন হি তৎকৃতা

অনুবাদ

প্রকাশ, সেইরূপ আমি প্রচুর আনন্দরূপ। (সূত্রটী টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইবে)। যদিও ব্রহ্ম ও আমি বস্তুত্বে ভিন্ন নই, তথাপি শ্রীভগবান্-রূপে কথিত আমি প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, যেহেতু স্বরূপশক্তি-প্রকাশবলে স্বরূপপ্রকাশ আমি আধিক্যের যোগ্য ; কেননা ইহা প্রসিদ্ধ যে, শ্রীভগবৎপ্রকাশ নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রকাশেরও উপরে। অতএব একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশভেদ রজনীর অন্ধকার দূরকারিণী জ্যোৎস্না অপেক্ষা সূর্যমণ্ডলের সেই প্রচণ্ডকিরণের ভেদের ন্যায় অনুমেয়। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশ আমারই অধীন বলিয়া কৈবল্যমুক্তি কামনা করিয়া আমার ভজনদ্বারা সাধক ব্রহ্মে নীত হইয়া ব্রহ্মধর্ম পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। এস্থলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও (৬।৭।৭৫) সমান কথাই বলিতেছেন, যথা—"(ভগবান্) সমচিত্ত সর্বগ আত্মারও শুভাশ্রয়"। এখানেও স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সর্বগ আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মেরও আশ্রয়—অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ই তাহা বলিয়াছেন—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্')।"

টিপ্পনী

স্বরূপগত চিজ্জীবনের ধর্ম হইতে চ্যুত হওয়ায় প্রকৃত জীবনশূন্য অর্থাৎ মৃত। তিনি এ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। এখানে 'ব্রহ্মের সহিত একত্ব' অর্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

উপরে আমরা তৈঃ উঃ ২।৫ মন্ত্রের শেষার্ধের অনুবাদ দিয়াছি। এখানে সংশয় উঠিতে পারে যে, এই আনন্দময় পুরুষ জীব, না পরমাত্মা ? "এষ শরীর আত্মা" বলায় দেহসম্বন্ধপ্রতীতি হইতে মনে হয় যেন জীবই উদ্দিষ্ট। কিন্তু ব্রঃ সূঃ ১।১।১২ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রে বলেন, জীব নয়, তিনি পরব্রহ্মই। গোবিন্দভাষ্যে বিদ্যাভূষণপাদ ব্যাখ্যায় বলেন—"কি জন্য পরব্রহ্ম ?" মন্ত্রটী 'প্রতিষ্ঠা' বলিয়া শেষ করিয়া আনন্দময় নিরূপণপূর্বক পরবর্তী অনুবাকের (২।৬) আরম্ভেই শ্লোকাকারে বলিয়াছেন 'ব্রহ্মকে যে অসৎ (অস্তিত্বহীন) বলিয়া জানে, সে নিজেই অসৎ। যিনি বলেন—ব্রহ্ম অস্তি বা আছেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সৎ বলিয়া জানেন।' এখানেই ব্রহ্মশব্দ অভ্যস্ত (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্ত) হইয়াছে। পুচ্ছব্রহ্মের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উক্তি) হইয়াছে, এরূপ বলা যাইবে না। ২য় অনুবাকের আরম্ভ হইতে ৫ম অনুবাকের শেষ পর্যন্ত চারিটী অন্নময়াদি পুচ্ছি-পুরুষচতুষ্টয়ের পরে বলিয়া এই শ্লোকটীরও সেই প্রকার আনন্দময়েরও উত্তরোত্তর প্রকাশভেদে অন্যগুলির নাম ভেদহেতু প্রত্যেকটীতে আনন্দময় বলিয়া উল্লেখ হয় নাই। পূর্বের গুলিতে 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' বলা হয় নাই। অন্নময়াদি অসুখময় কোষসমূহের মধ্যে আনন্দময় কোষের উল্লেখ হইলেও উহার

অসম্বন্ধত্বাৎ। ন হি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি। ন চ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্যঃ। ন চামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে। ন বা শ্রুতিশৈলী-বিষ্ণুপুরাণয়োঃ সংবাদিতাস্তি। তস্মান্ন সা আদরণীয়া, যদি বা আদরণীয়া, তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয়ঃ। প্রতি লক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি যত্রেতি।

তদেতৎ সর্বমভিপ্রেত্যাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।১৭)—

"দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা-, মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।

অনুবাদ

এখানেও (গীতা ১৪।২৭) 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'-এর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা, অর্থ—'আমি ঘনীভূত ব্রহ্মই'। সূর্যমণ্ডল যেমন ঘনীভূত প্রকাশ সেইরূপ।" এখানে 'ঘনীভূত'-শব্দের যে 'চ্বি' প্রত্যয় (—টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), তাহা উপাসকগণের হৃদয়ে ঘনীভূতপ্রকাশ ব্রহ্ম অভূত অর্থাৎ পূর্বে ছিল না বুঝাইতেছে, উহা ব্রহ্মসম্বন্ধে উপচার বা লক্ষণাদ্বারা আরোপ,—এই প্রকার ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য। এই স্থলেই টীকায় দেখা যায় 'প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা'। টীকার এই অংশটী কোনও মৎসর ব্যক্তির কল্পিত। ইহা তাঁহার (স্বামিপাদের) কৃত নয়, কেন না তাঁহার সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, (যেহেতু তিনি বৈষ্ণব, তিনি 'ব্রহ্মের প্রতিমা' বলিতে পারেন না। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণের ২৮শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে ৬৩তম পৃষ্ঠার শেষ ৫টী পংক্তিতে তাঁহার কথা আছে।)

টিপ্পনী

মুখ্যত্বের হানি হয় না, যেহেতু উহা উক্ত সমস্ত কোষগুলির অন্তবর্তী: অজ্ঞলোকের বোধের সুবিধাজন্য ঐ প্রকার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও অন্তবর্তীরূপ জানাইবার জন্য অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্যন্ত একস্থানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে স্থূল অন্নময় পুরুষসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরপর ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট ও অন্তবর্তী প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, অবশেষে সর্বান্তবর্তী আনন্দময় ব্রহ্মের উপদেশ করা হইলেও ইহারই মুখ্যত্ব জানিতে হইবে।...।" কোষ বা কোশ অর্থে আবরণ, খড়্গাদির খাপ; অন্নময়াদি কোষগুলির মধ্যে পরস্পর সূক্ষ্মতর কোষগুলি স্থূলতর কোষের অভ্যন্তরে বর্তমান; সকলের মধ্যে শেষে আনন্দময়ব্রহ্ম। 'আনন্দময়'শব্দ বিকারার্থে 'ময়ট'-প্রত্যয়ান্ত নহে, উহা পাণিনির "তৎ-প্রকৃতবচনে ময়ট্" অর্থাৎ অবয়ব বুঝাইতে 'ময়ট্' প্রত্যায়ান্ত; আনন্দ যাঁহার অবয়ব, তিনি আনন্দময়। ভগবৎসম্বন্ধে অবয় ব অবয়বীতে ভেদ নাই; সুতরাং আনন্দই ভগবানের স্বরূপ; ইহা পরবর্তী অনুবাকের মন্ত্রে (তৈঃ ২।৭) বলা হইয়াছে—"রসো বৈঃ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"—অর্থাৎ 'তিনিই রস বা আনন্দ, রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হ'ন।'

শ্রীভগবান্ যে সকলেরই পরমাশ্রয়তত্ত্ব, তাহা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণের ৫৯তম অনুচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। তিনি গীতায় (১৪।২৭) বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অতএব তিনি প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, যেহেতু তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্ব ব্রহ্মের নির্বিশেষ-প্রকাশত্ব অপেক্ষা অনেক উচ্চে। শ্রীজীবপাদ উপমা দিয়াছেন—প্রচণ্ড মার্তণ্ডের উজ্জ্বলতম জ্যোতির সহিত ভগবৎপ্রকাশের, আর তাঁহারই ঐ জ্যোতিঃ যখন চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্যোৎস্নাকার ধারণ করে, তাহার সহিত ব্রহ্মপ্রকাশের। ভগবান্ ও ব্রহ্ম বস্তুত্বে এক হইলেও

পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ, সদসতঃ পরং ত্বগথ যদেষ্ববশেষমৃতম্।"

অস্তুভূতো জীবা দৃতয় ইব শ্বসদাভাসা যদি তে তবানুবিধা ভক্তা ভবন্তি তদা শ্বসন্তি প্রাণন্তি। তেষু ত্বদ্ভক্তানামেব জীবানাং জীবনং মন্যামহে ইতি ভাবঃ। কথং? যস্য তব অনুগ্রহতঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপমণ্ডং দেহং মহদহমাদয়োঽসৃজন্ অতঃ স্বয়মেব তথাবিধাৎ ত্বত্তঃ পরাঙ্মুখানামন্যেষাং দৃতিতুল্যত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অনুগ্রহমেব দর্শয়ন্তি অত্র মহদহমাদিষু অন্বয়ঃ প্রবিষ্টস্ত্বমিতি। কথং মৎপ্রবেশমাত্রেণ তেষাং তথা সামর্থ্যং স্যাৎ? তত্রাহুঃ। যদ্

অনুবাদ

আর নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভবপরও নয়, আর সূর্যও তাঁহার প্রকাশের প্রতিমা নয়; আর (উক্ত শ্লোকোক্ত) অমৃতের, অব্যয়ের—ইত্যাদি পরবর্তী তিনটী পদে কথিত মোক্ষাদির প্রতিমা হইতে পারে না। তাহার উপর উহাতে শ্রুতিপ্রণালী ও বিষ্ণুপুরাণ—এই উভয়ের সদৃশত্ব (প্রতিমা) নাই। অতএব টীকার ঐ 'প্রতিমা' কথাটি আদরণীয় নয়। যদি বা আদরণীয় (গ্রহণীয়) হয়, তাহা হইলে ঐ 'প্রতিমা'-শব্দদ্বারা আশ্রয় বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'প্রতিমা'র নিরুক্তি—যাহাতে 'প্রতি' অর্থাৎ লক্ষ করিয়া 'মাতি' অর্থাৎ পরিমিত (মাপ) হয়, তাহাই 'প্রতিমা' (অর্থাৎ সাদৃশ্য)।

অতএব এই সমস্ত অভিপ্রায়েই শ্রুতিগণ (ভাঃ১০।৮৭।১৭) বলিতেছেন—"হে ভগবন্, প্রাণিগণ আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ সার্থক জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাহারা দৃতি বা ভস্ত্রাতুল্য (হাপরের মত) বৃথা শ্বাস গ্রহণ করে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি যাঁহার অনুপ্রবেশে সামর্থ্য লাভ করিয়া

টিপ্পনী

প্রকাশভেদে তাঁহাদের মধ্যে এই প্রভেদ, তাই বলা হইয়াছে। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে (৮ম অনুচ্ছেদে) শ্রীজীবপাদ ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের 'চিন্মাত্র সত্তা' বলিয়াছেন। ইহা অস্মদীয় সংস্করণের টিপ্পনীতে (পৃঃ ১০-১২) বিস্তৃতভাবে আছে। পাঠক-মহোদয়গণ তাহা দেখিলে ভাল হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি (চৈঃ চঃ আঃ ২।৫) "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"—অর্থাৎ 'উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি ভগবানের অঙ্গকান্তি"—ইহার অনুভাষ্য-ব্যাখ্যায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সংবিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন ফলে···ব্রহ্মদর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম।" এতৎপ্রসঙ্গে বর্তমান সন্দর্ভের ৩য় অনুচ্ছেদটী টিপ্পনীসহ আলোচ্য।

কেহ কেহ গীতা ১৪.২৭ শ্লোকের 'ব্রহ্ম'-শব্দে ব্রহ্মশক্তিকে উদ্দেশ করেন। শ্রীজীবপাদ তাহা প্রকরণবিরুদ্ধ হওয়ায় নিরাস করিয়াছেন। অপর কেহ উহাদ্বারা 'হিরণ্যগর্ভরূপ'ত্ব আরোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাও হয় না। এখানে 'হিরণ্যগর্ভ'-শব্দের 'ব্রহ্মা' 'বিষ্ণু' প্রভৃতি প্রচলিত অপ্রাসঙ্গিক অর্থ না হইয়া তাঁহাদের উদ্দিষ্ট বেদান্তসারসম্মত অর্থ 'সূক্ষ্ম শরীরসমষ্ট্যুপহিতচৈতন্য' বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই চৈতন্যতত্ত্বের গুণগতবস্তুসমূহ লইয়াই সম্পর্ক, অথচ গুণাতীত পুরুষগণই ব্রহ্মভাবের যোগ্য হ'ন (গীতা ১৪।২৬)। অতএব এ ক্ষেত্রে এই ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যস্মাৎ সত আনন্দময়াখ্য-ব্রহ্মণোঽবয়বস্য প্রিয়াদেরসতস্তদন্যস্মাদন্নময়াদেশ্চ যৎ পরং পুচ্ছভূতং সর্বপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম তৎ খলু ত্বং, তত্রাপি এষু প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু অবশেষং বাক্যশেষত্বেন স্থিতং "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্" ইত্যাদাবন্যত্র প্রসিদ্ধম্। "আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্" (ভাঃ ২।৯।৪) ইত্যাদৌ ঋতত্বেনাপি প্রসিদ্ধং শ্রীভগবদ্রূপমেব ত্বম্ অতোঽন্নময়াদিষু পুরুষবিধঃ পুরুষাকারো যশ্চরমঃ প্রিয়মোদ-প্রমোদানন্দব্রহ্মণামবয়বী আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি। তস্মান্মূলপরমানন্দরূপত্বাৎ

অনুবাদ

সমষ্টিব্যষ্টিরূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদাকারে পরিলক্ষিত ও সর্বান্তে কোষপঞ্চকের আশ্রয়স্বরূপ (আনন্দময় পুচ্ছরূপ) বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু স্বরূপতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-পদার্থসমূহের অতীত ও পঞ্চকোষের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আপনিই সেই ঋত বা সত্য পদার্থ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।" (গ্রন্থকারের টীকা)—'অসুভৃৎ' অর্থাৎ জীবগণ দৃতি বা ভস্ত্রাসমূহের ন্যায় শ্বাসগ্রহণকারীর আভাসমাত্র, যদি তাঁহারা আপনার অনুবিধ অর্থাৎ ভক্ত হ'ন, তাহা হইলে (সার্থক) শ্বাসগ্রহণ করেন অর্থাৎ জীবনধারণ করেন। অর্থাৎ জীবগণের-মধ্যে আপনার ভক্ত জীবগণের জীবন আছে বলিয়া আমরা (শ্রুতিগণ) মনে করি। কেন? যে আপনার অনুগ্রহে সমষ্টিব্যষ্টিরূপ অণ্ড দেহকে মহৎ-অহং প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ স্বয়ং (ভগবান্) আপনা হইতে পরাঙ্মুখ অন্য জীবগণ যে দৃতিতুল্য (ভস্ত্রার ন্যায়) তাহা যুক্তই (সঙ্গত)। 'অনুগ্রহ' প্রদর্শন

টিপ্পনী

স্বামিপাদের টীকার মধ্যে যে 'প্রতিষ্ঠা'র 'প্রতিমা' অর্থ দেখা যাইতেছে, তাহা অসঙ্গত; শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, ঐ অর্থ স্বামিপাদপ্রদত্ত নয়; মৎসরতাপ্রযুক্ত কোনও অন্যমতাবলম্বীদ্বারা স্বমতস্থাপনের জন্য প্রক্ষিপ্ত। নচেৎ 'প্রতিমা'-অর্থ আশ্রয়; তাহার নিরুক্তিও বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"ঘনীভূত ব্রহ্ম" (স্বামিটীকা)—শ্রীজীবপাদ এখানে 'চ্বি' প্রত্যয়যোগ বলিয়া উপাসকের হৃদয়ে ঘনীভূত প্রকাশ পূর্বে ছিল না, উপচারদ্বারা 'ব্রহ্ম' এই প্রকার বুঝাইবার জন্য ঐ পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিকসূত্রকার সূত্র দিয়াছেন—কৃভ্বস্তিযোগে চ্বিঃ। অভূততদ্ভাব ইতি বক্তব্যম্"—অর্থাৎ কৃ, ভূ, অস্ ধাতুর যোগে অভূতের তদ্ভাব (অর্থাৎ যাহার যেরূপ না থাকে, তাহার সেরূপ হওয়া) অর্থে ক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির 'চ্বি' প্রত্যয় হয়। 'অস্য চ্বৌ'-সূত্র অনুসারে 'ঘন'শব্দের অন্ত্যবর্ণ অকার স্থানে 'ঈ' হইয়াছে; এখানে 'ভূ' ধাতুযোগে 'চি' হইয়াছে। 'কৃ'-ধাতুর যোগে উদাহরণ—অশুক্লং শুক্লং করোতি, শুক্লীকরোতি' 'অস্' ধাতুযোগে—'অশুক্লঃ শুক্লঃ স্যাৎ শুক্লীস্যাৎ' ইত্যাদি।

বেদস্তুতির (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) শ্লোকটীর স্বামিটীকা—"যাহারা আত্মঘাতী (অবিদ্যাবশে ভগবদ্বিস্মৃত), তাহারা দেহত্যাগান্তে সূর্যশূন্য অন্ধতমঃ নরকে যায় (ঈশোপনিষৎ ৩)। যদি পরমাত্মতত্ত্ব না জানে, তবে মহাসর্বনাশ; যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হ'ন; অন্যসকলে দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন", (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৪)—ইত্যাদি শ্রুতি ভজনবিহীন লোকদিগের নিন্দা করিতেছেন। এই শ্লোকেও তাহাই করা হইয়াছে। যদি অসুভৃৎ অর্থাৎ প্রাণধারী নরগণ আপনার (ভগবানের) অনুবিধ অর্থাৎ অনুবর্তনকারী ভক্ত হ'ন তবেই শ্বাসগ্রহণ করেন অর্থাৎ জীবনধারণ করেন অর্থাৎ সফলজীবন হ'ন। তাহা না হইলে দৃতি বা ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাসগ্রহণকারী (অর্থাৎ বৃথা প্রাণধারী)। আচ্ছা,

তবৈব প্রবেশেন তেষাং তথা সামর্থ্যং যুক্তমেবেতিভাবঃ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈত্তিঃ ২।৭) ইতি শ্রুতেঃ।

প্রকরণেঽস্মিন্নেতদুক্তং ভবতি। যদ্যপ্যেকস্বরূপেঽপি বস্তুনি স্বগতনানাবিশেষো বিদ্যতে, তথাপি তাদৃশশক্তিযুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্তৎসর্ববিশেষগ্রহণে নিমিত্ততা দৃশ্যতে, ন ত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্লাতি, দিব্যা তু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গত-দিব্যসভাদিকং গৃহ্লাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্ত্বেন তয়ৈব সম্যক্ তত্ত্বং দৃশ্যতে। তচ্চ

অনুবাদ

করিতেছেন—এখানে মহদহমাদিতে অন্বয় অর্থাৎ প্রবিষ্ট আপনি। (প্রশ্ন) কি প্রকারে আমার প্রবেশমাত্রেই তাহাদের ঐরূপ সামর্থ্য হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সৎ (অর্থাৎ নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট) আনন্দময় নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের অবয়বের প্রিয়াদি হইতে এবং তাঁহা হইতে অন্য অসৎ (অর্থাৎ নিত্যসত্তারহিত) অন্নময়াদি হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি পুচ্ছভূত সর্বপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম, আপনি তিনিই; সে ক্ষেত্রেও আপনি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠাবাক্য মধ্যে অবশেষ অর্থাৎ সর্ব শেষবাক্যরূপে স্থিত। অন্যত্র (১৪।২৭ গীতায়) প্রসিদ্ধ "ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" শ্রীশুকদেব (ভাঃ ২।৯।৪) বলিয়াছেন—"ভগবান্ হরি শ্রীব্রহ্মাকে ঋত অর্থাৎ সত্যস্বরূপ রূপ (চিদ্ঘনরূপ) দর্শন করাইয়া (শ্লোকের তৃতীয় চরণ—'ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপম্'—সমেত) যাহা (নিজের ভজনাত্মক যে কথা) বলিয়াছিলেন, তাহা জীবের নির্মল তত্ত্বজ্ঞানজন্য।" এই শ্লোকে ঋতত্ব (সত্যস্বরূপত্ব) রূপে প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্রূপই আপনি। অতএব অন্নময়াকাশাদিতে পুরুষবিধ

টিপ্পনী

অভক্তগণেরও ত' কামাদি ফল আছে—এরূপ পূর্বপক্ষ হইলে উত্তর—না, কার্যকারণ অনুগ্রাহকরূপে তাহাদের জীবনহেতু আপনার ভজন না করিলে ঐ কৃতঘ্নগণের তাহাতেও (কামপূরণেও) সিদ্ধি হয় না। এই কথা বলিতে 'মহদাহমাদি' বলিতেছেন। মহত্তত্ত্ব, অহংকার প্রভৃতি যাঁহার অনুগ্রহে অর্থাৎ অনুপ্রবেশে সামর্থ্য লাভ করিয়া অণ্ড অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপদেহ সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানেও অন্নময়াদি পাঁচটী কোষে প্রবেশ করিয়া সেই সেই আকারবিশিষ্ট হইয়া যিনি চেতনা দান করেন, তিনি আপনিই। সেইজন্য বলা হইয়াছে 'পুরুষবিধ', পুরুষের অন্নময়াদি বিধা বা আকারবিশিষ্ট। প্রশ্ন—যিনি চিৎ-এক-রস, তাঁহার ঐ সব আকার কিরূপে হয়? উত্তর—এখানে 'অন্বয়' অর্থাৎ অন্নময়াদি এই সমস্তে অনুগমন করেন, এইজন্য ঐ সব আকারতা। প্রশ্ন—এরূপ হইলে সত্যত্ব ও অসঙ্গত্ব কিরূপে বলা যায়? উত্তর—যিনি উপদিশ্যমান অন্নময়াদিমধ্যে চরম 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' (তৈঃ ২।৫) এই শ্রুতিমন্ত্রে পুচ্ছরূপে কথিত, তিনি আপনিই,—ইহা সম্বন্ধ। প্রশ্ন—আচ্ছা, ঐ প্রকারে অন্নময়াদিতে অন্বিতত্ব হইলে অসঙ্গত্বে ব্যাঘাত হয় ত'। উত্তর—সৎ ও অসৎ হইতে পর আপনি; এখন এই সমস্তে যাহা অবশেষ ঋত অর্থাৎ সত্য। সদসৎ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম অন্নময়াদি হইতে পর অর্থাৎ ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ সাক্ষিভূত। অবশেষ অর্থাৎ যাহা শেষ থাকিবে, তাহা অবাধ্য অর্থাৎ উহা বাধা দেওয়া যায় না, অনিষেধ্য (উহা থাকিবেই), অতএব ঋত সত্য। প্রশ্ন—তবে তাহাদের মধ্যে কিজন্য অন্বয় বা অনুগমন অর্থাৎ প্রবেশের কথা বলা হইল? উত্তর—শাখাচন্দ্রের ন্যায় স্বরূপ-লক্ষণজন্য (অর্থাৎ স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিবার জন্য, যেমন স্থূলতর বশিষ্ঠ নক্ষত্র দেখাইয়া সূক্ষ্মতর অরুন্ধতী-নক্ষত্রের নির্দেশ দেওয়া যায়)। ঐ উপনিষৎ (তৈঃ ২।২-৫) কথিত

ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্রূপত্বম্। জ্ঞানস্য তু অসম্যক্ত্বেন দর্শিতত্বাৎ তেনাদস্যগেব তদ্ দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য অসম্যগ্রূপত্বম্। তত্র চ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবান্তর-ভেদপর্যালোচনেষ্বসামর্থ্যাদ্বহিরেবাবস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধনানাপ্রকাশবিচিত্রেঽপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্ত্বে প্রকাশসামান্যমাত্রং যদ্ গৃহ্যতে তৎ তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎপ্রেক্ষ্যতে। ততশ্চাঘনত্বমংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্য। তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্ফূর্তি লক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব।

অনুবাদ

অর্থাৎ পুরুষাকার, যিনি চরম (শেষ কথা), প্রিয়ব্রহ্ম, মোদব্রহ্ম, প্রমোদব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্মের অবয়বী আনন্দময় ব্রহ্ম, তিনি আপনি। অতএব আপনি মূল পরমানন্দরূপ বলিয়া আপনারই প্রবেশে তাহাদের (মহৎ অহমাদির) ঐরূপ সামর্থ্য যুক্ত-(সঙ্গত-)ই, যেহেতু শ্রুতি (তৈঃ ২।৭।১) বলিয়াছেন—যদি আকাশে (হৃদয়-গুহাতে) আনন্দ (আনন্দময় ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা জীবন ধারণ করিত, কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত?" (শ্রুতিগণের উক্তি)।

এই প্রকরণে এইরূপ বক্তব্য। যদিও একস্বরূপবিশিষ্ট বস্তুতে স্বগত (স্বমধ্যস্থ) নানা ভিন্নত্ব বর্তমান, তথাপি দেখা যায় যে, সেইরূপ (যোগ্যতাবিশিষ্ট) শক্তিযুক্ত দৃষ্টিই সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য-দর্শনে কারণ, অন্য (প্রকার তদ্রূপ যোগ্যতারহিত) দৃষ্টিতে তাহা হয় না। যেমন মাংসগঠিত চক্ষু সূর্যমণ্ডলকে প্রকাশমাত্ররূপে গ্রহণ অর্থাৎ গোচরীভূত করে; কিন্তু দিব্য বা দেবগণের দৃষ্টি, সূর্যমণ্ডল প্রকাশমাত্র

টিপ্পনী

বাক্যগুলি প্রত্যেকটীতে—"স বা এষ পুরুষো হন্নরসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ'—ইত্যাদি বলিয়া স্থূলসূক্ষ্মক্রমে পঞ্চকোশগুলি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া 'তস্য পুরুষবিধতামন্বয়পুরুষবিধঃ'—ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখপূর্বক ঐ সকলে অন্বিতত্বরূপে লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' বাক্যদ্বারা সর্বসাক্ষি-শুদ্ধস্বরূপের নিরূপণই অনবদ্য (অতি সুন্দর) হইয়াছে।" শ্রীল চক্রবর্তি-পাদের অতি বিস্তৃত টীকা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—"পূর্বশ্লোকে কথিত ভজন-ব্যতিরেকে লোকসকল কিরূপ হয়, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—তাহারা ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস গ্রহণ করে অর্থাৎ আপনার (ভগবানের) প্রতি ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহাদের মৃত শরীরের ন্যায় স্বধর্মবশতঃ নিষ্প্রাণ হইলেও ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাসগ্রহণ করে। 'অনুবিধ' —অনুবিধান বা আনুকূল্য করে অর্থাৎ অনুচর ভক্ত হয়। 'অসুভৃৎ'—প্রাণধারী জীবন্ত মনুষ্য বলিয়া কথিত হয়। প্রশ্ন—যাহারা ভজন করে না, তাহাদেরও ত' সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ জীবন্ত বলিয়াই দেখা যায়, ম্রিয়মাণ ত' নয়। উত্তর—মহদহমাদি—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, কর্ণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ঐ দেহ দুইটীর আরম্ভক (অর্থাৎ যাহা লইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ), তাহারা যাঁহার অনুগ্রহবলে অণ্ড অর্থাৎ সমষ্টি-ব্যষ্টি-শরীর সৃষ্টি (নির্মাণ) করিয়াছে। মহদাদি-অভিমানী দেবগণের ভগবৎ-স্তবে (ভাঃ ৩।৫।২৯) কথিত—'হে ভগবন্, শরণাগত জনগণের তাপশান্তির ছত্রস্বরূপ আপনার পাদপদ্মে আমরা প্রণত হই। ...'—এই উক্তিতে দেখা যায় যে তাহারা অর্থাৎ চিত্ত-অহঙ্কারাদি ভজনে প্রবৃত্ত। অতএব যাহাদের চিত্ত-কর্ণাদি ভজনে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাদের দেহের চিত্ত-শ্রোত্রাদি নাই, তাহারা কেবল দেহাভাস, মৃতদেহমাত্র—ইহাই তাৎপর্য। প্রশ্ন—আচ্ছা, আমার কিরূপ আকার যে, তাহারা আমার ভজন করিবে? উত্তর—পুরুষবিধ,

অতএব "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্য আত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরং চাক্ষর-শব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাত্মত্বেন নারায়ণং বোধয়তি। উক্তাত্মাদিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণেন, "চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি" (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)। ইতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হ্যক্ষরশব্দেন ব্রহ্মৈব বাচ্যম্।

অথ শ্রীভগবতা সাংখ্যকথনে—"কালো মায়াময়ে জীবে" (ভাঃ ১১।২৪।২৭) ইত্যাদৌ

অনুবাদ

স্বরূপ হইলেও, তন্মধ্যস্থিত দিব্য পরিষদাদিও লক্ষ্য করে। এইরূপ এক্ষেত্রেও একমাত্র ভক্তেরই সম্যগ্‌দর্শনত্ব থাকায় কেবল ভক্তিদ্বারাই সম্যক্ তত্ত্ববস্তুর দর্শন হয়। সে সম্যক্ তত্ত্ববস্তুটী হইতেছেন একমাত্র ভগবান্, একমাত্র তাঁহারই সম্যগ্‌রূপত্ব। জ্ঞানের অসম্যগ্‌ভাবে দর্শন বলিয়া তদ্দ্বারা তত্ত্ববস্তু অসম্যগ্‌ভাবে দৃষ্ট হ'ন। আর তাহা ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্ম অসম্যগ্‌রূপ। আর এইরূপ স্থলে জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তুকে সামান্যাকারে গ্রহণ বা গোচরীভূত করিবে, কারণ (সমর্থ) বলিয়া তত্ত্ববস্তুর অন্তর্গত অঙ্গীভূত ভেদসমূহের পর্য্যালোচনায় অসমর্থতাপ্রযুক্ত বহির্দেশেই অবস্থিত। সেইজন্য ভাগবত পরমহংসগণের অনুভবসিদ্ধ নানা প্রকাশবিচিত্রতা থাকিতেও যে পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশলক্ষণ, তাহার যে প্রকাশ সামান্যমাত্র ঐ জ্ঞানদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা পরতত্ত্বের প্রভারূপে উৎপ্রেক্ষিত হয়। তজ্জন্যই তত্ত্ববস্তু অঘন, অংশ ও বিভূতিমাত্র বলিয়া কথিত হ'ন। অতএব অখণ্ডতত্ত্বরূপ ভগবান্‌কে সামান্যাকারে স্ফূর্তিলক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া স্বপ্রভাকাররূপে (ভগবানের অঙ্গপ্রভা বলিয়া) কথিত ব্রহ্মেরও আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) বলা সুসঙ্গতই।

টিপ্পনী

পুরুষের বিধা বা আকারের ন্যায় যাঁহার আকার; অতএব এই প্রকার ভগবান্ আপনি সর্বভূতে পরমাত্মা ও সর্ববৃহত্তম আনন্দরূপ ব্রহ্ম। 'অন্নময়াদি'তে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়; স্থূলদেহ, প্রাণ, অন্তঃকরণ, জীব ও পরমাত্মা, যথাক্রমে বস্তিপুচ্ছ, পৃথিবীপুচ্ছ, অথর্বাঙ্গিরঃ-পুচ্ছ, মহঃপুচ্ছ ও ব্রহ্মপুচ্ছ—এই যে পঞ্চপুরুষ শ্রুতিতে (তৈঃ ২।১-৫) কথিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি চরম আনন্দময়, আপনি তিনিই—এই সম্বন্ধ। প্রশ্ন—আচ্ছা, তাহা হইলে আমি কি অন্নময়াদিতে নাই? উত্তর—এই সব অন্নময়াদিতে অন্বয় অর্থাৎ অনুপ্রবেশ করেন; আপনি কারণ বলিয়াও অন্নময়াদি সেই কারণের কার্য বলিয়া ইহারাও আপনিই হইতেছেন; কিন্তু স্বরূপে তাহা নহে; স্বরূপে আপনি আনন্দময় সর্বকারণ পরমাত্মা। আরও যাহা এ সমস্তের মধ্যে সবশেষ পরমচরম, শ্রুতিতে (তৈঃ ২।৭) 'রসো বৈ সঃ', রসরূপে প্রতিপাদিত সদসৎ হইতে পরতত্ত্ব অন্নময়াদি স্থূলসূক্ষ্ম সর্ববিলক্ষণ …।"

শ্রীশুকদেবোক্ত (ভাঃ ২।৯।৪ সম্পূর্ণ শ্লোকটী যথা—"আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্। ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ॥" ইহার শেষ চরণটীর অনুবাদ এইরূপ "ব্রহ্মার অকপট তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট ভগবান্।" শ্রীব্রহ্মার তপস্যার কথা ইহার পরবর্তী কয়েকটী শ্লোকে বর্ণিত আছে; তাহার মর্ম প্রদত্ত হইতেছে। তিনি শ্রীগর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমলে উদ্ভূত হইবার পর নিজ অধিষ্ঠানভূত ঐ পদ্মাসনে আসীন থাকিয়া 'কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে

মহাপ্রলয়ে সর্বাবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদপি তস্য দ্রষ্টৃত্বং স্বস্মিন্নুক্তম্। (ভাঃ ১১।২৪।২৯)—

"এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ। প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥"

ইত্যত্র পরাবরদৃশেত্যনেন সোঽয়ঞ্চাত্র বিবেকঃ। সাংখ্যং হি জ্ঞানং তচ্ছাস্ত্রং খলু স্বরূপভূততদ্বিশেষমননুসন্ধায় বস্তুৎস্বরূপমাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি, তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদেব

অনুবাদ

অতএব শ্রুতি (শ্রীরামানুজাচার্য-উদ্ধৃত) যে বলিয়াছেন—"যাঁহার পৃথিবী শরীর, যাঁহার আত্মা শরীর, যাঁহার অব্যক্ত (প্রধান) শরীর, যাঁহার অক্ষর (ব্রহ্ম) শরীর, সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা বিধূতপাপ, দিব্য (স্বপ্রকাশ) দেব (পরমেশ্বর) একমাত্র নারায়ণ"—ইহার মধ্যে অক্ষরশব্দদ্বারা কথিত ব্রহ্মের পর্যন্ত আত্মা বলিয়া নারায়ণকে বুঝাইতেছে। উক্ত মন্ত্রে কথিত 'আত্মা'-প্রভৃতি শব্দের সর্বশেষে 'অক্ষর'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এই প্রমাণদ্বারা, ও (ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোকে) ব্রহ্মসেবী সনকাদির ভগবদ্দর্শনে চিত্তবিক্ষোভ-বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-অর্থে 'অক্ষর'-শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এখানেও অক্ষরশব্দদ্বারা ব্রহ্মই কথিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

টিপ্পনী

হইবে', চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে 'ত'—'প'—এই দুইটী বর্ণ উচ্চারিত হইতে শুনিলেন। কিন্তু চারিদিকে দেখিতে চারিটী মুখ হইলেও কাহাকেও না দেখিয়া অনুভব করিলেন যে, তাঁহাকে যেন তপস্যা করিতে কেহ উপদেশ দিতেছেন ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্বক একাগ্রচিত্তে দিব্য সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিলে তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ নিজ অপ্রাকৃত রূপ ও ধামদর্শন করাইয়াছিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে ভাগবত বর্ণনের মুখে (ভাঃ ২।৮ অঃ) কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন হইয়াছিল (ভাঃ ২।৮।৮)—"লোকসমূহের রচনা যাহা হইতে হইয়া থাকে, এইরূপ অণ্ডাত্মক পদ্ম যাঁহার উদর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ যদি···লৌকিক পুরুষের ন্যায় স্থূলাদি করচরণাদিবিশিষ্ট হ'ন, তবে ভগবান্ ও লৌকিক পুরুষে পার্থক্য কোথায় ?" মূলোদ্ধৃত (ভাঃ ২।৯।৫) শ্লোকটীর স্বামিটীকা–"যাহা (পরীক্ষিৎ প্রশ্নে) বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরেরও দেহসম্বন্ধ অবিশেষ (লৌকিক দেহাদি হইতে অপৃথক্) হইলে তাঁহাতে ভক্তিদ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইতে পারে ? তাহার উত্তর —আত্মা বা জীবের তত্ত্ববিশুদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত তাহা হইতেই পারে। প্রশ্ন তাহা কি ? উত্তর—তাহা ভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজ ভজনের কথা বলিয়াছিলেন। প্রঃ—কি করিয়া বলিলেন ? উঃ—ঋত অর্থাৎ সত্য চিদ্ঘন রূপ দেখাইয়া। প্রঃ—দেখাইবার কারণ কি ? উঃ—অব্যলীক (কাপট্যরহিত) ব্রত বা তপস্যাদ্বারা আদৃত বা সেবিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য। ভাবার্থ এই—জীবের অবিদ্যাহেতু তাহার দেহ-রূপ মিথ্যা; কিন্তু ঈশ্বরের যোগমায়াপ্রভাবে চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহের আবির্ভাব; অতএব (উভয়ের মধ্যে) মহাবিশেষ বা পার্থক্য। অতএব তাঁহার ভজনে মোক্ষ উপপন্ন হইল।" শ্রীবিশ্বনাথটীকা—"আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের নিজতত্ত্বের বিশুদ্ধি বা জ্ঞানপ্রদানজন্য, অথবা জীবতত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তাদির সংশোধনজন্য যে ঋত অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ চিদ্ঘনরূপ দেখাইয়া বলিলেন অর্থাৎ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের (ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫) উপদেশ দিলেন। তাহার কারণ—যেহেতু ভগবান্ ব্রহ্মার অব্যলীকব্রত বা নিষ্কপট ভক্তিদ্বারা আদৃত (সেবিত) হইয়াছিলেন। ··" এই শ্লোকাংশটী উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে ভগবদ্রূপ ঋত

প্রপঞ্চাবচ্ছিন্নত্বচরমপ্রদেশে প্রপঞ্চলয়াদ্বৈকুণ্ঠ ইব স্বরূপভূতবিশেষাপ্রকাশবদবশিষ্যমাণত্বেন বক্তুং যুজ্যতে। তচ্চ সবিশেষ্যমাত্রং স্বরূপশক্তিবিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা পৃথগিব তত্রানুভূয়ত ইতি। তদেবং নির্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎপ্রভারূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন

অনুবাদ

এক্ষণে শ্রীভগবানের সাংখ্য-প্রকরণে উক্তি (ভাঃ ১১।২৪।২৭)—"কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥"—অর্থাৎ "কাল জ্ঞানময় জীবে ও জীব জন্মরহিত আমার মধ্যে লীন হয়। কিন্তু বিশ্বের বিকল্প বা সৃষ্টি ও অপায় বা লয়ের লক্ষণ হেতু-ভূত কেবল আত্মা অর্থাৎ নিরুপাধিক আমি আত্মস্থ অর্থাৎ অন্যত্র লয়হীন থাকি।"—ইত্যাদিতে মহা-প্রলয়ে সকলের অবশিষ্টরূপ ব্রহ্ম, এই উপদেশ দান করিয়া তাঁহারও দ্রষ্টা স্বয়ং, ইহাই শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন। ইহার পর (ভাঃ ১১।২৪।২৯)—"পরাবরদৃক্ অর্থাৎ নিখিলকার্যকারণদর্শী আমি অনুলোম-প্রতিলোম অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেকক্রমে সংশয়-গ্রন্থিচ্ছেদক এই সাংখ্যবিধি বর্ণন করিলাম।"

টিপ্পনী

(নিত্যসত্য) ইহার পর আবার শ্রুতিগণের (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) স্তোত্রপ্রকরণ হইতে বলিতেছেন 'আপনার ঋতরূপ অন্নময়াদিতে পুরুষরূপ'। ইহার পর (তৈঃ ২।৫) শ্রুতির সংক্ষেপে আবৃত্তি করিতেছেন যথা—'প্রিয়শির',—মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা; ইহাদের পরে চরমত্ব দেখাইতে বলিয়াছেন আপনি ভগবান্ ইহাদের অবয়বী, অর্থাৎ ইহারা আপনার অঙ্গ বা অংশ, আপনি চরমতত্ত্ব আনন্দময়। সুতরাং আপনি যখন মূল পরমানন্দ, তখন ঐ সকলের মধ্যে আপনি অনুপ্রবেশ করায় মহদহম্যাদি সামর্থ্যলাভপূর্বক ব্যষ্টি-সমষ্টি দেহ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই। ভগবানের পরমানন্দরূপত্বই যে সকলের স্ব-স্ব কার্যে সামর্থ্যদানের মূল কারণ, তাহা দেখাইতে শ্রীজীবপাদ তৈঃ ২।৭ শ্রুতি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'রসো বৈ সঃ' আনন্দময় ভগবান্ সকল জীবেরই হৃদয়াকাশে বর্তমান, তাই তাহাদের প্রাণ ক্রিয়াদি সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে, নচেৎ কেহই সে সকলে যুক্ত হইতে পারিত না। ভগবান্ পূর্ণানন্দময়, জীবেরও স্বরূপগঠনে আনন্দ, তবে জীবের অণুচৈতন্যত্ব জন্য তাহা অতি কুণ্ঠিত; জীব ভগবানের পূর্ণানন্দত্বের আকর্ষণে তদুন্মুখ থাকিলে তাহার স্বরূপগত আনন্দ অব্যাহতভাবে সার্থকত্ব লাভ করে; কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ বহির্মুখ থাকিলে তাহার চিৎসত্তার সহিত আনন্দও অল্পবিস্তর আবৃত হইয়া পড়ে। তথাপি তাহার সত্তাগত আনন্দের প্রেরণাতেই তাহার সমস্ত ক্রিয়াতৎপরতা। হৃদয়াকাশে আমরা আনন্দময় পরমাত্মার সন্ধান পাই (মুণ্ডক ২।২।৭) শ্রুতিমন্ত্রে—"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ, তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥"—অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা দিব্যজ্যোতির্ময় ব্রহ্মপুরে ব্যোমে অর্থাৎ ব্রহ্মের বিরাজস্থলীরূপ হৃৎপদ্মস্থ আকাশে অবস্থিত। বিবেকিগণ তাঁহার সম্বন্ধে লব্ধ বিশেষজ্ঞান প্রভাবে সেখানে যে আনন্দরূপ অমৃত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্যগ্ দর্শন লাভ করেন।" আরও (তৈঃ ১।৬।১)—"স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ।" —অর্থাৎ 'অন্তর্হৃদয়ে এই যে (প্রসিদ্ধ) আকাশ, ইহাতে এই (প্রসিদ্ধ) বিজ্ঞানময় অমৃতস্বরূপ (আনন্দময়) জ্যোতির্ময় (স্বপ্রকাশ) পুরুষ বিদ্যমান।'

বর্তমান প্রকরণটীতে আলোচনার বিষয় এই যে, উপাসকগণ স্ব-স্ব-যোগ্যতা অনুসারে তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি করিতে পারেন। এই যোগ্যতাকে দৃষ্টিশক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জগতের লোকে চর্মচক্ষুযোগে সূর্যমণ্ডলকে

ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টম্। ততঃ স্পর্শরূপাদিমাধুরীধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাদ্ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি। যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরাখ্যানে শ্রীমদর্জুনং প্রতি স্বয়ং ভগবতা ;—

অনুবাদ

এখানে "পরাবরদৃশা" বলাতে এ ক্ষেত্রে বিবেক (বিচার) এই প্রকার। 'সাংখ্য' অর্থে জ্ঞান; তদ্বিষয়ক শাস্ত্র স্বরূপভূত তত্ত্ববস্তুর বিশেষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান (আলোচনা) করিয়া তিনি স্বরূপমাত্ররূপে প্রলয়কালে অবশিষ্ট—এই কথা বলে না, তাহাও প্রপঞ্চদ্বারা সীমাবদ্ধ চরমপ্রদেশে (শেষপ্রান্তে) প্রপঞ্চ লয় হইলে বৈকুণ্ঠের ন্যায় স্বরূপভূত বিশেষের অপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট—ইহা বলা সঙ্গত। সেই সবিশেষ্য-পর্যন্ত (তদ্বহিঃস্থ) নির্বিশেষ প্রকাশ-(ব্রহ্ম) বৈকুণ্ঠস্থ স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হ'ন। অতএব এই প্রকার নির্বিশেষ বলিয়া স্পর্শরূপাদিবৈশিষ্ট্যরহিত ব্রহ্মকে ভগবৎপ্রভারূপে কথনদ্বারা ভগবান্ হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম—এইরূপ বলা হয়। অতএব ভগবান স্পর্শ-

টিপ্পনী

দেখে একটা জ্যোতির্ময় পিণ্ডবিশেষ। কিন্তু দেবগণের উন্নত প্রকারের দৃষ্টিতে, যাহাকে দিব্যদৃষ্টি বলা হইয়াছে, সূর্য-মণ্ডল ত' দেখা যায়ই, তদতিরিক্ত মণ্ডলান্তর্গত সূর্যদেবের অবয়বাদি, রথ, রথের সপ্তাশ্ব, রথ-সারথি অরুণদেব প্রভৃতি পরিকরাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেক কিছু দর্শনীয়। চর্মচক্ষুষ্মান মানবগণ তাহাদের অসম্যগ্দৃষ্টিশক্তিতে সূর্যকে তেজোময় প্রকাশমাত্ররূপে অভিজ্ঞান করে, কিন্তু দিব্যচক্ষুষ্মান্ দেবগণ তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত সম্যগ্দৃষ্টিতে বিবিধবৈশিষ্ট্যসহ সূর্যকে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করেন। সেইরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানিগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকেই চরম জ্ঞান মনে করিয়া তাঁহাদের গভীর দৃষ্টি না থাকায় প্রাকৃত জগতের বৈশিষ্ট্যসমূহের নিরাস করিতে গিয়া অপ্রাকৃত গভীর প্রদেশের বৈচিত্রীসমূহের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহারা উপরে উপরে 'নেতি নেতি'তেই আবদ্ধ থাকিয়া, তত্ত্ববস্তুর বিশেষত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যা'ন। ইহ জগতের সূর্যদর্শিগণের সূর্যকে তেজোমণ্ডলরূপে যে অভিজ্ঞান, তাহা ভ্রান্ত নহে, কেননা সূর্যের তেজোমণ্ডলত্বের অভাব নাই; তবে তাঁহাদের দর্শন অসম্যক্, কেননা সূর্যের মণ্ডলমধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান নাই। সেইরূপ তত্ত্ববস্তুতে নির্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন ভ্রান্ত নহে, কেননা তত্ত্ববস্তুতে প্রাকৃত বিশেষ না থাকায় তিনি ত' নির্বিশেষ বটেই; তবে তিনি মাত্র এই ব্যতিরেকমুখী চিন্তারই বিষয়ীভূত তত্ত্ব নহেন, প্রাকৃতগোচর না হইলেও তিনি অপ্রাকৃত বাস্তববস্তু, অপ্রাকৃত অন্বয়মুখী চিন্তাদ্বারা তাঁহার বিশেষত্বদর্শন লভ্য। সেই অন্বয়মুখী চিন্তা হইল ভক্তি। ভগবান্ ভক্তির বশ; ভগবদুক্তি "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১); উপনিষদেও (কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩) সেই কথা—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" ভক্তই ভক্তিদ্বারা পূর্ণতত্ত্ববস্তু ভগবান্এর দর্শন প্রাপ্ত হ'ন, অন্যে নহে। জ্ঞানী সেই তত্ত্বের বহির্ভাগমাত্র অর্থাৎ অঙ্গজ্যোতি দর্শন করেন, সেই প্রকাশ সামান্যাকারই, ব্রহ্মনামে খ্যাত। তাই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম পূর্ণতত্ত্ব ভগবানের প্রভারূপে গৃহীত হ'ন। শ্রীব্রহ্মা তাঁহার গোবিন্দস্তবে (ব্রঃ সং ৫।৪০) তাহাই বলিয়াছেন—"যস্য প্রভা…তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্"—অর্থাৎ নিষ্কল (নিরুপাধি), অনন্ত (অপরিসীম), অশেষভূত (অবশিষ্ট বা নির্বিশেষ) ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা'। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সংক্ষেপে সরলভাবে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ২।৫)—"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" অর্থাৎ "যাঁহাকে উপনিষৎ অদ্বৈতব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা শ্রীভগবানের তনুভা বা অঙ্গকান্তি।" তিনি পয়ারে ইহার অনুবাদ দিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ২।১২-১৩)—"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল ॥

"ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥
সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ ! যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ॥
মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥"

অনুবাদ

রূপাদির মাধুরীময় বলিয়া সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গজ্যোতির ব্রহ্মত্ব উত্তমরূপে সিদ্ধ হইল। শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরাখ্যানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ অর্জুন, তুমি যে অলৌকিক মহাতেজোবিশিষ্ট ব্রহ্মকে দেখিলে, আমিই সেই ; তিনি আমার নিত্য তেজ (জ্যোতি)। আর ব্যক্তা (ভক্তের নিকট প্রকটিতা) ও অব্যক্তা (অভক্তের নিকট অপ্রকটিতা)

টিপ্পনী

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥" উপনিষদেও (মুঃ ২।২।৯) ব্রহ্মকে জ্যোতিঃ বলিয়াছেন—"হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥" অখণ্ডতত্ত্বরূপ ভগবান্ প্রকাশসামান্যাকারে জ্ঞানিগণের নিকট স্ফূর্তিপ্রাপ্ত স্বাঙ্গজ্যোতীরূপে পরিচিত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়—ইহা অতি সঙ্গতভাবেই স্বয়ংই ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ১৪।২৭)।

উদ্ধৃত "যস্য পৃথিবী শরীরং"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শ্রীনারায়ণ সকলেরই আত্মা—পৃথিবীর, জীবাত্মার, প্রকৃতির, অক্ষর তত্ত্ব ব্রহ্মেরও। সনকাদি মুনিচতুষ্টয় সেই অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকরূপে ব্রহ্মানন্দী আত্মারাম ছিলেন। উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে সর্বশেষে 'অক্ষরও ভগবানের শরীর' বলাতে পৃথিবী, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতির পরও যে তত্ত্বকে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ঐ সকল হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং উহা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিতেছে। 'অক্ষরসেবী' মুনিগণও ব্রহ্মসেবী। ইহাদ্বারা স্পষ্টই এই শ্রুত্যুক্ত 'অক্ষর'শব্দে ব্রহ্মই লক্ষিত। সুতরাং শ্রীভগবান (নারায়ণ) ব্রহ্মেরও আত্মা, অতএব তাঁহার আশ্রয়। এখানে এই কথাই উদ্দিষ্ট। শ্রীগীতায় আমরা 'ব্রহ্ম' অর্থে 'অক্ষর'শব্দ অনেক স্থলে দেখিতে পাই, যথা ৩।১৫—"ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্" (ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত), ৮।৩ "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম", ৮।১১—"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি", ১১।১৮—"ত্বমক্ষরং পরমং", ১১।৩৭—"ত্বমক্ষরং সদসৎ পরং যৎ", ১২।১—"যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং (নির্বিশেষম্)", ১২।৩—"যেত্বক্ষরমনির্দেশ্যং", প্রভৃতি ; শ্রুতিতেও (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮।১১) "এতদ্বৈত দক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি"—ইত্যাদি, (কঠ ১।২।১৬) "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম", (শ্বেঃ ৪।৯) "ঋচোক্ষরে পরমে", (কঠ ১।৩।২) "অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্", ইত্যাদি।

এক্ষণে শ্রীভগবৎকথিত সাংখ্যপ্রকরণের কথা বলিবার পূর্বে আমরা সাংখ্য কি, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। আমরা সাধারণতঃ 'সাংখ্য'* বলিতে অগ্নিবংশজ কপিলমুনিকৃত প্রকৃতি-পুরুষাত্মক নিরীশ্বর সাংখ্যকেই বুঝি, যাহা ষড়্‌দর্শনের অন্যতম। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে যে কপিলদেব জননী দেবহূতিকে ও আসুরি-মুনিকে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি কর্দম ঋষির পুত্র। তাঁহার মাতা দেবহূতি দেবী স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। অতি প্রাচীনতমকালে তাঁহার আবির্ভাব। সগররাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র তাঁহাকেই যজ্ঞীয় অশ্বের অপহর্তা মনে করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে গিয়া স্ব-স্ব-ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হ'ন। তিনি ভগবদাবেশাবতার। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অবতার বর্ণনে তিনি পঞ্চম অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন (ভাঃ ১।৩।১০)। তাঁহার কথিত সাংখ্যজ্ঞান ষড়্‌দর্শনান্তর্গত

প্রকৃতিরিতি তৎপ্রভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্বমপি তস্যা নির্দিষ্টম্। এবং পূর্বোদাহৃত-কৌস্তুভবিষয়কবিষ্ণুপুরাণবাক্যমপ্যেতদুপোদ্বলকত্বেন দ্রষ্টব্যম্।

তস্মাদ্ দৃতয় ইবেত্যপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতম্। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ

আমার নিত্যা পরা (স্বরূপভূতা) যে প্রকৃতি, তাহাতে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় লইয়া উত্তম যোগিগণ মুক্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ, তিনি (আমার পরা শক্তি) সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানিগণের, যোগিগণের ও তপস্বিগণেরও গতি। প্রকৃতি হইতে পর পরমব্রহ্ম সমস্ত জগৎ বিভাগ করেন। হে ভারত, তোমার জানা উচিত যে, ব্রহ্ম আমারই ঘনতেজ।"

"প্রকৃতি"—(২য় শ্লোকে) —তাঁহার প্রভা বলিয়া প্রকৃতির স্বরূপশক্তিত্ব নির্দিষ্ট হইল। এই প্রকার পূর্বে উদাহৃত কৌস্তুভবিষয়ক বিষ্ণুপুরাণবাক্যও (এই সন্দর্ভে ৬০তম অনুচ্ছেদে বিঃ পুঃ ১।২২।৬৬) ইহার বলদাতা বা পোষকরূপে দেখা আবশ্যক। অতএব "দৃতয় ইব" (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) শ্লোকটী সুন্দর যুক্তিসহ ব্যাখ্যাত হইল। (৯৩)

টিপ্পনী

'সাংখ্য' হইতে বিভিন্ন। এই সাংখ্য-কর্তা তাঁহা হইতে অনেক পরবর্তিকালীয়। গীতা ২।৩৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ 'সাংখ্য'শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্"—অর্থাৎ 'ইহাদ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় বলিয়া সংখ্যা বলিতে সম্যগ্‌জ্ঞান; সেই সংখ্যায় প্রকাশমান আত্মতত্ত্বের নাম সাংখ্য।' গীতায় যে যে স্থলে 'সাংখ্য'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্বত্রই জ্ঞান অর্থ। সুতরাং শ্রীভগবৎকথিত সাংখ্য-প্রকরণ বলিয়া অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে বুঝিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।২২ অধ্যায় হইতে ২৪ অধ্যায় পর্যন্ত) সাংখ্য বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—"হে ভগবন্, ঋষিগণকর্তৃক সাংখ্যাত তত্ত্ব বহু প্রকার, যেমন কাহারও মত ষড়্‌বিংশতি, অপর মতে পঞ্চবিংশতি, কেহ বা সপ্ততত্ত্ব বলেন ইত্যাদি। এই রহস্যটী আপনি বর্ণন করুন (ভাঃ ১১।২২।১-৩)। ইহারই উত্তর সাংখ্যপ্রকরণ। আংশিক উদ্ধৃত (ভাঃ ১১।২৪।২৭) শ্লোকটীর বিস্তৃত স্বামিটীকা শ্রীজীবপাদদত্ত অর্থ হইতে অল্প স্বতন্ত্র, যথা—"মায়াময় অর্থাৎ মায়াপ্রবর্তক বা জ্ঞানময়। অতএব জীব যিনি জীবিত রাখেন, সেই মহাপুরুষে। ভাবার্থ এইরূপ—বিশ্বস্রষ্টার(সৃষ্টির) উপকরণরূপ কাল আংশিক বৃত্তিতে সৃজ্যও বটে ; অতএব স্বীয় আত্মাদ্বারাই অবস্থান করে, যেমন (শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন ভাঃ ৭।১।১১)—"হে রাজন্, ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের সহায়তায়—কালকে সৃষ্টি করেন।' শ্রীদেবকী-দেবীও সদ্যপ্রসূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৩।২৬)—'হে প্রকৃতি-প্রবর্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে নিমেষ হইতে বৎসর পর্যন্ত, সেই সর্বসংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ আপনার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্বমঙ্গল-কারণ। আমি আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি। জীব আপনাতে প্রকৃতি-লীন হওয়াতে প্রতিযোগীর অভাবে পরিপূর্ণভাবে নিত্যরূপ আত্মাতে (ভগবানে) অবস্থান করে। আর আত্মা (ভগবান্) আত্মস্থই থাকেন, অন্যত্র লীন হ'ন না, যেহেতু তিনি কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি, যেহেতু তিনি বিকল্পাপায় অর্থাৎ বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়যোগেই লক্ষিত হ'ন, অথবা সকলের অধিষ্ঠান বলিয়া অবধিরূপে লক্ষিত হ'ন।" চক্রবর্তিটীকা—"কাল লৌকিক ও সৃজ্য ; উহা মায়াময় অর্থাৎ মায়োপাধি জীবে লীন হয়। জীব তটস্থশক্তি হওয়ায়

বৈশিষ্ট্যরহিতং অমূর্ত্তং ব্রহ্ম বৈশিষ্ট্যসহিতো মূর্ত্তো ভগবান্

ততশ্চ যস্মিন্ পরমবৃহতি সামান্যাকারসত্তায়াস্তদঙ্গজ্যোতিষোঽপি বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্যা তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিঃ। তথা চ ব্রাহ্মে—

"অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ। প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারতঃ।" ইতি।

কচিচ্চানন্তগুণযুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে, যথা পাদ্মে—

"পৃথগ্ বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেঽমিতত্বতঃ। যতোঽতো ব্রহ্মশব্দেন সর্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ ॥

অনুবাদ

অতএব যে পরম বৃহদ্বস্তুতে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া খ্যাত সামান্যাকারসত্তারও বৃহত্ত্ব ব্যাপকত্ব-হেতু ব্রহ্মত্ব, তাঁহাতেই (ভগবানে) ঐ ব্রহ্মশব্দের মুখ্যা বৃত্তি (প্রকৃত ব্যাখ্যান)। ব্রহ্ম-পুরাণেও এই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়, যথা—"এক শ্রীবিষ্ণুই অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম, আনন্দ প্রভৃতি পদদ্বারা কথিত হ'ন ; অন্য কাহারও সম্বন্ধে যখন ঐ পদগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা কেবল উপচার-লক্ষণাদ্বারা অর্থবোধ মাত্র, (শব্দের মুখ্যা বৃত্তিযোগে নহে)।"

কোন কোনও ক্ষেত্রে ভগবান্ অনন্তগুণযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম-নামে কথিত হ'ন, যেমন পদ্মপুরাণে— "ভগবান্ বিষ্ণুর গুণসমূহ অপরিমিত বলিয়া সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু এই প্রকার, সেইজন্য ব্রহ্মশব্দ বলিলেই সমস্ত গুণগুলিই গৃহীত হয়। এই কারণে ঐ ব্রহ্ম-শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ, যেহেতু সেই বিভু (বিষ্ণু) ব্যতীত অন্য কাহারও গুণসকল অপরিমিত নয়।"

টিপ্পনী

নিত্য বলিয়া অন্য তত্ত্বসমূহের ন্যায় স্বরূপের লয়ের অনুচিতত্ববশতঃ, জীব আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা আমাতেই লীন থাকে, অর্থাৎ অব্যয়ত্বপ্রযুক্ত অপ্রচ্যুতস্বরূপ আমাতে সংশ্লিষ্টভাবে থাকে। আর আত্মা আত্মস্বরূপেই বিরাজ করেন, যেহেতু আত্মা কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি, বিশ্বোৎপত্তিলয়যোগেই লক্ষিত।" 'আত্মা'র বিশেষণ 'কেবল', যাহার অর্থ নিরুপাধি,—অতএব ঐ পদদ্বারা ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট হইতেছেন। মহাপ্রলয়ে সকলের লয় হইয়া গেল, সুতরাং অবশিষ্ট রহিলেন আত্মা বা ব্রহ্ম ; ভগবান্ এই আত্মা বা ব্রহ্মের দ্রষ্টৃরূপে আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা। ইহার পরে উদ্ধৃত (ভাঃ ১১।২৪।২৯, অধ্যায়ের উপসংহারে) শ্লোকটীর বিবৃতিতে ঠাকুর শ্রীল সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—"জীবের সঙ্কল্প-বিকল্প হইতে নানাপ্রকার বিচার-প্রণালী উদ্ভূত হইয়া কোন্ পথটী শ্রেয়ঃ—ইত্যাদি নানা কুতর্ক উপস্থাপন করে। কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিই সুষ্ঠুভাবে সকল বিষয় দর্শন করেন। অনুলোম ও প্রতিলোম অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তি আলোচনা করিলে বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্য সেবা-পরায়ণ হ'ন।" ৯৩।

প্রকরণটী হইতেছে শ্রীভগবানের মূর্ত্তত্ব। 'মূর্ত্তি' শুনিলেই মনে হয় ভগবান্ আমাদের জড়চক্ষুর গোচরীভূত মূর্ত্তিময়। সুতরাং পরমতত্ত্ব এরূপ হইবেন, এরূপ ধারণা করা যায় না। সেইজন্য পরমতত্ত্বকে অমূর্ত্ত বলিয়া মনে করি ও তাঁহাকে ভগবান্ না বলিয়া অক্ষর ব্রহ্ম বলিতে তৎপর হই। ইহজগতে যত কিছু পদার্থ, পরতত্ত্ব অবশ্যই তাহা হইতে পৃথক্ হইবেন, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাঁহার পরতত্ত্বত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ; তিনি যদি আমাদের মত হস্তপদযুক্ত হ'ন, তাহা হইলে তিনি আমাদেরই অন্যতম হইয়া পড়েন। আর বেদেও তাঁহার করমুখচরণাদি নিষেধ

এতস্মাদ্ ব্রহ্মশব্দোঽসৌ বিষ্ণোরেব বিশেষণম্। অমিতো হি গুণো যস্মান্নান্যেষাং তমৃতে বিভুম্॥" ইতি

অত্র নির্গলিতোঽয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ। যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বদন্তি (ভাঃ ১।২।১১)। তচ্চ বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে, বৈশিষ্ট্যেন সহ তু শ্রীভগবানিতি। স চ ভগবান্ পূর্বোদিতলক্ষণশ্রীমূর্ত্যাত্মক এব ন ত্বমূর্তঃ।

অনুবাদ

এক্ষেত্রে মহাপ্রকরণটীর নির্গলিত অর্থটী (মর্ম) এই প্রকার। যাহা অদ্বয়জ্ঞান, তাহাই তত্ত্ব, ইহা তত্ত্ববিদ্গণ বলেন (ভাঃ ১।২।১১); আর তাহা বৈশিষ্ট্যরহিতরূপে উপলব্ধ হইলে ব্রহ্ম বলা হয়, কিন্তু বৈশিষ্ট্যসহিত হইলে শ্রীভগবান্। সেই ভগবান্ পূর্বকথিতলক্ষণ মূর্ত্যাত্মকই, কিন্তু অমূর্ত ন'ন।

তবে বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৪৭) বলিয়াছেন—"হে রাজন্ (খাণ্ডিক্য) ভগবান্ মূর্ত ও অমূর্ত, পর ও অপর"; তদনুসারে যাঁহারা ভগবানে চতুর্বিধত্ব অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা যদি অমূর্তত্বও পৃথক্ অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপাসকগণের দৃষ্টির যোগ্যতানুসারে যেমন ব্রহ্মত্ব, সেইরূপ এই অমূর্তত্বও। এইভাবে যাঁহার ভক্তি সমীচীন (সুপক্ব উত্তম), তাঁহার নিকট ভগবান্ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজাদি শ্রেষ্ঠমূর্তিসহ আবির্ভূত হ'ন; আর যাঁহার ভক্তি অর্বাচীন (অপক্ব অনুত্তম) উপাসনারূপ, তাঁহার নিকট পাতালপাদাদি কল্পনাময়ী বিরাট্ রূপা অপরা মূর্তি লইয়া আবির্ভূত হ'ন। আর যাঁহার

টিপ্পনী

করিয়াছেন। তবে তিনি মূর্ত কিরূপে হইতে পারেন? ইহ জগতের সমস্ত পদার্থকেই নিরাস করিয়া 'নেতি', 'নেতি' অর্থাৎ 'এটা নয়, ওটা নয়'—বিচার করিতে করিতে তাঁহার জন্য শূন্যত্ব রাখিয়া সেই শূন্যভাবেই একাগ্রভাবে সাধন করি। জিনিষটী সহজ হইল বটে, তাঁহাকে জগতের সমস্ত কিছু হইতেই বঞ্চিত করিয়া সে সকল আমাদের জন্যই রাখিয়া দিই। তিনি এ নয়, ও নয়, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কি, তাহার কোনও উদ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহার জন্য শুধু 'না'রই আলোচনা করি। তাঁহার হাত পা ত' নাইই, কোনও গুণ নাই, শক্তি নাই, ক্রিয়া নাই প্রভৃতি। কিন্তু শাস্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। তিনি জড়জগতের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতিদ্বারা পরিচিত হইবার পাত্র ন'ন বটে, কিন্তু অন্বয়ভাবে তাঁহার সকলই আছে; থাকিবেই ত'; না থাকিলে পরতত্ত্ব কি শুধু একটী স্থাণু? স্থাণুরও ত' কিছু আছে, কিন্তু তাঁহার কিছুই থাকিবে না, আমাদের এ কিরূপ বিচার? শাস্ত্র বলিয়াছেন—'অপাণিপাদো'; আবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন 'জবনো গ্রহীতা' (শ্বেঃ ৩।১৯); প্রাকৃত জগতের হাত নাই বটে, কিন্তু তিনি হাতের কাজ 'গ্রহণ' করেন, প্রাকৃত পা' না থাকিলেও, পায়ের কাজ 'গমন' করেন। শ্রীচরিতামৃতেও দেখাইয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৫০)—"অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি চরণ। পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্বগ্রহণ॥" আরও ঐ মন্ত্রেই বলিয়াছেন—'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ'। কারণও ঐ মন্ত্রেই বলিয়াছেন—"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"—তিনি যাহা জানিবার সব জানেন, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে জ্ঞানবান্ কেহ নাই, যেহেতু তিনি শ্রেষ্ঠ মহোত্তম পুরুষ।" যাঁহার এত কাজ, তাঁহাকে 'নিষ্ক্রিয়' বলা হয় কি জন্য? তাঁহার ক্রিয়া, আমার ন্যায় জড়মিশ্র জীবের ক্রিয়া নয়। হস্তপদাদি ক্রিয়াদি তাঁহারই আছে, সে সকলের জড় হেয় প্রতিফলনসমূহ আমাদের; আমরা তাহা লইয়াই নর্তন করিতেছি, আমাদের আছে, তাঁহার নাই। আর তিনি পুরুষ, যাহার অর্থ 'পূর্ণত্বেন পুরি শয়ানঃ, সর্বাসু পুর্-

অথ—"ভূপ মূর্তমমূর্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৪৭) ইতি বিষ্ণুপুরাণপদ্যে তস্য চতুর্বিধত্বমঙ্গীকুর্বদ্ভির্যদ্যমূর্তত্বমপি পৃথগঙ্গীকর্তব্যং, তদা ব্রহ্মত্ববৎ তদুপাসকদৃষ্টিযোগ্যতানুরূপ-মেবাস্তু। তথাহি—যস্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি, তস্য পরমূর্ত্যা শ্যামসুন্দরচতুর্ভুজাদিরূপয়া প্রাদু-র্ভবতি। যস্যাঽর্বাচীনোপাসনারূপা, তস্যাঽপরমূর্ত্যা পাতালপাদাদি কল্পনাময়্যেব। যস্য চ রুক্ষং জ্ঞানং, তস্য পরেণ ব্রহ্মলক্ষণামূর্তত্বেন। যস্য জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিস্তস্য ত্বপরেণেশ্বরলক্ষণামূর্ত-ত্বেনেতি। অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্যাবির্ভাবানন্তরসোপানত্বেন ন ব্রহ্মবদতীব মূর্তত্বানপেক্ষ্যমিত্যেবম্।

অনুবাদ

রুক্ষ বা শুষ্ক জ্ঞান, তাঁহার নিকট পরব্রহ্মলক্ষণ অমূর্ত প্রভৃতি) রূপে আবির্ভূত হ'ন। আর যাঁহার ভক্তি জ্ঞানপ্রচুর (অধিক জ্ঞানের সহিত মিশ্র), তাঁহার নিকট অপর (বিধাতা) ঈশ্বরলক্ষণ অমূর্তরূপে প্রকট হ'ন। এখানে অপরত্ব বলিবার উদ্দেশ্য পরমূর্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত সোপানরূপে, ব্রহ্মের ন্যায় মূর্তত্ব উপেক্ষা করিয়া নহে। অশ্রেষ্ঠত্ব বলিবার উদ্দেশ্যে অপরত্ব বলা হয় নাই। (অথবা) পরমূর্তিকে অপেক্ষা করিয়া অপরত্ব বলা হইয়াছে। সে স্থলেই (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯) বলা হইয়াছে যে, "বিশ্বরূপের ঐরূপ, হরির আরও মহৎরূপ আছে"। ইহাদ্বারা বিশ্বের অধিষ্ঠানত্বহেতু তাঁহার নিত্যত্ব ও বিভুত্ব উদ্দিষ্ট। (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৭)—শ্রীভগবানের মূর্তরূপ চিত্তকে সর্বপ্রকার অপাশ্রয়ের (অবলম্বনের) অপেক্ষারহিত করে,—ইহা বলায় ভগবন্মূর্তির নিরুপাধিত্ব সিদ্ধ। ইহার পর (বিঃ পুঃ ৬।৭।৮২) "সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণুর মূর্তরূপ চিন্তা করিবে"—বলায় তাঁহার পরতত্ত্বলক্ষণত্ব উপদিষ্ট। আবার (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৫)

টিপ্পনী

শয়ানঃ, পুরমুষতি বুদ্ধিকোষে সর্বসাক্ষিত্বেন বর্তমানঃ'। তাঁহার এত সব বিশেষ বর্তমান, অথচ তাঁহার জড়বিশেষ নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নির্বিশেষ' বলিয়া উড়াইয়া দিই। অশেষ কল্যাণগুণার্ণব তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয় তাঁহাকে প্রাকৃত গুণ স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, যেমন (ভাঃ ১।১১।৩৮)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে…" —'পরমেশ্বরের ঈশিতা এইরূপ যে, তিনি অন্তর্যামিরূপে ওতপ্রোতভাবে প্রাকৃত জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়াও প্রাকৃত গুণের দ্বারা যুক্ত হ'ন না। তা' বলিয়া তাঁহাকে গুণের কাঙাল সাজাইয়া স্বীয় জ্ঞানগুণের মাহাত্ম্যখ্যাপন প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় নয়। এখানে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত "পৃথগ্ বক্তুং"—ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অপরিমিত গুণ বলিয়া তাঁহাকে বৃহৎ বা ব্রহ্ম বলা হয়।

অবশ্য যাঁহাদের বৈশিষ্ট্যসহিত শ্রীভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা তাঁহাকে নির্বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্ম বলেন, বলুন; তবে আমি বুঝিলাম না বলিয়া তাঁহাকে সবিশেষত্বহীন বলিয়া ভক্তগণ, যাঁহারা ভগবদনুগ্রহে তাহা বুঝিয়াছেন, যাঁহাদের নিকট "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩) তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানহীন বলিয়া উপেক্ষা করা প্রগাঢ় অন্ধতামিস্রপ্রবেশের উদাহরণ, যথা (ঈশোপ-নিষৎ ৯)—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"—'যিনি অবিদ্যার উপাসক, তাঁহার অন্ধতমে প্রবেশ হয়, আর যিনি কেবল নির্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যায় রত, তাঁহার তদপেক্ষা গাঢ়তর অন্ধতমে প্রবেশ হয়।'

ন ত্বশ্রেষ্ঠত্ববিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরমূর্তাপেক্ষয়াঽপরত্বং বা। তত্রৈব (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯) "তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহদি"তি বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন নিত্যত্ববিভুত্বে। "মূর্তং ভগবতো রূপং সর্বাপাশ্রয়নিঃস্পৃহম্" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৭) ইতি নিরুপাধিত্বম্। "চিন্তয়েদ্ ব্রহ্মভূতং তম্" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৮২) ইতি পরতত্ত্বলক্ষণত্বম্। "ত্রিভাবভাবনাতীতঃ" ইতি (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৫) তত্র প্রসিদ্ধকর্মময়জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ময়কেবলজ্ঞানময়ভাবনাত্রয়াতীতত্বেন পরতত্ত্বলক্ষণত্বেঽপি ভক্ত্যেকাবির্ভাবিতয়া সম্যক্প্রকাশত্বম্ মূর্তস্যৈব ব্যঞ্জিতম্।

অনুবাদ

তাঁহাকে "ত্রিভাবভাবনাতীত" বলায় সে স্থলে প্রসিদ্ধ কর্মময়ভাবনা, জ্ঞানকর্ম-সমুদায় ভাবনাও কেবল জ্ঞানময় ভাবনা, এই তিন প্রকার ভাবনার অতীতত্বহেতু পরতত্ত্ব লক্ষণত্ব হইলেও ভক্তিযোগে একমাত্র আবির্ভাবতাহেতু মূর্তির প্রকাশত্ব কথিত হইয়াছে।

অতএব বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৭৫) বলা হইয়াছে "তিনি (ভগবান্) চিত্তের ও সর্বগ (সর্বব্যাপী) আত্মারও শুভাশ্রয়"। ইহার পর সেই মূর্তির নিকট হইতে শেষে যে প্রত্যাহারোক্তি (পুনরায় অমূর্তত্বে প্রত্যাবর্তনকথন, বিঃ পুঃ ৬।৭।৮৬-৯৪), সেটী কেবলাভেদোপাসকের প্রতিই ব্যবস্থাপিতা হইয়াছে, ইহাও অনুসন্ধানের বিষয়। তবে এস্থলে "তদ্বিশ্বরূপরূপম্" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯)—এই শ্লোকটী মূর্তত্বপর বলিয়াই জানিতে হইবে। ইহার পরবর্তী (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭০) শ্লোকে বলিয়াছেন—"অতএব, হে রাজন্, স্বলীলায় ভগবান্ দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদির চেষ্টাবিশিষ্ট সর্বশক্তিময় রূপসকল ধারণ করেন।"—এই পরবর্তী বাক্যবলে ভগবানের মূর্তত্ব জ্ঞেয়।

টিপ্পনী

বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত "ভূপ"—ইত্যাদি (৬।৭।৪৭) সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই···"আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ। ভূপ" ইত্যাদি। শ্লোকটী 'ভূপ' খাণ্ডিক্যের প্রতি কেশিধ্বজের উক্তি। ইঁহারা জনকবংশীয় রাজা, পরস্পর খুল্লতাতজ ভ্রাতা। খাণ্ডিক্য কর্মমার্গে ও কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ। অনেক ঘটনাদির পর খাণ্ডিক্য অধ্যাত্মবিদ্যা জানিবার নিমিত্ত কেশিধ্বজের নিকট (৪৬শ শ্লোকে) প্রশ্ন করেন চিত্তের শুভাশ্রয় কি? বর্তমান শ্লোক হইতে তাহার উত্তর। "ব্রহ্মই চিত্তের শুভাশ্রয়; তাহা স্বভাবতঃ দুই প্রকার—মূর্ত ও অমূর্ত; পরব্রহ্ম মূর্ত, অপর ব্রহ্ম অমূর্ত।"

ইহার পর মূলে ভগবানে চতুর্বিধত্ব প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভের ১৬ অনুচ্ছেদে কথিত হইয়াছে—"একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব (১) স্বরূপ—(২) তদ্রূপবৈভব—(৩) জীব—(৪) প্রধান-রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।" ইহার বিস্তার সেখানে দ্রষ্টব্য। এই চতুর্ধাত্বও স্বীকার করিয়া যিনি ভগবানের অমূর্তত্ব বলিতে চা'ন, তাঁহাদের মূর্তত্ব দেখিবার যোগ্যতার অভাবই বলিতে হইবে; যেমন যাঁহাদের সম্যগ্ দৃষ্টির অভাব, তাঁহারাই তত্ত্বস্তুর ভগবত্তা না দেখিয়া ব্রহ্মত্বই স্বীকার করেন, সেইরূপ। ভগবানের চতুর্ধাত্বসম্বন্ধে ঐ সন্দর্ভের ১০ম অনুচ্ছেদের সর্বসংবাদিনীর টিপ্পনীতে অন্য প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার ভক্তির তারতম্য অনুসারেও ভগবদুপলব্ধিরও তারতম্য। উত্তম ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের ভক্তি

অতএব "শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৫) ইত্যুক্তম্। ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্তেরপি সকাশাৎ তদন্তে প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাসকং প্রতি ব্যবস্থাপিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। অতঃ "তদ্বিশ্বরূপরূপম্" ইত্যেতৎ পদ্যং মূর্তপরমেবেতি জ্ঞেয়ম্। (বিঃ পুঃ ৬।৭।৭০)।

"সমস্তশক্তিরূপাণি যৎ করোতি নরেশ্বর। দেবতির্যঙ্ মনুষ্যাদিচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া॥"

অনুবাদ

যেহেতু প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে (ভাঃ ১।৩।২) বলা হইয়াছে—"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥" —অর্থাৎ 'গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে শ্রীহরির সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিহ্রদ-উদ্ভূত পদ্ম হইতে প্রজাপতিনাথ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' এখানে কথিত লক্ষণবিশিষ্ট মূর্তিমান্ ভগবান্ বিভিন্ন অবতারসমূহের অবতারী তাহা দুইটী শ্লোকের পরে (ভাঃ ১।৩।৫) দেখান হইয়াছে, যথা—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙ্ নরাদয়ঃ॥"—অর্থাৎ 'ভগবানের অংশ কারণশায়ী মহাবিষ্ণু এবং অংশাংশ গর্ভোদশায়ী। তিনি তাঁহা হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মযোগে আবার তাঁহা হইতে উদ্ভূত মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের যোগে দেবনর পশুপক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবে সমস্ত অবতার তাঁহার অংশের অংশ হওয়ায়, তিনিই সকলের আকর স্থান বলিয়া বীজতুল্য ও প্রবেশস্থান বলিয়া নিধান বা নিধি (সমুদ্র) তুল্য।'

টিপ্পনী

মাধুর্যরসাদিময় হইলে তিনি ব্রজের শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন; আর তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্যপর হইলে চতুর্ভুজ নারায়ণাদিরূপে আবির্ভূত হ'ন। যাঁহাদের ভক্তির গাঢ়ত্ব সেরূপ অধিক নহে, তাঁহাদের নিকট তিনি তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপক বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। ভক্তির আর্দ্রতারহিত শুষ্কজ্ঞানিগণের তাঁহাদিগের নিকট ভগবান্ অমূর্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হ'ন, সে অমূর্তত্বে জড়সংস্পর্শ নাই, তাহা পর। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানীদিগের নিকট অমূর্তই, তবে বিধাতা, কর্মফলদাতা ইত্যাদিরূপে উপাসিত হ'ন বলিয়া সে অমূর্তত্ব পর নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট পর অমূর্তত্ব না হইলেও এই অমূর্তত্ব উপেক্ষিত নয়; ভক্তিবৃদ্ধিক্রমে উহা ক্রমশঃ মূর্তত্বে পরিণত হইবার যোগ্য বলিয়া উহাকে সোপান বলা হইয়াছে।

কেশিধ্বজ কথিত (বিঃ পুঃ ৬।৭।৪৭) শ্লোক 'পর' ও 'অপর' শব্দদ্বয়কে আমরা যথাক্রমে 'মূর্ত' ও 'অমূর্তে'র বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাই সরল অর্থ। কিন্তু ইহাদিগকে অন্যভাবেও গ্রহণ করা হইয়া থাকে, যেমন মূর্ত ও অমূর্ত ব্রহ্ম, উভয়ই পর ও অপর। যাঁহারা ঐরূপ অন্বয়ের পক্ষপাতী, তাঁহাদের অর্থ লইয়াই শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করিলেন। এখন বলিতেছেন 'ঐ স্থলেই' অর্থাৎ কেশিধ্বজেরই উক্তিতে (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯) যাহা আছে। এই সার্ধশ্লোকটী আংশিকভাবে একাধিক স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা একত্র উদ্ধার করিতেছি, যথা—"অমূর্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদুচ্যতে বুধৈঃ। সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ (খাণ্ডিক্য) যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ॥"

ইত্যনন্তরবাক্যবলাৎ। যতঃ প্রথমস্য তৃতীয়ে—"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ" (ভাঃ ১৷৩৷২) ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণস্য মূর্তস্যৈব তত্তদবতারিত্বং দর্শিতম্—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্" (ভাঃ ১৷৩৷৫) ইতি। তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যমিতি পঠদ্ভিঃ শ্রীরামানুজচরণৈরপি মূর্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতম্। বিশ্বরূপাদ্বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যং যত্র তদ্বিশ্ববিলক্ষণং মূর্তং স্বরূপমিতি। তদেবং তস্য বস্তুনঃ শ্রীমূর্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যৎ "সর্বতঃ পাণিপাদা"দিলক্ষণা (শ্বেঃ ৩৷১৬) মূর্তিঃ শ্রূয়তে। সাপি পূর্বোক্তলক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্তের্ন পৃথগিতি বিভুত্বপ্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব। যত্তু—

অনুবাদ

(বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৬৯) "তদ্বিশ্বরূপরূপম্"-পাঠের পরিবর্তে শ্রীরামানুজপাদ "তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যম্"-পাঠ স্বীকার করিয়া, তিনিও ভগবানের মূর্তপরত্ব দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বিশ্বরূপ হইতে বৈরূপ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য (পৃথক্ত্ব) যাঁহাতে সেই বিশ্ববিলক্ষণলক্ষণ মূর্ত-স্বরূপ। অতএব সেই বস্তু (ভগবান্) শ্রীমূর্ত্যাত্মকই, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় (শ্বেঃ ৩৷১৬) "যৎ সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"—এই বাক্যকথিত লক্ষণযুক্ত মূর্তির কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। তাহাও পূর্বকথিত লক্ষণযুক্ত শ্রীমূর্তি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা ভগবানের বৈভব-প্রকরণের শেষে (ইতঃপূর্বে) ব্যক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু পাদ্মোত্তর খণ্ডে এইরূপ বচন পাওয়া যায়, যথা—"বৃহৎ অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ শরীরবিশিষ্ট, পরিমাণের অতীতরূপময়, যুবা হরি কুমারত্ব (কিশোররূপ) প্রাপ্ত হইয়া যেমন অমৃততুল্য কিরণযুক্ত চন্দ্র স্বীয় জ্যোৎস্নার সহিত বিহার করেন,

টিপ্পনী

এখানে এই শক্তিসমূহ বলা হইয়াছে,তাহার জন্য আমরা শক্তির পরিচয়নিমিত্ত বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৬০ শ্লোকটী উদ্ধার করিতেছি, যথা—"এতৎ সর্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতাঃ॥"—অর্থাৎ 'এই সমস্ত বিশ্ব চরাচরজগৎ পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমূহ সমন্বিত।' এখন আমরা সার্দ্ধশ্লোকটীর অর্থ বলিতেছি, যথা—'ব্রহ্মের যে অমূর্তরূপ, তাহাকে বুধগণ সৎ বলেন। এই সমস্ত শক্তি যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেটী তাঁহার বিশ্বরূপরূপ; হরির ইহা হইতে মহৎরূপ আছে।' যেহেতু তিনি বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং সমস্ত তাঁহার শক্তিসমন্বিত, সুতরাং তিনি নিত্য ও বিভু। উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৭৭ শ্লোকাংশের পূর্বশ্লোকে (বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৭৬) সহিত অর্থ—"অন্যান্য যে সকল কর্ম-যোনি দেবতাদি চিত্তের আশ্রয়, তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ অর্থাৎ সোপাধিক; কিন্তু ভগবানের মূর্তরূপ চিত্তকে অন্য (সোপাধিক) অবলম্বন হইতে নিরপেক্ষ করে"; সুতরাং তাহা যে নিরুপাধিক, ইহাতে সন্দেহস্থল নাই। বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৮২—"চিন্তয়েদ্ ব্রহ্ম মূর্তঞ্চ পীতনির্মলবাসসম্"—পূর্বে ও পরে অলঙ্কারাদি সহিত রূপ বর্ণন করিয়া সেই মূর্তরূপ চিন্তা করিতে হইবে; সুতরাং মূর্ত ব্রহ্মই পরতত্ত্ব বলা হইল।

আংশিক উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৬৷৭৷৭৫ শ্লোকটী এই—"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ। ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ (খাণ্ডিক)॥" ত্রিভাব-ভাবনা বলিতে কর্ম, জ্ঞান-কর্ম মিশ্রণ ও কেবলজ্ঞান-সমন্বিত ভাবনা; পরতত্ত্ব ইহাদের (ত্রিবিধ ভাবনা) অতীত; কিন্তু ভক্তির অতীত নহে। শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগেই

"বৃহচ্ছরীরোঽভিবিমানরূপো, যুবা কুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ।
রেমে শ্রিয়াঽসৌ জগতাং জনন্যা স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাংশুঃ॥"

ইতি—পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্, অত্র পরব্রহ্মস্বরূপশরীরঃ সর্বতোভাবেন বিগতপরিমাণোঽপি নিত্যং কৈশোরাকারমেব প্রাপ্তঃ সন্ শ্রিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ। উপেয়িবান্—ইত্যুক্তাবপি নিত্যত্ব-"মপহতপাপ্মে"তিবৎ (ভাঃ ৮।৭।১)। তত্রৈব তদীয়তচ্ছ্রীমূর্তাধিষ্ঠাতৃকত্রিপাদ্বিভূতেরপি প্রঘট্টকেন বাক্যসমূহকেন পরমনিত্যতাপ্রতিপাদনাৎ।

অনুবাদ

তিনিও সেইরূপ জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিহার করিয়াছেন।" এখানে পরব্রহ্মস্বরূপ শরীর হরি সর্বতোভাবে বিগতপরিমাণ (অপরিমেয়) হইয়াও নিত্য কিশোররূপ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীসহ বিহার করিয়াছেন, এই তাৎপর্য। 'উপেয়িবান্'— অতীতকালোচিত 'ক্বসু'-প্রত্যয়যুক্ত হইলেও এখানে (এই লীলার) নিত্যত্ব জানিতে হইবে, যেমন শ্রুতিতে (ছাঃ ৭।৮।১) নিত্যপাপ্মরহিত আত্মাকে অতীতবাচক নিষ্ঠা প্রত্যয়যোগে 'অপগতপাপ্মা' বলা হইয়াছে, সেইরূপ। ঐ প্রসঙ্গেই তাঁহার ঐ শ্রীমূর্তির অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্পর্কে ত্রিপাদ্বিভূতিরও সঙ্ঘটনবিষয়ক বাক্যসমূহের প্রয়োগহেতু মূর্তির পরম নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টিপ্পনী

সাধিত নির্মল মনে পূর্ণপরতত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৭।৪) "ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজেই টক্ষিত্বা" (ভাঃ ৩।৯।১১); "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্" (ব্রঃসং ৫।৩৮)—ইত্যাদি প্রমাণ। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবন্মূর্তির আবির্ভাব সাধিত হয়, তদ্দ্বারাই কেবল মূর্ত ভগবানের প্রকাশ সম্ভবপর। আত্মা সর্বগ; দেবতির্যঙ্-মনুষ্যাদি সর্বদেহেই আত্মা গমন করে; আর প্রতি দেহে ইহা সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, এইজন্য আত্মাকে সর্বগ বলা হয়। যোগিগণের ধ্যানযোগে চিত্তস্থিত বিষ্ণু বিঃ পুঃ ৬।৭।৭৩ শ্লোকে) যোগিগণের মুক্তিদানজন্য তাঁহাদের আত্মার ও চিত্তের মঙ্গলপ্রদ আশ্রয়।

প্রত্যাহারোক্তি বিঃ পুঃ ৬।৭।৮৬ ৯৪ (সংক্ষেপে) "সম্পূর্ণমূর্তির ধারণা সিদ্ধ হইলে, তাহার পর ক্রমশঃ যোগী শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদি বিরহিত মূর্তি ধ্যান করিবেন। সেই মূর্তিতে ধারণা স্থির হইলে তখন তিনি কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণরহিত মূর্তি ধ্যান করিবেন। ইহার পর তিনি এক অবয়ববিশিষ্ট ভগবন্মূর্তির চিন্তা করিবেন। তাহাতে ধারণা পরিপক্ব হইলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় অবয়বীর ধ্যান করিবেন। ক্রমে ধ্যানদ্বারা সমাধিতে পরব্রহ্ম-স্বরূপমাত্রের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।" ইত্যাদি প্রত্যাহারোক্তি কেবল অভেদ-উপাসনাকারীর জন্য। ইহার বক্তা অধ্যাত্মবিদ্যায় নিপুণ কেশিধ্বজ; তিনি শুষ্কজ্ঞানীর বিচার উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তিরসের রসিক ভক্তগণের ন্যায় তিনি মূর্ত ভগবানে প্রেমসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রেমানন্দ লাভ যে ব্রহ্মানন্দ লাভ অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক বরণীয়, তাঁহার সে ধারণা হয় নাই। ভগবানের মূর্তত্বসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস থাকিলেও (—যেমন বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯-৭০ শ্লোকে দেখা যায়), তিনি অমূর্তব্রহ্মের উপাসনাকেই শ্রেয় বলিয়াই মনে করিতেন। এই সকল কথার অনুসন্ধানরূপ আলোচনা করিতে শ্রীজীবপাদ উপদেশ দিয়াছেন।

তথা চোক্তম্ তত্রৈব—

"অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্। নিত্যং সম্ভোগমীশ্বর্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্॥" ইতি।

তস্মাৎ শ্রীভগবান্ যথোক্তলক্ষণ এব। স এব বদন্তীত্যস্য—মুখ্যার্থভূতং মূলং তত্ত্বমিতি পর্যবসানম্। তদুক্তং মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানে—

"তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।" ইতি।

নারায়ণীয়োপনিষদি চ—"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্" ইতি।

অত্র শ্রীরামানুজোদাহৃতাঃ শ্রুতয়শ্চ—"যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যারভ্য—"এষ সর্বভূতান্তরাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" ইত্যাদ্যা বহ্ব্যঃ।

অনুবাদ

আর পাদ্মোত্তর খণ্ডের ঐ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"অচ্যুত হরি শাশ্বত (সনাতন), দিব্য (লীলাময়), সর্বদা যৌবনে প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরী (লীলাদেবী), শ্রীদেবী ও ভূদেবীদ্বারা পরিবৃত থাকিয়া নিত্য সম্ভোগশীল।" অতএব শ্রীভগবানের যেরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তিনি তাহাই। তিনিই "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" (ভাঃ ১।২।১১) শ্লোকের মুখ্যার্থভূত তত্ত্ব, ইহা নিশ্চয়। তাহা মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণীয়-উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে—"যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহাদের জন্য সর্বতোমুখ (সকলদিক্‌স্পর্শী) হেতুসমূহদ্বারা প্রমাণিত তত্ত্ব হইতেছেন—এক (অদ্বিতীয়) মহাযোগী (যোগমায়াশক্তিসমন্বিত) হরি নারায়ণ প্রভু।" নারাণীয়োপনিষদেও বলিয়াছেন—"শ্রীনারায়ণ পরব্রহ্ম, শ্রীনারায়ণ পরতত্ত্ব।" এ বিষয়ে শ্রীরামানুজাচার্যকর্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতি (এই সন্দর্ভে ইহারই পূর্ববর্তী ৯৩তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত) বলিয়াছেন—"যাঁহার পৃথিবী শরীর"— ইত্যাদি। এই প্রকার বহু শ্রুতি বলেন।

টিপ্পনী

ভাঃ ১।৩।২ শ্লোকের 'যস্য'—ইহার অন্বয় ১ম শ্লোকের "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্"-এর সহিত। শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"অন্তঃ অর্থাৎ জলে, স্বরোমকূপস্থ ব্রহ্মাণ্ডে স্বসৃষ্ট গর্ভোদকে শয়ান থাকিয়া সমাধিরূপা নিদ্রা যিনি বিস্তার করিয়াছিলেন, যাঁহার নাভিহ্রদাম্বুজের (৩য় শ্লোকোক্ত) অবয়বগুলির সংস্থান বা প্রদেশবিশেষদ্বারা লোকবিস্তর অর্থাৎ পাতাল হইতে সত্যলোক পর্যন্ত ভুবনবিন্যাস, তিনি পদ্মনাভ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ।..." স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"...নাভিই হ্রদ, তাহাতে যে পদ্ম, তাহা হইতে ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। পাদ্মকল্পে তিনি পৌরুষ (পুরুষাবতারের) রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৩য় শ্লোকে বলা হইয়াছে "ভগবানের সেইরূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজঃস্তমঃকর্তৃক অস্পৃষ্ট সত্ত্ব; অতএব নিত্য, তাৎকালিক গৃহীতমাত্র নয়। একথা পঞ্চম শ্লোকের স্বামিটীকার প্রথমেই বলা হইয়াছে—"এই রূপ কূটস্থ (নিত্য একরূপ), অন্য অবতারের ন্যায় আবির্ভাব-তিরোভাব যুক্ত নহেন। এই আদি নারায়ণের রূপ নিধান অর্থাৎ নানাবতার ইহাতে নিহিত হয়, ইহা কার্যাবসানে তাঁহাদের প্রবেশস্থান, আর বীজ অর্থাৎ উদ্গম স্থান; বীজ হইলেও অন্য বীজের ন্যায় (অস্থায়ী) নহে, কিন্তু অব্যয়।..." চক্রবর্তিপাদের ৫ম শ্লোকের টীকা——"...বীজ হইলেও অন্য বীজের ন্যায় নহে, কিন্তু নিধান নিধি অর্থাৎ অংশী। পরে কথিত অবতারসমূহ ইহার অংশ।" এখানে শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার তাৎপর্যটীকায় লিখিয়াছেন—"নিধান—অন্তে ইহাতেই একীভাব প্রাপ্ত

ইহ শ্রীভগবদংশভূতানাং পুরুষাদীনাং পরমতত্ত্ববিগ্রহতাসাধনং বাক্যজাতমপি তস্যাংশিনস্তদ্রূপ-বিগ্রহত্বং কৈমুত্যেনাভিব্যনক্তি—ইতি পূর্বত্র চোত্তরত্র চ গ্রন্থে তথোদাহরণানি। বিষ্ণুপুরাণে তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্তমধিকৃত্য তথোদাহরণম্—

"দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষ্ববস্থিতে॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ।" (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩-৫৪)

ইত্যুক্ত্বা জগন্মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপাণি চ পঠিত্বা পুনরুক্তম্—(বিঃ পুঃ ১।২২।৫৮)
"তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ॥" ইতি।

অনুবাদ

এক্ষেত্রে শ্রীভগবানের অংশভূত পুরুষাদি (কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী) অবতার-গণের পরমতত্ত্ব ও নিত্যবিগ্রহত্ব নিষ্পাদক (শ্রুতিস্মৃত্যাদি) বাক্যসমূহও তাঁহাদের অংশী শ্রীভগবানেরও সেইরূপ নিত্যবিগ্রহত্ব কৈমুতিকন্যায়েই ব্যক্ত করিয়াছে। (অংশাবতারগণই যখন পরমতত্ত্ব ও নিত্য-বিগ্রহ, তখন তাঁহাদের অংশী শ্রীভগবান্‌ও যে পরমতত্ত্ব ও নিত্যবিগ্রহ, তাহা বলিতে হইবে না)। এ কথা পূর্বেও উদাহৃত হইয়াছে, এখনও বলা হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৩-৫৪) শ্রীভগবান্‌কেই উদ্দেশ করিয়া ঐরূপ উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন—"সেই ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত ও অমূর্ত; এই দুইটী সর্বভূতে স্থিত ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ; অক্ষর হইলেন সেই পরব্রহ্ম, আর ক্ষর এই সমস্ত জগৎ।" ইহা বলিবার পর জগতের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ (শিব) সম্বন্ধে (৫৬ শ্লোকে) বর্ণন করিয়া পুনরায় (১।২২।৫৮) বলিয়াছেন—"হে মুনিবর (মৈত্রেয়)! বিকল্পে (পরব্রহ্ম পক্ষে) আবির্ভাব ও তিরোভাব

টিপ্পনী

হ'ন।" অংশাংশ—সামর্থ্যের একদেশ। ব্রহ্মপুরাণে—"যচ্ছক্ত্যেকাংশসম্ভূতং জগদেতচ্চরাচরম্"—অর্থাৎ 'এই চরাচর জগৎ যাঁহার শক্তিবলে একাংশসম্ভূত।" এই দুইটী শ্লোকের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ আছে—'সেই ত' পুরুষ অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্তি হঞা॥ ·····নিজাঙ্গ স্বেদজল করিল সৃজন। সেইজলে কৈল অর্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ··জলে ভরি অর্ধ তাঁহা কৈল নিজ বাস। আর অর্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥ তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম। শেষ শয়নজলে করিলা বিশ্রাম॥ অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।···সর্ব অবতার-বীজ জগৎকারণ॥ তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম। সেই পদ্মনালে কৈল চৌদ্দভুবন। তিঁহো ব্রহ্মা হৈঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥" (আদি ৫।৯৪-১০৩)। "অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার। পুরুষাবতার এক (১), লীলাবতার (২) আর॥ গুণাবতার (৩) আর মন্বন্তরাবতার (৪)। যুগাবতার (৫) আর শক্ত্যাবেশাবতার (৬)॥" (মধ্য ২০, ২৪৫-২৪৬)। (১) কারণার্ণব, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন প্রকার; (২) মৎস্যকূর্মাদি; (৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; (৪) যজ্ঞাদি চতুর্দশ; (৫) শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত; (৬) পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম প্রভৃতি। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতি—চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয় ব্যূহ। তিনি বৈভবপ্রকাশরূপ। তাঁহার অংশ কারণশায়ী মহাবিষ্ণু এবং অংশাংশ গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু। কারণার্ণবশায়ী যাবতীয় নৈমিত্তিক অবতারগণের উদ্গমস্থান। তিনি অনপক্ষয়। সেই তুরীয় বস্তুই রশ্মির আশ্রয়স্থানীয় ভাস্কর এবং সাগরগণের আশ্রয়স্থলপ্রতিম আকরসমুদ্র। এই

তদেতদক্ষরাখ্যং পরব্রহ্ম নিত্যম্ অখিলং জগত্তু আবির্ভাবাদিভেদবদিত্যর্থঃ। তত্রাবির্ভাবতিরোভাবৌ শ্রীবিষ্ণুতদংশানাং, জন্মনাশৌ ত্বন্যেষাম্। অতো জগত্যাবির্ভাবাদিকৃত্যেনৈব পূর্বেষাং তদন্তঃপাতব্যপদেশো ন বস্তুত ইত্যর্থঃ। অথ সদা স্বধাম্নি বিরাজমানত্বেন ক্ষররূপতো মূর্তত্বাদিনা চাক্ষরতোঽপি বিলক্ষণং তৃতীয়ং রূপং ভগবতঃ পরমং স্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে।
"সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্। মূর্তং তদ্ যোগিভিঃ পূর্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে॥
স পরঃ সর্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ। মূর্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বং ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
তত্র সর্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ॥" ইতি। (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৯, ৬১-৬২)।

অনুবাদ

এবং (অপরের পক্ষে) জন্ম-নাশ-যুক্ত সেই অক্ষর নিত্যতত্ত্ব ও এই অখিল জগৎ (ক্ষরতত্ত্ব)।" সেই এই অক্ষরনামক পরব্রহ্ম নিত্য, কিন্তু অখিল জগৎ আবির্ভাবাদিভেদযুক্ত—এই অর্থ। তাহার মধ্যে আবির্ভাব ও তিরোভাব শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার অংশগণের পক্ষে, আর জন্ম-নাশ অপর সকলের পক্ষে। অতএব জগতে আবির্ভাবাদি কার্যদ্বারা পূর্বকথিত শ্রীবিষ্ণু ও তদংশগণ জগতের অন্তঃপাতী—এইরূপ কথন বস্তুতঃ নহে,—এই অর্থ। এক্ষণে ভগবান্ সর্বদা স্বধামে বিরাজমান থাকেন বলিয়া ক্ষররূপ হইতে বিলক্ষণ, আবার তিনি মূর্ত (মূর্তিবিশিষ্ট) বলিয়া অক্ষর হইতেও বিলক্ষণ তাঁহার তৃতীয় পরম-স্বরূপ রূপের কথা পুনরায় (বিঃ পুঃ ১।২।৫৯, ৬১-৬২) বলা হইতেছে—"বিষ্ণু সর্বশক্তিময়, (অক্ষর)

টিপ্পনী

জন্যই তিনি নিদান। এই বস্তুর অংশের অংশ অর্থাৎ কলা গর্ভোদশায়িকর্তৃক দেবনরপক্ষী প্রভৃতি ব্রহ্মার যোগে সৃষ্ট হয়। সঙ্কর্ষণ-বৈভব প্রকাশ হইতেই বিষ্ণুর নৈমিত্তিক অবতারসমূহ এবং বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চগণ উদিত হইয়াছে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'— শ্রুতির (তৈঃ ৩।১।১) কথিত জন্মের কারণস্বরূপ বীজ, স্থিতির কারণ অব্যয় ও ভঙ্গের কারণ নিদান।"

অনুবাদে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে (শ্বেঃ ৩।১৬) ভগবানের বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত বিশ্বরূপই বর্ণিত হইয়াছে। পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটী হরির বিশ্বরূপ মূর্তির কথা বলিয়া পরে তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ নিত্যলীলাময় মূর্তিরের কথা বলিয়াছেন।

পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটীতে ঐ পরমনিত্যলীলাময়ী মূর্তির কথা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বভূত শ্রীভগবান্ তত্ত্বমধ্যে কথিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও মূল বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। উদ্ধৃত মোক্ষধর্মের ও নারায়ণীয়-উপনিষদের যথাক্রমে শ্লোক ও শ্লোকাংশ এই কথাই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্যপাদের উদাহৃত শ্রুতি-বচনের অনুবাদাদি ৯৩তম অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিস্মৃতির বহুবাক্যে ভগবানের অংশাবতারগণও যে পরমতত্ত্ব ও তাঁহাদের নিত্যবিগ্রহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; সুতরাং স্বয়ং ভগবান্‌ও যে পরমতত্ত্ব ও নিত্যবিগ্রহময়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য, একথা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতঃপর বিষ্ণুপুরাণ (১।২২) হইতে যে যে শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাদের ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থকারের টীকার ব্যাখ্যা অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্বং যোগিভিশ্চিন্ত্যতে। তথা ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যথৈবাক্ষরাদনন্তরং তদুক্তং তথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদ্যনুসারেণব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরাবির্ভাবী চ স ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্বাসাং শক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ। অতএব সর্বব্রহ্মময়োঽখণ্ড-ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ। অক্ষরাখ্যস্য পূর্বস্য শক্তিহীনত্বেন খণ্ডত্বাৎ। যদ্বা অতএব সর্ববেদবেদ্য ইত্যর্থঃ। তত এব চ তত্র সর্বমিত্যাদীতি। এবং (গীতা ১৫।১৮)—

অনুবাদ

ব্রহ্ম হইতে অপর বা ভিন্ন তাঁহার মূর্তস্বরূপ। তাহা যোগিগণ যোগারম্ভে পূর্বেই চিন্তা করেন। তিনি সর্বশক্তির পর অর্থাৎ ঈশ্বর, (যেহেতু তিনি শক্ত্যধীশ, শক্ত্যধীন নহেন)। এবং তিনি ব্রহ্ম হইতে সম্যক্ অনন্তর বা অপৃথক্, (যেহেতু ব্রহ্ম যেমন অমিশ্রচিৎ, সম্পূর্ণ জড়সম্পর্করহিত, মূর্তিমান্ হইলেও তাঁহার মূর্তি চিদ্বিগ্রহ, অচিৎস্পৃষ্ট নহেন ; বিশেষতঃ তত্ত্বতঃ একই বস্তু, কেবল উপাসকগণের দর্শনের সম্যক্ত্ব ও অসম্যক্ত্ব ভেদহেতু উপলব্ধির প্রকারভেদ)। হে মহাভাগ মৈত্রেয়, শ্রীহরি মূর্তব্রহ্ম, সর্বতোভাবে ব্রহ্মময়, (অর্থাৎ অক্ষরব্রহ্ম খণ্ডপ্রতীতিতে অসম্যগ্ দৃষ্টব্রহ্ম, কিন্তু তিনি পূর্ণব্রহ্ম, বেদব্যাসের

টিপ্পনী

গীতা হইতে উদ্ধৃত (১৫।১৮) শ্লোকটীর সহিত ইহার পূর্বের দুইটী শ্লোকও আলোচনা করিলে অর্থটী পরিষ্কৃত হইবে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের টীকাবলম্বনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার বিদ্বজ্জনভাষাভাষ্যে লিখিয়াছেন— "…বস্তুতঃ ইহলোকে দুইটীর বেশী পুরুষ নাই ; তাঁহাদের নাম 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব দ্বিবিধ, ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণ-স্বভাবপ্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই 'ক্ষর' পুরুষ ; আবার তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ (কূটস্থ) জীবই 'অক্ষর' বা মুক্তপুরুষ। ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্যন্ত ভূতসমূহই 'ক্ষর', আর 'কূটস্থ' পুরুষ সর্বদাই একাবস্থ, অতএব 'অক্ষর'। (১৬)…. আমি, 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' উভয়বিধ পুরুষ হইতেই অতীত ও উৎকৃষ্ট ; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।" (১৮)। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ কিন্তু এরূপ অর্থের পরিবর্তে স্বস্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল জীবকে ক্ষর, ও স্বস্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল ন'ন, এমন তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতির (৩।৮।৮) "এতদ্বৈ অক্ষরং গার্গি" ও শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" (১।২২।৫৪) উদ্ধার করিয়াছেন। পরে "যস্মাৎ পরম্" (১৮শ) শ্লোকটীর টীকায় বলিয়াছেন—"ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানম্ অতীতঃ, অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মতঃ উত্তমঃ।" বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার অনুগমন করিয়াছেন। ভাগবতের "মল্লানাং" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি কথিত হইয়াছে। শ্লোকটী এই—"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্, গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং, বৃষ্ণীনাং পরমদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"—অর্থাৎ 'যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন বীররসপ্রিয় মল্লগণ দেখিল যেন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত ; মধুররসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মদনরূপে দেখিলেন ; নরসমূহ তাঁহাকে জগতের একমাত্র নরপতিরূপে ও সখ্য-বাৎসল্যরসপ্রিয় গোপগণ তাঁহাকে (আমাদের কৃষ্ণ বলিয়া) স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন ; ভয়ভীত অসৎ রাজারা তাঁহাকে তাহাদের শাসনকর্তা বা দণ্ডদাতা বলিয়া দেখিল, পিতামাতা (দেবকী, বসুদেব) তাঁহাকে নিজেদের শিশুরূপে দর্শন করিলেন ; ভোজপতি কংস তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে দেখিলেন ; অবিদ্বান্ জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিরাট্ (বিশ্বরূপ) ভাবে

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।　অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"

ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদি যোজ্যা। অত্র যদ্যপি "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ইত্যক্ষর-শব্দেন শুদ্ধজীব এব প্রস্তূয়তে, তথাপি পরব্রহ্ম চ লক্ষ্যম্। "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"—ইতি তচ্চ তত্র পূর্বোক্তমিতি। অনয়োশ্চিন্মাত্রবস্তুত্বেনৈবার্থত্বাদিতি। তদেতদভিপ্রেত্য "মল্লানামশনি-

অনুবাদ

সমাধিদৃষ্ট পূর্ণ পুরুষ—ভাঃ ১।৭।৪)। তাঁহাতে এই সমগ্র বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত (অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে তিনি সর্বমধ্যবর্তী)।" (শ্রীজীবপাদের টীকা)—যোগিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্বে চিন্তা করেন। আর তিনি ব্রহ্মের সমনন্তর; উপাসনানুসারে যে ভাবে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে তিনি অন্তররহিত—বলা হইয়াছে, সেই প্রকার (গীতা ১৮।৫৪ শ্লোকে) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—ইত্যাদি অনুসারে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরে ("মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" নির্দেশ অনুযায়ী) ভগবান্ আবির্ভূত হ'ন—এই অর্থ। তিনি সর্বশক্তির পর, যেহেতু স্বরূপভূতাদি সমস্তশক্তির পরম আশ্রয়। অতএব তিনি সর্ব-ব্রহ্মময়, অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপ; যেহেতু পূর্বকথিত অক্ষর-নামক ব্রহ্ম খণ্ড বলিয়া তিনি শক্তিহীন। (অসম্যগ্

টিপ্পনী

দেখিল; শান্তরসের যোগিগণ তাঁহাকে পরম তত্ত্বরূপে দেখিলেন; এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ তাঁহাদের পরদেবতারূপে তাঁহাকে দেখিলেন।' সুতরাং যোগিগণের পরতত্ত্ব স্বয়ং মূর্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্লোকটীর টীকার উপক্রমণিকাতে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শৃঙ্গারাদি সর্বরসকদম্বের মূর্তি ভগবান্ বিভিন্ন দ্রষ্টার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকটিত হইয়াছিলেন; সকলের জন্য সাকল্যে নয়।" চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"রঙ্গভূমিতে অবস্থিত নানাবিধ জনসমূহের মধ্যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মহারস-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের অন্তঃকরণের অনুরূপ হইয়া স্ফূতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—এই কথা বলিতে গিয়া ইনিই (শ্রীকৃষ্ণই) সমস্ত উপনিষদের সারার্থ মূর্ত ভগবান্, ইহা সাক্ষাৎ দেখাইতেছেন। অতি সুকুমার সুশীতল সুমধুর অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও তিনি পর্বতের ন্যায় কঠিনদেহ দ্বেষপ্রযুক্ত দুষ্টান্তঃকরণ মল্লগণকর্তৃক মহাকঠোর, অতিশয় সন্তাপদায়ক, অতি কুট অঙ্গবিশিষ্ট বজ্রের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপ আস্বাদনে অসমর্থ হওয়ায়, তাহাদের রসাভাসমাত্র, রস নহে। মথুরাবাসী দ্বেষাদিরহিত মনুষ্যগণের নিকট অসাধারণ, অতিচমৎকারী রূপগুণলীলাযোগে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপে প্রতিভাত। তাহা হইলেও তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বময় অন্তঃকরণ বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নরবরত্বরূপ স্বরূপ আস্বাদন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিস্ময়রস।…স্ত্রীগণ অর্থাৎ জননী প্রভৃতি ভিন্ন মথুরাবাসিনী যুবতী নারীগণ প্রাকৃত কামবতী না হইয়া তাঁহারা প্রেমবতী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপে অর্থাৎ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে আস্বাদ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের উজ্জ্বলরস। …স্বরূপে তিনি গোপমিত্র বলিয়া গোপগণও তাঁহাকে নিজজনরূপে স্বরূপেই আস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সখ্যরস ও হাস্যরস। …অসৎ বা অসাধু ক্ষিতিভুক্ বা পৃথিবী ভোগকারী অর্থাৎ সাধুসজ্জন সহিতে পৃথিবীকে গ্রাসকারী বলিয়া ভক্তাপরাধী সেই রাজাদের অন্তক। অন্তকত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ না হওয়ায় তাহাদের রৌদ্ররসাভাস। …'স্বপিত্রোঃ' অর্থাৎ নন্দবসুদেবের কিংবা বসুদেবদেবকীর তিনি শিশু, যেহেতু নন্দের ও বসুদেবের আত্মজত্ব তাঁহার স্বরূপ, তাঁহারাও তাঁহার স্বরূপ আস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাৎসল্য ও করুণরস। …মৃত্যুত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে, সুতরাং কংসের ভগবৎস্বরূপ আস্বাদন হয় নাই; তাহার রস নহে, ভয়ানক রসের আভাসমাত্র। অবিদ্বান্—কংসের পুরোহিতাদি অপরাধিগণের নিকট তিনি বিরাট্ অর্থাৎ ব্যষ্টি, প্রাকৃত মানুষ;…

নৃণাং নরবরঃ"—ইত্যাদৌ (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) মূর্তস্যৈব স্বয়ং ভগবত এব লক্ষণত্বং (তল্লক্ষ্যত্বং) সাক্ষাদেবাহ "তত্ত্বং পরং যোগিনাম্" ইতি। যোগিনাং চতুঃসনাদীনাম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৪ ॥

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধি র্হরিতোষণম্

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতস্য নিগমকল্পতরুপরমফলভূতস্য বহুধা শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যপি তথাভূতস্যাপি ভগবদাখ্যপরমতত্ত্বস্যাকর্ষবিদ্যারূপত্বাদেব পরমশ্রৈষ্ঠ্যমাহ (ভাঃ ১।১।২)—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

অনুবাদ

দ্রষ্টা ব্রহ্মোপাসকগণ তাঁহাদের খণ্ডিতদর্শনে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন)। অথবা সর্বব্রহ্মময় অর্থে সর্ববেদবেদ্য। অতএব তাঁহাতে সবই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। (গীতা ১৫।৬১ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—"যেহেতু আমি (১৬শ শ্লোকোক্ত) ক্ষরপুরুষ হইতে অতীত, অক্ষরপুরুষ হইতেও উত্তম, অতএব আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।" ইহাও এখানে প্রযোজ্য। (গ্রন্থকারের টীকা)—এখানে যদিও "কূটস্থ অর্থাৎ দেহের নাশেও অবিকারী তত্ত্ব অক্ষর বলিয়া কথিত" (১৬শ শ্লোকে), আর ইহা হইতে অক্ষরশব্দে শুদ্ধজীব প্রস্তাবিত হইতেছেন, তাহা হইলেও পরব্রহ্মও লক্ষিতব্য। সেইখানে (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩) ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, "অক্ষর পরব্রহ্ম", যেহেতু শুদ্ধজীব ও ব্রহ্ম, উভয়ই চিন্মাত্রবস্তু বলিয়া একার্থবোধক। অতএব ইহাই অভিপ্রায় করিয়া "মল্লানামশনিঃ"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে স্বয়ং মূর্ত ভগবানেরই লক্ষণ সাক্ষাৎ বলিয়াছেন—"যোগিগণের পরতত্ত্ব"; যোগিগণ চতুঃসনাদি। এই ভাগবত শ্লোকটী শ্রীশুকদেবের উক্তি। (৯৪)

অতএব নিগমকল্পতরুর পরমফলভূত শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১।১।৩) বহুপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হইলেও ঐ প্রকারই ভগবান্-নামক পরমতত্ত্বের আকর্ষ (আকর্ষক) বিদ্যারূপ বলিয়া উহা পরমশ্রেষ্ঠ। ইহা ভাগবত (ভাঃ ১।১।২) বলিতেছেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্তৃক সংক্ষেপে

টিপ্পনী

'মনুষ্যমধ্যেও অনাচার, দেখিলে ঘৃণা হয়'—এই প্রকার অসদুক্তির উচ্চারক, মহাপাপিষ্ঠ, কংস হইতেও ইহারা অধম ও মন্দভাগ্য। ইহাদের বীভৎসরসাভাস। ...সনকাদি যোগিগণের পরতত্ত্ব মূর্ত পর ব্রহ্ম; ইহা তাঁহার স্বরূপ, ইহারা শান্তরসে সেই স্বরূপ আস্বাদন করেন। ...বৃষ্ণি (বা যাদব) গণের উপাস্য পরমেশ্বর; দাস্যরসে তাঁহারা এই স্বরূপের আস্বাদক। শ্লোককথিত দশপ্রকার লোকের মধ্যে, চারজন ভগবদ্-বিমুখ বলিয়া তাহাদের (মল্ল, অসংক্ষিতিপতি, কংস ও অবিদ্বান্) ভগবদ্রসাস্বাদনে সামর্থ্য না থাকায় অবশিষ্ট ছয়জনের আট প্রকার রস আস্বাদন হয় (—নরগণের বিস্ময়রস, স্ত্রীগণের উজ্জ্বল বা মধুররস, গোপগণের সখ্য ও হাস্যরস, পিতৃদ্বয়ের বা মাতাপিতার বাৎসল্য ও করুণরস, যোগিগণের শান্তরস এবং বৃষ্ণিগণের দাস্যরস)। অতএব শ্রুতিকথিত (তৈঃ ২।৭) 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—এই বাক্যের উদ্দিষ্ট রস মথুরার রঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণই। ..."। ৯৪।

অত্র যস্তাবদ্ধর্মো নিরূপ্যতে স খলু "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাঃ ১।২।৬) ইত্যাদিকয়া।

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥"

ইত্যন্তয়া (ভাঃ ১।২।১২) রীত্যা ভগবৎসন্তোষণৈকতাৎপর্যেণ শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদকতয়া নিরূপণাৎ পরম এব। যতঃ সোঽপি তদেকতাৎপর্যত্বাৎ প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-

অনুবাদ

রচিত। ইহাতে নির্মৎসর দ্বেষাদিশূন্য সাধুদিগের নিমিত্ত অকৈতব অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কাপট্যশূন্য পরমধর্ম বর্ণিত আছে। ইঁহাতে শিবদ (মঙ্গলপ্রদ) ত্রিতাপনাশক বাস্তববস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিতে হইবে। এই গ্রন্থশিরোমণি থাকিতে অন্য গ্রন্থের কি প্রয়োজন? এই গ্রন্থ-শ্রবণ-পিপাসু ভাগ্যবান্ জনগণের হৃদয়ে ভগবান্ অবিলম্বে অবরুদ্ধ হ'ন।"

এই শ্লোকে যে ধর্ম নিরূপিত হইতেছে তাহা ভাঃ ১।২।৬ হইতে ভাঃ ১।২।১৩ পর্যন্ত শ্লোক-গুলিতে কথিত রীতি অনুসারে একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষবিধান তাৎপর্যসহিত শুদ্ধভক্তির উৎপাদক বলিয়া নিরূপিত হওয়ায় তাহা পরমধর্মই। শ্লোকগুলি—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (৬)
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ (৭)

টিপ্পনী

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া স্থিরীকৃত রাখিবার বিদ্যা (বা মন্ত্র) রূপ; এই নিমিত্ত সর্বশাস্ত্র হইতে ইহার উৎকর্ষ। এই অনুচ্ছেদটী সমস্তই ভাঃ ১।১।২ শ্লোকের গ্রন্থকারটীকা। ইহার সরল ব্যাখ্যা বর্তমানযুগের রুদ্ধস্রোত প্রেমভক্তির পুনঃ প্রবর্তক, 'ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ' বলিয়া খ্যাত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবর্তনে তত্ত্ব-সন্দর্ভের অস্মৎ সংস্করণের ১৯শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (৪৪শ পৃষ্ঠায়) ও ৫০ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (১১৮-১১৯শ পৃষ্ঠায়) এবং বর্তমান সন্দর্ভে ১১শ অনুচ্ছেদে (৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি শ্লোকটী অতিপ্রয়োজনীয় বলিয়া টীকাকারগণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যাটী সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে—"এই পরমসুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কাপট্য প্রকৃষ্ট-রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। সেই পরমধর্ম কেবল ঈশ্বরাধনলক্ষণময়। সেই ধর্মের অধিকারী আবার সকলে নয়। পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম মাৎসর্য। তাদৃশ মাৎসর্যরহিত সর্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ এই ধর্মের অধিকারী; এইজন্য ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। এইরূপে কর্মকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইল। আবার ইহার জ্ঞাতব্যবিষয় 'বাস্তব' অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু; জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। তাহা বৈশেষিক দার্শনিকগণের ন্যায় দ্রব্যগুণাদিরূপ নহে। অথবা 'বাস্তব'-শব্দে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য জগৎ—এই সমস্ত বস্তুই, তাহা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা বেদ্য জ্ঞাতব্য অর্থাৎ বিনা যত্নেই জানিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, সেই বস্তু পরম সুখপ্রদ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশকারী। এই কথায় জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রণেতার প্রাধান্যজন্যও ইহার শ্রেষ্ঠতা। মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে ইহা সংক্ষেপে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত

নৃণাং নরবরঃ”—ইত্যাদৌ (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) মূর্তস্যৈব স্বয়ং ভগবত এব লক্ষণত্বং (তল্লক্ষ্যত্বং) সাক্ষাদেবাহ “তত্ত্বং পরং যোগিনাম্” ইতি। যোগিনাং চতুঃসনাদীনাম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৪ ॥

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধি র্হরিতোষণম্

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতস্য নিগমকল্পতরুপরমফলভূতস্য বহুধা শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যপি তথাভূতস্যাপি ভগবদাখ্যপরমতত্ত্বস্যাকর্ষবিদ্যারূপত্বাদেব পরমশ্রৈষ্ঠ্যমাহ (ভাঃ ১।১।২)—

“ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥”

অনুবাদ

দ্রষ্টা ব্রহ্মোপাসকগণ তাঁহাদের খণ্ডিতদর্শনে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন)। অথবা সর্বব্রহ্মময় অর্থে সর্ববেদবেদ্য। অতএব তাঁহাতে সবই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। (গীতা ১৫।৬১ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—“যেহেতু আমি (১৬শ শ্লোকোক্ত) ক্ষরপুরুষ হইতে অতীত, অক্ষরপুরুষ হইতেও উত্তম, অতএব আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।” ইহাও এখানে প্রযোজ্য। (গ্রন্থকারের টীকা)—এখানে যদিও “কূটস্থ অর্থাৎ দেহের নাশেও অবিকারী তত্ত্ব অক্ষর বলিয়া কথিত” (১৬শ শ্লোকে), আর ইহা হইতে অক্ষরশব্দে শুদ্ধজীব প্রস্তাবিত হইতেছেন, তাহা হইলেও পরব্রহ্মও লক্ষিতব্য। সেইখানে (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩) ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, “অক্ষর পরব্রহ্ম”, যেহেতু শুদ্ধজীব ও ব্রহ্ম, উভয়ই চিন্মাত্রবস্তু বলিয়া একার্থবোধক। অতএব ইহাই অভিপ্রায় করিয়া “মল্লানামশনিঃ”—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে স্বয়ং মূর্ত ভগবানেরই লক্ষণ সাক্ষাৎ বলিয়াছেন—“যোগিগণের পরতত্ত্ব” ; যোগিগণ চতুঃসনাদি। এই ভাগবত শ্লোকটী শ্রীশুকদেবের উক্তি। (৯৪)

অতএব নিগমকল্পতরুর পরমফলভূত শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১।১।৩) বহুপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হইলেও ঐ প্রকারই ভগবান্-নামক পরমতত্ত্বের আকর্ষ (আকর্ষক) বিদ্যারূপ বলিয়া উহা পরমশ্রেষ্ঠ। ইহা ভাগবত (ভাঃ ১।১।২) বলিতেছেন—“এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্তৃক সংক্ষেপে

টিপ্পনী

‘মনুষ্যমধ্যেও অনাচার, দেখিলে ঘৃণা হয়’—এই প্রকার অসদুক্তির উচ্চারক, মহাপাপিষ্ঠ, কংস হইতেও ইহারা অধম ও মন্দভাগ্য। ইহাদের বীভৎসরসাভাস। …সনকাদি যোগিগণের পরতত্ত্ব মূর্ত পর ব্রহ্ম ; ইহা তাঁহার স্বরূপ, ইহারা শান্তরসে সেই স্বরূপ আস্বাদন করেন। …বৃষ্ণি (বা যাদব) গণের উপাস্য পরমেশ্বর : দাস্যরসে তাঁহারা এই স্বরূপের আস্বাদক। শ্লোককথিত দশপ্রকার লোকের মধ্যে, চারজন ভগবদ্-বিমুখ বলিয়া তাহাদের (মল্ল, অসংক্ষিতিপতি, কংস ও অবিদ্বান্) ভগবদ্রসাস্বাদনে সামর্থ্য না থাকায় অবশিষ্ট ছয়জনের আট প্রকার রস আস্বাদন হয় (—নরগণের বিস্ময়রস, স্ত্রীগণের উজ্জ্বল বা মধুররস, গোপগণের সখ্য ও হাস্যরস, পিতৃদ্বয়ের বা মাতাপিতার বাৎসল্য ও করুণরস, যোগিগণের শান্তরস এবং বৃষ্ণিগণের দাস্যরস)। অতএব শ্রুতিকথিত (তৈঃ ২।৭) ‘রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি’—এই বাক্যের উদ্দিষ্ট রস মথুরার রঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণই। ..”। ৯৪।

অত্র যস্তাবদ্ধর্মো নিরূপ্যতে স খলু "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাঃ ১।২।৬) ইত্যাদিকয়া।

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥"

ইত্যন্তয়া (ভাঃ ১।২।১২) রীত্যা ভগবৎসন্তোষণৈকতাৎপর্যেণ শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদকতয়া নিরূপণাৎ পরম এব। যতঃ সোঽপি তদেকতাৎপর্যত্বাৎ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-

অনুবাদ

রচিত। ইহাতে নির্মৎসর দ্বেষাদিশূন্য সাধুদিগের নিমিত্ত অকৈতব অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কাপট্যশূন্য পরমধর্ম বর্ণিত আছে। ইঁহাতে শিবদ (মঙ্গলপ্রদ) ত্রিতাপনাশক বাস্তববস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিতে হইবে। এই গ্রন্থশিরোমণি থাকিতে অন্য গ্রন্থের কি প্রয়োজন? এই গ্রন্থ-শ্রবণ-পিপাসু ভাগ্যবান্ জনগণের হৃদয়ে ভগবান্ অবিলম্বে অবরুদ্ধ হ'ন।"

এই শ্লোকে যে ধর্ম নিরূপিত হইতেছে তাহা ভাঃ ১।২।৬ হইতে ভাঃ ১।২।১৩ পর্যন্ত শ্লোক-গুলিতে কথিত রীতি অনুসারে একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষবিধান তাৎপর্যসহিত শুদ্ধভক্তির উৎপাদক বলিয়া নিরূপিত হওয়ায় তাহা পরমধর্মই। শ্লোকগুলি—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (৬)
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ (৭)

টিপ্পনী

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া স্থিরীকৃত রাখিবার বিদ্যা (বা মন্ত্র) রূপ; এই নিমিত্ত সর্বশাস্ত্র হইতে ইহার উৎকর্ষ। এই অনুচ্ছেদটী সমস্তই ভাঃ ১।১।২ শ্লোকের গ্রন্থকারটীকা। ইহার সরল ব্যাখ্যা বর্তমানযুগের রুদ্ধস্রোত প্রেমভক্তির পুনঃ প্রবর্তক, 'ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ' বলিয়া খ্যাত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবর্তনে তত্ত্ব-সন্দর্ভের অস্মৎ সংস্করণের ১৯শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (৪৪শ পৃষ্ঠায়) ও ৫০ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (১১৮-১১৯শ পৃষ্ঠায়) এবং বর্তমান সন্দর্ভে ১১শ অনুচ্ছেদে (৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি শ্লোকটী অতিপ্রয়োজনীয় বলিয়া টীকাকারগণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যাটী সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে—"এই পরমসুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কাপট্য প্রকৃষ্ট-রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। সেই পরমধর্ম কেবল ঈশ্বরাধনলক্ষণময়। সেই ধর্মের অধিকারী আবার সকলে নয়। পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম মাৎসর্য। তাদৃশ মাৎসর্যরহিত সর্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ এই ধর্মের অধিকারী; এইজন্য ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। এইরূপে কর্মকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইল। আবার ইহার জ্ঞাতব্যবিষয় 'বাস্তব' অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু; জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। তাহা বৈশেষিক দার্শনিকগণের ন্যায় দ্রব্যগুণাদিরূপ নহে। অথবা 'বাস্তব'-শব্দে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য জগৎ—এই সমস্ত বস্তুই, তাহা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা বেদ্য জ্ঞাতব্য অর্থাৎ বিনা যত্নেই জানিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, সেই বস্তু পরম সুখপ্রদ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশকারী। এই কথায় জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রণেতার প্রাধান্যজন্যও ইহার শ্রেষ্ঠতা। মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে ইহা সংক্ষেপে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত

লক্ষণং কপটং যস্মিংস্তথাভূতঃ। প্র-শব্দেন সালোক্যাদিসর্বপ্রকারমোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্যত্বেন নির্মৎসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতা-নামেব, তত্র লক্ষণত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালূনামেব চ সতাং স্বধর্মপরাণাং বিধীয়তে ইতি। এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবতঃ কর্মশাস্ত্রাদুপাসনাশাস্ত্রাচ্চাস্য তৎপ্রতিপাদকাংশে শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্ উভয়ত্রৈব ধর্মোৎপত্তেঃ।

তদেবং সতি সাক্ষাৎ কীর্তনাদিরূপস্য বার্তা তু দূরত এব আস্তামিতি ভাবঃ। অথ জ্ঞানকাণ্ড-শাস্ত্রেভ্যোঽপ্যস্য পূর্ববৎ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—বেদ্যমিতি। ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েষু তেষু প্রতিপাদিত-মপি—"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য" (ভাঃ১০।১৪।৪) ইত্যাদি ন্যায়েন বেদ্যং নিশ্চয়ং ন ভবতীত্যত্রৈব

অনুবাদ

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু চ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (৮)
ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপ কল্পতে। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ (৯)
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ॥ (১০)
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (১১)
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ (১২)

১৩শ শ্লোক মূলে দ্রষ্টব্য অর্থ—"যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত) কৃষ্ণে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানরহিতা) অপ্রতিহতা (বিঘ্নশূন্যা) ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। ঐ ভক্তিবলে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। (৬)। ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অনুষ্ঠিত ভক্তি শীঘ্র বৈরাগ্য (বিষয়ভোগে স্পৃহাশূন্যতা) ও যে জ্ঞান হেতু-(মোক্ষাভিসন্ধি) রহিত, তাহা উৎপাদন করে। (৭)

টিপ্পনী

সাধনসমূহের দ্বারাই বা কি হৃদয়ে ঈশ্বরকে সদ্যই ধারণা করা যায়?' —এই কথায় বহ্বীশ্বর-পূজা-প্রতিপাদক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। 'বা'-শব্দ কটাক্ষে। তৎসমূহের দ্বারা বহু বিলম্বেই ঈশ্বরের ধারণা হয়; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে ধারণা করেন। তাহা হইলে সকলেই কেন ইহা শ্রবণ করেন না? তাহার উত্তর এই যে, ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহু সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য 'কৃতি'-শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং এই ভাগবতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এই ত্রিকাণ্ডের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হওয়ায় এই ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহাই নিত্যকাল শ্রবণ করাই কর্তব্য।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা হইতে বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে—"…একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষতাৎপর্যহেতু শুদ্ধভক্তির উৎপাদন দ্বারা নিরূপণ করায় এই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষতাৎপর্যহেতু উহা কৈতবহীন। …সেই বাস্তববস্তু স্বরূপশক্তিপ্রভাবে মায়াকার্য ধ্বংস করে ও তাহার কারণভূত অবিদ্যা পর্যন্ত খণ্ডন করে। এই কথা সেই বস্তুর শক্তিমত্তা জানাইতেছেন। সেই স্বরূপশক্তি দ্বারাই তিনি পরমানন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।…" এই উদ্ধৃত অংশে পরিত্যক্ত বাক্যগুলি এই গ্রন্থের টীকাতেই তিনি দিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা হইতেও বিশেষ বিশেষ অংশগুলি উদ্ধৃত হইতেছে—"মঙ্গলের কে অধিকারী, কে অমঙ্গলের অধিকারী—ইত্যাদি নানা মতভেদবশতঃ সকলের মূলস্বরূপ মঙ্গল কি, তাহা নিশ্চয় করিতে অসামর্থ্যহেতু

বেদ্যমিত্যর্থঃ। তাপত্রয়মুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্যন্তং খণ্ডয়তীতি। তথা শিবং পরমানন্দং দদাত্যনুভাবয়তীতি। তথা চ অন্যত্র মুক্তাবনুভবামননে হি অপুরুষার্থত্বাপাতঃ স্যাৎ ইতি তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ট্যমিতি। ন বাস্য তত্তদ্দুর্লভবস্তুসাধনত্বে তাদৃশনিরূপণসৌষ্ঠবমেব কারণম্ অপি তু স্বরূপমপীত্যাহ শ্রীমদ্ভাগবতে—ইতি। শ্রীভাগবতত্বং ভগবৎ প্রতিপাদকত্বং শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশস্বাভাবিকশক্তিমত্ত্বম্। নিত্যযোগে মতুপ্। অতএব সমস্ততয়ৈব নির্দিশ্য নীলোৎপলাদিবত্তন্নামত্বমেব বোধিতম্। অন্যথা ত্ববিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষঃ স্যাৎ।

অনুবাদ

মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াও যদি ভগবানে রতি (শ্রদ্ধা সহিত আসক্তি) উৎপাদন না করে, তখন তাহা কেবল (নিষ্ফল) শ্রমমাত্র। (৮)। অর্থ (ত্রৈবর্গিকফল) আপবর্গ (জ্ঞানিগণের পক্ষে মোক্ষপ্রদ, ভক্তগণের মতে প্রেমভক্তিপ্রদ) ধর্মের অর্থ (প্রকৃতফল) বলিয়া গণ্য নহে ; আপবর্গ ধর্মের ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) অর্থের (প্রয়োজনের) কাম (বিষয়ভোগ) লাভ (ফল) বলিয়া পরিগণিত হয় না। (৯) কামের লাভ বা ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নয়, যেহেতু উহা কেবল যতদিন জীবন থাকে। জীবের বা জীবনের তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রকৃত অর্থ বা প্রয়োজন ; যাহা (স্বর্গাদিফল) কর্মদ্বারা প্রাপ্য, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। (১০)। যাহা অদ্বয়জ্ঞান, তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞগণ তত্ত্ব বা বাস্তববস্তু বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে কথিত হ'ন। (১১)। সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুতে সুদৃঢ়শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসময় মননশীল জ্ঞানিযোগিভক্তগণ স্বস্বমতানুরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যসমন্বিত ও গুরুমুখ হইতে শ্রবণদ্বারা প্রাপ্ত ভক্তিসহযোগে আত্মা অর্থাৎ হৃদয়ে আত্মা অর্থাৎ সেই

টিপ্পনী

বিষণ্ণ শ্রোতৃগণকে আনন্দিত করিয়া শ্রীভাগবত বলিতেছেন যে, সকলেই সর্বাপেক্ষা সারপদার্থ লাভ করিতে পারেন। এই ভাগবত অনুশীলনফলে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে নির্মৎসরজনগণ শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা সদ্য সদ্য হৃদয়ে প্রেমবশীভূত করেন। শ্রবণেচ্ছুগণের শ্রদ্ধা হইলে ত' কথাই নাই, এমন কি শ্রদ্ধার পূর্ব হইতেই শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রেমা উৎপন্ন হইতে পারে।…'ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'ন'—অর্থাৎ তাঁহার নির্গমনের অসামর্থ্য ও তাদৃশ অবরোধ সদ্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাব্যতীতই সাধিত হয়—এই বাক্যে ইহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী কোনও মহাবিদ্যা, এইরূপ জানা যায়। 'কৃতিগণ' ও 'সদ্য' এই দুইটী পদে দুষ্কৃতিগণ বহুবিলম্বে ভগবান্‌কে লাভ করেন, জানা যায়।……আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যে বস্তু স্থির, তাহা শ্রবণাদিভক্তিযোগে নির্মৎসরগণের জ্ঞাতব্য। সেই 'বাস্তববস্তু'-শব্দে—ভগবানের স্বরূপ, নাম-রূপ-গুণাদি, বৈকুণ্ঠধামসমূহ, ভক্তগণ ও ভক্তি। এতদ্ব্যতীত জগৎ প্রভৃতি সকলই অবাস্তব বা অস্থির। এই অর্থে বাস্তব ও অবাস্তব দুইটী শব্দে ভেদ বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে অবাস্তববস্তু মিথ্যাভূত খপুষ্পাদির ন্যায় অবস্তু। সেই বাস্তববস্তুজ্ঞানদ্বারা উহা প্রেমময় ও ত্রিতাপবিনাশরূপ মোক্ষপ্রদ—এই ফল আনুষঙ্গিকক্রমে মিলিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভাগবতে সকাম কর্মযোগরূপ, ফলাভিসন্ধিলক্ষণরূপ কাপট্য নিরাস করা হইয়াছে। 'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা, নিষ্কামকর্ম শমদমাদির অঙ্গ জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগও নিষিদ্ধ। 'পরম'-শব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফলপ্রাপ্তিতেও উপাদেয় বলিয়া শুদ্ধভক্তিযোগরূপ অভিধেয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইল। 'স বৈ পুংসাং' এই পরবর্তী (ভাঃ ১।২।৬) শ্লোকে

অত উক্তং শ্রীগারুড়ে—

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।" ইতি। টীকাকৃদ্ভিরপি "শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুঃ"—ইতি। অতঃ ক্বচিৎ কেবলভাগবতাখ্যত্বন্তু সত্যভামা ভামা ইতিবৎ।

তাদৃশ প্রভাবত্বে কারণং পরমশ্রেষ্ঠকর্তৃকত্বমপ্যাহ, মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্যৈব পরমবিচারপারংগত-মহাপ্রভাবগণ-শিরোমণিত্বাচ্চ। "স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ" ইতি শ্রুতেঃ তেন

অনুবাদ

তত্ত্ববস্তু দর্শন করেন। (১২)। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত স্বস্বধর্মের সংসিদ্ধি বা চরমফল শ্রীহরির সন্তোষবিধান। (১৩)।

যেহেতু সেই পরমধর্ম (ভাঃ ১।১।২) আবার ভগবানের সন্তোষবিধানরূপ একমাত্র তাৎপর্যাত্মক হওয়ায় উহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'—'প্র' প্রকৃষ্টরূপে উজ্ঝিত (পরিত্যক্ত) কৈতব অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরূপ কাপট্য যাহাতে এমন ; 'প্র'শব্দদ্বারা সালোক্যাদি সমস্ত প্রকারের মোক্ষাভিসন্ধি (মুক্তিকামনা) পর্যন্তও নিরস্ত হইয়াছে ; (এই পরমধর্মে কেবল স্বর্গাদি ফলকামনা নহে, মোক্ষলাভ কামনাও নাই) ; আর যেহেতু উহা ভগবৎসন্তোষবিধানরূপ একমাত্র তাৎপর্যময় বলিয়া 'নির্মৎসর'— ফলকামীর ন্যায় পরের উৎকর্ষ সহ্য করার নাম মৎসর (মাৎসর্য), যাঁহারা তদ্রহিত, তাঁহারা নির্মৎসর, আর ইহার উপলক্ষণদ্বারা যাঁহারা পশুবধ-সম্বন্ধে দয়ালু, তাঁহারাও নির্মৎসর সাধু অর্থাৎ স্বধর্মপরায়ণ ; ঐ পরমধর্ম তাঁহাদের জন্য বিহিত।

টিপ্পনী

নরমাত্রেরই ইহাতে অধিকার জানিতে হইবে। 'অত্র'—এই পদের তিনবার উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম 'অত্র'-পদে এই ভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হ'ন, অন্য শাস্ত্রের অনুশীলনে হ'ন না। এতদ্দ্বারা অনুশীলন নিষিদ্ধ হইয়াছে ; দ্বিতীয় 'অত্র'-পদে বাস্তববস্তু এই ভাগবতের অনুশীলনেই জানা যায়, অন্যশাস্ত্রদ্বারা নহে। তৃতীয় 'অত্র'-পদে এই ভাগবতেই অকৈতব ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রে হয় নাই। এতদ্দ্বারা অন্যান্য যোগের নিষেধ করা হইয়াছে।"

শ্রীল মধ্বাচার্যপাদ তাঁহার তাৎপর্য টীকায় লিখিয়াছেন—"অধিকারি-বিষয় ও ফল বিচারিত হইতেছে। ফল অপেক্ষা না করায় কৈতবশূন্য ও ঈশ্বরার্পণজন্য পরম। একলব্যের প্রতি অর্জুনের ন্যায় কোন কোন স্থলে সতেরও মাৎসর্য দেখা যায়। যাঁহারা জ্ঞানার্থী, তাঁহাদের উত্তমবৈষ্ণবগণের প্রতি ইহা বর্জনীয়। নিত্য নিরস্তদোষ পূর্ণগুণই বাস্তববস্তু।...'সদ্য'-শব্দ আপেক্ষিক ; অসম্পূর্ণ অধিকারিগণের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হ'ন না বলিয়া 'সদ্য'। অধিকার-বিষয় ফলের স্মরণে ফলের আধিক্য হয়।"

শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজের 'পদরত্নাবলী' টীকা—"...অর্থ পর্যালোচনা করিলে অন্যগ্রন্থ অপেক্ষা ইহার আধিক্য 'শ্রীমৎ'—এই বিশেষণদ্বারা স্ফুট হইয়াছে। যদি বলা যায়—ভগবানের প্রাপ্তিসাধনভূতধর্ম অন্যত্রও প্রতিপাদিত হয়, তন্নিমিত্ত 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' বলা হইয়াছে। ......ধর্ম করিতে গিয়াও কিতব (বঞ্চক) ভগবৎপ্রীতি ছাড়িয়া স্বর্গাদি ফল অভিসন্ধি করিয়া থাকে। ...তাহার ক্রিয়মাণধর্ম 'কৈতব'। যদি বলা যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি ১।১৯।৪১) 'তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায়, সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' (—অর্থাৎ যাহাতে বন্ধন হয় না, তাহাই কর্ম, যাহাতে মুক্তি হয়,

প্রথমং চতুঃশ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে। "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্"—(ভাঃ ১২।১৩। ১৯) ইত্যাদানুসারেণ সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে।

তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যজাতমন্যত্রাপি প্রায়ঃ সম্ভব তু নাম ? সর্বজ্ঞানশাস্ত্রপরমজ্ঞেয় পুরুষার্থ-শিরোমণি-শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্ত্বত্রৈব সুলভ ইতি বদন্ সর্বোর্ধপ্রভাবমাহ কিং বেতি, পরৈঃ শাস্ত্রৈ-স্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো ভগবান্ হৃদি কিংবা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বা—শব্দঃ কটাক্ষে, কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। নন্বু

অনুবাদ

বেদের কর্মকাণ্ডসমূহে ও উপাসনাকাণ্ডসমূহে এরূপ স্পষ্ট করিয়া (নির্মৎসরত্বাদি সম্বন্ধে না বলায় ঐ গুলি হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবত উহাদের প্রতিপাদক অংশেও (কর্মবিষয়ক ও উপাসনাবিষয়ক বিভাগেও) শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইয়াছে, যেহেতু উভয়ক্ষেত্রেই ধর্ম উৎপন্ন হয়। এইরূপ হওয়াতে শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা যে শুদ্ধভক্তি, তাহার কথা দূরে থাকুক (—অর্থাৎ সে কথা আর বলিতে হইবে না, কারণ তাহা ঐ সকল হইতে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ)। এই ভাবার্থ।

'বেদ্যম্' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জ্ঞানকাণ্ড হইতেও শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন। ঐ শাস্ত্রগুলি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় নিরপেক্ষ ; সেইজন্য ঐ গুলিতে যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাও বেদ্য বা নিশ্চয় হয় না, একথা ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১০।১৪।৪) "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥"—অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন—'হে বিভো, জ্ঞানমার্গীয়গণ প্রকৃতমঙ্গললাভের পন্থা যে ভক্তি, তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া কেবলবোধ (কৈবল্যমুক্তি পাইতে শুষ্ক জ্ঞান) লাভের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার

টিপ্পনী

তাহাই বিদ্যা),—ইহাতে পূর্ণ হইল, তাহার নিমিত্ত বলিতেছেন পরমো ধর্মঃ।'... ...সেই পরমধর্ম ভক্তিযোগলক্ষণ। শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠিরের 'কো ধর্মঃ সর্বধর্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ' (অর্থাৎ সব ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম পরম বলিয়া আপনার মত)—এই প্রশ্নের উত্তরে 'এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ। যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেন্নরঃ সদা॥' (অর্থাৎ আমার মতে যে ধর্মে মনুষ্য সর্বদা পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তবাদিদ্বারা পূজা করেন, তাহাই সর্বাধিকতম ধর্ম)—শ্রীভীষ্মদেবের এই উত্তরে, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীযমরাজের উক্তি ৬।৩।২২) 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥' (অর্থাৎ লোকে ভগবানের নামগ্রহণাদিদ্বারা তাঁহাতে ভক্তি-যোগই মানবের পরমধর্ম বলিয়া খ্যাত)—এই উক্তিতে তাহাই সমর্থিত। ......'মহামুনি'-অর্থে "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্"—এই বচনানুসারে শ্রীব্যাসকেই নির্দেশ করিতেছে।..."

শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীবীররাঘবকৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'—"...প্রধানপ্রতিপাদ্য বস্তুরূপবিষয় ধর্ম। এই ধর্ম সাধ্য ও সিদ্ধ। ...'অমৃতস্য পরং সেতুঃ' (শ্বেঃ ৬।১৯) প্রভৃতি বচনে পরমাত্মাই সিদ্ধধর্ম। ইহা অলৌকিক বলিয়া শ্রেয়ঃসাধনত্ব-জন্য সাধ্যধর্ম পরমাত্মারাধনাত্মিকা ভক্তি। এখানে 'সতাং' (সাধুদিগের) বলায় সাধ্যধর্মই লক্ষিত হইতেছে। আর 'বেদ্য' ও 'তাপত্রয়োন্মূলন' দ্বারা সিদ্ধধর্মকে লক্ষ্য করিতেছেন। 'ঈশ্বর'— প্রয়োগে প্রয়োজন নির্দেশ করিতেছেন।

ইদমেব তর্হি সর্বে কিমিতি ন শৃণ্বন্তি ? তত্রাহ কৃতিভিরিতি সুকৃতিভিরিত্যর্থঃ। শ্রবণেচ্ছা তু তাদৃশসুকৃতিং বিনা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। অথবা অপরৈর্মোক্ষপর্যন্তকামনারহিতেশ্বরারাধন-লক্ষণধর্মব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈরনুক্তৈর্বা সাধ্যৈ স্তৈরত্র কিংবা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ

করেন ; কিন্তু তাঁহাদের ঐ ক্লেশমাত্রই অবশেষ (বা ফল) হয়, যেমন যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া ধান্যরহিত স্থূল (আগড়া) তুষ আঘাত করে (আছড়ায়), তাহাদের কেবল কষ্টই সার হয়, তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ। —এই ন্যায়ানুসারে। 'তাপত্রয়োন্মূলনং' (ভাঃ ১।১।২) ত্রিতাপ উন্মূলন (উৎপাটন) করে, তাহাদের মূলভূত যে অবিদ্যা, তাহাও খণ্ডন করে। আর 'শিবদং' (ভাঃ ১।১।২) শিব অর্থাৎ পরমানন্দ প্রদান করে অর্থাৎ অনুভব করায়। অন্যত্র অর্থাৎ মুক্তিতে ঐরূপ অনুভবের মনন হয় না, আর তাহা না হইলেই অপুরুষার্থ (পুরুষার্থের অভাব বা মুক্তির অপ্রাপ্তি) আসিয়া পড়ে। এইজন্য তাহার মননের জন্যই এস্থলে বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ ঐ পরমানন্দের অনুভবের মনন হয় বলিয়াই এই পরম ধর্ম ঐ সমস্ত হইতে পৃথক্)। আর ঐ সমস্ত (অবিদ্যানাশ, পরমানন্দানুভব প্রভৃতি) তুলভবস্তুর সাধন বলিয়া ঐ প্রকার সুন্দর নিরূপণই যে ঐ পরমধর্মের বৈশিষ্ট্যের কারণ, তাহা নহে, উপরন্তু উহার স্বরূপই

টিপ্পনী

প্রয়োজন দ্বিবিধ—ব্যবহিত ও অব্যবহিত। যদৃচ্ছাবশে হৃদয়ে ঈশ্বরস্থাপন অব্যবহিতফল এবং তাপত্রয়নিবৃত্তিভগবদনুভব পরম্পরাক্রমে ব্যবহিতফল।.....সম্যক্ ত্যক্তকৈতব বলাতে বিপ্রলিপ্সামূল বাহ্যাগমোক্ত চৈত্যবন্দনাদি ব্যাবৃত্ত হইল। নির্মৎসরসাধুদিগের ধর্ম বলাতে বেদোক্ত অভিচারাদি ব্যাবৃত্ত হইল। পরম বা সর্বোৎকৃষ্ট বলাতে ক্ষুদ্রফলপ্রদ কাম্যকর্ম ব্যাবৃত্ত হইল। কিংবা মৎসরশব্দ কামাদিপ্রদর্শনের জন্য ; শমদমাদি-উপেত মুমুক্ষুগণের ধর্ম—ইহা দ্বারা স্বর্গাদি-নিমিত্ত কর্ম ব্যাবৃত্ত হইল। আর বৈষ্ণবধর্ম কেবল ভগবানের সন্তোষ ফল লক্ষ্য করায় উহা সর্বোত্তম। এই সাধ্যধর্মরূপ বিষয় উক্ত হইল। ...এইরূপ সাধ্যধর্মদ্বারা সমারাধ্য এই মহাপুরাণের বেদ্য পরব্রহ্মাত্মক সিদ্ধধর্মরূপ বলিতেছেন। ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-বিভূতি-প্রতিপাদিত বলিয়া এই মহাপুরাণের 'ভাগবত'-নাম সার্থক। 'স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্যঃ'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে আপ্ততম বলিয়া তাঁহাকে শ্রবণাধিকার দেওয়া হইয়াছিল, অতএব এই মহা-পুরাণের বক্তার বৈলক্ষণ্য আছে ; তাহাতে পৌরুষেয়ত্বের দোষগন্ধ নাই। অতএব সেই মহামুনি শ্রীবাদরায়ণকৃত এই মহাপুরাণ প্রমাণতম।..."

শ্রীনিম্বার্কানুগত শ্রীশুকদেবকৃত 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ'—"শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের বিষয়—প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অধিকারী দেখাইয়া অন্য শাস্ত্র হইতে ইহার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ববেদার্থবিৎ ভগবদবতার পারাশর্য ব্যাসকৃত ভগবৎস্বরূপগুণাদিবর্ণনরূপ শ্রীযুক্ত ভগবৎসম্বন্ধী শাস্ত্রে পরোৎকর্ষসহনে অসমর্থতারূপ দোষবিবর্জিত সাধুদিগের ফলাভি-সন্ধিলক্ষণকাপট্যরহিত ভক্তিলক্ষণ পরমধর্ম এবং ত্রিতাপের নাশক ভগবদ্-ভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষপ্রদ বস্তুলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণাখ্য-তত্ত্ব ও সেই বস্তুসম্বন্ধী চেতনজীব এবং প্রাকৃত অপ্রাকৃত অচেতনপদার্থ, অর্থাৎ চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বত্রয় জ্ঞাতব্য। ..." উপরে 'আমাকৃত'-পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—'অহংকর্তা'—এইভাব থাকিলেও শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা বলিবার জন্য ইহা (মহামুনি) বলা হইয়াছে, নিজপ্রশংসা জন্য নহে"।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়াবলম্বী শ্রীবল্লভাচার্যের 'সুবোধিনী'—"...যজ্ঞাদিতে স্বর্গাদিপদভ্রমজননজন্য কাপট্য-

যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তত্তৎ সাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যস্তদেকক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে স এবাহত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্বদৈবেতি। তস্মাদত্র-

অনুবাদ

তাহার কারণ, এই বলিতে বলা হইয়াছে—'শ্রীমদ্ভাগবতে' (ভাঃ ১।১।২) ইত্যাদি। 'ভাগবত'—অর্থে ভগবৎপ্রতিপাদক ; 'শ্রীমৎ'—অর্থে শ্রীভগবন্নামাদির ন্যায় তাঁহারই স্বাভাবিকশক্তিযুক্ত ; 'শ্রীমৎ'—এখানে নিত্যযোগে 'মতুপ্' প্রত্যয় ; অতএব সমাসবদ্ধভাবে নির্দেশ করিয়া নীলোৎপল প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার নামকে বুঝাইতেছে ; এরূপ অর্থ না করিলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষ উপস্থিত হইয়া যায়।

অতএব শ্রীগরুড়পুরাণে তাহা বলা হইয়াছে—"অষ্টাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ" ; টীকাকার স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবত নামক কল্পতরু।" অতএব কোনও কোনও স্থলে কেবল

টিপ্পনী

সম্ভবপর। আচারধর্মেও সমজাতীয় বস্তুতেও শুদ্ধাশুদ্ধি বিধানজন্য উহাতেও কাপট্য আছে। সত্যাদিতেও ব্যবহারের সন্নিপাতত্বহেতু কাপট্য। তপঃ প্রভৃতিতে নিজের ও পরের কি মঙ্গল, স্বপরদ্রোহরূপ অধর্মেরই বা কতদূর প্রয়োজন, আর 'কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসম্' (গীতা ১৭।৬) ইত্যাদি বাক্যজন্য কাপট্য। শ্রবণাদিতে সেরূপ কিছুমাত্র কাপট্য নাই। এই কাপট্য হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত শ্রবণাদিরূপ ভাগবতধর্ম ভগবদ্ধর্ম বলিয়াই পরম। ইহাদ্বারা পরতত্ত্ব ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। পরের উৎকর্ষ সহ্য না করা মৎসর-দোষ, কৃপালুত্বাদি ধর্মসম্বন্ধিগুণ। ঐ দোষের অভাব-যুক্ত ও ঐ গুণবিশিষ্ট সাধুগণ এই ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অতএব ইহার উৎকর্ষ। ...বুদ্ধির কৌশলই কৃতিত্ব ; দুর্বোধ মহাপুরুষবাক্যের বোধোপযোগিনী শুশ্রূষা বলিতে অনুকথনোপযোগিনী বুঝিতে হইবে। শ্রবণ ও কীর্তন এই উভয়বিধ সম্পত্তি হইলেই ভগবান্ হৃদয়ে বদ্ধ হ'ন।..."

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগগনে আচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের একটী বিরাট্ বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার এখানে স্থান সঙ্কুলনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কেবল 'নির্মৎসর' শব্দের ব্যাখ্যা, তাহাও আংশিক, গ্রহণ করিতেছি—"...যাহারা পরসুখ সহ্য করিতে অসমর্থ, সেই মৎসরগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক সাধুর ধর্ম এক নহে। বুভুক্ষুগণ ধর্ম-অর্থ কাম-লোভে ব্যস্ততাবশতঃ বৈষ্ণব বা সাধুগণের হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে 'ভোগী কর্মী' বলিয়া আত্মবৎ জ্ঞান করেন ; এবং মুমুক্ষুগণ নিষ্কাম হরিভজনকে ভোগপরায়ণ কর্মীর সহিত সমদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া সে সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাহাও বিষ্ণুবৈষ্ণবের হিংসামাত্র। হিংসামূলে উত্থিত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া ভোগী ও ত্যাগী জীবকুল পরমধর্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ, সেইজন্য তাঁহারা চতুর্বর্গাভিলাষী। শ্রীমদ্ভাগবত এই চারিপুরুষার্থের কথালুব্ধ প্রাণি-গণের ধর্মকে পরমধর্ম বলেন নাই। যাঁহারা লৌকিকজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে ভোগের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদপূর্ণ হইয়া মৎসর ধর্মে অবস্থিত। ...মুক্তিবাদিমাত্রেই অমুক্তাবস্থার অস্মিতা ও মুক্তাবস্থায় স্বরূপের সমন্বয় করেন বলিয়া তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধিতে কৈতব বর্তমান। কৈতবগ্রস্ত জীবই অসাধুর সহিত সাধুর সমন্বয় প্রয়াস করেন। "

শ্রীচরিতামৃতে দুইটী স্থলে (চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০, ৯২, ৯৪ ও মঃ ২৪।৯৫, ৯৬) এই প্রসঙ্গ আছে, যথা—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥ তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

কাণ্ডত্রয়রহস্যস্য প্রব্যক্তপ্রতিপাদনাদেবিশেষত ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্।

অনুবাদ

(‘শ্রীমদ্’—এই বিশেষণশূন্য) ‘ভাগবত’ নামও দেখা যায়; সেখানে যেমন ‘সত্যভামা’ নামের পরিবর্তে ‘ভামা’ নামপ্রযুক্ত হয়, সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এরূপ প্রভাবের কারণ বলা হইতেছে। রচয়িতা পরমশ্রেষ্ঠ পুরুষ, “মহামুনিকৃতে” (ভাঃ ১।১।২)। মহামুনি শ্রীভগবান্ ও তিনিই পরম বিচারপারঙ্গত মহাপ্রভাবগণের শিরোমণি; শ্রুতি বলিয়াছেন—“তিনি মুনি হইয়া সম্যক্ চিন্তা করিয়াছিলেন।” তিনি প্রথমে চতুঃশ্লোকীরূপে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা (ভাঃ ১২।১৩।১৯) “যিনি শ্রীব্রহ্মাকে ইহা বলিয়াছেন”—এই অনুসারে সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছেন। (মূলের দুইটী স্থলে ব্যবহৃত ‘প্রকাশিতে’পদ শ্লোকের শ্রীমদ্ভাগবতে’ পদের বিশেষণ)।

টিপ্পনী

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥ তুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মপ্রবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তিবিনা অন্য কামনা॥ প্র-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান॥” অনুবাদে উদ্ধৃত (ভাঃ ১।২।৬) হইতে ১।২।১৩ পর্যন্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, সর্বধর্মের সংসিদ্ধি তখন, যখন তদ্দ্বারা উৎপাদিত শুদ্ধভক্তিযোগে হরিতোষণ হয়। বর্ণাশ্রমধর্মপালনে যদি শুদ্ধা (জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতা) ভক্তির উৎপত্তি হইয়া হরিতোষণরূপ ফল হয়, তবেই তাহা পরম ধর্ম হইতে পারে। নতুবা বর্ণাশ্রম পালনে চরম লাভ হয় না। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৯) ও পদ্মপুরাণ (পাতাল, ৫৩) শ্লোকে বলা হইয়াছে—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্।”—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত পুরুষের পক্ষে প্রকৃতমঙ্গলের পথ হইতেছে যে তিনি পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা অর্থাৎ ফলকাম না হইয়া ‘আ’ অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে উপাসনা করেন; চরমকল্যাণ যে হরিতোষণ, তাহা অন্য উপায়ে হয় না।’ তাহা না করিলে তাহার পতন হয়, যথা (ভাঃ ১১।৫।২-৩)—“মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।” অর্থাৎ ‘বৈরাজ পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র—এই চারি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত ও বর্ণগত গুণসমূহের সহিত জন্মিয়াছিলেন। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা স্বপ্রকট সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভজনে অবজ্ঞা করেন, তাহারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়’। একটী পয়ারে চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬ বলিয়াছেন—“চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে।’

‘বেদ্যম্’—প্রভৃতির ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ জ্ঞানকাণ্ডে যাহা প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ কেবল জ্ঞান, যদ্দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তব্য), তাহা ও জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সাধনপ্রণালীদ্বারা বেদ্য বা নিঃসন্দেহে পাওয়া যায় না,—ইহা দেখাইতে ‘শ্রেয়ঃসৃতিং’ (ভাঃ ১০।১৪।৪) শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন। সম্যক্ শ্লোকটী অনুবাদে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—“ভক্তিবিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ‘শ্রেয়ঃসৃতিং’—যাহাতে অভ্যুদয়—অপবর্গলক্ষণ শ্রেয়ঃসমূহের সৃতি বা সরণ (পথ) যেমন সরসীর পক্ষে নির্ঝরসমূহ, সেইরূপ আপনার (ভগবানের) ভক্তি ত্যাগ করিয়া, অথবা শ্রেয়ঃসমূহের মার্গভূতা ভক্তি ত্যাগ করিয়া। তাঁহাদের কেবল ক্লেশই অবশেষ থাকে। ভাবার্থ এইরূপ—যেমন

অতএব অত্র—ইতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা। সা হি নির্ধারণার্থেতি। অতো নিত্যমেতদেব সর্বৈরেব শ্রোতব্যমিতিভাবঃ। শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ

তাহা না হয় হইল ; কিন্তু এইরূপ শ্রেষ্ঠতার বিষয় ত' অন্যান্য শাস্ত্রেও সম্ভবপর—এই পূর্ব-পক্ষের উত্তর বলিতেছেন—সর্বশাস্ত্রে স্বীকৃত পরমজ্ঞেয়তত্ত্ব শ্রেষ্ঠপুরুষার্থ যে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার, তাহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থেই সুলভ ; এই নিমিত্ত বেদের উপাসনাকাণ্ড হইতেও ইহার শ্রেষ্ঠতা বলিতে গিয়া ইহার যে সর্বাপেক্ষা অধিকপ্রভাব, তাহাই "কিংবা পরৈঃ" (ভাঃ ১।১।২ অর্থাৎ অন্য শাস্ত্র লইয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ?) দ্বারা বলিতেছেন—অপর শাস্ত্রসমূহ বা সে সকলে কথিত সাধনপ্রণালীসমূহ-দ্বারা ঈশ্বর ভগবান্ কি হৃদয়ে সদ্যই (অর্থাৎ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে) অবরুদ্ধ বা স্থিরীকৃত হ'ন ? 'বা' শব্দ কটাক্ষ (বক্র ইঙ্গিত বা প্রতিকূল সমালোচনা) অর্থে প্রযোজ্য ; (সদ্য অবরুদ্ধ হ'ন না), কিন্তু কিছু বিলম্বে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে (শ্রীমদ্ভাগবতে) শুশ্রূষু বা শ্রবণ করিতে ইচ্ছু ব্যক্তিগণের দ্বারা

টিপ্পনী

যাহারা অল্পপ্রমাণ (ক্ষুদ্র) ধান্য ত্যাগ করিয়া অন্তঃকণাহীন (মধ্যে তণ্ডুলশূন্য) স্থূল ধান্যাভাস তুষকে আঘাত করে, তাহারা কিছু ফল পায় না, সেই প্রকার ভক্তিকে তুচ্ছীকৃত করিয়া যাঁহারা কেবলবোধের চেষ্টা করেন, তাঁহাদেরও তাই।" শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—" ..নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে '…ভক্ত্যা সুলভে পুরুষে পুরাণে, মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ'—অর্থাৎ '…ভক্তিদ্বারা পুরাণ (আদি) পুরুষ (ভগবান্) যখন সুলভ (সহজপ্রাপ্য), তখন মুক্তির জন্য প্রযত্নে কি প্রয়োজন ?' তথাপি যাঁহারা ভক্তি বর্জন করিয়া জ্ঞানে প্রয়াসবান্, তাঁহাদের দুঃখই ফলে। …শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদি নানাসাধনদ্বারা সাধ্য ফল যে ভক্তিদ্বারাতেই হইতে পারে, তাহা ত্যাগ করিয়া—এই ভাবার্থ। তাঁহাদের ঐ বোধ ক্লেশল অর্থাৎ ক্লেশদায়ক, তাহাই শেষ অর্থাৎ তাহাই মাত্র পর্যবসিত হয়। দৃষ্টান্ত—অল্পপ্রমাণ তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিয়া পর্বতপ্রমাণ স্থূলতুষপুঞ্জ আনিয়া মধ্যে তণ্ডুলকণাহীন ঐ ধান্যাভাসগুলি (দেখিতে ধান্যের ন্যায় তুষগুলি) আঘাত করিতে থাকিলে ঐ স্থূল তুষ কেবল ক্লেশ অর্থাৎ হস্তাদির বেদনামাত্র ফলদান করে, সেইরূপ।"

'শ্রীমদ্ভাগবত' পদে 'শ্রীমৎ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে শ্রীজীবপাদ 'নিত্যযোগে মতুপ্'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকরণে উহার উদাহরণ 'ক্ষীরী বৃক্ষঃ'—যে বৃক্ষের মধ্যে নিত্যকাল ক্ষীর বা দুগ্ধের ন্যায় রস বর্তমান্ ; এখানে অর্থ—যাঁহাতে শ্রী নিত্য বিরাজ করেন। ইহাদ্বারা স্বাভাবিক শ্রীমত্ত্ব বুঝাইতেছে ; তজ্জন্য সমাসবদ্ধ হইয়া 'শ্রীমৎ'শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে। পাণিনি সূত্র হইতেছে—"উপাসর্জনং পূর্বম্"—অর্থাৎ সমাসে উপসর্জন পদের পূর্বনিপাত হয়। কর্মধারয়সমাসে বিশেষণ প্রভৃতি পদ উপসর্জন,—যেমন নীলম্ উৎপলম্ নীলোৎপলম্। বিশেষণ বলিতে 'বিশিষ্যতে অনেন ইতি বিশেষণম্' অর্থাৎ যাহা বিশেষ করিয়া দেয় ; সুতরাং বিশেষণ নিত্যগুণাদি প্রকাশ করে। নীলোৎপলের নীলবর্ণত্ব নিত্য ; সেই পদ্মের নামই 'নীলোৎপল'। সেইরূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-শব্দে ঐ গ্রন্থশিরোমণির নামই প্রকাশ করিতেছে। তাহা না হইলে, শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' দোষ আসিয়া যাইত। এই দোষটী আলঙ্কারিক ন্যায় বিরোধী। একাদশীতত্ত্বে ১৩শ অঙ্কে ধৃত আলঙ্কারিক ন্যায়ে বলা হইয়াছে—"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥"—অর্থাৎ 'অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত

ভাগবতে চতুঃশ্লোকীপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানেবার্থঃ

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ। অতশ্চতুঃশ্লোকীপ্রসঙ্গেঽপি শ্রীভগবানেবার্থঃ। স হি স্বজ্ঞানাদ্যুপদেশেন স্বমেবোপদিদেশ। অত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে। (ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫)—

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হ'ন। (পুনরায় পূর্বপক্ষ)—আচ্ছা, যদি এমনই হয়, তবে সকলেই বা কেন শ্রবণ করেন না ? তদুত্তর বলিতেছেন—"কৃতিভিঃ" (ভাঃ ১।১।২) অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণদ্বারা ; ঐরূপ সুকৃতি (ভক্ত্যুৎপাদকসৎক্রিয়া) ভিন্ন শ্রবণের ইচ্ছা উৎপাদিত হয় না, এই ভাবার্থ। অথবা—অপর অর্থাৎ মোক্ষপর্যন্ত কামনারহিত, ঈশ্বরারাধনরূপ ধর্ম, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি উক্ত বা অনুক্ত যে সাধ্য (প্রাপ্য), তদ্দ্বারা এক্ষেত্রে কি মাহাত্ম্যই বা সম্ভবপর ? এই তাৎপর্য। যেহেতু যে ঈশ্বর কৃতী অর্থাৎ কোন

টিপ্পনী

নহে, কারণ আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে বাক্যের কখনও প্রতিষ্ঠা হয় না।' আলঙ্কারিক বিচারমতে অপরিজ্ঞাত 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'অনুবাদে'র অন্যতম আভিধানিক অর্থ 'বাক্যারম্ভন', তাহাই ব্যাকরণে 'উদ্দেশ্য'। আর 'বিধেয়ে'র অর্থ—যাহা 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বলা যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'অনুবাদ' ও 'বিধেয়ে'র লক্ষণ, প্রয়োগবিধি ও দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ২।৭৫-৭৮) যথা—"অনুবাদ" না কহিয়া না কহি 'বিধেয়'। আগে 'অনুবাদ' কহি, পশ্চাৎ 'বিধেয়'॥ 'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত। 'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত॥ যৈছে কহি, এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র—'অনুবাদ', ইহার 'বিধেয়'—পাণ্ডিত্য॥ বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ॥" এই দৃষ্টান্তে—'এই ব্যক্তি বিপ্র', ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা 'অনুবাদ' ; 'বিপ্র যে পণ্ডিত', ইহা সকলে জানেন না, অতএব তাহা 'বিধেয়'। সমাসবদ্ধ 'শ্রীমদ্ভাগবৎ'কে নামরূপে না বুঝিলে 'ভাগবত'—'অনুবাদ' পরে যায়, আর 'শ্রীমৎ'—'বিধেয়' পূর্বে বসে ; সুতরাং ঐ আলঙ্কারিক ন্যায়ের সহিত বিরোধ হয় ; এইরূপ হইলেই তাহাকে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' দোষ বলে।

গরুড়পুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশটীতে ও তট্টীকায় 'শ্রীমদ্ভাগবত-নামক' বলা হইয়াছে, গ্রন্থের নামই 'শ্রীমদ্ভাগবত'। গরুড়পুরাণের এই অংশটী শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু প্রশংসা সমন্বিত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের ২১শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত উহা দ্রষ্টব্য। ক্ষিপ্রতাহেতু অনেক সময়ে নামের অংশ 'শ্রীমৎ'শব্দটীর ব্যবহার না হওয়ায় কেবল 'ভাগবত' বলা হয়। ঐরূপ নামের অংশ অনেক স্থলে বাদ দিয়া যাহাতে বুঝা যায় এরূপ অংশমাত্র রাখা হয়। শ্রীজীবপাদ একটী উদাহরণ দিয়াছেন, 'সত্যভামা' স্থলে কখনও কখনও কেবল 'ভামা' বলা হয়, তাহাতে 'সত্যভামা'ই বুঝায়। নামের সঙ্কোচের ঐরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যেমন অনেককে কেবল 'অমূল্য' নামে ডাকা হয়, কিন্তু পূর্ণনাম 'অমূল্যধন' বা 'অমূল্যরতন'—এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই বুঝেন।

শ্রীজীবপাদ ও গৌড়ীয়গণ 'ধর্মপ্রোজ্ঝিত' (ভাঃ ১।১।২) শ্লোকে 'মহামুনি' অর্থে ভগবান্ নারায়ণকেই উদ্দেশ করেন। চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যটীকাকারগণ প্রায় সকলেই শ্রীবেদব্যাসকেই বলিয়াছেন, তাহা উপরি উদ্ধৃত টীকাগুলিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশুকদেব পূর্বপক্ষকৃত 'শ্রীব্যাসদেব নিজেকে মহামুনি বলিয়া প্রশংসা কিরূপে করিলেন ?—এই প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্য ইহা বলিয়াছেন,

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (৩০)

মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্ধারণং ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ। ইত্যন্যো ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং "মুক্তানামপি সিদ্ধানামি"ত্যাদেঃ।

অনুবাদ

প্রকারে ঈশ্বরের সাধনক্রমপর্যায়ে লব্ধ ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা সদ্য অর্থাৎ সেই একমাত্র লক্ষণকেই ব্যাপিয়া হৃদয়ে স্থিরীকৃত হ'ন, তিনিই শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণদ্বারাই সেইক্ষণ হইতেই (অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই) আরম্ভ করিয়া সর্বদাই—এই অর্থ। অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতে বেদের কাণ্ডত্রয়ের রহস্যের (গূঢ় অর্থের) স্পষ্ট প্রতিপাদন বা বোধনাদিহেতু, বিশেষ করিয়া ঈশ্বরকে আকর্ষণকর বিদ্যারূপ হওয়ায় (অর্থাৎ পরোক্ষ বেদবাক্যের যে গূঢ় অর্থ তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য করায়) বলিয়াও বিশেষ করিয়া যে বিদ্যায় ঈশ্বর আকৃষ্ট হ'ন, শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিদ্যারূপ বলিয়া) শ্রীমদ্ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব (ভাঃ ১।১।২) 'অত্র'পদ যে তিনবার বলা হইয়াছে, তাহার নির্ধারণ (নিশ্চয়) অর্থ। অতএব নিত্য এই (শ্রীমদ্ভাগবত) শাস্ত্রই সকললোকেরই শ্রবণ করা কর্তব্য, ইহাই ভাবার্থ। ভাঃ ১।১।২ শ্লোকটী শ্রীবেদব্যাস লিখিয়াছেন। (৯৫)

টিপ্পনী

আত্মপ্রশংসাজন্য নহে। হইলেও, মনে হয় শ্রীজীবপাদের অর্থই অধিক সমীচীন। তিনি ইহা প্রমাণজন্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন 'ভগবান্ মুনি বা মননশীল হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন'। শ্রীশুকদেব ভগবৎস্তবে (ভাঃ ২।৪।২২) বলিয়াছেন —"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী, বিতন্বতাযস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ, স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥" —অর্থাৎ 'কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি বিস্তার বা প্রকাশ করিবার সময়ে যাঁহাকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া আপনাকে (ভগবান্‌কে) উপাস্যরূপে লক্ষ্য করান্ যে সরস্বতী, বেদরূপাসেই সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রদাতা ঋষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'। শ্রীযমরাজেরও উক্তি ঐরূপ (ভাঃ ৬।৩।১৯), যথা—"ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্"—অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ ধর্মের প্রণেতা'। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।৩)—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।"—অর্থাৎ যে বেদবাণীতে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমিই কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।' শ্রুতিতেও ইহার ইঙ্গিত আছে, যথা—"তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" (শ্বেঃ ৪।১৮)—অর্থাৎ 'সেই সবিতার বরণীয় তেজ অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেই আদি জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন যে, ভগবান্ প্রথমে চতুঃশ্লোকীরূপে ভাগবত বলিয়াছেন। সেই 'চতুঃশ্লোকী' ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫ চারিটী শ্লোক। ইহাদের অবতারণিকা পূর্বের দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। উহাদের প্রথম (৩০) শ্লোকের টীকার ভূমিকারূপে শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"...চতুঃশ্লোকীদ্বারা ক্রমে ব্রহ্মার (২৫—২৮শ চারিটী শ্লোকে) জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন। এই চতুঃশ্লোকীই ভগবানের কথিত বলিয়া ভগবানের প্রদত্ত চারিটী উত্তর-সম্বলিত 'শ্রীভাগবত-শাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ..."। শ্রীভগবান্ সমগ্র ভাগবতও ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১২।১৩।১৯) বলা হইয়াছে, যথা –"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।

ভাগবতে চতুঃশ্লোকীপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানেবার্থঃ

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ। অতশ্চতুঃশ্লোকীপ্রসঙ্গেঽপি শ্রীভগবানেবার্থঃ। স হি স্বজ্ঞানাদ্যুপদেশেন স্বমেবোপদিদেশ। অত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে। (ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫)—

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হ'ন। (পুনরায় পূর্বপক্ষ)—আচ্ছা, যদি এমনই হয়, তবে সকলেই বা কেন শ্রবণ করেন না ? তদুত্তর বলিতেছেন—"কৃতিভিঃ" (ভাঃ ১।১।২) অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণদ্বারা ; ঐরূপ সুকৃতি (ভক্ত্যুৎপাদকসৎক্রিয়া) ভিন্ন শ্রবণের ইচ্ছা উৎপাদিত হয় না, এই ভাবার্থ। অথবা—অপর অর্থাৎ মোক্ষপর্যন্ত কামনারহিত, ঈশ্বরারাধনরূপ ধর্ম, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি উক্ত বা অনুক্ত যে সাধ্য (প্রাপ্য), তদ্দ্বারা এক্ষেত্রে কি মাহাত্ম্যই বা সম্ভবপর ? এই তাৎপর্য। যেহেতু যে ঈশ্বর কৃতী অর্থাৎ কোন

টিপ্পনী

নহে, কারণ আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে বাক্যের কখনও প্রতিষ্ঠা হয় না।' আলঙ্কারিক বিচারমতে অপরিজ্ঞাত 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'অনুবাদে'র অন্যতম আভিধানিক অর্থ 'বাক্যারম্ভন', তাহাই ব্যাকরণে 'উদ্দেশ্য'। আর 'বিধেয়ে'র অর্থ—যাহা 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বলা যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'অনুবাদ' ও 'বিধেয়ে'র লক্ষণ, প্রয়োগবিধি ও দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ২।৭৫-৭৮) যথা—"অনুবাদ" না কহিয়া না কহি 'বিধেয়'। আগে 'অনুবাদ' কহি, পশ্চাৎ 'বিধেয়'॥ 'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত। 'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত॥ যৈছে কহি, এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র—'অনুবাদ', ইহার 'বিধেয়'—পাণ্ডিত্য॥ বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ॥" এই দৃষ্টান্তে—'এই ব্যক্তি বিপ্র', ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা 'অনুবাদ'; 'বিপ্র যে পণ্ডিত', ইহা সকলে জানেন না, অতএব তাহা 'বিধেয়'। সমাসবদ্ধ 'শ্রীমদ্ভাগবৎ'কে নামরূপে না বুঝিলে 'ভাগবত'—'অনুবাদ' পরে যায়, আর 'শ্রীমৎ'—'বিধেয়' পূর্বে বসে ; সুতরাং ঐ আলঙ্কারিক ন্যায়ের সহিত বিরোধ হয় ; এইরূপ হইলেই তাহাকে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' দোষ বলে।

গরুড়পুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশটীতে ও তট্টীকায় 'শ্রীমদ্ভাগবত-নামক' বলা হইয়াছে, গ্রন্থের নামই 'শ্রীমদ্ভাগবত'। গরুড়পুরাণের এই অংশটী শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু প্রশংসা সমন্বিত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের ২১শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত উহা দ্রষ্টব্য। ক্ষিপ্রতাহেতু অনেক সময়ে নামের অংশ 'শ্রীমৎ'শব্দটীর ব্যবহার না হওয়ায় কেবল 'ভাগবত' বলা হয়। ঐরূপ নামের অংশ অনেক স্থলে বাদ দিয়া যাহাতে বুঝা যায় এরূপ অংশমাত্র রাখা হয়। শ্রীজীবপাদ একটী উদাহরণ দিয়াছেন, 'সত্যভামা' স্থলে কখনও কখনও কেবল 'ভামা' বলা হয়, তাহাতে 'সত্যভামা'ই বুঝায়। নামের সঙ্কোচের ঐরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যেমন অনেককে কেবল 'অমূল্য' নামে ডাকা হয়, কিন্তু পূর্ণনাম 'অমূল্যধন' বা 'অমূল্যরতন'—এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই বুঝেন।

শ্রীজীবপাদ ও গৌড়ীয়গণ 'ধর্মপ্রোজ্ঝিত' (ভাঃ ১।১।২) শ্লোকে 'মহামুনি' অর্থে ভগবান্ নারায়ণকেই উদ্দেশ করেন। চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যটীকাকারগণ প্রায় সকলেই শ্রীবেদব্যাসকেই বলিয়াছেন, তাহা উপরি উদ্ধৃত টীকাগুলিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশুকদেব পূর্বপক্ষকৃত 'শ্রীব্যাসদেব নিজেকে মহামুনি বলিয়া প্রশংসা কিরূপে করিলেন ?—এই প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্য ইহা বলিয়াছেন,

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥" (৩০)

মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্ধারণং ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ। ইত্যন্যো ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং "মুক্তানামপি সিদ্ধানামি"ত্যাদেঃ।

অনুবাদ

প্রকারে ঈশ্বরের সাধনক্রমপর্যায়ে লব্ধ ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা সদ্য অর্থাৎ সেই একমাত্র লক্ষণকেই ব্যাপিয়া হৃদয়ে স্থিরীকৃত হ'ন, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণদ্বারাই সেইক্ষণ হইতেই (অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই) আরম্ভ করিয়া সর্বদাই—এই অর্থ। অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতে বেদের কাণ্ডত্রয়ের রহস্যের (গূঢ় অর্থের) স্পষ্ট প্রতিপাদন বা বোধনাদিহেতু, বিশেষ করিয়া ঈশ্বরকে আকর্ষণকর বিদ্যারূপ হওয়ায় (অর্থাৎ পরোক্ষ বেদবাক্যের যে গূঢ় অর্থ তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য করায়) বলিয়াও বিশেষ করিয়া যে বিদ্যায় ঈশ্বর আকৃষ্ট হ'ন, শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিদ্যারূপ বলিয়া) শ্রীমদ্ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব (ভাঃ ১।১।২) 'অত্র'পদ যে তিনবার বলা হইয়াছে, তাহার নির্ধারণ (নিশ্চয়) অর্থ। অতএব নিত্য এই (শ্রীমদ্ভাগবত) শাস্ত্রই সকললোকেরই শ্রবণ করা কর্তব্য, ইহাই ভাবার্থ। ভাঃ ১।১।২ শ্লোকটী শ্রীবেদব্যাস লিখিয়াছেন। (৯৫)

টিপ্পনী

আত্মপ্রশংসাজন্য নহে। হইলেও, মনে হয় শ্রীজীবপাদের অর্থই অধিক সমীচীন। তিনি ইহা প্রমাণজন্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন 'ভগবান্ মুনি বা মননশীল হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন'। শ্রীশুকদেব ভগবৎস্তবে (ভাঃ ২।৪।২২) বলিয়াছেন —"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী, বিতন্বতাযস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ, স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥" —অর্থাৎ 'কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি বিস্তার বা প্রকাশ করিবার সময়ে যাঁহাকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া আপনাকে (ভগবান্‌কে) উপাস্যরূপে লক্ষ্য করান্ যে সরস্বতী, বেদরূপা সেই সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রদাতা ঋষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'। শ্রীযমরাজেরও উক্তি ঐরূপ (ভাঃ ৬।৩।১৯), যথা—"ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্"—অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ ধর্মের প্রণেতা'। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।৩)—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"—অর্থাৎ যে বেদবাণীতে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমিই কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।' শ্রুতিতেও ইহার ইঙ্গিত আছে, যথা—"তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" (শ্বেঃ ৪।১৮)—অর্থাৎ 'সেই সবিতার বরণীয় তেজ অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেই আদি জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন যে, ভগবান্ প্রথমে চতুঃশ্লোকীরূপে ভাগবত বলিয়াছেন। সেই 'চতুঃশ্লোকী' ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫ চারিটী শ্লোক। ইহাদের অবতারণিকা পূর্বের দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। উহাদের প্রথম (৩০) শ্লোকের টীকার ভূমিকারূপে শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"...চতুঃশ্লোকীদ্বারা ক্রমে ব্রহ্মার (২৫—২৮শ চারিটী শ্লোকে) জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন। এই চতুঃশ্লোকীই ভগবানের কথিত বলিয়া ভগবানের প্রদত্ত চারিটী উত্তর-সম্বলিত 'শ্রীভাগবত-শাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ..."। শ্রীভগবান্ সমগ্র ভাগবতও ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১২।১৩।১৯) বলা হইয়াছে , যথা -"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।

তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। নচৈতাবদেব। কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতম্ তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ। তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্যবিঘ্নে ন ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদি-ভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। সুহৃদোরিব মিথঃ সংবর্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ।

অনুবাদ

অতএব এই প্রকারে (ভাগবতকে ভগবানেরই নামরূপে দেখাইয়া) শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের সহিত ইহার সঙ্গতি হইল। অতএব চতুঃশ্লোকী প্রসঙ্গেও শ্রীভগবান্ই অর্থ। তিনি স্বজ্ঞানাদির উপদেশ দান করিয়া নিজ সম্বন্ধেই (স্বস্বরূপসম্বন্ধেই) উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষেত্রে পরম ভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবত নামক নিজশাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্য তাহাতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য চারিটি বস্তুর প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। যথা—(ভাঃ ২।৯।৩০); (শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে বলিতেছেন)—"অতিসুগোপ্য

টিপ্পনী

যোগীন্দ্রায় তদাত্মনেঽথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥"

—অর্থাৎ 'যিনি (ভগবান্) কল্পপ্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট ('ক'-অর্থে 'ব্রহ্মা') এই অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ (ভাগবত) প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পরে ক্রমশঃ ব্রহ্মার রূপে দেবর্ষি নারদের নিকট, নারদরূপে মুনিবর কৃষ্ণ অর্থাৎ ব্যাসদেবের নিকট, ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট, শুকদেবরূপে অনুগ্রহপূর্বক ভগবদ্-রাত বা বিষ্ণুরাত (কৃষ্ণরক্ষিত) পরীক্ষিতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, অমৃত, পরমসত্য শ্রীনারায়ণ স্বস্বরূপের ধ্যান করি।' চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"শ্রীভাগবতসম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে শ্রীভগবানের ধ্যানলক্ষণ মঙ্গলাচরণ (গ্রন্থের শেষে শ্রীসূতগোস্বামী) করিতেছেন। 'ব্রহ্মার নিকট'—এই অর্থে 'কস্মৈ' পদটীর আর্ষপ্রয়োগ (ঋষিকর্তৃক ব্যাকরণবিরুদ্ধ) হইয়াছে, যেহেতু এখানে 'ক'শব্দটী বিশেষ্য, সর্বনাম নহে। এই দ্বাদশস্কন্ধাত্মক গ্রন্থই কল্পপ্রথমেই ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন।...অতএব পরমসত্য শ্রীনারায়ণস্বরূপের ধ্যান গায়ত্রী দ্বারাই করিতেছি; যেরূপ আরম্ভকালে (ভাঃ ১।১।১), সেইরূপেই উপসংহার করিয়া এই ভাগবত গায়ত্রীনাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা দেখাইতেছেন।" স্বামিপাদের টীকাও প্রায় এইরূপ। শ্রীজীবপাদ এখানে ও তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় 'বিভাষিতঃ' পাঠ স্বীকার করিয়াছেন; অন্যত্র কোন কোন সংস্করণে 'বিভাসিত' পাঠ দেখা যায়। যদি ইহার অর্থ ভাস্ বা দীপ্তিপ্রাপ্ত করা যায়, তাহাতেও প্রকাশিতই হয়। ক্রমসন্দর্ভ টীকার অর্থ কিছু প্রদত্ত হইতেছে—"ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠ দেখাইয়া শ্রীভগবান্ ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন; তখন রচনা করেন নাই। পুরা—পূর্বপরার্ধের আদিতে। 'তদ্রূপেণ', 'তদ্রূপিণা', 'তদাত্মনা'—পরপর এই পদগুলির দ্বারা বুঝাইতেছে কেবল চতুঃশ্লোকীই তিনি প্রকাশ করেন নাই; অপরন্তু অগণ্ডই এই পুরাণ দ্যোতিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎ পর সত্য ভগবন্নামক-তত্ত্ব আমরা ধ্যান করিতেছি—যেহেতু 'যত্তৎ পদমনুত্তমম্'—এই সহস্রনামস্তোত্রে 'তৎ'-শব্দটী তাঁহার নাম বলিয়াই পরিগণিত; 'পর'-শব্দেও শ্রীভগবান্ই বলা হইতেছে। ব্রহ্মাদির বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া অভিহিত হওয়ায় গায়ত্রীর অর্থদ্বারা উপলক্ষিত 'ধীমহি'—এই গায়ত্রীপদে উপসংহার হইল।" ৯৫।

অত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবির্ভাবার্থমাশিষং দদাতি।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (৩১)

যাবান্ স্বরূপতো যৎ পরিমাণকোঽহম্। যথা ভাবঃ সত্তা যস্যেতি, যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি—শ্যামত্ব-চতুর্ভুজত্বাদীনি, গুণা—ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, কর্মাণি—

অনুবাদ

বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপের অনুভব বা উপলব্ধিযুক্ত ও রহস্য অর্থ প্রেমভক্তি সহিত মদ্বিষয়ক শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য যে জ্ঞান ও সেই রহস্যে অঙ্গ অর্থাৎ প্রেমভক্তি, অঙ্গ সাধনভক্তি আমাকর্তৃক কথিত বা উপদিষ্ট হইতেছে, তুমি গ্রহণ কর।" (গ্রন্থকার-টীকা)—আমার অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান অর্থাৎ শব্দদ্বারা (বেদশব্দ দ্বারা) যাথার্থ্য নির্ধারণ আমাকর্তৃক কথিত হইতেছে, তুমি গ্রহণ কর। ইহাতে বলা হইল অন্য কেহ জানে না, এই ভাবার্থ। যেহেতু উহা পরমগুহ্য অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান অপেক্ষাও অত্যন্ত রহস্যযুক্ত, যেমন বলা হইয়াছে (ভাঃ ৬।১৪।৫)—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥" —অর্থাৎ 'হে মহামুনে শুকদেব (পরীক্ষিদুক্তি), কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যেও একজন প্রশান্তচিত্ত নারায়ণভক্ত সুদুর্লভ।' (তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ করিতে পারেন নাই)। তাহাও বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভবযুক্ত,

টিপ্পনী

শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের সহিত সঙ্গতি সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়নিষ্ঠার আলোচনা তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯শ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" (ভাঃ ২।৯।৩০) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"'জ্ঞান'শব্দে শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানা 'বিজ্ঞান'-শব্দে অনুভব। 'অতিগোপনীয় হইলেও আমি বলিব'—এই নির্দেশহেতু 'রহস্য'-শব্দে ভক্তি বুঝাইতেছে। তাহার অঙ্গ সাধনভক্তি।" শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকার ভূমিকা পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে তাঁহার টীকার কিছু বিশেষ অংশ প্রদত্ত হইতেছে—"...'পরমগুহ্য' বলাতে উহা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আর 'রহস্য' বা প্রেমভক্তিও দিব। ...শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে (ভাঃ ১১।১১।৪৯) 'অতি গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি বলিব'—এই ভগবন্নির্দেশ হইতে সেই প্রেমের রহস্য জানিতে হইবে।...'রহস্য' ও 'তদঙ্গ'—এই দুইটী নাম বলায় উহারা যে প্রথমোক্ত পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান অপেক্ষাও অতি গোপনীয় ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইতেছে, এস্থলে তাহাই জ্ঞাতব্য। ..."গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর তাঁহার অতি বিস্তৃত বিবৃতির মধ্যে বলিয়াছেন—"...শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানহীন, রহস্যবর্জিত, অঙ্গের ধারণারহিত দুর্বিবেকীর কাল্পনিক জ্ঞানরূপ মন্দধারণা অপনোদন করাইবার জন্য ব্রহ্মাকে এই ভগবজ্-জ্ঞানবিষয়ক অনুভব প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নিজজ্ঞান-স্বরূপের প্রদাতা। শ্রোতৃরূপে ব্রহ্মা ভগবৎকথিত সবিজ্ঞান সরহস্য অদ্বয়জ্ঞান এবং তদঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রুত বিষয়ের ধারণা করিবার জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। ...চতুঃশ্লোকীর চারিটী শ্লোকের (৩২-৩৫) প্রতিপাদ্য বিষয়-চতুষ্টয় এই শ্লোকেই গ্রথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের চারিটী চরণ চারিটী পৃথক্ শ্লোকে বিস্তারিত হওয়ায় তাহাই 'চতুঃশ্লোকী' নামে প্রসিদ্ধ। 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং'—এই চরণের প্রতিপাদ্যবিষয় 'অহমেবাসমেবাগ্রে' (৩২) শ্লোকে বিস্তৃত। 'যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং'—এই চরণ 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' (৩৩) শ্লোকে, 'সরহস্যং তদঙ্গং চ'—এই চরণ 'যথা মহান্তি-

তত্তল্লীলা যস্য স যদ্রূপগুণকর্মকোঽহম্। তথৈব তেন তেন সর্বপ্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাৎ তে তবাস্তু ভবতাদিতি। এতেন চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি। "পুরা ময়া" ইত্যাদৌ "জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসম্" (ভাঃ ৩।৪।১৩) ইতি।

তত্র বিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তম্। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা। রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মকতত্তদ্ যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্যং প্রেমোদয়াৎ।

অনুবাদ

গ্রহণ কর। কেবল এই পর্যন্ত নয়; অধিকন্তু সরহস্য অর্থাৎ তাহাতেও রহস্য যে কিছু আছে, তাহারও সহিত। তাহাও প্রেমভক্তিরূপ, ইহা পরে প্রকাশিত হইবে। সেই তাহার অঙ্গ (অর্থাৎ সাধনভক্তি)ও গ্রহণ কর। তাহাও কিন্তু অপরাধনামক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে শীঘ্র বিজ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। অতএব সেই জ্ঞানের সহায়কেও (সাধনভক্তিকেও) গ্রহণ কর, এই অর্থ। তাহাও শ্রবণাদি-ভক্তিরূপ, ইহা পরে দেখান হইবে। অথবা 'সরহস্য' পদটী 'তদঙ্গ' পদেরই বিশেষণ বলিয়া জানা যায়; যেমন দুইজন সুহৃৎ একত্র অবস্থান করেন বলিয়া পরস্পরের সম্মান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

এখন বিজ্ঞান ও রহস্য, এই সাধ্য দুইটীর আবির্ভাব জন্য আশীর্বাদ করিতেছেন (ভাঃ ২।৯।৩১)—"আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট, যেরূপ ভাব সত্তাবিশিষ্ট বা যল্লক্ষণ, যে যে রূপ-গুণ-কর্ম (লীলা)- বিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে তোমার সেইরূপই তত্ত্ববিজ্ঞান বা তাহাদের যাথার্থ্যানুভব হউক।" (গ্রন্থে টীকা)— 'যাবান্' অর্থাৎ স্বরূপে আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট। যথাভাব—যেমন সত্তা যাঁহার এমন, অর্থাৎ আমার

টিপ্পনী

ভূতানি' (৩৩) শ্লোকে এবং 'গৃহাণ গদিতং ময়া'—এই শেষ চরণ চতুর্থ (৩৫) 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। 'সম্বন্ধতত্ত্ব' এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণে, 'অভিধেয়' চতুর্থ চরণে এবং 'প্রয়োজন' তৃতীয় চরণে অভিব্যক্ত। তর্ক পন্থাশ্রয়ে স্বীয় অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ লাভ করিতে পারা যায় না জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রৌতপন্থাই একমাত্র গ্রহণীয় বলিয়াছেন। তর্কপন্থা কখনই অদ্বয়জ্ঞানের সাধনরূপ অঙ্গ হইতে পারে না। ···ভগবজ্‌জ্ঞান একমাত্র শ্রৌতপন্থা দ্বারাই লভ্য।" এখানে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'ই সম্বন্ধ, 'রহস্য'ই প্রয়োজন, আর 'তদঙ্গ'ই অভিধেয় (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১০১-১০২)।

"যাবানহং" (ভাঃ ২।৯।৩১) টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যদি বল, 'হে ভগবন্, আপনার দর্শনেই আমি অসমর্থ, কি প্রকারে আপনার জ্ঞানলাভে অধিকারী হইব?' তদুত্তরে এই শ্লোক। 'যাবান্'-পদে স্বরূপতঃ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট; 'যথাভাবঃ'-পদে আমি যেমন অস্তিত্বশীল অর্থাৎ নিত্যসত্য; 'যদ্রূপগুণকর্মকঃ'—অর্থাৎ যে সকল (অপ্রাকৃত) রূপ, গুণ ও লীলা আছে, তদ্বিশিষ্ট।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—" 'জ্ঞান'শব্দদ্বারা যে যাথার্থ্য-নির্ধারণ, তাহা পরোক্ষ,···কিন্তু 'বিজ্ঞান' বলিতে অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ আমার স্বরূপের সত্য সাক্ষাৎকার বুঝায়। ···'যাবান্'—অর্থে যে পরিমাণ-আকারবিশিষ্ট অর্থাৎ যেরূপ স্থূল, কৃশ, দীর্ঘ—প্রভৃতি আকারে যথাযথ সন্নিবেশক্রমে অবয়ববিশিষ্ট; 'যথাভাবঃ'—অর্থে যেরূপ অভিপ্রায়যুক্ত; 'যদ্রূপগুণকর্মকঃ,—অর্থে শ্যাম, চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণ, নৃসিংহ প্রভৃতি যে যে রূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি যে যে গুণ, লক্ষ্মীপরিগ্রহ গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি যে যে লীলা, তত্তদ্রূপ-

তদেব উপদেশ্যচতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞানবিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। তত্র জ্ঞানার্থমাহ (ভাঃ ২।৯।৩২)—

"অহমেবাসমেবাহগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥"

অত্রাহং শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত এবোচ্যতে, ন তু নির্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্যকে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহরশ্রীবিগ্রহোহহমেবাহগ্রে মহাপ্রলয়কালেহপ্যাসমেব।

অনুবাদ

যাহা লক্ষণ, এই অর্থ। যে রূপসমূহ অর্থাৎ অন্তরঙ্গস্বরূপের রূপসমূহ, যেমন শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ, ইত্যাদি ; গুণসমূহ—ভক্তবাৎসল্য, ইত্যাদি ; কর্মসমূহ—বিভিন্ন লীলাসমূহ ; এই সমস্ত যাঁহার, তিনি 'যদ্রূপগুণ-কর্মক', সেই আমি। 'তথৈব' (সেইরূপই)—সেই সমস্ত প্রকারেই 'তত্ত্ববিজ্ঞান' অর্থাৎ যাথার্থ্যের অনুভব আমার অনুগ্রহে তোমার হউক, আমার এই আশীর্বাদ। এইভাবে চতুঃশ্লোকীকেই উদ্দেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৪।১৩)—"পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে, পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে। জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং, যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥"—অর্থাৎ 'পুরাকালে প্রথম সৃষ্টিতে আমার নাভিতে জাত পদ্মে উপবিষ্ট অজ অর্থাৎ ব্রহ্মাকে আমার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান বলিয়াছিলাম, যাহাকে মনীষিগণ ভাগবত বলিয়া থাকেন।'

টিপ্পনী

গুণ লীলাময়। 'ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান হউক'—এই কথায় যে প্রকারে আমার পরিমাণ, অভিপ্রায় ও রূপগুণলীলাদি আবির্ভূত হয়, ঠিক তোমার তৎসমুদয়ে 'তত্ত্ববিজ্ঞান' অর্থাৎ যথার্থ অনুভব হউক ; এস্থলে আশীর্বাদদ্বারা অনুগ্রহ দেখা গেলেও পুনরায় 'আমার অনুগ্রহক্রমে'—বলায়·· আমার এই স্বরূপ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মধুর, পরম দুর্লভ আমার যে কৃষ্ণস্বরূপ আছে, তাহা তুমি ব্রজভূমিতে (ভাঃ ১০।১৪) সাক্ষাৎ অনুভব করিবে,—ইহা সূচিত হইতেছে। এই চতুঃশ্লোকীদ্বারা কেবল চিন্মাত্র নির্বিশেষস্বরূপগত যে ভক্তি ব্যতীত অন্য ব্যাখ্যা, তাহা স্বয়ংই নিরস্ত হইল।" চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১০৫-১০৬ বলিয়াছেন—"যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি। যৈছে আমার গুণ, কর্ম, ষড়ৈশ্বর্য শক্তি॥ আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে। এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে॥" শ্রীল-সরস্বতীপাদ তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—" ··তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া যাঁহাদের ভ্রান্তি হয়, তাঁহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা, নিত্যগুণের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। ···ভগবদনুগ্রহব্যতীত বিজ্ঞানরহস্যসংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। ···'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩) শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যায় ভাগবতের "অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"—সুষ্ঠুভাবেই গৃহীত হয়। ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়,···বিজ্ঞানবিৎ অস্মিতায় জীবের অভিধেয় ভজনচেষ্টা, আর ভজনচেষ্টা ফলেই ভগবৎপ্রেমরূপ কৃপালাভ।···" এই "যাবানহং" শ্লোকের গ্রন্থকারের টীকায় উদ্ধৃত "পুরা ময়া" (ভাঃ ৩।৪।১৩) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"···পূর্বে অর্থাৎ পাদ্মকল্পে। আদি সর্গে—সৃষ্টির উপক্রমে। আমার মহিমা অর্থাৎ লীলা যদ্দ্বারা অবভাসিত (বা প্রকাশিত) হয়, সেই জ্ঞান।" চক্রবর্তিপাদের টীকা—"ভাগবত অর্থাৎ চতুঃশ্লোকীরূপ ভাগবত।"

"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ ;" "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ (মহানাঃ উঃ ১)। "ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ ॥" (ভাঃ ৩।৫।২৩) ইত্যাদি তৃতীয়াৎ। অতো বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং-পদেনৈব গ্রহণং রাজাহংসৌ প্রয়াতীতিবৎ। ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে। তথা চ রাজপ্রশ্নঃ "স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ। মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥" ইতি। (ভাঃ ২।৮।১০)। শ্রীবিদুর প্রশ্নশ্চ (ভাঃ ৩।৭।৩৭)—

অনুবাদ

সেখানে (অর্থাৎ ভাঃ ২।৯।৩১ শ্লোকে) 'বিজ্ঞান'পদদ্বারা রূপাদিও যে স্বরূপভূত, তাহা স্পষ্টীকৃত হইল ; এখানে 'বিজ্ঞান' পাইবার আশীর্বাদ স্পষ্টই। আর পরমানন্দাত্মক সেই সব তত্ত্বের যাথার্থ্যানুভবদ্বারা অবশ্যই প্রেমের উদয় হয় বলিয়া রহস্যসম্বন্ধেও আশীর্বাদ।

অতএব উপদেশচতুষ্টয়া চতুঃশ্লোকী যোগে নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমে নিজলক্ষণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্থ শ্রীভগবান্ দুইটী শ্লোকে (ভাঃ ২।৯।৩২-৩৩) প্রতিপাদন করিতেছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন (ভাঃ ২।৯।৩২)—সর্বাগ্রে (সৃষ্ট্যাদির পূর্বে) একমাত্র আমিই ছিলাম ; অন্য কিছু সৎ অর্থাৎ স্থূল কার্য, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রধান বা প্রকৃতি—এসকল পৃথক্ ছিল না। পরে (অর্থাৎ সৃষ্টির পরে এখন) এই সব যাহা কিছু, তাহাও আমি। আর (প্রলয়ে) যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেও আমি।" (গ্রন্থে টীকা)—এখানে 'অহং'-শব্দে বক্তা (শ্রীভগবান্) যে মূর্তবিগ্রহ—তাহাই বলা হইতেছে, কিন্তু 'অহং'পদের 'ব্রহ্ম' বিষয় হইতে পারেন না বলিয়া নির্বিশেষ

টিপ্পনী

এখন চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক "অহমেবাসম্" (ভাঃ ২।৯।৩২)-এর অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র যথা—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা" (ঐতঃ ১।১)—এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন, স্পর্ধা করিবার (অর্থাৎ স্বতন্ত্র থাকার) কেহই ছিল না ; অর্থাৎ সকলেই ভগবানের সহিত একীভূত ছিল ; তিনি সঙ্কল্প করিলেন 'লোকসমূহ সৃষ্টি করিব ; "অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ। ভবিষ্যামি" (অথর্বশিখা)—একমাত্র আমিই প্রথমে ছিলাম, এখন আছি ও পরে থাকিবে। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ" (বৃঃ আঃ ১।৪।১)—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন ; তিনি পুরুষ আকারে অবস্থিত ; সেই পুরুষ অনুবীক্ষণ করিয়া তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছু দেখিলেন না ; তখন তিনি সর্বাগ্রে 'আমিই আছি'—এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। "ওঁ অথ পুরুষো বৈ নারায়ণেঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেয়েরন্ ; ...অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণঃ ; নারায়ণ এবেদং সর্বম্" (নারায়ণোপনিষৎ)। এই ("অহমেবাসম্") শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"আমি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম। আমাব্যতীত সৎ অর্থাৎ স্থূল বা কার্য, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা কারণ এবং পর অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মের কারণ প্রধান—এরূপ অন্য কিছুই ছিল না। অন্তর্মুখতা-বশতঃ ঐ সব আমাতেই লীন ছিল বলিয়া আমি তখন অন্তরঙ্গ লীলাময় ছিলাম, বহিরঙ্গ ব্যাপারাদি কিছু করি নাই ; বিশ্বসৃষ্টির পরেও আমি আছি। এই যে বিশ্ব, ইহাও আমিই—আমা হইতে ইহা পৃথক্ সত্তাযুক্ত নহে। প্রলয়ে

"তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে॥" ইতি।

কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে—

"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্বগোঽব্যয়ঃ॥" ইতি। অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্রন্তরস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাঽসম্ভাবনায়া নিবৃত্তিঃ। তদুক্তং "যদ্রূপগুণকর্মকঃ"—ইতি। অত এব যদ্বা আসমেবেতি—ব্রহ্মাদিবহির্জনজ্ঞানগোচরসৃষ্ট্যাদিলক্ষণক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথাহ-

অনুবাদ

ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে না। আত্মজ্ঞান-তাৎপর্যময় "তত্ত্বমসি"—এই (ছাঃ ৬।৮।৭) বেদবাক্যে যেমন 'তুমিই ছিলে'—ইহাই বলা উপযুক্ত; (অর্থাৎ 'তুমি' বলিলে যেমন মূর্তির কথাই উদ্দেশ করে, সেইরূপ 'অহং' পদেও মূর্তবিগ্রহই উদ্দিষ্ট)। এই কারণেও এই অর্থ। সম্প্রতি তোমার (ব্রহ্মার) সমক্ষে এই যে পরমমনোহর শ্রীবিগ্রহরূপে প্রাদুর্ভূত হইলাম, এই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালেও ছিলাম। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাসুদেবই এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ছিলেন; ব্রহ্মা ও শঙ্করও না;" "এক নারায়ণই ছিলেন; ব্রহ্মাও না, ঈশানও না॥" (মহানাঃ উঃ ১)। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ৩।৫।২৩) বলিয়াছেন—"অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) একমাত্র সর্ব আত্মার আত্মা বিভু ভগবানই ছিলেন।" ঐ রাজা যাইতেছেন'—বলিলে যেমন (রাজবেশ, রাজদণ্ড, সৈন্য, সামন্ত ও অনুচরবর্গ লইয়া যাইতেছেন) বুঝায়, সেইরূপ 'অহং'পদদ্বারা ভগবানের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম, তাঁহার পার্ষদাদিকেও তাঁহার উপাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাজা পরীক্ষিতের শ্রীশুকদেবের প্রতি প্রশ্নও (ভাঃ ২।৮।১০) ঐরূপ, যথা—

টিপ্পনী

যিনি শেষরূপে বর্তমান, তিনিও আমিই, অন্য কেহ নহেন;—এতদ্দ্বারা আমি যে অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিপূর্ণ, তাহা কথিত হইল।"

শ্রীল বিশ্বনাথের টীকা—"পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে (জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে' ও 'যাবানহং যথাভাবঃ') ব্রহ্মাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি-প্রদান এবং তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে তাঁহার আশীর্বাদ-লাভের যোগ্যতা সম্পাদন-পূর্বক প্রথমে ২৫শ শ্লোকোক্ত 'আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রূপ যেন আমি জানিতে পারি'—(ব্রহ্মার) এই প্রশ্নের উত্তরে 'আমিই সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম'—এই বলিয়া ভগবান্ তর্জনীদ্বারা নিজবক্ষঃ স্পর্শ করিতেছেন। অন্য বস্তুসংযোগ খণ্ডন করিয়া 'এব'-কার দ্বারা 'আমার বিজাতীয় কোন প্রাকৃত বস্তুই তৎকালে ছিল না'—জানাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, সম্প্রতি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত এই যে পরমমনোহর রূপগুণমাধুর্যের মহাবারিধি রূপে আমি বিরাজমান, এই আমিই সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালেও বর্তমান ছিলাম। [এখানে আমাদের ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত শ্রুতি কয়েকটী উদ্ধার করিয়াছেন]—ইত্যাদিবহু শ্রুতি এবং ভাগবতোক্ত (৩।৫।২৩) 'এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সকল আত্মার আত্মা একমাত্র বিভু ভগবান্ হরিই ছিলেন'—ইত্যাদি বহু স্মৃতি হইতে উহা জানা যায়। যেমন 'ঐ রাজা যাইতেছেন'—বলিলে সঙ্গে তাঁহার রক্ষী, ভৃত্য, পার্ষদ ও অমাত্যাদিরও গমন বুঝায়, তাঁহার একাকী গমন বুঝায় না, তদ্রূপ 'অহং'-পদেও ভগবানের সহিত ধাম বৈকুণ্ঠ এবং পার্ষদাদিকেও ভগবানের উপাঙ্গরূপে গ্রহণীয়। অতএব ভগবদ্ধাম-পার্ষদাদিরও

ধুনাঽসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজ্যসম্বন্ধিকার্যমেব নিষিধ্যতে ন তু শয়ন-ভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ। যদ্বা অস্ গতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্যমানৈ-র্বিশেষৈরেভির্বিগ্রেহঽপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকারত্বাদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিং, তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকারনিরাকারবিষ্ণুলক্ষণকারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি নাপি সাকারেষ্ব-ব্যাপ্তিঃ। তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদিতি। ঐতরেয়ক-শ্রুতিশ্চ—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইতি। এতেন প্রকৃতীক্ষণতোঽপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্‌জ্ঞানমেব কথিতম্।

অনুবাদ

"যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সেই প্রকৃতির ঈক্ষণকারী মায়াধীশ সর্বান্তর্যামী পুরুষ নিজ বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে ছাড়িয়াই (স্পর্শ না করিয়াই) যে ভাবে ও যে রূপে শয়ন করেন বা অধিষ্ঠান করেন, অনুগ্রহপূর্বক বর্ণন করুন।" শ্রীবিদুরেরও (ভাঃ ৩।৭।৩৭) ঐরূপ প্রশ্ন, যথা—"হে ভগবন্ (মহামুনে মৈত্রেয়), আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা বলিলেন, তাহাদের লয় কত প্রকারে হয় ? (রাজা শয়ন করিলে যেরূপ সেবকগণ ব্যাজনাদিদ্বারা সেবা করে), তদ্রূপ কে কে শেষশায়ী ভগবানের সেবা করেন ও তাঁহার পরে কে কে অনুশয়ন করে ?" কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুবচরিতেও কথিত হইয়াছে—"মহাপ্রলয়রূপ আপদেও যাঁহার ভক্তগণ ভ্রষ্ট হ'ন না, অতএব অখিললোকমধ্যে সেই ভগবান্ অচ্যুত এক (অদ্বিতীয়), সর্বগ ও অব্যয়।"

টিপ্পনী

তাঁহার ন্যায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে অবস্থানের কথা বুঝা যায়। এখানে (গ্রন্থকারের টীকার ন্যায়) শ্রীপরীক্ষিৎ-প্রশ্ন ও শ্রীবিদুর প্রশ্ন এবং কাশীখণ্ডের শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। 'আমি ছিলাম মাত্র'—এই কথাদ্বারা অন্যবিষয় সংযোগ খণ্ডন করা হইল, কেননা 'অস্তি' ও ক্রিয়াসত্তা বাচক হওয়ায় তৎকালে আমার বিদ্যমানতার অভাব কখনও ছিল না—এই অর্থই বুঝা যায়। 'আমি ছিলাম মাত্র, কিছুই করি নাই'—তাঁহার এই অন্য কার্য নিষেধ ঘটে না, যেহেতু…'পূর্ব বৎসরে সেই গ্রামে চৈত্র ছিল মাত্র'—এই বাক্যস্থিত 'ছিল মাত্র' বলায় চৈত্রের শয়ন, আসন, ভোজনাদি নিষিদ্ধ হয় নাই, কেবল তাহার অবিদ্যমানতাকেই নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পর গ্রন্থকারের ক্রমসন্দর্ভ টীকা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা এখানেও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত হইয়াছে।]…"

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের বিরাট্ বিবৃতি হইতে অল্প অংশমাত্র উদ্ধৃত হইতেছে—"…নির্বিশেষবাদী যে 'ব্রহ্ম'শব্দে চেতনের পূর্ণতার আরোপ করেন, সেই ব্রহ্মবাদীই পূর্ণতা আরোপ করিতে গিয়া চেতনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করেন।…কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জড়জগতে দ্বৈতের পরিচয় নিরূপণ করিতে গিয়া যাবতীয় ভেদ নিরাস-তাৎপর্যপর হইয়া নির্বিশেষকেই ভেদবিরুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান মনে করেন,—কিন্তু তাদৃশভেদরহিত অদ্বয়জ্ঞান এই ভেদজগতেরই একটী প্রকার ভেদমাত্র, উহা বাস্তব অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিশেষরহিত হইলেই যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এই শ্লোকে যে 'অহম্'-শব্দের প্রয়োগ, তদ্দ্বারা তাদৃশ 'অহম্'পদের বক্তা 'মূর্ত' বা রূপবিশিষ্ট। 'মূর্ত' বলিলেই প্রকৃতির অন্তর্গত নশ্বররূপবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্য পদার্থমাত্র নহেন। …এ জন্যই এই শ্লোকে সকল আকার ও সকল অঙ্গের

নন্বু ক্বচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্ম আসীদিতি শ্রূয়তে তত্রাহ—"নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং" ইতি। সৎ কার্যমসৎ কারণং তয়োঃ পরং যদ্ব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। ক্বচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূত-বিশেষব্যুৎপত্ত্যসমর্থে সোঽয়মহমেব নির্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবান্নির্বিশেষাচিন্মাত্রাকারেণ, বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থা এতেন চ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যত্রোক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতম্। অতএবাস্য পরম-গুহ্যত্বমুক্তম্।

অনুবাদ

"অহমেব" (ভাঃ ২।৯।৩২)—এখানে 'এব'-কারদ্বারা ভগবান্ ব্যতীত রূপগুণকর্মাদিরহিত অন্য কোনও কর্তা ব্যাবৃত্ত বা নিরস্ত হইল। আবার "আসমেব"—এখানেও 'এব'-কার থাকায় ভগবানের অসম্ভাবনা বা অনস্তিত্ব নিবৃত্ত বা নিরস্ত হইল। অতএব বলা হইয়াছে "যদ্রূপগুণকর্মকঃ"। অথবা "আসমেব"-দ্বারা ব্রহ্মাদিবহির্জনের জ্ঞানগোচরসৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অন্যক্রিয়া ভগবৎপক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইল। তা' বলিয়া কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ লীলারও নিরাস করিলেন, তাহা নহে ; যেমন 'এখন এই রাজা কোনও কার্য করেন না' বলিলে রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্যই নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু শয়নভোজনাদি কার্যও করেন না, এরূপ নহে ; সেইরূপ। অথবা 'অস্'ধাতু গতি, দীপ্তি, আদান (গ্রহণ) অর্থে ব্যবহৃত হয় ; অতএব 'আসং' বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—'এখন তুমি যে বিশেষসমূহ দর্শন করিতেছ, এই সমস্ত লইয়াই আমি অগ্রেও বিরাজমান থাকিয়াছিলাম',—ইহাদ্বারা ভগবৎসম্বন্ধি নিরাকারত্বাদি বিশেষভাবে ব্যাবৃত্ত হইল। সাকার-নিরাকার-বিষ্ণুলক্ষণকারিণী (বোপদেবের) মুক্তাফল টীকায় এই শ্লোকযোগেই

টিপ্পনী

অদ্বিস্বরূপ ভগবানের যে রূপ নির্দিষ্ট আছে, তাহা সান্ত জড়রূপ হইতে বিলক্ষণ জানাইবার জন্যই তাঁহার সবিশেষ-রূপত্ব কথিত। ...তাঁহার অহংতা, তাঁহার সংজ্ঞা, তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলা অন্যান্য সাধারণ তাদৃশ বৃত্তিবিশেষের সহিত সমপর্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তিনি প্রাকৃত ধারণা হইতে বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট। ......নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কখনই 'অহং'-শব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে না। 'অহং'-শব্দে নির্দিষ্ট বস্তু 'ত্বং'-শব্দবাচ্য বস্তুও 'তৎ'-শব্দবাচ্য বস্তু হইতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিত্যকাল রক্ষা করেন।..."

বর্তমানযুগে ভক্তিগঙ্গার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ভাগবতার্ক-মরীচিমালায়' এই শ্লোকের তাৎপর্য দিয়াছেন, যথা—"এই শ্লোক হইতে চারিটী শ্লোকে চারিটী তত্ত্বের ভেদ দেখাইয়াছেন। ইহার নাম 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত'। (ভগবদ্বাক্য)—পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রথমে আমি ছিলাম। সৎ ও অসৎ—এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি ছিলাম, আর কিছু ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা, এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয় সম্বন্ধ,—এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদিত হইয়াছে, তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্যের যেমন কিরণ, সর্বভূতে আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি, চিন্তামণির স্বর্ণপ্রসবের ন্যায় অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ পরিচয়। আবার প্রলয়ে এক

নন্বু সৃষ্টেরনন্তরং নোপলভ্যসে ? তত্রাহ—পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব, বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাগ্যাকারেণ প্রপঞ্চেষ্বন্তর্যাম্যাকারেণেতিশেষঃ। এতেন—"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য" (ভাঃ ১১।৩।৩৫) ইত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্।

নন্বু সর্বত্র ঘটপটাগ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু তদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্মদাত্মকমেবেত্যর্থঃ। অনেন (ভাঃ ২।৭।৫০)—

"সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদ্॥"

অনুবাদ

তাহা বলা হইয়াছে—'ভগবানের আকার তিরোহিত না হওয়ায় সাকারাদিতে তাঁহার অব্যাপ্তি নাই, (অর্থাৎ রূপগুণাদি লইয়াই তিনি ব্যাপক ; খণ্ডিত বা সসীম নহেন)। ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন (ঐতরেয় উপনিষৎ ১।১।১)—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ", মূলে উদ্ধৃত মন্ত্রটী (বৃঃ আঃ ১।৪।১)—"অগ্রে পুরুষরূপে আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন।" ইহাদ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণেরও পূর্বে ছিলেন বলিয়া পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্বরূপ ভগবজ্জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে।

"আচ্ছা, শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে আছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই পূর্বে ছিলেন"—এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় (ভাঃ ২।৯।৩২) শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্"। 'সৎ' অর্থাৎ কার্য ও 'অসৎ' অর্থাৎ কারণ, ইহাদের অতীত যে ব্রহ্ম, তিনি আমা হইতে ভিন্ন অন্য বস্তু নহেন। আমার স্বরূপভূত বিশেষত্বের বোধে অসমর্থ কোনও কোনও নির্বিশেষাধিকারী শাস্ত্রে আমিই নির্বিশেষরূপেই প্রতিভাত হই, এই অর্থ। অথবা সে সময়ে প্রপঞ্চে বিশেষভাবের উপলব্ধির অভাবে নির্বিশেষ চিন্মাত্র আকারেই, কিন্তু বৈকুণ্ঠে সবিশেষ ভগবদ্রূপে আমিই বিদ্যমান্ ছিলাম, ইহাই নির্বিশেষ ও সবিশেষ

টিপ্পনী

আমিই অবশিষ্ট থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবলদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদমাত্র। সমস্তবাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরমসত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্যশক্তিপরিণামরূপ নিত্যভেদাভেদজ্ঞান। ইহাই সর্ববেদবাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।" কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"সৃষ্টির পূর্বে সড়ৈশ্বর্য আমি ত' হইয়ে। প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে। প্রপঞ্চে যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে। প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥
'অহমেব' 'অহমেব' শ্লোকে তিনবার। পূর্ণৈশ্বর্যবিগ্রহের স্থিতির নির্ধার॥"
যে বিগ্রহ নাহি জানে, নিরাকার মানে। তারে তিরস্করিবারে করিল নির্ধারণে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১০৮-১১৩)

গ্রন্থকার টীকায় উদ্ধৃত পরীক্ষিৎপ্রশ্নের (ভাঃ ২।৮।১০) টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"সেই পুরুষ, যিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণকারী, তিনি যেখানে শয়ন করেন, সে স্থান বলুন। মায়েশ অর্থাৎ মায়াভর্তা হইয়াও মায়াকে ছাড়িয়া দলাতে মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া, ইহাই অর্থ।" উদ্ধৃত বিদুর-প্রশ্নের (ভাঃ ৩।৭।৩৭)

ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেবোপদিষ্টং তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব। এতেন—"ভবান্ একঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ।" ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। তথা পূর্বং স্বানুগ্রহপ্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং সর্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টম্। এবং "নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং" ইত্যনেন "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইতি জ্ঞাপনয়া যথা ভাবত্বম্ সর্বাকারাবয়বিভগবদাকারনির্দেশেন বিলক্ষণানন্তরূপত্বজ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং; সর্বাশ্রয়তানির্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্‌গুণত্বম্। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়োপলক্ষিতবিবিধক্রিয়াশ্রয়ত্বকথনেনা-লৌকিকানন্তকর্মত্বজ্ঞাপনয়া যৎকর্মত্বঞ্চ।

অনুবাদ

শাস্ত্রদ্বয়ের ব্যবস্থা। ইহাদ্বারা "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" (গীতা ১৪।২৭)—এই গীতোক্ত ভগবজ্‌জ্ঞানই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই কারণে ইহাকে পরমগুহ্যজ্ঞান (অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "জ্ঞানানাং জ্ঞান-মুত্তমম্" অথবা (ভাঃ ২।৯।৩০ শ্লোকে) বলা হইয়াছে।

যদি বল সৃষ্টির পরে ত' আপনি উপলব্ধ হ'ন না? তদুত্তর—"পশ্চাৎ"—সৃষ্টির পরেও আমিই থাকিব; বৈকুণ্ঠাদিতে ভগবানের রূপে আর প্রপঞ্চাদিতে অন্তর্যামিরূপে; ইহা উহ্য। ইহাদ্বারা (ভাঃ ১১।৩।৩৫ কথিত) "শ্রীভগবান্ এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতু, অহেতুও বটে"—ইত্যাদিদ্বারা প্রতিপাদিত ভগবজ্‌জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে।

যদি বল সর্বত্র ঘটপটাদিরূপ যে দেখা যায়, সে সব ত' আপনার রূপ নয়, আর তাহা হইলে আপনার অপূর্ণত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে—এই পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া উত্তর বলিতেছেন—এই যে বিশ্ব, তাহাও আমিই; আমা হইতে অভিন্ন হওয়ায় (অর্থাৎ আমা ব্যতীত অন্য পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত বস্তু না থাকায়), উহা বস্তুতঃ মদাত্মক (ভগবদাত্মক), এই অর্থ। এই কথাদ্বারা (শ্রীনারদ প্রতি শ্রীব্রহ্মার

টিপ্পনী

টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"…প্রতি সংক্রম—প্রলয়। সেস্থলে অর্থাৎ প্রলয়ে শয়নকারী এই পরমেশ্বরকে, রাজাকে যেমন চামরধারিগণ সেবা করেন—সেইরূপ কাহারা সেবা করেন, আর কাহারাই বা তাঁহার শয়নের পরে পশ্চাৎ শয়ন করেন,—ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভগবৎপার্ষদগণ, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ধাম নিত্য, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। অতএব 'যাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়রূপ বিপদেও চ্যুত হ'ন না'—কাশীখণ্ডের এই প্রসিদ্ধ উক্তি।"

শ্রীপাদ গ্রন্থকারের টীকায় উদ্ধৃতাংশ শ্লোকটীতে (ভাঃ ১১।৩।৩৫) ভগত্তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। সেই জন্য এখানে ইহার সমগ্র মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে; তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থের অস্মদীয় সংস্করণে ৫৩শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতেও প্রদত্ত হইয়াছে।—

"স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥"

—হে নিমিরাজ, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতু, কিন্তু স্বয়ং হেতুরহিত, তিনি (ভগবান্) পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য: যিনি স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি দশায় ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় সর্বত্র সদ্রূপে অনুবর্তনশীল, তিনি (ব্রহ্ম)

অথ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞানার্থং মায়ালক্ষণমাহ—"ঋতেঽর্থম্" ইত্যাদি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব। সংক্ষেপশ্চায়মর্থঃ—পরমপুরুষার্থভূতং মামৃতে মদ্দর্শনাদন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত, যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্য নাস্তীত্যর্থঃ, তদ্বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ যথাভাসঃ—প্রতিবিম্বরশ্মিঃ।

অনুবাদ

উক্তি ভাঃ ২।৭।৫০)—"হে বৎস, সেই বিশ্বভাবন (বিশ্বস্রষ্টা বা বিশ্বপালক) ভগবানের স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে বলা হইল। সৎ (স্থূল) ও অসৎ (সূক্ষ্ম) যে জগৎ, তাহা হইতে ভিন্ন বা তদতীত শ্রীহরি হইতে তাহা ভিন্ন নয় (অর্থাৎ তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই)" ;—এতদ্দ্বারা কথিত ভগবজ্‌জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আমিই হইতেছি; এইকথার দ্বারা "শেষ-নামে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন"—ইত্যাদি দ্বারা কথিত ভগবজ্‌জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর পূর্বে (ভাঃ ২।৯।৩১) যে নিজ অনুগ্রহপ্রকাশপূর্বক যাহা (ব্রহ্মার নিকট) প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, সেই যাবত্তা অর্থাৎ স্বয়ং যে পরিমাণ সর্বদেশ-কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ইহা জানাইয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে 'নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্' বলিয়া 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" জানাইয়া 'যথাভাবত্ব' অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। সকল আকারের অবয়বী (মূল অঙ্গী) ভগবানের আকার নির্দেশদ্বারা জড়বিলক্ষণ অনন্তরূপের কথা জানাইয়া 'যদ্রূপত্ব' উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ সর্বাশ্রয়, এই নির্দেশদ্বারা জড় হইতে বিলক্ষণ অনন্তগুণের কথা জানাইয়া 'যদ্‌গুণত্ব' উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়দ্বারা উপলক্ষিত বিবিধক্রিয়ার (লীলার) তিনি আশ্রয়, এই কথাদ্বারা তাঁহার অলৌকিক (অর্থাৎ অপ্রাকৃত) অনন্ত-কর্মত্ব (লীলাময়ত্ব) জানাইয়া 'যৎকর্মত্ব' উপদিষ্ট হইয়াছে।

টিপ্পনী

পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য; এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয় যাঁহার বলে সঞ্জীবিত থাকিয়া স্বকার্য্যরত, তিনি (পরমাত্মা) পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য।' ইহার তাৎপর্য প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিস্তৃত বিবৃতির সংক্ষিপ্ত উপসংহারে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—" ...মহদাদিস্রষ্টা পৌরুষরূপ ধারণ করিয়া যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 'হেতু-পুরুষ', তিনি স্বয়ং হেতুশূন্য হইয়া নিজস্বরূপে 'ভগবচ্ছব্দ'-বাচ্য, যিনি জীবের জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ে বর্তমান এবং সমাধিকালেও ব্যস্ত, তিনিই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য; এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া যাঁহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ, তিনিই 'পরমাত্ম'-শব্দবাচ্য। সেই (পর অর্থাৎ) পরমেশ্বর বস্তুই শ্রীভগবান্।" 'সৎ'-অর্থে অনুবর্তমান ও 'ব্রহিঃ'-অর্থে সমাধিতে ব্যাপক বস্তু।

শ্রীব্রহ্মাকথিত (ভাঃ ২।৭।৫০) শ্লোকের বিবৃতি শ্রীশ্রীল সরস্বতীপাদ এইরূপ দিয়াছেন—"দৃশ্যজগৎ কার্যরূপী (সৎ) এবং অব্যক্তজগৎ কারণরূপ (অসৎ)। ভগবান্ এই দৃশ্যাদৃশ্য জগতের অধিষ্ঠানের কার্য-কারণস্বরূপ হইয়াও তদতিরিক্ত বস্তু। কার্য বা কারণকে 'তিনি' (বলিয়া) জানিলে স্বরূপভ্রান্তি ঘটে। তাঁহাকে পরিহার করিয়াও তাহাদের অধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে। অচিদিন্দ্রিয়জ জ্ঞান তাঁহাকে মাপিতে পারে না। তিনি চিন্ময় ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞেয় বস্তু। ভগবৎস্বরূপের পরিবর্তে ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ মায়িক বস্তুর দর্শনে বৈকুণ্ঠবস্তুর উপলব্ধি ঘটে না। ভগবানের শক্তিরূপ

যথা চ তমঃ—অত্রাভাসস্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব। তমসোঽপি জ্যোতির্দর্শনাদন্যত্রৈব প্রতীতে-র্জ্যোতিরাত্মকং চক্ষুর্বিনা চাপ্রতীতেরিতি। বিদ্যাৎ—ইতি প্রথমপুরুষনির্দেশস্যায়ং ভাবঃ, অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশঃ। ত্বন্তু মদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি। এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মাম্—অনুভবেদিতি। ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্যায়ং ভাবঃ। শব্দেন নির্ধা-

অনুবাদ

এক্ষণে ঐ প্রকার রূপাদিবিশিষ্ট আত্মার (পরমাত্মা ভগবানের) ব্যতিরেকমুখে বিশেষ-জ্ঞান-লাভজন্য মায়ালক্ষণ কথিত হইয়াছে "ঋতেঽর্থম্" (ভাঃ ২।৯।৩৩) শ্লোকে : ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে (১৮শ অনুচ্ছেদে) করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে এই অর্থ প্রদত্ত হইতেছে—পরমপুরুষার্থভূত আমি ভিন্ন অর্থাৎ আমার দর্শন ভিন্ন অন্যত্র যাহা প্রতীত হয়, আর যাহা আত্মাতে (পরমাত্মা ভগবানে) প্রতীত হয় না, অর্থাৎ আমি বিনা যাহার স্বতঃ প্রতীতিও নাই, সেই বস্তু আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর আমার মায়া বলিয়া জানিতে হইবে। এখানে দৃষ্টান্ত যথা—'যথাভাস' অর্থাৎ যেরূপ প্রতিবিম্বরশ্মি, আর যেরূপ 'তমঃ' অর্থাৎ তিমির বা অন্ধকার। এখানে আভাস সেই প্রকার, ইহা স্পষ্ট। অন্ধকারও জ্যোতির দর্শন ভিন্ন অন্যস্থানে প্রতীত হয়, আর জ্যোতিরাত্মক (অর্থাৎ জ্যোতিই যাহার ক্রিয়ার মূল অবলম্বন, এমন) চক্ষু ভিন্ন (অন্য অঙ্গদ্বারা) প্রতীত হয় না। 'বিদ্যাৎ' (জানিতে হইবে)—ইহাতে (সংস্কৃতের) প্রথম পুরুষের (—বাংলার তৃতীয় পুরুষের) নির্দেশের ভাব এই যে, এই উপদেশটী মধ্যমপুরুষ অর্থাৎ 'তুমি জান'—এরূপ না বলায় অন্যব্যক্তিগণের প্রতি; কিন্তু তুমি আমাপ্রদত্ত শক্তিযোগে সাক্ষাৎ অনুভবই করিতেছ। এই প্রকার মায়িক দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়াই রূপাদিবিশিষ্ট আমাকে অনুভব করিতে হইবে, এই অর্থ। ব্যতিরেকমুখে অনুভবের এই ভাব। শব্দদ্বারা নির্ধারিত হইলেও আমার

টিপ্পনী

সূক্ষ্মোপাধিতে ভগবান্ কারণরূপে এবং স্থূলোপাধিতে কার্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকায় হরি হইতে তাহারা স্বতন্ত্র নহে।..." চক্রবর্তিপাদ 'অসৎ'-শব্দের একটু বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা—'সৎ'—সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মক কার্য জগৎ : 'অসৎ'—জীব ও মায়ারূপ কারণ। এ সমস্ত হরি হইতে অন্য বস্তু নয়। জীব ও মায়া হরির (যথাক্রমে তটস্থা ও বহিরঙ্গা) শক্তি বলিয়া ও শক্তি-শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া ও শক্তির কার্য শক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহা হরি হইতে স্বতন্ত্র নয়। হরি কিরূপ? তিনি সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন। শক্তি দুইটী অন্তরঙ্গা না হওয়ায় ঐ দুইটীতে তাঁহার আসক্তির অভাবে তৎসম্বন্ধীয় দোষ স্পর্শেরও অভাব,—ইহাই ভাবার্থ।..."

"ঋতেঽর্থং" (ভাঃ ২।৯।৩৩) শ্লোকের শ্রীজীবপাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টিপ্পনীতে ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ব্যাখ্যা ১৮শ অনুচ্ছেদে ৫৬ হইতে ৬১তম পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য। এখানে তিনি সংক্ষিপ্ত টীকা দিয়াছেন। শ্লোকে 'বিদ্যাৎ' না বলিয়া 'বিদ্যাঃ' (মধ্যম পুরুষ) বলিলে অর্থ হইতে 'তোমার জানা উচিত' বা 'তুমি জান'; কিন্তু প্রথম পুরুষ বলায় অর্থ হইয়াছে 'প্রত্যেক লোক জানুক'। শ্রীব্রহ্মাকে জানিতে বলা হইল না এইজন্য যে, 'আমার অনুগ্রহে তুমি ত' অনুভব করিলে বা জানিলেই, অপরে জানুক'। মায়াদৃষ্টিতে ভগবদনুভব হয় না ভগবদনুগ্রহ-ব্যতীত ভগবজ্জ্ঞান অসম্ভব। এ কথা ব্রহ্মা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।২৯, যথা—"অথাপি তে দেব

রিতস্তাপি মৎস্বরূপাদের্মায়াকার্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি। অতস্তদর্থং মায়াত্যজনমেব কর্তব্যমিতি। এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে॥ ৯৬॥

অথ তস্যৈব প্রেম্নো রহস্যত্বং বোধয়তি (ভাঃ ২।৯।৩৪)—

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

যথা মহাভূতানি ভূতেষ্বপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতান্যপি অনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি, তথা লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেষু নতেষু প্রণতজনেষু

অনুবাদ

স্বরূপাদির অনুভব মায়াকার্যের আবেশদ্বারা হয় না। অতএব তন্নিমিত্ত মায়াকে ত্যাগই করিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহার অবিনাভাবে (তাহা না থাকিলে না থাকা—এই ন্যায় অনুসারে) মায়া-ত্যাগ না হইলে প্রেম অনুভাবিত হয় না; মায়াত্যাগ হইলে প্রেমও অনুভাবিত হয় (অর্থাৎ প্রেমের অনুভব হয়)। (৯৬)

এক্ষণে সেই প্রেমই যে রহস্য, তাহা (ভাঃ ২।৯।৩৪) বুঝাইতেছেন—"যে প্রকার ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোম এই মহাভূতসকল দেবতির্যগাদি উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে (তাহাদের বাহিরে) বর্তমান, সেইরূপ আমিও সর্বভূতে (পরমাত্মরূপে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও (পৃথগ্ভাবে) (তাহাদের বাহিরেও থাকি।" (গ্রন্থকারের টীকা)— যেমন মহাভূতসমূহ প্রাণিগণমধ্যে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বহিঃস্থিত হইয়াও তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান, তদ্রূপ আমি

টিপ্পনী

পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"—অর্থাৎ 'হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রসাদলাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন, কেবল তিনিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানেন; অন্য কেহ একজনও চিরকাল অনুমানাদি ও শাস্ত্রবিচারদ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও তাহা জানিতে পারেন না।' এই ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ মায়িকদৃষ্টি বর্জন না করিলে ভগবদনুভব হয় না বুঝিয়া, উহা ত্যাগ করিতে হইবে। ন্যায় ও মীমাংসা-শাস্ত্রে ব্যাপ্যনিষ্ঠা ব্যাপকনিরূপিত ধর্মরূপ ব্যাপ্তিকে 'অবিনাভাব' বলে, যেমন ধূম হইতে পর্বত অগ্নিমান্ বলিয়া নিরূপণ হয়; এখানে ধূমনিষ্ঠাদ্বারা বহ্নিনিরূপিত, ইহার নাম ব্যাপ্তি। "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—অনুমানের এই দৃষ্টান্তটী তত্ত্বসন্দর্ভের অস্মদীয় সংস্করণে ৯ম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে (১৯শ পৃষ্ঠায়) আলোচিত হইয়াছে। ৯৬।

"যথা মহান্তি" (ভাঃ ২।৯।৩৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"এই শ্লোক পূর্বশ্লোকে কথিত 'যথাভাস'-কথাটীকে পরিস্ফুট করিতেছে। উচ্চনীচ ভৌতিক দেহাদি বস্তুসমূহে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া সৃষ্টির পরে যেমন মহাভূতসমূহ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথচ পূর্বেই কারণরূপে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান না করায় যেমন অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপেও বর্তমান থাকে, তদ্রূপ সেই সমুদয় প্রাণিগণের মধ্যে আমি অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট বা ব্যাপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাদিগের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে বিরাজমান থাকি—আমার এই প্রকারই সত্তা জানিবে।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"...যেমন দেব-মনুষ্য-তির্যগাদি প্রাণিসমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া

প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোঽহং ভামি। অত্র মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্য তু প্রকাশ-ভেদেনেতি ভেদেঽপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্রসাম্যেন দৃষ্টান্ত। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নাম রহস্যমিতি সূচিতম্।

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭-৩৮)—

"আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-, স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।

অনুবাদ

লোকাতীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিতিহেতু অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও বিশেষ বিশেষ গুণসমূহে গুণী বলিয়া বিখ্যাত প্রণতভক্তজনের অন্তরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান। এস্থলে মহাভূতসমূহের প্রবেশ ও অপ্রবেশ তাহাদের অংশভেদ হয়, কিন্তু সেই অংশভেদের প্রকাশভেদে হয়; অতএব ভেদেও মাত্র প্রবেশ-অপ্রবেশের সাম্য দেখিয়া এই দৃষ্টান্ত। এইরূপে তাঁহাদের ঐ প্রকার ভগবানের আত্মবশ-কারি-প্রেমভক্তি-নামক রহস্য, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫।৩৭-৩৮) ঐ প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—"আনন্দচিন্ময়রসকর্তৃক প্রতিভাবিত তদীয় স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপ চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা যে হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহরূপ সখীবর্গ, তাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদি পুরুষকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি। প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" অচিন্ত্যগুণস্বরূপ হইয়াও প্রেমনামক যে অঞ্জন, তদ্দ্বারা ছুরিত বা রঞ্জিত চক্ষুর ন্যায় অত্যধিক প্রকাশমান ভক্তিরূপ চক্ষুদ্বারা (কৃষ্ণের অবলোকন হয়)। এই অর্থ।

টিপ্পনী

যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহারা অনুপ্রবিষ্ট বটে, আবার পৃথক্ অবস্থানহেতু অপ্রবিষ্টও বটে, তদ্রূপ আমি সেই ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ধামে বর্তমান বলিয়া অপ্রবিষ্ট থাকি। ...সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে আমার যে প্রবেশ, ব্যবস্থাপন ও পালনাদিক্রিয়া, তাহা আসক্তিহীন; এই ভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে আমার ক্রীড়া। তদ্রূপ সেই প্রসিদ্ধ প্রণত ভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে দর্শন প্রদান করিবার জন্য প্রবিষ্ট এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নয়নে নিজসৌন্দর্য অর্পণ করিবার জন্য, তাঁহাদের সহিত, উক্তি-প্রত্যুক্তি করিয়া তাঁহাদের কর্ণে স্বীয় মধুবাক্যর ঢালিবার জন্য, নাসিকায় স্বীয় সৌরভ প্রবেশ করাইবার জন্য, এবং স্পর্শালিঙ্গনাদি দান করিয়া নিজ সুকুমারত্বের মাধুর্য অনুভব করাইবার জন্য অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহিরে বিদ্যমান; অন্তরে ও বাহিরে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা যায় না, সেই গুণাতীত ভক্তগণে আসক্তির সহিত আমার ক্রীড়া বা বিলাস—ইহাই ভাবার্থ।" শ্রীল মধ্বাচার্যের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য—"মহাভূতসমূহ যেমন দেহাদির অন্তর্দেশের ন্যায় বহির্দেশেও অবস্থিত, তদ্রূপ শ্রীহরিও ব্যাপ্তিহেতু অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত; সেইজন্য পরমেশ্বর হরিকে তাঁহাদের বাহিরে ও অন্তরে উভয়ত্র

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণপ্রকাশং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনং তেন চ্ছুরিতবৎ উচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেন ইত্যর্থঃ।

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" (গীতা ৯।২৯) ইতি গীতোপনিষদশ্চ। যদ্বা তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চান্তঃস্থিতানি ভান্তি তদ্বৎ ভক্তেষু অহমন্তর্মনো-

অনুবাদ

গীতায় (৯।২৯) বলিয়াছেন—"যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন ও আমি তাঁহাদিগে (আসক্ত) থাকি।" অথবা (মূল শ্লোকার্থে) সেই ভূতসমূহে মহাভূতগণ যেমন বহিঃস্থিত ও অন্তঃস্থিত হইয়া প্রকাশমান, সেইরূপ ভক্তসমূহে অন্তর্মনোবৃত্তিসমূহে ও বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হই। ভক্তসমূহে অনুবৃত্তি না থাকার কারণ যে একপ্রকার স্বপ্রকাশ প্রেমনামক আনন্দাত্মকবস্তু বিদ্যমান তাহাই আমার রহস্য বলিয়া সূচিত হইতেছে। সেই প্রকারেই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ২।৬।৩৪)—"হে বৎস নারদ, যেহেতু আমার উৎকণ্ঠাময় (ভক্তিপূর্ণ) হৃদয়ে হরির ধ্যান ধারণা হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া উপলক্ষিত হয় না, আর কখনও আমার মনের গতি (চিন্তা) মিথ্যা হয় না, এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলি অসৎপথে পতিত হয় না।"

যদিও (জ্ঞানিগণকর্তৃক) অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে এই (এই টীকায় প্রদত্ত) অর্থটীর অপলাপ হইতে পারে, তথাপি এই অর্থটীই প্রকৃত তাৎপর্য, যেহেতু চারিটী প্রতিজ্ঞার সাধনজন্য (ষড়্বিধ তাৎপর্যলিঙ্গ মধ্যে) ইহা উপক্রমও বটে, অনুক্রমও বটে। আরও (উঁহাদিগের) সেই অর্থে

টিপ্পনী

অবস্থিত বলা হয়।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে প্রদত্ত তাৎপর্য—"…ক্ষিত্যাদি মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণ চিদ্বিগ্রহে নিত্য বিরাজমান্। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য।" প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতির অংশ—"…মায়ামুক্ত সেবোন্মুখ প্রপন্ন ভক্তের হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ বস্তুর অবস্থান, ইহা বলিবার উদ্দেশে লৌকিক দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভূত ও খণ্ডভূতের প্রবেশ ও অপ্রবেশের কথা কথিত হইয়াছে। বাহ্য, অক্ষজজ্ঞানে বৈকুণ্ঠাবস্থিত বস্তু কোনও প্রকারেই জীবস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য না হইলেও জীবের প্রাপ্যবৃত্তি প্রেমের বিষয়ীভূত হ'ন।……অণুচিৎ জীবের মধ্যে বিভুচিতের অনুপ্রবেশ প্রাকৃত বিচারে অসম্ভব হইলেও ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন অর্থাৎ ভগবানের বৈকুণ্ঠ-স্বরূপবৈভব। [এ প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম'—দ্রষ্টব্য] …ভগবৎপ্রেমসেবাপর জীব হৃদয়ে অন্য কিছুর স্থান নাই।…প্রয়োজনবিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রাপ্য এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন—"পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে। ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥ ভক্ত আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়কমলে। যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১২৩, ১২৫)।

বৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ স্ফুরামীতি চ। ভক্তেষু সর্বথাঽনন্যবৃত্তিতাহেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তম্ (ভাঃ ২।৬।৩৪)—

"ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে, ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে, যন্মে হৃদোৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥" ইতি।

যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণাঽয়মর্থোঽপলপনীয়ঃ স্যাত্তথাপ্যস্মিন্নেবার্থে তাৎপর্যং, প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদনুক্রমগতত্বাচ্চ। কিঞ্চ তস্মিন্নর্থে ন তেষু ইতি

অনুবাদ

"ন তেষু" – এই (প্রসঙ্গের সহিত অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান) ছিন্ন পদটীও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, যেহেতু (গ্রন্থকার-প্রদত্ত অর্থে 'প্রবিষ্টানি' ও 'অপ্রবিষ্টানি' এই) দুইটী ক্রিয়াপদদ্বারা দৃষ্টান্তটীর অন্বয়ের সঙ্গতি হয়। অধিকন্তু রহস্য বলিতে ইহাই বুঝায় যে, পরমদুর্লভ বস্তু বলিয়া দুষ্ট ও উদাসীন (আগ্রহশূন্য) জনগণের দৃষ্টি নিবারণজন্য (তাহারা যেন দেখিতে না পায়) সাধারণ বস্তুর মধ্যে আচ্ছাদিত (লুক্কায়িত) রাখা হয়, যেমন চিন্তামণিকে সম্পুটমধ্যে (কৌটায়) রাখা হয়।

অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২১।৩৫)—"বেদের মন্ত্রসমূহ বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা, আর পরোক্ষতত্ত্ব আমারও অভীষ্ট।" তাহাই পরোক্ষে (লোকপশ্চাতে) করা হয়, যাহা অপরকে দেওয়া যাইবে না, যাহার প্রচার অধিক নাই ও যাহা কোনও বিশেষ বস্তু। এই প্রেমভক্তিই অদেয়, বিরলপ্রচার ও মহদ্বস্তু। অনেকস্থলে একথা কথিত হইয়াছে, যেমন (শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের প্রসিদ্ধ উক্তি ভাঃ ৫।৬।১৮)—"ভগবান্ মুক্তিই দিয়া থাকেন, কোনও ক্ষেত্রে সহজে ভক্তিযোগ দেন না।"

টিপ্পনী

শ্রীজীবপাদ শ্রীব্রহ্মসংহিতা হইতে দুইটী (৫।৩৭।৩৮) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। জড়বুদ্ধি লইয়া ইহাদের মর্মগ্রহণ অসম্ভব। যাঁহারা জড়মুক্ত হইয়া শুদ্ধচিদ্দর্শনের অধিকারী, এরূপ মহাজনের আনুগত্যে স্বীয় অধিকার অনুরূপ ঐ বিষয়ে কিছু বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীজীবপাদ প্রথম শ্লোকটী সম্বন্ধে এখানে নিরুদ্ধ। ঐ গ্রন্থের তাঁহার টীকা আছে, তাহা হইতে এখানে ঐ শ্লোকের টীকার অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—"তাঁহার (গোবিন্দের) প্রেয়সীগণের সম্বন্ধে কি বক্তব্য? [পূর্বশ্লোকে ভক্তিভাবিতহৃদয় মনুষ্যগণের 'রূপ-মহিমা-যান-আসন' প্রভৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এখানে প্রেয়সীগণ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।] যেহেতু পরমশ্রী বা পরমসৌন্দর্যবতী তাঁহাদের সহিতই তিনি তাঁহার লোকে বাস করেন। তাহাই এখানে বলা হইতেছে, 'আনন্দচিন্ময়রস'—উজ্জ্বলরস নাম পরমপ্রেমময়রস, তদ্দ্বারা প্রতিভাবিত (অতিশয় আর্দ্রীকৃত) গোপীগণের সহিত; আর 'অখিলাত্মভূত'—অখিল গোলোকবাসী ও অন্য প্রিয়বর্গের আত্মা হইতে পরমশ্রেষ্ঠভাবে আত্মবান্ অব্যভিচারী হইয়াও তাঁহাদিগের (গোপীগণের) সহিত নিবাস করেন,—ইহাতে তাঁহাদের অতিশায়িত্ব বা আধিক্য প্রদর্শিত হইল। তাহার হেতু বলিতেছেন—তাঁহারা কলা অর্থাৎ হ্লাদিনী-শক্তিরূপ। সে স্থলেও বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—যেমন 'তিনি প্রত্যুপকৃত' বলিলে তিনি পূর্বে উপকার করিয়াছিলেন, বুঝায়, সেইরূপ। আবার সে-ক্ষেত্রেও 'নিজরূপতয়া' বলায় স্বদাররূপেই (স্বকীয় স্ত্রীরূপেই), প্রকটলীলার ন্যায় পরদার-

চ্ছিন্নপদমপি ব্যর্থং স্যাদ্ দৃষ্টান্তস্যৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ। অপি চ রহস্যং নাম হ্যেতদেব যৎ পরমদুর্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজনদৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে। যথা—চিন্তামণিঃ সম্পুটাদিনা।

অতএব (ভাঃ ১১।২১।৩৫)—"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্ চ। তদেবং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি। অস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারত্বং মহত্ত্বঞ্চ। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইত্যাদিষু (ভাঃ ৫।৬।১৮) বহুত্র ব্যক্তম্।

অনুবাদ

স্বয়ং শ্রীভগবানও এই কথাই উচ্চকণ্ঠে পরমভক্ত অর্জুন ও উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যথা (গীতা ১৮।৬৪)—"হে অর্জুন, আমার সর্বগুহ্যতম পরম উপদেশ আবার শুন ;" এবং (ভাঃ ১১।১১।৪৯)—"হে উদ্ধব, অতি গোপনীয় উপদেশ তোমাকে বলিব।" অতএব উহা যে অতিগূঢ় রহস্যময়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্বয়ং ব্রহ্মা এই রহস্যই শ্রীনারদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা (ভাঃ ২।৭।৫১-৫২)—"হে নারদ, তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহার নাম ভাগবত-শাস্ত্র ; ইহা আমার নিকট শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের বিভূতিসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর। যেরূপে সমস্ত বিশ্বের আধার, সর্বাত্মা, ভগবান্ শ্রীহরিতে মানবগণের ভক্তির উদ্রেক হয়, তুমি তাহার সঙ্কল্প করিয়া বর্ণন কর।" অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ যে 'রহস্য'-শব্দে যে 'ভক্তি' অর্থ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধু বা সঙ্গত হইয়াছে।

টিপ্পনী

রূপে নয়—ইহাই অর্থ। পরমলক্ষ্মী তাঁহাদের পক্ষে পরদারত্ব অসম্ভব। 'স এব'...এখানে 'এব'-শব্দ থাকায় তিনি যে প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় তাঁহাদের সহিত পরদারতা-ব্যবহারে নিবাস করেন, সেই তিনিই অপ্রকটলীলাস্পদ গোলোকে নিজরূপতা ব্যবহারে নিবাস করেন, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'গোলোক এব'—এই 'এব'-শব্দে এই লীলা কিন্তু অন্য কোথায়ও নাই, ইহাই প্রকাশিত হইতেছে।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার যে অতিবিস্তৃত তাৎপর্য দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারিলে উত্তম হইত। উহা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীব্রহ্মসংহিতার তৃতীয় সংস্করণের ৭৮তম পৃষ্ঠা হইতে ৮৮তম পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এখানে কেবল উপসংহারাংশটী প্রদত্ত হইতেছে—"গোলোকাদি-চিদ্বিলাস সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদদিগের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই—ভগবত্তত্ত্ব সর্বদা চিদ্‌বিশেষদ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়বিশেষাতীত, কখনই নির্বিশেষ নয়। ...গোলোকের রস যোগমায়াবলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরসরূপে প্রতীত এবং গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে সকলই আবার গোলোকরসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তদ্‌জনে রসবিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভীসকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিতভাবে গোলোকে আছে ; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে

স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যাম্ অর্জুনোদ্ধবাভ্যাম্ কণ্ঠোক্ত্যেব কথিতম্—“সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।” (গীতা ১৮।৬৪) ইত্যাদিনা “সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি।” (ভাঃ ১১।১১।৪৯) ইত্যাদিনা চ।

ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং শ্রীব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতম্ (ভাঃ ২।৭।৫১-৫২)—

“ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥”

অনুবাদ

এক্ষণে কিভাবে ঐ প্রকার রহস্য উদিত হইতে পারে, এই অপেক্ষায় ক্রমপ্রাপ্ত রহস্যপর্যন্ত প্রয়োজন সাধক বলিয়া রহস্যদ্বারাই 'তদঙ্গভূত' (ভাঃ ২।৯।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহার সাধন উপদেশ করিতেছেন, যথা (ভাঃ ২।৯।৩৫)—“আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃতি-ক্রমে, অথবা আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপতত্ত্ব বিধিনিষেধ বিচারপূর্বক, যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা স্থিত, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা (গুরুসকাশে পরিপ্রশ্ন) করিতে হইবে।” (গ্রন্থকারটীকা)—আত্মার অর্থাৎ আমি যে ভগবান্, আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ প্রেমরূপ রহস্যকে অনুভব করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির এই সমস্তই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। সে বস্তু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, তাহা এক অদ্বিতীয় বস্তুই অন্বয় ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধক্রমে সর্বদা ও সর্বত্র থাকেন বলিয়া উপপাদিত বা সিদ্ধ। এইরূপ (ভাঃ ২।২।৩৩) বলা হইয়াছে, যথা—“এই সংসারে প্রবিষ্ট (মায়াবদ্ধ) জীবের পক্ষে যাহাতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হইতে পারে এইরূপ অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোনও মঙ্গলপ্রদ পথ নাই।” এই ব্যতিরেক দ্বারা আরম্ভ করিয়া তাহার উপসংহার বলিতেছেন

টিপ্পনী

জড় প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র ব্রজলীলায় অধিকারভেদে গোলোকের পৃথক পৃথক্ স্ফূর্তি; সেই সেই স্ফূর্তির কোন্ কোন্ অংশ মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ শুদ্ধ, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ-স্ফূর্তির উদয় হইবে। সুতরাং (স্বকীয় ও পরকীয় রস লইয়া) কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই, বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা গোলোকতত্ত্ব অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্যভাবকে চিন্তাদ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষারঘাতীর নিরর্থক পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তিচেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়াপ্রতীতিশূন্য শুদ্ধপরকীয়রস অতি দুর্লভ। যাহা গোকুল লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয় চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-বৈধর্ম্যরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সারগ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্যাবমাননাদ্বারা মতান্তর স্থাপনে যত্ন করিলে অপরাধ হয়।” পরবর্তী “প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত”—শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ দিয়াছেন—“শ্যামসুন্দররূপই কৃষ্ণের অচিন্ত্য যুগবৎ সবিশেষ-

ইতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি—রহস্যং—ভক্তিরিতি। অথ কথং তথাভূতং রহস্যমুদয়েতেত্যপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্তং রহস্যপর্যন্তসাধকত্বাদ্রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গভূতং তদীয়সাধনমুপদিশতি (ভাঃ ২।৯।৩৫)—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥"

অনুবাদ

(ভাঃ ২।২।৩৬), যথা—"অতএব হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ) মনুষ্যের পক্ষে সর্বাত্মা বা সর্বান্তঃকরণদ্বারা সর্বত্র ও সর্বদা ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য।" ইহা অন্বয়মুখে বলা হইল, কেননা সর্বত্র সর্বদা করণীয় ইহাই বলা হইয়াছে। অতএব স্বীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গাদিসম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া চতুঃশ্লোকীতেও স্বয়ং শ্রীভগবান্ সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকরণে (ভাঃ ২।৯।৯) বলা হইয়াছে—"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।

ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং, স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥"

অর্থাৎ 'শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজলোক দেখাইলেন; সেই পরম বৈকুণ্ঠধাম হইতে শ্রেষ্ঠ ধাম আর নাই; সেখানে (অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ—এই) পঞ্চ-ক্লেশ, বিমোহ (চিত্তবৈকল্য) ও সাধ্বস (ভয়) সম্যক্ অপগত হইয়াছে; আত্মদর্শী পুরুষগণ সেই ধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন।"—এখানে 'ভগবান্'—এই শব্দদ্বারা, এবং (উহারই কিছু পরে ভাঃ ২।৯।১৪ শ্লোকে)—

"দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং, শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ-নন্দ-প্রবলার্হণাদিভিঃ, স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্॥"

টিপ্পনী

নির্বিশেষাদি বিরুদ্ধরূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে স্বীয় হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্যামরূপটি জড়ীয় শ্যাম বর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ; জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" (ভাঃ ১।৭।৪)—ইত্যাদি ব্যাস-সমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ কেবল ভক্তিভাবিত সমাধির আসনস্বরূপ ভক্তহৃদয়ে উদিত হন। ব্রজে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ভক্তগণমাত্রই ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের পরমধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষ দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিতহৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিন্ময়-শুদ্ধবিগ্রহের চক্ষুই ভক্তি-চক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলনদ্বারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধ-দর্শন হয়। সাধনভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণকৃপাবলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাবভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাৎ দর্শন হয়। হৃদয়ে অর্থাৎ সেই-সেই-ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয়ে দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্তি কল্পিত নয়, তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্ট হয়।"

ইহার পর উদ্ধৃত গীতা (৯।২৯) শ্লোকটীতে শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য আরোপ নিরস্ত হইয়াছে। পূর্ণ শ্লোকটী এই—"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।"

আত্মনো মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিন্তৎ যদেকমেব অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্বত্র স্যাৎ উপপদ্যতে। যথা (ভাঃ ২।২।৩৩)—

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥"

ইতি। ব্যতিরেকেণোপক্রম্য তদুপসংহারে (ভাঃ ২।২।৩৬)—

"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্ ॥"

অনুবাদ

— অর্থাৎ 'ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে নিখিল ভক্তজনগণের পতি, লক্ষ্মীদেবীর পতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতি বিভু ভগবান্‌কে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ-প্রমুখ পার্ষদবৃন্দদ্বারা পরিসেবিত দেখিতে পাইলেন।" —এখানে তাপনী শ্রুতি (পৃঃ ৩, "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্"—ইত্যাদি)—ইহার আনুকূল্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণলক্ষণযোগে এই চতুঃশ্লোকীর বক্তা যে ভগবান্‌ই, তাহা স্পষ্টীকৃত। আর তিনি যে ভগবদংশভূত নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ গর্ভোদশায়ী পুরুষাবতারমাত্র নহেন, তাহাও স্পষ্ট হইল। অতএব এই মহা-পুরাণ, (যাহার মূলসূত্র চতুঃশ্লোকী স্বয়ং ভগবান্‌কর্তৃক কথিত, তাহা) শ্রীভাগবতই—এই সমুচিত ব্যাখ্যা।

ঐরূপই বলা হইয়াছে—(ভাঃ ১২।১৩।১৯)—

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা, তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা। যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-, স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥"

(এই শ্লোকের অনুবাদ এই সন্দর্ভের ৯৫তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য)—এখানে 'পর'-শব্দ প্রয়োগে শ্রীভগবান্‌ই শ্রীভাগবতের বক্তা, ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

টিপ্পনী

স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"'কিন্তু যদি আপনি ভক্তদিগকেই মোক্ষ দিয়া থাকেন, অভক্তকে না দেন, তবে কি আপনারও অনুরাগ ও দ্বেষাদিজনিত বৈষম্য আছে?' তাহাতে বলিতেছেন—না, সমস্ত ভূতেই আমি সমদর্শী। অতএব কেহ আমার প্রিয়ও নাই, শত্রুও নাই। এইরূপ হইলেও যাঁহারা আমার ভজন করেন, সেই ভক্তেরা আমাতেই থাকেন এবং আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাঁহাদিগে বর্তমান থাকি। ভাবার্থ এই—যেরূপ যাহারা অগ্নিসেবন করে, অগ্নি তাহাদেরই অন্ধকার বা শীতাদি দুঃখনাশ করিয়া থাকে; এই কার্যে অগ্নির কোনরূপ বৈষম্য (সমতার অভাব, কাহাকেও বেশী, কাহাকেও বা কম, এইরূপ) নাই। অথবা যাহারা কল্পবৃক্ষের নিকট যে প্রকার বাসনা করে, কল্পবৃক্ষ তাহাদের তাদৃশ বাসনা পূরণ করিলেও তাহার যেরূপ বৈষম্য নাই, সেইরূপ ভক্তের পক্ষপাতী হইলেও আমার বৈষম্য নাই: কিন্তু ইহা আমার ভক্তিরই মহিমা।" চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"...ভগবানেই সর্ব জগৎ বর্তমান, ভগবান্‌ও সর্ব-জগতে বর্তমান, ইহাতে বিশেষ (বা পার্থক্য) নাই। অতএব 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১)—অর্থাৎ 'যাহারা আমাতে যে ভাবে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগের আমি তদ্রূপই ভজন বা সেবা করিয়া থাকি'—এই ন্যায়ানুসারে যেমন আমাতে সেই ভক্তগণ আসক্ত থাকেন, সেইরূপ আমিও তাঁহাদিগে আসক্ত। ...কেহ কেহ

ইত্যম্বয়েন, সর্বত্র সর্বদেত্যুক্তম্। তস্মাৎ স্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃ-শ্লোক্যামপি স্বয়ং শ্রীভগবানেবোপদিষ্টঃ। অত্র "তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ" (ভাঃ ২।৯।৯) ইতি ভগবচ্ছব্দেন—"দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিম্" (ভাঃ ২।৯।১৪) ইত্যত্র তাপনী-শ্রুত্যনুকূলিতং শ্রীকৃষ্ণলিঙ্গত্বেন চ অস্য বক্তুঃ শ্রীভগবত্ত্বমেব স্ফুটম্। ন জাতু তদংশভূত-নারায়ণাখ্যগর্ভোদধিশায়িপুরুষত্বম্। অতএবাস্য মহাপুরাণস্যাপি শ্রীভাগবতমিত্যেব ব্যাখ্যা।

অনুবাদ

আর দ্বিতীয়স্কন্ধে কথিত (ভাঃ ২।৬।৪২ শ্লোকের প্রথম চরণ)—"প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণব পুরুষ পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রথম অবতার",—ইহাদ্বারা ('পর'-শব্দদ্বারা) অবতার হইতে শ্রীভগবানের ভেদ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী

('যে ভজন্তি তু'—এখানে) 'তু'-শব্দের ভিন্ন উপক্রম অর্থ গ্রহণ করেন, 'কিন্তু ভক্তবাৎসল্যলক্ষণ বৈষম্য আমাতে আছে বটে', এখানে তাহাও ভগবানের ভূষণ, দূষণ নয়—এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঠিকই—ভগবানের ভক্তবাৎসল্যই প্রসিদ্ধ ; জ্ঞানিবাৎসল্যও নয়, যোগিবাৎসল্যও নয়। ..." শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"...এখানে অভক্তগণ হইতে ভক্তগণের বিশেষ (পার্থক্য) বুঝাইবার জন্য এখানে 'তু'-শব্দের প্রয়োগ ; তাঁহারা ভক্তিসহকারে অর্থাৎ অনুরক্ত হইয়া আমাতে থাকেন, আর আমি সর্বেশ্বর হইলেও তাঁহাদিগে ভক্তিসহকারে থাকি। 'মণি-স্বর্ণ' ন্যায়ানুসারে ভগবানের ভক্তে ভক্তি আছে, যেমন শ্রীশুকদেব (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) বলিয়াছেন—'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'......।" শ্রীভগবানে কোনও বৈষম্য আরোপিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসুগণকে ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪-৩৬, ভাগবতে ১।৮।২৯, ৬।১৭,২২, ১০।১৬।৩৩ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"ন ভারতী মে" (ভাঃ ২।৬।৩৪) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"...যেহেতু ঔৎকণ্ঠা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক, তদ্যুক্ত হৃদয়ে হরি ধৃত বা ধ্যাত হইয়াছিলেন। অঙ্গ অর্থাৎ হে নারদ, অতএব আমার বাক্য-মন-ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিগুলির অর্থ সত্য ; ইহা কিন্তু আমার প্রভাবে নয়—ইহাই অর্থ।" ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"উহা (আমার প্রভাবাদি) যে ঐ প্রকার, তাহা আমার ভক্তির উদ্রেকেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, ইহা এই শ্লোকে বলিতেছেন।" শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকা—"আচ্ছা আপনি (ব্রহ্মা) যে ত্রিগুণাতীত ত্রিপাদ্বিভূতিতে নিত্য বলিলেন, আর পাদবিভূতি ত্রিগুণময় প্রপঞ্চকেও উহা ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য বলিয়া অনিত্য হইলেও অমিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, আবার মায়িকবস্তুগুলি তদ্‌যোগসাধন বলিয়া সত্য বলিতেছেন ; কিন্তু অন্য শাস্ত্র-বিদ্‌গণ এই সমস্তকে মনের বিলাস বলিয়া মিথ্যা, আর ভগবানেরও ভগবত্তাও তটস্থ লক্ষণ হওয়ায় অনিত্য, তাঁহার ত্রিপাদ্বিভূতি ধামের ত' কথাই নাই—এইভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, আমি (নারদ) কাহার কথায় বিশ্বাস করি, তাঁহাদের, না, আপনার ?"—শ্রীনারদের এইরূপ সন্দেহ আশঙ্কা করিয়া এই শ্লোকে উত্তর দিতেছেন। আমি তোমাকে এই যে বাক্য বলিয়াছি, ইহা মিথ্যা নহে ; তাহার কারণ আমার মনের গতি কখনও মিথ্যা নহে ; সর্বত্র কারণ—ঔৎকণ্ঠাযুক্ত মনে আমাকর্তৃক হরিধৃত। যেখানে হরি, সেখানেই সব সত্য ; অতএব আমার বাক্যেই বিশ্বাস কর। অন্য ঐ সব শাস্ত্রবিৎও হরিকে মনে ধারণ করেন নাই ; অতএব তাঁহাদের মনের মিথ্যা গতি ; সেই কারণে তাঁহাদের বাক্যও মিথ্যাই ; অতএব সেই সব মিথ্যাবাদিগণের মত অঙ্গীকার করিও না।—এই ভাবার্থ। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী

তথৈবোক্তম্ (ভাঃ ১২।১৩।১৯)—

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞান-প্রদীপঃ পুরা।" ইত্যাদৌ—"তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরম ধীমহি" ইত্যত্র পর শব্দেন ভগবদ্বক্তৃত্বম্। আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (ভাঃ ২।৬।৪২) ইতি দ্বিতীয়ে ভেদাভিধানাৎ।

অনুবাদ

অতএব (ভাঃ ১২।১৩।১০)—"ভগবান্ প্রজাসৃষ্টির পূর্বে স্বীয় নাভিপদ্মে স্থিত সংসারভয়ে ভীত ব্রহ্মার নিকট কারুণ্যবশতঃ এই শ্রীভাগবত সম্যক্ প্রকাশ বা উপদেশ করিয়াছিলেন।"—

টিপ্পনী

ঠাকুরের বিবৃতি—"ব্রহ্মা অধোক্ষজ-হরিপরায়ণ হওয়ায়, তাঁহার বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়াসমূহ হরি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হয় না। হরিসেবা ব্যতীত মায়িক-ভোগে নিযুক্ত হইলে নানাপ্রকার প্রজল্প, মনের চঞ্চলতা ও ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ প্রভৃতি বহির্মুখভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণানুশীলনে তাদৃশ কোনও প্রকার নশ্বর চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গতির অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা হয় না।"

গ্রন্থকার যে, 'উপক্রান্তত্বাৎ তদনুক্রমগতত্বাচ্চ' বলিয়া জ্ঞানবাদিদিগের মতের বিরুদ্ধে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, সেই উপক্রম ও অনুক্রমের (উপসংহারের) কথা তিনি তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান তাঁহার সর্বসংবাদিনীতে বলিয়াছেন—"মহাবাক্যের অর্থ উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি দ্বারা অবধারণ করা যায়।" তাহার পর তিনি লক্ষণ উদ্ধার করিয়াছেন—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥" —অর্থাৎ 'উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পৌনঃপুন্য, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি), অপূর্বতা (অনধিগম্যত্ব, অন্যত্র অপ্রাপ্তি), ফল, অর্থবাদ (প্রশংসা) ও উপপত্তি (যুক্তিমত্তা)—এইগুলি তাৎপর্য-নির্ণয়ে লিঙ্গ বা সাধন। অস্মদীয় সংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভসহ প্রকাশিত সর্বসংবাদিনীর ৩১শ পৃষ্ঠায় ইহা প্রদত্ত হইয়াছে।

উদ্ধৃত ভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।২১।৩৫) শ্লোকটীর পূর্বার্ধ—"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে।" —অর্থাৎ 'ত্রিকাণ্ড অর্থাৎ কর্মদেবতা ব্রহ্মবিষয়ক বেদসকল আত্মার ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদক, সংসারিত্ব-প্রতিপাদক নহে।" ইহার শ্রীপাদ স্বামিটীকা—"বেদ (মন্ত্র) সমূহের প্রবৃত্তি পরত্ব নিরাকৃত করিয়া প্রকৃত নিবৃত্তিপরত্বই উপসংহার করিতেছেন। কর্ম-ব্রহ্ম-দেবতা কাণ্ড বিষয়ক এই বেদসমূহ ব্রহ্মাত্মবিষয়, অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা, সংসারী নহেন, এই বিষয়ে তৎপর। আর তৎপরত্বে প্রতীতি না হওয়ায় এই ফলশ্রুতি (যেমন যজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি) মনুষ্যের মঙ্গলকর নয়, তবে বেশ রুচিকর। কিন্তু শ্রেয় বলিবার উদ্দেশেই বলা হইয়াছে, যেমন ঔষধকে রুচিকর করিবার জন্য বলা হয়, এই কারণ অনুস্মরণ করাইতেছেন এই শ্লোকে। ঋষিগণ—মন্ত্রসমূহ বা তাহাদের দ্রষ্টা। তাহাতে কি হইল? যেহেতু পরোক্ষই আমারও প্রিয়, ইহাই ভাবার্থ। যাঁহাদের শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন, অন্য অনধিকারিগণ পারেন না। তাঁহারা বৃথা কর্মত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হ'ন—এ প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে।" শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভ টীকা—"ব্রহ্মাত্ম-বিষয়—সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম যে আত্মা পরমমূলস্বরূপ অর্থাৎ ভগবান্ আমি, আমাতে তৎপর, ইহাই অর্থ। যেহেতু পরে আমার প্রিয় আচরণরূপে ইহা বলা হইতেছে। আর সকলের অপ্রতীতির কারণ বলিতেছেন—পরোক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু পরোক্ষ আমারও প্রিয়।" অন্যত্র (পঃ পুঃ উঃ ৬২) ভগবান্ বলিয়াছেন—"হে শিব, মোহশাস্ত্র রচনা করান। পরে সেই মিথ্যা শাস্ত্রগুলি দেখান (প্রচার করুন); সে গুলিতে আপনি নিজেকে প্রকাশ করুন,

অতঃ (ভাঃ ১২।১৩।১০)—

"ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে। স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সংপ্রকাশিতম্ ॥"

ইত্যত্রাপি ভগবচ্ছব্দপ্রয়োগঃ। শ্রীনারায়ণাভিপঙ্কজে স্থিতং ব্রহ্মাণং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা তত্রৈব ব্যাপিমহাবৈকুণ্ঠং প্রকাশ্যেদং পুরাণং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। অনুগতশ্চৈতৎ দ্বিতীয়স্কন্ধেতিহাসস্যেতি ॥ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণম্ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ

এখানেও ভগবান্ – এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মার প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেইস্থান পর্যন্ত ব্যাপক মহাবৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই অর্থ। আর এই কথা সমগ্র দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত ইতিহাস বা বিষয়ের অনুগত বা তদনুরূপ ॥ ৯৭ ॥

টিপ্পনী

আমাকে অপ্রকাশ বা গোপন করুন।" আরও (গীতা ১৮।৬৩) "এই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে (অর্জুনকে) বলিলাম"—এখানেও ভগবান্ সেই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও আবার সকলের অধিকার নাই। এই কথা (ভাঃ ৫।৬।১৮) বলা হইয়াছে—"ভগবান্ সহজে মুক্তি দেন, কিন্তু সহজে ভক্তিযোগ দেন না।" শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"...কর্ম-ব্রহ্ম-দেবতাকাণ্ডবিষয়ক এই বেদগুলি ব্রহ্মাত্মবিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মই যে এই আমি আত্মা, তদ্বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আমার আরাধনপর—এই অর্থ। আচ্ছা, তাহা হইলে ঋষি অর্থাৎ মন্ত্র বা তদ্দ্রষ্টারা কেন স্পষ্ট বলেন না? তদুত্তর—তাঁহারা পরোক্ষ (বা পশ্চাতে) বলেন, সাক্ষাৎ বলেন না। আচ্ছা, সাক্ষাৎ না বলায় তাঁহাদের অভিপ্রায় কি? তাহার উত্তর—ঐরূপ পরোক্ষ বলাতেই আমার প্রীতি, ইহা অবধারণ করিয়া ঐরূপ বলেন।" এতৎ-প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।৩।৪৪ শ্লোকটী আলোচ্য শ্লোকের বিষয়বস্তুটী পরিস্ফুট করিবে—এই অভিপ্রায়ে এখানে উদ্ধৃত হইতেছে "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা"—অর্থাৎ 'পরোক্ষবাদ (—এক-প্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটী স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ খণ্ড-লড্ডুক প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া সন্তানকে আরোগ্য ফলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদও অজ্ঞজনের প্রবৃত্তির জন্য স্বর্গাদিসুখফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্মনিবৃত্তির জন্যই কর্মসকলের বিধান করিয়াছেন।'

গ্রন্থে যে, টীকা ও ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবপাদ ভাঃ ৫।৬।১৮ শ্লোকের শেষ চরণ "মুক্তিং দদাতি"—ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন, ইহার ব্যাখ্যা বেশ জটিল। স্বামিপাদের টীকায়ও উহা সেরূপ প্রাঞ্জল নহে। তিনি বলিয়াছেন—"... (পাণ্ডব ও যাদবগণ ভিন্ন) অন্য নিত্য ভজনকারী উপাসকগণকে ভগবান্ মুক্তি দেন, কিন্তু কখনও প্রেমসহিত ভক্তিযোগ দেন না।" ক্রমসন্দর্ভটীকা বলিয়াছেন—"...ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম", কর্হিচিৎ—এই ফলের (প্রেমভক্তির) ইচ্ছু না হইলে, আর অন্য (ভোগাদির) বাসনা না থাকিলে (মুক্তি দেন)।" চক্রবর্তিপাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা—"অন্য ভজনকারিগণকে ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভাবভক্তিও প্রায় দেন না; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট মুক্তিই দেন। এখানে (শ্লোকে) কিন্তু 'কর্হিচিদপি'—না বলায় মুক্তি ইচ্ছা করেন না, এমন শুদ্ধভক্তগণকে ভক্তিই দান করেন—এই অর্থই পাওয়া যায়।"

শ্রীশুকদেব বলিলে—নভগবান্ সকল ভজনকারিগণকে প্রেমভক্তি দেন না; শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে (গীতা ১৮।৬৪) বলিলেন—'উহা সর্বগুহ্যতম'; আর শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১১।৪৯) বলিলেন—'উহা অতি গোপনীয়'। এইজন্য

সর্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয়ো ভগবত্যেব

তদেবং সর্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয়স্তস্মিন্নেব ভগবতি। তথা চ—
"সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো, জিজ্ঞাস্যো নান্যো বেদৈঃ প্রসিধ্যেত।
তস্মাদেনং সর্ববেদানধীত্য, বিচার্য চ জ্ঞাতুমিচ্ছেন্মুমুক্ষু"রিতি চতুর্বেদশিখায়াম্।

অনুবাদ

অতএব সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় সেই ভগবানেই পর্যবসিত। 'চতুর্বেদ শিখা'তে তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"সমস্ত বেদেই পরমদেব ভগবান্ই জিজ্ঞাস্য; বেদসকল দ্বারা অন্য কেহ প্রসিদ্ধ হ'ন না। অতএব মোক্ষপ্রার্থী সর্ব বেদ অধ্যয়নপূর্বক ইঁহারই সম্বন্ধে বিচার করিয়া ইঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেন।" নৃসিংহতাপনী শ্রুতি (২।৪) ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যে ভগবান্কে সমস্ত দেবগণ,

টিপ্পনী

ভগবান্ ভক্তিতে অতিদৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপাসক ভিন্ন অভক্ত কাহাকেও এই গূঢ়রহস্য বলিতে (গীতা ১৮।৬৭ ও ভাঃ ১১।২৯।৩০ শ্লোকে) উহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রহ্মার যে এই রহস্য সম্বন্ধে উক্তি (ভাঃ ২।৭।৫১-৫২) শ্লোকদ্বয়ের ক্রমসন্দর্ভটীকা—"ইহা চতুঃশ্লোকীরূপ—এই অর্থ। ইহাদ্বারা তাহাও উপদিষ্ট—ইহা বুঝা যাইতেছে। সেই সেই (সাধন ও প্রেম) ভক্তির জন্য স্বরূপশক্তিলীলা বর্ণন শ্রেষ্ঠ···।" স্বামিপাদটীকা—"বিভূতিসমূহের সংগ্রহ এই বলা হইল। যেরূপভাবে বর্ণন করিলে মনুষ্যগণের ভক্তি হয়, এই প্রকার সঙ্কল্প অর্থাৎ সম্যক্ চিন্তা করিয়া সেই প্রকার হরিলীলাকেই প্রধান করিয়া শ্রীভাগবত বর্ণনা কর; কিন্তু ভক্তিরসের আঘাত করিয়া কেবল তত্ত্ব বর্ণন করিও না—এই অর্থ।" শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিটীকা—"'এ যে আপনি অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত মত বলিলেন'—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—ইহা সত্য বটে, কিন্তু কেবল আমি ইহা বলিতেছি না, আমাকে স্বয়ং ভগবান্ 'ভাগবত'-নামে পুরাণ বলিয়াছেন। আর ইঁহাকে কেবল শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে না, কিন্তু ইহা বিভূতিসমূহের সংগ্রহ। শ্রীভগবদ্গীতাদিতে বিভূতিশব্দে অংশ-কলাসমূহও বলা হইয়াছে বলিয়া ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ই শাস্ত্রস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন,—ইহাই অর্থ। অতএব তুমি ইহা বিপুল বা বিস্তৃত কর। উহাই ইঁহার সেবা—এই ভাবার্থ। (৫১) কিন্তু ইতোমধ্যে, আমি যে তোমার গুরু, আমার সম্মুখে তুমি একটী নিয়ম গ্রহণ কর,—এই কথা এই (৫২) শ্লোকে বলিতেছেন। মনুষ্যগণের অর্থাৎ যে সকল মনুষ্য কলিকালে জন্ম লাভ করিবে, তাহাদের—এই অর্থ। 'ভবেৎ' বা 'হইতে পারে'—ইহা না বলিয়া 'ভবিষ্যতি' বা 'হইবে' নির্দেশ করায় এবং 'কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।' (ভাঃ ১।৩।৪৩)—অর্থাৎ 'কলিকালে নষ্ট দর্শন' অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য এই শ্রীমদ্-ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্যের উদয় হইয়াছে।'—এই কথা বলায় (যে সব মনুষ্য জন্মিবে, তাহাদের কথাই বলা হইতেছে)। 'হরৌ' অর্থাৎ 'শ্রীহরিতে' বলিয়া 'প্রেমের দ্বারা মন হরণ করেন ও 'সংসারও হরণ করেন'—এই দুইটী প্রয়োজন বলা হইল! আর 'ভগবতি'—অর্থাৎ 'ভগবানে' বলিয়া সুখে তাঁহার আরাধনা করা যায়, ইহাও বলা হইল। 'সর্বাত্মা' অর্থাৎ 'সর্বস্বরূপ' বলিয়া বলা হইল যে, তাঁহার ভক্তিতেই সকলের অর্চন সিদ্ধ হইল। 'অখিলাধার' বলিয়া তাঁহার ভক্তিতেই সকল কামেরই (বাসনারই) প্রাপ্তি বুঝাইল। 'সঙ্কল্প করিয়া' বলায় 'প্রথমে অদ্যই আরম্ভ করিয়া কেবল ভগবদ্ভক্তিই বর্ণনা করিব—এই সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ কর'—ইহাই অর্থ।"

"যং সর্বে দেবা আমনন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" ইতি শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম্ (২।৪)।
"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি" (কঃ উঃ ১।২।১৫)
"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, সর্বানুভূতমাত্মানং সংপরায়ে।"
"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদিরন্যত্র।

অনুবাদ

মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ সম্যগ্‌ভাবে (অর্থাৎ সভক্তি) প্রণাম করিয়া থাকেন।" কঠোপনিষদও বলিয়াছেন (নচিকেতার প্রতি যমরাজের উক্তি ১।২।১৫): "সমস্ত বেদসমূহ (যেমন ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও কঠ ১।৩।৯ 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং') যে পদ সম্যক্‌ভাবে মনন বা বিচার করেন, এবং সমস্ত তপশ্চর্যায় যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা হয়।" অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"বেদজ্ঞানরহিত ব্যক্তি সেই বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপক ও সকলের অনুভূত (অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে স্থিত) পরমাত্মাকে পরলোকপ্রাপ্তিকালে চিন্তা

টিপ্পনী

চতুঃশ্লোকীর শেষ শ্লোকের (ভাঃ ২।৯।৩৫) ক্রমসন্দর্ভ বিরাট্ ও অত্যধিক বিস্তৃত ; তাহা হইতেই সংক্ষিপ্ত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এখানে তাঁহার টীকা দিয়াছেন। সুতরাং সেই বিপুল ও প্রকাণ্ড টীকার আবৃত্তি হইতে স্থানাভাবে আমরা বিরত হইলাম। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"এখানে সাধনের কথা বলিতেছেন। আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুব্যক্তির ইহাই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ বিচার্য। উহা কি, তাহা বলিতেছেন। কারণরূপে কার্যসমূহের যে অনুবর্তন, তাহার নাম অন্বয় এবং কার্যসমূহ হইতে কারণাবস্থায় যে অধিগমন, তাহার নাম ব্যতিরেক : তদ্রূপ জাগ্রদাদি অবস্থান-সমূহে অন্বয় এবং সমাধি প্রভৃতিতে ব্যতিরেক—এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে যাহা সর্বত্র ও সর্বদা অবস্থিত, তাহাই 'আত্মা' বলিয়া জানিবে।"

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকাও বিস্তৃত ; তাহার কিছু সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত হইতেছে যথা—"...ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন অতিরহস্য বলিয়া বহিরঙ্গজনের অগম্য হওয়ায় শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'এতাবৎ' বা এই পর্যন্ত বলার ভাব এই যে বহুশাস্ত্রের অনুসন্ধানের অপেক্ষণীয় নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ নিজের শ্রেয়ঃসাধনতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির ইহা জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণে শিক্ষণীয় ; কিন্তু তুমি (ব্রহ্মা) ইহা আমার অনুগ্রহেই জ্ঞাত হও—ইহাই ভাবার্থ। তাহা কি ? যাহা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সিদ্ধ বা স্থিরীকৃত হয়। কেবল (ভক্তির সাহায্যরহিত) কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিদ্বারা (তাহাদের প্রতিজ্ঞাত) স্বর্গাপবর্গাদি সিদ্ধ হয় না, যেমন (ভাঃ ১।৫।১৭): 'স্বধর্ম পালন করিলেই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ?' (ভাঃ ১০।১৪।৪): 'যাঁহারা কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন...তাঁহাদের ক্লেশমাত্রই ফল হয়।'......(ভাঃ ১১।২০।৩২) 'কর্মাদিদ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় সে সমস্ত স্বর্গাদি কর্মাদি-বিনাই কেবল ভক্তিদ্বারাই অনায়াস লভ্য।' মহাভারতের মোক্ষধর্মীয় বচন—"নারায়ণাশ্রিত মানব পুরুষার্থচতুষ্টয় নিমিত্ত সাধনব্যতীতও তাহা প্রাপ্ত হ'ন।'...অতএব অন্বয়ব্যতিরেকভাবে ভক্তিই সকল শ্রেয়ঃসাধনরূপে স্থিরীকৃত হইল। অন্বয়ভাবে, যথা (ভাঃ ২।৩।১০): "অকাম, সর্বকামনাযুক্ত বা মোক্ষকামী সুমেধা ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ ভগবানের উপাসনা করিবেন।' ভাঃ ১১।২০।৩২ শ্লোকেও তদ্রূপ। ব্যতিরেকভাবে, যথা (ভাঃ ১১।৫।২): 'বিরাট্ পুরুষের মুখবাহু প্রভৃতি হইতে বিপ্রাদি চতুর্বর্ণ আশ্রমসহ গুণের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল;

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" (গীতা ১৫।১৫) ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু।
"সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে।" ইতি পাদ্মে।

"সর্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়িতশ্চ সঃ।" ইতি স্কান্দে।

অনুবাদ

করিতে পারে না।" "আমি সেই উপনিষৎসমূহে উপদিষ্ট পুরুষ ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। গীতায় (১৫।১৫) ভগবান্ নিজসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সমস্ত বেদদ্বারাই আমি সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ জ্ঞাতব্য; (আমার অবতার বেদব্যাসরূপে) আমিই বেদান্তপ্রণেতা; আর আমিই একমাত্র বেদজ্ঞ (অভ্রান্ত বেদার্থ আমারই জ্ঞাত; ব্যাসাবতার আমি যাহা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই যথার্থ)।"

পদ্মপুরাণে—"পুনরায় সমস্ত আগমব্যাপার বিবেচনাপূর্বক মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করিলে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই নির্ণীত হ'ন।" স্কন্দপুরাণে—"সেই ভগবান্ সকল নামেরই অভিধেয়, (অর্থাৎ সকল

টিপ্পনী

এতন্মধ্যে যাহারা আত্মার সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভজন অবজ্ঞা করিয়া করে না, তাহারা স্থানভ্রষ্ট, অধঃপতিত হয়।' ...ভক্তির দেশকাল সম্বন্ধে বলিতেছেন 'সর্বত্র' অর্থাৎ সকলদেশে সকল অধিকারীকে, 'সর্বদা'---সকল সময়েই হইতে পারে। কিন্তু কর্ম করিতে হইবে শুচি (পবিত্র) দেশে, শুচিকালে; আর জ্ঞান শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই লাভ হয়; যেমন (ভাঃ ৩।২৮।৮): 'জিতাসন হইয়া পবিত্রস্থানে আসন স্থাপনপূর্বক যথাসুখে স্বস্তিকাসনে সরল শরীরে উপবেশনপূর্বক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবে।' অতএব কর্মজ্ঞানাদি সর্বত্র হয় না; তা'ছাড়া কর্মের দৌড় সন্ন্যাস পর্যন্ত বা ভোগ লাভ পর্যন্ত মাত্র, যোগের সিদ্ধি পর্যন্ত, সাংখ্যের আত্মজ্ঞান পর্যন্ত, আর জ্ঞানের মোক্ষ পর্যন্ত; সুতরাং এ সমস্ত সার্বত্রিক নয়। কিন্তু ভক্তি সার্বত্রিক সার্বদিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেমন (বিষ্ণুধর্মোত্তর বাক্য)—'শ্রীহরির নাম কীর্তন বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, এবং উচ্ছিষ্টাদি কোন অশুচি অবস্থায়ও নিষেধ নাই; (ভাঃ ২।২।৩৬): 'মানবগণের সর্বাত্মা দিয়া সর্বত্র ও সর্বদা শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য—কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সকল অধিকারিতেই ভক্তির ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে। আবার (ভাঃ ২।৪।১৮): 'কিরাত-হূন-অন্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কস প্রভৃতি জাতি-পাপে দুষ্ট ও যাহারা কর্ম-পাপদুষ্ট—সকলেই ভগবদাশ্রিত ভক্তগণের চরণাশ্রয় করিলেই শুদ্ধিলাভ করেন।' আর সকল অবস্থাতেই, যেমন গর্ভে প্রহ্লাদাদি, বাল্যে ধ্রুবাদি যৌবনে অম্বরীষাদি, বার্ধক্যে যযাতি প্রভৃতি, মরণকালে অজামিল প্রভৃতি; এমন কি নরকস্থ অবস্থায়ও, যথা নৃসিংহপুরাণে—'নারকিগণ যেমন যেমন হরিকীর্তন করে, তেমন তেমন তাহারা ভক্তিকে বহন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে।' অতএব ভক্তিই যে সাধন, তাহা নির্ধারিত হইল। অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে স্বর্গাপবর্গ সর্বত্র-সর্বদা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রেমভক্তিই নিজেই তাহা হয়। যেমন (ভাঃ ১১।৩।৩১) বলা হইয়াছে 'ভক্তিদ্বারাই ভক্তি সঞ্জাত হয়'—ইত্যাদি বাক্য হইতে 'রহস্য' ও 'তদঙ্গ'-শব্দদ্বয়ে প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তিই কথিত হইয়াছে। ...... আরও যেহেতু 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ ২।৭)—অর্থাৎ 'তিনি রসস্বরূপ' ও পরে 'সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি' (তৈঃ ২।৮।১)—অর্থাৎ 'আনন্দের সেই মীমাংসা'—ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে তিনি সকল শ্রেয়ের অবধি রূপ রস ও মূর্তিমান্; আর (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) রঙ্গভূমিতে 'মল্লগণের নিকট বজ্রসদৃশ'—ইত্যাদি আকার দৃষ্ট, তাঁহার বিজ্ঞান

"নতাঃ স্ম সর্ব বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী" ইতি বৈষ্ণবে (বিঃ পুঃ ১।১৪।২৩)

"সর্ববেদান্ সেতিহাসান্ সপুরাণান্ সযুক্তিকান্। সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথা ॥" ইতি ব্রহ্মতর্কে।

তদেবং সর্ববেদসমন্বয়ং স্বস্মিন্ শ্রীভগবত্যেব স্বয়মাহ (ভাঃ ১১।২১।৪৩)

অনুবাদ

নামেই তাঁহাকে ডাকা যায়), এবং সকল বেদেই তাঁহার স্তুতি করে।" বিষ্ণুপুরাণে—"সমস্ত জগতের বাক্যসমূহের যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠা, সেই ভগবান্‌কে আমরা প্রণাম করিতেছি।" ব্রহ্মতর্কে—"যুক্তিকাণ্ড বা উপনিষদংশ সমেত সমস্ত বেদ ইতিহাস, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রসহিত বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণুই জ্ঞাত হ'ন, অন্য প্রকার জ্ঞান হয় না।"

অতএব শ্রীভগবান্ স্বয়ং আপনাতেই সর্ববেদের সমন্বয়ের কথা এইরূপ বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১১।২১।৪৩)—"বেদ কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমারই বিধান করে ; দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতারূপে আমাকেই

টিপ্পনী

এই শ্লোকেই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইয়াছে, যেমন—যাবতীয় জিজ্ঞাস্যের মধ্যে ইহাই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ অন্বেষণ্য ঈপ্সিতব্য। তাহা কি ? অন্বয় ব্যতিরেকভাবে যোগ ও অযোগক্রমে অর্থাৎ সংযোগ ও বিপ্রলম্ভরূপে যিনি সর্বত্র অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্তী শ্রীবৃন্দাবনাদিতে দাস, সখা, গুরু ও প্রেয়সীবর্গের মধ্যে, এবং সর্বদা অর্থাৎ নিত্যই, এমন কি মহাপ্রলয়কালেও—ইহাদ্বারা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের আস্বাদন সূচিত হইল।..."

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের—"অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার। সর্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্মাদিবিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার। সাধনভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্তব্য। গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১৮-১২০)

ভাগবতার্কমরীচিমালায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সংক্ষিপ্ত মর্মব্যাখ্যা—"আমি স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য, অখণ্ড ও অদ্বয়তত্ত্ব। মায়াবদ্ধজীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, আমার কৃপাপাত্র শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধ অথবা বিধি-রাগ ভেদ-অনুসারে সদ্গুরুচরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা যাহা সর্বদা সত্য বলিয়া স্থির করে, তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।"

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিশাল বিবৃতি হইতে একটী বিশেষ অংশমাত্র প্রদত্ত হইতেছে—"...... যাঁহাদিগের আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই ও যাঁহারা অনাত্মজিজ্ঞাসার উদয়ফলে অভক্তিকে সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য প্রেমভক্তির সোপান বা ভক্ত্যঙ্গ সাধনভক্তি উদিত হইবার কোনও সুযোগ নাই। ব্রহ্ম-সূত্রের সাধনপাদে যে প্রকার ইতর-সাধন-নিরসন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকের (ভাঃ ২।৯।৩৫) প্রতি-পাদ্য বিষয়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থপাদকে ফলাধ্যায় বলা হয় এবং এই ফলাধ্যায়ের পূর্বাধ্যায় 'সাধন' নামে কথিত ; প্রথম পাদদ্বয়ে সম্বন্ধজ্ঞান। তৃতীয়ে ভক্তি ও চতুর্থে প্রেমরূপ প্রয়োজন ব্রহ্মসূত্রের উপদিষ্ট বিষয়। ...প্রারম্ভশ্লোকে (ভাঃ ২।৯।৩০) 'গৃহাণ গদিতং ময়া'—এই শ্রৌতপন্থা সাধনপাদের এবং এই শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয়। তৎফলে ভাবভক্তি ও প্রেমপ্রাকট্য অবশ্যম্ভাবী। ধর্মার্থকাম বা মোক্ষবিচারে যেরূপ ইতর ফল কল্পিত হয়, তাহাকে রহস্যময় প্রেমার সহিত তুলনা করা যায় না। চতুর্বর্গপ্রাপ্তি সাধন কর্ম ও জ্ঞানপন্থায় আবদ্ধ। আত্মধর্ম যে ভক্তি, তাহা বৈষ্ণবেরই একমাত্র

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্" ইতি—মামেব যজ্ঞপুরুষং বিধত্তে শ্রুতিঃ মামেব তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে, যচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চজাতং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।৩) ইত্যাদিনা বিকল্প্যাপোহ্যতে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি সর্বস্য মদাত্মকত্বাদিতি ভাবঃ। শ্রীভগবান্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ

অভিহিত করে; আবার বিকল্প করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে তাহা নিরাস করে; কিন্তু আমিই (অর্থাৎ 'আমা' হইতে কিছুই পৃথক্ নহে)।" (গ্রন্থে টীকা)—শ্রুতি আমাকে যজ্ঞপুরুষরূপে বিধান করিয়া থাকে, আমাকে তত্তদ্দেবতারূপে অভিধান করিয়া থাকে, আর যাহা আকাশাদি প্রপঞ্চসমূহ, যথা (তৈঃ ২।১।৩)—"উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল"—এইরূপে বিকল্প করিয়া নিরাস করিতেছে; তাহাও আমিই; আমা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, যেহেতু সমস্তই মদাত্মক (অর্থাৎ আমিই সকলের আত্মা) এই ভাবার্থ। মূল শ্লোক ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ৯৮ ॥

টিপ্পনী

লভ্য। অবৈষ্ণবগণ ভ্রমপথে যে সকল অভিধেয় স্থির করিয়াছেন, তাহা নশ্বর অনুভূতিময় অনাত্মার অভিধেয় শব্দবাচ্য।…"

শ্রীজীবপাদ যথাক্রমে ব্যতিরেক ও অন্বয় দেখাইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমটী (ভাঃ ২।২।৩৩)। ইহার স্বামিটীকা—"সংসারী পুরুষের তপস্যাযোগ প্রভৃতি অনেক মোক্ষপথ আছে। কিন্তু সমীচীন (যথার্থ) পথ ইহাই, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। যাহা অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তিযোগ হইতে পারে, তাহা হইতে অন্য শিব অর্থাৎ সুখরূপ ও নির্বিঘ্ন কিছু নাই।" শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—"'স্থিরং সুখং চাসনম্" (ভাঃ ২।২।১৫) ও "যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং' (ভাঃ ২।২।২২) ইত্যাদি শ্লোকে ক্রমে সদ্যঃ মুক্তি ও ক্রমমুক্তির উপায় জ্ঞান ও যোগ বলিয়া ঐ সব হইতেও শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগহেতু ভগবানে অর্পিত কর্মের কথাও বলিয়া পরে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে (যাহার উপরে আর কথা নাই, এইভাবে) সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা এই শ্লোকে আনীত হইল।…'যাহা হইতে' বলিয়া ভগবানের সন্তোষ নিমিত্ত কর্মও বলা হইতেছে, যেমন (ভাঃ ১।২।৬) 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় ভগবানে নিষ্কাম ও অব্যাহত ভক্তি হয়, যদ্দ্বারা পরমাত্মা সুপ্রসন্ন হ'ন, তাহাই মানবের পরমধর্ম।'" চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"কিন্তু সর্বসাধ্য পরমসারপ্রাপক পন্থা ইহাই। যাহা হইতে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম হয়, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কোনও শিব অর্থাৎ সুখরূপ ও নির্বিঘ্ন পথ আর নাই। পূর্বকথিত লক্ষণ (ভাঃ ২।৬।৩২) দুইটী পথ যেমন মোক্ষপ্রাপক, সেইরূপ এখানে কথিত এই পথ ভক্তিযোগ-প্রাপক। প্রাপক পথটী পরম উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তদ্দ্বারা প্রাপ্য ভক্তিযোগও ঐ পথ দুইটী দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষ অপেক্ষা পরম উৎকৃষ্ট, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। প্রেমলক্ষণ এই ভক্তিযোগকে মোক্ষের সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহাতেও অবহিত হইতে হইবে। ইহাকে ব্যতিরেক বলা হইয়াছে, যেহেতু এখানে বলা হইয়াছে যে, এই পথ ভিন্ন অন্য সুখকর ও নির্বিঘ্ন পন্থা আর নাই।

(ভাঃ ২।২।৩৬) শ্লোকটী অন্বয়মুখী, যেহেতু তাহাতে সরলভাবে কি করণীয় তাহা বলা হইয়াছে। চক্রবর্তিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"'যাহা হইতে ভক্তিযোগ হয়' (উপরি ব্যাখ্যাত ভাঃ ২।২।৩৩ শ্লোকে) এবং (তৎপরবর্তী

ভগবত এব সর্ববেদার্থত্বম্

তদেবং ভগবত এব 'সর্ববেদার্থত্বং দর্শিতম্। তত্র রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ। শ্রীবিষ্ণুরাত উবাচ (ভাঃ ১০।৮৭।১)—

"ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ। কথঞ্চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥"

অনুবাদ

অতএব এই প্রকার সমস্ত বেদেরই তাৎপর্য যে ভগবান্, তাহা প্রদর্শিত হইল। সে সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন (ভাঃ ১০।৮৭।১)—"শ্রীবিষ্ণুরাত বলিলেন—'হে দ্বিজবর শ্রীশুকদেব, ব্রহ্মবস্তু এই সদসৎ অর্থাৎ কার্যকারণাত্মক জগৎ হইতে অন্য অর্থাৎ তৎসঙ্গরহিত এবং গুণত্রয়ের অতীত বলিয়া কোনরূপেই তাঁহার নির্দেশ করা যায় না; সুতরাং ত্রিগুণবিষয়ক বেদবচনসমূহ সাক্ষাৎ অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তিদ্বারা কিরূপে তাঁহাতে বিচরণ করেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করেন, তাহা বর্ণন করুন।"

টিপ্পনী

ভাঃ ২।২।৩৪ শ্লোকে) 'যাহা হইতে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে'—এই দুই স্থলে 'যাহা'-শব্দবাচ্য সাধন এখানে বলা হইতেছে। 'অতএব' (ভাঃ ২।২।৩৩ শ্লোকে) 'যেহেতু ইহা হইতে অন্য শিব পন্থা নাই, সেই হেতু', অথবা (ভাঃ ২।২।৩৫ শ্লোকে 'যেহেতু ভগবান্ সর্বভূতে লক্ষিত, সেই হেতু'। 'সর্বত্র', 'সর্বদা'—এ বিষয়ে দেশকালনিয়মের অপেক্ষা করিতে হয় না—এই অর্থ। সর্ব আত্মা বা মনের দ্বারা—কখনও মনোবৃত্তিতে জ্ঞানকর্মাদির অপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহাই ভাবার্থ। এই এক কথাই (ভাঃ ১।২।১৪ শ্লোকে) বলা হইয়াছে, যথা 'তস্মাদেকেন মনসা ভগবান সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ"...—অর্থাৎ 'অতএব (অর্থাৎ যেহেতু পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, উত্তমরূপে পালিত স্বধর্মের চরমফল শ্রীহরির সন্তোষ') একাগ্রমনে (কর্মজ্ঞানাদির ফলের আশা-শূন্য মনে) ভক্তজন-পালক ভগবানের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি কর্তব্য।' উভয়ত্র, একই বাক্য বলায় এতন্মধ্যে শ্রবণই প্রধান হওয়ায় শ্রবণ-কীর্তন স্মরণ বলা হইয়াছে, আর পাদসেবনাদিও জানিতে হইবে।" যেমন উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে সাক্ষাৎ ভগবানেরই ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীও স্বয়ং ভগবদ্বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মপরমাত্মকত্ববিষয়ে নহে। এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিবার জন্য 'তস্মৈ স্বলোকং" (ভাঃ ২।৯।৯) শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুবাদে সম্পূর্ণ শ্লোকই দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটীর শ্রীল স্বামিপাদের টীকা—"তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে, স্বলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনামক ধাম, পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, যাহা হইতে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আর অন্য নাই। সেই লোক অনুবর্ণন করিতেছে পাঁচটী শ্লোকে। সংক্লেশাদি যাহা হইতে ব্যপেত স্বদৃষ্টবান্ অর্থাৎ সৎপুণ্যবান্, অথবা স্বীয় দৃষ্ট বা দর্শন যাঁহাদের আছে, অর্থাৎ আত্মবিদ্গণ—এই অর্থ।" চক্রবর্তিপাদের টীকা—"...'ব্যপেত সংক্লেশ'ইত্যাদি...যেখানে বিশেষভাবে অপেত (অপগত) হইয়াছে—সংক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ—এই পঞ্চ অবিদ্যা বৃত্তি, আর বিমোহ অর্থাৎ বিশিষ্ট মোহ অর্থাৎ বৈচিত্ত্য (চিত্তবৈকল্য)—তাহাও ভগবৎস্ফূর্তির অভাব, এবং সাধ্বস অর্থাৎ সাধুগণের সেবাবিষয়ে অপরাধের ভয়ও অপেত; 'স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ'—বিবুধ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালকর্তৃক, এখানে নিত্যযোগে মতুপ্ (বৎ) প্রত্যয়দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রাদি ব্যাবৃত্ত হইয়াছেন, (তাঁহাদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশাধিকার নাই)।" শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভটীকা বিস্তৃত, কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হইতেছে—"...ভগবদাত্তো" প্রাপ্তিপূর্বক শ্রীনারায়ণ নামক পুরুষের নাভিপঙ্কজে থাকিয়াই তাঁহার সন্তোষবিধানকর তপস্যাদ্বারা ভজনে রত ব্রহ্মাকর্তৃক সভাজিত অর্থাৎ তাঁহার ভজনে বশীকৃত হইয়া তাঁহাকে ভগবান্

অস্যার্থঃ—শ্রুতয়স্তাবচ্ছব্দমাত্রস্য সাধারণ্যাদ্‌গুণেষু সত্ত্বাদিষু বৃত্তির্যাসাং তাদৃশ্যো দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম তু নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণাতীতং, তস্মাদেবানির্দেশ্যম্। তত্তদ্‌গুণকার্যভূতজাতিগুণ-ক্রিয়াখ্যানাং গুণান্তরাণামভাবাস্পদত্বাত্তাদৃশদ্রব্যস্যাপ্যপ্রসিদ্ধিত্বাদনির্দেশ্যম্। সত্ত্বাদিকার্যভূতা-ভ্যাম্ সদসদ্ভ্যাম্ কার্যকারণাভ্যাং পরমিতি তেন তেনাসম্বন্ধং চেত্যর্থঃ। তথা চ সতি যথা ডিত্থবাচি কস্মিংশ্চিদদ্বিতীয়ে দ্রব্যে তচ্ছব্দস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ প্রবর্ততে। যথা চ—সিংহো দেবদত্ত

অনুবাদ

(গ্রন্থে টীকা) ইহার অর্থ—শব্দমাত্র সাধারণ বলিয়া সত্ত্বাদি গুণসমূহের শ্রুতিগণের বৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ, সত্ত্বাদিগুণের অতীত এবং সেই জন্যই অনির্দেশ্য। ঐ গুণসকলের কার্যভূত জাতি-গুণ-ক্রিয়ানামক অন্য গুণসকলের অভাবাস্পদ বলিয়া (অর্থাৎ ঐ গুলি তাঁহাতে না থাকাতে) ঐ প্রকার দ্রব্যেরও প্রসিদ্ধি না থাকায় (অর্থাৎ) শ্রীভগবানে সত্ত্বাদিগুণ বা জাতিগুণক্রিয়াদির বিচার আছে, এইরূপ প্রসিদ্ধ না হওয়ায়) তিনি অনির্দেশ্য সত্ত্বাদির কার্যভূত সদসৎ অর্থাৎ কার্যকারণ হইতে পর অর্থাৎ অতীত বা

টিপ্পনী

স্বলোক অর্থাৎ সর্বোত্তম বৈকুণ্ঠলোক সম্যগ্ দেখাইয়াছিলেন, যাহা অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠ হইতে পর অর্থাৎ অন্য বৈকুণ্ঠ পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর নাই, যেহেতু উহা পরম ভগবানের বৈকুণ্ঠ। 'যাহা হইতে অন্য আর কোনও শ্রেষ্ঠ লোক নাই'—এ সম্বন্ধে উপনিষৎ (বৃঃ আঃ ৩।৬) উদাহরণস্থল। যতক্ষণ পর্যন্ত গার্গী অন্তরীক্ষলোকাদি হইতে প্রজাপতিলোক পর্যন্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিবার পর ব্রহ্মলোক নামক ভগবৎলোকেরও উপরিস্থ লোকের কথা গার্গী জিজ্ঞাসা করেন, তখন ঋষি তাঁহাকে আর অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে নিষেধ করেন। অথবা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ জনিত চিত্তবৈকল্য ও ভয় বৈকুণ্ঠে থাকিতে পারে না। যাঁহাদের আত্মদর্শন জন্মিয়াছে, এমন আত্মবিদ্‌গণ ঐ ধামের অভিতঃ অর্থাৎ সর্বাংশে শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ইহার পর ভাঃ ৩।১৬।২৭-২৮ শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে—'সনকাদি মুনিগণ নয়নানন্দভাজন বৈকুণ্ঠধাম ও মায়াতীত স্বয়ং ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক অনুমতিগ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবী শ্রী কীর্তন করিতে করিতে গমন করিলেন।'" প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিস্তৃত বিবৃতির মাত্র কিয়দংশ প্রদত্ত হইতেছে—"…ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী। ..তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ ব্রহ্মলোক। সেই ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। সেই বৈকুণ্ঠলোকে মায়ার প্রভাবপ্রকটিত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ এবং মোহভয়াদি থাকিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ সুকৃতিমান্ আত্মবিদ্‌গণের বন্দিত-ধাম। ..।" 'সাত্বত'-শব্দের (ভাঃ ২।৯।১৪) অর্থনির্ণয়ে শ্রীমধ্বাচার্যপাদ উদ্ধার করিয়াছেন—"সত্ত্বং তু শোভনত্বং স্যাৎ, তদ্‌যুক্তাঃ সাত্বতা মতাঃ।—ইত্যধ্যাত্মে।" "সাত্বতাং পতিঃ"—বলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। এখানে যেমন 'ভক্তগণের পালক' ভগবান্‌কে উদ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অর্থেই ভাঃ ১০।৭৪।১৯ শ্লোকেও "ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ" বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাঃ ১০।১।৯ শ্লোকে 'যাদবগণের পতি' শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থে বলা হইয়াছে। ভাঃ ১০।৩।১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে "উপেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে" বলিয়া 'সাত্বতাং'-পদের 'যাদবগণের'—অর্থ করা হইয়াছে। 'ভগবদ্ভক্ত'-অর্থে 'সাত্বত'শব্দের প্রয়োগ পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৯৯তম অধ্যায়ে দেখা যায় যথা—"সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবম্। যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥ বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিম্। সত্যং সত্ত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥…।" যদুকুলঃ অর্থে সাত্বত-শব্দের প্রয়োগসম্বন্ধে কূর্মপুরাণে যদুবংশানুকীর্তনে ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইত্যত্র গৌণ্যা বৃত্ত্যা শৌর্যগুণযুক্তে দেবদত্তে সিংহশব্দঃ প্রবর্ততে। যথা চ গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র লক্ষণয়া বৃত্ত্যা গঙ্গাশব্দস্তস্মিন্নিত্যসম্বন্ধে তটে প্রবর্ততে, তথা তত্তদভাবাস্পদে ব্রহ্মণি তয়া তয়া বৃত্ত্যা শ্রুতয়ঃ কথং প্রবর্তেরন্? শ্রুতীনাঞ্চ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রহ্মসূঃ ১।১।৩) ইতি ন্যায়েন

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ঐ সকল সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই—ইহাই অর্থ। ঐ প্রকার হওয়ায় 'ডিত্থ' নামক ('ডিত্থং ডবিত্থং গৌঃ শুক্ল ইতি', অথবা কাষ্ঠময় গজ বা অন্য কোনও অর্থে প্রয়োজ্য, ব্যুৎপত্তিবিহীন শব্দবাচ্য) কোনও অদ্বিতীয় দ্রব্যেই ঐ শব্দটির মুখ্যা বৃত্তি প্রবৃত্ত হয়, (অর্থাৎ দেশকালভেদে 'ডিত্থ' বলিতে যে যাহা বুঝায়, উহা বলিলেই কেবল সেই বস্তুটীই নির্দিষ্ট হয়; ইহা বুঝাইতেই শব্দটীর প্রয়োগ; শব্দটীর উহাই মুখ্যবৃত্তি। মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণীনামে শব্দের তিন প্রকার বৃত্তি। (এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা-জন্য পাঠক মহোদয়গণকে অস্মদীয় সংস্করণে 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র সহিত গ্রন্থকারকর্তৃক তাহার অনুব্যাখ্যা

টিপ্পনী

"কস্মৈ যেন" (ভাঃ ১২।১৩।১৯ শ্লোকের চক্রবর্তিপাদের ও শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভটীকা ইতঃপূর্বে ৯৫তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীর শেষভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতি উদ্ধার করিয়া শ্লোকার্থটী পরিস্ফুটীকৃত হইতেছে, যথা—"শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বরের ধ্যানের (ভাঃ ১।১।১—'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি') কথায় আরব্ধ হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কোনও কালে পরিবর্তনশীল নহেন। তাঁহার রূপ কদাপি পরিবর্তিত হয় না বলিয়া তিনি স্বয়ংরূপ সত্যবস্তু। তাঁহার অচিচ্ছক্তিজাত বিশ্বে যে সত্যের আদর্শ প্রদান করে, তাহা তাৎকালিক ও ক্ষণভঙ্গুর মৃত সত্যমাত্র, অমৃত নহে। উহার আস্বাদনকারীর আনন্দ নাই। অভাব-জন্য শোকের দ্বারা অভিভাব্য অসত্যমলযুক্ত সত্য কখনই পরমেশ্বরে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। 'নিরস্ত-কুহক'শব্দে প্রয়োজন-বিচারে যাঁহারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ অভিলাষ করেন, তাদৃশ কুহকযুক্ত ব্যক্তি প্রেমের ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় যে মলযুক্ত, শোকযুক্ত, পরিণামশীল ও অশুদ্ধ, তাহাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। এজন্য পুরাকালে যে পরমেশ্বর ধ্যানের পদ্ধতি ছিল, তাহাতে বিকারযুক্ত মায়িকভাবের অভাব বর্তমান ছিল। এই তুলনারহিত ভাগবত-ধর্ম জ্ঞানপ্রদীপস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। নারদই সেই স্বয়ংরূপ তত্ত্বদর্শনে সমর্থ। শ্রীনারদ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাহা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ব্যাস নিজ অভিন্ন অনুগ যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং শুকদেব তাহা ভোগ-ত্যাগ রহিত-বিচারপর প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণলীলাময়। তাঁহার অনুক্ষণ অনুশীলনের প্রভাবে জীব বদ্ধতা অতিক্রমপূর্বক অধোক্ষজ-সেবা-ধ্যানে সমর্থ হয়।"

"আদ্যোঽবতারঃ" (ভাঃ ২।৬।৪২) শ্লোকের উদ্ধৃত প্রথম চরণের স্বামিটীকা—"...পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রবর্তক, যাঁহার 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি কথিত লীলাবিগ্রহ, তিনি পরতত্ত্বের আদি অবতার।...(লঘুভাগবতামৃত পূঃ ৫ ধৃত সাত্বত-তন্ত্রবচন) 'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ'—অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটী রূপ; প্রথম মহৎতত্ত্বের স্রষ্টা (কারণাব্ধিশায়ী পুরুষাবতার)...।" ক্রমসন্দর্ভটীকা—"'পরস্য' অর্থাৎ স্বরূপে শক্তিযুক্ত সর্বাতিশয়ী; 'অবতার'—অর্থাৎ প্রাকৃতবৈভবে স্বেচ্ছায় আবির্ভাব।...।" চক্রবর্তিপাদটীকা—"...পর অর্থাৎ পরব্যোমাধি-নাথ ভগবান্; তাঁহার প্রথম অবতার পুরুষ, অর্থাৎ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী; প্রথম স্কন্ধে (ভাঃ ১।৩।১) বলা হইয়াছে 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্'—অর্থাৎ 'ভগবান্' শ্রীহরি কারণার্ণবশায়িরূপ প্রথম

তৎপ্রতিপাদকতায়ামনন্যানাং তত্র প্রবৃত্তিরবশ্যং বক্তব্যা। স্বতঃ প্রমাণানাঞ্চ তাসাং মুখ্যা প্রবৃত্তিস্তু বিশেষতো বক্তব্যা। তস্মাত্তস্মিংস্তাঃ সাক্ষাদ্রূপতয়া মুখ্যয়া বৃত্ত্যা কেন প্রকারেণ চরন্তি? তং প্রকারং বিশেষতঃ কৃপয়াপি স্বয়মুপদিশেতি। অন্যথা পদার্থত্বাযোগাদপদার্থস্য চ বাক্যার্থত্বাযোগান্ন শ্রুতিগোচরত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিতি স্থিতে কুতস্তরাং তদুপরিচরস্ফূর্তের্ভগবতস্তদ্গোচরত্বং তৎ কথম্ "এবং স্বভক্তয়োঃ" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) ইত্যাদৌ সতাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং মার্গং বেদানাং ভগবৎ-পরত্বমাদিশ্যেত্যুক্তমিতি।

অনুবাদ

'সর্বসংবাদিনী'র ২১শ পৃষ্ঠা হইতে ৩১শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মূল, অনুবাদ ও টিপ্পনী দেখিতে অনুরোধ করা হইতেছে)। যেমন 'সিংহ দেবদত্ত'—এখানে শব্দের গৌণীবৃত্তিতে শৌর্যগুণযুক্ত দেবদত্তে 'সিংহ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার যেমন 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী'—এখানে শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা 'গঙ্গা'শব্দটী তাহার সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত তটে প্রযুক্ত হইয়াছে (—অর্থাৎ গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী)। ঐ প্রকার জাতিগুণ-ক্রিয়াদির যিনি আস্পদ বা পাত্র ন'ন, সেই ব্রহ্মে ঐ শব্দবৃত্তিগুলিদ্বারা শ্রুতিবাক্যসমূহ কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে? (পরীক্ষিৎপ্রশ্ন)। বিশেষতঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্র (১।১।৩) (ইহার ব্যাখ্যা অস্মৎসংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে)—অনুসারে (শ্রুতি, স্মৃতি ও

টিপ্পনী

পুরুষ নামক রূপ ধারণ করিলেন।'…।" এরূপ হইলেও তিনি পর বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া অবতার নহেন, তিনি অবতারী অর্থাৎ অবতারসমূহ তাঁহা হইতে উদ্ধৃত অংশ।

"ইদং ভগবতা" (ভাঃ ১২।১৩।১০) শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"গর্ভোদকশায়ি-মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থ স্থিত ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এখানেও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মোদ্ভব হইলেও স্বয়ং ভগবান্ই গর্ভোদবারিতে মহাবৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই বর্ণনা দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত কথার সহিত সমঞ্জস। তাহা দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে কিছু কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত হইতেছে। ২।৮।৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎপ্রশ্নে আছে "…দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ"—অর্থাৎ 'ভগবদ্রূপ যে-ভাবে নাভিপদ্মজ ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলুন।" ২।৯।৪ শ্লোকে শুকোক্তি—"যদাহ ভগবানৃতম্। ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপম্ "—অর্থাৎ 'ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকে স্বীয় ঋত অর্থাৎ সত্যরূপ অর্থাৎ নিজস্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন।" ভগবান্ যে ব্রহ্মার প্রতি কারুণ্যবশে বলিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঐ শ্লোকেরই শেষে যথা—"অব্যলীকব্রতাদৃতঃ"—অর্থাৎ 'ভগবান্ ব্রহ্মার অকপট তপস্যার দ্বারা পরিতুষ্ট।' আর ব্রহ্মার ভয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে ২।৯।৫ শ্লোকে, যথা—"…সিসৃক্ষুরৈক্ষত। তাং নাধ্যগচ্ছদ্দৃশমত্র সম্মতাং, প্রপঞ্চ-নির্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ"—অর্থাৎ 'কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া সৃষ্টিবিষয়ে ভ্রমশূন্য প্রজ্ঞা লাভ করেন নাই।' ইহাই ভবসৃষ্টিবিষয়ে ভয়ের কারণ। ইহার পরে ব্রহ্মার ভগবৎস্তবেও (২।৯।২৮) ঐ ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"…নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ"—অর্থাৎ 'আপনার অনুগ্রহে প্রজা সৃষ্টি করিয়া যেন অহঙ্কারাদিদ্বারা বদ্ধ না হই।' অহঙ্কারের কথা পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন। তাহার পরেই ভগবান্ ছয়টী শ্লোকে

অথ শ্রীশুকদেবেন দত্তমুত্তরমাহ (ভাঃ ১০।৮৭।২) ঋষিরুবাচ—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥"

বুদ্ধ্যাদীনুপাধীন্ জনানামনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং প্রভুঃ পরমেশ্বরোঽসৃজৎ ন তু জনাঃ স্বাবিদ্যয়াসৃজন্নিতি বিবর্তবাদঃ পরিহৃতঃ। মীয়ন্ত ইতি মাত্রা বিষয়াঃ তদর্থম্। ভবার্থং ভবঃ জন্মলক্ষণং কর্ম তৎপ্রভৃতিকর্মকরণার্থমিত্যর্থঃ। আত্মনে লোকান্তরগামিনে আত্মনস্তত্-ল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ। অকল্পনায় কল্পনানিবৃত্তয়ে মুক্তয়ে—ইত্যর্থঃ। অর্থ-ধর্ম-কাম-মোক্ষার্থ-

অনুবাদ

ন্যায়—এই প্রস্থানত্রয় মধ্যে বেদান্তসূত্রকে ন্যায় বলা হয়)– ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনে (যাঁহারা তর্কাদি স্বীকার না করিয়া কেবল বেদপ্রমাণই স্বীকার করেন, এমন) অনন্যগণের কেবল শ্রুতিগণেই প্রবৃত্তি অবশ্যই কথনীয়। তবে স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিগণের মুখ্যা প্রবৃত্তিই বিশেষভাবেই বলিতে হইবে। অতএব তাঁহাতে (ব্রহ্মে) শ্রুতিগণ সাক্ষাৎরূপে মুখ্যা বৃত্তিদ্বারা কি প্রকারে বিচরণ করেন (তাঁহাকে প্রতিপাদন করেন)? সেই প্রকারটী আপনি (শুকদেব) স্বয়ং কৃপাপূর্বক বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন। অন্যথা (অর্থাৎ শ্রুতিগণ সাক্ষাৎরূপে মুখ্যা বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদন না করিলে) পদার্থত্বের সহিত যোগ না

টিপ্পনী

চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলেন। তাহার পর তিনি (২।৯।৩৬) ব্রহ্মাকে অভয় দান করেন, যথা—"…ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ"—অর্থাৎ 'তুমি কল্পে বিকল্পে বহু সৃষ্টি করিয়াও আমি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অহঙ্কারে কখনও মুহ্যমান্ হইবে না।' এই অভয়বাণীতেও ব্রহ্মার পূর্বে ভয়ের কথা সূচিত। ইহার পর অধ্যায়-শেষে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—(৪৩) "এই দশলক্ষণাত্মক ভগবৎকথিত ভাগবতপুরাণ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলেন"; (৪৪) নারদ সরস্বতীতীরে ব্যাসদেবকে বলেন। দশম অধ্যায় শুকদেব ভাগবতব্যাখ্যাদ্বারা সর্গ-বিসর্গাদি দশ অর্থ ও অধ্যাত্মাদি বিভাগ সম্যগ্‌রূপে বলিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে ভাগবত বলেন। সুতরাং দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কথাই বলা হইয়াছে। এবং সর্বত্রই শ্রীভগবান্ বলিতে অবতার হইতে ভিন্ন অবতারীই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ইহাই বলিয়াছেন।

চতুঃশ্লোকীর শেষে শ্লোকচতুষ্টয়ের একটী একীভূত বিরাট্ বিবৃতি শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর দিয়াছেন। তাহা হইতে মাত্র কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—"ভাগবত-চতুঃশ্লোকী ভগবানের নিকট হইতে ব্রহ্মা প্রাপ্ত হ'ন; ইহা হইতেই ভাগবতশাস্ত্রে উদয়। চতুঃশ্লোকীর প্রথমটীর (৩২) বিশেষত্ব এই যে—ভগবদ্বস্তু জ্ঞানময়, তিনি অচিৎ জড়া প্রকৃতি নহেন। প্রাকৃত জগতে যে চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ'-শব্দবাচ্য; অতএব বাহ্য চিন্মাত্রজ্ঞান ইন্দ্রিয় লভ্য নয়; উহা অপরোক্ষ, অতএব তটস্থ ও গোপনীয়; আর চিদ্বিলাসজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ হইতে পরম গোপনীয় অধোক্ষজসম্বন্ধি। নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণলভ্য অনুভূতি বিজ্ঞানসমন্বিত নহে; কেবল-জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্বিত না হইলে নির্বিশিষ্ট চিন্মাত্রবাদে পরিণত।…দ্বিতীয় শ্লোকটীর (৩৩) বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রথম শ্লোকেরই দৃঢ়তার জন্য কিছু বিস্তৃতি। ভগবান্ ভগবদিতর প্রতীতি হইতে ভিন্ন।…মায়াবাদী নির্বিশেষ মতাবলম্বনে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর হইয়া দেহ ও মনোধর্মে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনে ব্যস্ত থাকায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে ভ্রান্ত

মিতি ক্রমেণ পদচতুষ্টয়স্যার্থঃ। মোক্ষোঽপ্যত্র চিন্মাত্রতয়াঽবস্থিতিরূপঃ। "যথাবর্ণনবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোঽসৌ ভগবতি" ইত্যাদিনা "অনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ" (ভাঃ ৫।১৯।২০) ইত্যন্তেন পঞ্চমোক্তগদ্যেন তথা নিরুক্তত্বাৎ সাধ্যভক্তিপ্রাদুর্ভাবলক্ষণশ্চেতি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ। উভয়ত্রাপি কল্পনারূপবিদ্যায়া নিবৃত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি যস্মাৎ স্বয়মীশ্বরস্তত্তদর্থং তত্তৎসাধকত্বেন দৃশ্যমানানাম্ বুদ্ধ্যাদীন্ স্রষ্টবান্, তস্মাত্তৎসম্পাদনশক্তিনিধানযোগ্যতয়া তেষু কৃতবানিতি লভ্যতে। তত্র ত্রিবর্গসম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ

অনুবাদ

হওয়ায় ব্রহ্ম শ্রুতির গোচর হইতে পারেন না ; (অর্থাৎ ব্রহ্ম শ্রুতিপতিপাদিত পদার্থ হইলেন না, আবার শ্রুতিবাক্য নিষিদ্ধ অপদার্থরূপেও প্রতিপাদিত না হওয়ায় ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতির আলোচ্যই হইলেন না, অতএব শ্রুতির অগোচর থাকিলেন)। এই পরিস্থিতিতে (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বই যখন শ্রুতিগোচর ন'ন, তখন) কৈমুতিকন্যায়ানুসার ব্রহ্মার উপরেও অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও অধিক স্ফূর্তি (প্রকাশ) যিনি প্রাপ্ত হ'ন, সেই ভগবান্ কিরূপে শ্রুতিগোচর হইবেন ? আর ভাঃ ১০।৮৬।৫৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে "এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। উষিত্বাঽদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারাবতীমগাৎ॥"—অর্থাৎ 'এইরূপে স্বীয়

টিপ্পনী

হইয়াছেন।...পরিণতিক্রমে মুমুক্ষু ক্রমশঃ বুভুক্ষু হইয়া পড়েন। মোক্ষলাভ হরিসেবাব্যতীত হয় না।...সম্বন্ধবিষয়ক এই শ্লোক দুইটী অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের উদ্দেশে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় (৩৪) শ্লোকে বিশ্বদ্রষ্টার নিকট মহাভূতদর্শন ও খণ্ডভূতদর্শনে ব্যাপ্য-ব্যাপকবিচার অবস্থিত। অণুচিৎ জীব ব্যাপ্য, বিভুচিৎ ব্যাপক, ব্যাপকের অংশ বিশেষই ব্যাপ্য, ব্যাপ্যের অংশী ব্যাপক। ব্যাপ্য ব্যাপক হইতে পৃথক্ নহে ; আবার ব্যাপ্য ব্যাপকও নহে। কৃষ্ণ ও আকৃষ্ট—উভয়েই প্রেমধর্মে প্রতিষ্ঠিত ; প্রেমের বিচারে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হইয়াও একতাৎপর্যপর। প্রেমবিগ্রহ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইয়া আশ্রিত প্রেমের বিষয়, আবার আশ্রিতের প্রেমে সমাশ্লিষ্ট হইয়া অপৃথক্। চতুর্থ (৩৫) শ্লোকে অভিধেয়বিচার প্রেমাঙ্গরূপে বর্ণিত।.. অভিধেয়ভক্তি অনিত্যা নহে ; যদিও সাধনকালে নশ্বরসদৃশ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তথাপি তাহার উদ্দেশ্যবিচারে তত্তদবৃত্তিগুলি আত্মবৃত্তি বলিয়া নিত্যা ; সকল কাল ও সর্বস্থানেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জিজ্ঞাস্যবস্তুবিষয়ে অভিধেয় বর্তমান। নির্বিশিষ্ট তত্ত্বে অভিধেয় অভাব, সেখানে সাধন অচিন্ত্য...।

"চতুর্মুখে ভগবান্ চারিটী উপদেশ দিলেন প্রথম শ্লোকটীতে ("অহমেবাসম্" ৩২) বিষয়বোধ, দ্বিতীয়ে ("ঋতেঽর্থং" ৩৩) আশ্রয়বোধ, তৃতীয়ে ("যথা মহান্তি" ৩৪) আশ্রয়ের প্রয়োজনবোধ ও চতুর্থে ("এতাবদেব" ৩৫) আশ্রয়ের প্রয়োজনবোধার্থ অভিধেয়ের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিষয় (সেব্য) ও আশ্রয়ের (সেবকের) বোধরহিত অবস্থায় যে নির্বিশিষ্ট কেবলজ্ঞান অবস্থিত, তাহা ব্যতিরেকভাবনিরসনকল্পে স্থানবিশেষে বর্ণনযোগ্য। তাদৃশ বর্ণন পাঠ করিয়া জড়জগতের বিচিত্রাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-রহিত হইয়া বাস্তবজ্ঞানে বিভাবিত হইলেই নিত্য-চিদানন্দময় সেবকানুভূতিকে জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি। নশ্বরপ্রতীতি ঈশ্বরসেবাবিমুখ ভোগরাজ্যে জীবের বদ্ধানুভূতিকে অধোগতি লাভ করায়, তাহাকেই তিনি তৎকালে ঊর্ধ্বগতি বলিয়া বহুমানন করেন ; উহাই চিদ্ধর্মের অপব্যবহার বা অচিদ্ধর্মের উদ্দাম নৃত্য।" ৯৭।

কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্ত্যবিদ্যাশক্তেরংশাঃ বহির্মুখকর্মাত্মকত্বাৎ স্বরূপান্যথাভাবসংসারিত্বহেতুত্বাচ্চ। অপরা মোক্ষসম্পাদিকা শক্তিরকল্পনারূপা চিচ্ছক্তেরেবাংশঃ অন্তর্মুখজ্ঞান-ভক্তিরূপত্বাৎ স্বরূপান্যথা-ভাব-সংসারিত্বচ্ছেদহেতুত্বাচ্চ। এবঞ্চ যাবজ্জীবানাং ভগবদ্বহির্মুখতা, তাবৎ কেবলং কল্পনাত্মি-কানামবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশাত্তৎপ্রধানা বুদ্ধ্যাদয়ঃ সগুণা এবেতি নির্গুণং সাক্ষান্ন কুর্বত ইত্যেবং সত্যমেব। যদা তু তদন্তর্মুখতা, তদা তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রাদুর্ভাবাৎ তং সাক্ষাৎকুর্বত এব ইতি স্থিতম্। বুদ্ধ্যাদিময়ত্বাদ্বচসোঽপি তথা ব্যবহারঃ সিধ্যতি। তদত্রৈবাভেদেন সিদ্ধান্তিতমন্তে (ভাঃ ১০।৮৭।৪৯)—

অনুবাদ

ভক্তদ্বয়ের (শ্রুতদেববিপ্র ও রাজা বহুলাশ্বের) গৃহে বাস ও সন্মার্গের উপদেশ দান করিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন।' এখানে 'সন্মার্গ',—'সতাং' অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণভূত (অপৌরুষেয়, অতএব অন্য প্রমাণ-নিরপেক্ষ) বেদচতুষ্টয়ের মার্গ ভগবৎপরত্ব (অর্থাৎ বেদনির্দিষ্টপথ শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করে), এই আদেশ বা উপদেশ প্রদান করেন,—ইহাই বলা হইয়াছে।

[শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্ন-শ্লোকটীর (ভাঃ ১০।৮৭।১) গ্রন্থকারটীকার একটী স্বতন্ত্র পাঠ গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে—"অস্যার্থঃ—শব্দস্য হি বৃত্তির্মুখ্য-লক্ষণ-গুণভেদেন ত্রিধা। মুখ্যাপি রূঢ়ি-যোগ-ভেদেন দ্বিধা। তত্র প্রথমং তাবদ্ব্রহ্মণি রূঢ়িবৃত্তি র্ন সম্ভবতীত্যাহ—'সাক্ষাৎ কথং চরন্তী'তি। তত্র হেতু-

টিপ্পনী

উদ্ধৃত চতুর্বেদশিখামন্ত্রে সমস্ত বেদেই ভগবত্তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট বলিয়াছেন, কোথাও স্পষ্টভাবে, অধিকাংশস্থলে পরোক্ষরূপে ; সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলিপ্সু প্রত্যেকেরই পক্ষে বেদের সর্বত্রই যে ভগবান্ই কথিত, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এই বাক্যের সহিত ভাঃ ১১।২১।৪৩ শ্লোকটীতে (নিম্নোদ্ধৃত) ভগবদুক্তি সঙ্গতিসম্পন্ন। বেদে এরূপ-ভাবে আর কোনও দেবতার সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসিদ্ধ নহে। কঠমন্ত্রটী (১।২।১৫) সম্পূর্ণ এই—"সর্বে বেদা যৎপদ-মামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ॥"—অর্থাৎ 'সমগ্র বেদ যাঁহাকে মুখ্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আচরিত হয়, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালিত হয়, সেই পদের কথা (১।৩।৯ মন্ত্র কথিত 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' বলিয়া প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপদের কথা), হে নচিকেতঃ, আমি (যমরাজ) তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনি ওঁকার বা প্রণববাচ্য পর-ব্রহ্মতত্ত্ব।" ইহার পরবর্তী উদ্ধৃত শ্রুতি-মন্ত্রটীতে 'বৃহৎ'-শব্দে 'ব্রহ্ম' বুঝিতে হইবে ; 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রসিদ্ধ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম'—অর্থাৎ বৃহৎ বা সর্বব্যাপক ও সর্বপালক (বৃন্হ্ পালনে---এই ধাতুর উত্তর করণে মনিন্ প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ)। এই মন্ত্রে 'বেদবিৎ' বলিতে বেদের প্রপক্ক ফল ভগবদ্ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত মহাত্মাকে বুঝিতে হইবে, কেননা একমাত্র তিনিই অন্তিমকালে ভগবদ্ধ্যানে সমর্থ, অন্য কেহ নহে। শ্রীভগবান্ গীতায় (৮।৫) বলিয়াছেন —"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"—অর্থাৎ 'অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হ'ন।' 'মদ্ভাবং'—স্বামিটীকায় 'মদ্রূপতাং', শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণটীকায় 'মৎস্বভাবং' ; এই 'ভাব'-শব্দের অর্থ পরবর্তিশ্লোকে 'তদ্ভাবভাবিত'-শব্দের অর্থ

"ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যো নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া। যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৪৯) ইত্যত্র মন ইতি। তত্র বুদ্ধ্যাদৌ চিচ্ছক্তিস্তদীয়াপ্রাকৃতপরমানন্দস্বরূপ-তাদৃশগুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী, বচসি চ তত্তন্নির্দেশময়ীতি জ্ঞেয়া। অতোঽপ্রাকৃত-তাদৃশস্বরূপাদ্যালম্বনেন শ্রুতয়শ্চরন্তীতি সিদ্ধান্তয়িষ্যতে, তদেবং পৌরুষেয়স্যাপি বচসো ভগবচ্চারিত্বং সিদ্ধম্। যথোক্তম্—"যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি" (ভাঃ ১।৫।১১) ইতি। তথা চ সতি তথাবিধবচআদীনামেকাশ্রয়স্য সাক্ষাদ্ভগবন্নিঃশ্বাসাবির্ভাবিনোঽপৌরুষেয়স্য তচ্চারিত্বং কিমুত? তস্মাৎ সাক্ষাৎ চরন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ।

অনুবাদ

নির্দেশ্য ইতি। সা হি স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সঙ্কেতেন প্রবর্ততে; অনির্দেশ্যত্বে হেতুং বদন্ গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি—'নির্গুণে গুণবৃত্তয়' ইতি গুণৈর্বর্তমানা অপি নির্গুণে কথং চরন্তীত্যর্থঃ। নির্গুণত্বেঽপি হেতুং বদন্ লক্ষণাযোগৌ নিরাকরোতি—'সদসতঃ পর' ইতি। সদসতঃ পরে কার্যকারণাভ্যাং পরস্মিন্ন সঙ্গে। লক্ষণা রূঢ়িশ্চ সঙ্কেতেনাভিহিতসম্বন্ধিনি, যোগস্তু তৎত্রিবিধবৃত্তিপ্রতিপাদিত-পদার্থয়োঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োর্যোগেন ভবতীতি, তস্য কেনচিদপি সম্বন্ধাভাবাত্তে ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। এবং

টিপ্পনী

হইতে বুঝিতে হইবে, যথা 'সর্বদা তাহার ভাব, ভাবনা বা অনুচিন্তনদ্বারা ভাবিত বা বাসিতচিত্ত' (স্বামিটীকা), 'তাহার স্মৃতিবাসিতচিত্ত' (বলদেবটীকা), 'স্বামিটীকার অনুরূপ, শেষে তন্ময়ীভূত' (চক্রবর্তিটীকা)। 'স্মরণ'—অর্থে 'স্মরণ জ্ঞানোপায়, আর আমার ভাবপ্রাপ্তি তাহার ফল' (স্বামিটীকা), 'আমার স্মরণই আমার জ্ঞান, ঘটপটাদির মত আমি কাহারও দ্বারা তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইতে পারি না'(চক্রবর্তী),'স্মরণাত্মক জ্ঞানদ্বারা আমি জ্ঞেয়'। ঐ স্মরণ কিরূপে হয়, তাহার উত্তর পরবর্তিশ্লোকটীর 'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'; স্বামিটীকায়—'অন্তকালে স্মরণের হেতু সর্বদা সেই ভাবনায় নিযুক্ত থাকা', (বলদেব) 'অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্বস্মৃতিবিষয়া'। ভগবান্ উত্তরটী স্বয়ং তৎপরবর্তী (৭-৮) শ্লোকদ্বয়ে দিয়াছেন—"যেহেতু পূর্ববাসনাই অন্তকালে স্মৃতির হেতু ও সে সময় বিবশ অবস্থায় লোকের স্মরণোদ্যম হয় না, তুমি সর্বকালে আমারই অনুচিন্তন কর।···সতত স্মরণের অভ্যাসই অন্তরঙ্গ সাধন। এই অভ্যাসযোগযুক্ত একাগ্র অন্যবিষয়চিন্তাশূন্য হইয়া পরমপুরুষ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে সাধক আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।" অতএব যাঁহারা অন্তকালে (সম্পরায়ে) ভগবৎস্মরণ করিবেন, তাঁহাদের নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া হরিস্মরণের অভ্যাস প্রয়োজন। তাহা করিলেই তাঁহারা যথার্থবেদবিৎ, নচেৎ বেদপাঠ করিলেও তাঁহাদিগকে বেদবিৎ বলা যায় না। পরবর্তী শ্রুতিবাক্যটীতে উপনিষৎপুরুষ ব্রহ্মেরই জিজ্ঞাস্যত্ব বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই বেদান্ত বা উপনিষদের মূল। শ্রীব্যাসদেবের বেদান্তের প্রথম সূত্রই হইল "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪-৫।৬) এখানে বিদ্যাভূষণপাদ ভাষ্যে "নিদিধ্যাসিতব্য" শব্দের অর্থ "জিজ্ঞাসিতব্য" দিয়াছেন, এখানে উপনিষৎপুরুষ পরমাত্মাকে গুরু-সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে।

গীতোক্ত (১৫।১৫) "বেদৈশ্চ সর্বৈঃ"এর টীকায় বিদ্যাভূষণপাদ শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন—"যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে", (গোপালোপনিষৎ); আর বলিয়াছেন 'বেদসমূহে কর্মকাণ্ডদ্বারা পরম্পরাভাবে ও জ্ঞানকাণ্ডদ্বারা সাক্ষাদ্-

বক্ষ্যতে চ—"ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) ইতি। তথা চ প্রণবমুদ্দিশ্যোক্তং দ্বাদশে (ভাঃ ১২।৬।৪১)—

"স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্ ॥" ইতি।

শ্রুতৌ তু "ওঁ ইত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম" ইতি। নৈদিষ্ঠং লক্ষণাদি-ব্যবধানং বিনেত্যর্থঃ। অতএব কেন চ প্রকারেণ সাক্ষাচ্চরন্তি স কথ্যতামিত্যেব রাজাভিপ্রায়ঃ। অত্র শব্দনির্দেশ্যত্বে দোষস্ত্বগ্রে (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) "দ্যুপতয়া" ইত্যত্র পরিহার্যঃ। অথ শ্রুতিষ্বপি যাঃ

অনুবাদ

পদার্থত্বাযোগাদপদার্থস্য চ বাক্যার্থত্বাযোগান্ন শ্রুতিগোচরং ব্রহ্মণ ইতি স্থিতে কুতস্তরাং তদুপরিচরস্ফূর্তে ভগবতস্তদ্‌গোচরত্বম্। তৎ কথম্ 'এবং স্বভক্তয়ো' রিত্যাদৌ সতাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং বেদানাং মার্গং ভগবৎপরত্বমাদিশ্যেত্যুক্তম্। স্বতঃ প্রামাণ্যসিদ্ধয়ে মুখ্যবাক্যানান্তু সাক্ষাচ্চরণমবশ্যং বাক্তব্যং লক্ষণাদৌ প্রমাণান্তরমূলত্বাৎ। ততো যত্র লক্ষণাদিকমপি সম্ভবতি, তত্র কথং তরাং সাক্ষাচ্চরণমিতি ভাবঃ।"

(অনুবাদ)—শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা ও রূঢ়িও যোগভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম রূঢ়বৃত্তিটী ব্রহ্মে সম্ভবপর নয়, তাহাই বলিতেছেন 'সাক্ষাৎ কি ভাবে বিচরণ করে বা প্রতিপাদন করে ?' তাহার হেতু নির্দেশ করিতে হইবে। ঐ বৃত্তিটী জাতিতে বা গুণে সংজ্ঞা (নাম) ও সংজ্ঞী (যাহার নাম, তাহা), ইহাদের সঙ্কেতদ্বারা প্রবৃত্ত হয়। অনির্দেশ্যত্বের হেতুকথনমুখে গুণবৃত্তিকে নিরাকরণ করিতে বলিতেছেন 'নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ'। গুণসমূহ লইয়া থাকিলেও বেদসমূহ নির্গুণে কিরূপে বিচরণ করেন ? এই অর্থ। নির্গুণত্বের হেতু বলিতে গিয়া 'লক্ষণা' ও 'যোগ'বৃত্তি-দ্বয়কে নিরাস করিতেছেন 'সদসতঃ পরঃ' বলিয়া। 'সদসতঃ পরে' অর্থাৎ কার্য-কারণ হইতে অপর

টিপ্পনী

ভাবে বেদ ভগবানের কথা বলিয়াছেন ; একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ? ইহার উত্তর—আমিই বেদান্তকৃৎ, বেদসমূহের অন্ত অর্থাৎ অর্থনির্ণয়, বাদরায়ণ ব্যাসরূপে আমিই তাহার কর্তা।...' তিনি 'তত্তু সমন্বয়াৎ'—এই ব্রহ্মসূত্রের (১।১।৪) গোবিন্দভাষ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীভগবৎকথিত (ভাঃ ১১।২১।৪৩) শ্লোকটীর উদ্ধৃত অংশটীর ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"...বিধান, অভিধান প্রভৃতি আমাতেই তাৎপর্যময় করিয়া আমাতে পর্যবসিত হয়।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"...'মাং বিধত্তে'—ভক্তি আমার স্বরূপভূত বলিয়া কর্তব্যরূপে আমার ভক্তিই বিধান করেন—এই অর্থ। আর যাগাদিবিধিও আমার ভক্তি-বিধানেই তাৎপর্যপর। আর আমি বলিয়া "ধর্মো যস্মাৎ মদাত্মকঃ'—অর্থাৎ 'যে ভক্তিতে ধর্ম মদাত্মক', সুতরাং 'অভিধত্তে মাং' অতএব আমিই সর্ববেদার্থ—এই অর্থ। 'বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্'—এখানে 'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ' (ভাঃ ১১।২০।৬) আমি এইরূপ বলায় বেদের তিনটী কাণ্ডে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বলিয়া কর্ম করা কর্তব্য, অথবা জ্ঞান অভ্যাস করিবে অথবা ভক্তি করিবে, এইরূপ বিকল্প (বা বিতর্ক) করিয়া পরে নিরাস করা হয়। প্রথমে সকাম কর্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্মকরণ ; পরে জ্ঞানে আরূঢ় হইলে নিষ্কাম কর্মেরও ত্যাগ ; জ্ঞানসিদ্ধিদশায় সেই 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ' (ভাঃ ১১।১৯।১) অর্থাৎ 'জ্ঞানও ত্যাগ করিয়া আমাতে সংন্যস্ত করিবে'—এই বলিয়া জ্ঞানও ত্যাগ করিবে।

কাশ্চিত্রিবর্গপরত্বেন বহির্মুখাঃ প্রতীয়ন্তে, তাসামপ্যন্তর্মুখতায়ামেব পর্যবসানম্।

তথাহি পরমেশ্বরস্য সততপরমার্থবহির্মুখতাপরাহতজীবনিকায়বিষয়কৃপাবিলাস-পর্যবসায়ি-নিঃশ্বাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ স্ববিষয়কং বিশ্বাসং জনয়িতুমদৃষ্টবস্তুনভিজ্ঞান্ সততং দৃষ্টমৈহিক-মেবার্থমীহমানাংস্তান্ প্রতি তৎসম্পাদকং পুত্রেষ্ট্যাদিকং বিদধতি। ততশ্চ তেন জাতবিশ্বাসা-নৈহিকস্যাত্যন্তমস্থিরত্বং প্রদর্শ্য দিব্যানন্দচমৎকার-বিচিত্রস্য পারলৌকিকস্বর্গাদিলক্ষণতত্তৎকামস্য জনকেঽগ্নিষ্টোমাদৌ প্রবর্তয়ন্তি। ততস্তেষাং নিরন্তরতদভ্যাসাদ্ধর্মে এব রুচিং জনয়তি। অথ লব্ধধর্মরুচীনাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং তদর্থবিচারপরাণাং জগদপ্যনিত্যমিতি জ্ঞানবতাং সংসারভয়দীনানাং নির্বাণানন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি। নির্বাণানন্দশ্চ পরতত্ত্বাবির্ভাবরূপ এবেতি। তদুক্তং শ্রীসূতেন (ভাঃ ১।২।৯-১০)—

অনুবাদ

অর্থাৎ সঙ্গরহিত-ব্রহ্মে। 'লক্ষণা' ও 'রূঢ়ি' বৃত্তিদ্বয় সঙ্কেতদ্বারা অভিহিত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু 'যোগ' নামক বৃত্তি ঐ ত্রিবিধ বৃত্তিদ্বারা প্রতিপাদিত প্রকৃতি-প্রত্যয়, এই দুই পদার্থের যোগে হয়। অতএব ব্রহ্মের কাহারও সহিত সম্বন্ধ না থাকায় ঐ দুইটী বৃত্তির সম্ভবপর হয় না। —এই অর্থ। এই ভাবে পদার্থের যোগ না হওয়ায় ও অপদার্থের বাক্যার্থের যোগ না হওয়ায় ব্রহ্ম শ্রুতিগোচর (বেদ-দ্বারা বিচার্য) হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রহ্ম অপেক্ষাও অধিক স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ভগবান্ শ্রুতির অগোচরও বটেই। তাহা হইলে কিরূপে শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নে "এবং স্বভক্তয়োঃ"—ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে—বেদচতুষ্টয়ের মার্গ ভগবৎপরত্ব আদেশ করিলেন ? কিন্তু স্বতঃপ্রমাণতা সিদ্ধির জন্য মুখ্যবাক্যসমূহ সাক্ষাৎ বিচরণ করে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, যেহেতু লক্ষণাবৃত্তিতে অন্য প্রমাণই মূল (অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণতা নাই। অতএব যেখানে (ব্রহ্মে) লক্ষণাদিরও সম্ভাবনা নাই, সেখানে (ব্রহ্মে) শ্রুতিগণের সাক্ষাৎ বিচরণ (প্রতিপাদন) কি প্রকারে হইতে পারে ? —এই ভাবার্থ।]

টিপ্পনী

কিন্তু ভক্তির ত্যাগ কোনও সময়ে কোনও শাস্ত্রবাক্যে প্রতিপাদিত দেখা যায় নাই ; অতএব কর্মজ্ঞানের অপোহ-জন্য আমি (ভগবান্) অপোহ্য, যেহেতু কর্মজ্ঞানও স্বপ্রাপকমার্গ হওয়ায় (অর্থাৎ ক্রমপর্যায়ে ভগবৎপ্রাপ্তির সুদৃঢ় আশা থাকায় 'অহং'শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কেন না ভগবান্ চিদ্রূপ ও মায়িকরূপও বটে, তন্মধ্যে মায়িকরূপেরই অপোহযুক্ত, চিদ্রূপের নয়।" শ্লোকটীর অনুবাদ স্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত টীকার অনুসারে হইয়াছে, গ্রন্থের টীকাও কিয়ৎপরিমাণে তাহাই ; কিন্তু চক্রবর্তিপাদ কিছু নূতন রূপ দিয়া বিবৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "মাং বিধত্তে"—শ্লোকটী শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন। ৯৮।

শ্রীপরীক্ষিতের নাম 'বিষ্ণুরাত' হইবার কারণ প্রায় সকলেই জানেন ; তথাপি কেহ কেহ না জানিতেও পারেন ; তাঁহাদের জন্য কাহিনীটী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। যখন অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে নিহত হ'ন, তখন তাঁহার পুত্র মাতা উত্তরার গর্ভে ছিলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডবদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ঐ গর্ভস্থ সন্তান নাশ

"ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥" ইতি।

ততশ্চ যথা বুদ্ধ্যাদয়োঽন্তর্মুখতাতারতম্যেন চিচ্ছক্ত্যাবির্ভাবাৎ পরে তত্ত্বে তারতম্যেন চরন্তি, তথা শ্রুতিলক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তিপ্রকাশানুক্রমেণ ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বমতিক্রম্য কেবল-নৈর্গুণ্যবিষয়মেব সৎ তস্মিন্নির্গুণে তত্ত্বে সম্যগেব চরিতুং শক্নোতি অগুণবৃত্তিত্বেন যোগ্যত্বাৎ। তদুক্তম্ দ্বাদশে প্রণবমুপলক্ষ্য (ভাঃ ১২।৬।৩৯)—

অনুবাদ

সে স্থলে (পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্নে) শ্রীশুকদেব-প্রদত্ত উত্তর এই (ভাঃ ১০।৮৭।২) প্রভু জগদীশ্বর জীবগণের মাত্রা অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়গ্রহণজন্য, ভবার্থ অর্থাৎ উত্তম জন্মলাভার্থ কর্মসম্পাদন-জন্য, আত্মা অর্থাৎ উত্তম পারলৌকিক লোকপ্রাপ্তিসাধনজন্য এবং অকল্পন অর্থাৎ মোক্ষার্থ প্রযত্নজন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ—এই উপাধিগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন।" (গ্রন্থেটীকা)—বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি-গুলিকে জনসমূহের অর্থাৎ অনুশায়ী (প্রলয়ে মহাবিষ্ণুর শয়নে শয়নকারী) জীবসমূহের মাত্রা প্রভৃতির জন্য প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু জনগণ স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা সৃষ্টি করে নাই ; ইহাদ্বারা বিবর্তবাদ পরিহৃত (নিরস্ত) হইল। যেগুলি 'মীয়ন্তে' পরিমাণ করা হয় অর্থাৎ (রূপরসাদি) বিষয়-সমূহ, সেই সকলের জন্য। আর 'ভবার্থং'—ভব অর্থে জন্মলক্ষণকর্ম, সেই সব কর্মকরণের জন্য—এই অর্থ।

টিপ্পনী

করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিঃক্ষেপ করেন। ব্রহ্মাস্ত্রবলে আক্রান্ত ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে এক শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ পুরুষকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রহ্মাস্ত্রতেজ প্রশমিত করিতে দেখিতে পাইলেন এবং 'ইনি কে'—এই পরীক্ষা করেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ'। আর তাঁহার জাতকর্মকালে ব্রাহ্মণগণ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন (ভাঃ ১।১২।১৬-১৭)—"দৈবেনা-প্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ষি। রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।"—অর্থাৎ 'আপনাদের নির্মল বংশে এই পুত্র দুর্বার দৈববশতঃ নাশ প্রাপ্ত হইলে আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রভাবশালী বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) ইহাকে দান করিয়াছেন। এই কারণে এই পুত্র জগতে বিষ্ণুরাত (বিষ্ণুকর্তৃক) প্রদত্ত বা রক্ষিত) নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।'

শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নের (ভাঃ ১০।৮৭।১) টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"পূর্বাধ্যায়ের শেষে (ভাঃ ১০।৮৬।৪৩) বলা হইয়াছে—ভগবান্ সন্মার্গ উপদেশ করিয়া গেলেন। তাহাতে সৎ-গণের অর্থাৎ ভক্তগণের মার্গেই যে ভক্তিযোগ তাহাই ভগবদ্বিষয়ক বলিয়া জানা যায়। এই প্রকারে সৎ-অর্থে জ্ঞানিগণ হইলে, তাঁহাদের জ্ঞানযোগও ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া জানা যায় বটে ; কিন্তু ব্রহ্ম যে শ্রুতি প্রতিপাদিত, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। ব্রহ্মে শ্রুতিগণ কি প্রকারে সাক্ষাৎ ব্যবধানরহিতভাবে অভিধাবৃত্তিযোগে বিচরণ করেন, যেহেতু তিনি অনির্দেশ্য, নির্দেশ করা যায় না? জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়ার মধ্যে ব্রহ্ম কোনটাই ন'ন ; এইজন্য তিনি অনির্দেশ্য। অধিকন্তু তিনি নির্গুণ, গুণ-সমূহ হইতে পর ; আর সদসৎ অর্থাৎ সৎ পৃথিব্যাদি দ্রব্য, আর অসৎ অনিষ্পন্নস্বভাব বস্তু ও ক্রিয়া হইতে পর ; আর জাতি তৎ-তৎ-আশ্রিত বলিয়া তাহা হইতেও পর। শ্রুতিগণ গুণবৃত্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিমিত্ত গুণসমূহ জাত্যাদি সহিত

"ততোঽভূৎ ত্রিবিদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥"ইতি। তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চেতি। চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয়-স্বয়ংপ্রকাশাদিময়ভক্তিরূপেণ তন্ময়জ্ঞানরূপেণ চ। ততো ভক্তিময়শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি, জ্ঞানময়শ্রুতয়ো ব্রহ্মণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতম্। অথ তত্র তত্র বিশেষং বক্তুং তদীয় এবেতি-হাস উপক্ষিপ্যতে ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ

অর্থ। 'আত্মনে'—লোকান্তরগামীর জন্য, আত্মার সেই সেই লোকবিশেষ ভোগের জন্য—এই অর্থ। 'অকল্পনায়'—কল্পনানিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য,—এই অর্থ। অর্থ-কাম-ধর্ম-মোক্ষ-নিমিত্ত—ক্রমানুসারে চারিটী পদের অর্থ (—অর্থাৎ 'মাত্রা' বা বিষয় অর্থ, 'ভব' বা উন্নতজন্ম-প্রাপক কর্ম ধর্ম, 'আত্মা' বা স্বর্গাদি উন্নতলোকপ্রাপ্তি কাম ও 'অকল্পন' বা মোক্ষ—এই চতুর্বর্গত্ব নিমিত্ত)। মোক্ষও এখানে চিন্মাত্র-যোগে অবস্থিতিরূপ (—অচিৎ হইতে কেবল চিদ্রূপে অবস্থান)। (এখানে অংশতঃ উদ্ধৃত ভাঃ ৫।১৯।১৮-১৯ গদ্যদ্বয় সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিলে বিষয়বস্তুটী স্পষ্ট হইবে, এই আশায় তাহাই করা হইতেছে) —অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণ-বর্ণেন স্বারব্ধেন কর্মণা দিব্য-মানুষ-নারক-গতয়ো

টিপ্পনী

বর্তমান থাকিয়া কিরূপে নির্জাতাদি ব্রহ্মে বিচরণ করেন?" মূলে শ্রীজীবপাদ সংক্ষেপে শ্রীস্বামিপাদটীকারই অনুবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং ঐ টীকা আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী নামক সুবিস্তৃত টিপ্পনীতে বলিয়াছেন "...সর্বশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে বেদের প্রবৃত্তি সম্মতা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মে উহা অসঙ্গতা, এই মনে করিয়াও শ্রীপরীক্ষিৎ নিজে শ্রীবিষ্ণুরাত (শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক প্রদত্তজীবন) বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর গুণাদির অপলাপরূপ নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া—নিজ মতকেই পুপূক্ষু বা পূজা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কেবলতন্মাত্র বেদার্থি-গণকে (এই প্রশ্নদ্বারা) আক্ষিপ্ত করিয়াছেন। পূর্বোক্ত (ভাঃ ১০।৮৬।৫৪)—'সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্'—ইহাকেই আক্ষেপের বীজ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে—'সর্ববেদময়—অর্থে বেদ হইতে উৎপন্ন সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়; সর্বদেবময়—অর্থে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের জ্ঞেয় সর্বোপাস্যতত্ত্বের মূল। অতএব স্বয়ং বিষয় ও তাঁহাদিগকে বিষয়িরূপে নির্দেশ করিয়া বিষয়ী বিনা বিষয় অনুপাদেয় হইয়া পড়ে, এই প্রকার লৌকিক প্রবাদদ্বারা ভগবান্ সভক্ত মহিমা সাধন করিলেন।' বেদসমূহের শ্রীভগবানেই তাৎপর্য অঙ্গীকার করিয়া পূর্বরীতিদ্বারা পরমতের আক্ষেপ, নিন্দা বা নিরাস করিতেছেন। ঐ মতের ব্যাখ্যায় গুণদ্বারা রূঢ়িবৃত্তি সম্ভব হয় না; সত্ত্বাদিগুণসমূহ, তাহাদের কার্যভূত শুক্ল পীত প্রভৃতি, নির্গুণ ব্রহ্ম সে সকলের অতীত; আর যখন নির্গুণ তখন জাতিদ্বারা নির্দেশ করা যায় না, কেননা জাতি ত' গুণভেদ; আর নির্গুণ বলিয়া স্বরূপ অনির্দেশ্য, যেহেতু উহা দৃষ্টশ্রুতবস্তু হইতে বিলক্ষণ; অতএব আনন্দ প্রভৃতি পদদ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা উচিত নয়; ঐ আনন্দাদি প্রসিদ্ধচিত্তবৃত্তিবিশেষাদিতেই সঙ্কেতিত,—তাঁহাদের এই মত। তাঁহাদের মতে স্বরূপভূতগুণ নাই, সুতরাং নির্বিশেষব্রহ্মে স্বরূপভূতগুণসমূহে বেদসঙ্গতি সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীভাগবতগণের (ভগবদ্ভক্তগণের) মতে শ্রীভগবান্ বিলক্ষণস্বরূপ হইলেও বিলক্ষণস্বরূপপর অপৌরুষেয় সেই সমস্ত শব্দবাচ্যতাহেতু মায়িকগুণের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইলেও, আর মায়াতীত অনন্তগুণতাবশতঃ সৎ ও অসৎ হইতে পর

বেদান্তস্তুতিষ্বপি ভগবানেক এব বেদার্থঃ

শ্রীসনন্দন উবাচ (ভাঃ ১০।৮৭।১২)—

"স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ। তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥"

স্বয়ং নির্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয়সময়ে আপীয় সংহৃত্য শক্তিভিঃ সহ শয়ানং প্রকৃতিং পুরুষং তদংশাংশ্চাত্মসাৎকৃত্য তৎকার্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষং পরং ভগবন্তং তদন্তে প্রলয়কালাবসানপ্রায়ে

অনুবাদ

'বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্বেণ সর্বা হ্যেব সর্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি।১৯ যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তা-বিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষ-পুরুষপ্রসঙ্গঃ। ২০।" —অর্থাৎ 'এই ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়া পুরুষগণ শুক্লাদিবর্ণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোবহুল স্ব-স্ব-কৃত কর্মফলে যথাক্রমে আপনাদিগের দেব, মনুষ্য ও নারকী প্রভৃতি বহু গতি নিজার্থে বিধান করে বা প্রাপ্ত হয়। সকলের সকল প্রকার গতি স্ব স্ব-কর্মানু-সারেই হইয়া থাকে; স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমবিধানযোগে ভগবদর্পিতকর্মদ্বারা মুক্তিও লাভ করে।১৯ যখন (অনেক জন্ম-আচরিত পরিপক্ক সুকৃতিফলে) মহাপুরুষ ভগবানের পুরুষ অর্থাৎ ভক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট

টিপ্পনী

হইলেও তদ্দ্বারা ঐ দুটী সদসৎ অনুস্যূত থাকায় সমস্ত বৃত্তিগুলিই শ্রীভগবানে আছে, যেমন বলা হইয়াছে (ভাঃ ১১।২১। ৪৩) 'মাং বিধত্তেঽভিধত্তে'—ইত্যাদি (৯৮তম অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত), (গীতা ১৫।১৫)—'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—ইত্যাদি (ঐ)। শ্রীভগবানের সম্মতিক্রমে যথাযথ সম্ভবপর হয়। বেদে (তৈঃ ২।৪।১, ২।৯।১) যে, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে'—অর্থাৎ বাক্যসমূহ ব্রহ্মের উদ্দেশ না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করে'—ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু অনন্তত্বাদি-পর…অনন্ত বলিয়া বচন অসমর্থ। কিন্তু 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ', 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—ইত্যাদি (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩, ২।১।২৭, ২।১।১১) ন্যায়ানুসারে, এবং 'তং ত্বৌপনিষদং পৃচ্ছামি', 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠ ১।২।৯) প্রভৃতি শ্রুতি-অনুসারে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া সর্ববেদসঙ্গতি আছেই; আর অন্যপ্রমাণপ্রযুক্ত দোষগন্ধও নাই, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের (অন্যমতবাদিগণের) সম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মে কিরূপে শ্রুতিগণ বিচরণ করেন? অর্থাৎ তাহা করেন না,—এই অর্থ।"

গ্রন্থকারটীকায় উদ্ধৃত (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯)—"এবং স্বভক্তয়োঃ"—শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—সৎ বা বেদসমূহের মার্গ অর্থাৎ ত্রিকাণ্ডবিষয়কে প্রবৃত্তিপ্রকার।" শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"সন্মার্গ—সৎ বা ভক্তসমূহের মার্গ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক ভক্তিযোগ।" শ্রীসনাতনপাদ টিপ্পনীতে বলিয়াছেন—"সৎ বা সাধুগণের মার্গ কিংবা সৎ বা সাধুমার্গ; স্বভক্তভক্তিপ্রধান স্বভক্তিযোগলক্ষণমার্গ, যেহেতু ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্, অর্থাৎ তাঁহার ভক্তগণে ভক্তি বা আদর অথবা প্রেমলক্ষণা ভক্তি আছে।"

শ্রীশুকোক্তর (ভাঃ ১০।৮৭।২) শ্লোকের গ্রন্থে প্রদত্ত টীকাটী কিয়দংশে শ্রীস্বামিপাদের টীকার অনুবর্তন। তিনি বলিয়াছেন—" 'প্রভু'—ঈশ্বর উপাধিবশ্য নহেন, নিত্যমুক্ত দেখাইবার এই অভিপ্রায়। ব্রহ্ম নির্গুণ (প্রাকৃতগুণশূন্য) হইলেও ভগবান্ সগুণ (অপ্রাকৃত গুণবান্) গুণসমূহদ্বারা অনভিভূত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য,

তল্লিঙ্গৈস্তৎপ্রতিপাদকৈর্বাক্যৈঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়াঞ্চক্রুঃ প্রাতঃ প্রবোধনস্তুতিভঙ্গ্যা তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ। অস্য ভগবত্ত্বমেব গম্যতে ন তু পুরুষত্বম্।

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥"

ইতি (ভাঃ ৩।৫।২৩) তৃতীয়স্কন্ধপ্রকরণে তদানীং পুরুষস্যাপি তদন্তর্ভাবশ্রবণাৎ।

পূর্বপদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ (ভাঃ ১০।৮৭।১৩)

"যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ প্রত্যুষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥"

অনুবাদ

সঙ্গলাভ হয়, তখন নানাগতি অর্থাৎ নানাবিধ দেব-তির্যক্-মনুষ্যাদিরূপে জন্মগ্রহণের নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু-স্বরূপ অবিদ্যালক্ষণ গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধনের রন্ধন অর্থাৎ ছেদনদ্বারা সর্বভূতাত্মা, অনাত্মা অর্থাৎ যাঁহার সহিত আত্মত্ব বা ঐক্য হয় না এমন, অনিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যের অগোচর, অনিলয়ন অর্থাৎ লয়হীন অথবা আশ্রয়া-ন্তররহিত স্বাশ্রয় পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অনন্যনিমিত্ত অর্থাৎ অন্যহেতুশূন্য ফলাভিসন্ধিরহিত ভক্তিযোগ-লক্ষণ অর্থাৎ যাঁহার লক্ষণ বা স্বরূপই ভক্তিযোগ, যিনি এইরূপ তাঁহার পূর্বগদ্যকথিত অপবর্গ লাভ হয়।' এই পঞ্চমস্কন্ধ-গদ্যের সাহায্যে ('অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণদ্বারা) এবং নিরুক্ত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে ('অকল্পনায়' বা কল্পনানিবৃত্তি-জন্য—মায়াবাদিগণের কল্পনা অবিদ্যাদ্বারা জীব ও জগৎসৃষ্টি—এই মত নিবৃত্ত

টিপ্পনী

সর্বকর্মফলপ্রদাতা, সমস্ত-কল্যাণগুণ-নিলয়, সচ্চিদানন্দ ; এইরূপ ভগবান্‌কে শ্রুতিগণ প্রতিপাদন করেন।...।" বিশিষ্ট অর্থ-যুক্ত অতিবিস্তৃত শ্রীচক্রবর্তিপাদটীকার কিয়দংশমাত্র গৃহীত হইতেছে—"জনগণ অর্থাৎ জীবগণের মাত্রাদিজন্য বুদ্ধি-প্রভৃতি প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। মাত্রা—বিষয়সমূহ, তজ্জন্য অর্থাৎ কর্মফল-ভোগজন্য। ভব—পুনঃ পুনঃ জন্ম, তন্নিমিত্ত অর্থাৎ ভববন্ধহেতু কর্মকরণজন্য। আত্মা—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎস্বরূপ আপনাকে যে কল্পন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সমর্পণ, তজ্জন্য; অথবা, আত্মা—আপনাকে উপাসনা করাইবার জন্য যে কল্পন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির বিনিয়োগ, তজ্জন্য। (এখানে 'অকল্পনায়' পাঠের পরিবর্তে 'কল্পনায়' পাঠ স্বীকার করা হইয়াছে)।...বুদ্ধ্যাদি বিনা কর্মফল স্বর্গাদি ফল হয় না; কর্মকরণও হয় না; আর যাহার পঞ্চ শমদমাদি, সে জ্ঞানযোগও হয় না; আর অষ্টাঙ্গযোগও হয় না; আর শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিযোগও সিদ্ধ হয় না। এই কারণে সেইগুলির (বুদ্ধ্যাদির) সৃষ্টি করিয়াছেন। আচ্ছা, 'তুমি কোথায় যাইতেছ?' এই প্রশ্নের উত্তর 'আমি আজ দধি-অন্ন পাইয়াছি',—যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ 'শ্রুতিগণ কিরূপে ব্রহ্মে বিচরণ করেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে 'প্রভু মাত্রাদিজন্য বুদ্ধ্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন' বলিলে তাহাও অসঙ্গত হইয়াছে—এই পূর্বপক্ষ অযুক্ত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২১।৩৫)—"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্'—অর্থাৎ 'ঋষিগণ পরোক্ষবাদী (—পরোক্ষ-তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা অর্থাৎ তাঁহারা গূঢ়ার্থ পশ্চাতে রাখিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন), আর পরোক্ষ আমারও প্রিয়')। অতএব এখানে শব্দের অভিধাবৃত্তিযোগে প্রশ্নের ব্যঞ্জনা বৃত্তিযোগে উত্তর সঙ্গতই হইয়াছে। তাহার পর তোমরা (পূর্বপক্ষীয়গণ) বলিতেছ যে, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য নয়' বলিয়া অনির্দেশ্য। যদি পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ন্যায় শব্দস্পর্শাদিও অনির্দেশ্যই হইত। এখনও জন্ম হইতে অন্ধও বধির লোকের নিকট রূপ শব্দ ব্রহ্মের ন্যায় নিরূপণাযোগ্য আছে; যে ভগবান্ আমাদিগকে শব্দাদিগ্রাহক ইন্দ্রিয়সমূহ দান করিয়া শব্দাদিকে নির্দেশ্য সুগম করিয়াছেন, সেই

তস্য সম্রাজঃ পরাক্রমো য এতৈর্ন তু নির্বিশেষত্বব্যঞ্জকৈঃ শোভনৈঃ শ্লোকৈঃ। 'যথা শয়ানং সম্রাজমি'ত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যথা রাত্রৌ সম্রাট্ মহিষীভিঃ ক্রীড়ন্নপি বহিঃকার্যং পরিত্যজ্যান্তর্গৃহাদৌ স্থিতত্বাত্তজ্জনৈঃ শয়ান এবোচ্যতে, বন্দিভিশ্চ তৎপ্রভাবময়শ্লোককৃতপ্রবোধনভঙ্গ্যা স্তূয়তে, তথায়ং ভগবান্ তদানীং জগৎকার্যাকৃতদৃষ্টির্নিগূঢ়ং নিজধাম্নি নিজপরিকরৈঃ ক্রীড়ন্নপীতি। অনুজীবিন ইত্যনেন তে যথা তন্মর্মজ্ঞাস্তথা তা অপীতি সূচিতম্।

অনুবাদ

হইলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্তি সম্পাদিত হয়—এই অর্থ সাহায্যে) সাধ্যভক্তি প্রাদুর্ভাবলক্ষণ দ্বিবিধ বলিয়া জানিতে হইবে ; যেহেতু এই উভয়স্থলেই কল্পনারূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে। এই প্রকার কথিত হইতেছে, যেহেতু স্বয়ম্ ঈশ্বর মাত্রা প্রভৃতির সাধকরূপে যাঁহাদিগকে দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐ মাত্রাদির জন্য বুদ্ধি প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি তাঁহাদিগে ঐ সব সম্পাদনের শক্তিস্থাপনের যোগ্য করিয়া বুদ্ধ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিবর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম) এর সম্পাদনকর্ত্রী শক্তিগুলি কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্তি যে অবিদ্যাশক্তি, তাহার অংশসমূহ, কেননা উহারা বহির্মুখকর্মাত্মিকা এবং স্বরূপ হইতে অন্যথা ভাব যে সংসার, তাহার হেতু। (ভাঃ ২।১০।৬ শ্লোক

টিপ্পনী

পরমেশ্বর কাহাকেও কৃপা করিয়া ব্রহ্মেরও গ্রাহক কোন প্রকার সামর্থ্য দিয়া জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত কোনও প্রকার শব্দপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া বা না করিয়া ব্রহ্মকেও শব্দনির্দেশ্য) করিবেন, যেহেতু তিনি অনির্বচনীয়কে নির্বচনীয় করিতে সমর্থ। সেই ভাবে শ্রুতিগণও তাঁহাতে সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ মৎস্যদেব ইহা বলিয়াছেন (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" ইহার অর্থ—আমার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্বরূপ সর্বব্যাপকত্বলক্ষণ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি (রাজঃ সত্যব্রত) জানিবে। কিরূপে জানিব ? সম্যক্ প্রশ্নদ্বারা সেই ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা জানিবে। তোমার প্রশ্নে 'ব্রহ্ম এই প্রকার'—(প্রলয়কালীন ভগবৎপ্রদত্ত নৌকায় একত্র বর্তমান) মুনিগণ-প্রদত্ত উত্তরে শব্দতি সাক্ষাৎ শব্দদ্বারা নির্দিষ্টীকৃত ব্রহ্মাকে জানিবে। তাহার হেতু ? আমার অনুগৃহীত প্রসাদীকৃত। আমার অত্যন্ত প্রসাদ ভিন্ন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ শব্দনির্দিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। (এই শ্লোকটী উপরে ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে)। .....'মাত্রার্থং'—ব্রহ্ম শব্দাদির প্রবৃত্তিনিমিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ('মাত্রা'র এক আভিধানিক অর্থ প্রবৃত্তি)।...'ভবার্থং'—জীবগণের কল্যাণনিমিত্ত। 'আত্মনে'—আপনার নিমিত্ত অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বুদ্ধ্যাদির কল্পন, নিজেকে উপাসনা করাইতে বিনিয়োগ।...সিদ্ধভক্তগণের অপ্রাকৃত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিদ্বারা গ্রাহ্য (গোপালতাপনীশ্রুত্যুক্ত 'সৎপুণ্ডরীকনয়নম্' ইত্যাদি) ভগবানের নয়ন-বপুঃ-বসনাদিতে ঐ শ্রুতি সুখে বিচরণ করেন। আর সাধকভক্তগণের বুদ্ধ্যাদির উহা গ্রাহ্য না হইলেও প্রাকৃত পুণ্ডরীকাদির সাদৃশ্য আরোপ করিয়া তাঁহারা যথা কথঞ্চিৎ বুদ্ধ্যাদি প্রবেশ করাইয়া বস্তুতঃ অস্পৃষ্ট সেই আভাসদ্বারাও 'প্রভু ভগবানের আমরা ধ্যান করিতেছি'—এই প্রকার অভিমান করিয়া হৃষ্ট হ'ন, শ্রীভগবানও অপারকৃপাতরঙ্গবশে 'এই ভক্তগণ আমার ধ্যান করিতেছে'—এই প্রকার অভিমান করিয়া তাঁহাদের ভক্তির পরিপাকে তাঁহাদিগকে স্বভক্ত বলিয়া স্বচরণ-সেবাজন্য চরণান্তিকে আনয়ন করেন। এই প্রকারে ভগবৎস্বরূপ তাঁহার কৃপাতেই শ্রুতিগম্য হ'ন, ইহা সিদ্ধ হইল।" অতি

তত্র প্রথমতো জ্ঞানাদিগুণগণসেবিতেন সম্যগ্‌দর্শনকারণেন ভক্তিযোগেনানুভূয়মানং ভগবদাকারমখণ্ডমেব তত্ত্বং স্বপ্রতিপাদ্যত্বেন দর্শয়ন্ত্যো ব্রহ্মস্বরূপমপি তথাত্বেন ক্রোড়ীকুর্বন্ত্যঃ শ্রুতয়ঃ উচুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)—

"জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং, ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে, ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥"

ভো অজিত! জয় জয় নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। আদরে বীপ্সা। অত্রাজিতেতি সম্বোধনেনেদং লভ্যতে।

অনুবাদ

মুক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"— অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় জীবের অন্যথা-রূপ; আর মুক্তি হইল স্বস্বরূপে অবস্থান। অতএব স্বরূপ হইতে অন্যথাভাব বদ্ধতা বা সংসার, সংসারের হেতু অবিদ্যাশক্তি; উহাই ভগবদ্বহির্মুখকর্ম সম্পাদন করায়; আর অপর বা অন্যশক্তি চতুর্থবর্গ যে মোক্ষ, তাহার সম্পাদিকা; যে শক্তি অকল্পনারূপা, উহা চিচ্ছক্তির অংশ; যেহেতু উহা অন্তর্মুখজ্ঞানভক্তিরূপ এবং স্বরূপের অন্যথারূপ যে সংসার, তাহার ছেদহেতু। এই প্রকারে যে কাল পর্যন্ত ভগবদ্বহির্মুখতা, সেকাল পর্যন্ত কল্পনাত্মিকা অবিদ্যাশক্তিসমূহের প্রকাশহেতু ঐ বহির্মুখতা-প্রধান যে সকল বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহারা সগুণ; নির্গুণ ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকার যে জীব প্রাপ্ত হয় না, ইহারা

টিপ্পনী

বিরাট্ বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীসনাতনপাদ বিশেষভাবে মায়াবাদীর মত উঠাইয়া তাহা খণ্ডনজন্য বহু শ্রুতি-স্মৃতি উদ্ধার করিয়াছেন। সে সমস্ত বিচার আমরা তত্ত্বসন্দর্ভ আলোচনাকালে দেখাইয়াছি, এখানে তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া বিরত হইলাম।

মূলে অংশতঃ উদ্ধৃত (ভাঃ ৫ ১৯।১৮-১৯) গদ্যাংশের টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"···শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণবর্ণদ্বারা অর্থাৎ সাত্ত্বিক-রাজস-তামস কর্মদ্বারা ক্রমানুসারে দিব্য প্রভৃতি বহু গতি নিজের বিধান বা সাধন করা হয়; যেহেতু সমস্ত গতিই সকলের যথাবর্ণবিধান অর্থাৎ বর্ণানুসারে যাহাতে ধর্ম ও অধর্ম করা সম্ভব হয়, তাহা অতিক্রম না করিয়া আনুপূর্বক্রমে বেদ বিধান করেন; সেইরূপ অপবর্গও হয়, তাহা বিধান করা যায় না, নিজেই হয়। 'চ'শব্দ ('ও') থাকায় অপবর্গ বিরল, ইহাই সূচিত হইয়াছে। আচ্ছা, অপবর্গের স্বরূপ কি? কখনই বা উহা হয়? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় বলিতেছেন—পরমকল্যাণ-সৌন্দর্যাদিগুণবান্ অতএব যাঁহাতে সর্বভূতের আত্মা বা মন মাধুর্যসহ থাকে, অর্থাৎ সর্বভূতের চিত্তাকর্ষক ভগবানে, অতএব অনাত্মা—আত্মার ভাব আত্ম্য, যাঁহাতে (ভগবানে) আত্ম্য বা আত্মত্ব অর্থাৎ প্রাপ্তত্বরূপে আত্মৈক্য (একীভবন) যুক্ত হয় না, তাঁহাতে আত্মসেব্যত্বই যুক্ত—ইহাই অর্থ। তাঁহার মাহাত্ম্য প্রাকৃতরাগাদিযোগে বলা অশক্য,—ইহা বলিতেছেন 'অনিরুক্ত'-পদে; মহাপ্রলয়েও তাঁহার রূপগুণাদি অভাব (অনস্তিত্ব) নাই,—বলিতেছেন 'অনিলয়ন'পদে, যাঁহার প্রাকৃত তত্ত্বসমূহের ন্যায় নিলয়ন বা লয় নাই; সকলের আত্মাই প্রেমাস্পদ, তাহা অপেক্ষাও পরম বলিয়া 'পরমাত্মা' বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বিশেষণদ্বারা অতিশয় ভজনীয়ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এমন বাসুদেব 'অনন্যনিমিত্ত' অর্থাৎ অহৈতুক ভক্তিযোগ অপবর্গের লক্ষণ। আচ্ছা, অপবর্গ-শব্দে রূঢ়ি-

"নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।" (ভাঃ ৬।২।১০) ইতি ন্যায়েন নাম্না ভগবানসৌ সাক্ষাদভিমুখীক্রিয়তে—ইতি লিঙ্গাদেব তচ্ছ্রীবিগ্রহবত্তদপি তৎস্বরূপভূতমেব ভবতি। তদ্বিজাতীয়েন তদভিমুখীকরণানর্হত্বাৎ। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্তেঃ স্ফূর্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য প্রভাবঃ শ্রূয়তে। বিশেষতশ্চাত্র শ্রুতি-বিদ্বদনুভবাবপি পূর্বমেব প্রমাণীকৃতৌ। তস্মাৎ

অনুবাদ

তাঁহার—এই প্রকারে ইহাই সত্য কথা। কিন্তু যখন ভগবদন্তমুর্খতা হয়,তখন ঐ বুদ্ধি প্রভৃতিতে চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাঁহাকে যিনি সাক্ষাৎ করেন, ইহারা তাঁহারই—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। বুদ্ধ্যাদিযুক্ত বলিয়া বাক্যেরও ঐরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়। তাহা এই স্থানেই (এই অধ্যায়েই) উপসংহারে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, যথা (ভাঃ ১০।৮৭।৪৯)—"হে রাজন্ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্ম অনির্দেশ্য ও নির্গুণ হইলেও তাঁহাতে মন কিরূপে বিচরণ করে এ বিষয়ে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদুত্তরে এই আখ্যান বর্ণিত হইল।" এখানে 'মন' বলা হইয়াছে। সেখানে (পরীক্ষিৎপ্রশ্নে ভাঃ ১০।৮৭।১) বুদ্ধি প্রভৃতিতে

টিপ্পনী

বৃত্তিযোগে মোক্ষকেই বলা হয়; এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—ইহা সত্য বটে; তবে অবিদ্যাধ্বংসরূপমোক্ষ ভক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া ভক্তিযোগও মোক্ষাদিশব্দবাচ্য,—ইহাই বলিতেছেন—নানাগতির নিমিত্ত যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার বন্ধন বা ধ্বংসদ্বারে অর্থাৎ সেই হেতুই অপবর্গনামক—ইহাই অর্থ। কখন? মহাপুরুষ বিষ্ণুর পুরুষগণ বা ভক্তগণ-সহিত যখন প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, তখনই, অন্য সময়ে নহে।" অনুবাদে স্বামিটীকারই মর্ম দেওয়া হইয়াছে।

বেদস্তুতি-অধ্যায়ের উদ্ধৃত উপসংহার (ভাঃ ১০।৮৭।৪৯) শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনীতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—(হে পরীক্ষিৎ) "আমাদিগের (শ্রীশুকদেবের) প্রতি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা বর্ণিত হইল। তাহা কি? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় উত্তর—যে প্রকারে ভগবত্ত্বাদি বিচরণশীলা শ্রুতিগণের দ্বারা মনও বিচরণ বা প্রবেশ করিতে পারে, শ্রুতিদের আর কথা কি? অর্থাৎ তাঁহারা ত' করিবেনই। ভগবদুক্তি 'শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ'—ইহাদ্বারা শব্দব্রহ্ম (বেদ) পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত একরূপ হওয়ায়, শ্রুতিগণেরও তাদৃশশক্তি।...।"

...অংশতঃ উদ্ধৃত (ভাঃ ১।৫।১১) "তদ্বাগ্‌বিসর্গো" শ্লোকটীর অনুবাদ স্বামিপাদের ও চক্রবর্তিপাদের অনুবর্তনে দেওয়া হইয়াছে। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"পূর্ববর্তী (ভাঃ ১।৫।১০) শ্লোকে (শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যভিন্ন অন্য কথা বিচিত্রপদযুক্ত হইলেও তাহা অনুপাদেয় বলিয়া) ব্যতিরেকভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে উহা অন্বয়ভাবে বলিতেছেন। অহো, শ্রীহরির নামাভাসমাত্রেই লোকের সর্ব অনর্থ-বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নামের না জানি কত মাহাত্ম্য! কেননা অতি অল্পকথাযুক্ত হইলেও তাঁহার যশ কৈতবহীন সাধুগণ পরমানন্দের আবেশবশতঃ শ্রবণাদিদ্বারা নানাভাবে অনুশীলন করেন।" চক্রবর্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"বাগ্‌বিসর্গে অর্থাৎ উপাখ্যানে ভগবন্নামসমূহ আছে। সাধুগণ যে যে উপাখ্যান শ্রবণ করেন, শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহা গান করেন, আবার তাহা কীর্তন করেন; এ সকল করিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন না, ইহাই ভাবার্থ।" 'বাগ-বিসর্গ'—শব্দার্থে শ্রীধর ও শ্রীজীব বাক্যপ্রয়োগ বলিয়াছেন, শ্রীবিশ্বনাথ—উপাখ্যান বলিয়াছেন। 'অবদ্ধবৎ' শব্দের অর্থ শ্রীধরমতে অপশব্দাদিযুক্ত, শ্রীজীবমতে অসমাগর্থবোধক, চক্রবর্তিমতে অলঙ্কারাদি দূরে থাকুক, বাক্যের গাঢ় বা শিথিল, কোনও রূপ বন্ধন বা শৃঙ্খলারহিত। গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতিতে বলিয়াছেন—'জড়চিন্তোন্মাদিবাক্যসমূহ বিবর্জিত হরিনাম সকল মঙ্গল

যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্। তস্মান্নমনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এবেত্যতঃ—কিং বক্তব্যমন্যত্রান্যবদ্ভগবতি শ্রুতয়োঽপি জাত্যাদিকৃতসংজ্ঞাসংজ্ঞিসঙ্কেতাদিরীত্যা রূঢ়াদিবৃত্তিভিশ্চরন্তীতি। উৎকর্ষমাবিষ্কুর্বিত্যনেন ইত্থং সর্বোৎকৃষ্টতাগুণযোগেন মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা শ্রুতয়স্তস্মিংশ্চরন্তীতি দর্শিতম্। শ্রুতয়শ্চ "ন তে মহি ত্বামন্বশ্নুবন্তি", "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেঃ ৬।৮) ইত্যাদ্যাঃ। অত্র

অনুবাদ

চিচ্ছক্তি স্বকীয় অপ্রাকৃত পরমানন্দস্বরূপ তাদৃশ গুণাদি স্বয়ং প্রকাশ করেন; বাক্যেও সেই সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেন, এইরূপ জানিতে হইবে। অতএব অপ্রাকৃত তাদৃশস্বরূপাদি অবলম্বন শ্রুতিগণ বিচরণ করেন, ইহাই সিদ্ধান্তিত করা হইবে। অতএব এই প্রকারে পৌরুষেয়বাক্যও (ভগবদুক্ত বেদ অপৌরুষেয়; ঋষি প্রভৃতি প্রণীতশাস্ত্র পৌরুষেয়) ভগবানে বিচরণ করে (ভগবদ্বিষয় প্রতিপাদন করে) —ইহা সিদ্ধ হইল। এই প্রকার (ভাঃ ১।৫।১১ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। অর্থবোধজন্য শ্লোকটী সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইতেছে—"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো, যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ, শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

—অর্থাৎ 'যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিশ্লোক 'অবদ্ধবৎ' অর্থাৎ অপশব্দাদিযুক্ত (প্রসাদগুণশূন্য) অথবা বন্ধনে শিথিলত্বাদিদোষযুক্ত (রচনাশৈলীরহিত) হইলেও সেই বাগ্-বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, কেননা সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে

টিপ্পনী

বিধান করেন। ...সাহিত্যের বিবিধ অলঙ্কারবর্জিত ভাষায়ও ভগবানের নাম জড়ভোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব আনন্দ-বিধান করিতে সমর্থ। সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্বশুভোদয়ের কারণ। হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিষয়িণী ভাষা বা আলঙ্কারিক কৃতিত্বের মূল্য কিছুই নাই।...।"

ভাঃ ১০।৮৭।১১ শ্লোকের অল্প অংশই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তী ১০০তম অনুচ্ছেদে ইহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইবে ও সেখানেই ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। "দ্যুপতয়:" (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) শ্লোকটীও পরে ১০২তম অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে। অতএব উহাদের কেবল অনুবাদ দিবার পর এখানে আর আলোচনা হইল না।

শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তির (ভাঃ ১।২।৯-১০ শ্লোকদ্বয়ের) বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া বিস্তৃত হইলেও কয়েকটী টীকাদি প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীধরস্বামী-লিখিয়াছেন—"এইরূপ (পূর্ববর্তিশ্লোকদ্বয়ে) বলা হইয়াছে যে, হরি-ভক্তিদ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন বৈরাগ্য-আত্মজ্ঞান পর্যন্ত পরধর্ম। কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ধর্মের অর্থ ফল, আর তাহার ফল কাম, আবার তাহার ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। আর তাহারও ফল পুনরপি ধর্মার্থাদি পরম্পরা, যেমন বলিয়াছেন—'ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ, স কিমর্থং ন সেব্যতে'—ইত্যাদি। এইমত এই দুইটী শ্লোকে নিরাস করিতেছেন। আপবর্গ্য অর্থাৎ উক্ত ন্যায়ানুসারে অপবর্গ পর্যন্ত, তাঁহার অর্থ অর্থাৎ ফলরূপে অর্থ উপকল্পিত বা যোগ্য নহে। এইরূপ এবম্ভূত ধর্মের অব্যভিচারী অর্থেরও কাম লাভ বা ফলরূপে মুনিগণকর্তৃক স্মৃত নহে। (৯)। কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইন্দ্রিয়প্রীতি লাভ বা ফল নহে। কিন্তু যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিনই কামের লাভ, অর্থাৎ জীবন পর্যাপ্তই

শ্রুতয়ো জয় জয়েতি স্বভক্ত্যাবিষ্কারাৎ ভক্তিমেব তৎপ্রকাশে হেতুং গময়ন্তি। কেন ব্যাপারে-ণোৎকর্ষমাবিষ্করবাণীত্যাশঙ্ক্য মায়ানিরসনদ্বারা স্বভক্তিদানেনেত্যাহুঃ। অজাং মায়াং জহি। নন্ মায়ানাম বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকা শক্তিঃ। তর্হি তদ্ধননে বিদ্যায়া অপি হতিঃ স্যাদিত্যত আহুঃ— দোষগৃভীতগুণাং জীবানামাত্মবিস্মৃতিহেতাববিদ্যালক্ষণে দোষে এব গৃভীতো গৃহীতস্তৎস্মৃতিহেতুবিদ্যা-লক্ষণো গুণো যয়া তাম্। স্বয়মেব স্বাবেশেনাবিদ্যালক্ষণং দোষমুৎপাদ্য ক্বচিদেব কদাচিদেব

অনুবাদ

শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্তন করেন।" যখন এই প্রকার, তখন ঐ প্রকার বাক্যাদিই যাহার একমাত্র আশ্রয়, এমন সাক্ষাৎ ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে আবির্ভূত অপৌরুষেয় বাক্য যে ভগবানে বিচরণ করিবে, তাহা কৈমুতিকন্যায়ানুসারে নিশ্চিত। (বৃহদারণ্যকশ্রুতি ২।৪।১০—"অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ"—ইত্যাদি

টিপ্পনী

(যাবন্নির্বাহপ্রণালীতে) কামসেব্য। আবার জীব বা জীবনেরও কর্ম বা ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা যে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি, তাহা অর্থ হয় না, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই (প্রকৃত অর্থ)। (১০)।" শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভটীকায় বলিয়াছেন—"এই প্রকার (পূর্ব-শ্লোকদ্বয়ে) ভক্তিফলস্বরূপে ধর্মের সাফল্য বলা হইয়াছে। সে স্থলে অন্যমতবাদিগণ মনে করেন যে, ধর্মের অর্থ ফল, তাহার কাম, আর তাহার ইন্দ্রিয়প্রীতি, সেই প্রীতির আবার ধর্মাদি, এই পরম্পরা। সেই কথা মনে করা অন্যথা (ঠিক নয়), ইহাই শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন, (উপরি মূলে আংশিক উদ্ধৃত ও অনুবাদে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত অনূদিত এবং টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত ভাঃ ৫।১৯।১৮-১৯ গদ্য অনুসারে) 'অপবর্গ' বলিতে ভক্তিকেই বুঝাইতেছে। ঐরূপই স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে বলিয়াছেন—'নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে'। —অর্থাৎ 'হে জনার্দন, হে বিষ্ণো, হে হরে, আপনাতে নিশ্চলা ভক্তি, তাহাই মুক্তি, যেহেতু যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্ত।' অতএব উক্তরীতি-অনুসারে 'আপবর্গ্য'—ইহার অর্থ 'ভক্তিসম্পাদক'। (৯) অতএব এই প্রকারে সেই জ্ঞানও যে ভক্তির অবান্তর ফল বলা হইয়াছে সেই ভক্তিই। পরম ফল। (১০)।" চক্রবর্তিপাদের টীকার কিয়দংশ—'এই লোকে চারি প্রকার মনুষ্য—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তন্মধ্যে কর্মিগণের যেমন 'ধর্মাদির অর্থ বা ফল কাম, তাহা কিজন্য সেবা বা ভোগ করা হয় না?'—এই জ্ঞানের ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের কাম, কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি, ইন্দ্রিয়প্রীতি হইলে তাহার নিমিত্ত আবার ধর্মাদির পরম্পরা, সেরূপ অপর তিন শ্রেণীর নয়, ইহাই এখানে বলিতেছেন। ধর্মের অর্থাৎ শমদমাদির ও যমনিয়মাদির এবং শ্রবণকীর্তনাদির অর্থ সর্বপ্রকারে হইয়াও অর্থ বা ফলরূপে তাহা উপযোগী হয় না। 'আপবর্গ্য'—'তদস্য প্রয়োজনম্'—এই সূত্র অনুসারে অর্থ অপবর্গপ্রয়োজনক; সেই সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্মের অপবর্গই অনুসংহিত (উদ্দিষ্ট) ফল। জ্ঞানী ও যোগীদের মতে অপবর্গ মোক্ষ, আর ভক্তগণের মতে অপবর্গ প্রেমভক্তি। .....ঐকান্তিক ধর্মের অসংহিত ফল ধর্মই। তন্মধ্যে জ্ঞানী ও যোগীর শমদমাদির ও যমনিয়মাদির অনুকূলে কোন ধর্মবিশেষে অর্থের বিনিয়োগ নাই; কিন্তু ভক্তের ভগবান্ বা ভাগবতগণের সেবাতে উহা সুস্পষ্টই (৯)। ..যে পর্যন্ত জীবন থাকিবে, সে পর্যন্ত কাম বা বিষয়ভোগের সেবা করা হয়। এখানে জ্ঞানী বা যোগিগণের অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ জ্ঞান ও যোগের আনুষঙ্গিক ফলকে তাঁহাদের কর্মফলরূপে বলা হয়। জ্ঞান ও যোগ নিষ্কামকর্মের পরিণাম বলিয়া জ্ঞানী ও যোগীদের যে সুখদুঃখ দেখা যায়, তাহা কর্মফলই বলা হয়। কিন্তু

কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজতীতি তস্যাস্ত্যাগাত্মকবিদ্যাখ্যগুণোঽপি দোষ এব। তস্মাত্তাং নির্মূলাং বিধায় জীবেভ্যো নিজচরণারবিন্দবিষয়াং ভক্তিমেব দিশেতি তাৎপর্যম্। অতো মায়া-ঘাতকযোগ্যশক্তিত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দঘনত্বং ভগবতো ব্যঞ্জয়ন্ত্যোঽতন্নিরসনমুখেন তাৎপর্যবৃত্ত্যা শ্রুতয়শ্চরন্তীতি ব্যঞ্জিতম্।

শ্রুতয়শ্চ—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১০) ইতি।

অনুবাদ

দ্রষ্টব্য বেদাদি-ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত। বিস্তৃত আলোচনা জন্য অস্মদীয় সংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভে ১২শ অনুচ্ছেদ, অনুবাদ ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। অতএব শ্রুতিগণ সাক্ষাৎ বিচরণ করিতেছেন, (ইহা নিদ্ধারিত হইল)।

শ্রুতিগণও (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) বলিতেছেন—"কোনও সময়ে (সৃষ্টি প্রভৃতি সময়ে) অজা অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়ার সহিত ও আপনার নিজের (ভগবানের) সহিত অর্থাৎ সর্বকালই স্বরূপশক্তির সহিত আপনি বিচরণ অর্থাৎ ক্রীড়া বা লীলা করেন ; আর নিগম (আমাদের ন্যায় শ্রুতিসমূহ) আপনার পশ্চাৎ বিচরণ করে (ঐ লীলা সকল প্রতিপাদনরূপ সেবা করে)।" ঐরূপ প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া দ্বাদশ-স্কন্ধে (ভাঃ ১২।৬।৪১) বলিয়াছেন—"ঐ (পূর্ববর্তী ৩৭শ শ্লোকে কথিত নাদ বা প্রণব ওঁকার) নিজ আশ্রয় ব্রহ্ম-পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাদ্বাচক, সর্বমন্ত্রের উপনিষৎ বা রহস্য এবং সনাতন বেদবীজস্বরূপ।"

টিপ্পনী

ভক্তগণের অর্থ-কাম-ইন্দ্রিয়প্রীতি ভক্তিরই আনুষঙ্গিক ফল ; যেহেতু ভক্তি কর্মের পরিণাম নয়, সেইজন্য তাঁহাদের কর্মফল বলা যায় না। অতএব তাঁহাদের যে সুখ দেখা যায়, তাহা ভক্তিরই ফল। দুঃখ সম্বন্ধে ভগবদ্বচন এইরূপ (ভাঃ ১০।৮৮।৮)—'যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।'—অর্থাৎ 'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমে ক্রমে তাহার ধন হরণ করি, তাহাতে তাহার স্বজনগণ তাঁহাকে অধন ও দুঃখে কাতর দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করে।' (অর্থাৎ এইভাবে তাহার অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইয়া ভক্তিসাধনের সুযোগ হয়)। এতদনুসারে ঐ দুঃখ ভগবদ্দত্ত ; অথবা উহা ভক্তির প্রতি অপরাধের ফল,—এইভাবে যথাযোগ্য বিবেচনা করিতে হইবে।...।" গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠশ্লোকে পরমধর্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সেই পরমধর্মের বিষয় বিস্তার করিয়াছেন। নবম ও দশম শ্লোকে ইতর-ধর্মের সহিত পরধর্মের পার্থক্যবিচার বর্ণিত হইতেছে। কর্মিগণ অনেক সময় মনে করেন যে, তাঁহাদের ধর্মস্বরূপই পরমধর্ম, কিন্তু তাহা নহে। কর্মিগণের বিচারমতে ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম, তৎফল অর্থ ও তাহার পরিণতি আবার কাম—এই পরম্পরায় তাঁহাদের ধর্ম-বিচার অবস্থিত। আপবর্গ্য ধর্মের ফল সেরূপ নহে। ভোগরাজ্যে ইন্দ্রিয়প্রীতি, যে কাল পর্যন্ত জীবের ঔপাধিক জীবন থাকে, তৎকালাবধি উহার স্থায়িত্ব। উহা নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র। উহা তত্ত্বজ্ঞানাভাব, তত্ত্বজ্ঞানজিজ্ঞাসার পূর্বপর্যন্ত অনভিজ্ঞ জীবগণ ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের জন্য যত্ন করেন না। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বদ্ধাবস্থায় নশ্বরধর্মবিশিষ্ট, মায়িক ও অসম্পূর্ণ। মুক্তাবস্থায় ভগবৎপ্রীতিতাৎপর্যবিশিষ্ট। তত্ত্বজিজ্ঞাসার

"অজামেকাম্" ইতি (শ্বেঃ ৪।৫) "সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ" (বৃহঃ উঃ ৫।৬।১) "স বা এষ * * * নেতি নেতি" (বৃহঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদ্যাঃ।

নন্ু মায়ানাশং সংপ্রার্থ্য মম তদুপাধিকমৈশ্বর্যাদিকমপি নাশয়িতুমিচ্ছথ—ইত্যত্র সমাদধতে ত্বম্—ইতি, যদ্ যস্মাত্ত্বম্ আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ প্রাপ্তত্রিপাদ্বিভূত্যাখ্য-সর্বৈশ্বর্যাদিরসি তস্মাত্তব তয়া তুচ্ছয়া তদুপাধিকৈরৈশ্বর্যাদিভির্বা কিমিত্যর্থঃ। তথা চ "স যদজয়া ত্বজামি"ত্যত্র (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮) পদ্যে টীকা—"নহি নিরন্তরাহ্লাদিসম্বিৎকামধেনুবৃন্দপতেরজয়া কৃত্যমিতি।

অনুবাদ

শ্রুতিমন্ত্রও বলিয়াছেন—"ওঁ (প্রণব)—ইহা ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী নাম।" (গ্রন্থে টীকা)—নেদিষ্ঠ অর্থাৎ লক্ষণাদি-ব্যবধানরহিত। অতএব রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের (ভাঃ ১০।৮৭।১) অভিপ্রায়—'কি প্রকারে শ্রুতিগণ ব্রহ্মে বিচরণ করেন, সেই প্রকারটী বলুন। এখানে ব্রহ্মশব্দদ্বারা নির্দেশ্য বলায় যে দোষ; তাহা শ্রুতিগণ পরে (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) শ্লোকে পরিহার করিয়া বলিতেছেন—

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া, ত্বমপি-যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-, স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

—"হে ভগবন্, আপনার প্রতিলোমকূপে উত্তরোত্তর দশগুণবিশিষ্ট সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে যেমন ধূলিকণা, সেইরূপ এককালে কালচক্রের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। আপনি অনন্ত বলিয়া আপনিও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হ'ন না, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ ত' নয়ই। অতএব আপনার মধ্যে যাহাদের লয় হয়, তাদৃশ শ্রুতিগণ (আমরা) 'অস্থূল, অনণু' ইত্যাদি নিষেধাত্মক তাৎপর্যবৃত্তিদ্বারাই আপনাকে নির্দেশ করিয়া থাকি, পরন্তু 'ইহা এইরূপ'—এতাদৃশ সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনাকে প্রতিপাদন করিতে পারি না।" এক্ষণে শ্রুতিসমূহেও যে কিছু ত্রিবর্গপর (ধর্মার্থকাম প্রতিপাদক) হওয়ায় বহির্মুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহারাও অন্তর্মুখত্বেই পর্যবসিত হয়।

টিপ্পনী

পূর্বেই অশেষ মায়াবৈচিত্র্যে মুগ্ধ থাকেন। তৎকালে ধর্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম এবং কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রভৃতি তাহার অনুসরণীয় বিষয় হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইলেই জীব ধর্মার্থকামবন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হ'ন।"

চিচ্ছক্তি তারতম্যবিচারে মূলে ত্রৈগুণ্য অতিক্রমপূর্বক নৈর্গুণ্য লাভ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে গীতায় (২।৪৫) শ্রীভগবানের উপদেশ যথা—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" —অর্থাৎ (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষা-ভাষ্যের ভাষায়।" ...বেদসমূহ নির্গুণতত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষণ করেন; নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপ-ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদসকলের 'বিষয়' বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্টতত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব স্বীকার কর।" ভাগবতে এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা (ভাঃ ১১।৩।৪৫)—"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।" অর্থাৎ 'প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিয়া উহার অন্য প্রকার বর্ণনকে পরোক্ষবাদ মূলে। বেদ

তথা ন হ্যন্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণিতমৈশ্বর্যম্, অপি তু পরিপূর্ণস্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। অত্রাত্ম-শব্দেন স্বরূপমাত্রবাচকেন তথা ভগ-শব্দেন স্বরূপভূতগুণবাচকেনেদং ধ্বন্যতে। স্বরূপাদিশব্দা ঈশ্বরাদিশব্দাশ্চ স্বরূপমাত্রাবলম্বনয়া স্বরূপভূতগুণাবলম্বনয়াপি রূঢ়্যা নির্দেষ্টুং শক্নুবন্তীতি। শ্রুতয়শ্চ "যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" ইত্যাদ্যাঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) ইত্যাদিকাশ্চ। সা চ স্বরূপশক্তিঃ সর্বৈরেবাবগম্যত ইত্যাহুঃ—অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং সর্বেষামেব জীবানাং যা অখিলাঃ শক্তয়স্তাসামুদ্বোধকেতি সম্বোধনম্। তেষু বিচিত্রশক্তিব্যঞ্জকতাদর্শনান্মায়ায়া অপি ত্বদীক্ষণেনৈব ক্ষমত্বাৎ ত্বং স্বরূপভূতাশেষশক্তিলহরীরত্নাকর ইত্যনুমীয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু মায়াহননেন তদুপাধের্জীবস্য তু শক্তিহানিঃ স্যাত্তত্রাহুঃ—অগ ইতি, অর্থঃ পূর্ববদেব। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব প্রত্যুত তেষাং সুখৈকপ্রদা পূর্ণা শক্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অত্রেত্থং তটস্থলক্ষণেন শ্রুতয়শ্চরন্তীত্যুক্তম্। শ্রুতয়শ্চ—

অনুবাদ

আরও কথা হইতেছে যে, সকল সময়ে পরমার্থবিষয়ে বহির্মুখতা-জন্য তিরস্কৃত জীবসমূহবিষয়ে পরমেশ্বরের কৃপাবিলাসরূপে পর্যবসিত নিঃশ্বাসরূপ (উপরি উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ২।৪।১০ কথিত) শ্রুতিগণ প্রথমে স্বীয় বক্তব্যবিষয়ে (ত্রিবর্গাতীত মোক্ষাদিসম্বন্ধে ক্রমপর্যায়ে) বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য অদৃষ্টবস্তুবিষয়ে (পরমার্থগত মোক্ষ ও ভক্তিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও সকল সময় দৃষ্ট ঐহিক (ত্রিবর্গমূলক) অর্থবিষয়ে প্রযত্নশীল জীবগণকে সেই ঐহিকবিষয়সম্পাদনপর পুত্রেষ্টিযজ্ঞাদির বিধান দান করেন। তাহার পর তদ্দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস জন্মিলে ঐহিক অর্থের অস্থায়িত্ব দেখাইয়া তাহাদের স্বর্গীয় আনন্দপ্রদ চমৎকার বৈচিত্র্যপূর্ণ পারলৌকিক স্বর্গাদিলক্ষণ বিভিন্নকামের প্রাপক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করেন। তাহা হইতে নিরন্তর ঐ সমস্তের অভ্যাস করাইয়া ধর্মে রুচি উৎপাদন করেন। তদনন্তর তাহারা ধর্মে রুচি লাভ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে ধর্মসম্বন্ধে অর্থবিচারপর হয়; তখন জগৎও অনিত্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসার-ভয়ে কাতর হইলে শ্রুতিগণ তাহাদের নির্বাণানন্দলাভজন্য অভিলাষ সম্পাদন করেন। আর নির্বাণানন্দ পরতত্ত্বের আবির্ভাবরূপ। তাহা শ্রীসূতগোস্বামী (ভাঃ ১২।৯-১০)

টিপ্পনী

ঐরূপ পরোক্ষবাদ। অজ্ঞ, অশান্ত, বাল-স্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যজন্য তাহাকে মুখরোচক খাদ্যের প্রলোভনদ্বারা ঔষধ সেবন করান, বেদও সেইরূপ কর্মনিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্মবিমূঢ় জীবসকলকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন।'

উদ্ধৃত (ভাঃ ১২।৬।৩৯) প্রণববিষয়ক শ্লোকটীর পরবর্তী দুইটী শ্লোকে প্রণব আরও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা একটী (ভাঃ ১২।৬।৪১ শ্লোক উদ্ধার করিতেছি—স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥"—অর্থাৎ 'ওঙ্কার নিজ আশ্রয় ব্রহ্মরূপ পরমাত্মবস্তুর (অর্থাৎ ভগবানের সাক্ষাৎ বাচক, সর্বমন্ত্রের

"কো হ্যেবান্যাৎ"—ইত্যাদিকাঃ (তৈঃ উঃ ২।৭।১), "প্রাণস্য প্রাণঃ"—ইত্যাদিকাঃ (কেন উঃ ১।২), "তমেব ভান্তম্"—ইত্যাদিকাঃ (শ্বেতাঃ উঃ ৬।১৪) দেহান্তে দেবস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ"—(শ্বেতাঃ উঃ ৬।২৩) ইত্যাদ্যাশ্চ।

ননু বিশেষতো ভবত্যঃ কথং জানন্তি যদজয়া মম কৃত্যং নাস্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব স্বরূপশক্ত্যা সমবরুদ্ধসমস্তভগ ইতি তত্রাহুঃ—ক্বচিৎ ইতি, ক্বচিৎ কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে

অনুবাদ

বলিয়াছেন—"ধর্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গভূত যে অর্থ, তাহা আপবর্গ্য অর্থাৎ অপবর্গপ্রয়োজনাত্মক (জ্ঞানি-যোগিগণের পক্ষে মোক্ষজনকও ভক্তগণের প্রেমভক্তিদ) অর্থ বা ফল হইবার যোগ্য হয় না। ঐ প্রকার ধর্মের যে অব্যভিচারী অর্থ, ত্রিবর্গান্তর্ভূত কাম বা বিষয়ভোগ তাহার লাভ বা ফল বলিয়া স্বীকৃত নহে। আর ঐ কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নয়; তবে যে পরিমাণ বিষয়গ্রহণে জীবন থাকে, সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকারই কামের ফল। জীব বা জীবনের মুখ্যপ্রয়োজন ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা; কর্ম অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নাই।"

অতএব বুদ্ধি প্রভৃতি (উপরে ভাঃ ১০।৮৭।২ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) চিচ্ছক্তির আবির্ভাবহেতু অন্তর্মুখতার তারতম্যক্রমে পরতত্ত্ব ভগবানে তারতম্যক্রমে বিচরণ করে, সেই শ্রুতিবাক্যও চিচ্ছক্তি-প্রকাশের তারতম্য অনুসারে ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্ব অতিক্রম করিয়া (গীতা ২।৪৫ দ্রষ্টব্য) কেবলনৈর্গুণ্যবিষয় হইয়া সেই নির্গুণতত্ত্বে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যেহেতু তখন অগুণবৃত্তিরূপে যোগ্য হয়। প্রণব উপলক্ষ করিয়া দ্বাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১২।৬।৩৯) বলা হইয়াছে—"(পূর্ববর্তী ৩৭শ শ্লোকোক্ত) ঐ নাদ হইতে ত্রিবিৎ অর্থাৎ ত্রিমাত্রক অকার-ওকার-মকারাত্মক, অব্যক্তপ্রভব অর্থাৎ অস্পষ্টজন্ম, স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃই হৃদয়ে প্রকাশমান্ অথবা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ওঁকার (প্রণব) হইয়াছিলেন; ঐ ওঙ্কারভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার লিঙ্গ বা গমক (বোধক)।" উহাতে ঐ তত্ত্ববস্তু ভগবদ্রূপে ও ব্রহ্মরূপে দুই প্রকারে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন। চিচ্ছক্তি ও তাঁহার স্বয়ং প্রকাশমান ভক্তিরূপে ও অদ্বয়জ্ঞানরূপে, এই দুই প্রকারে স্ফুরিত হ'ন; অতএব ভক্তিময় শ্রুতিসমূহ ভগবানে বিচরণ করেন, আর জ্ঞানময় শ্রুতিগণ ব্রহ্মে বিচরণ করেন—ইহা সামান্যভাবে সিদ্ধান্তিত হইল। অনন্তর উভয়তত্ত্ব বিশেষভাবে বলিবার জন্য তাঁহাদের ইতিহাসের উল্লেখ হইতেছে। (৯৯)

শ্রীসনন্দন কহিলেন (ভাঃ ১০।৮৭।১২)—"প্রলয়ে পরমেশ্বর স্বরচিত বিশ্বকে সংহরণপূর্বক শক্তিগণের সহিত শয়ান (অর্থাৎ যোগবলে নিদ্রিততুল্য) থাকিলে প্রলয়ান্তে তদীয় প্রথম নিঃশ্বাসজাত

টিপ্পনী

উপনিষৎ বা রহস্য অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য একরূপ বেদবীজস্বরূপ। (স্বামিপাদটীকানুসারে), অথবা সর্বমন্ত্র ও উপনিষদ্‌গণ যে বেদে, তাহার বীজ বা কারণ, বীজ হইলেও সনাতন অর্থাৎ নিত্য একরূপ, যেহেতু, ব্রহ্মরূপ (চক্রবর্তিটীকানুসারে)।' ৯৯।

পুরুষরূপেণ অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ নিত্যঞ্চ স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কৃতস্বরূপভূতভগেন সত্যজ্ঞানানন্দৈকরসেনাত্মনা চ চরতস্তবাস্মল্লক্ষণো নিগমঃ শব্দরূপেণ দেবতারূপেণ চ অনুচরেৎ সেবতে। অস্মাদ্বয়ং তৎসর্বং জানীম ইত্যর্থঃ। কর্মণি ষষ্ঠী। এতদুক্তং ভবতি; অত্র দ্বিবিধো বেদস্ত্রৈগুণ্যবিষয়ো নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়শ্চ। তত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়স্ত্রিবিধঃ। প্রথমপ্রকারস্তাবৎ তদবলম্বনতাটস্থ্যেন

অনুবাদ

শ্রুতিসকল তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বাক্যসমূহদ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন।" (গ্রন্থে-টীকা, যথা)—স্বয়ং নির্মিত এই বিশ্বকে প্রলয়সময়ে সম্যক্ পান করিয়া অর্থাৎ সংহরণ করিয়া শক্তিগণের সহিত শয়ান অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও তাঁহার অংশসমূহকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার কার্যের প্রতি নিমীলিতদৃষ্টি পরতত্ত্ব ভগবান্‌কে প্রলয়ের অন্তে প্রলয়কাল প্রায় অবসান হইলে তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার প্রতিপাদক বাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতিসমূহ প্রবোধিত করিয়াছিলেন। প্রাতর্জাগরণস্তবের ভঙ্গীতে স্তব করিয়াছিলেন—এই অর্থ—ইঁহার ভগবত্তাই উপলব্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরুষাবতারত্ব নহে। যেহেতু

টিপ্পনী

এই অনুচ্ছেদে শ্রুতিস্তোত্র হইতে (ভাঃ ১০।৮৭ অঃ) কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব ইতঃপূর্বে (৯৯তম পরিচ্ছেদে) শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন ও শ্রীশুকদেবের উত্তরের অংশ কঞ্চিৎ আলোচিত বিষয়বস্তুটীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বর্তমান অনুচ্ছেদের ভূমিকারূপে প্রসঙ্গটী একটু বিবৃত হইতেছে। অনুচ্ছেদে কথিত শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, একদিন শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণ ঋষিকে দর্শনার্থ তদীয় আশ্রমে গমন করিয়া প্রণামানন্তর ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারায়ণ জনলোকনিবাসী শ্রীসনকাদি ঋষিগণের মধ্যে ঐরূপ প্রশ্ন লইয়া এক ব্রহ্মবিষয়ক বিতর্ক বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তুল্য জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসনন্দনকে ব্যাখ্যাতৃরূপে নির্ণয় করিয়া সকলেই শ্রবণার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীসনন্দন প্রশ্নটীর মীমাংসার্থ প্রলয়ান্তে শ্রীনারায়ণের প্রথম নিঃশ্বাসজাত শ্রুতিগণের (অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের) ঐ ব্রহ্মমাহাত্ম্যবিষয়ক স্তুতিবাক্যসমূহ সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রুতিস্তোত্রের (ভাঃ ১০।৮৭।১৪-৪১) ভূমিকায় শ্রীসনন্দনকথিত দুইটী শ্লোকের (১০।৮৭।১২-১৩) টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন, যথা—"...ঋষিগণবেষ্টিত শ্রীনারায়ণ ঋষি শ্রীনারদকে বলেন যে, প্রথমে সনকাদি ঋষিগণ সনন্দনের নিকট 'ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে' (ভাঃ ১০।৮৭।১) জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসনন্দন উত্তররূপে 'বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্' (ভাঃ ১০।৮৭।২) ইত্যাদি ব্রহ্মোপনিষদের উত্তর ভাগ বলিয়া এ বিষয়ে সেই সকল শ্রুতিই প্রমাণ, ইহা বিস্তৃতভাবে বলিবার জন্য 'স্বসৃষ্টম্' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৭।১২) শ্লোকে ইতিহাসের অবতারণা করিতেছেন। নিজ নির্মিত বিশ্বকে প্রলয়কালে সংহার করিয়া যোগসমাধিতে নিদ্রিতের ন্যায় বর্তমান পরমেশ্বরকে প্রলয়ান্তে তৎপ্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা সৃষ্টিসময়ে প্রথম নিঃশ্বাসরূপে শ্রুতিসমূহ প্রবোধিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ হইলেও তাঁহাকে নিজ নিজ স্তুতি-প্রতিপাদ্য অর্থে উৎসাহবশতঃ অবহিত করিয়াছিলেন।" 'বৈষ্ণবতোষণী'-নামক টিপ্পনীতে শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পূর্বে যেমন নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সর্ববেদের অভিহিত ন'" বলা হইয়াছে, সবিশেষত্ব বিষয়েও ব্রহ্ম মায়াবিভূতিযুক্ত ন'ন—ইহাই প্রকাশিত। 'স্বসৃষ্টম্'—'স্ব'শব্দে বলা হইয়াছে তিনি বিশ্বের উৎপাদন ও বিশ্ব তাঁহার অধীন। মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত 'আপীয়'—'আ'-শব্দে সম্যক্ বিশ্বের কারণ প্রকৃতি ও তাহার ভোক্তা জীববৃন্দ সহিত সমস্তই পান করিয়া সূর্যের রসপানের ন্যায়...স্ব-শক্তিময় পুরুষাদি নিজ অবতারসমূহের সহিত মিলিয়া অর্থাৎ একীভূত হইয়া—এই অর্থ। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে শুনা যায় যে, 'পূর্বে

তল্লক্ষকঃ যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি" (তৈঃ ৩।১।১) ইত্যাদিঃ। দ্বিতীয়প্রকারশ্চ ত্রিগুণময়তদীশিতব্যাদিবর্ণনাদিদ্বারা তন্মহিমাদিদর্শকঃ, যথা—"ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা"—ইত্যাদিঃ। তৃতীয়প্রকারশ্চ ত্রৈগুণ্যনিরাসেন পরমবস্তূদ্দেশকঃ। সোঽপ্যয়ং দ্বিবিধঃ। নিষেধদ্বারা সামানাধিকরণ্যদ্বারা চ। তত্র পূর্ব্বদ্বারা "অস্থূলমনণু নেতি নেতি" (বৃহঃ আঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিঃ। উত্তরদ্বারা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিঃ। পূর্ববাক্যে

অনুবাদ

তৃতীয়স্কন্ধ-প্রকরণে শ্রবণ করা যায় যে, সে সময়ে (সৃষ্টির পূর্বে) পুরুষও তাঁহারই অন্তর্ভূত, যথা (ভাঃ ৩।৫।২৩)—"এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে আত্মা অর্থাৎ জীবগণের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি-পরমাত্মা ও বিভু অর্থাৎ অধিপতি নানাপ্রকার মতিদ্বারা অনুপলক্ষ্যমান্ ভগবান্ নিজ সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন থাকায় বিশ্বমানব একমাত্র তত্ত্বরূপেই বিরাজিত ছিলেন।"

পূর্বপদ্য-(ভাঃ ১০।৮৭।১২) কথিত বিষয়ের দৃষ্টান্ত তৎপরবর্তী (ভাঃ ১০।৮৭।১৩) শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"যেরূপ কোনও সম্রাটের অনুজীবী স্তুতি পাঠকগণ প্রাতঃকালে তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার পরাক্রমসূচক সুশ্লোক বা সৎকীর্তিকথা কীর্তন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে, সেইরূপ।" (গ্রন্থকার-টীকা, যথা)—সেই সম্রাটের পরাক্রম যাহা এই সমস্ত সুন্দর (কীর্তিব্যঞ্জক্) শ্লোকে, নির্বিশেষত্ব

টিপ্পনী

যে অনন্ত সংখ্যক অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) সমূহের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই জগৎপতি ভগবান্ এককালেই (প্রলয়ে) সংহরণ করিয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করেন ; ঐ সময়ই তাঁহার রাত্রি বলিয়া কীর্তিতা",—এই উক্তি অনুসারে মহাপুরুষ স্বপ্রকৃতি (স্বরূপ) ভগবানে প্রবেশ করেন। 'শয়ানং'—জগৎকার্য প্রতি নিদ্রিতের অনবহিত থাকেন। 'পরঃ'—ভাঃ ২।৬।৪২ 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'—এতদনুসারে স্বয়ং স্বলোকবাসী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'তদন্তে'—তাদৃশ শয়নের শেষে ; বহিরাবরণগত শ্রুতিসমূহ—শ্রুতিগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ। 'তল্লিঙ্গৈঃ বোধয়াঞ্চক্রুঃ'—সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-ক্রমে স্বয়ং ভগবত্তাবোধক বাক্যসমূহদ্বারা উদ্বোধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পুনরায় বিশ্বসৃষ্টিতে অবহিত করিয়াছিলেন—এই ভাবার্থ। যদ্যপি তাঁহার বোধন বলিতে গেলে মায়াবৈভবের প্রতিই অবহিতকরণ, আর তাহা স্বীয় ভক্তগণ, যাঁহারা তাঁহার স্বরূপবৈভবমাত্রেই তৎপর (পরায়ণ) তাঁহাদিগের নিকট রুচিকর নহে, বোধনেরও স্বাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকায়, তাহা অবশ্যই করণীয়। তাহা তিরস্কার (বা তিরোহিত) করিয়া স্বরূপবৈভবকে পুরস্কার (স্বীকার) করিয়াই উহা (প্রতিবোধন) শ্রুতিগণ করিয়াছিলেন। এইরূপ "জয় জয়" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) শ্লোকে ব্যক্ত হইবে। এই প্রকার প্রাকৃত প্রলয়েও, তাহার অধিষ্ঠানভূত বৈকুণ্ঠ অনশ্বর (নিত্য স্থায়ী) থাকেন, ইহাতে শ্রুতিগণ সম্মত ; যে বৈকুণ্ঠে তিনি শয়ন করেন, (তাহা অনশ্বর (ইহা ভাঃ দ্বিতীয়স্কন্ধে (২।৯।১০) বলা হইয়াছে, যথা—'বৈকুণ্ঠে রজঃ, তমঃ ও তাহাদের সহিত মিশ্রিত সত্ত্বগুণ-প্রবৃত্ত হয় না, কালেরও বিক্রম নাই, সেখানে মায়াই নাই, সুতরাং মায়িক গুণগুলি কি প্রকারে থাকিবে ? সেখানে হরি অনুব্রত পার্ষদগণ সুরাসুরদ্বারা পূজিত হ'ন। (১২)। 'যথা' (ভাঃ ১০।৮৭।১৩ শ্লোকে) সকল পরতত্ত্ব ও অবরতত্ত্বের গুরু শ্রুতিগণের সহজ (বা স্বাভাবিক) তাঁহার (ভগবানের) দাস্যের সহিতই (দাসীরূপেই) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাচীন-সিদ্ধান্ত সেই প্রবোধন দৃঢ় করিতেছেন। 'তৎপরাক্রমৈঃ'—তাঁহার

তজ্জাতত্বাদিতি হেতোঃ সর্বস্যৈব ব্রহ্মত্বং নির্দিশ্য তত্রাবিকৃতঃ সদিদমিতি প্রতীতিপরমাশ্রয়ো যোহংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যুদ্দিশ্যতে। উত্তরবাক্যে ত্বংপদার্থস্য তদ্‌বচ্ছিদাকারতচ্ছক্তিরূপত্বেন তৎ-পদার্থৈক্যং যদুপপাদ্যতে তেনাপি তৎপদার্থো ব্রহ্মৈবোদ্দিশ্যতে, তৎ-পদার্থজ্ঞানং বিনা ত্বং-পদার্থ-জ্ঞানমাত্রমকিঞ্চিৎকরমিতি তৎ-পদোপন্যাসঃ ত্রৈগুণ্যাতিক্রমস্তূভয়ত্রাপি। অত্র ত্রৈগুণ্য-নিরাসেন তদুদ্দেশেন যত্র তদীয়ধর্মাঃ স্পষ্টমেব গম্যন্তে তত্র ভগবৎপরত্বং, যত্র ত্বস্পষ্টং তত্র ব্রহ্মপরত্বমিত্যবগন্তব্যম্। ব্যাখ্যাতস্ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ। তদেতদজয়া চরতোহনুচরেদিতি ব্যাখ্যাতম্।

অথ নিস্ত্রৈগুণ্যোহপি দ্বিবিধঃ ব্রহ্মপরঃ ভগবৎপরশ্চ। যথা—"আনন্দো ব্রহ্ম"—ইত্যাদিঃ (তৈঃ উঃ ৩।৬)।

অনুবাদ

প্রকাশক শ্লোকদ্বারা নহে। 'যথা শয়ানম্' ইত্যাদির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য এইরূপ—যেমন রাত্রিতে সম্রাট্ মহিষীগণের সহিত ক্রীড়ারত থাকিয়াও বাহিরের কার্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্গৃহে থাকেন বলিয়া তাঁহার লোকজনদ্বারা তিনি শয়ান বা নিদ্রারত বলিয়াই কথিত হ'ন, আর বন্দী বা স্তুতি পাঠকগণ তাঁহার প্রভাবময় কীর্তিগাথাদ্বারা প্রবোধনভঙ্গীযোগে (যাইবার কৌশল সহিত) তাঁহাকে স্তব করে, সেইরূপ এই ভগবান্ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) জগৎকার্যপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গুপ্তভাবে নিজধামে নিজ-পরিকরগণের সহিত ক্রীড়া করেন। 'অনুজীবিগণ'—বলাতে যেমন তাহারা সম্রাটের মর্মজ্ঞ, সেইরূপ শ্রুতিগণও ভগবানের মর্ম জানেন, এই কথাই সূচিত হইয়াছে।

টিপ্পনী

(ভগবানের) পরাক্রম বা প্রভাব যে সকল শ্লোকে, তদ্দ্বারা ভগবানের সর্বৈশ্বর্য (অর্থাৎ সর্বেশ্বরত্ব) সর্ববৈলক্ষণ্য (সকল হইতে পৃথকত্ব বা সকলের প্রধানত্ব) সূচিত করিয়া অন্যের সহিত সমানত্ব এ প্রসঙ্গে নাই—এই কথাই বলিবার অভিপ্রায়। ঐক্যের কথা দূরে থাকুক, এইরূপে পূর্ব সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল। এইরূপে সর্ববেদের সম্মত অর্থযোগে স্বয়ং ভগবান্‌ই স্তুতির যোগ্যরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণই, ইহা পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮), ইহা নির্ণীত হইয়াছে; আর যেহেতু এই স্তবটী শ্রীকৃষ্ণলীলা-মহাপ্রকরণের অন্তঃপাতী; যেহেতু 'নিভৃতমরুন্মনোক্ষা' (ভাঃ ১০।৮৭।২৩) ইত্যাদি তাঁহারই লীলার অঙ্গ। আর এ কথার সাক্ষী হইতেছে (ভাঃ ১০।২৮।১৬ ১৭) যেখানে বলা হইয়াছে যে 'কৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মহ্রদে নিমজ্জিত ও উদ্ধৃত হইয়া নন্দাদি গোপগণ ব্রহ্মলোকদর্শন করিয়াছিলেন, আর সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে ছন্দঃসমূহ অর্থাৎ শ্রুতিগণ কর্তৃক স্তুত দেখিয়া সুবিস্মিত ও পরমানন্দযুক্ত হইয়াছিলেন।' গোপাল-তাপনীশ্রুতিও বলিয়াছেন—'যে কৃষ্ণ সর্ববেদেই আছেন, সর্ববেদকর্তৃকই গীত হ'ন।' আরও হেতু যে শ্রীনারদ এই বেদস্তুতি শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন—(ভাঃ ১০।৮৭।৪৬) 'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে' ইত্যাদি।...।"

মূলে উদ্ধৃত (ভাঃ ৩।৫।২৩) শ্লোকটীর সম্পর্কে শ্রীজীবপাদ তৃতীয়স্কন্ধ-প্রকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার বিশেষত্ব-জন্য ইহা একটু বিশেষভাবে বিবৃত হইতেছে। ইহা শ্রীমৈত্রেয়ঋষিকর্তৃক শ্রীবিদুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত শ্লোকগুলির (উক্ত প্রকরণের) মধ্যে অন্যতম। ইহার পূর্ব (২২শ) শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"আমি ভগবানের যোগমায়াকর্তৃক বিস্তারিত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিষয়ক লীলাসমূহ বর্ণন করিতেছি।" বর্তমান শ্লোকটীর স্বামিটীকা—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেঃ ৬।৮)

ইত্যাদিশ্চ। তদেতদাত্মনা চরতোহনুচরেন্নিগম—ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতঃ শ্রুতেস্ত-চ্চারিত্বং সিদ্ধম্। সাক্ষাচ্চারিত্বঞ্চ নিস্ত্রৈগুণ্যানাং স্বত এব, অন্যেষান্তু তদেকবাক্যতয়া জ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ

সে ক্ষেত্রে (শ্রুতিগণ মর্ম্মজ্ঞ হওয়ায়) প্রথমতঃ ভক্তিযোগ জ্ঞানাদিগুণগণদ্বারা সেবিত হইয়া সম্যগ্ দর্শনের কারণভূত (—অর্থাৎ ভক্তি জ্ঞানকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া তাহার গুণ যে দর্শনসামর্থ্য,তল্লাভে সম্যগ্ দর্শনের কারণ) হওয়ায় তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের আকার যে অখণ্ডতত্ত্ব, তাহা ভক্তিযোগে অনুভব-যোগ্য ; সেই তত্ত্ব শ্রুতিগণের প্রতিপাদ্য বলিয়া দেখাইতে গিয়া ব্রহ্মস্বরূপকেও তাঁহাদের প্রতিপাদ্যরূপে ক্রোড়ীভূত করিয়া শ্রুতিগণ বলিয়াছেন) (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)—"হে অজিত, আপনি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। স্থাবর-জঙ্গম-দেহধারী জীবগণের (জ্ঞানাদির আবরণরূপ) দোষের নিমিত্ত যে অজা বা (সত্ত্বাদি) গুণসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে নাশ করুন, যেহেতু আপনি স্ব-স্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত। হে সর্বশক্তির উদ্বোধক (স্বকার্যে প্রবর্তক)! কোনও কালে (সৃষ্ট্যাদি সময়ে) অজা বা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সহিত ও (সর্বকালে) আত্মা বা স্বরূপশক্তির সহিত আপনি ক্রীড়ারত ; নিগম বা শ্রুতিসমূহ সেই আপনার অনুচর্যা বা প্রতিপাদনরূপ সেবা করেন।" (গ্রন্থে টীকা, যথা)—হে অজিত, জয় জয়, অর্থাৎ নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন। আদরে বীপ্সা বা দ্বিরুক্তি (জয়, জয়)। এখানে 'অজিত'—এই সম্বোধনে ইহা পাওয়া যায়।

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" (ভাঃ ৬।২।১০)—অর্থাৎ 'সমস্ত পাপিগণের ইহাই (ভগবন্নামোচ্চারণই) উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই তাহাদের বিষয়ে তাঁহার মতি হয় (অর্থাৎ তাঁহার নিজজন বলিয়া তাঁহাদের

টিপ্পনী

"সৃষ্টিলীলা বর্ণন করিবার জন্য সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বলিতেছেন। 'ইদং'-শব্দে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব। 'অগ্রে' অর্থে সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্‌ই একমাত্র ছিলেন। 'আত্মনাং'-পদে জীবসমূহের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ এবং 'বিভু' অর্থাৎ স্বামী। অন্য দ্রষ্টা বা দৃশ্যাত্মক কিছুই ছিল না। কারণাত্মরূপে অবস্থানসত্ত্বেও তাহাদের পৃথক্ প্রতীতির অভাবহেতু 'অ-নানা মত্যুপলক্ষণ' —এই বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। নানা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি বুদ্ধিদ্বারা যিনি উপলক্ষিত হ'ন না, তিনি ; কিংবা, যদি পূর্বের 'অ'কার পরিত্যাগ করিয়া 'নানা-মত্যুপলক্ষণ'—এই বিশেষণটী রাখা যায়, তবে অর্থ হয়—যিনি সৃষ্টিতে নানা বুদ্ধিদ্বারা উপলক্ষিত হ'ন ; সেই পরমাত্মা তখন (সৃষ্টির পূর্বে) এক অদ্বয়তত্ত্বরূপেই অবস্থিত ছিলেন। কি কারণে? তাঁহার আত্মেচ্ছায় লয় হইলে, অথবা নিজের একরূপে অবস্থিতির ইচ্ছার অনুগামী হইয়া।" চক্রবর্তিটীকা—"সৃষ্টিলীলা বর্ণন করিতে তাহার পূর্বাবস্থা বলিতেছেন। এই অর্থাৎ বিশ্ব অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ একই ছিলেন। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভগবানের অধিষ্ঠানহেতু (প্রলয়ে) ভগবানে সমস্ত লীন হইয়া থাকাজন্য ; অপরে বলেন— ভগবানের শক্তির কার্য বলিয়া। অথবা—'ইদমগ্রে'—একপদ ধরিলে অর্থ—ইহা অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে। আর তিনিই

মায়ানিরসনার্থমেব তত্তদ্-গুণানুবাদঃ ক্রিয়তে, পশ্চাদখণ্ডামেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ-গুণাদিকং নির্দিশ্যতে ইতি তদেকবাক্যতাদ্যোতনয়া স এষ এব সিদ্ধান্তোঽস্মিন্নুপক্রমবাক্যে সমুদ্দিষ্টঃ। তথোপসংহারে চ শ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা ইতি শ্রুতয়শ্চ মধ্ব-ভাষ্যপ্রমাণিতাঃ "ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো স্মৃতির্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি"—ইত্যাদ্যাঃ। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" (বৃহঃ উঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ

উদ্ধারসাধনে তিনি মনোযোগ দেন)।'—এই ন্যায়ানুসারে নামদ্বারা ঐ ভগবান্ সাক্ষাৎ অভিমুখীকৃত হ'ন—এই কারণে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় শ্রীনামও তাঁহার স্বরূপভূত। যেহেতু তাঁহা হইতে কোনও বিজাতীয় বস্তু তাঁহাকে অভিমুখীকরণে (অভিমুখ করিতে) অযোগ্য বা অসমর্থ। অতএব ভয়দ্বেষাদিতে যেমন শ্রীবিগ্রহের স্ফূর্তি হয়, সেইরূপ সাঙ্কেত্য প্রভৃতিতেও শ্রীনামের প্রভাবের কথা শ্রুত হয়। বিশেষতঃ এ বিষয়ে শ্রুতি ও বিদ্বদ্গণের অনুভূতিও পূর্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অতএব যে ভগবত্তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ-রূপে চক্ষু প্রভৃতিতে উদিত হ'ন, তিনিই নামরূপে বাক্যাদিতে উদিত হ'ন, ইহাই স্থিত বা সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব নাম (ভগবন্নাম) ও নামী (স্বয়ং ভগবান্) পরস্পর স্বরূপে অভিন্ন বলিয়া শ্রীনামের সাক্ষাৎকারে শ্রীনামীরই সাক্ষাৎকার হয়। অতএব অন্যত্র অন্যবস্তুর ন্যায় শ্রুতিগণও যে ভগবানে জাতি প্রভৃতিদ্বারা কৃত নাম-নামীর সঙ্কেতাদি রীতিতে শব্দের রূঢ়াদিবৃত্তিযোগে বিচরণ করিতেছেন—তাহা কি বলিতে হইবে ? (অর্থাৎ তাহা বলিতে হইবে না, সহজেই বোধগম্য)। 'উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন' ('জয়, জয়')—ইহা বলিয়া এই প্রকার সর্বোৎকৃষ্টতা গুণযোগে শব্দের মুখ্যাবৃত্তিদ্বারাই শ্রুতিগণ যে

টিপ্পনী

যোগমার্গে উপাস্য আত্মাসমূহের অর্থাৎ জীবসমূহের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, আর তিনিই জ্ঞানমার্গে উপাস্য সর্বব্যাপক ব্রহ্ম—এই অর্থ। এইরূপ ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী উপাসকগণের মতভেদজন্য নানামতিসহযোগে তাঁহার উপলক্ষণ। আর বিভিন্ন শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ", "একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ", "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ", "সদাবাসীৎ"—ইত্যাদি। যদি প্রশ্ন হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে হইলেও কোন্ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি এক ছিলেন ?—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—আত্মা-সমূহের অর্থাৎ জীবগণের,আর ইচ্ছার বা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার অনুগমনে লয় হইলে প্রাচীন প্রাকৃতিক প্রলয় হইতে আরম্ভ করিয়া—এই অর্থ।" শ্রীজীব-পাদের ক্রমসন্দর্ভটীকা—"বিদুরকর্তৃক ভগবল্লীলা কথা কীর্তনজন্য প্রার্থিত মৈত্রেয় ঋষি উহা বলিতে গিয়া শ্রীভগবানের উপদিষ্ট (ভাঃ ২।৯।৩২-৩৪) চতুঃশ্লোকীজ্ঞান বিবৃত করিয়া এই শ্লোক হইতে 'অশেষসংক্লেশসমং বিধত্তে'—শ্লোক (ভাঃ ৩।৭।১৪) পর্যন্ত বলিতেছেন। ..'অহমেবাসম্' (ভাঃ ২।৯।৩২) শ্লোকার্ধের অর্থ সৃষ্টিলীলার উপক্রমদ্বারা এই দুইটি শ্লোকে ভাঃ ৩।৫।২৩ ২৪) প্রদর্শন করিতেছেন। 'ইদং'-শব্দে পুরুষাদি পার্থিববস্তু পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব তখন এককরূপে স্থিত ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া-অবস্থিত ছিল। 'আত্মা'-শব্দে রশ্মি স্থানীয় শুদ্ধজীব, তাঁহাদের আত্মা অর্থাৎ মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মস্বরূপ। আর তাঁহারও জীব ভিন্ন অন্য কেহ রশ্মি স্থানীয় নাই, কারণ আত্মা স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপ—এই অর্থ। ইহা দ্বারা স্বাংশগণেরও অংশিত্ব ও ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব দর্শিত হইয়াছে। কখন ?—যখন আত্মেচ্ছা অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন ছিল। আচ্ছা, ভগবান্ বৈকুণ্ঠাদি বহু বৈভব সত্ত্বেও কিরূপে একক ছিলেন ? তদুত্তর—বৈকুণ্ঠাদি নানাসৃতি

অথ বিশেষতো ব্রহ্মণ্যপি যথা চরণি ব্রহ্মন্তি চরন্তীনামপি যথা ভগবত্যেব পর্যবসানং তথৈবোদ্দিশন্তি।

"বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৫)

এতৎ সর্বং বৃহদ্ব্রহ্মৈবোপলব্ধমবগতম্। তৎ কথম্?—বিকৃতেবিশ্বস্মাৎ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন; কিমিব? মৃদিব; যথা বিকৃতে ঘটাদেঃ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সর্বং ঘটাদি দ্রব্যং

অনুবাদ

তাঁহাতে (ভগবানে) বিচরণ করিতেছেন, তাহা দেখান হইল। শ্রুতিগণও বলিয়াছেন—"আপনার মহিমা ও আপনাকে কেহ সম্যগ্ ব্যপ্ত করিতে বা জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে; তাহার (ভগবানের) সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা যায় না।" (শ্লোঃ ৬।৮)। এখানে (এই শ্লোকে) শ্রুতিগণ 'জয়, জয়' বলিয়া স্বীয় ভক্তির আবিষ্কারহেতু ভক্তিকেই তাঁহার প্রকাশের হেতু বলিয়া বুঝাইতেছেন। 'কোন্ ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া আমি উৎকর্ষ আবিষ্কার করিব?'—শ্রীভগবানের এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া শ্রুতিগণ বলিতেছেন—মায়ানিরসন করিয়া স্বভক্তিদানপূর্বক আবিষ্কার করুন। অজা অর্থাৎ মায়াকে নাশ করুন। 'আচ্ছা, মায়া ত' বিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তিরূপা শক্তি; তাহা হইলে মায়াকে নাশ করিলে ত'

টিপ্পনী

হইয়াও তিনি এক (অদ্বয়তত্ত্ব)রূপে উপলক্ষিত, যেমন রাজা সেনাসমেত গমন করিলেও বলা হয়—ঐ রাজা যাইতেছেন, সেইরূপ।" গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতি—"প্রাপঞ্চিক জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ বৈভব-প্রকাশ পরমাত্ম-রূপে একাকী অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে মায়িক নশ্বর সৃষ্টি প্রারব্ধ হয় নাই। বাহ্য জগতে যেরূপ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনাদি ভেদ বর্তমান, যেরূপভাবে সৃষ্টির পূর্বাবস্থিত একমাত্র নানাবৈচিত্র্যময় বৈকুণ্ঠ ভগবদিচ্ছাক্রমে বিলাসবিশিষ্ট হইয়া অদ্বয়-জ্ঞানে অবস্থিত ছিল। প্রাপঞ্চিক দর্শনে যেরূপ রাজা যাইতেছেন বলিলে তাঁহার পার্ষদ-সৈন্যাদিসহ অভিগমন বুঝায়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে ভগবদ্বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া বিচিত্র বিলাসযুক্ত নশ্বর প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃ-দৃশ্য দর্শনরূপ বদ্ধজীবের আংশিক নশ্বর চেষ্টাবর্জিত একত্বকেই লক্ষ্য করে। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'অশেষ-সংক্লেশসমং বিধত্তে' (ভাঃ ৩।৭।১৪) পর্যন্ত শ্লোকগুলি চতুঃশ্লোকীরই অন্য ভাষায় বিবৃতিমাত্র। 'ভগবানেক আস' এবং 'স বা এষ তদা দ্রষ্টা' (ভাঃ ৩।৫।২৪) শ্লোকদ্বয়ে 'অহমেবাসমেবাগ্রে, নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্' (ভাঃ ২।৯।৩২) এই শ্লোকের বিবৃতি আছে। 'যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্'-পাদের (ঐ শ্লোকের চতুর্থাংশের) ব্যাখ্যাস্থত্রে 'ভগবানেক আস'—শ্লোক লিখিত। সৃষ্টির অবসানে পুনরায় গোলোক-বৈকুণ্ঠেরই একমাত্র নিত্যাবস্থিতি। ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে বিচিত্রবিলাস নিত্যকাল অবস্থান করিয়া জড়জগতের নশ্বর দৃষ্ট-দৃশ্য-দর্শন হইতে পার্থক্য স্থাপন করে। প্রাপঞ্চিক বিচারে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতায় জড়ের হেয় অনুপাদেয়রূপ নানা মতিভেদ উৎপন্ন করিতে পারে না।

"জয় জয়"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) বেদস্তুতির প্রথম শ্লোকের স্বামিটীকা—"হে অজিত, 'জয় জয়'—উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন, আদরে দুইবার উক্তি। কোন্ ব্যাপার দ্বারা? 'অগজগদোকসাম্'—'অগ' স্থাবর, জগৎ

মৃদেবোপলব্ধা দৃষ্টা তথা বৃহদপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতো বৃহতঃ সকাশাদ্বিকৃতেরুদয়াস্তময়ৌ অবযন্তি মন্ত্রান্তে শ্রুয়তঃ "যতো বা ইমানি" (তৈঃ ৩।১।১) ইত্যাদ্যাঃ। তস্মান্মৃৎসাম্যং তস্য যুজ্যত ইতি ভাবঃ। তর্হি কথং তদ্বদ্বিকারিত্বমপি নেত্যাহুঃ—"অবিকৃতাৎ"। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) ইতি ন্যায়েনাচিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যবিকৃতমেব—যদ্ যস্মাদিত্যর্থঃ।

যদ্যপ্যত্রাপি সশক্তিকমেব বৃহদুপপদ্যতে তথাপ্যাবিষ্কৃতভগবত্ত্বেনানুপাদানাৎ ব্রহ্মৈবোপপাদিতং ভবতি সর্বথা শক্তিপরিত্যাগে তদুপপাদনাসামর্থ্যাত্তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ। তস্মাদত্র ব্রহ্মৈবোদাহৃতম্। অতএব মৃন্মাত্রদৃষ্টান্তেন কর্তৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতম্। তদেতদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদনমপি শ্রীভগবত্যেব পর্যবস্যতীত্যাহুঃ—"অত" ইতি, অতো ব্রহ্মপ্রতিপাদনাদপি ঋষয়ো

অনুবাদ

বিদ্যারও নাশ হইবে'—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—মায়া 'দোষগৃভীতগুণা'—অর্থাৎ জীবসমূহের (স্বস্বরূপসম্বন্ধে) অবস্থিতির হেতুরূপ অবিদ্যালক্ষণ-দোষেতেই জীবের (স্বরূপ-) স্মৃতির হেতু যে বিদ্যা-লক্ষণগুণ মায়া গ্রহণ করিয়াছেন। (ইহার অর্থ)—স্বয়ং স্বীয় আবেশে অবিদ্যালক্ষণ দোষকে উৎপন্ন করিয়া কোনও ক্ষেত্রে কোনও সময়ে কোনও প্রকারে কোনও (খুব অল্প) জীবকে মায়া ত্যাগ করেন ;

টিপ্পনী

জঙ্গম, ওকঃ শরীর যাহাদিগের অর্থাৎ জীবসমূহের 'অজাং'—অবিদ্যাকে 'জহি'—নাশ করুন। এ কি কথা যে, গুণবতী তাহাকে হত্যা করিতে হইবে ? উত্তর—'দোষগৃভীতগুণা'—সে আনন্দাদিকে আবরণ করিবার জন্য দোষ গ্রহণ করিয়াছে। ('হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি'—বেদে 'হৃ' ও 'গৃহ্'-ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় করিলে 'হ'-স্থানে 'ভ' হয়, এই সূত্র অনুসারে 'গৃহীত' স্থানে 'গৃভীত' হইয়াছে)। এই অজা (মায়া) স্বৈরিণীর ন্যায় অপরকে প্রতারণা করিবার জন্য গুণ-গুলি গ্রহণ করিয়াছে। অতএব উহাকে নাশ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে আমাতেও ত' দোষ আসিয়া পড়িতে পারে, তবে আমারই বা তাহাকে নাশ করিবার কি শক্তি থাকিতে পারে ?—এই পূর্বপক্ষের অপেক্ষায় বলিতেছেন—যেহেতু আপনি মায়াকে বশীকৃত করিয়াছেন বলিয়া আপনি আত্মা অর্থাৎ স্বরূপে 'সমরুদ্ধসমস্তভগ'—সমস্ত ঐশ্বর্যসম্প্রাপ্ত। আচ্ছা, জীবগণ নিজেরাই তাহাকে জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা হত্যা করে না কেন ? তদুত্তর—আপনি 'অখিলশক্তির অববোধক' অর্থাৎ তাহাদের আপনিই অন্তর্যামী বলিয়া সমস্ত শক্তির উদ্বোধক, অতএব তাহারা জ্ঞানাদিতে স্বতন্ত্র নহে—এই ভাবার্থ। আচ্ছা, আমার জ্ঞানৈশ্বর্যগুণ অকুণ্ঠ (অসীম) বলিয়া আমি যে জীবগণের কর্মজ্ঞানাদিশক্তির অববোধন করিয়া অবিদ্যা নাশ করি, তাহার প্রমাণ কি ? তদুত্তর—আমরা নিগম বা শ্রুতিসমষ্টিই তাহার প্রমাণ। আচ্ছা, এবম্ভূত আমাতে শ্রুতিসমূহ তোমরা কিরূপে প্রবৃত্ত হও ? তদুত্তর—কদাচিৎ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজা মায়ার সহিত বিচরণ বা ক্রীড়াশীল আপনার ঐশ্বর্য নিত্য অলুপ্ত থাকায় সত্য-জ্ঞান-অনন্ত একমাত্র আনন্দরসস্বরূপে লীলাশীল বা বর্তমান আপনাকে ('তব'—কর্মে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়াছে) অনুচরণ বা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। (উদাহরণ, যথা) —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈঃ ৩।১।১) 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।' (শ্বেঃ ৬।১৮)—অর্থাৎ 'যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট বেদসমূহ প্রেরণ বা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আত্মজ্ঞানের প্রকাশক সেই দেব বা লীলাময়কে মুমুক্ষু আমি আশ্রয়

বেদাস্ত্বয়ি শ্রীভগবত্যেব মনস আচরিতং তাৎপর্যং বচনস্যাচরিতমভিধানঞ্চ দধ্ধ্র্তবন্তঃ। দ্বয়োরেক-বস্তুত্বাত্ত্বগাদীনামাবিষ্কারানাবিষ্কারদর্শনমাত্রেণ ভেদকল্পনাচ্চ তত্রার্থান্তরন্যাসঃ। নৃণাং ভূচরাণাং সম্যগ্‌দর্শিনাং বা ভুবি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি কথমবথা ভবন্তি ভুবং ন প্রাপ্নুবন্তি; অপি তু তত্রৈব পর্যবস্যন্তি। তস্মাদ্ যথা কথমপি প্রতিপাদয়ন্তু ফলিতন্তু ত্বয্যেব ভবতীতি ভাবঃ। তদুক্তম্ (ভাঃ ৩।৩২।৩২)—

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥" ইতি।

অনুবাদ

তাঁহার এই ত্যাগাত্মক বিদ্যানামক গুণটীও দোষই। অতএব তাঁহাকে নির্মূল করিয়া জীবগণকে নিজ-পাদপদ্মবিষয়া ভক্তিই দান করুন—এই তাৎপর্য। অতএব ভগবান্ মায়ানাশযোগ্য-শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার মায়াতীতত্ব বর্ণনপূর্বক তিনি যে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, তাহারই প্রকাশ করিতে অতৎ-নিরসনমুখে (যাহা ভগবান্ নয়, তাহা নিরস্ত বা দূর করিতে গিয়া) তাৎপর্যবৃত্তিদ্বারা (ভগবানে তৎপর হইয়া) শ্রুতিগণ বিচরণ করেন—ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল।

টিপ্পনী

করিতেছি।' 'য আত্মনি তিষ্ঠন্' (যিনি স্বরূপে অধিষ্ঠিত) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ ২।১।৩)। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ (মুঃ ১।১।৯)—ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ আপনাকে এই প্রকার প্রতিপাদিত করেন—এই অর্থ। ...।" চক্রবর্তিপাদ টীকার বিশিষ্টাংশ—"...কি প্রকারে উৎকর্ষ আবিষ্কার করিব? উত্তর—জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ স্বচরণ-মাধুর্য প্রাপ্ত করাইয়া। ...জীবগণের পক্ষে আপনাকে পাইবার প্রতিকূল অবিদ্যাকে নাশ করুন। গুণবতী মায়া আমাকে পাইবার পক্ষে কিরূপে প্রতিকূল? উত্তর—জ্ঞানাদির আবরণাত্মক দেহাদিতে দুরভিমান পাওয়াইবার জন্য গুণগুলি গ্রহণ করিয়াছে; অথবা যাহাতে আপনার স্ফূর্তি (প্রকাশ) না হয়, সেই সব দোষদ্বারা মায়ার সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণগুলি গৃহীত বা গ্রস্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, আপনাকে পাইবার পক্ষে প্রতিকূল গুণগুলিই অনর্থকর। 'অজিত'—একমাত্র আপনাকেই মায়া জয় করিতে পারে না, ব্রহ্মাদি অন্য সকলকেই মায়া স্বগুণদ্বারা জয় করিতে পারে। আচ্ছা, আমাকর্তৃক অজিত, তাহার কি চিহ্ন? উত্তর—যেহেতু আপনি ('আত্মনা' স্বরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য সম্প্রাপ্ত, কেননা মায়া আপনার বশীভূত। আচ্ছা, অবিদ্যার উপরম হইলেও ভক্তি বিনা ত' আমাকে পাওয়া যায় না, কেননা 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ (ভাঃ ১১।১৪।২১)। তদুত্তর—আপনি অখিল শক্তির অববোধক; আপনি বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া জীবগণের কর্মশক্তি ও কর্মফল ভোগ করিবার শক্তিকে উদ্বোধনদ্বারা, সেইরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-স্বরূপময় আপনাকে পাওয়াইবার জন্য যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি করিবার শক্তিসমূহ আপনিই কৃপা করিয়া উদ্বোধন করেন এবং উহারা পরিপক্ব হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভবশক্তিরও উদ্বোধন করেন। এ বিষয়ে প্রমাণ কি? আমরাই প্রমাণ; কখনও অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সহিত, আর সকল সময়ে স্বরূপশক্তির সহিত ক্রীড়াশীল আপনার আমরা পরিচর্যা করি; ঐ সকল প্রতিপাদকরূপে প্রমাণ হওয়াই আমাদের আপনার পরিচর্যা। প্রমাণসমূহ—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮); "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥" (শ্বেঃ ৬।১১)—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম একমাত্র দেব (লীলাময়) সর্বভূতে

অত্র শ্রুতয়শ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ—"হন্তৈতমেব পুরুষং সর্বাণি নামান্যভিবদন্তি। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবমেবৈতানি নামানি সর্বাণি পুরুষমভিবিশন্তি।" ইতি তদেবং ভগবত্ত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ তমেব তাৎপর্যাভিধানাভ্যাং সর্বনিগমগোচর ইত্যুক্তম্। তচ্চ যথার্থমেব ন তু কাল্পনিকমিত্যাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।১৬)—

"ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্॥"

হে ত্র্যধিপতে! ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং পতিস্তত্তদবতারী নারায়ণাখ্যঃ পুরুষস্তস্যাপ্যু-পরিস্বরূপত্বাদধিপতির্ভগবান্। ততো হে সর্বেশ্বরেশ্বর! যস্মাত্ত্বয্যেব বেদানাং তাৎপর্যমভিধানঞ্চ

অনুবাদ

বিভিন্ন শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া ও মহেশ্বরকে মায়ী বা মায়াধীশ বলিয়া জানিবে" (শ্বেঃ ৪।১০); "এক অজা বা প্রকৃতিকে অজ পরমাত্মা ত্যাগ করেন" (শ্বেঃ ৪।৫—সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এই সন্দর্ভের ৪৭ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে); "ভগবান্ সকলের অধিপতি, সকলের ঈশান বা ঈশ্বর (বৃঃ আঃ ৫।৬।১); "সেই এই মহান্ অজ আত্মা…যিনি সকলের বশী (বশয়িতা), সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি।…তিনি ইহাও ন'ন, উহাও ন'ন (জগতের কোনও বস্তু বিশেষ ন'ন), তিনি অগৃহ্য, তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না (তিনি বোধগম্যতার অতীত)…" (বৃঃ আঃ ৪।২।২১) ইত্যাদি।

আচ্ছা, 'মায়ানাশের প্রার্থনা করিয়া তোমরা (শ্রুতিগণ) আমার মায়োপাধিগত ঐশ্বর্যাদি নাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ'—আশঙ্কিত শ্রীভগবানের এই পূর্বপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন—'ত্বমসি'

টিপ্পনী

প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান, সর্বব্যাপক, সকল জীবের অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বপ্রাণীর আশ্রয়, সর্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, কেবল (নিরুপাধিক) ও নির্গুণ (প্রাকৃতগুণরহিত)'; "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (মুঃ ১।১।৯)—অর্থাৎ 'ভগবান্ সমস্ত সাধারণ ও সমস্ত বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানবান্ ও তাঁহার আচরণ জ্ঞান'; 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' (তৈঃ ২।৬।৪)—অর্থাৎ 'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব'; 'স ঈক্ষত' (ঐ ১।১।১)—অর্থাৎ 'পরমাত্মা ঈক্ষণ করিলেন, আমি সৃজন করিব;—ইত্যাদি, ইত্যাদি।…'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈঃ ৩।১।১)—ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি; 'অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' (আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ২।১।১)—অর্থাৎ 'চাতুর্মাস্যব্রতযাজনকারীর অক্ষয় সুকৃতি হয়'—ইত্যাদি কর্মপাদিকা শ্রুতি; 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১।৩)—অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন', 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি' (শ্বেঃ ৩।৮)—অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিতে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়',…ইত্যাদি জ্ঞানপ্রতিপাদিকা শ্রুতি,…"ভক্তিরেবৈনং নয়তি" (মধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি)—অর্থাৎ "ভক্তি ভক্তকে ইঁহার (ভগবানের) নিকট লইয়া যান'—ইত্যাদি ভক্তিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি।" শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনীর বিশেষ বিশেষ অংশ—"…বেদস্তুতির ছন্দের নাম নর্দকৈ। 'জয় জয়'—নিজোৎকর্ষ অবস্থা

পর্যবসিতমিতি অতো হেতোরেব সূরয়ো বিবেকিনঃ পরম্পরাত্বপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যজ্য কেবলং তবাখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিং সকলবৃজিননিরসনহেতুকীর্তিসুধাসিন্ধুম্ অবগাহ্য শ্রদ্ধয়া নিষেব্য তপঃপ্রাধান্যেন তাপসকত্বেন বা তপাংসি কর্মাণি তানি জহুস্ত্যক্তবন্তঃ- তেষাং সাধকানাম্ অপি যদি তত্রৈবং, তদা কিমুত বক্তব্যং স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ শুদ্ধাত্মস্বরূপ- স্ফুরণেন নির্জিতমন্তঃকরণং জরাদিহেতুঃ কালপ্রভাবঃ সত্ত্বাদয়োগুণাশ্চ যৈ স্তে যে পুনঃ তবাজস্র- সুখানুভবস্বরূপং পদং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং ভজন্তি তে তমবগাহ্য তানি জহুরিতি। কিন্তুহি ব্রহ্মমাত্রানু- ভবনিষ্ঠামপি জহুরিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। তত্র তাবত্রিবিধা জনাঃ—মুগ্ধাঃ, বিবেকিনঃ,

অনুবাদ

ইত্যাদি; যেহেতু আপনি 'আত্মনা' অর্থাৎ স্বস্বরূপে 'সমরুদ্ধসমস্তভগ' অর্থাৎ ত্রিপাদবিভূতিনামক সমস্ত ঐশ্বর্যাদি পাইয়াছেন; অতএব আপনার তুচ্ছ তাহাকে (মায়াকে), আর মায়োপাধিক ঐশ্বর্যাদি লইয়া কি হইবে? এই অর্থ। আর "স যদজয়া" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮) শ্লোকের স্বামিটীকা—"নিরন্তর হ্লাদিনী-সম্বিৎ প্রভৃতি শক্তিরূপ কামধেনুসমূহের অধিপতি আপনার ঐ অজা মায়াকে লইয়া কোনও কার্য নাই। আর অন্য সকলের ন্যায় আপনার অষ্টগুণিত (ছাঃ ৮।৭।১ কথিত অপহতপাপ্মা— প্রভৃতি অষ্টগুণসম্বলিত) ঐশ্বর্য দেশ-কালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে স্বরূপের অনুযায়ী

টিপ্পনী

আবিষ্কার করুন; কে নাই বা না করিতেছেন? দ্বিরুক্তির এই অর্থ। মায়াকে নাশ করিয়া করুন, যাহাতে সে পুনরায় সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবগণকে পীড়ন না করে। আমি যে উদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১১।৩) বলিয়াছি যে, বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥'—অর্থাৎ 'বিদ্যা অবিদ্যা—এই দুইটী আমার মায়ারচিত অনাদি শক্তি; ইহারা জীবের বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।' (এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপরে ১৮শ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। —তদনুসারে বিদ্যালক্ষণ গুণাংশদ্বারা এই মায়া কৃপাবিষয়ও বটে। তদুত্তরে—মায়া দোষবিষয়েই গুণ গ্রহণ করিয়া স্ববৃত্তিরূপা অবিদ্যাদ্বারা জীবগণকে বন্ধন করিয়া তদ্রূপই বিদ্যাদ্বারা মোচন করে; অতএব উহার গুণও দোষে পর্যবসিত হয়। দেখ, মায়া আমার জগদ্বৈভবহেতুভূতা; উহার হননে আমারই হানি হইবে। উত্তর— 'আত্মনা' অর্থাৎ স্বরূপভূত পরমানন্দ হইতে অভিন্ন শক্তিদ্বারা আপনি সম্যক্ বা নিরবশেষ পূর্ণ ঐশ্বর্যাদি প্রাপ্ত; তুচ্ছ উহাকে লইয়া কি প্রয়োজন? নিরন্তর হ্লাদিনী-সম্বিৎ প্রভৃতি কামধেনুর পতি আপনার ঐ অজা লইয়া কোন কৃত্য নাই। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৩৭।২২)—বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থম্' (পূর্ণ শ্লোকটী উপরে ৪৭শ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)—অর্থাৎ হে ভগবন্, 'কেবলজ্ঞানমূর্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দরূপেই অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।' আচ্ছা, আমার ঐরূপ স্বরূপশক্তির অস্তিত্বের কি প্রমাণ? তদুত্তর—'অগ' অর্থাৎ সর্বদা স্থির বৈকুণ্ঠাদি, 'জগৎ' অর্থাৎ অস্থির ব্রহ্মাণ্ডাদি যাহাদের 'ওকঃ' অর্থাৎ নিবাস স্থান; সেই জীবগণের যে সমস্ত অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত শক্তি আছে আপনি তাহাদের অববোধক অর্থাৎ সেই শক্তিগণেরও শক্তিত্ব- দায়ক। তন্মধ্যে প্রকৃতি জড় বলিয়া উহার বৃত্তি ও শক্তিসমূহও তাদৃশ হওয়ায় উদ্বোধে আপনার চিদ্রূপা স্বরূপশক্তিই কারণ—ইহা স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। আর চিচ্ছক্তিবৃত্তি অপ্রাকৃত শক্তিগণেরও উদ্বোধ তাঁহারই হইবে, যেহেতু তিনি সর্বাশ্রয়া, ইহাও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—এই ভাবার্থ।..."

কৃতার্থাশ্চ ইতি। তত্র সর্বানেবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব ভগবন্নির্দেশকতা দৃশ্যতে। তথাহি যদি তথাত্বেনৈব সা ন দৃশ্যতে তদা বস্তুতস্তৎসম্বন্ধাভাবাদখিললোকমলক্ষপণত্বেন পদপদার্থ-জ্ঞানহীনানাং মুগ্ধানামপি যৎ পাপহারিত্বং বেদান্তর্বর্তিন্যা ভগবৎকথায়াঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ "অস্পৃষ্টানললৌহদাহকতাবৎ", কিঞ্চ তস্যাঃ কল্পনাময়ত্বে সতি বিবেকিনস্তু ন তত্র প্রবর্তেরন্ বন্ধ্যায়াঃ সুপ্রজস্ত্বগুণশ্রবণবৎ। প্রবর্তন্তাং তদাবেশেন স্বধর্মং পুনর্ন ত্যজেয়ুঃ, রাজযশসো

অনুবাদ

বলিয়া অপরিমিত, এই অর্থ।" —এই টীকা। এখানে মাত্র স্বরূপবাচক 'আত্মা'-শব্দদ্বারা ও স্বরূপ-ভূতগুণবাচক 'ভগ'-শব্দদ্বারা ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। আর শব্দের রূঢ়িবৃত্তি, যাহার স্বরূপমাত্র ও স্বরূপভূত গুণ অবলম্বন, তদ্‌যোগে স্বরূপ প্রভৃতি শব্দসমূহ ও ঈশ্বরাদি শব্দসমূহ ইহা নির্দেশ করিতে সমর্থ। শ্রুতিসমূহ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ভগবানের স্বরূপ যদ্রূপ, তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ"; "তাঁহার পরা শক্তি বিবিধা বলিয়া কথিত" (—শ্বেঃ ৬।৮),—ইত্যাদি। সে শক্তি স্বরূপশক্তি বলিয়াই সকলেই জানেন, ইহাই শ্রুতিগণ (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) বলিয়াছেন—যাহাদের 'অগ'—অর্থাৎ স্থাবর, 'জগন্তি'-জঙ্গম, 'ওকঃ'সমূহ অর্থাৎ শরীরসমূহ, সেই সমস্ত জীবগণের যে অখিল শক্তিসমূহ, তাহাদের উদ্বোধক—হে উদ্দীপক—সম্বোধনপদ। সে সকলে বিচিত্রশক্তিপ্রকাশত্ব দর্শন করিয়া অনুমান হয় যে, মায়াও আপনার ঈক্ষণপ্রভাবেই ক্ষমতাহেতু আপনি স্বরূপভূত অশেষশক্তিলহরীর সমুদ্র—এই অর্থ। অথবা— 'আচ্ছা, মায়ানাশে মায়িক উপাধি জীবের ত' নাশ হইবে,—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—'অগ' প্রভৃতি; ইহার অর্থ পূর্বেরই ন্যায়। অপরপক্ষে তাহা হইতে স্বরূপশক্তি যোগেই তাহাদিগের

টিপ্পনী

মূলে আংশিক উদ্ধৃত "নামব্যাকরণং" (ভাঃ ৬।২।১০) শ্লোকটীর পূর্বার্ধ—"সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্", —'অর্থাৎ (পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত) সমস্ত পাপীরই—(যথা, চৌর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোবধকারী ও মহাপাতকী মনুষ্যগণেরই)—ইহাই (ভগবন্নামোচ্চারণই) শ্রেষ্ঠ উদ্ধারক প্রায়শ্চিত্ত। মহাপাপাচারী স্বপুত্রকে আহ্বান করিতে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করায় শ্রীবিষ্ণুদূতগণ আগমন করিয়া তাহাকে যমালয়ে লইবার জন্য আগত যমদূতগণকে নিরস্ত করিবার কালে এই সকল শ্লোক তাহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকটীর স্বামি-টীকা—"সুনিষ্কৃত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তম্। 'যতঃ'—যাহা হইতে অর্থাৎ 'নাম-ব্যাহরণ হইতে; 'তদ্বিষয়া' অর্থাৎ নামোচ্চারক বিষয়া, অর্থাৎ এলোকটী আমার; আমাকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, বিষ্ণুর এইরূপ মতি হয়।" চক্রবর্তি-পাদ স্বামিটীকাটী উদ্ধার করিয়া পরে অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তন্মধ্যে এখানে অল্প কিছু বিবৃত হইতেছে— "...(ভগবান্ অজামিলের মুখে) স্বনাম শ্রবণ করিয়াই তাঁহার উচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করিয়াই তাঁহাকে (বৈকুণ্ঠে) আনিতে নিজদূতগণকে আদেশ করেন; কাহারও বিষ্ণুই সেব্য—এই বুদ্ধিতে বিষ্ণুবিষয়া মতি হইলে ভগবান্ কি না করেন? অতঃপর যমদূতগণকে সাক্ষাৎ দেখাইবার জন্য অজামিলের তৎকালীন নাম-ব্যাহরণ সর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুত্রের নারায়ণ—এই নামকরণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুত্রাহ্বানাদিতে

৬০

গঙ্গাত্বশ্রবণেন তীর্থান্তরসেবনবৎ। অপি চ তথা সতি যে পুনরাত্মারামত্বেন পরমকৃতার্থাস্তে তদনাদরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন্, অমৃতসরসীমবগাঢ়া আরোপিততদধিক-গুণক-নদীবৎ। শ্রূয়তে চ তস্যাস্তত্তদ্গুণকত্বম্, যথা বৈষ্ণবে—"হন্তি কলুষং শ্রোত্রং ন যাতো হরিঃ।"

ইত্যাদৌ। অতৈত্রব (ভাঃ ১০।৮৭।৪০) "ত্বদবগমী ন বেত্তী"ত্যাদৌ। প্রথমে (ভাঃ ১।৭।১১) "হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিরি"ত্যাদৌ তস্মাদ্ গুণানাং গুণাদিপ্রতিপাদকবেদানাঞ্চ ভগবতা সম্বন্ধঃ স্বাভাবিক এব সর্বথেতি সিদ্ধম্।

অনুবাদ

একমাত্র সুখদায়িনী পূর্ণা শক্তি হইবে।—এই ভাবার্থ। এখানে এইভাবে তটস্থলক্ষণযোগেই শ্রুতিগণ বিচরণ (প্রতিপাদন) করিতেছেন, ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিগণও তাহা বলিয়াছেন, যথা— (তৈঃ ২।৭।১): "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ; যদেষ আকাশ আনন্দন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।..." অর্থাৎ 'যদি আকাশে (জীবের হৃদয়গুহাতে) আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম না থাকিতেন, তাহা হইলে কেহ বা প্রাণন বা প্রাণধারণ করিত, বা প্রাণক্রিয়া করিত ? তিনিই জীবকে আনন্দযুক্ত করেন।' (কেন উঃ ১২)— "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চ চক্ষুঃ... ॥"—অর্থাৎ

টিপ্পনী

বহুবার উচ্চারিত নামসমূহের মধ্যে যেটী প্রথম, সেইটী সর্বপাপপ্রশমক হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার পরে উচ্চারিত অন্য নামগুলিকে ভক্তিসাধক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।......'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ' (ভাঃ ৬।২।১৪)— এখানে 'অশেষ'পদ (সমস্ত কথাটী) থাকায় প্রথম নাম গ্রহণ করিলেই সর্ব পাপের, তাহাদের বাসনার, আর তাহার মূল অবিদ্যার পর্যন্ত নাশ হয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ পাপ-প্ররোহ অসম্ভব হওয়ায় প্রথম নামোচ্চারণেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছিল ; অন্তিম সময়ে নাম উচ্চারণের অপেক্ষা ছিল না। তবে যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, প্রথম প্রথম নামগ্রহণের পরেও তাহা হইলে অজামিল কেন নির্বেদ লাভ করিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইয়া গেল না ? পাপের প্ররোহ যখন রহিল না,তখনও কেন দাসীতে আসক্ত থাকিয়া প্রত্যুত সেই সমস্ত পাপ তাবৎকাল পর্যন্ত করিয়াছিল ? উত্তর—জীবন্মুক্ত-গণেরও যেমন সংস্কারবশে কিছু কর্ম থাকে, সেইরূপ তাঁহারও সেই সব পাপ তাবৎকাল পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ যে ঘটিয়াছিল, তাহাও যে সর্পের দন্ত উৎখাত হইয়াছে, তৎকর্তৃক দংশনের ন্যায় নিষ্ফল।..শ্রীভগবানের নাম একবার প্রবৃত্ত হইয়াই সদ্য সমূল পাপ সংহার করিলেও যেমন ফলের বৃক্ষ কালেই ফলদান করে, প্রায় কিছু বিলম্বেই ফলের চিহ্ন প্রদর্শন করে, সেইরূপ।.....।"

'ভয়দ্বেষাদিতে শ্রীবিগ্রহের স্ফূর্তি'—এতৎসম্বন্ধে দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৭।১।২৮-৩১)— "কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥ এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়া-মনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥ কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।"—অর্থাৎ 'পেশস্কৃৎ (কাঁচপোকা) কর্তৃক ভিত্তিগর্তে অবরুদ্ধ কীট (তৈলপায়ী—তেলেপোকা বা আর্সুলা) ভয় ও দ্বেষবশতঃ যেমন কেবল ঐ কাঁচ-

অত্র শ্রুতয়ঃ—"ওঁ আঽস্য জানন্তো" (ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩) ইত্যাদাঃ ; "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তি এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যত ইতি"(ছাঃ ৪।১৪।৩); ন কর্ম লিপ্যতে"(ঈশ ২)"পাপ-কেন তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" ; "এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপম-

অনুবাদ

'তিনি (ব্রহ্ম) কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু।' (শ্বেঃ ৬।১৪) —"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥"—অর্থাৎ 'তিনি (ব্রহ্ম) প্রকাশমান বলিয়াই, সকলে (সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি) দীপ্তিমান্ হয় ; তাঁহারই জ্যোতিতে ইহারা বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।' 'দেহান্তে'-ইত্যাদি—এখানে প্রকৃত পাঠ বোধ হয় 'বেদান্তে', যেহেতু ইহার পরে উদ্ধৃত "যস্য দেবে"—ইত্যাদি (শ্বেঃ ৬।২৩), ইহার পূর্বমন্ত্রটীতে বলা হইয়াছে—"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।"—অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ উপনিষৎসমূহে পরমপুরুষার্থ অতি গুহ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।' 'দেহান্তে'-স্থলে 'বেদান্তে' পাঠ লইয়া অর্থ—বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে দেব (ভগবান্) তারকব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, যথা—(শ্বেঃ শেষমন্ত্র ৬।২৩) "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—'অর্থাৎ 'যাঁহার ভগবানের প্রতি পরা অর্থাৎ ঐকান্তিকী শুদ্ধা ভক্তি আছে এবং যেরূপ ভগবানের প্রতি, গুরুর প্রতিও সেইরূপ, সেই মহাত্মার নিকটই এই সমস্ত উপনিষৎকথিত অর্থ বা বিষয়সমূহ প্রকাশপ্রাপ্ত বা হৃদয়ে যথার্থ অনুভূত হয়।'

টিপ্পনী

পোকারই স্মরণ করিতে করিতে তাহার (কাঁচপোকার) সমানরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিপ্রভাবে নিত্য মনুষ্য অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে অনেকে পাপমুক্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। ভক্তিযোগে ভক্তগণ যেমন ঈশ্বরে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করিয়া ভগবদ্‌গতি (ভগবৎপ্রেম) লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ হইতে তাহাতে ঐকান্তিক্ মনোনিবেশ ফলে ভগবদ্‌গতি (সাযুজ্যমুক্তিরূপে) লাভ করিয়াছেন।' অতএব ভয়-দ্বেষাদিতে একনিষ্ঠভাবে অভিনিবেশ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদিরূপ চিন্তা করিলে তাঁহার শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি লাভ ঘটে, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

তদ্রূপ সাঙ্কেত্যাদিতেও শ্রীনাম উচ্চারণ করিলেও শ্রীনামের প্রভাবে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। আমরা একটু উপরেই যে ভাঃ ৬।২।১০ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তিটীকার মধ্যে "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণম্" প্রভৃতি শ্লোকার্ধ (ভাঃ ৬।২।১০) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বার্ধটী এই—"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা"। —অর্থাৎ সম্পূর্ণ শ্লোকটীর অর্থ 'সঙ্কেত (অর্থাৎ অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে নামোচ্চারণ), পরিহাস (অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম উচ্চারণ), স্তোভ (অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নামোচ্চারণ) ও হেলা (অর্থাৎ অনাদরপূর্বক নামগ্রহণ)—এই চারি প্রকারে বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম লইলে ছায়ানামাভাস হয়। ইহাকে পণ্ডিতগণ (নামাপরাধশূন্য ব্যক্তির) অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।'

করবমি”ত্যাদ্যাঃ (তৈঃ ২।৯।১); “মুক্তা হ্যেনমুপাসত”—ইত্যাদ্যাঃ এবমন্যেঽপি শ্লোকা উপাসনাদি-বাক্যানাং ভগবৎপরতাদর্শকা যথাযথং যোজয়িতব্যা ইত্যভিপ্রেত্য নোদ্ধ্রিয়ন্তে।

ননু তর্হি ভবন্মতে শব্দনির্দেশ্যত্বে প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপততি। কিঞ্চ শ্রুতিভিরপি—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈঃ ২।৪।১, তৈঃ ২।৯।১); “অবচনেনৈব প্রোবাচ”,

অনুবাদ

(পূর্বপক্ষ)—‘আচ্ছা, তোমরা (শ্রুতিগণ) বিশেষরূপে কিরূপে জানিলে যে অজা বা মায়াকে লইয়া আমার কোনও কৃত্য নাই, আর আমি (ভগবান্) সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহই, আর স্বরূপশক্তিপ্রভাবে সমস্ত ঐশ্বর্যই অধিকার করিয়া আছি?’ উত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—‘ক্বচিৎ’ (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)—ইত্যাদি। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে পুরুষরূপে অজা মায়ার সহিত বিচরণকারী ক্রীড়ারত, আর নিত্য স্বরূপশক্তির আবিষ্কৃত স্বরূপভূত কেবল সত্য-জ্ঞান-আনন্দরসাত্মক ঐশ্বর্য লইয়া ক্রীড়াশীল আপনার আমরা শ্রুতি (নিগম) শব্দরূপে ও দেবতারূপে অনুচর্যা বা সেবা করি। অতএব আমরা সে সমস্ত জানি—এই অর্থ। শ্লোকে ‘তে’ (আপনার)—ইহার কর্ম বলিয়া ষষ্ঠীবিভক্তি। এ বিষয় বলা হইতেছে—

টিপ্পনী

শ্রীনামী (বাচ্য ভগবান্) ও শ্রীনাম (বাচক ভগবান্) অভিন্ন; তবে তৎসম্বন্ধে শ্রুতিগণ জাতি-বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্নভাবে বর্ণিত নাম-নামীর সাঙ্কেতিক রীতিতে শব্দের মুখ্যবৃত্তি যে রূঢ়ি, তদ্দ্বারাই ভগবত্ত্ব-নির্দেশপূর্বক শ্রুতিগণ তাঁহাতে বিচরণ (প্রতিপাদন, সেবা) করেন। “জয় জয়” (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) অর্থাৎ ‘মায়ানাশপূর্বক স্বীয় উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন’ বলিয়া শ্রুতিগণ উৎকর্ষযোগেই সেই মুখ্যবৃত্তিযোগেই শ্রুতিগণ ভগবানে বিচরণ করেন।

ইহার পর যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে “ন তৎ সমঃ” (শ্বেঃ ৬।৮) মন্ত্রটীর অনুরূপবাক্য গীতাতেও (১১।৪২) অর্জুন বলিয়াছেন—“ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ।” —অর্থাৎ ‘অন্য কেহ আপনা (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে অধিক ত’ দূরের কথা, আপনার সমানই কেহ নাই। “জয় জয়” শ্লোক বলিয়া শ্রুতিগণ নিজেদের ভগবদ্ভক্তিই প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীজীবপাদ যে সকল অতন্নিরসনকর শ্রুতি (যে গুলি ভগবান্ ব্যতীত পৃথক্ বস্তুর অস্তিত্ব নিরাস করেন) ভগবৎতাৎপর্যপর, তাঁহাদের কয়েকটী দিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটীতে (শ্বেঃ ৪।১০) পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলা হইয়াছে। মায়াবাদীরা বলেন—‘ব্রহ্ম মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া আপনাকে জীব বলিয়া অধ্যাস করেন। অধ্যাস মুক্ত হইলে জীবই ব্রহ্ম’, তাহা শ্রুতিসম্মত নহে। জীব মায়াবশ অর্থাৎ মায়াদ্বারা বদ্ধ হইবার যোগ্যতাযুক্ত; তাই বলা হইয়াছে—“মায়াধীশ—মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ; হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত’ অভেদ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২)। ইহার পরের মন্ত্রটী (শ্বেঃ ৪।৫) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এই সন্দর্ভের ৪৭শ অনুচ্ছেদে; সেখানে দ্রষ্টব্য।

যেখানে শ্রীভগবানের অপেক্ষিত পূর্বপক্ষ ‘মায়ানাশ হইলে মায়িক উপাধিময় জীবেরও নাশ হইবে’—ইহার উত্তরে শ্রুতিগণ বলেন যে, তাহা নয়, একমাত্র স্বরূপশক্তিযোগেই তাহাদের প্রকৃত সুখপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে বলা হইয়াছে যে, তটস্থলক্ষণ সহযোগে শ্রুতিগণের বিচরণ। ইহার অর্থ—যেখানে নিস্ত্রৈগুণ্যভাবে ভগবানের ভগবত্তা প্রতিপাদন করেন, সেখানে তাঁহাদের অন্বয়ভাবে সাক্ষাৎসেবা; আর যেখানে ত্রৈগুণ্যাত্মক বচনদ্বারা মায়ার বৈভব

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে" (কেন ১৫)। "যৎ শ্রোত্রং ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্" (কেন ১।৮) ইত্যাদৌ শব্দানির্দেশ্যত্বমেব তস্য নিষিধ্যতে ইত্যাশঙ্কায়াম্ উচ্যতে। যথা সাক্ষান্নির্দেশ্যত্বে দোষস্তথা লক্ষ্যত্বেঽপি কথং ন স্যাৎ। উভয়ত্রাপি শব্দবৃত্তিবিষয়ত্বেনাবিশেষাৎ। কিঞ্চ ন তস্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষান্নির্দেশ্যত্বং, কিন্ত্বনির্দেশ্যত্বেনৈব তথা নির্দেশ্যত্বমিতিসিদ্ধান্ত্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ

বেদ দুই প্রকার, ত্রৈগুণ্যবিষয় ও নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়। তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদ তিন প্রকার। প্রথম প্রকারটী হইতেছে—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তটস্থভাবে তাঁহাকে লক্ষ বা দৃষ্টি করে, যেমন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১।১) অর্থাৎ 'যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উদ্ভূত হয়'—ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার—তাঁহার ত্রিগুণময় ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিতাদি সকলের বর্ণন প্রভৃতিদ্বারা তাঁহার মহিমাদি প্রদর্শন করে, যেমন 'ইন্দ্র যাঁহা হইতে অবসিত বা বদ্ধজীবের (দেবাদির) রাজা'—ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার—ত্রৈগুণ্যের নিরাস করিয়া পরম বস্তুর উপদেশ দান করে। তাহাও আবার দ্বিবিধ—নিষেধদ্বারা ও সামানাধিকরণ্য (একাশ্রয়বৃত্তি) দ্বারা। তন্মধ্যে পূর্ব অর্থাৎ নিষেধদ্বারা (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮) "তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ এই 'না' 'না' শব্দবাচ্য" ; উত্তর বা পরবর্তী সামানাধিকরণ্যদ্বারা (ছাঃ ৩।১৪।১) 'এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম', (ছাঃ ৬।৮।৭) 'হে শ্বেতকেতো, তুমি (ত্বং-পদার্থ) তাঁহারই (তৎ-

টিপ্পনী

দেখাইয়া শ্রীভগবানে সে সকল বৈভবের স্পর্শ নাই দেখাইয়া ব্যতিরেকভাবে ভাবমাহাত্ম্য স্থাপন করেন। শ্রুতিগণের এই দ্বিবিধ সেবাকে তটস্থলক্ষণসহযোগে সেবা বলা হইয়াছে।

শ্রীজীবপাদ "তত্ত্বমসি" মন্ত্রাংশটীর (ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থ দিয়াছেন 'ত্বং' পদার্থ জীব ও 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্ম চিদাকার বলিয়া অভিন্ন। অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে 'তৎ' অর্থাৎ 'তৎ'-পদার্থেরই 'ত্বং'-পদার্থ জীব, অর্থাৎ তটস্থা শক্তি বলিয়া অংশ ; যেমন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা, ১৫।৭) ; সুতরাং গঠনে অংশী ব্রহ্ম ও অংশ জীবের মধ্যে অভেদ। এই ছান্দোগ্য মন্ত্রটী প্রথম হইতে এইরূপ—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি"—অর্থাৎ 'সেই যে এই অণিমা—অণুত্ব অর্থাৎ জীবত্ব ; ঐতদাত্ম্য —এই আত্মা বা জীব সম্বন্ধীয় এই সমস্ত জীবলোক সেই 'তৎ' পদার্থই অর্থাৎ ব্রহ্ম, উহা সত্য বা নিত্য, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নয়, সেই জীবাত্মা তুমি ('ত্বং' পদার্থ জীব) 'তৎ'—তৎপদার্থ 'ব্রহ্ম', অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে ; তা' বলিয়া তুমিই বৃহৎ বা সর্বব্যাপক ব্রহ্ম নও, ব্রহ্মের অনন্তকোটি বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটী অংশ।'

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩।৬)—এখানে 'ব্রহ্ম' ভগবান্‌কেই উদ্দেশ করিতেছে। তাহার কারণ—ভৃগু সপিতা বরুণকে ব্রহ্মজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলে পিত্রাজ্ঞায় পুনঃ পুনঃ তপশ্চরণ করিতে করিতে ক্রমানুসারে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে থাকিলেন। তাহাতেও পিতা তপশ্চরণ করিতে বলিলে অবশেষে আনন্দই ব্রহ্ম—ইহা জানিলেন, তখন আর তপশ্চরণের আদেশ দিলেন না। ইহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে—"সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।" স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি অর্থাৎ 'বরুণ হইতে ভৃগুকর্তৃক প্রাপ্ত এই বিদ্যা পরব্যোম ভগবদ্ধাম পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই বিদ্যা লাভ করেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়োলাভ

তথৈব তাসাং মহাবাক্যোপসংহারঃ (ভাঃ ১০।৮৭।৪১)—

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া, ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্যু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-, স্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

অত্র স্বরূপ-গুণয়ো র্দ্বয়োরপি দ্বিধৈবানির্দেশ্যত্বম্। আনন্ত্যেন ইদমিত্থং তদিতি নির্দেশা-সম্ভবেন চ। তত্র প্রথমমানন্ত্যেনাহুঃ, হে ভগবন্! তে তব অন্তম্ এতাবত্ত্বং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদি-

অনুবাদ

পদার্থের) হইতেছে'; অথবা ('সচ্চিদানন্দত্বে বা অপহতপাপ্মাদি অষ্টগুণে) তুমি তাঁহা হইতে অভিন্ন, (যদিও অণুত্বে ও বিভুত্বে ভিন্ন')—ইত্যাদি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' এই পূর্ববাক্যে তাঁহা হইতে জাত হইবার কারণ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'দ্বারা 'সমস্তই ব্রহ্ম' এই নির্দেশ বা নির্ধারণ করিয়া সেই বিশ্বে ইহা সৎ অর্থাৎ স্থূল, এই জ্ঞানের পরম আশ্রয় ভগবত্তত্ত্বের যিনি অধিকারী অংশ, তিনিই শুদ্ধ (প্রকৃতির

টিপ্পনী

হয়।' তৎপরে উদ্ধৃত (শ্বেঃ ৬।৮) মন্ত্রটীর প্রথম চরণটী "ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে"—ব্রহ্মপর; কিন্তু অবশিষ্টাংশ ভগবৎতাৎপর্যময়। ইহারই পূর্বমন্ত্রে (৬।৭) বলিয়াছেন—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং, পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" ইহা ব্রহ্মবাদিগণের "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ ৬।১৯) এইরূপ 'নেতি নেতি' দ্বারা নিষিধ্যমান নিঃশক্তিক ব্রহ্মমাত্র নহেন। এখানে তাঁহাকে বিবিধ স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তিযুক্ত ভগবৎস্বরূপই বলা হইয়াছে।

আমরা বেদের ত্রৈগুণ্যত্ব ও নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব বিচারে দেখিলাম যে, উভয় প্রকারেই শ্রুতি ভগবানে বিচরণ করেন। ত্রৈগুণ্যপর শ্রুতিগুণ পরোক্ষবাদ-অবলম্বনে নিস্ত্রৈগুণ্যেরই পরিচায়ক। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৩।৪৪) বলিয়াছেন—"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"—অর্থাৎ 'বেদ পরোক্ষ-বাদ, প্রকৃত অর্থকে গোপনপূর্বক অন্য প্রকার বর্ণনদ্বারা সেই অর্থেরই নির্দেশক। অজ্ঞ, শিশুতুল্য চঞ্চলস্বভাব জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ খণ্ডলড্ডুক প্রভৃতি লোভের প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক শিশুকে আরোগ্যফলপ্রদ কটু তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রবৃত্তিপর অজ্ঞ জনগণের জন্য স্বর্গাদি-সুখ-ফলের প্রলোভনচ্ছলে কর্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্মসকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন।' ইহার পরে (৪৬শ শ্লোকে) বলিয়াছেন—"নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥" —অর্থাৎ 'বেদবিধিপালনের উদ্দিষ্ট ফল নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি; স্বর্গাদি-ফল-প্রতিজ্ঞাপর শ্রুতিগুলি কর্মে রুচিপ্রদায়কমাত্র।' শ্রীভগবান্ (গীতা ২।৪৫) বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।"—অর্থাৎ (স্বামিটীকার অনুবাদ): 'বেদসমূহ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—ত্রিগুণাত্মক, যে সকল সকাম অধিকারী তাহাদিগের উপযোগী কর্মফল প্রতিপাদক; কিন্তু, অর্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য—নিষ্কাম হও।' অতএব ত্রৈগুণ্যপর ও নিস্ত্রৈগুণ্যপর শ্রুতিগণের একই উদ্দেশ্য—একবাক্যতাযোগে ভগবচ্চারিত্ব। আবার ব্রহ্মপর নিস্ত্রৈগুণ্য শ্রুতিগণ অতন্নিরসনমুখে মায়িক গুণগুলি 'এটি নয়' 'ঐটি নয়' করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অনুকথন করেন।

উপক্রমে (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) শ্রুতিগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উপসংহারেও (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) তাহাই মায়িক-

লোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুর্ন বিদুঃ। তৎ কুতঃ অনন্ততয়া, যদন্তবদ্বস্তু তৎ কিমপি ন ভবসীতি। আসতাং তে যস্মাত্ত্বমপি আত্মনোঽন্তং নাসি। কুতস্তর্হি সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিতা বা তত্রাপ্যাহুঃ; অনন্ততয়েতি—অন্তাভাবেনৈব। ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্বজ্ঞং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। শ্রুতিশ্চ "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" ইতি

অনুবাদ

অতীত) ব্রহ্ম, ইহাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। পরবর্তী 'তত্ত্বমসি'—এই বাক্যে 'ত্বং'-পদার্থ (জীব) 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মের ন্যায় চিদাকার (—অণুচিৎ জীবের গঠনে অচিৎ নাই), তৎ অর্থাৎ ব্রহ্মেরই তটস্থা শক্তিরূপ বলিয়া পদার্থের সহিত যে ঐক্য বা অভেদ উপপন্ন হইতেছে, তদ্দ্বারাও পদার্থ যে ব্রহ্ম, তাহা উদ্দিষ্ট হইতেছে। 'তৎ'-পদার্থজ্ঞান ব্যতীত 'ত্বং'-পদার্থের জ্ঞানমাত্রই অকিঞ্চিৎকর, এই কারণেই 'তৎ' পদার্থের প্রস্তাব বা উল্লেখ। উভয়স্থলেই ('তৎ'-পদার্থে ও শুদ্ধ 'ত্বং'-পদার্থে) ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণাত্মকত্ব) অতিক্রান্ত বা নিরস্ত হইল। এই ত্রৈগুণ্য নিরস্ত হওয়ায় সেই নিরসনকে উদ্দেশ করিয়া (অর্থাৎ শুদ্ধজীব ত্রিগুণাতীত বলিয়া) যেখানে তাঁহার (শুদ্ধজীবের) ধর্ম স্পষ্ট বোধগম্য হয়, সেখানে উহা ভগবৎ-পরতা (নৈষ্ঠিকী ভক্তি); আর যে ক্ষেত্রে উহা অস্পষ্ট, সেখানে উহা ব্রহ্ম-পরতা (ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব), ইহাই জানিতে হইবে। ত্রৈগুণ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা হইল। অতএব "অজয়া চরতোঽনুচরেৎ" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল।

অনন্তর নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রিগুণাতীতত্বও দ্বিবিধ, ব্রহ্মপর ও ভগবৎপর। যথা—(তৈঃ ৩।৬)—'ভগবান্ আনন্দ, আনন্দ হইতেই ভূতবর্গ জাত হয়, আনন্দদ্বারা বর্ধিত হয়, আনন্দের দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দে সংবেশ বা উপবেশন করে অর্থাৎ শান্তি লাভ করে।' (শ্বেঃ ৬।৮)—'সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাহায্যে কোনও কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই। পরাৎপর বস্তু তাঁহার সমান বা অধিক কোনও তত্ত্ব নাই। তাঁহার পরা (মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা) স্বাভাবিকী (স্বরূপভূতা) শক্তি, জ্ঞান (চিৎ বা সংবিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)

টিপ্পনী

বস্তুর নিরাসযোগে সেই কথাই অন্যভাবে বলিয়া সর্বশ্রুতিগণই ভগবানেই বিচরণ বা তাঁহারই প্রতিপাদন সেবা করিতেছেন, তাহাই বুঝাইলেন। এই শ্লোকটী ১০২তম অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইবে।

মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতি-মন্ত্রটীর মর্ম এই যে, অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রই ভগবজ্জ্ঞানবিষয়ে মূল প্রমাণ; ইন্দ্রিয়জ্ঞান, অন্যশাস্ত্র বা তর্কাদি বেদমূলক না হইলে তাহা প্রামাণিক নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমরা পাঠক মহোদয়গণকে অস্মদীয় টিপ্পনীসহ তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদটী অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আর (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৬) যাজ্ঞবল্ক বিদগ্ধ শাকল্যকে 'ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। বিদগ্ধ শাকল্য পূর্বে বিদেহরাজ জনককে উপদেশ দিয়াছিলেন সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা 'হৃদয়ই ব্রহ্ম'; ঔপনিষদ্ ব্রহ্মসম্বন্ধে উত্তর দিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানদ্বারা

অনন্তত্বমেবাহুঃ যদন্তরেতি—যস্য তবান্তরা মধ্যে ননু অহো সাবরণা উত্তরোত্তরদশগুণসপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসি ইব সহ একদৈব ন তু পর্যায়েণ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং তত্র ভ্রমণাৎ স্বরূপগতমানন্ত্যং তেষাং বিচিত্রগুণানামাশ্রয়ত্বাৎ গুণগতঞ্চ জ্ঞেয়ম্। শ্রুতয়শ্চ—

"যদূর্ধ্বং গার্গি দিবঃ যদর্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যাদ্যাঃ। (বৃহঃ উঃ ৩।৮।৪৭)।

"বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রাবোচং, যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।" ইত্যাদ্যাশ্চ।

অনুবাদ

ভেদে ত্রিবিধা' ইত্যাদি। অতএব "আত্মনা চরতোঽনুচরেৎ" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল। অতএব শ্রুতি (নিগম, বেদ) যে তাঁহাতে বিচরণ করেন, তাহাও সিদ্ধ বা স্থাপিত হইল। (উপনিষদাদি নিস্ত্রৈগুণ্য শ্রুতিসমূহ স্বতঃই সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানে বিচরণ বা প্রতিপাদন সেবা করেন ; অন্য অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যবিষয়া শ্রুতিসমূহ ঐ একই বাক্য ("অজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ"—ভাঃ ১০।৮৭।১৪) বলিয়া জানিতে হইবে, (অর্থাৎ তাঁহারাও সাক্ষাৎ বিচরণ করেন)। মায়াকে নিরাস করিবার জন্যই এক এক করিয়া তাহার সেই সমস্ত গুণের অনুকথন করা হয় ; পরে অখণ্ড বা একত্র সমস্ত গুণসমূহ সহিত মায়াকে নিরাস করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎস্বরূপ গুণাদির (মায়িক সত্ত্বাদি গুণ নহে) নির্দেশ করা হয়,—এই (উপরি কথিত) তদেকবাক্যতা প্রকাশপূর্বক সেই এই (একই) সিদ্ধান্ত এই উপক্রম বা প্রারম্ভিক বাক্যে (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) সম্যগ্‌ভাবে নির্দিষ্ট হইল। সেইরূপ উপসংহারে বা সমাপন-বাক্যেও (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) "শ্রুতয়স্ত্বয়ি···ভগবন্নিধনাঃ"—অর্থাৎ 'শ্রুতিসমূহ অতৎ-নিরসন (নেতি নেতি বলিয়া মায়িক বস্তুর নিরাস) করিতে করিতে ভবন্নিধনা অর্থাৎ আপনাতেই সমাপ্তিযুক্ত হইয়া আপনাতেই অর্থাৎ আপনাকেই অবলম্বন বা বিষয়ীভূত করিয়া, সফল হইয়া থাকে',—ইহা শ্রুতিগণ বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যপাদের ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়া প্রমাণিত শ্রুতিবচনও এইরূপ আছে,যথা—'চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়াদি, তর্কবিচার, স্মৃতি—কিছুই ইঁহাকে (ভগবান্‌কে) জানাইতে অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতে পারে না,—ইত্যাদি ; কেবল বেদই তাহা পারেন।' এবং 'ঔপনিষদ অর্থাৎ উপনিষদে কথিত পুরুষ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি' (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদিও ; অর্থাৎ ভগবান্ উপনিষৎ হইতেই বোধগম্য ॥ ১০০ ॥

টিপ্পনী

তর্কাদি বিচারে ঔপনিষদ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। উপনিষৎ বা শ্রুতিই ব্রহ্মের প্রতিপাদন সেবায় তৎপর। "নায়মাত্মা প্রবচনেন"—ইত্যাদি (কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩) প্রসিদ্ধ শ্রুতি মন্ত্রটী এই কথাই বলিয়াছেন যে, শ্রৌতপন্থা বা শ্রুতির আনুগত্যদ্বারা পরমাত্মা বা ভগবানের কৃপালাভ ভিন্ন স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা কেহ তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ দর্শনে সমর্থ নয়। ১০০।

হি যস্মাদেবগতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি কথঞ্চিৎ কিঞ্চিদেবোদ্দিশ্য পুনরনন্তকথনেনৈব ত্বয়ি পর্যবস্যন্তি। অতঃ শ্রুতাবপি প্রাজাপত্যানন্দতঃ শতগুণানন্দত্বমভিধায় পুনঃ—"যতো বাচ" ইত্যাদিনা অনন্তত্বেন বাগতীতাসংখ্যানন্দত্বং ব্রহ্মণ উক্তম্। যদুক্তম্—

"ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে। পশ্যন্তোঽপি জানন্তি মেরোরূপং বিপশ্চিতঃ॥" ইতি। অতোঽত্রানির্দেশ্যত্বেনৈব নির্দেশ্যত্বম্। যত্তু "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদৌ স্বরূপস্য সাক্ষাদেব নির্দেশঃ, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদৌ গুণস্য চ শ্রূয়তে। তত্র চ তথৈব ইত্যাহুঃ—"অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা" ইতি অতৎ প্রাকৃতং যদ্বস্তু তন্নিরস্যৈব ভবৎপর্যবসানাৎ।

অনুবাদ

অনন্তর (পরবর্তী ভাঃ ১০।৮৭।১৫ শ্লোকে) যে প্রকার শ্রুতিগণ বিশেষভাবে ব্রহ্মে (ভগবানে) বিচরণ বা প্রতিপাদন সেবা করেন, এবং ব্রহ্মের (ভগবানের) ঐ সেবাপরায়ণা হইয়াও যে ভাবে তাঁহারা পর্যবসিত হ'ন,তাহারই উদ্দেশে তাঁহারা বলিতেছেন,যথা—"প্রলয়ে প্রকৃতি পর্যন্ত সমুদয় পদার্থ আপনাতে লীন হইলে আপনিই মাত্র অবশিষ্ট থাকায় বেদজ্ঞগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে বৃহৎ বা ব্রহ্মরূপে অবগত (বলিয়া জানেন)। যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘটাদির মৃত্তিকাতেই উদয়াস্ত বা উৎপত্তি ও লয় হয়, সেইরূপ

টিপ্পনী

"বৃহদুপলব্ধম্" (ভাঃ ১০।৮৭।১৫) শ্লোকের স্বামিটীকা—'বেদসমূহ কি করিয়া আমাকেই (ভগবান্‌কেই) এতাদৃশ গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করে, যেহেতু 'ইন্দ্র জঙ্গম ও স্থাবর জীবের রাজা'—এই সকল ইন্দ্রকে, আর 'অগ্নি আদিত্যরূপে স্বর্গের মূর্ধা'—ইত্যাদি অগ্নিকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন ?' এই অপেক্ষিত পূর্বপক্ষের উত্তর—'বৃহৎ'-ইত্যাদি, এই উপলব্ধ বা দৃষ্ট ইন্দ্রাদি সমস্তই বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহা আপনি বলিয়াই বেদবিদ্‌গণ (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ) জানেন। 'কিরূপে' ? ব্রহ্মই অবশেষে থাকেন বলিয়া। 'কি হেতু ?' যেহেতু বৃহৎ হইতেই সকলের উদয়াস্ত বা উৎপত্তি-প্রলয়, তিনি সকলেরই উপাদান। 'তবে কি ব্রহ্ম বিকারী ?' না, তিনি অবিকৃত, বিবর্ত (ভ্রমপ্রতীতবিশ্বের) অধিষ্ঠানরূপে তিনি বিকারহীন। 'বা'-শব্দ উপমার্থ ; যেমন বিকৃত ঘটাদির মৃত্তিকাতে উদয়াস্ত, সেইরূপ। ...'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত। ..যেমন মৃত্তিকা-পাষাণ-ইষ্টকাদিতে পদার্পণ করিলে পৃথিবীকে অতিক্রম করে না, সেইরূপ বেদসমূহ বিকারজাত যে কিছু বলেন, তাহা সকলের কারণ, পরমার্থভূত আপনাকেই প্রতিপাদন করে।...।" চক্রবর্তিটীকা—"তোমরা (শ্রুতিগণ) কেবল আমাকেই পরমেশ্বর বলিতেছ না, অপিতু 'ইন্দ্রো যাতো...', 'অগ্নির্মূর্ধা'...' ইত্যাদিতে ইন্দ্র, অগ্নিকেও পরমেশ্বর বলিয়াছ। ইহার উত্তর—ইহা যদি বলেন, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু জগৎকারণই পরমেশ্বর, এই নিয়ম থাকায় ও ইন্দ্রাদির জগৎকারণত্ব দেখা যায় না বলিয়া আপনিই জগৎকারণ পরমেশ্বর, আর ইন্দ্রাদিকে আপনি যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য দিয়াছেন মাত্র, এই কথা বলিতে বলিতেছেন—'বৃহৎ'—ইত্যাদি। এই উপলব্ধ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা অবগত ইন্দ্রাদি সমস্তকে বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই বলিয়া বেদবিদ্ ঋষিগণ জানেন। কি জন্য ? অবশেষতা হেতু অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনি (প্রলয়ে) একমাত্র অবশেষ থাকেন বলিয়া। উপমা ?—যেহেতু মৃত্তিকার বিকার ঘটাদির যেমন মৃত্তিকাতেই উদয়াস্ত, সেইরূপ উপাদানকারণ আপনা হইতেই বিশ্বের

অয়মর্থঃ—"বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ" ইত্যাদিনা "হ্রীর্ধীর্ভীরেতৎ সর্বং মন এবে"ত্যাদিনা চ যৎ প্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়তে তৎ সর্বং ব্রহ্ম ন ভবতি ইতি "নেতি নেতি" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদিনা চ নিষিধ্যতে। অথ চ "সত্যজ্ঞানাদি" বাক্যেন "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি-বাক্যেন চ তদভিধীয়তে। তস্মাৎ প্রাকৃতাদন্যদেব তজ্‌জ্ঞানাদি ইতি তেষাং জ্ঞানাদিশব্দানামতন্নিরসনেনৈব ত্বয়ি পর্যবসানম্—ইতি। ততশ্চ বুদ্ধ্য-গোচরবস্তুত্বাদনির্দেশ্যত্বং তথাপি তদ্রূপং কিঞ্চিদস্তি ইতি উদ্দিশ্যমানত্বান্নির্দেশ্যত্বঞ্চ। তথা

অনুবাদ

আপনি উপাদান কারণ বলিয়া অবিকৃত আপনাতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়। অতএব বেদজ্ঞ ঋষিগণ মন, বচন ও আচরণ বা ক্রিয়াদ্বারা আপনারই সেবার বিধান করিয়াছেন; যেমন মনুষ্যগণের পদক্ষেপ (যেখানেই হউক) তাহা ভূমিতে অযথা কিরূপে, অর্থাৎ ভূমিতে না হইয়া অন্যত্র কিরূপে হইবে?" (গ্রন্থকারের টীকা)—এই সমস্ত বৃহৎ বা ব্রহ্মই উপলব্ধ বা অবগত তাহা কিরূপে? উত্তর—বিকৃতি অর্থাৎ বিশ্ব হইতে অবশিষ্যমানরূপে; কিসের মত? মৃত্তিকার মত; যেমন বিকৃতি অর্থাৎ ঘটাদি হইতে অবশিষ্যমানরূপে সমস্ত ঘটাদি দ্রব্য মৃত্তিকা বলিয়াই উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বৃহৎও (ব্রহ্মও)- এই অর্থ। তাহার কারণ—যেহেতু বৃহৎ (ব্রহ্ম) হইতে বিকৃতির উদয়াস্ত (উৎপত্তি-লয়)

টিপ্পনী

উদয়াস্ত হয়। তবে ত' আমার বিকারিত্ব আসিয়া গেল? না, আপনি 'অবিকৃত'—বিকাররহিত; ইহা অদ্ভুতই বটে যে, উপাদান হইয়াও আপনার বিকারিত্বের অভাব। ইহা গজেন্দ্র তাঁহার স্তবে (ভাঃ ৮।৩।১৫) বলিয়াছেন—"নমো-নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়"—অর্থাৎ 'হে সকলের কারণ, অথচ স্বয়ং অকারণ ও অদ্ভুতকারণ (ভগবন্), আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি'; শ্রীধরস্বামিপাদ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'মৃদাদি কারণ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়, আপনি সেরূপ নহেন; আপনি উপাদান হইলেও মৃত্তিকাদির ন্যায় আপনার বিকারের অভাব, এইজন্য আপনি বিচিত্র-কারণ।' আপনি অবিকৃত থাকিয়াই এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ...অথবা (অন্য অর্থ) প্রকৃতি আপনার শক্তি, প্রকৃতি জগদুপাদান বলিয়া আপনার জগদুপাদানত্ব। ...কিন্তু প্রকৃতির বিকারসত্ত্বেও আপনার বিকারিত্ব নাই, যেহেতু প্রকৃতি আপনার স্বরূপশক্তি নহেন; আপনার স্বরূপ মায়াতীত বলিয়া সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই কারণে ঋষিগণ আপনাতেই মন-বচন-আচরিত অর্থাৎ ধ্যান-কীর্তন-পরিচর্যা করেন, বিকারভূত ইন্দ্রাদিতে তাহা পৃথক্ করেন না। এখানে 'কথমযথা' প্রভৃতি বলিয়া অর্থান্তরন্যাস হইয়াছে; মানবগণের পদক্ষেপ যেখানে সেখানে হউক না কেন, পৃথিবীতে কিরূপে অযথা হয় অর্থাৎ না দেওয়া হয়? পৃথিবীতেই দেওয়া হয়; মৃত্তিকা-পাষাণ-ইষ্টকাদিতে দত্তপদ পৃথিবীকে অতিক্রম করে না। সেইরূপ বেদসমূহ বিকারজাত যাহা কিছু বলিয়াও আপনাকেই সর্বকারণ পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করেন। এ সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১)—অর্থাৎ 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন', (যেহেতু ইহা ব্রহ্মেরই মায়াশক্তিকর্তৃক প্রকটিত) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—অর্থাৎ 'বাক্যের দ্বারা যাহার নাম ঘটাদি হয়, তাহা আরম্ভণ বা বিকার অর্থাৎ কার্য; মৃত্তিকাই সত্য অর্থাৎ কারণ'। 'সত্য' অর্থে 'কারণ' শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।২৪।১৮) বলিয়াছেন—'যাহাকে উপাদানরূপে স্বীকার

পরোক্ষজ্ঞানেন চ দশমস্ত্বমসি ইতিবদ্বাক্যমাত্রেণৈব তস্য স্বপ্রকাশরূপস্যাপি বস্তুনঃ বিশুদ্ধচিত্তে স্বপ্রকাশদর্শনাৎ শ্রুতিশব্দস্য স্বপ্রকাশতাশক্তিময়ত্বমেবাবসীয়তে।

উক্তঞ্চ—"শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ।" ইতি। "বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ" ইতি (ভাঃ ১১।৩।৪৩)। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুমঃ" (ভাঃ ৬।১।৪০) ইতি।

অনুবাদ

অবগমন করেন—শ্রুতিগণ মনে করেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি" (তৈঃ ৩।১।১) ইত্যাদি। অতএব মৃত্তিকার উপমা তাঁহার (ব্রহ্মের) উপযোগী—এই ভাবার্থ। পূর্বপক্ষ—তাহা হইলে উহার মত তাঁহার বিকারিত্বও আছে, কেমন? না, তাহা নয়—ইহাই বলিতে, বলিতেছেন 'অবিকৃত বা বিকারশূন্য আপনা হইতে'। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) এই ন্যায়প্রস্থান অর্থাৎ বেদান্তানুসারে অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐরূপ হইয়াও বিকারশূন্যই (বিকারী নহেন), এমন যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে—এই অর্থ।]

যদিও এ স্থলেও বৃহৎ বা ব্রহ্ম সশক্তি বলিয়াই উপপন্ন হইতেছেন, তথাপি ভগবত্তা আবিষ্কৃত বলিয়া উপপন্ন না হওয়ায় ব্রহ্মই উপপন্ন হইতেছেন, যেহেতু সর্বপ্রকারে শক্তির পরিত্যাগ হইলে তাঁহার

টিপ্পনী

করিয়া পূর্বভাব (মহত্তত্ত্বাদি) অপরভাব (অহঙ্কারাদি) বিকার বা সৃষ্টি করে, সেই উপাদান-কারণই সত্য'।" এই (ভাঃ ১১।২৪।১৮) শ্লোকটীর টীকার ভূমিকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"কার্য ও কারণ—উভয়ই সত্য হইলেও 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—এই শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে 'সত্য'-শব্দে কারণকেই বলা হয়।" শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় প্রথমে স্বামিপাদের টীকার অনুবর্তন করিয়া পরে 'স্বব্যাখ্যায় (অর্থাৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণবমতানুযায়ী ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"অতএব এই প্রকারে অস্বরূপগুণসমূহ নিরসনপূর্বক সাক্ষাৎ স্বরূপগুণ নির্দেশদ্বারা অন্য শ্রুতিতে যে সকল অস্বরূপগুণের কথা পাওয়া যায়, সেই সব কথায় পক্ষপাতশূন্য (কেবল স্বরূপগুণ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত) শ্রুতিগণ স্তোত্র পাঠ করাতে ঐ পক্ষপাতকারিণী সেই সকল অন্য শ্রুতি যেন লজ্জায় পড়িয়া তাঁহাদের নিজেদেরও যে সব শাস্ত্র তাঁহাদের অপেক্ষাযুক্ত, তাঁহাদেরও ভগবানেই শব্দের লক্ষণাবৃত্তিসহ (মুখ্যা বৃত্তির সহিত নয়) যে বিচরণ (প্রতিপাদন-সেবা), তাহা সাক্ষাদ্রূপেই ঘটাইবার জন্য তাঁহারাও স্তব করিতেছেন। 'উপলব্ধ' অর্থাৎ দৃষ্ট ও অনুমিত যাহা কিছু, সেই এই সমস্ত জগৎ 'বৃহৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আপনিই (ভগবান্)। তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বৃহত্ত্বের হানি হয়। পূর্বপক্ষ—বৃহৎ জগতের বৈলক্ষণ্য মহৎই বটে, তবু এই প্রকার ঘটিয়া থাকে (অর্থাৎ বৃহদতিরিক্তও অন্য বস্তু থাকে)। তদুত্তর—'অবশেষতয়া' অর্থাৎ প্রলয়ে তিনিমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন; সমস্তই তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত, ইহা পাওয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত—যেমন বিকৃতি অর্থাৎ ঘটাদির কারণ মৃত্তিকা সেইরূপ। পূর্বপক্ষ—ঘটাদির উৎপত্তি প্রভৃতি যে মৃত্তিকা, তাহা ত' দেখা যায়, কিন্তু জগতের উৎপত্ত্যাদি যে বৃহৎ হইতে, তাহা ত' দেখা যায় না। উত্তর—বৃহৎ হইতে জগতের উদয়াস্তময়ত্ব শ্রুতিবিশেষ বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষ—তাহা কিরূপ? তাহা হইলে ত' তাঁহারও (ব্রহ্মেরও) তাহার (প্রকৃতির) ন্যায় বিকারত্ব হয়। উত্তর—না, না; 'অবিকৃত' অর্থাৎ বিকারশূন্য তাঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই ঐ উদয়াস্ত হয়, শ্রুতিগণ বলেন। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ

"কিংবাপরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" (ভাঃ ১।১।২) ইতি চ। অতএব "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৬) ইত্যত্রোপনিষন্মাত্রগম্যত্বং শ্রুতির্বোধয়তি, "চাক্ষুষং রূপম্"—ইতিবৎ। ততশ্চ শ্রুতিময্যা স্বপ্রকাশতাশক্ত্যা প্রাকৃতত্বদ্বস্তুজাতং তম ইব নিরস্য স্বয়ং প্রকাশতে, তস্মান্ন তত্রাপি নির্দেশ্যত্বম্। নহি স্বেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশ্যো ভবতি যথা তেন ঘট ইতি বক্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্নত্বাৎ। যদি চ শক্তিশক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্রিয়তে, তদা নির্দেশ্যত্বমপীত্যানির্দেশ্যত্বেনৈব নির্দেশ্যত্বং সিদ্ধম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—

অনুবাদ

উপপাদনে উহা অসমর্থ হইয়া পড়ে ও তুচ্ছত্ব আসিয়া যায়। এইজন্যই এস্থলে ব্রহ্মই উদাহৃত হইলেন অতএব মৃত্তিকামাত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাতে কর্তৃত্বাদিও উপস্থাপিত হয় নাই। তাহাতে এই ব্রহ্মপ্রতিপাদনও শ্রীভগবানেই পর্যবসিত হইতেছে, এই কথাই বলিতেছেন—"অতঃ" ইত্যাদি; 'অতঃ' অর্থাৎ এই ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হইতেও (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষিগণ অর্থাৎ বেদসমূহ আপনাতে শ্রীভগবানেই মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য ও বচনের আচরিত অর্থাৎ অভিধান (নামাদি) 'দধুঃ' অর্থাৎ ধারণ করিয়াছেন। উভয়ই (ব্রহ্ম, ও ভগবান্) এক বস্তু বলিয়া মাত্র ভগাদির (ঐশ্বর্য, বীর্য প্রভৃতির) আবিষ্কার ও অনাবিষ্কার-দর্শনেই ভেদকল্পনা করায়—এখানে অর্থান্তরন্যাস-নামক অলঙ্কার হইয়াছে, (যাহাতে এক অর্থের দ্বারা অন্য অর্থের সমর্থন হয়,যেমন এখানে উপরে বলা হইয়াছে 'এই ব্রহ্মপাদন শ্রীভগবানেই পর্যবসিত হইতেছে')। 'নৃণাং' (মনুষ্যদিগের)—অর্থাৎ ভূচরপ্রাণিগণের অথবা সম্যগ্‌দর্শিগণের ভূমিতে দত্ত বা নিক্ষিপ্তপদ কিরূপে অযথা হয় অর্থাৎ ভূমি প্রাপ্ত হয় না? অপি তু তাহাতেই (ভূমিতেই)

টিপ্পনী

২।১।২৭, তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদের অস্মদীয় টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত)—এই ন্যায় অনুসারে আর চিন্তামণি প্রভৃতির (অত্যদ্ভুত শক্তির) দৃষ্টান্ত অনুসারে শ্রুতিগণ তাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতিগণ বক্তব্য বলিতেছেন—'অতঃ'—ইত্যাদি। এই হেতু ঋষিগণ অর্থাৎ বেদসমূহ, কতকগুলি আমাদের (স্তোত্রপঠিকা শ্রুতিগণের) অনুবর্তী জগতের এক দেশের স্তাবকরূপে, আর কতকগুলি আমাদের ন্যায় আপনার (ভগবানের) শুদ্ধস্বরূপগুণাশ্রিত বিবেকযুক্তরূপে বৃহৎ অর্থাৎ আপনাতেই 'মনোবচনাচরিত' অর্থাৎ তাৎপর্য ও অভিধারূপ ধারণ করিয়াছেন। 'তাৎপর্য' বলিতে সকল কার্য-কারণে পর্যবসায়ী হইয়া স্থিত হওয়ায় তাহাদের নির্দেশও তাৎপর্যে পর্যবসিত। আর পরমকারণ আপনার অভাবে তাহাদের ,অত্যন্ত অভাবজন্য 'অভিধা'। এই বিষয় সুস্পষ্ট করিতে অর্থান্তরন্যাস বলিতেছেন—'কথমযথা'—ইত্যাদি। ইহা স্বামিপাদটীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'পদ' অর্থাৎ পদার্থ বা ঘটাদিবস্তুসমূহ। অতএব আমরা যে একমাত্র আপনাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রবৃত্ত; আমাদিগের নিকট অন্যাচরিত (—অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিপাদন) অজ্ঞগণেরই যোগ্য বলিয়া প্রতীত, বিজ্ঞগণের নহে। এ বিষয়ে মুখ্য শ্রুতিসমূহ, যথা—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদি; এই পক্ষীয় শ্রুতি, যথা—'ইন্দ্রো যাতো'—ইত্যাদি; ইহাদের মধ্যে দৃষ্টান্তদর্শিকা শ্রুতি, যথা—'বাচারম্ভনং বিকারঃ'—ইত্যাদি। এই শ্রুতিমন্ত্রটী 'মৃত্তিকেত্যেব' ইহার মধ্যে 'ইতি'-শব্দটীর

"অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যন্তদ্বাচ্যং সর্বাগমোক্তিতঃ। অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতম্॥" ইতি।

শ্রুতৌ চ "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি" (কেন ১।৪) ইতি। ইদমভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রীপরাশরেণাপি "যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাম্। নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ॥" ইতি।

নন্বাবিষ্কৃতশক্তের্ভগবদাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতাশক্তিস্বরূপত্বং বেদস্য—সম্ভবতি। ততশ্চানাবিষ্কৃতশক্তের্ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্তস্মাৎ কথম্ ? ইতি উচ্যতে অস্মন্মতে তস্যাপি প্রকাশো ভগবচ্ছক্ত্যৈব। তদুক্তম্ (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)—

অনুবাদ

পর্যবসিত হয়। অতএব যে কোনও প্রকারে প্রতিপাদন করুন, ফলে কিন্তু আপনাতেই হইবে—এই ভাবার্থ। ইহাই বলা হইয়াছে (ভাঃ ৩।৩২।৩২)—"নির্গুণবিষয় শুদ্ধ জ্ঞানযোগ ও আমাতে (ভগবানে) নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তিযোগ—এই উভয়ের একই অর্থ (প্রয়োজন,—উভয়েই ভগবৎ-শব্দ জ্ঞাপক।" এ বিষয়ে মধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিও বলেন—"অহো! এই পুরুষকেই (ভগবান্‌কেই) সমস্ত নাম বন্দনা করেন, যেমন সমুদ্রই যাহাদের গন্তব্যস্থল, সেই সমস্ত বিভিন্ন স্থান হইতে ক্ষরণলীলা নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে, এই প্রকার এই সমস্ত নাম পুরুষেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ ভগবৎ-তাৎপর্যময়।"

অতএব এই প্রকারে (মনের আচরিত) তাৎপর্যদ্বারা ও (বচনের আচরিত) অভিধান বা নামাদিদ্বারা ভগবদ্রূপে ও ব্রহ্মরূপে--আপনিই সমস্ত বেদের গোচর—ইহাই বলা হইল।

টিপ্পনী

দ্বারা সমস্ত বাক্যটীই বিবেচিত হইতেছে, কেবল মৃত্তিকা নয়, যেহেতু ইহা মুখ্য। এই 'ইতি'-শব্দবিনাই বক্তব্য অর্থটী সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহা হইতেই বাক্যযোগে আরব্ধ হয় অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘটাদি যাহা কিছু ব্যবহারের বস্তু করিয়া লওয়া হয়, সে সমস্তের নাম বিকার, মৃত্তিকা সে সকল হইতে অনন্যভূত (অর্থাৎ অভিন্ন); ইহাই সত্য, গৌতম-মতাদির (ন্যায় শাস্ত্রের) ন্যায় ভিন্ন নহে ; ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪—এই ন্যায়ানুসারে।" এই সূত্রটীর গোবিন্দভাষ্যে শ্রুতি-মন্ত্রটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহোদয়গণ উহা আলোচনা করিলে ভাল হয়।

গ্রন্থকার-টীকায় উদ্ধৃত "যতো বা ইমানি ভূতানি"--ইত্যাদি শ্রুতি (তৈঃ ৩।১।১) এই গ্রন্থের ১০০তম অনুচ্ছেদে ও তত্ত্বসন্দর্ভের ৫৫শ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)—এই বেদান্ত সূত্রটী এই গ্রন্থের ১৫শ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে ও তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদের অস্মদীয় টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উদ্ধৃত "জ্ঞানযোগশ্চ"—ইত্যাদি (ভাঃ ৩।৩২।৩২) শ্লোকটীর অন্বয়ে টীকাকারগণের সামান্য একটু মতভেদ আছে। স্বামিপাদটীকা—"যেমন জ্ঞানযোগে ভগবান্‌ই প্রাপ্য, সেইরূপ ভক্তিযোগদ্বারাও। নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ ও মন্নিষ্ঠ ভক্তিলক্ষণযোগ—এই উভয়েরই একই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। তাহা কি ? এই প্রয়োজনের ভগবৎ-শব্দ লক্ষণ বা জ্ঞাপক। গীতায় (১২।৪) শ্রীভগবদুক্তি—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'—অর্থাৎ '(যাঁহারা অনির্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সর্বভূতহিতেরত তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন'।" ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ব্যেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥" ইতি।

ন চৈতেন পরপ্রকাশ্যত্বমাপততি ব্রহ্ম-ভগবতোরভিন্নবস্তুত্বাৎ। অত্র লৌকিকশব্দেনাপি যঃ কশ্চিত্তদুপদেশঃ স তু তদনুগতেস্তয়া শ্রুত্যৈবানুগৃহীততয়া সম্ভবতীত্যুক্তম্। অতস্তদনুশীলনাবসরে তদ্ভক্ত্যনুভাবরূপস্য তচ্ছব্দস্য তু সুতরাং তৎস্বরূপশক্তিবিলাসময়ত্বাৎ ন তত্র নিষেধঃ। কিং তর্হি মনোবিলাসময়স্যৈবেতি সর্বমনবদ্যম্। অতএব সৌপর্ণশ্রুতৌ "প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ

অনুবাদ

সেটী (ভগবানের সর্ব বেদগোচরত্ব) যথার্থই, কাল্পনিক নহে, এ কথা শ্রুতিগণ পরবর্তী (ভাঃ ১০৮৭।১৬ শ্লোকে বলিতেছেন—"হে ত্রিলোকের ঈশ্বর! সূরি বা বিবেকি-সাধকগণ সমস্ত লোকের মলনাশক অর্থাৎ বাসনা পর্যন্ত সমস্ত কর্মদোষনাশক আপনার কথারূপ অমৃতসমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাপসমূহ বা সমস্ত সাংসারিক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; যাঁহারা (সিদ্ধভক্তগণ) স্বীয় ভজন-প্রভাবে আশয় বা অন্তঃকরণের গুণ (রাগ-দ্বেষাদি) ও কালের গুণ (জরা প্রভৃতি) বিধূত বা বিনাশ করিয়া অখণ্ড সুখানুভবস্বরূপ আপনার শ্রীচরণ ভজন করেন, হে পরম (পরমেশ্বর), তাঁহাদের কথা কি বলিতে হইবে ? অর্থাৎ তাঁহারা যে জাগতিক দুঃখ পরিত্যাগ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" (গ্রন্থকারের টীকা, যথা)

টিপ্পনী

বলিয়াছেন—"পূর্বশ্লোকে মাত্র জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। তাহা ভালরূপে বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানেই সকল উপাসনার তাৎপর্য দেখাইতেছেন। মন্নিষ্ঠ ও নৈর্গুণ্য—এই দুইটী উভয়যোগেরই বিশেষণ। যদিও 'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং… মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্'—অর্থাৎ 'কৈবল্যজ্ঞান সাত্ত্বিক, কিন্তু আমাতে নিষ্ঠাযুক্তজ্ঞান গুণাতীত'—এই ভগবদুক্তির সহিত নৈর্গুণ্যের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাহার ফল যে কৈবল্য, তাহার নির্গুণত্ব বলা হইয়াছে। 'দ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ' বলিয়া ইহাই বলা হইয়াছে।" চক্রবর্তি-টীকা—"যোগের ফলদানকালে জ্ঞানত্ব হওয়ায় জ্ঞান ও ভক্তি, এই দুইটী সাধনই এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। ঐ দুইটীর (জ্ঞান ও ভক্তির) সাধ্য যথাক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি—এই দুইটী হইলেও কথিত ন্যায়ানুসারে ভগবান্ই ব্রহ্ম হওয়ায় (সাধ্যটী) ভগবৎপ্রাপ্তি, এই একই ফল হইবে। আমিই ব্রহ্ম হওয়ার জন্য জ্ঞান মন্নিষ্ঠ। নৈর্গুণ্য ও ভক্তিলক্ষণযোগ—এই উভয়ের একই অর্থ বা প্রয়োজন। তাহা কি ? ভগবৎ-শব্দ যাহার লক্ষণ বা জ্ঞাপক, তাহাই। গীতা (১২।৪) ও (১৪।২৭)—'ব্রহ্মণো হি'—ইত্যাদি, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মের, নিত্য অমৃত মুক্তির, সনাতনধর্ম ভক্তির ও ঐকান্তিক বা অখণ্ডসুখের প্রতিষ্ঠা বা আধার'। এই হেতু সাযুজ্য ও প্রেম—এই সাধ্য দুইটী ভগবানেরই সিদ্ধি।"

পরবর্তি-বেদস্তুতি শ্লোকটীর (ভাঃ ১০।৮৭।১৬) স্বামিটীকা—"আপনিই (ভগবান্ সমস্ত বেদের বিষয়, ইহা শ্রুতিগণ সাধুগণের আচরণদ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন। হে 'ত্র্যধিপতে' অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপা মৃগীর নর্তক! সর্বকারণ বলিয়া আপনিই পরমার্থ, এই কারণে 'সূরি' অর্থাৎ বিবেকিগণ 'অখিললোকে… অমৃতাব্ধি' অর্থাৎ সকললোকের পাপধ্বংসকারী আপনার 'কীর্তিসুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া অর্থাৎ তাহা সেবন করিয়া তপঃ অর্থাৎ যাহারা তাপ দান করে, সেই পাপ বা দুঃখসমূহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। আপনার কথামাত্র যখন পাপ বিনাশ করে, তখন আবার 'স্বধাম…গুণঃ' অর্থাৎ স্বধাম বা স্বরূপের বিশেষ স্ফূর্তি হইলে আশয়গুণ' অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম রাগাদি ও কালের গুণ জরা প্রভৃতি যে বিধূত বা পরিত্যাগ করিয়া,

যন্ন জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি যন্ন শৃণ্বন্তি, শৃণ্বন্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চ।” ইতি শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ

—ভোঃ ত্র্যধিপতে! ব্রহ্মাদি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) তিন গুণাবতারের পতি অর্থাৎ তাঁহাদের অবতারী নারায়ণনামা পুরুষ, তাঁহারও উপরিচরস্বরূপ বলিয়া অধিপতি ভগবান্। অতএব হে সর্বেশ্বরেশ্বর! যেহেতু আপনাতেই বেদসমূহের তাৎপর্য ও অভিধান পর্যবসিত ; এই হেতু সূরিগণ অর্থাৎ বিবেকিগণ পরম্পরা-বিধানে প্রতিপাদনপর বেদভাগকেও পরিত্যাগপূর্বক কেবল আপনার 'অখিললোকমলক্ষপণ' অর্থাৎ সকলপাপনিরসনহেতু কীর্তিসুধাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত নিষেবণ করিয়া তপঃপ্রধান বা তাপসক (তাপ বা ক্লেশদায়ক) তপঃসমূহ বা কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সব সাধক-গণেরও যদি ঐ বিষয়ে এই রূপ হয়, তাহা হইলে যাঁহারা 'স্বধামবিধুতাশয়কালগুণ'—অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ স্ফুরণদ্বারা অন্তঃকরণকে, জরাদির হেতু কালপ্রভাব ও সত্ত্বাদিগুণসমূহ জয় করিয়াছেন, আবার যাঁহারা আপনার অজস্রসুখানুভবস্বরূপ পদ অর্থাৎ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে ভজন করেন, তাঁহারা সেই সিন্ধুতে অবগাহন-পূর্বক যে সে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন—সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি?—তাহা হইলে কি ব্রহ্মমাত্রের অনুভবনিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন—এই অর্থ। ইহা বলা হইতেছে—জগতে তিন প্রকার মনুষ্য—মুগ্ধ, বিবেকী ও কৃতার্থ। বেদসমূহ এই ত্রিবিধজনগণকেই অধিকার করিয়া অর্থাৎ প্রয়োজন-

টিপ্পনী

ইত্যাদি (ছাঃ ৪।১৪।৩— অনুবাদ গ্রন্থকারের টীকার অনুবাদে দ্রষ্টব্য)—অর্থাৎ পাপকর্মে লিপ্ত হ'ন না, কর্মফলজনিত সুকৃত ও দুষ্কৃত দূর করিয়া দেন। এই প্রকার 'এতং হ বাব'—ইত্যাদি (তৈঃ ২।৯।১ অনুবাদজন্য গ্রন্থটীকা দ্রষ্টব্য)। সমস্ত বেদ আপনার সদ্‌গুণের কীর্তন করেন বলিয়া সকল মনীষি আপনার পরমমঙ্গলপ্রদ গুণসমূহ শ্রবণাদিদ্বারা বা আপনাতে রত থাকিয়া আপনার পাদপদ্ম স্মরণে গতক্লম বা নষ্টক্লান্তি হ'ন।

ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বৈষ্ণবতোষণী টীকায় প্রদত্ত কেবল ভূমিকাটী দিয়াছেন, যথা—"এক্ষণে শ্রুতিগণ শুদ্ধভগবল্লীলা-তাৎপর্যযোগে কেবল শ্রীভগবানেই বিচরণ অর্থাৎ প্রতিপাদন-সেবা করেন ; অতএব এইরূপে ইঁহাদের সকলের তাঁহাতেই তাৎপর্য শ্রবণ করিয়া সময় পাইয়া এই স্তবটী করিতেছেন।" ইহার পর বৈষ্ণবতোষণী টীকা—"হে অধিপতে, অর্থাৎ উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্যে বর্তমান সকলেরই অধীশ্বর! যেহেতু এই প্রকারে আপনাকেই প্রতিপাদন করিতে সমস্ত শ্রুতিগণেরই বিভিন্ন বিচারের প্রয়াস, এই হেতু ঐ বিচারের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া সূরি বা বিবেকিগণ অখিলমল অর্থাৎ বাসনা পর্যন্ত কর্মদোষের নিরসনী যে কথা, তাহাই অমৃতাব্ধি অর্থাৎ অপার পরমানন্দ, তাহাতে অবগাহন বা আবেশ করিয়া তপঃ অর্থাৎ সর্বসাংসারিক দুঃখ ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ হইলে, হে পরম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ভগবন্, ইহা কি পুনরায় বলিতে হইবে যে, যাঁহারা 'স্বধাম…গণ' অর্থাৎ আত্মারাম বলিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াও 'অজস্রসুখানুভব' অর্থাৎ প্রতিক্ষণ সুখানুভবের উল্লাসরূপ পদ অর্থাৎ আপনার চরণারবিন্দ ভজন করেন, তাঁহারা উহাতে অবগাহনপূর্বক সেই সব দুঃখ ত্যাগ করেন? বরঞ্চ তাঁহারা সেই সুখ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের আত্মারামতা-সুখের আবেশ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। অতএব এই প্রকারে ভগবল্লীলাপাদিকা শ্রুতিগণের স্বাভাবিক ও অতিশয়িত

স্বরূপতঃ শক্তিমদ্রূপস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতশক্তিরূপত্বমপি দর্শ্যতে

অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্বেন চ বিরাজতীতি। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্তাপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎসংজ্ঞামাপ্নোতীতি তচ্চ ব্যাখ্যাতম্। তদেব চ শক্তিত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞামাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্ববৃত্তিভেদেনানন্তায়াঃ কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে। যথা (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫)—

"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥"

অনুবাদ

সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্‌কে অকাল্পনিকরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা দেখা যায়। যদি সেইরূপ বলিয়া উহা না দেখা হইত, তাহা হইলে বস্তুতঃ সেই সম্বন্ধের (অর্থাৎ বেদসমূহ ভগবত্তা-প্রতিপাদক, ইহার) অভাবে 'অখিললোকমলক্ষপণরূপে পদ-পদার্থ-জ্ঞানহীন মুগ্ধগণেরও পাপহরণ করিয়া থাকে, ইহা যে বেদমধ্যস্থিতা ভগবৎকথা হইতে হয়, ইহা প্রসিদ্ধ থাকিত না, যেমন অগ্নিস্পর্শরহিত লৌহের দাহকতা নাই (অর্থাৎ যে বেদ কল্পনাময় ও ভগবানের সহিত বাস্তবসম্বন্ধহীন, তাহার কথা লোকের পাপ ধ্বংস করিতে পারে না)। আরও যেমন এই বন্ধ্যা সুসন্তানবতী—ইহা শুনিলে কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ বেদান্তবর্তিনী ভগবৎকথা কল্পনাময়ী হইলে বিবেকিগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। অথবা প্রবৃত্ত হইলেও তাহার আবেশে আবার স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, যেমন কোনও রাজার যশকে গঙ্গা বলিয়া শ্রবণ করিলে কেহ অন্য তীর্থের সেবা ত্যাগ করেন না। অধিকন্তু ঐরূপ হইলে যাঁহারা আবার আত্মারামরূপে পরম কৃতার্থ, তাঁহারা স্বীয় আত্মারামত্বকে অনাদর করিয়া ভগবৎকথায় অবগাহন করিতেন না, যেমন অমৃতহ্রদে অবগাহনরত কেহ নদীবিশেষের আরোপিত অধিকগুণ শ্রবণ করিয়া তল্লোভে ঐ হ্রদে অবগাহন ত্যাগ করেন না। ভগবৎকথার ঐ সমস্ত গুণসম্বন্ধে শাস্ত্রে শ্রবণও করা যায়,যথা

টিপ্পনী

ভগবৎসম্বন্ধ বলা অভীপ্সিত। এ বিষয়ে মুখ্য মুখ্য শ্রুতি—'নৈবাভাসেহহূন্ শব্দান্ বাচো বিলাপনং হি তৎ।"—অর্থাৎ 'বহু শব্দ অভ্যাস করিবে না; উহা বাক্‌শক্তির ক্লান্তিকর;' 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি'—অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীর ধূলাকণাসমূহ গণনা করিতে পারিয়াছেন, তিনিও বিষ্ণুর অনন্ত বীর্যের কথা বলিতে পারেন নাই'; 'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনঃ'—অর্থাৎ 'যাঁহাকে সকল দেবগণ ও মুমুক্ষু ব্রহ্মবাদিগণও প্রণাম করেন'—প্রভৃতি। শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।১১।২০) বলিয়াছেন—যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম, স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্, বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥'—অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, যে বাক্যে জগতের বিশুদ্ধিজনক, মদীয় সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াত্মক চরিত অথবা ভগবৎপ্রেমাস্পদ অবতার বর্ণিত হয় নাই, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাদৃশ নিষ্ফল বাক্য ধারণ বা গ্রহণ করেন না।' (এই ভগবদুক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে)—সৃষ্টি প্রভৃতি জন্য যে সাক্ষাৎ ঈক্ষণাদি কর্ম, তাহা লীলা।"

গ্রন্থকার টীকায় উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের "হন্তি কলুষং" শ্লোকাংশটীর অনুরূপ অর্থের শ্লোকে (ভাঃ ১।২।১৭)—"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"—অর্থাৎ 'যাঁহার নাম শ্রবণ ও

শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। শক্তিশব্দস্য প্রথমপ্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গা মহাশক্তিঃ। মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততাভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্বস্যা ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী সম্পৎ। নন্বিয়ং মহালক্ষ্মীরূপা, তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ শ্রীর্জাগতী সম্পৎ। ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি" ইত্যাদি (ভাঃ ৩।১৬।৭) বাক্যম্। যত উক্তং চতুর্থশেষে (ভাঃ ৪।৩১।২২) শ্রীনারদেন—

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরাণে—"সেই হরি শ্রবণপথগত হইয়া কলুষনাশ করেন।—ইত্যাদি। এই শ্রুতিস্তোত্রেই (ভাঃ ১০।৮৭।৪০) আছে 'হে ভগবন্, যিনি আপনাকে জানিয়াছেন বা আপনার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর অন্য কিছু জানেন না, আপনা হইতে প্রাপ্ত শুভাশুভ স্বকর্মফলের অনুসন্ধানই রাখেন না।" প্রথমস্কন্ধ-ভাগবতেও (ভাঃ ১।৭।১১) এইরূপ বলিয়াছেন—"শ্রীশুকদেব শ্রীহরির গুণ শ্রবণ করিয়া আক্ষিপ্তমতি হইয়াছিলেন।"—ইত্যাদি। অতএব সিদ্ধ (স্থাপিত) হইল যে, শ্রীভগবানের সহিত গুণসমূহের ও তৎপ্রতিপাদক বেদসমূহের স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

এ বিষয়ে শ্রুতিসমূহ ; যথা—"ওঁ আস্য জানন্তঃ" (ঋক্ ১।১৫৬।৩) ইত্যাদি (অনুবাদাদি ৪৭শ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) "যথা পুষ্করপলাশম্" (ছাঃ ৪।১৪।৩) ইত্যাদি—যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, এইরূপ যিনি এই প্রকার ভগবজ্‌জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাতে পাপকর্ম শ্লিষ্ট হয় না। তিনি পাপজ কর্মদ্বারা লিপ্ত হ'ন না ; তাঁহার সেই জ্ঞান সুকৃত-দুষ্কৃত (পুণ্যপাপ) কম্পিত বা বিদূরিত করেন।" "যিনি ব্রহ্মই আনন্দ—ইহা জানেন, এই প্রকার তিনি সন্তপ্ত হ'ন না (উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করেন না)—'আমি কি সাধুকর্ম করিলাম না, আমি কি পাপ করিলাম'—ইত্যাদি (তৈঃ ২।৯।১) "মুক্তা" ইত্যাদি—

টিপ্পনী

কীর্তন পরমপুণ্যময় বা পাবন—এমন ও সাধুগণের সুহৃৎ বা হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামরূপ-গুণাদি-শ্রবণকারী মানবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তদন্তর্গত অভদ্রসমূহ অর্থাৎ পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।' আরও (ভাঃ ২।২।৩৭)—"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥" —অর্থাৎ 'যাঁহারা পরমাত্মা ভগবানের ও তদ্ভক্ত সাধুগণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্রীকৃত করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হ'ন।'

ইহার পর যে শ্রুতিস্তোত্র আংশিক উদ্ধৃত হইয়াছে (ভাঃ ১০।৮৭।৪০), তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে—"ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-, র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ। অনুযুগমন্বহং সগুণগীত-পরম্পরয়া, শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ।"—অর্থাৎ 'যে সকল ভক্ত আপনার তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা আপনার নিকট

"শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞঃ॥" ইতি।

তত্র তদর্থিদ্বিপদপত্যাদিসহভাব উপজীব্যঃ। তথা দুর্বাসসঃ শাপনষ্টায়াস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবং সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেয়সীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবির্ভূয় দৃষ্ট্যা কৃতবতী ইতি শ্রূয়তে। এবমপরাপি। তত্র ইলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। তত্র চ পূর্বস্যা ভেদো বিদ্যা তত্ত্বাববোধকারণং সংবিদাখ্যায়াস্তদ্বৃত্তের্বৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়া প্রকাশদ্বারম্ অবিদ্যা-

অনুবাদ

মুক্তগণই তাঁহার উপাসনা করেন,"—ইত্যাদি। এই প্রকার অন্যান্য যেসকল শ্লোকে উপাসনাবাক্যসমূহ যে ভগবৎপর, তাহা প্রদর্শন করেন, সেগুলি এখানে যোগ করিয়া লইতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে সেগুলি আর উদ্ধৃত হইল না।

পূর্বপক্ষ—আচ্ছা, তাহা হইলে আপনাদের মতে ভগবান্ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য বলিয়া তাঁহাতে প্রাকৃতত্ব আসিয়া পড়িল। অধিকন্তু শ্রুতিগণও তাহাই বলেন, যেমন—(তৈঃ ২।৪।১, তৈঃ ২।৯।১) "বাক্যসমূহ ও মন যাঁহা হইতে (যাঁহার বর্ণন ও চিন্তন করিতে অসমর্থ হওয়ায়) প্রতিনিবৃত্ত হয়"; "বাক্যবিনাই বলিলেন, অর্থাৎ তিনি বাক্যের অতীত"; "যিনি বাক্যদ্বারা উদিত বা কথিত হ'ন না, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের অতীত কিন্তু যাঁহা কর্তৃক বাক্য বা শব্দ উদিত বা প্রকাশিত হয়" (কেন ১।৫); "শ্রোত্র বা কর্ণদ্বারা যাঁহাকে কেহ শ্রবণ করেন না, অর্থাৎ যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ যাঁহাদ্বারা শ্রবণবৃত্তি ক্রিয়াবতী হয়" (কেন ১।৮);—ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে ভগবানের শব্দনির্দেশ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবান্ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য ন'ন, বলা হইয়াছে—এই প্রকার (পূর্বপক্ষের) আশঙ্কাস্থলে উত্তর বলা হইতেছে। যেমন সাক্ষাৎ নির্দেশ্য বলিলে দোষ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে লক্ষ্য বস্তু বলিয়া নির্ণয়

টিপ্পনী

প্রাপ্ত শুভাশুভ অর্থাৎ পুণ্যাপাপের ফলভূত গুণদোষসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন না তত্তৎকালে মনুষ্যগুণের স্তুতি ও নিন্দাবাক্যও অনুসন্ধান করেন না। যেহেতু যুগে যুগে অবতীর্ণ অপ্রাকৃতগুণসিন্ধু আপনি মনুষ্যগণকর্তৃক সতত কীর্তিত আপনার নাম ও গুণসংকীর্তনপ্রবাহদ্বারা তাঁহাদের কর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া অপবর্গগতি অর্থাৎ প্রেমভক্তি প্রদান করেন।'

এই অনুচ্ছেদের উপসংহারে শ্রীজীবপাদ যে বিচার উঠাইয়াছেন, তাহাতে পূর্বপক্ষের কথা হইতেছে যে ভগবান্‌কে বাক্যদ্বারা নির্দেশ করিতে গেলে তিনি প্রাকৃত হইয়া গেলেন; তখন তাঁহাকে আর অপ্রাকৃততত্ত্ব বলা যায় না। শ্রুতিতেও তাহা বলেন, যথা—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈঃ ২।৪।১, ২।৯।১), 'কেন'-উপনিষদেরও প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন—'ব্রহ্ম বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর।' উত্তর—ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ নির্দেশ্য বলা যেমন দোষ, তাঁহাকে লক্ষ্যবস্তুরূপে বিবেচনা করাও দোষ। মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই জড়। সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ধারণা করিতে গেলে আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপিত্বই ধারণার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা ত' প্রাকৃত। ভগবদ্‌বিগ্রহবিরোধী সম্প্রদায়বিশেষ দিগ্-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উপাসনা

লক্ষণো ভেদঃ। পূর্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদিবিস্মৃতিহেতুর্মাতৃভাবাদিময়প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষঃ। অতএব গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরক ইতি তাপন্যাং শ্রুতৌ। যথাবসরমেতদপি বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপবিস্মৃত্যাদিহেতুরাবরণাত্মকবৃত্তিবিশেষঃ। চ-কারাৎ পূর্বস্যাঃ

অনুবাদ

করিলে দোষ হইবে না কেন ? যেহেতু উভয়ক্ষেত্রেই শব্দবৃত্তিরই বিষয় বলিয়া কোনও বিশেষ ভেদ নাই। অধিকন্তু প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় তিনি সাক্ষাৎ নির্দেশ্য ন'ন, কিন্তু অনির্দেশ্য বলিয়াই সেইভাবে নির্দেশ্য— ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে (১০১)।

টিপ্পনী

করেন। কিন্তু দেশ-কালও ত' প্রাকৃত বস্তু; সুতরাং প্রাকৃত দোষ হইতে, সুতরাং শব্দবৃত্তির প্রভাব হইতে, কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে ? প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ভগবান্ সাক্ষান্নির্দেশ্য ন'ন; তিনি অনির্দেশ্যরূপেই নির্দেশ্য। জ্ঞানিগণের নিকট ভগবান্ অনির্দেশ্য। তাঁহারা তাঁহাকে তাহা বলিয়াই সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। কর্মিগণের প্রাকৃতদর্শন, জ্ঞানিগণ তন্মুক্ত বলিয়া কর্মিগণ হইতে তাঁহারা ভগবানের প্রিয় (গীতা ৭।১৭-১৮)। কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তগণের ভক্ত্যুত্থ অপ্রাকৃতদর্শন বলিয়া তাঁহারা তদপেক্ষাও প্রিয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভাষায় (উপদেশামৃত ১০ম শ্লোকে)—"কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-, স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।" অর্থাৎ 'জ্ঞানিগণ কর্মিগণ হইতে সর্বতোভাবে ভগবান্ হরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্ঞান হইতে মুক্ত শুদ্ধভক্তি যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহারা সেই জ্ঞানিগণ হইতেও ভগবানের প্রিয়; আর তন্মধ্যে যাঁহাদের ভগবৎ-প্রেমেই একমাত্র নিষ্ঠা তাঁহারা আরও বিশেষভাবে ভগবৎপ্রিয়।' ভগবানের প্রিয়তম তাঁহার অপ্রাকৃত বিগ্রহ-সাক্ষাৎকারের অধিকারী ভক্তগণ তাঁহার বিগ্রহবর্ণনে যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন, সে সমস্ত প্রাকৃত নহে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫)। এ সম্বন্ধে যাহা বেদ বলিয়াছেন তাহা ৪৬শ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত "ন চক্ষুষা", যমেবৈষঃ", "ন সন্দৃশে"—মন্ত্রগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" (কঠ ১।৩।১২)—অর্থাৎ সকলজীবে গূঢ় বা অদৃশ্য ভাবে থাকায় এই আত্মা (পরমাত্মা) প্রকাশিত হ'ন না (সকলের দৃগ্‌গোচর নহেন)। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধি-সংযোগে সূক্ষ্মদর্শী (অপ্রাকৃত দ্রষ্টা ভক্তশ্রেষ্ঠগণ) তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। এখানে 'সূক্ষ্মদর্শী' বলিতে "যমেবৈষঃ" মন্ত্রানুসারে ভক্তাগ্রগণ্যগণকেই বুঝিতে হইবে। ৪৮শ অনুচ্ছেদে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, 'ব্রহ্মের বিকরণত্ব-সকরণত্বের কথা একমাত্র শ্রুতি হইতেই জানিবে—উহা তর্কের অতীত।' এ সম্বন্ধে বিচার তত্ত্বসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদের অস্মদীয় টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; ১২শ অনুচ্ছেদে "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ"—ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, শ্রুতিসমূহ, কেবল শ্রুতি নহে ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতিও মহেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বসিত; ঐ সকল শাস্ত্র অপৌরুষেয় (ভগবৎকথিত)। শাস্ত্রের শব্দসমূহ প্রাকৃত নহে, অতএব প্রতিবাদযোগ্যও নহে। সুতরাং উহাতে যে সকল ভগবৎকথিত শব্দ, তদ্দ্বারা ভগবানে নির্দেশ্যত্ব সিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে (যেমন ভাঃ ৩।১৫ অঃ, ১০।৩ অঃ, বিঃ পুঃ ৫।৩ অঃ ইত্যাদি) যে ভগবদ্‌বিগ্রহবর্ণনা, তাহা অপ্রাকৃত শব্দযোগেই হইয়াছে; শ্রীভগবান্ সে সকল অপ্রাকৃত শব্দদ্বারা নির্দেশ্য। যাঁহারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ-দর্শন অতিক্রম করিয়া অপরোক্ষ-দর্শন পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভগবানের অপ্রাকৃত রূপদর্শনের পরিবর্তে তাঁহার ব্যতিরেকমুখী ধারণামাত্র করিয়াছেন; ভগবানের নাম, রূপ, গুণ,

সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-ভক্ত্যাধারশক্তি-মূর্তি-বিমলা-জয়া-যোগা-প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্র **সন্ধিন্যেব সত্যা,** জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সংবিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি **জ্ঞেয়ম্।** **প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ।** ঈশানা সর্বাধিকারিতাশক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। এব-**মুত্তরস্যাশ্চ যথাযথমন্যা জ্ঞেয়াঃ।** তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তয়ো ন বিব্রিয়ন্তে বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ। মূলে **তু সেবাংশমাত্র-সাধারণ্যেন গণিতাঃ।** বহিরঙ্গসেবিত্বঞ্চ তস্যা ভগবদংশভূতপুরুষস্য বিদূরবর্তিতয়ৈ-**বাশ্রিতত্বাৎ।** তথা চ দশমস্য সপ্তত্রিংশে নারদেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবাস্তাবি (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩)—

অনুবাদ

সেই প্রকারই শ্রুতিগণের মহাবাক্যের উপসংহার (ভাঃ ১০।৮৭।৪১)—"হে ভগবন্ আপনি অনন্ত বলিয়া দ্যুপতিগণ অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকের অধিপতি ব্রহ্মাদিই আপনার অন্তপ্রাপ্ত হ'ন না, এমন কি আপনি স্বয়ংও। অহো, আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিকণাসমূহের মত আপনার মধ্যে কাল-চক্রে যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। আপনি অনন্ত বলিয়া শ্রুতিগণ অতৎ অর্থাৎ মায়া ও মায়িকবস্তু নিরাস করিতে করিতে আপনাতেই সমাপ্ত হইয়া অবধিভূত আপনাকেই বিষয়রূপে পাইয়া সফল হইয়াছে।" (গ্রন্থকার-ব্যাখ্যা)—এ স্থলে স্বরূপ ও গুণ, এই দুইটী দুই প্রকারে অনির্দেশ্য,—প্রথম অনন্ত বলিয়া এবং দ্বিতীয়—এটী এইরূপ ও সেটী অন্য, এইভাবে নির্দেশ করা অসম্ভব বলিয়া। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্তত্ব-সম্বন্ধে বলিতেছেন। হে ভগবন্, আপনার অন্ত অর্থাৎ আপনি এই পরিমাণ, ইহা দ্যুপতি অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকপতি ব্রহ্মাদিও প্রাপ্ত হ'ন না অর্থাৎ জানেন না। তাহা কেন ? অনন্ত বলিয়া ; অন্তযুক্ত যে বস্তু, তাহা আপনি কিছুই ন'ন। তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক্, যেহেতু আপনিও নিজের অন্ত জানেন না। তাহা হইলে তবুও কেন আমাকে সর্বজ্ঞ বা সর্বশক্তিমান্ বলা হয় ? তাহারও

টিপ্পনী

ধাম প্রভৃতি প্রাকৃত শব্দদ্বারা বর্ণনীয় মনে করিয়া সে সকল হইতে বিরত থাকেন, যেহেতু তিনি তাঁহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন। ভক্তশ্রেষ্ঠগণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য ভগবানের অপ্রাকৃত নামাদির নিদিধ্যাসনে অসমর্থ হইয়া "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৮।৪।৫।৬)—এই শ্রুতি মন্ত্রটীতে যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়যোগে ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট, তাহার উপলব্ধিতে তাঁহারা অসমর্থ হইয়া কেবল প্রাকৃতনিষেধ পর্যন্ত তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন, অপ্রাকৃতগ্রহণের জন্য উদ্যোগী না হইয়া ভগবান্‌কে শব্দদ্বারা অনির্দেশ্য বলিয়া আত্মগৌরব অনুভব করেন। প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় তিনি সাক্ষাৎ নির্দেশ্য নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার অনির্দেশ্যত্বই নির্দেশ্য। ১০১।

মূল শ্লোকের (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) টীকার ভূমিকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"(পূর্ব ৪০শ শ্লোকে) আপনার অবগমী বা তত্ত্বজ্ঞ সুখ-দুঃখ ও বিধিনিষেধের অনুসন্ধান করেন না বলা হইয়াছে। এখন পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, যেহেতু তাঁহাকে দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তবে তাঁহাকে কিরূপে জানিতে পারা যায় ? উত্তর—সত্যই তিনি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া তাঁহার মহিমা অজ্ঞেয়, যেমন শ্রুতিও (বৃঃ আঃ ৩।৮।৪,৭) বলিয়াছেন। অতএব অবিষয়স্বরূপেই

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥
ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমভ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধুর্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥" ইতি।

অনুবাদ

উত্তর বলিতেছেন—অনন্ত বলিয়া অর্থাৎ অন্তের অভাব বলিয়া। শশবিষাণ (খরগোসের সিং, যাহা হয় না তাহা) না জানায় সর্বজ্ঞতার ব্যাঘাত হয় না, অথবা তাহার অপ্রাপ্তি অর্থাৎ সেই জ্ঞান পাইতে সমর্থ না হইলে শক্তি বা বৈভবেরও ব্যাঘাত হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"হে বৎস, পরব্যোমে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) যিনি অধ্যক্ষ (নারায়ণ), যদি বা জানেন, অথবা তিনি না জানিতেও পারেন।" ইহাতে অনন্তত্বই বলিয়াছেন। বলিতেছেন 'যদন্তরা'—ইত্যাদি। যাঁহার অর্থাৎ আপনার অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে 'নন্থ' অর্থাৎ অহো, 'সাধারণ' অর্থাৎ উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্ত আবরণযুক্ত অণ্ডনিচয় (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) বহিতেছে অর্থাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। 'বয়ঃ' অর্থাৎ কালচক্রক্রমে 'খ' (অর্থাৎ আকাশে) রজঃ (অর্থাৎ ধূলিকণাসমূহ) 'সহ' অর্থাৎ একই কালে, পর্যায়ক্রমে নয়। ইহাদ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তন্মধ্যে ভ্রমণহেতু স্বরূপগত অনন্তত্ব বলা হইল, আর সেই সমস্ত বিচিত্রগুণের আশ্রয় বলিয়া গুণগত অনন্তত্বও জানিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—'অয়ি গার্গি, যাহা স্বর্গের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে, এই সকল, আর যাহা

টিপ্পনী

তাঁহার জ্ঞান হয়। এই প্রকার শ্রুতিপ্রতিপাদিত অপরিমিত ভগবন্মহিমা এই শ্লোকে বলিতেছেন।" "ভবন্নিধনাঃ"—ইহার ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বেদোক্তি 'অস্থূলমণু'—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্থূলও নয়, অণুও নয়,—ইত্যাদি নিষেধদ্বারা শূন্যই বুঝাইতেছে—এরূপ বলিতে হইবে না, যেহেতু শ্রুতিগণ 'ভবন্নিধনাঃ'—অর্থাৎ আপনাতেই শ্রুতিগণের নিধন সমাপ্তি। নিরবধি নিষেধ সম্ভব নয়; অতএব অবধিভূত আপনাতে ফলিত বা পর্যবসিত হ'ন।" চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"শ্রুতিসমূহ সচ্চিদানন্দ-মহাসমুদ্র পরমেশ্বরের স্তুতির ছলে তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সীমা না পাইয়া নিবৃত্ত হইলেন ও সে বিষয়ে নিজেদের অসামর্থ্য জানাইয়া স্তুতি সমাপ্তি করিতেছেন। স্বর্গাদিলোকের পতি ব্রহ্মাদিও আপনার অন্ত পা'ন নাই, তাহাতে আমরা কে? তোমরা ত' তাঁহাদের অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী, সুতরাং তোমরা অন্ত পাইতে পারিবে, বিরত হইও না। ...আপনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগণ সফল হয়। আপনার তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইলেও 'শ্রুতিগণ ভগবদ্বিষয়িণী'—এই খ্যাতিদ্বারাই আমার সাফল্যলাভ। তোমরা কেন এইরূপ অতিবিষণ্ণ হইতেছ? আমরা অতন্নিরসন করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইয়াছি। ব্রহ্ম, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়া পুনরায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে তৎ-পদার্থ-ব্রহ্মই প্রথমে নিরূপণীয়; সুতরাং অতৎ (ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থের) নিরসন করা প্রয়োজন। মায়া ও মায়িকবস্তু 'অতৎ'। এ বিষয়েও নানামতবাদের সমাধান করণীয়। যেমন মণিক্ষেত্রে মৃত্তিকা, পাষাণ, জল প্রভৃতি অপসারিত হইলে মণি পাওয়া যায়, সেইরূপ অতৎপদার্থ মায়া ও মায়িক বস্তু নিরস্ত হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। অতএব এস্থলে মায়িকবস্তুর নিরাস করিতেই যাহাদের বর্তমান মরণ হইয়াছে,

অনয়োরর্থঃ—বিশুদ্ধং যদ্বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য। স্বসংস্থয়া স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যৈব বা সম্যগাপ্তা ইবাপ্তা নিত্যসিদ্ধাঃ পূর্ণা বা সর্বে অর্থা ঐশ্বর্যাদয়ো যত্র। অতএব ন বিদ্যতে অতিতুচ্ছত্বাৎ মোঘে বৃথাভূতে জগৎকার্যে বাঞ্ছিতং বাঞ্ছা যস্য। ক্বচিদ্-বাঞ্ছিতস্যাপি সম্বন্ধো দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ। স্বতেজসা স্বরূপশক্তিপ্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দূরীভূতো মায়াগুণপ্রবাহস্তৎপরম্পরা যস্মাৎ। ইত্থমেব—

অনুবাদ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া খ্যাত, সে সমস্তও আকাশে ওত-প্রোত।" (বৃঃ আঃ ৩।৮।৪,৭); "যিনি পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণাসমূহ গণনা করিতে পারেন, তিনিও বিষ্ণুর বীর্যসমূহ বলিতে পারেন না।" ইত্যাদি।

(শ্লোকে) 'হি' অর্থাৎ যেহেতু এইরূপ, অতএব শ্রুতিগণ আপনাতে সফল হ'ন, অর্থাৎ কোনও প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্দেশপূর্বক পুনরায় আপনার অনন্তত্ব বর্ণন করিয়া আপনাতেই পর্যবসিত হ'ন। অতএব শ্রুতিতেও প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মার আনন্দ হইতে ভগবানে শতগুণ আনন্দের কথা বলিয়া পুনরায় "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥" (তৈঃ ২।৪।১)—অর্থাৎ "মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসমূহ যাঁহার বর্ণনে অসমর্থ হইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কখনও ভয় হয় না।"—এই সমস্ত বলিয়া ব্রহ্মের অনন্তত্বহেতু বাক্যের অতীত তাঁহার আনন্দের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা— "মেরুর রূপ দেখিয়াও বিজ্ঞগণ তৎসম্বন্ধে সম্যগ্ জ্ঞাত ন'ন; সেইরূপ তিনি (ব্রহ্ম) এই প্রকার-এভাবে জ্ঞাতব্য, বাচ্য বা তর্কের গোচর নহেন।" অতএব এখানে ভগবান্ অনির্দেশ্য বলিয়াই নির্দিষ্ট,

টিপ্পনী

সেই আমরা সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কালপর্যন্ত যখন অত্যল্প স্থাবর-জঙ্গম প্রত্যেকের জাতি, ব্যক্তি, গুণ ও কর্মের সংখ্যা গণনা করিয়া এত বলিতে পারি নাই, তখন তাহার নিরসনের পর তাহা অতি দুর্গম অনন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের তত্ত্ব কিরূপে বিস্তার করিয়া নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব? আপনার কৃপা না হইলে এই দুর্গমতত্ত্ব সুগম হইবে না।...অতন্নিরসনে শ্রুতি—'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধম-চক্ষুষ্কমশ্রোত্রমমনোঽতেজস্কমপ্রাণমসুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যমিত্যাদয়ঃ'।" এই শ্রুতিবাক্যে 'অলোহিতম্' অর্থ আগ্নেয়-গুণরহিত, 'অস্নেহম্'—বারিগুণরহিত, 'অমাত্রম্'—অনংশ অর্থাৎ সর্বাবশেষরহিত। 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"...সর্ববিধ শ্রুতিগণ সংক্ষেপে নিজ নিজ অর্থ প্রদর্শনপূর্বক শব্দের মুখ্যা বা অভিধা-বৃত্তিযোগে সাক্ষাদ্ভাবে এবং লক্ষণা-বৃত্তিযোগে কেবল তাৎপর্যসহকারে ভগবৎস্বরূপের নিরূপণদ্বারা ও তৎস্বরূপবৈভব-নিরূপণদ্বারা ভগবানে বিচরণ বা প্রতিপাদন করিয়াও পর্যাপ্তি বা সীমাপ্রাপ্ত না হইয়া স্তোত্র-পাঠরূপ অবসরে সেইভাবেই নিজেদের বিচরণ যুক্ত বা সঙ্গত হইল—এইভাবে উপসংহার করিতে গিয়া উপক্রমশ্রুতিগণের সংবাদ বলিতেছেন 'দ্যুপতয়ঃ' ইত্যাদি। অনাদিকালপরম্পরাসহিত-সম্বন্ধযুক্ত এবং অনন্তব্রহ্মাণ্ডসহিত-সম্বন্ধযুক্ত নানা ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণও, এমন কি সর্বকালদেশব্যাপক আপনিও অনন্ততাজন্য অর্থাৎ অন্ত নাই বলিয়া অন্ত পা'ন না। ঐ কারণেই দ্যুপতিগণ

যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ইত্যুক্তম্। আত্মমায়য়া স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা যুক্তম্। গুণময্যা বিরহিতমিতি। তং ভগবন্তং শরণং ব্রজেম। তথা ত্বাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ভগবন্তমেব স্বাংশেনেশ্বরমন্তর্যামিপুরুষমপি সন্তং নতোঽস্মি। কথম্ভূতমীশ্বরং—স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়মপি, আত্মমায়য়া—আত্মাত্র জীবাত্মা—তদ্বিষয়য়া মায়য়া বিনির্মিতা অশেষবিশেষাকারা কল্পনা যেন।

অনুবাদ

যাহা "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" (তৈঃ ২।১।৩)—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ'—ইত্যাদিতে স্বরূপের সাক্ষাদ্রূপে নির্দেশ হইয়াছে, আর "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" (শ্বেঃ ৬।৮)—অর্থাৎ 'ব্রহ্মের পরা শ্রেষ্ঠা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি জ্ঞান (সংবিৎ), বল (সন্ধিনী), ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বহু প্রকার শ্রুত হয়'—ইত্যাদিতে তাঁহার গুণেরও নির্দেশ শ্রুত হয়। সেখানেও সেইরূপই, ইহা শ্রুতিস্তোত্রে "অতন্নিরসনেনৈব ভবন্নিধনাঃ" বলিয়াছেন; 'অতৎ' অর্থাৎ প্রাকৃত যে বস্তু, তাহা নিরাস করিয়াই আপনাতে পর্যবসান হইয়াছে।

ইহার অর্থ এইরূপ—গীতায় (১০।৪-৫) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"প্রাণিগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ বা অব্যাকুলতা,... ভয়, অভয়,...ইত্যাদি ভাব আমা হইতে পৃথগ্বিধ"—ইহাদ্বারা ও "হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি), ভী (ভয়)—এ সমস্ত মনই"—ইহাদ্বারাও যে প্রাকৃত জ্ঞানাদি কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম নয়; যেহেতু শ্রুতি "নেতি নেতি" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২) অর্থাৎ 'আত্মা ইহা নয়, উহা নয়' ইত্যাদি বলিয়াছেন। 'ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে' (শ্বেঃ ৬৮) অর্থাৎ 'ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, আর তদ্‌যোগে কার্যও নাই, বা প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই'—ইহা দ্বারাও ভগবানের প্রাকৃত জ্ঞানাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। আরও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই বাক্য এবং "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-

টিপ্পনী

তত্ত্ব পা'ন না। ...'যদন্তরা'-ইত্যাদি—যাঁহার মধ্যে অর্থাৎ যে আপনার অংশে আবির্ভূত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক রোমকূপমধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বহিতেছে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে প্রাকট্য বা প্রকাশ লাভ করিয়া বহির্গত হইতেছে, প্রলয়ের প্রথমে অপ্রকট হইয়া প্রবেশ করে, যেমন গবাক্ষদ্বারে পরমাণুসমূহ বহির্গত হয় ও প্রবেশ করে। 'বয়সা'—তাহাদের পরিচ্ছেদক কালচক্রের সহিত; ইহাতে দেশ ও কাল-সম্বন্ধে অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইল। ...'অতন্নিরসনেন'—ইত্যাদি—অনন্ত ও অনন্তবৈভব আপনা হইতে অন্য সমস্ত-সান্ত (অন্তযুক্ত) সান্তবৈভব বস্তুকে ভ্রমনিবর্তনপূর্বক ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণ অনন্ত ও অনন্তবৈভব আপনাতে পরে প্রাপ্ত না হইয়া নিধন পাইয়া সমাপ্ত হয়। এইরূপ হইয়া সমস্ত শ্রুতিই সফল হয় অর্থাৎ অনন্ত পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া সার্থক হ'ন।..."

মূলে উদ্ধৃত "শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম", "বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ" ও "বেদঃ নারায়ণঃ"-সম্বন্ধে গৌড়ীয় আচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার (ভাঃ ১১।৩।৪৩ শ্লোকের) বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"...বেদশাস্ত্র শব্দরূপের ঈশ্বরের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া সূরিগণও তাহাতে সকল সময়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন না। ভগবানের শব্দব্রহ্মতনু ও পরব্রহ্মতনু, উভয়ই নিত্য। যেরূপ ঈশ্বরাধীন বদ্ধ-জগতে শব্দ শাব্দীকে প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হয়, বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরবস্তুতে তদ্রূপ নহে। ...শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, উভয়ই স্বীয় নিত্যত্বের অভিন্নত্ব স্থাপন করেন। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, স্বয়ং-উৎপত্তিবিশিষ্ট

যদ্বা আত্মমায়য়া স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়ম্, বিনির্মিতা অশেষবিশেষা যয়া তথাভূতা কল্পনা মায়াশক্তির্যস্য। কীদৃশং ত্বাং, সম্প্রতি ত্বদাবির্ভাবসময়ে তস্যাপীশ্বরস্য ত্বয়ি ভগবত্যেব প্রবেশাৎ। যুগপদ্বিচিত্র-তত্তচ্ছক্তিপ্রকাশেন যা ক্রীড়া তদর্থম্ অভ্যাত্তঃ অভি ভক্তাভিমুখ্যেন আত্তঃ আনীতঃ প্রকটিতো মনুষ্যাকারো "নরাকৃতি পরংব্রহ্মে"তি স্মরণাৎ তদ্রূপো ভগবদাখ্যো বিগ্রহো যেন। তমেব

অনুবাদ

ক্রিয়া চ"—এই বাক্যেও তাহা বলা হইয়াছে। অতএব তাঁহার জ্ঞানাদি প্রাকৃত হইতে অন্য; এইভাবে সেই সমস্ত (প্রাকৃত) জ্ঞানাদি-শব্দের অতন্নিরসন করিয়া আপনাতেই পর্যবসান। তাহার পর তিনি বুদ্ধির অগোচর বস্তু বলিয়া অনির্দেশ্য, তথাপি সেইরূপ, যেমন উপরে বলা হইয়াছে, কোনও প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র আছেন বলিয়া উদ্দিশ্যমান হওয়ায় নির্দেশ্যও বটে। আর পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞানেও 'তুমিই দশম ব্যক্তি' এই প্রকার বাক্যমাত্রেই সেই স্বপ্রকাশবস্তুরও বিশুদ্ধচিত্তে স্বপ্রকাশ দেখা যায় বলিয়া শ্রুতিশব্দ স্বপ্রকাশতাশক্তিযুক্ত বলিয়া অবসিত হ'ন।

বলাও হইয়াছে—"শব্দব্রহ্ম (অর্থাৎ শ্রুতি) ও পরব্রহ্ম (ভগবান্), এই উভয়ই আমার (ভগ-বানের) নিত্যা তনু।" "বেদ ঈশ্বরাত্মক (ঈশ্বরই), সূরিগণও ইঁহাতে মোহপ্রাপ্ত হ'ন" (ভাঃ ১১।৩।৪৩)। "আমরা (যমদূতগণ) শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু ভগবান্ নারায়ণ" (ভাঃ ৬।১।৪০)। "পঞ্চমবেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবত-অতিরিক্ত অন্যান্য শাস্ত্রের কি প্রয়োজন, যখন সুকৃতিশালী ইহার শ্রবণেচ্ছুগণ অল্পসময়েই ভগবান্‌কে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া থাকেন?" (ভাঃ ১।১।২)। অতএব শ্রুতি (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৬) "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ"—(অর্থাৎ উপনিষৎ-কথিত ভগবান্) বলিয়া ভগবান্ যে

টিপ্পনী

অর্থাৎ পরমমহত্তত্ত্ব কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতে প্রকটিত (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)।...ঋক্-সামাদিচ্ছন্দোগণ মনুষ্য-কর্তৃক রচিত নহেন। উহাতে ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ নাই। বেদ মানবের আধ্যক্ষিকবিচার নাশ করিয়া মানবকে অধোক্ষজ-সেবায় নিয়োগ করেন।"

মূলে ইহার পরেই উদ্ধৃত ভাঃ ১।১।২ শ্লোকের অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে ৯৫তম অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে প্রসঙ্গও বিভিন্ন টীকাসমেত প্রদত্ত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ, আশা করি উহা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করিবেন।

১০২। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের স্তোত্র।

"শ্রিয়া কান্ত্যা" (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) শ্লোকের স্বামিটীকা—"বিদ্যা ও অবিদ্যা যথাক্রমে জীবগণের মুক্তি ও সংসৃতির হেতু মায়া। উহাদের কারণ শক্তি হ্লাদিনী, সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান; ইঁহাদেরও ও অন্য সকলের দ্বারা ভগবান্ নিষেবিত।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীপ্রভৃতি স্বরূপভূতা : তন্মধ্যে শ্রী ঐশ্বর্য, পুষ্টি বল, গী জ্ঞান, কান্তি শ্রী, কীর্তি যশ, তুষ্টি বৈরাগ্য। এই ছয়টী ভগশব্দবাচ্য শক্তিসমূহ। ইলা ভূশক্তি সন্ধিনী-নাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তি, ইঁহার বিভূতি পৃথ্বী। উর্জা লীলাশক্তি অন্তরঙ্গা; ইঁহার বিভূতি লোকস্থা তুলসী। বিদ্যা ও অবিদ্যা জীবগণের মুক্তি ও সংসারহেতু বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি হ্লাদিনী অন্তরঙ্গা শক্তি। মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যার মূলভূতা বহিরঙ্গা শক্তি। 'চ'কার থাকাতে তটস্থ জীবশক্তিও। ইঁহাদের দ্বারা ভগবান্ নিতরাং সেবিত।" শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী-

পুনর্বিশিনষ্টি 'যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্যম্'। তেষাং নিত্যপরিকরাণাং প্রেমভারবহম্ ইতি। অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সর্বত্রৈব বিশেষ্যপদম্। শ্রীর্মূলরূপা। পুষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ। বিদ্যা জ্ঞানম্। আ সমীচীনা বিদ্যা—ভক্তিঃ—"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং" (গীতা ৯।২) ইত্যাদ্যুক্তেঃ।

মায়া বহিরঙ্গা। তদ্বৃত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্তু পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ। শিষ্টং সমম্। ততশ্চাত্র শুদ্ধ-ভগবৎপ্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্বেব গণনায়াং পর্যবসিতাসু বিবেচনীয়মিদং প্রথমং তাবদেকস্যৈব তত্ত্বস্য সচ্চিদানন্দত্বাচ্ছক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ (বিঃ পুঃ ১।১২।৬৯)—

অনুবাদ

কেবলমাত্র উপনিষৎ বা বেদ-সাহায্যেই প্রাপ্তব্য বা জ্ঞাতব্য, তাহাই বুঝাইতেছেন, যেমন বলিয়াছেন "চাক্ষুষরূপ" ।সেই কারণেও শ্রুতিময়ী স্বপ্রকাশতাশক্তির বলে প্রাকৃতবস্তুসমূহকে তমের ন্যায় নিরাস বা দূর ক'রিয়া ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন ; তজ্জন্য তাহাতেও নির্দেশ্যত্ব হইল না। রবি স্বীয় প্রকাশে প্রকাশ্য হ'ন না, যেমন তৎকর্তৃক ঘট প্রকাশযোগ্য, এরূপ বলা যুক্ত, যেহেতু শক্তি স্বয়ং শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন। যদিও শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন, এই মতবাদিগণের পক্ষ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও যে নির্দেশ্যত্ব, তাহাও অনির্দেশ্যত্ব বলিয়াই নির্দেশ্যত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব গরুড়পুরাণে বলিয়া-ছেন—"অপ্রসিদ্ধত্বহেতু তিনি বাক্যের অতীত হইলেও সর্ব আগম-নিগমবাক্যে কথনীয় ; তদ্দ্বারা তিনি তর্কাতীত হইয়াও তর্কযোগে বিচার্য এবং জ্ঞানাতীত হইয়াও পরম জ্ঞানগম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

শ্রুতিও (কেন ১।৪) বলিয়াছেন—"বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু হইতে অন্য বা পৃথক্ই ; অথচ অবিদিত বা অজ্ঞাতবস্তু হইতেও অধি বা অন্য।" ইহাই উদ্দেশ করিয়া শ্রীপরাশরও বলিয়াছেন—"সর্বশক্তির যে ব্রহ্মে মনস্বী আমাদিগের মান অর্থাৎ পরিণাম-নির্ণয়াত্মক বিচারসমূহ তাঁহাতে নিষ্ঠার নিমিত্ত প্রভাব লাভ করে, তিনি ভগবান্ হরি জীবের শ্রোত্রগত হইলে (অর্থাৎ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, মহিমাদি শ্রবণ করিলে) তাহাদের সমস্ত কলুষ নাশ করেন।"

টিপ্পনী

টীকায় বলিয়াছেন—"আবরণরূপে বর্তমান শক্তিসমূহের কথাও বলা হইতেছে। তন্মধ্যে হ্লাদিনী স্বরূপানন্দ-অনু-ভাবিনী। সংবিৎ চিদ্রূপা স্বরূপভূতা মহাশক্তি। উনি শক্তিশব্দের প্রথম প্রবৃত্তির হেতু ও মায়া হইতে অতিরিক্ত (বা পৃথক্)। মহালক্ষ্মী-নাম্নী তাঁহার সেই অন্তরঙ্গার সহিত তাঁহার স্পর্শহেতু তিনি (ভগবান্) তদ্দ্বারা নিষেবিত। ইহা বলা হইয়াছে (ভাঃ ১।৭।৫-৬) শ্লোকের স্বামিপাদ-টীকায় সর্বজ্ঞসূক্তবাক্য 'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ' —অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট',—অতএব স্পৃষ্ট। 'সংবিৎ'—ইহার পরে 'জ্ঞান'-এই অধিক টীকা যে লক্ষিত হয়, তাহা কোন বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকর্তৃক কল্পিত ('শ্রিয়া পুষ্ট্যা' শ্লোকে) 'মায়য়া চ নিষেবিতম্' —এখানে 'চ'-শব্দদ্বারা গৌণতা প্রকাশিত হওয়ায় মায়াদ্বারা ভগবানের অস্পর্শ বুঝাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৮) 'হ্লাদিন্যা সংবিদা'-শ্লোকে) তাহা বলা হইয়াছে। (ইহা বর্তমান ১০৩ থ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এইরূপ 'বিলজ্জমানয়া'

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥" ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিভিঃ—"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী স্বরূপভূতেতি যাবৎ, সা সর্বসংস্থিতৌ সর্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব ন তু জীবেষু, চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি তামেবাহ—হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা-রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈ-র্বর্জিতে। তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ—

অনুবাদ

আচ্ছা, যখন ব্রহ্ম শক্তি আবিষ্কার করিয়া ভগবান্-নামে পরিচিত, তখন বেদের পক্ষে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাস্বরূপ হওয়া না হয় সম্ভব হইল, কিন্তু যখন ব্রহ্ম অনাবিষ্কৃতশক্তি, তখন বেদ হইতে তাঁহার প্রকাশ কি প্রকারে হইতে পারে? —এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, আমাদিগের (বৈষ্ণবগণের) মতে তাঁহারও প্রকাশ ভগবানের শক্তিদ্বারাই হয়। শাস্ত্রেও তাহা বলা হইয়াছে, যথা (ভাঃ ৮।২৪।৩২)—"হে রাজন্ সত্যব্রত, অনুগ্রহপূর্বক মৎ (মৎস্যাবতাররূপী ভগবান্কর্তৃক) উপদিষ্ট এবং তোমার পরিপ্রশ্নের প্রত্যুত্তররূপে তোমার হৃদয়ে বিবৃত 'পরব্রহ্ম' এই শব্দে শব্দিত আমার মহিমা জানিবে।"

ইহাদ্বারা ব্রহ্ম অপরকর্তৃক প্রকাশ্য—এ আপত্তি আসিয়া গেল না, যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্নবস্তু। এ ক্ষেত্রে লৌকিকশব্দদ্বারাও যে কোনও তাঁহার উপদেশ, তাহা কিন্তু তাঁহারই অনুগমন-হেতু অনুগ্রহপ্রাপ্তিজন্য সেই শ্রুতিদ্বারাই সম্ভব হয়, ইহাই বলা হইল। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে অনুশীলন-কালে তাঁহার ভক্তির অনুভাবরূপ তাঁহার শব্দ অর্থাৎ বেদ কিন্তু বিশেষভাবে তাঁহার স্বরূপশক্তিবিলাস-ময় বলিয়া তাঁহাতে (তাঁহার প্রকাশে) উহার নিষেধ নাই। তাহা হইলে যাহা তাঁহার মনোবিলাসময়

টিপ্পনী

(ভাঃ ২।৫।১৩) শ্লোকেও বলা হইয়াছে। (ইহা এই সন্দর্ভের ২৯শ অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে)। এই দুই শ্লোকে 'শ্রী'-প্রভৃতি মূর্তিভেদে প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিকভেদে দ্বিবিধ বলিয়া জাতিতে তাঁহাদের একত্ব বক্তব্য। তাঁহাদের মধ্যে শ্রী সম্পদের সম্পাদয়িত্রী। 'পুষ্টি' শরীরের, 'গী' বাক্যের, 'কান্তি' শোভার, 'কীর্তি' যশের, 'তুষ্টি' অন্তঃকরণের, 'ইলা' পৃথিবীর, 'উর্জা' লীলার, 'বিদ্যা' যথার্থজ্ঞানের, 'অবিদ্যা' অযথার্থ জ্ঞানের। আর তাহা কোন কোন স্থলে ভগবৎপ্রেম-যোগে হয়। এইরূপ হ্লাদিনীবৃত্তিও। ইহাদের উপলক্ষণে অন্য বৃত্তিগুলিও জানিতে হইবে। পদ্মোত্তর-খণ্ডেও তাহা বলা হইয়াছে, যথা—'এবং পরং পদৈর্নিত্যৈম্ ক্লৈর্হরিপরায়ণৈঃ। দিব্যাভির্মহিষীভিশ্চ রাজতে বিভুরীশ্বরঃ।"

গ্রন্থকারের ব্যাখ্যায় আংশিক উদ্ধৃত "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি" (ভাঃ ৩।১৬।৭) শ্লোকটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে—"যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং, সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্। ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ, প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি॥" সনকাদি মুনিচতুষ্টয়কে বৈকুণ্ঠদ্বারী জয়-বিজয় অবমাননা

"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥" ইতি।

অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো জ্ঞেয়াঃ। তত্র চ সতি ঘটানাং ঘটত্বমিব সর্ব্বেষাং সতাং বস্তূনাং প্রতীতের্নিমিত্তমিতি ক্বচিৎ। সত্তাস্বরূপত্বেন আম্নাতোঽপ্যসৌ ভগবান্ "সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপাদিশ্যমানো যথা সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা

অনুবাদ

তাহার সম্বন্ধে কি বলিব? তাহা সমস্তই অনিন্দনীয়, দোষশূন্য। অতএব সৌপর্ণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"প্রকৃতি ও প্রাকৃতসমূহ যাঁহার (ব্রহ্মের) ঘ্রাণ লইতে গিয়া ঘ্রাণ প্রাপ্ত হয় না, দর্শন পাইতে গিয়া দর্শন পায় না, শ্রবণ করিতে গিয়া শ্রবণ করিতে পারে না, জ্ঞানলাভ করিতে গিয়া তাহা পায় না (অর্থাৎ ষড়িন্দ্রিয়ের যিনি গোচর ন'ন, তিনি ব্রহ্ম)।" —শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি। (১০২)।

একই স্বরূপ শক্তিরূপে ও শক্তিমান্-রূপে বিরাজ করেন। স্বরূপের শক্তি স্বরূপভূত বলিয়া নিরূপিত ও সেই স্বরূপভূত শক্তিমান্-রূপত্বকে প্রধান করিয়া বিরাজমান 'ভগবান্'—এই নাম প্রাপ্ত হ'ন, তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাই এখন শক্তিত্বকে প্রধান করিয়া বিরাজমানা 'লক্ষ্মী'—এই নামপ্রাপ্ত হ'ন, ইহা দেখাইবার জন্য স্বীয়বৃত্তিভেদে অনন্তা তাঁহার কয়েকটী ভেদ দেখান হইতেছে।

যথা (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে, শ্রীঅক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রথে মথুরায় লইয়া যাইতে যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক স্নানার্থে যমুনাহ্রদমধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক জলমধ্যে শ্রীবলরামসহিত শ্রীকৃষ্ণকে, তৎপরে তাঁহাদের স্থলে শ্রীঅনন্তদেবের ক্রোড়ে স্থিত চতুর্ভুজ, ব্রহ্মা, রুদ্র,

টিপ্পনী

করিলে, তাঁহারা ইঁহাদের বৈকুণ্ঠবিরুদ্ধভাব সংশোধনজন্য ইঁহাদিগকে স্থানচ্যুত হইয়া তিন জন্ম ব্রহ্মাণ্ডে থাকিবার অভিশাপ প্রদান করিলে, ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া দোষের জন্য যে অভিশাপ তাহার অনুমোদন করিয়া বিপ্রচতুষ্টয়কে সান্ত্বনা-দানকালে এই শ্লোকটী বলেন। শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভ টীকানুসারে ইহার অর্থ—"আপনারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আমার লক্ষণভূত ব্রহ্মের ভাবনাপরায়ণ। সেই আপনাদের সেবাতেই বা সম্বন্ধেই আপনাদের চরণপদ্মে স্থিত পবিত্র রেণুদ্বারাই আমার শক্তি বা শক্তিমত্তা; আর আপনাদিগের ন্যায় আত্মারামত্বহেতু ভজনশীল বা ভক্তগণের প্রতি ঔদাসীন্যরূপ আমার সমস্ত মল (বা দোষ) ক্ষত বা বিনষ্ট (বা আমাতে নাই); তাহার পর শীল অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি সুষ্ঠুভাব আমাকর্তৃক প্রতিলব্ধ। এইরূপ আমি শ্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রতি বিরক্ত বা উদাসীন হইলেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার মহিমাও আপনাদের সেবার ফলে বিপুল; অন্যেরা অর্থাৎ ইন্দ্রাদিলোকপাল প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার প্রেক্ষা (করুণ অপাঙ্গ) লাভের জন্য নিয়ম (অর্থাৎ তপো-ব্রতাদি বহন (বা পালন) করেন। অতএব পূর্ব্বশ্লোকে সাধু (অর্থাৎ ঠিকই) বলা হইয়াছে যে, আপনাদিগের জন্যই আমি সুকীর্ত্তি লাভ করায় আপনাদের প্রতি প্রতিকূলাচরণকারী স্ববাহুস্থানীয় লোকেশ্বর হইলেও তাঁহাদিগকে বিনাশ করি, জয়-বিজয়ের কি কথা!" তাৎপর্য এই যে, 'আপনাদের সেবায় বা সম্পর্কেই আমার যা' কিছু বিভুত্ব, কীর্ত্তি সবই। তাহারই নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মী, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষলাভের জন্য দেবাদিসকলে নিয়মাদি পালন করেন, আমার অন্তরঙ্গা না হওয়ায় তাঁহার প্রতি আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে ত্যাগ করেন না। এমন আপনাদের অবমাননাকারী জয়-বিজয়কে আপনারা যে শাস্তি দিয়াছেন, তাহা আমার বিশেষ মনঃপুত।'

সর্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সংবিদ্রূপোঽপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সংবিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সংবিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনী ইতি বিবেচনীয়ম্।

তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সংবিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্।

অনুবাদ

সনকাদিস্তুত বৈকুণ্ঠমূর্তি দর্শন করিলেন ; আর দেখিলেন—"শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি ও মায়াদ্বারা তিনি সেবিত হইতেছেন।" (মূলের ব্যাখ্যা): শক্তি—মহা-লক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা শক্তি। তিনি শক্তিশব্দের প্রথম আরম্ভরূপা অন্তরঙ্গা (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে) মহাশক্তি। আর মায়া হইল বহিরঙ্গা শক্তি। কিন্তু শ্রীপ্রভৃতি উভয়েরই বৃত্তিরূপা, যেহেতু সেই সকল শক্তিই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রীপ্রভৃতিতে শক্তিবৃত্তি-রূপা ও মায়াবৃত্তিরূপা বলিয়া সর্বত্র জানিতে হইবে। তন্মধ্যে পূর্বটী অর্থাৎ শক্তিবৃত্তির ভেদ হইতেছে—শ্রী ভাগবতী (ভগবানের) সম্পৎ ; ইনি কিন্তু মহালক্ষ্মীরূপা ন'ন, যেহেতু তিনি মূলশক্তি। সে বিষয় পরে বিবৃত হইবে। আর পরবর্তীটী বা মায়াবৃত্তির ভেদ হইতেছে—জাগতী (জগতের) সম্পৎ। ইঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া ভগবদ্বাক্য (ভাঃ ৩।১৬।৭) "আমি বিরক্ত থাকিলেও শ্রী(লক্ষ্মী) আমাকে ত্যাগ করেন না।" যেহেতু চতুর্থস্কন্ধের শেষে (ভাঃ ৪।৩১।২২) শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

টিপ্পনী

উদ্ধৃত শ্রীনারদোক্তি 'শ্রিয়মনুচরতীং' (ভাঃ ৪।৩১।২২) শ্লোকটীর ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অনুচরতী শ্রী বলিতে স্বসম্পত্তিবৃত্তিবৃদ্ধিনিমিত্ত ভগবানের অনুবর্তমানা, জগৎসম্পত্তিরূপা (ব্রহ্মাণ্ড) লক্ষ্মী ; তিনি কিন্তু ভগবল্লক্ষ্মীর ন্যায় নিষ্কামা নহেন। আর তাঁহার অর্থী অর্থাৎ সেই শ্রীর যাঁহারা কামনা করেন, এমন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও নৃপতিগণকে ভগবান্ ভজন বা অনুবর্তন করেন না, যেহেতু তিনি স্বরূপবৈভবপূর্ণ। তথাপি তিনি 'নিজভক্তভন্ত্র' অর্থাৎ ভক্তমাত্রে দয়াপরবশ।" স্বামিপাদের টীকা—"ভক্তাধীনত্ব বিস্তার করিয়া বলিতেছেন। ভগবানের অনুবর্তমানা শ্রীকেও, আর তাঁহার শ্রীর অর্থী অর্থাৎ সকাম নরেন্দ্রগণ এবং দেবগণেরও ভগবান্ অনুবর্তন করেন না, যেহেতু তিনি আপনিই পূর্ণ ; তবে তিনি স্বভক্তগণের অনুরক্ত। এই প্রকার ভগবান্‌কে 'উৎ' অর্থাৎ ঈষন্মাত্রও কিরূপে লোকে পরিত্যাগ করিতে পারে ?" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ভক্তগণের যেমন ভগবানেই মমতা, সেইরূপই ভগবানেরও ভক্তগণের উপরেই মমতা, এই ভক্তাধীনত্ব বিস্তার করিতেছেন। শ্রী—সমষ্টিসম্পত্তিরূপা, আর তদর্থিগণ ব্যষ্টি (বা স্ব-স্ব) সম্পদের প্রার্থী। ভগবানের অধীনত্ব অন্যের ন্যায় বাস্তব নয়, ঔপাধিক। (অর্থাৎ অন্যে অধীনত্ব স্বীকার করে লাভের আশায়, কিন্তু ভগবান্ স্বপূর্ণ বলিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখিয়া অধীন ন'ন ; তাঁহার অধীনতার অর্থ অত্যধিক দয়াশীলত্ব)। 'রসজ্ঞ'—যেমন ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি ভক্তপ্রেমরসজ্ঞ, ভক্তও তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমরসজ্ঞ ; এইভাবে এই জগতে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই রসজ্ঞ। আচ্ছা, তাহা হইলে ভক্তের ভগবদ্বশ্যত্ব উচিতই বটে ;

উক্তঞ্চ তস্য সত্ত্বস্য প্রাকৃতাদন্যতরত্বং দ্বাদশে শ্রীনারায়ণর্ষিং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়েন (ভাঃ ১২।৮।৪৫-৪৬)—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো, মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতবোঽস্য।
লীলাধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ, নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্॥ (৪৫)
তস্মাত্তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ॥" (৪৬)

অনুবাদ

"যিনি আপনাদ্বারা আপনি পরিপূর্ণ থাকিয়াও এবং নিরন্তর সেবমানা লক্ষ্মীদেবী, আর শ্রীকাম নৃপতি ও দেবগণের ভজন বা অনুবর্তন না করিয়াও, নিজভৃত্য বা ভক্তগণের বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে কৃতজ্ঞ পুরুষ কিরূপে ঈষদ্ভাবেও পরিত্যাগ করিতে পারেন?" (অর্থাৎ পারেন না)।

সে বিষয়ে 'তদর্থী' অর্থাৎ লক্ষ্মী বা সৌভাগ্যকাম 'দ্বিপদপতি' বা নৃপতি প্রভৃতির সহিত সহ বা সমভাব উপজীব্য বা আশ্রয় অর্থাৎ আলোচ্য। আর প্রসিদ্ধি আছে যে, সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেয়সী-রূপা মহালক্ষ্মী স্বয়ং ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্বাসার শাপে নষ্টা ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আবির্ভাব করান। অপরা শক্তিও এই প্রকার। তন্মধ্যে ইলা বা ভূশক্তি, আর উপলক্ষণে লীলাশক্তিও। ইঁহাদের মধ্যে পূর্বটী ভূশক্তির ভেদ বিদ্যা যাহা তত্ত্বসম্বন্ধে অববোধ বা জ্ঞানের কারণ, উহা সংবিৎ-নামে খ্যাত ঐ শক্তিবৃত্তির বৃত্তিবিশেষ। পরবর্তী লীলাশক্তির ভেদ এই যে, সেই বিদ্যারই প্রকাশদ্বার অবিদ্যালক্ষণ-ভেদ। উহা পূর্বটীর (ভূশক্তির) ভগবানে বিভুত্ব প্রভৃতির বিস্মৃতির হেতু

টিপ্পনী

তবে ভগবানেরও ভক্তবশ্যত্বে যে রস তাহা উপাধিই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নয়। রস হইল বিভাবাদিসহিত স্থায়িভাব, আর ঐ স্থায়িভাব প্রেম, রতির অপর পর্যায়। তাহা স্বাভাবিক মমতাতিশয়ের বিষয়ীভূত ভগবানের সুখকামনা, উহা ভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই কামনার অন্য কোনও নিমিত্ত নাই। সেইজন্য ভগবান্ সুখপূর্ণ হইলেও ভক্তের (ভগবৎসুখের জন্য) এই কামনা তাঁহাকে অতিশয় সুখদান করে,—ইহা শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ নিষ্কারণ বা অহৈতুকই। অতএব উপাধিত্ব কিরূপে হইবে? তদ্দ্বারা ভগবানের স্বাভাবিক প্রেম-বশ্যত্বই আসিয়া গেল। আর প্রেমও স্বীয় আধারকে স্বীকার করিতেছে, এই প্রকার ভক্তবশ্যত্বও হইল।"

উদ্ধৃত শ্রীনারদস্তবের (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩) প্রসঙ্গটী এই—শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপধারী কেশীদৈত্যের বধ-সাধন করিলে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া নির্জনে তাঁহার ভাবিকর্মসমূহের কীর্তনদ্বারা তাঁহার স্তব করেন। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটী তাহার উপসংহার। প্রথম শ্লোকটী ৪৭শ ও ৫২শ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের স্বামিপাদটীকা।—"আপনি কেবলজ্ঞানৈকমূর্তি; অতএব 'স্বসংস্থা', অর্থাৎ পরমানন্দরূপা-স্বরূপে সম্যক্ স্থিতিদ্বারা সমস্ত অর্থ সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপ্তকাম বলিয়া সত্যসংকল্প বলিতেছেন, আপনার বাঞ্ছা অমোঘ। আচ্ছা, যদি বাঞ্ছাই রহিল, তাহা হইলে ত' দুর্নিবার সংসারই রহিল। ইহার উত্তর—স্বতেজ অর্থাৎ চিৎ-শক্তিবলে মায়াকার্যরূপ গুণপ্রবাহ আপনা হইতে নিত্য নিবৃত্ত রহিয়াছে। অতএব ভগবান্, অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্যবান্ আপনাকে শরণ গ্রহণ করি। (২২)। আচ্ছা, তুমি ত্রিকালজ্ঞ

ইতি। অনয়োরর্থঃ—হে ঈশ! যদ্যপি সত্ত্বং রজস্তম ইতি তবৈব মায়াকৃতা লীলাঃ। কথম্ভূতাঃ? অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ। তথাপি যা সত্ত্বময়ী সৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টসুখায় ভবতি। নান্যে রজস্তমোময্যৌ। ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্রমনয়োঃ ভজনে কিন্ত্বনিষ্টঞ্চেত্যাহ, ব্যসনেতি হে ভগবন্! তস্মাত্তব শুক্লাং সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং তে কুশলা নিপুণা ভজন্তি

অনুবাদ

(অর্থাৎ ভগবান্ যে বিভুতত্ত্ব, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার কারণ) মাতৃভাবাদিময় প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষ। অতএব উহা গোপীজনের (যশোদাদি মাতা, রাধিকাদিকান্তাগণের) যে অবিদ্যাকলা বা সম্মোহ (শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতার অধ্যাস)—তাহার প্রেরক বলিয়া গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন। অবসরক্রমে ইহাও বিবৃত হইবে। পরবর্তীর (লীলাশক্তির) সেই ভেদটী সংসারিগণের নিজ-স্বরূপ-বিস্মৃতি প্রভৃতির হেতু আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ।

("শ্রিয়া পুষ্ট্যা"-ইত্যাদি ভাঃ ১০।৩৯।৫৫ শ্লোকটীতে "মায়য়া চ")—এই 'চ'কার থাকায় পূর্ববর্তীটীর (ভূশক্তির) সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী, ভক্ত্যাধারশক্তি, মূর্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। এখানে সন্ধিনী, সত্যা, জয়া, উৎকর্ষিণী, যোগা, যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞানশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব—এইরূপ জানিতে হইবে। প্রহ্বী বিচিত্র আনন্দ ও সামর্থ্যের হেতু। ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তির হেতু। —এই ভেদ। এই প্রকারে উত্তরা (লীলা) শক্তিরও যথাযথ অন্য বৃত্তিসমূহ জানিতে হইবে। অতএব এই প্রকারে মায়াবৃত্তিগুলিও এখানে বিবৃত হইল না, যেহেতু সেগুলি বহিরঙ্গের সেবা করিয়া থাকে (—অন্তরঙ্গা নহে)। কিন্তু মূলে ("শ্রিয়া পুষ্ট্যা"—শ্লোকে)

টিপ্পনী

হইয়া আমার প্রপঞ্চ যদি না জান, তবে গুণপ্রবাহ বলিলে কেন? তদুত্তর—আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যের বশয়িতা, আর স্বাশ্রয়, অবশ্য অন্যেরও বটে, অতএব আপনার স্বীয় অধীনা মায়াদ্বারা বিনির্মিত মহৎপ্রভৃতিরূপ বা যাদব-প্রভৃতিরূপ অশেষবিশেষের আপনার কল্পনা; আপনি ধুর্ব বা শ্রেষ্ঠ; আপনাকে প্রণাম করি।"

চক্রবর্তিপাদের টীকা—"বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনিই ২য় শ্লোকটীর (২৩শ) চক্রবর্তি-পাদটীকা—(প্রথমটী ৪৭শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে।) এরূপ আর কেহ নাহি। আপনি ঈশ্বর অন্যের বশয়িতা, স্বাশ্রয় অর্থাৎ কাহারও আশ্রিত ন'ন, অতএব অন্যের বশ্য নহেন। এক্ষণে অন্যের অনধীন ঐশ্বর্যের কথা বলা হইতেছে। আত্মমায়া বা নিজের অধীন মায়াদ্বারা বিনির্মিত অশেষবিশেষকল্পন অর্থাৎ বিশ্ব আপনার কৃত। অধিকন্তু ক্রীড়া বা লীলাই আপনার অর্থ বা প্রয়োজন। 'আত্ত'-ইত্যাদি—আপনি কংসাদি মনুষ্যগণের সহিত কংসের প্রাণতুল্য কেশীর বধকরণহেতু বিগ্রহ বা শত্রুতা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও আপনার এক ক্রীড়া। আপনি যদুবৃষ্ণি-সাত্বত—এই স্ববন্ধুগণের ধুর্ অর্থাৎ রক্ষণপোষণাদির ভার বহন করেন।" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—"ইহা স্বামিটীকার ব্যাখ্যা কেবলা—শ্রুতিকথিত 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' (কঠ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৪।২০)—অর্থাৎ 'তাঁহার রূপ চক্ষুদ্বারা কেহ দেখে না', 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা যাঁহাকে (যে স্বভক্তকে) বরণ বা অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই নিকট তিনি

সেবন্তে। নত্বন্যাং ব্রহ্ম-রুদ্ররূপাম্, তথা তাবকানাং জীবানাঞ্চ মধ্যে শুক্লাং সত্ত্বৈকনিষ্ঠাং তনুং ত্বদ্ভক্তলক্ষণস্বায়ম্ভুবমন্বাদিরূপাং যে ভজন্তি অনুসরন্তি ন তু দক্ষ-ভৈরবাদিরূপাং। কথম্ভূতাং? স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ। ননু মম স্বরূপমপি সত্ত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং, তর্হি কথং তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব—ন হি নহীত্যাহ। সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতাঃ যৎ সত্ত্বং পুরুষস্য তব রূপং

অনুবাদ

বৃত্তিগুলি কেবল সাধারণভাবে সেবাংশগুলি ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে। আর মায়ার যে বহিরঙ্গ-সেবিত্ব, তাহা ভগবানের অংশভূত পুরুষের বহু দূরবর্তিনী থাকিয়া আশ্রিত হওয়ার কারণ। এইভাবেই দশমস্কন্ধের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩) শ্রীনারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন—

"হে ভগবন্, কেবল জ্ঞানমূর্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপপরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্টবিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ; আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক-গুণ-প্রবাহ সর্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্; আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। (২২)। আপনি ঈশ্বর (অর্থাৎ সকলেরই প্রভু), সুতরাং স্বাশ্রয় (অর্থাৎ কালাদির অধীন নহেন); আত্মমায়া (অর্থাৎ নিজশক্তিপ্রভাবে) অশেষবিশেষকল্পনা (অর্থাৎ বৈচিত্র্যরচনা) বিনির্মিত হয়; সম্প্রতি আপনি লীলার জন্য মনুষ্যবিগ্রহ গ্রহণ বা প্রকট করিয়াছেন, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় সাত্বতগণের ধুর্য (অর্থাৎ প্রধান বা ভারবহনকারী) আপনাকে প্রণাম করি। (২৩)।"

(গ্রন্থকারপ্রদত্ত) এই দুইটী শ্লোকের অর্থ—বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব, তাহাই যাঁহার ঘন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, তিনিই বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন। স্বসংস্থা অর্থাৎ স্বরূপাকার বা স্বরূপশক্তিদ্বারাই সম্যক্ প্রাপ্ত ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ণ-সর্ব-অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি যাঁহাতে তিনি সমাপ্তসর্বার্থ। অতএব

টিপ্পনী

স্বীয় অপ্রাকৃত মূর্তি প্রকটিত করেন',—অনুসারে ভগবান্ স্বপ্রকাশ বলিয়া 'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন' অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান বহু-মূর্তি হইলেও এক মুখ্যা মূর্তি (বহুমূর্তিসমূহের) অংশিনী বলিয়া কেবলজ্ঞানরূপা এক মূর্তি। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।৪০।৭) তাহা বলিয়াছেন, যথা 'বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্'। যেহেতু মূর্তিরও কেবলজ্ঞানরূপত্ব ও অখণ্ডত্ব তদনুভবসিদ্ধ। ... অতএব তাঁহার নানারূপাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল, অর্থাৎ জ্ঞানের মূর্তিত্ব যুক্ত বলিয়াই তিনি অনুভব করিয়াছেন। এই প্রকারে আপ্তকাম হইলেও তাঁহার যে বাঞ্ছা, তাহা নিত্যপ্রাপ্তের লীলাতে অপ্রাপ্তত্ব সম্পাদনপূর্বক প্রাপ্তির জন্য। সেই বাঞ্ছার অমোঘত্ব সেই প্রকার অসম্ভবকরণ। আর সে বাঞ্ছা মায়িকী নয়, ইহা টীকায় প্রশ্ন উঠাইয়া তাহা নিরাস করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব তাঁহার রূপাদিও অমায়িক, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। অতএব 'ভগবানের শরণ লইতেছি' বলায় ভগবান্‌কে নিজাবলম্বন (অন্য অবলম্বনরহিত) রূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে নয়। অথবা—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ'—'বিশেষভাবে শুদ্ধ, এমন বিজ্ঞান অর্থাৎ আনন্দব্রহ্ম, (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮ শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'),—এই প্রসিদ্ধ 'ব্রহ্ম'-নামে খ্যাত আনন্দাত্মক যে বিজ্ঞান, তদ্রূপ যিনি ঘন অর্থাৎ মূর্ত, এমন লক্ষণযুক্ত ভগবানের শরণ লইতেছি। (পূর্বপক্ষ)—"আচ্ছা বিজ্ঞানের কিরূপে করচরণাদি-আকারময়-মূর্তি হইতে পারে? আর কিরূপেই ভগবান্ হইতে পারে? এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি প্রসিদ্ধবিজ্ঞানের ঐ প্রসিদ্ধিদ্বারাই ঐরূপ

ইতি। অনয়োরর্থঃ—হে ঈশ! যদ্যপি সত্ত্বং রজস্তম ইতি তবৈব মায়াকৃতা লীলাঃ। কথম্ভূতাঃ ? অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ। তথাপি যা সত্ত্বময়ী সৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টসুখায় ভবতি। নান্যে রজস্তমোময়্যৌ। ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্রমনয়োঃ ভজনে কিন্তনিষ্টঞ্চেত্যাহ, ব্যসনেতি হে ভগবন্! তস্মাত্তব শুক্লাং সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং তে কুশলা নিপুণা ভজন্তি

অনুবাদ

(অর্থাৎ ভগবান্ যে বিভুতত্ত্ব, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার কারণ) মাতৃভাবাদিময় প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষ। অতএব উহা গোপীজনের (যশোদাদি মাতা, রাধিকাদিকান্তাগণের) যে অবিদ্যাকলা বা সম্মোহ (শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতার অধ্যাস)—তাহার প্রেরক বলিয়া গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন। অবসরক্রমে ইহাও বিবৃত হইবে। পরবর্তীর (লীলাশক্তির) সেই ভেদটী সংসারিগণের নিজ-স্বরূপ-বিস্মৃতি প্রভৃতির হেতু আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ।

("শ্রিয়া পুষ্ট্যা "-ইত্যাদি ভাঃ ১০।৩৯।৫৫ শ্লোকটীতে "মায়য়া চ")—এই 'চ'কার থাকায় পূর্ববর্তীটীর (ভূশক্তির) সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী, ভক্ত্যাধারশক্তি, মূর্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। এখানে সন্ধিনী, সত্যা, জয়া, উৎকর্ষিণী, যোগা, যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞানশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব—এইরূপ জানিতে হইবে। প্রহ্বী বিচিত্র আনন্দ ও সামর্থ্যের হেতু। ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তির হেতু। —এই ভেদ। এই প্রকারে উত্তরা (লীলা) শক্তিরও যথাযথ অন্য বৃত্তিসমূহ জানিতে হইবে। অতএব এই প্রকারে মায়াবৃত্তিগুলিও এখানে বিবৃত হইল না, যেহেতু সেগুলি বহিরঙ্গের সেবা করিয়া থাকে (—অন্তরঙ্গা নহে)। কিন্তু মূলে ("শ্রিয়া পুষ্ট্যা"—শ্লোকে)

টিপ্পনী

হইয়া আমার প্রপঞ্চ যদি না জান, তবে গুণপ্রবাহ বলিলে কেন ? তদুত্তর—আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যের বশয়িতা, আর স্বাশ্রয়, অবশ্য অন্যেরও বটে, অতএব আপনার স্বীয় অধীনা মায়াদ্বারা বিনির্মিত মহৎপ্রভৃতিরূপ বা যাদব-প্রভৃতিরূপ অশেষবিশেষের আপনার কল্পনা; আপনি ধুর্ব বা শ্রেষ্ঠ; আপনাকে প্রণাম করি।"

চক্রবর্তিপাদের টীকা—"বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনিই ২য় শ্লোকটীর (২৩শ) চক্রবর্তি-পাদটীকা—(প্রথমটী ৪৭শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে।) এরূপ আর কেহ নাহি। আপনি ঈশ্বর অন্যের বশয়িতা, স্বাশ্রয় অর্থাৎ কাহারও আশ্রিত ন'ন, অতএব অন্যের বশ্য নহেন। এক্ষণে অন্যের অনধীন ঐশ্বর্যের কথা বলা হইতেছে। আত্মমায়া বা নিজের অধীন মায়াদ্বারা বিনির্মিত অশেষবিশেষকল্পন অর্থাৎ বিশ্ব আপনার কৃত। অধিকন্তু ক্রীড়া বা লীলাই আপনার অর্থ বা প্রয়োজন। 'আত্ত'-ইত্যাদি—আপনি কংসাদি মনুষ্যগণের সহিত কংসের প্রাণতুল্য কেশীর বধকরণহেতু বিগ্রহ বা শত্রুতা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও আপনার এক ক্রীড়া। আপনি যদুবৃষ্ণি-সাত্বত—এই স্ববন্ধুগণের ধুর্ অর্থাৎ রক্ষণপোষণাদির ভার বহন করেন।" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—"ইহা স্বামিটীকার ব্যাখ্যা কেবল—শ্রুতিকথিত 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' (কঠ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৪।২০)—

—অর্থাৎ 'তাঁহার রূপ চক্ষুদ্বারা কেহ দেখে না', 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা যাঁহাকে (যে স্বভক্তকে) বরণ বা অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই নিকট তিনি

সেবন্তে। নত্বন্যাং ব্রহ্ম-রুদ্ররূপাম্, তথা তাবকানাং জীবানাঞ্চ মধ্যে শুক্লাং সত্ত্বৈকনিষ্ঠাং তনুং ত্বদ্ভক্তলক্ষণস্বায়ম্ভুবমন্বাদিরূপাং যে ভজন্তি অনুসরন্তি ন তু দক্ষ-ভৈরবাদিরূপাং। কথম্ভূতাং? স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ। ননু মম স্বরূপমপি সত্ত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং, তর্হি কথং তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব—ন হি নহীত্যাহ। সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতাঃ যৎ সত্ত্বং পুরুষস্য তব রূপং

অনুবাদ

বৃত্তিগুলি কেবল সাধারণভাবে সেবাংশগুলি ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে। আর মায়ার যে বহিরঙ্গ-সেবিত্ব, তাহা ভগবানের অংশভূত পুরুষের বহু দূরবর্তিনী থাকিয়া আশ্রিত হওয়ার কারণ। এইভাবেই দশমস্কন্ধের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩) শ্রীনারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন—

"হে ভগবন্, কেবল জ্ঞানমূর্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপপরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্টবিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ; আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক-গুণ-প্রবাহ সর্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্; আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। (২২)। আপনি ঈশ্বর (অর্থাৎ সকলেরই প্রভু), সুতরাং স্বাশ্রয় (অর্থাৎ কালাদির অধীন নহেন); আত্মমায়া (অর্থাৎ নিজশক্তিপ্রভাবে) অশেষবিশেষকল্পনা (অর্থাৎ বৈচিত্র্যরচনা) বিনির্মিত হয়; সম্প্রতি আপনি লীলার জন্য মনুষ্যবিগ্রহ গ্রহণ বা প্রকট করিয়াছেন, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় সাত্বতগণের ধুর্য (অর্থাৎ প্রধান বা ভারবহনকারী) আপনাকে প্রণাম করি। (২৩)।"

(গ্রন্থকারপ্রদত্ত) এই দুইটী শ্লোকের অর্থ—বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব, তাহাই যাঁহার ঘন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, তিনিই বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন। স্বসংস্থা অর্থাৎ স্বরূপাকার বা স্বরূপশক্তিদ্বারাই সম্যক্ প্রাপ্ত ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ণ-সর্ব-অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি যাঁহাতে তিনি সমাপ্তসর্বার্থ। অতএব

টিপ্পনী

স্বীয় অপ্রাকৃত মূর্তি প্রকটিত করেন',—অনুসারে ভগবান্ স্বপ্রকাশ বলিয়া 'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন' অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান বহু-মূর্তি হইলেও এক মুখ্য মূর্তি (বহুমূর্তিসমূহের) অংশিনী বলিয়া কেবলজ্ঞানরূপা এক মূর্তি। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।৪০।৭) তাহা বলিয়াছেন, যথা 'বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্'। যেহেতু মূর্তিরও কেবলজ্ঞানরূপত্ব ও অখণ্ডত্ব তদনুভবসিদ্ধ। … অতএব তাঁহার নানারূপাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল, অর্থাৎ জ্ঞানের মূর্তিত্ব যুক্ত বলিয়াই তিনি অনুভব করিয়াছেন। এই প্রকারে আপ্তকাম হইলেও তাঁহার যে বাঞ্ছা, তাহা নিত্যপ্রাপ্তের লীলাতে অপ্রাপ্তত্ব সম্পাদনপূর্বক প্রাপ্তির জন্য। সেই বাঞ্ছার অমোঘত্ব সেই প্রকার অসম্ভবকরণ। আর সে বাঞ্ছা মায়িকী নয়, ইহা টীকায় প্রশ্ন উঠাইয়া তাহা নিরাস করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব তাঁহার রূপাদিও অমায়িক, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। অতএব 'ভগবানের শরণ লইতেছি' বলায় ভগবান্কে নিজাবলম্বন (অন্য অবলম্বনরহিত) রূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে নয়। অথবা—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং'—'বিশেষভাবে শুদ্ধ, এমন বিজ্ঞান অর্থাৎ আনন্দব্রহ্ম, (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮ শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'),—এই প্রসিদ্ধ 'ব্রহ্ম'-নামে খ্যাত আনন্দাত্মক যে বিজ্ঞান, তদ্রূপ যিনি ঘন অর্থাৎ মূর্ত, এমন লক্ষণযুক্ত ভগবানের শরণ লইতেছি। (পূর্বপক্ষ)—"আচ্ছা বিজ্ঞানের কিরূপে করচরণাদি-আকারময়-মূর্তি হইতে পারে? আর কিরূপেই ভগবান্ হইতে পারে? এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি প্রসিদ্ধবিজ্ঞানের ঐ প্রসিদ্ধিদ্বারাই ঐরূপ

ইতি। অনয়োরর্থঃ—হে ঈশ! যদ্যপি সত্ত্বং রজস্তম ইতি তবৈব মায়াকৃতা লীলাঃ। কথম্ভূতাঃ? অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ। তথাপি যা সত্ত্বময়ী সৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টসুখায় ভবতি। নান্যে রজস্তমোময্যৌ। ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্রমনয়োঃ ভজনে কিন্ত্বনিষ্টঞ্চেত্যাহ, ব্যসনেতি হে ভগবন্! তস্মাত্তব শুক্লাং সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং তে কুশলা নিপুণা ভজন্তি

অনুবাদ

(অর্থাৎ ভগবান্ যে বিভুতত্ত্ব, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার কারণ) মাতৃভাবাদিময় প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষ। অতএব উহা গোপীজনের (যশোদাদি মাতা, রাধিকাদিকান্তাগণের) যে অবিদ্যাকলা বা সম্মোহ (শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতার অধ্যাস)—তাহার প্রেরক বলিয়া গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন। অবসরক্রমে ইহাও বিবৃত হইবে। পরবর্তীর (লীলাশক্তির) সেই ভেদটী সংসারিগণের নিজ-স্বরূপ-বিস্মৃতি প্রভৃতির হেতু আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ।

("শ্রিয়া পুষ্ট্যা"-ইত্যাদি ভাঃ ১০।৩৯।৫৫ শ্লোকটীতে "মায়য়া চ")—এই 'চ'কার থাকায় পূর্ববর্তীটীর (ভূশক্তির) সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী, ভক্ত্যাধারশক্তি, মূর্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। এখানে সন্ধিনী, সত্যা, জয়া, উৎকর্ষিণী, যোগা, যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞানশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব—এইরূপ জানিতে হইবে। প্রহ্বী বিচিত্র আনন্দ ও সামর্থ্যের হেতু। ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তির হেতু। —এই ভেদ। এই প্রকারে উত্তরা (লীলা) শক্তিরও যথাযথ অন্য বৃত্তিসমূহ জানিতে হইবে। অতএব এই প্রকারে মায়াবৃত্তিগুলিও এখানে বিবৃত হইল না, যেহেতু সেগুলি বহিরঙ্গের সেবা করিয়া থাকে (—অন্তরঙ্গা নহে)। কিন্তু মূলে ("শ্রিয়া পুষ্ট্যা"—শ্লোকে)

টিপ্পনী

হইয়া আমার প্রপঞ্চ যদি না জান, তবে গুণপ্রবাহ বলিলে কেন? তদুত্তর—আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যের বশয়িতা, আর স্বাশ্রয়, অবশ্য অন্যেরও বটে, অতএব আপনার স্বীয় অধীনা মায়াদ্বারা বিনির্মিত মহৎপ্রভৃতিরূপ বা যাদব-প্রভৃতিরূপ অশেষবিশেষের আপনার কল্পনা; আপনি ধুর্য বা শ্রেষ্ঠ; আপনাকে প্রণাম করি।"

চক্রবর্তিপাদের টীকা—"বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনিই ২য় শ্লোকটীর (২৩শ) চক্রবর্তি-পাদটীকা—(প্রথমটী ৪৭শ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে।) এরূপ আর কেহ নাহি। আপনি ঈশ্বর অন্যের বশয়িতা, স্বাশ্রয় অর্থাৎ কাহারও আশ্রিত ন'ন, অতএব অন্যের বশ্য নহেন। এক্ষণে অন্যের অনধীন ঐশ্বর্যের কথা বলা হইতেছে। আত্মমায়া বা নিজের অধীন মায়াদ্বারা বিনির্মিত অশেষবিশেষকল্পন অর্থাৎ বিশ্ব আপনার কৃত। অধিকন্তু ক্রীড়া বা লীলাই আপনার অর্থ বা প্রয়োজন। 'আত্ত'-ইত্যাদি—আপনি কংসাদি মনুষ্যগণের সহিত কংসের প্রাণতুল্য কেশীর বধকরণহেতু বিগ্রহ বা শত্রুতা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও আপনার এক ক্রীড়া। আপনি যদুবৃষ্ণি-সাত্বত—এই স্ববন্ধুগণের ধুর্ অর্থাৎ রক্ষণপোষণাদির ভার বহন করেন।" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—"ইহা স্বামিটীকার ব্যাখ্যা কেবল—শ্রুতিকথিত 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' (কঠ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৪।২০)—অর্থাৎ 'তাঁহার রূপ চক্ষুদ্বারা কেহ দেখে না', 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা যাঁহাকে (যে স্বভক্তকে) বরণ বা অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই নিকট তিনি

সেবন্তে। নত্বন্যাং ব্রহ্ম-রুদ্ররূপাম্, তথা তাবকানাং জীবানাঞ্চ মধ্যে শুক্লাং সত্ত্বৈকনিষ্ঠাং তনুং ত্বদ্ভক্তলক্ষণস্বায়ম্ভুবমন্বাদিরূপাং যে ভজন্তি অনুসরন্তি ন তু দক্ষ-ভৈরবাদিরূপাং। কথম্ভূতাং? স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ। ননু মম স্বরূপমপি সত্ত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং, তর্হি কথং তস্যাপি মায়ামযত্বমেব—ন হি নহীত্যাহ। সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতাঃ যৎ সত্ত্বং পুরুষস্য তব রূপং

অনুবাদ

বৃত্তিগুলি কেবল সাধারণভাবে সেবাংশগুলি ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে। আর মায়ার যে বহিরঙ্গ-সেবিত্ব, তাহা ভগবানের অংশভূত পুরুষের বহু দূরবর্তিনী থাকিয়া আশ্রিত হওয়ার কারণ। এইভাবেই দশমস্কন্ধের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩) শ্রীনারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন—

"হে ভগবন্, কেবল জ্ঞানমূর্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপপরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্টবিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন ; অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ ; আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক-গুণ-প্রবাহ সর্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ ; আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। (২২)। আপনি ঈশ্বর (অর্থাৎ সকলেরই প্রভু), সুতরাং স্বাশ্রয় (অর্থাৎ কালাদির অধীন নহেন) ; আত্মমায়া (অর্থাৎ নিজশক্তিপ্রভাবে) অশেষবিশেষকল্পনা (অর্থাৎ বৈচিত্র্যরচনা) বিনির্মিত হয় ; সম্প্রতি আপনি লীলার জন্য মনুষ্যবিগ্রহ গ্রহণ বা প্রকট করিয়াছেন, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় সাত্বতগণের ধুর্য (অর্থাৎ প্রধান বা ভারবহনকারী) আপনাকে প্রণাম করি। (২৩)।"

(গ্রন্থকারপ্রদত্ত) এই দুইটী শ্লোকের অর্থ—বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব, তাহাই যাঁহার ঘন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, তিনিই বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন। স্বসংস্থা অর্থাৎ স্বরূপাকার বা স্বরূপশক্তিদ্বারাই সম্যক্ প্রাপ্ত ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ণ-সর্ব-অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি যাঁহাতে তিনি সমাপ্তসর্বার্থ। অতএব

টিপ্পনী

স্বীয় অপ্রাকৃত মূর্তি প্রকটিত করেন',—অনুসারে ভগবান্ স্বপ্রকাশ বলিয়া 'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন' অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান বহু-মূর্তি হইলেও এক মুখ্য মূর্তি (বহুমূর্তিসমূহের) অংশিনী বলিয়া কেবলজ্ঞানরূপা এক মূর্তি। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।৪০।৭) তাহা বলিয়াছেন, যথা 'বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্'। যেহেতু মূর্তিরও কেবলজ্ঞানরূপত্ব ও অখণ্ডত্ব তদনুভবসিদ্ধ। ... অতএব তাঁহার নানারূপাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল, অর্থাৎ জ্ঞানের মূর্তিত্ব যুক্ত বলিয়াই তিনি অনুভব করিয়াছেন। এই প্রকারে আপ্তকাম হইলেও তাঁহার যে বাঞ্ছা, তাহা নিত্যপ্রাপ্তের লীলাতে অপ্রাপ্তত্ব সম্পাদনপূর্বক প্রাপ্তির জন্য। সেই বাঞ্ছার অমোঘত্ব সেই প্রকার অসম্ভবকরণ। আর সে বাঞ্ছা মায়িকী নয়, ইহা টীকায় প্রশ্ন উঠাইয়া তাহা নিরাস করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব তাঁহার রূপাদিও অমায়িক, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। অতএব 'ভগবানের শরণ লইতেছি' বলায় ভগবান্‌কে নিজাবলম্বন (অন্য অবলম্বনরহিত) রূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে নয়। অথবা—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং'—'বিশেষভাবে শুদ্ধ, এমন বিজ্ঞান অর্থাৎ আনন্দব্রহ্ম, (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮ শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম'),—এই প্রসিদ্ধ 'ব্রহ্ম'-নামে খ্যাত আনন্দাত্মক যে বিজ্ঞান, তদ্রূপ যিনি ঘন অর্থাৎ মূর্ত, এমন লক্ষণযুক্ত ভগবানের শরণ লইতেছি। (পূর্বপক্ষ)—"আচ্ছা বিজ্ঞানের কিরূপে করচরণাদি-আকারময়-মূর্তি হইতে পারে? আর কিরূপেই ভগবান্ হইতে পারে? এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি প্রসিদ্ধবিজ্ঞানের ঐ প্রসিদ্ধিদ্বারাই ঐরূপ

প্রকাশমূর্শন্তি মন্যন্তে। যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে, তদভয়মাত্মসুখং পরব্রহ্মানন্দস্বরূপমেব নত্বন্যৎ প্রকৃতিজং সত্ত্বং তদিতি। অত্র সত্ত্ব-শব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।" (ভাঃ ৪।৩।২৩)

অনুবাদ

যাঁহার মোঘ অর্থাৎ অতিতুচ্ছ বলিয়া বৃথাভূত জগৎকার্যে বঞ্চিত বাঞ্ছা থাকে না, তিনি অমোঘবাঞ্ছিত। যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, কোন কোন স্থলে অবাঞ্ছিতেরও সম্বন্ধ দেখা যায়, এই আশঙ্কায় (উত্তর) বলিতেছেন—স্বীয় তেজ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিপ্রভাবে নিত্যই যাঁহা হইতে মায়ার গুণপ্রবাহ অর্থাৎ গুণ-সমূহের পরম্পরা নিবৃত্ত অর্থাৎ দূরীভূত থাকে, সেই ভগবান্ নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহ। (তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি)।

এই প্রকারেই ঠিকই বলা হইয়াছে যে, "ভগবান্ গুণময়ী শক্তি-বিরহিত ; তিনি আত্মমায়া-স্বরূপশক্তিযুক্ত।" সেই ভগবানের শরণ লইতেছি। (পরবর্তী ২৩শ শ্লোক)—আর স্বাংশযোগে যিনি অন্তর্যামি-পুরুষাখ্য ঈশ্বর হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করিতেছি। 'ঈশ্বর কি প্রকার'? (উত্তর)—স্বরূপশক্তিযোগে স্বাশ্রয় (নিজের আশ্রয় নিজেই) হইয়াও আত্মমায়া অর্থাৎ জীবাত্মবিষয়া মায়া-যোগে তিনি অশেষবিশেষাকার (বিবিধ আকারের) কল্পনা (রচনা) করিয়াছেন। অথবা আত্মমায়া-স্বরূপশক্তিযোগে আপনি স্বাশ্রয়, আর আপনার কল্পনা বা মায়াশক্তি অশেষবিশেষ (নানা জড়সৃষ্টি) বিনির্মিত করিয়াছেন। আপনি কি

টিপ্পনী

বৈলক্ষণ্য বলা হইয়াছে 'স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থম্'—বলিয়া। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেঃ ৬।৮), 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপমস্য' (শ্বেঃ ৪।২০, কঠ ২।৩।৯)—এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা বাঞ্ছিত ঐ সকল প্রকাশক স্বরূপশক্তিবলে তিনি সর্ব-অর্থ সম্যগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি তিনি 'অমোঘবাঞ্ছিত'—অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিযোগে সেই সমস্ত প্রকাশে ও অপ্রকাশে সমর্থ। আবার যদি ভগবান্ পূর্বপক্ষ উঠান্—দেখ, শ্রুতিতে কথিত (শ্বেঃ ৪।১০) 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্'—অর্থাৎ 'প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিতে হইবে'—এই অনুসারে অপরা মায়া-নামে শক্তি আছে। অতএব তাঁহার দোষসমূহ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে। তদুত্তরে বলা হইয়াছে 'স্বতেজসা' অর্থাৎ স্বরূপশক্তিপ্রভাবে।" (২২)। "……আচ্ছা, (ভগবানের পূর্বপক্ষ) আমি যদি ঐরূপ (—যেরূপ শ্লোক দুইটীতে বলা হইল), তাহা হইলে মায়িক প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত আমার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ? তদুত্তরে বলিতেছেন, "ক্রীড়ার্থমভ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহম্"—ক্রীড়ার নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রপঞ্চে অভিগত ভক্তগণের আভিমুখ্য বা সাম্মুখ্য-দ্বারা ক্রীড়া বা লীলা করিবার জন্য আপনাকর্তৃক আত্ত বা আনীত হইয়াছে মনুষ্যবিগ্রহ অর্থাৎ পরব্রহ্মাখ্য নরাকৃতি, অথবা আপনি ঐ প্রকার বিহার-নিমিত্ত মনুষ্যজাতীয় বিগ্রহ বা যুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন।…।"

"মূলশ্লোক (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) "শ্রিয়া পুষ্ট্যা"-ইত্যাদিতে "বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া"র সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'বিদ্যা ও

ইতি। শ্রীশিববাক্যানুসারাৎ। অগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বমিত্য-শুদ্ধসত্ত্বলক্ষণপ্রসিদ্ধ্যনুসারেণ তথাভূতশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্চ ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপাত্মতৈবেত্যুক্তম্।

তদভয়মাত্মসুখমিতি শক্তিত্বপ্রাধান্যবিবক্ষয়োক্তং লোকো যত ইতি। অর্থান্তরে ভগবদ্বি-গ্রহং প্রতি—রূপং যদেতৎ—ইত্যাদৌ শুদ্ধস্বরূপমাত্রত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। অভয়মিত্যাদৌ প্রাঞ্জলতা-

অনুবাদ

প্রকার ? তাহা বুঝাইতে বলা হইতেছে যে, সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব-সময়ে সেই মায়াশক্তিরও ঈশ্বর ভগবান্ আপনাতেই প্রবেশ করায় এইরূপ (অসুর-বধাদি-লীলা) হইয়াছে। একই কালে বিচিত্র স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি-প্রকাশদ্বারা আপনার যে ক্রীড়া (লীলা), তন্নিমিত্ত আপনি 'অভ্যাত্তমনুষ্য-বিগ্রহ', অর্থাৎ "নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম"—এই স্মৃতিবচন-অনুযায়ী মনুষ্যাকাররূপ 'ভগবান্'-নামক বিগ্রহ 'অভি'—অর্থাৎ ভক্তগণের অভিমুখে (—তাঁহারা সেই বিগ্রহের দর্শনলাভে প্রীত হউন, এই অভিপ্রায়ে) 'আত্ত' অর্থাৎ আনীত প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহাকেই (ভগবান্‌কেই) পুনরায় বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন—'যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্যম্', অর্থাৎ তিনি সেই সমস্ত নিত্যপরিকর-(পরিবার)সমূহের প্রেম-ভারবহনকারী। অথবা এই অনুচ্ছেদের মূলশ্লোক 'শ্রিয়া পুষ্ট্যা' (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) ইত্যাদিতে 'শক্তি' এই শব্দটী সর্বত্র বিশেষ্যপদ (—অর্থাৎ শ্রীশক্তি, পুষ্টিশক্তি,—এইরূপ)। শ্রীশক্তি হইলেন মূলরূপ, পুষ্টি প্রভৃতি তাঁহারই অংশ। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান। (অবিদ্যা নহে, আবিদ্যা)—'আ' সমীচীনা 'বিদ্যা' অর্থাৎ ভক্তি।

টিপ্পনী

অবিদ্যাযোগে'। কিন্তু শ্রীজীবপাদ এখানে একটী বিশেষ অর্থ দিয়াছেন 'বিদ্যা' অর্থাৎ জ্ঞান ও 'আবিদ্যা' অর্থাৎ 'আ' অর্থে সমীচীনা, সেই 'সমীচীনা বিদ্যা' বলিতে ভক্তিকে বুঝাইতেছে। আর কোনও টীকায় 'আবিদ্যা' স্বীকার করিয়া এইরূপ অপূর্ব ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

গীতার (৯।২) "রাজবিদ্যা" শ্লোকের শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা স্বামিপাদের টীকারই অনুরূপ। স্বামিপাদ 'বিদ্যা-সমূহের রাজা রাজবিদ্যা ও গুহ্যসমূহের মধ্যে রাজা রাজগুহ্য কেন হইল, বিদ্যারাজ ও গুহ্যরাজ কেন হইল না, তাহা স্বামিপাদ পাণিনির "রাজদন্তাদিষু পরম্"—এই সূত্রানুসারে বলিয়াছেন ঐ শব্দদ্বয় রাজদন্তাদিগণের অন্তর্গত হওয়ায় উপার্জন অর্থাৎ প্রথমান্ত রাজন্‌শব্দের পরে অন্য শব্দ দুইটী 'বিদ্যা' ও 'গুহ্য' পরে যুক্ত হইয়াছে। (উদাহরণ যেমন দন্তানাং রাজা রাজদন্তঃ, বনস্য অগ্রে অগ্রেবণম্)। স্বামিপাদ এই অর্থ হইতে অতিরিক্ত অর্থও স্বীকার করিয়াছেন, যথা রাজগণের (শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের) বিদ্যা ও গুহ্য। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ-টীকায় বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"এই জ্ঞান (যাহা বলিতে ভগবান্ পূর্বশ্লোকে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন) রাজবিদ্যা; বিদ্যা অর্থে উপাসনা; তাহা বিবিধা; যাহা ভক্তিদ্বারা সিদ্ধা, তাহা সকল উপাসনামধ্যে রাজা। ··গুহ্যসমূহের রাজা—ভক্তিমাত্রই গুহ্য; বহুবিধ ভক্তিসমূহমধ্যে রাজা অর্থাৎ অতিগুহ্যতম। তাহা সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া পবিত্র; অনেক সহস্রজন্মে সঞ্চিত সকল পাপের স্থূলসূক্ষ্ম অবস্থার, তাহাদের যে কারণ অজ্ঞান, তাহারও সদ্যঃ সদ্যঃ উচ্ছেদক; অতএব ইহা সর্বোত্তম পাবন (—এই অংশটী শ্রীপাদ

হানিশ্চ ভবতি অন্যৎপদস্যৈকস্যৈব রজস্তমশ্চেতি দ্বিরাবৃত্তৌ প্রতিপত্তিগৌরব উৎপদ্যতে পূর্বমপি নাম্নে—ইতি দ্বিবচনেনৈব দ্বে পরামৃষ্টে। তস্মাদস্তি প্রসিদ্ধাৎ সত্ত্বাদন্যৎ স্বরূপভূতং সত্ত্বম্। যদেবৈকাদশে—

"যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ" (১১।৪।৪)

ইত্যাদৌ জ্ঞানং স্বতঃ—ইত্যত্র টীকাকৃন্মতং "যস্য স্বতঃ স্বরূপভূতাৎ সত্ত্বাৎ তনুভূতাং জ্ঞানম্" ইত্যনেন। তথা ব্রহ্মণস্তবান্তে—(ভাঃ ১০।১১।৬০)—"এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতম্"

অনুবাদ

গীতায় (৯।২) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥"—অর্থাৎ 'যে জ্ঞান নবম অধ্যায়ে বলা হইতেছে, তাহা রাজবিদ্যা, বিদ্যাসমূহের মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ, আর উহা রাজগুহ্য, গুহ্য বা গোপনীয় বিষয়সমূহেরও অথবা সুরক্ষণযোগ্য-বিদ্যাসমূহের মধ্যেও রাজা বা অতিশ্রেষ্ঠ। উহা অতিশয় পবিত্র বা পাবন, লোকোদ্ধারক। উহা প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, উহার ফল প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। উহা ধর্ম্য, বেদকথিত সমস্ত ধর্মের সার-স্বরূপ। অথচ উহার পালন সুসুখ বা সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য নয়। আর উহা অক্ষয়ফলপ্রদ বলিয়া অব্যয়, নির্গুণ।'

"শ্রিয়া পুষ্ট্যা"-শ্লোকে মায়া বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীপ্রভৃতি তাঁহার বৃত্তিগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে জানিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা, তাহা সমান বা একই প্রকার। অতএব এই শুদ্ধভগবদ্বিষয়ক প্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিগণমধ্যে উহারা গণনায় পর্যবসিত হইলে ইহা প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, একই তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ হওয়ায় শক্তিও একই, ত্রিধা বিভক্ত। বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—"হে ভগবন্ সর্বাধিষ্ঠান-ভূত আপনাতে একই স্বরূপভূতা শক্তি হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ

টিপ্পনী

মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা)। 'প্রত্যক্ষাবগম'—ইহার অনুভব প্রত্যক্ষ, যেমন ভাগবতে (ভাঃ ১১।২।৪২) বলিয়াছেন 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-, রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ, স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"—অর্থাৎ 'যেমন ভোজনকারীর গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে থাকে, সেইরূপ প্রপদ্যমান অর্থাৎ ভগবচ্চরণে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তির ভক্তি, পরেশানুভব অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ও ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুতে বিরক্তি বা উদাসীনতা এককালে সমভাবে হইতে থাকে।' এই উক্তি অনুসারে পদে পদেই ভজনের অনুরূপ ভগবানের অনুভব লাভ হয়। 'ধর্ম্য'-অর্থে ধর্ম হইতে অনপেত বা অচ্যুত, সর্বধর্মের অকরণেও সর্বধর্মের সিদ্ধি হয়, যেমন (ভাঃ ৪।৩১।১৪) 'যথা তরোর্মূলনিসেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥'—অর্থাৎ 'যেরূপ তরুমূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ (কাণ্ড), ভুজ (শাখা) ও উপশাখাসকল তৃপ্তি (বা পুষ্টি) লাভ করে, আর যেরূপ প্রাণকে উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিলে সকল ইন্দ্রিয়ই তুষ্ট থাকে, সেইরূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকল পিতৃদেবাদির পূজা হইয়া যায়, (তাঁহাদের স্বতন্ত্র পূজা নিরর্থক).' এই শ্রীনারদের উক্তি অনুসারে সিদ্ধ। 'কর্তুং

ইত্যত্র "ব্যক্তেতরং ব্যক্তাজ্জড়প্রপঞ্চাদিতরৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকম্" ইত্যাদিনা।

তথা—"পরোরজঃ সবিতুর্জ্জাতবেদো দেবস্য ভর্গঃ" ইত্যাদৌ (ভাঃ ৫।৭।১৪) শ্রীভরত-জাপ্যে তন্মতম্ "পরোরজঃ" রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং ইত্যাদিনা। অতএব প্রাকৃতাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা জীবাস্যৈব ন ত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে।

যথৈকাদশে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে" (ভাঃ ১১।২৫।১২) ইতি।

শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ (গীতা ৭।১২-১৪)—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥

অনুবাদ

ত্রিধা হইয়া বর্ত্তমান ; কিন্তু আপনি গুণবর্জিত (মায়িক ত্রিগুণাতীত) বলিয়া আপনাতে (মায়িক জগতের ন্যায়) মিশ্রিতা হ্লাদকরী তাপকরী মায়িক শক্তি নাই।" ইহার ব্যাখ্যা স্বামিপাদ করিয়াছেন—"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী স্বরূপভূতাশক্তি ; সর্ব-সংস্থিতি অর্থাৎ যাঁহা হইতে সকলের সম্যক্ স্থিতি, সেই সর্বাধিষ্ঠান-ভূত আপনাতেই সেই শক্তি ; জীবে তিনি নাই। আর জীবে যে গুণময়ী ত্রিবিধা শক্তি, তাহা আপনাতে নাই ; তাহার কথা বলিতেছেন—তাহা হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ; হ্লাদকরী মনের প্রসাদ হইতে যাহা উত্থিতা, তাহা সাত্ত্বিকী হ্লাদকরী শক্তি ; আর বিষয় ভোগাদিতে যাহা, তাহা তামসী শক্তি তাপকরী ; আর এই দুইটীর মিশ্রিতা বিষয় হইতে উৎপন্না রাজসী শক্তি। আপনাতে এ গুলি না থাকিবার হেতু এই যে, আপনি সত্ত্বাদি গুণবর্জিত।" ইহা সর্বজ্ঞ সূক্তবাক্যে (ভাঃ ১।৭।৫-৬) স্বামি-পাদের ভাবার্থদীপিকা টীকায় (উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্যে) বলা হইয়াছে, যথা—"সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সংবিৎ—এই স্বরূপশক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট ; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত বলিয়া সংক্লেশসমূহের আকর।"

[এখানে একটী অতিরিক্ত পাঠান্তর আছে, যথা—"তত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী। তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী। এবং

টিপ্পনী

সুসুখম্'—এই ভক্তি পালন করা সহজসাধ্য, অর্থাৎ কর্মজ্ঞানযোগাদিতে যেমন কায়, মন ও বাক্যের অতিশয় ক্লেশ হয়, শ্রবণকীর্তনাদিদ্বারা সাধ্যাভক্তি কেবল কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্র। আর 'অব্যয়' অর্থাৎ নির্গুণ বলিয়া ভক্তি কর্ম-জ্ঞানাদির ন্যায় নশ্বর নয়, কিন্তু নিত্য।'

উদ্ধৃত শ্রীধ্রুবোক্তি (বিঃ পুঃ ১।১২।৬৯) কথিত স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি, যথা হ্লাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্মে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমাদের বোধ-সৌকর্য-জন্য আবৃত্তি করিতেছি। প্রথমে (১৪শ অধ্যায়ে তদ্রচিত দশমূলশ্লোকের চতুর্থ শ্লোকটী উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

"স বৈ হ্লাদিন্যাঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ, তথা সংবিচ্ছক্তিপ্রকটিত-রহোভাবরসিতঃ।

তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে, রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে।"—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির

ত্রিভিগু´ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ইতি।

যথা দশমে (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

"হরিহি নিগু´ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥"ইতি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ (১।৯।৪৩)—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥"ইতি।

অনুবাদ

জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ।" ইহার অনুবাদ—ইহাদিগের মধ্যে ভগবান হ্লাদক বা হ্লাদদাতা হইয়াও যে শক্তিযোগে হ্লাদপ্রাপ্ত হ'ন ও হ্লাদপ্রদান করেন, তাহা হ্লাদিনী শক্তি। ঐ প্রকার সত্তারূপ হইয়াও তিনি যে শক্তিযোগে সত্তা ধারণ করেন ও সকলের সত্তার বিধান করেন, তাহা সন্ধিনীশক্তি। এই প্রকার জ্ঞানরূপ হইয়াও তিনি যে শক্তিযোগে জানেন ও সকলকে জানান, তাহা সংবিৎ শক্তি।]

এখানে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী ক্রমানুসারে উৎকর্ষযুক্ত (পর পর অধিক হইতে অধিকতর উৎকৃষ্ট) জানিতে হইবে। সেই প্রকার হওয়াতে যেমন ঘটসমূহ সম্বন্ধে ঘট বলিয়াই প্রতীতি, সেইরূপ সকল সৎ অর্থাৎ বর্তমান বস্তুর প্রতীতির নিমিত্তই কোনও ক্ষেত্রে হয়।

সত্তাস্বরূপ বলিয়া আম্নায়ে (বা বেদে) কথিত ঐ ভগবান্‌, শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ৬।২।১) "সদেবসৌম্যেদমগ্রমাসীৎ"—অর্থাৎ 'এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সৎ বা অস্তিত্বময় ছিল'—ইহাতে 'সৎ'-রূপে উল্লিখিত হইয়া যে শক্তিযোগে সত্তা ধারণ করেন ও করান, তিনি সর্বদেশকালদ্রব্য প্রভৃতি প্রাপ্তিকারিণী

টিপ্পনী

তিনটী প্রভাব—হ্লাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা অনুরক্ত এবং সংবিচ্ছক্তিপ্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্বদা রসিতস্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ নিত্যরসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান। ইহার ভাবার্থ এই যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় সর্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বৃষভানুনন্দিনী (রাধা) রূপে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ...স্বরূপশক্তির সংবিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জলাদিবিশিষ্ট গ্রাম, বন-নিকর, তথা গিরিগোবর্ধনাদি বিলাসপীঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখীসখা, গোধন, দাসাদির চিন্ময়-কলেবর ও বিলাসোপকরণ—সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে সর্বদা পরানন্দরত, এবং সংবিতের প্রকটিত রহস্যজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান্। বংশীবাদনপূর্বক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি এবং রাসলীলাদি—সমস্তই সংবিদাশ্রিত কৃষ্ণক্রিয়া। সন্ধিনীকৃতধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্বদা রসমগ্ন। কৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে সর্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয়। জীবশক্তি যেরূপ স্বরূপশক্তির অণু, স্বরূপশক্তির ঐ তিন বৃত্তি জীবশক্তিতে অণুস্বরূপে বর্তমান; হ্লাদিনীবৃত্তি জীবে ব্রহ্মানন্দরূপে নিত্যসিদ্ধ; সংবিদ্-বৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্তমান; সন্ধিনী-বৃত্তি জীবের অণুচৈতন্য আকারে প্রকাশিত। ...আর স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি (ছায়া) মায়াশক্তি

অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্যাপ্রাকৃতাস্ত্বন্যে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্। অত্র চ প্রসীদত্বিত্যনেন প্রসাদহেতুরন্য এব যো গুণো গমিতঃ স বিশুদ্ধসত্ত্বত্বেনৈব পর্যবস্যতি। তত্রৈব হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদিত্যাদি।

তথা চ দশমে দেবেন্দ্রেণোক্তম্ (ভাঃ ১০।২৭।৪)—

"বিশুদ্ধ সত্ত্বং তব ধাম শান্তং, তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো, ন বিদ্যতে তে গ্রহণানুবন্ধঃ ॥" ইতি।

অনুবাদ

সন্ধিনীশক্তি। ঐরূপ ভগবান্ সংবিৎ-রূপ হইয়াও যে শক্তিযোগে সম্যক্ অবগত হ'ন ও সম্যক্ অবগত করান, তিনি সংবিৎশক্তি। ঐরূপ যে শক্তিযোগে ভগবান্ হ্লাদ সম্যক্ অবগত হ'ন ও অবগত করান, তিনি হ্লাদিনীশক্তি,—ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব এই প্রকারে সেই মূল (স্বরূপ) শক্তির ত্র্যাত্মকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় (সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী এই তিন রূপে নির্ধারিত হওয়ায়) স্বপ্রকাশতালক্ষণ তদীয় যে বৃত্তিবিশেষযোগে স্বরূপ স্বয়ং বা স্বরূপশক্তিরূপে বা বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হ'ন, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব। আর তাহা অন্যের অপেক্ষারহিত তাঁহার প্রকাশ, আর এ শক্তির জ্ঞাপন ও জ্ঞানবৃত্তি হওয়ায় ইনি সংবিৎ শক্তিই। এই সত্ত্বে মায়াস্পর্শ না থাকায়, ইহা বিশুদ্ধ।

ঐ সত্ত্ব যে প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে অন্যতর, তাহা দ্বাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১২।৮।৪৫-৪৬) শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি শ্রীনারায়ণ ঋষিকে বলিয়াছেন, যথা—"হে আত্মা বা জীবসমূহের বন্ধো পরমেশ্বর, যদিও আপনি এই বিশ্বের স্থিতি, লয় ও উদয় অর্থাৎ সৃষ্টির হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণরূপ মায়াকর্তৃক কৃত লীলা-সমূহ ধারণ বা গ্রহণ করেন, তথাপি উহাদের মধ্যে সত্ত্বময়ী লীলাই মনুষ্যগণের প্রশান্তি বা পরমমঙ্গলপ্রদ

টিপ্পনী

জড়ানন্দ, সংবিদ্বৃত্তি জড়বিষয়কজ্ঞান ও সন্ধিনীবৃত্তি হইতে চৌদ্দলোকময় জড়ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর।" আবার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—"সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সংবিদাখ্যা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়, তাহা মায়াবৃত্তি নয়। সেই সংবিদাখ্যা বৃত্তির সহিত হ্লাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই (প্রেমের ভূমিকা বা প্রথমছবি) ভাব। সংবিদ্বৃত্তিদ্বারা বস্তুজ্ঞান হয়, হ্লাদিনীবৃত্তিদ্বারা বস্তু আস্বাদিত হয়। কৃষ্ণরূপ পরমবস্তু স্বরূপশক্তির সর্বপ্রকাশিকা বৃত্তি হইতে জানা যায়, জীবশক্তির সংবিদ্বৃত্তি হইতে জানা যায় না। ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা যখন জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই স্বরূপশক্তির সংবিদ্বৃত্তি জীবহৃদয়ে কার্য করেন, তাহা হইলেই চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ত্ব, মায়িক জগতের স্বরূপ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণমিশ্র স্থূলতত্ত্ব। সেই চিজ্জগদ্-জ্ঞানে হ্লাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আস্বাদ উদিত হয়। সেই আস্বাদ পূর্ণরূপে হইলে তাহাকে প্রেম বলে।" এই শক্তিত্রয় সম্বন্ধে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"স্বরূপ-শক্তি ত্রিবিধবিভাগে পরিলক্ষিত হ'ন। সেইগুলিকে অংশিনী (স্বরূপ) শক্তির অংশ বলা হইয়াছে। শক্তির নিত্য বর্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতা 'সন্ধিনী' নামে পরিচিত। জ্ঞাতৃত্ব বা চিদংশ নিত্যানন্দ হইতে বিশেষত্বযুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান। 'সংবিৎ'-নামে পরিচিত, অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণের স্বতঃকর্তৃত্বপূর্ণ

অয়মর্থঃ—ধাম স্বরূপভূতপ্রকাশশক্তিঃ। বিশুদ্ধত্বমাহ—বিশেষণদ্বয়েন ধ্বস্তরজস্তমস্কং তপোময়মিতি চ। তপোঽত্র জ্ঞানম্। "স ঋষিঃ জ্ঞানং কুরুতে তপস্তপ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তপোময়ং প্রচুরজ্ঞানস্বরূপং জাড্যাংশেনাপি রহিতম্ ইত্যর্থঃ। আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ—ইতিবৎ। অতঃ প্রাকৃতসত্ত্বমপি ব্যাবৃত্তম্। অতএব মায়াময়োঽয়ং সত্ত্বাদিগুণপ্রবাহস্তে তব ন বিদ্যতে। যতোঽসাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি।

অনুবাদ

হইয়া থাকে। অন্য দুই গুণ রজঃ ও তমঃ দ্বারা যে লীলা, যদ্দ্বারা ব্যসন (ভ্রংশ ও বিপদের হেতু কামজ-কোপজদোষ) ও মোহের (বুদ্ধি ভ্রংশের) ভয় হইয়া থাকে, তাহারা মঙ্গলপ্রদ হয় না। (৪৫) হে ভগবন্, যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠ, অভয় ও আত্মসুখ লাভ হইয়া থাকে, সাত্বত বা ভক্তগণ, যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই পুরুষরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপ মনে করেন, ইতরগুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেইজন্য কুশল অর্থাৎ বিবেকিগণ ইহজগতে স্বপ্রিয় বা স্বাভীষ্ট আপনার শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক শুক্ল বা বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ এবং আপনার নিজগণের (ভক্তগণের)ও ঐ প্রকার বিগ্রহ ভজন করেন। (৪৬)" এই শ্লোক দুইটীর (শ্রীগ্রন্থকার-প্রদত্ত) অর্থ—হে ঈশ্বর, যদ্যপি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই সকল আপনারই মায়াকৃত লীলা। কি প্রকার? উহারা এই বিশ্বের স্থিতি প্রভৃতির হেতু। তথাপি যে লীলা সত্ত্বময়ী, তাহাই প্রশান্তি বা প্রকৃষ্ট সুখের নিমিত্তভূত হয়। অন্য দুইটী রজঃ আর তমোময়ী লীলা তাহা নয়। কেবল যে প্রশান্তির অভাব মাত্র হয়, তাহা নহে, কিন্তু ঐ দুই লীলার ভজনে অনিষ্টও হয়, 'ব্যসন' ইত্যাদিদ্বারা তাহা বলিতেছেন—হে ভগবন্, ঐ কারণে আপনার শুক্লা অর্থাৎ সত্ত্বময়ী লীলার অধিষ্ঠাত্রী

টিপ্পনী

চিদ্ধর্মে পরিচিত, তাহাই 'সংবিৎ-শক্তি'-নামে প্রসিদ্ধ। অংশিনীর যে অংশ সম্বিৎ হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করেন, উহাই আনন্দময়ীশক্তি। বিশেষত্ব বর্ণনে ত্রিবিধ শক্তির বিভিন্ন পরিচয় থাকিলেও, সেই অংশত্রয় স্বরূপশক্তিতেই অবস্থিত, আবার তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তিতে এই শক্তিত্রয়ের বিভিন্ন অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা শক্তিতে ত্রিগুণ এবং তটাস্থাখ্য শক্তির বদ্ধজীবাংশ ঐ ত্রিগুণের ক্রিয়া ও মুক্তাংশে সচ্চিদানন্দের আশ্রয়জাতীয়ত্বে সেবন-বৃত্তিতে সেব্যের উপযোগী শক্ত্যংশ বিরাজমান।" এই শক্তিত্রয়ের সম্বন্ধে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপদেশলিপ্সু, তাঁহারা চৈঃ চঃ আদি ৪।৫৯-৬৮, মধ্য ৬।১৫৮-১৫৯, মধ্য ৮।১৫৩-১৫৯ ব্যাখ্যা সহিত আলোচনা করিতে পারেন।

এক্ষণে স্বামিপাদকর্তৃক উদ্ধৃত "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ"-ইত্যাদি সর্বজ্ঞসূক্তটীর তাৎপর্য এই যে "জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম। জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৩)।প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর-কৃত ব্যাখ্যার অনুগমনে অর্থ—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিমান্। হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা তিনি স্বরূপানন্দবিশেষ এবং সেই আনন্দ অন্যকেও অনুভব করান। আর সংবিৎ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি। এই দুই শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গিত রাখায় তিনি মায়াস্পর্শরহিত কিন্তু জীব স্বাবিদ্যা অর্থাৎ ভগবানের বদ্ধজীবমোহিনী অবিদ্যা মায়াশক্তিদ্বারা সম্যক্ আবৃত থাকে বলিয়া সে সমূহ আত্যন্তিক ক্লেশের অধিষ্ঠান। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ক্লেশ ত্রিবিধ

অতএব শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মাদীনাং সযুক্তিকং বাক্যম্ (ভাঃ ১০।২।৩৪-৩৫)—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ, শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভি-,স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥
সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ, বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্, প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥" ইতি।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুরূপা তনু সেই সকল কুশল বা নিপুণ ভক্তগণ ভজন বা সেবা করেন ; কিন্তু অন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-রুদ্র-রূপা তনু নহে। সেই প্রকার তাবক (ভবদীয়) জীবসমূহের মধ্যে শুক্লা অর্থাৎ একমাত্র সত্ত্বনিষ্ঠাময়ী আপনার ভক্তলক্ষণযুক্ত স্বায়ম্ভুবমনু প্রভৃতিরূপা যে তনু, তাহা যাঁহারা ভজন করেন অর্থাৎ অনুসরণ করেন তাঁহারা ; কিন্তু দক্ষ-ভৈরবাদি-রূপা তনু যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ন'ন। সেটী কি প্রকার ? নিজের আপনারও দয়িতা (প্রিয়া) যেহেতু সেটী লোকশান্তিকর। আচ্ছা, আমার স্বরূপও সত্ত্বাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা হইলে তাহাও কিরূপে মায়াময় ? না, না, তাহা নয়। ইহা বলিতেছেন— সাত্বত শ্রীভাগবতগণ যে সত্ত্বকে পুরুষ আপনার রূপ বা প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেছেন, যে সত্ত্ব হইতে বৈকুণ্ঠনামক-লোক প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন, তাহাই অভয়, আত্মসুখ, পরব্রহ্মানন্দস্বরূপ ; তাহা অন্য প্রকৃতিজ সত্ত্ব নহে। এখানে সত্ত্বশব্দে স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপ শক্তিবৃত্তিবিশেষকে বলা হইতেছে শ্রীশিবের বাক্যানুসারে, যথা (ভাঃ ৪।৩।২৩)—"বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ সেই সত্ত্বে প্রকাশ পা'ন, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে মনের দ্বারা প্রণতিবিধান করি।" শ্লোকের শেষার্ধটী এই—

টিপ্পনী

বলিয়াছেন— "ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি ত্রিধা"—অর্থাৎ পাপ,পাপের বীজ ও অবিদ্যা—এই ত্রিবিধ ক্লেশ। 'কুসুমাঞ্জলি' পঞ্চবিধ ক্লেশ বর্ণন করিয়াছেন, যথা (১) অবিদ্যা—বিদ্যাবিরোধিনী, (২) অস্মিতা—আমি আছি—এই অহঙ্কার, (৩) রাগ—ইচ্ছাবিশেষ, (৪) দ্বেষ—বৈরিতা ও (৫) অভিনিবেশ—মরণভয়। অবিদ্যার পঞ্চবৃত্তি—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। বদ্ধজীব এই সমস্ত ক্লেশদ্বারা সর্বদাই পীড়িত। তবে বদ্ধজীবেরই এই সমস্ত ক্লেশ। মুক্তজীবের এ সকল ক্লেশ নাই। তাহা হইলেও সর্বতোভাবে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইয়া যায় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২)—"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার অমৃত-প্রবাহভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সংবিৎ-সমবেতসার জীবকে প্রদান করিবার পর জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিলে নিষ্কপট চিচ্ছক্তিভাবে মায়াশক্তির আবরণবিক্ষেপাত্মক অচিদ্ বিক্রম দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অধিকারী করান। …ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর, জীব স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতাপ্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১ ১৯) বলেন--"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥'—অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হ'ন, ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী মায়া সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিয়া দণ্ডবিধান করেন। সে স্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশত্ব নয়। জীবের স্বভাবে নির্মায়িক সত্তা

অয়মর্থঃ—সত্ত্বং তেন প্রকাশমানত্বাদভিন্নতয়া রূপিতং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে প্রকটয়তি। কথম্ভূতং সত্ত্বং বিশুদ্ধম্, অন্যস্য রজস্তমোভ্যাং মিশ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যসম্বলিতত্বান্ন বিশেষেণ শুদ্ধত্বম্, এতত্তু স্বরূপশক্ত্যাত্মকত্বেন তদংশস্যাপ্যস্পর্শাদতীবশুদ্ধত্বমিত্যর্থঃ। কিমর্থং শ্রয়তে? শরীরিণাং স্থিতৌ নিজচরণারবিন্দে মনঃস্থৈর্যায় সর্বত্র ভক্তেষু ভক্তিসুখদানস্যৈব ত্বদীয়মুখ্য-প্রয়োজনত্বাদিতি ভাবঃ। "ভক্তিযোগবিধানার্থং"—ইতি (ভাঃ ১।৮।২০) শ্রীকুন্তীবাক্যাৎ।

অনুবাদ

"সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হ্যধোক্ষজো মে মনসাভিধীয়তে)॥" সেই পুরুষরূপের অগোচরত্বের হেতু বলিতেছেন যে, প্রকৃতির গুণ যে সত্ত্ব, তাহা অশুদ্ধ সত্ত্বলক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধি অনুসারে ঐ প্রকার চিৎ-শক্তিবিশেষ—এই সঙ্গতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্যও, আরও ঐ চিৎ-শক্তিবিশেষ স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইবার কারণই স্বরূপাত্মতাই বলা হইয়াছে।

শক্তিত্বের প্রাধান্য বলিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"অভয়মাত্মসুখং, লোকো যতঃ" (ভাঃ ১২ ৮।৪৬) ইত্যাদি। অর্থান্তরে (অন্য অর্থ করিলে, শক্তিত্বকে প্রধান না বলিলে) ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি (দেবকী-দেবীর উক্তি ভাঃ ১০।৩।২৪) "রূপং যদেতৎ"—ইত্যাদি শুদ্ধস্বরূপমাত্রত্বের প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইয়া যায়। আর "অভয়" (ভাঃ ১২।৮।৪৬) ইত্যাদির প্রাঞ্জলতার হানিও হইয়া যায়, আবার "অন্যৎ" (ঐ শ্লোকেই) এই একটী পদের "রজঃ" ও "তমঃ" (৪৫ শ্লোকে) দুইটীর আবৃত্তি হওয়াতে প্রতিপত্তি বা প্রগল্ভতার গৌরব উৎপাদিত হয়। পূর্বেও "নান্যে" (৪৫ শ্লোকে)—এই দ্বিবচন বলিয়া দুইটী (রজঃ ও তমঃ পৃথক্ভাবে) পরামৃষ্ট বা বিবেচিত হইয়াছে। অতএব এখানে অস্তি প্রসিদ্ধ (সত্তামাত্র) সত্ত্ব হইতে

টিপ্পনী

থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম আছে; ইহারই নাম তটস্থতা। যখন এইরূপ স্বভাবগত ও স্বরূপগত নিত্য ভেদ আছে, তখন কোনও অবস্থায়ই জীবসহ ঈশ্বর যে অভেদ, এরূপ বলিতে পার না। আবার গীতাশাস্ত্রে (৭।৪৩) জীবকে শক্তি বলিয়াছেন, তখন 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—এই বেদান্তবাক্যমতে ঈশ্বরের সহিত জীব যে অভেদ, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য আছ। ঈশ্বর ও জীবত্বের এই অচিন্ত্যভেদাভেদের রহস্য।"

[এখানে একটী যে অতিরিক্ত পাঠান্তর আছে, তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয়ের শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যারই পাঠ স্তর। ঐ বৃত্তিগুলির লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইয়াছে। অবশ্য, আমাদের গৃহীত পাঠে ঐ সব কথাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।] সন্ধিনীশক্তির বৃত্তিতে বিগ্রহ, ধাম প্রভৃতির সত্তামাত্রের ব্যবস্থা হয়, আর সং-বিৎ-শক্তির বৃত্তিতে জ্ঞানযোগে সেই সত্তাবিষয়ক বস্তুসমূহের পরস্পর সাম্বন্ধিক পরিচয় প্রকাশ লাভ করে; আর হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিতে সেই পারস্পরিক সম্বন্ধবিষয়ক প্রীতিরূপ হ্লাদ বা আনন্দ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে সন্ধিনী হইতে সংবিতের উৎকর্ষ, তদপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ। প্রাকৃতভাবে দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, ঘটাদি বর্তমান-বস্তুসত্তা অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে প্রতীতি শ্রেষ্ঠ, আর তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, সেই ঘট কার্যে প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা প্রয়োজন-সিদ্ধিজনিত তৃপ্তি। বেদে (যেমন ছান্দোগ্য ৬।২।১) ভগবান্‌কে 'সৎ' (সত্তাশীল) বলিয়াছেন, ভগবান্ সন্ধিনীশক্তি-সহযোগেই স্বয়ং সত্তা ধারণ করেন, আবার যেমন শ্রুতি (ঐতরেয় ১।১।২) বলিয়াছেন—"স ইমান্ লোকান্ অসৃজত", ভগবান্

কথম্ভূতং বপুঃ শ্রেয়সাং সর্বেষাং পুরুষার্থানাং উপায়নম্ আশ্রয়ম্। নিত্যানন্তপরমানন্দরূপমিত্যর্থঃ। অতো বপুষস্তব চ ভেদনির্দেশোঽয়মৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। অতএব যেন বপুষা যদ্বপুরালম্বনেনৈব জনস্তবার্হণং পূজাং করোতি। কৈঃ সাধনৈঃ? বেদাদিভিস্তদালম্বনকৈরিত্যর্থঃ। সাধারণৈস্তৈর্পিতৈরেব তদর্হণ-প্রায়তা-সিদ্ধাবপি বপুষোঽনপেক্ষ্যত্বাত্তাদৃশবপুঃপ্রকাশহেতুত্বেন তস্য বিশুদ্ধসত্ত্বস্য স্বরূপাত্মকত্বং স্পষ্টয়তি। হে ধাতশ্চেদ্ যদি ইদং সত্ত্বং যত্তব নিজং বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ

অনুবাদ

স্বরূপভূত সত্ত্ব অন্য। যাহা একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।৪।৪) বলা হইয়াছে—(সম্পূর্ণ শ্লোকটী): "যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সংনিবেশো, যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি। জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা, সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা॥" অর্থাৎ—(শ্রীদ্রমিল ঋষি শ্রীভগবানের গুণকর্মসমূহ বলিতেছেন)—'যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয়ের সন্নিবেশ, যাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা তনুভৃৎ সমষ্টিব্যষ্টিজীব-সমূহের জ্ঞান ও কর্ম, এই উভয় ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তন, যাঁহার স্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপভূত সত্ত্ব হইতে উহাদের জ্ঞান, যাঁহার শ্বসন বা প্রাণ হইতে সকলের বল (দেহশক্তি), ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি) ও ঈহা (ক্রিয়া) প্রবর্তিত হয়, আর যিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়যোগে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আদিকারণ।' এই শ্লোকের 'জ্ঞানং স্বতঃ"—এখানে টীকাকার (স্বামিপাদের) মত—'যাঁহার স্বরূপভূতসত্ত্ব হইতে তনুভৃদ্গণের জ্ঞান।' ইহা দ্বারাই স্বরূপ-ভূত সত্ত্বকে সত্তামাত্র সত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মার স্তবের শেষে (ভাঃ ১০।১৪।৬০)—"এতৎসুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-,রঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ। ব্যক্তেতরদ্রূপমজোর্বভিষ্টবং, শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্॥"—অর্থাৎ (শ্রীশুকোক্তি)—'শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণের সহিত আচরণ, অঘাসুর-বিনাশ, বনস্থ তৃণের উপর ভোজন, জড় প্রপঞ্চাতীতরূপ, ব্রহ্মকৃত স্তব—এই সকল শ্রবণ ও কীর্তন করিলে মানব সর্ব-

টিপ্পনী

সৃষ্টিদ্বারা সত্তা ধারণ করান। 'সংবিৎ'-শব্দের অর্থ 'সম্'—সম্যক্, বিদ্—অবগতি; সংবিৎ-শক্তি সহযোগেই সম্যক্ অবগত হ'ন ও সম্যক্ অবগত করান্। আর হ্লাদিনীশক্তি-সহযোগে তিনি হ্লাদ (আনন্দ) পূর্ণ থাকেন ও হ্লাদময় করেন। শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় ২।৭।১) "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—তিনি স্বয়ং রস বা আনন্দ, আর রস লাভ করিয়া সকলে আনন্দযুক্ত হয়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির উক্তির শ্লোক দুইটীর (ভাঃ ১২।৮।৪৫-৪৬) স্বামিপাদের টীকা—"আচ্ছা, যখন ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতিতেও আমারই মূর্তি, তখন আমাকেই অত্যন্ত আদর করিতেছ কেন?—শ্রীনারায়ণ ঋষির এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তাহার উত্তর 'সত্ত্ব' প্রভৃতি (৪৫শ) শ্লোকে দিতেছেন। যদিও আপনারই মায়াকৃত এই সব লীলা আপনিই করিয়াছেন, তথাপি যেটী সত্ত্বময়ী লীলা, সেইটীই প্রশান্তি বা মোক্ষের হেতুভূত, কেবল প্রশান্তির অভাবমাত্র নয়। অন্যভজনে কিন্তু অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়া কিছু অনিষ্টই হইয়া থাকে, যেমন ব্যসন প্রভৃতি। এই কথাই সদাচারদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন পরবর্তী (৪৬শ) শ্লোকে। হে ভগবন্, আপনার শ্রীনারায়ণনাম্নী শুক্লা তনু, আর আপনার ভক্তগণেরও শ্রীনর-নাম্নী শুক্লা তনু, যেহেতু সাত্বতগণ পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্ত্বরূপই উশন অর্থাৎ ধারণা করেন, অন্য রজঃ তমঃ নয়।

তদাত্মকঃ স্বপ্রকাশতাশক্তিরিত্যর্থঃ তন্ন ভবেৎ তর্হি, অজ্ঞানভিদা স্বপ্রকাশস্য তবানন্নুভবপ্রকার এব মার্জনং শুদ্ধিমাপ। সৈব জগতি পর্যবস্যতি। ন তু তবানুভবলেশোঽপীত্যর্থঃ। ননু প্রাকৃত-সত্ত্বগুণেনৈব মমানুভবো ভবতু কিং নিজগ্রহণেন তত্রাহ—প্রাকৃতগুণপ্রকাশৈর্ভবান্ কেবলমনু-মীয়তে ন তু সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যর্থঃ।

অথবা তব বিজ্ঞানরূপং অজ্ঞানভিদায়া অপমার্জনঞ্চ যন্নিজং সত্ত্বং তদ্ যদি ন ভবেন্নাবি-র্ভবেৎ তদৈব প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণপ্রকাশৈর্ভবাননুমীয়তে। তন্নিজসত্ত্বাবির্ভাবে তু সাক্ষাৎক্রিয়তে

অনুবাদ

অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।'—এখানে "ব্যক্তেতরং" অর্থাৎ ব্যক্ত বা জড়প্রপঞ্চ হইতে ইতর বা অন্য অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক—এইরূপ বলিয়া।

ঐরূপই রাজর্ষি শ্রীভরত যাহা জপ করিতেন, সেই মত (ভাঃ ৫।৭।১৪)—"পরোরজঃ সবিতু-র্জাতবেদো, দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান। স্বরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে, হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ॥" অর্থাৎ—'রজঃ বা প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক সবিতা জগৎপ্রকাশক দেবের (ভগবানের) জাতবেদঃ অর্থাৎ ভক্তগণের সর্বাভীষ্টপ্রদ ভর্গ অর্থাৎ স্বরূপভূত তেজ সঙ্কল্পমাত্রেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া-ছেন ; পুনঃ অর্থাৎ আরও ঐ সৃষ্টবিশ্বে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা গৃধ্রাণ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হংস বা জীবকে দর্শন অর্থাৎ পালন করেন ; সেই নৃষং বা নরবুদ্ধিবৃত্তির রিঙ্গিরা বা গতিদায়ক অর্থাৎ প্রবর্তক ভর্গকে আমরা ইমঃ বা শরণগ্রহণ করি।'—এখানে "পরোরজঃ" অর্থাৎ রজঃ বা প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক—ইত্যাদি বলিয়া। অতএব প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ জীবেরই, ঈশ্বরের নয়, ইহাই শ্রুত হয়।

টিপ্পনী

তাহার কারণ—যেহেতু সত্ত্ব হইতেই বৈকুণ্ঠনামক লোক, তাহা লোক হইলেও অভয়, আর সেখানে ভোগ হইলেও তাহা আত্মার সুখ (দেহ-মনের নয়)। চক্রবর্তিপাদটীকা—"দেখ, সকাম হইলে অন্যদেবকেও ভজন করুক, তাঁহাদের ভজনও আমারই ভজন, যেহেতু তাঁহারা আমারই মূর্তি—এই প্রকার পূর্বপক্ষের অপেক্ষায় 'সত্ত্ব'-প্রভৃতি (৪৫শ) শ্লোকটী বলিতেছেন—হে আত্মবন্ধো অর্থাৎ প্রাণনাথ, ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবমনুষ্যাদিময় জগতের স্থিতি প্রভৃতির হেতু সত্ত্বাদি গুণত্রয়, তাহারাই মায়াময়, তাহাদের কার্য নশ্বর, ইন্দ্রাদির ত' কথাই নাই। তাঁহাদের ভজনে মায়াতীত আপনাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে ? ইহাই ভাবার্থ। যদিও এই সব লীলামধ্যে সত্ত্বময়ী লীলাকে প্রশান্তির নিমিত্ত ধরা যায়, রজস্তমোময়ী অন্য দুইটী লীলাকে তাহা বলিয়া ধরা যায় না ; সেই দুইটী হইতে ব্যসনমোহভয় হয়। তাহা হইলেও এই তিন প্রকার লীলাই মায়াময়ীই—এই প্রকার অন্বয়। অতএব আপনার অশুদ্ধা মায়াময়ী ইন্দ্রাদিমূর্তি পরিত্যাগপূর্বক অভিজ্ঞগণ আপনার ও আপনার ভক্তগণের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা মূর্তিরই উপাসনা করেন, এইকথা 'তস্মাৎ'-প্রভৃতি (৪৬শ) শ্লোকে বলিতেছেন। যেহেতু নারদাদি সাত্বতগণ পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপকে সত্ত্ব বলিয়া উশন করেন। কীদৃশ সত্ত্ব ? তদুত্তরে 'যতঃ'-প্রভৃতি বলিতেছেন। তাহাতেও পূর্বপক্ষ—লোক বলিতে কি স্বর্গাদি ? উত্তর—না, যে লোকে অভয়

ইত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়িতুং তত্রানুমানদ্বৈবিধ্যমাহুঃ। যস্য গুণঃ প্রকাশতে, যেন বা গুণঃ প্রকাশত ইতি। অস্বরূপভূতস্যৈব প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণস্য ত্বদব্যভিচারিসম্বন্ধিত্বমাত্রেণ বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমানতা-মাত্রেণ ত্বল্লিঙ্গমিত্যর্থঃ। যথা অরুণোদয়স্য সূর্যোদয়সান্নিধ্যলিঙ্গত্বং যথা বা ধূমস্যাগ্নিলিঙ্গত্বমিতি। তত উভয়থাপি তব সাক্ষাৎকারে তস্য সাধকতমত্বাভাবো যুক্ত ইতি ভাবঃ। তদেবমপ্রাকৃতসত্ত্বস্য ত্বদীয়স্বপ্রকাশতাস্বরূপত্বং যেন স্বপ্রকাশস্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিতম্। অত্র যে

অনুবাদ

যেমন একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।২৫।১২)—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে। চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥" অর্থাৎ—(শ্রীভগবদুক্তি) 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ইহারা জীবেরই চিত্তজাতগুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণদ্বারা জীব (দেহাদিভূতগণ) আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।'

শ্রীভগবদুপনিষদেও (গীতা ৭।১২-১৪) শ্রীভগবান্ উহাই বলিয়াছেন, যেমন—"সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত প্রকার ভাব আছে, সে সমস্তই আমা হইতে অর্থাৎ আমার প্রকৃতির গুণ হইতে জাত বলিয়া জানিবে। তাহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ জীবের ন্যায় তাহাদের অধীন আমি নই, কিন্তু তাহারা আমার অধীনভাবে আমাতে থাকে। (১২)। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিমোহিত রহিয়াছে ; সেইজন্য আমি যে সেইসব গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহাদের স্পর্শরহিত ও অব্যয় বা নির্বিকার, একথা কেহ জানে না। (১৩)। এই দৈবী অর্থাৎ অলৌকিকী গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) আমার মায়াশক্তি দুরতিক্রমা ; তবে যাঁহারা একমাত্র আমাতেই প্রপন্ন হ'ন অর্থাৎ আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হ'ন (১৪)।"

টিপ্পনী

অর্থাৎ পতনহেতু ভয়ের অভাব, আর আত্মসুখ অর্থাৎ আত্মভূত সুখ, কর্মফল নয়, সেই লোক বৈকুণ্ঠ, যেহেতু তাহা শুদ্ধসত্ত্ব, অন্য প্রাকৃত সত্ত্ব নয়।" বিষয়টী গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিবৃতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে, যথা—যথা—"ভগবানের মায়ার অন্তর্গত গুণত্রয়ের দ্বারাই বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে। উহাতেই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ ঘটে। সত্ত্বগুণই জীবের পরমমঙ্গলপ্রদ। এ বিশ্বে রজস্তমোগুণ মঙ্গলের বিঘাতক হওয়ায় মোহ ও ভয়াদি আনয়ন করায়। গুণজাতক্রিয়ায় নশ্বরতাধর্ম, নিষ্ফলতা ও তুচ্ছত্ব অবস্থিত। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলায় জীবের পরমা শান্তিময়ী বৃত্তিতে রজস্তমোগুণাত্মক মোহভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই। যাহারা সংসারে থাকিয়া দুর্বুদ্ধি পোষণপূর্বক ভগবদ্ভজনে অনিপুণ, তাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের চিদানন্দময়ী শুদ্ধসাত্ত্বিকী মূর্তির ভজনে বঞ্চিত। বিশুদ্ধসত্ত্ববিচারে ভগবদ্বিগ্রহের ভজন-কারী কখনও রজস্তমোগুণমিশ্র সত্ত্বের ভজন করেন না। বিশুদ্ধসত্ত্বের বিচার সংসারভীতি ও নিরানন্দ হইতে তাঁহা-দিগকে সর্বদা রক্ষা করে।"

মূলে উদ্ধৃত শ্রীশিবোক্তিতে (ভাঃ ৪।৩।২৩) বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের কথা থাকায় ও লোকের সাধারণ জ্ঞান যে যদুবংশীয় 'বসুদেবে'র পুত্র কৃষ্ণ 'বাসুদেব', সেই কথা দুইটী উল্লিখিত হওয়ায় তত্ত্বটি জটিল হইয়া পড়ায় সম্পূর্ণ শ্লোকটীর বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যেক টীকাকারই, যেমন শ্রীজীবপাদ (অতি সুবিস্তৃত ক্রমসন্দর্ভে), শ্রীস্বামিপাদ, শ্রীচক্রবর্তিপাদ, শ্রীমধ্বাচার্যপাদ (ভাগবত-তাৎপর্যে) ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। সকলের সব কথা

বিশুদ্ধসত্ত্বং নাম প্রাকৃতমেব রজস্তমঃশূন্যং মত্বা তৎকার্যং ভগবদ্বিগ্রহাদিকং মন্যন্তে তে তু ন কেনাপ্যনুগৃহীতা রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃ শান্তস্বভাবস্য সর্বত্রোদাসীনতাকৃতিহেতোস্তস্য ক্ষোভাসম্ভবাৎ বিদ্যাময়ত্বেন যথাবস্থিতবস্তুপ্রকাশিতামাত্রধর্মত্বাৎ তস্যাঃ কল্পনান্তরাযোগ্যত্বাচ্চ। তদুক্তমপ্যগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বং, গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ, বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরস্যোদাসীনত্বে সত্ত্বম্, উপকারিত্বে রজঃ, অপকারিত্বে তমঃ। গোচরত্বাদীনি স্থিতিসৃষ্টিসংহারাঃ উদাসীনত্বাদীনি চেতি। অথ রজোলেশে তত্র মন্তব্যে বিশুদ্ধ—পদবৈয়র্থ্যমিত্যলং তন্মাতরজোঘটপ্রঘট্টনয়েতি।

অনুবাদ

যেমন দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৮৮।৫) শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীহরি নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ; তিনি প্রকৃতি হইতে পর সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ; তিনি সর্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী। সুতরাং যিনি তাঁহার ভজন বা আরাধনা করেন, তিনিও সেইরূপ নির্গুণ বা প্রাকৃতগুণাতীত।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১।৯।৪৩) শ্রীব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবে বলেন—"যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, সেই সমস্ত শুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষাও শুদ্ধ আদি পুরুষ প্রসন্ন হউন।" এখানে প্রাকৃত এই বিশেষণদ্বারা তাঁহাতে অপ্রাকৃত অন্যগুণসমূহ আছেই—এই কথা প্রকাশ করা হইল। এখানে আরও 'প্রসন্ন হউন' বলায় প্রসাদের হেতুভূত যে অন্যগুণ বুঝাইতেছে, তাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই পর্যবসিত। ঐ বিষ্ণুপুরাণেই (শ্রীধ্রুবস্তবে ১।১২।৬৯) "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥" (ইহার অর্থ এই অনুচ্ছেদেই কিছু উপরে বিবৃত হইয়াছে, দ্রষ্টব্য)।

দশমস্কন্ধেও (ভাঃ ১০।২৭।৪) দেবেন্দ্র (গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের স্তবে) ঐরূপ বলিয়াছেন—"(হে দেব !) আপনার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ নিত্য একরূপ, তপোময় অর্থাৎ প্রচুর জ্ঞানময়,

টিপ্পনী

আলোচনা করিতে গেলে বিরাট্ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য শ্লোকের বিশেষ বিশেষ পদগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের ও অন্যত্র হইতে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে ও সমষ্টিব্যাখ্যাংশে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতীপাদের বিরাট্ বিবৃতি হইতে অল্প অংশমাত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

'বিশুদ্ধ'—স্বরূপশক্তিত্বহেতু জাড্যাংশরহিত (শ্রীজীব)। চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই বিশুদ্ধসত্ত্ব চক্রবর্তী) 'সত্ত্ব'—অন্তঃকরণ বা শুদ্ধসত্ত্বগুণ (শ্রীধর)। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম, ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৪)।

বসুদেব—যাহা বিশেষরূপে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাই বসুদেব, বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; দেবতাকে অর্থাৎ পরম-দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বাস (বস্-ধাতু) করান, অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করেন, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে 'বাসুদেব'-শব্দের উৎপত্তি ; অথবা ইহাতে বাস করেন বলিয়া 'বসু'-শব্দ ও ('দিব্'ধাতু) 'দ্যোতন' হইতে 'দেব'-শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং

তত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশ-প্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সংবিদংশ-প্রধান-মাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তম্ (ভাঃ ১২।৮।৪৬)—"যৎ সাত্ত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতঃ। ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্ম-বিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎপ্রবর্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া

অনুবাদ

রজঃ ও তমোগুণসম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বগুণময়। (আমাদের ন্যায়) এই অজ্ঞানানুবন্ধ-জনিত মায়াময় গুণপ্রবাহ বা সংসার আপনার নাই।" (গ্রন্থপ্রদত্ত) অর্থ এই—ধাম অর্থাৎ স্বরূপভূত প্রকাশশক্তি। বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিতেছেন দুইটী বিশেষণদ্বারা, "ধ্বস্ত"-ইত্যাদি ও "তপোময়"। এখানে তপঃ-অর্থে জ্ঞান। শ্রুতি বলিয়াছেন "স ঋষিঃ"-ইত্যাদি অর্থাৎ 'সেই ঋষি জ্ঞান করেন, তপঃ তপন করেন।'; তপোময় প্রচুরজ্ঞানস্বরূপ, জাড্যাংশ (জড়ভাব)-রহিতও এই অর্থ। আত্মা জ্ঞানময় শুদ্ধ—ইহার ন্যায়। অতএব প্রাকৃত সত্ত্বও ব্যাবৃত্ত (নিরস্ত) হইল। অতএব মায়াময় এই সত্ত্বাদিগুণপ্রবাহ আপনার নাই, যেহেতু উহার অজ্ঞানদ্বারাই অনুবন্ধ।

অতএব শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির যুক্তিপূর্ণবাক্য (ভাঃ ১০।২।৩৪-৩৫)—"(হে ভগবন্), আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধসত্ত্বময় বপুঃ স্বীকার করেন, যদ্দ্বারা লোকে বেদক্রিয়া, যোগ তপস্যা ও সমাধিযোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন। (৩৪)। হে বিধাতঃ (সর্বাশ্রয়), যদি আপনার নিজ এই বিশুদ্ধসত্ত্বময় বপুঃ না হইত, যাহাতে অজ্ঞান ও তজ্জনিতভেদের অপমার্জক বা

টিপ্পনী

যে স্থানে বাস করেন ও দীপ্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তাহাই 'বসুদেব' অথবা 'বসু'-শব্দের অর্থ—ভগবদ্ধর্ম-লক্ষণা সুকৃতি, সেইরূপ সুকৃতিযুক্ত পুরুষই বসুদেব; অতএব 'বসুদেব'-শব্দদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব বুঝাইতেছে (শ্রীজীব)। চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃতসত্ত্বই ভগবানের জনক বসুদেব নামে কথিত, পরমেশ্বর ইহাতে বাস করেন, এইজন্য 'বসু'-শব্দ, অপ্রাকৃতত্বহেতু 'দেব'-শব্দের প্রয়োগ, 'বসু' ও 'দেব' তৎপুরুষ সমাস করিয়া 'বসুদেব' (চক্রবর্তী)।

অপাবৃত—স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতাশক্তি-লক্ষণত্বহেতু আবরণশূন্য (শ্রীজীব)।

বাসুদেব—যে পরমপুরুষ বসুদেব অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত হ'ন, তিনিই 'বাসুদেব' (শ্রীজীব)। বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ অন্তঃকরণ বা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে যাঁহার প্রতীতি হয়, তিনিই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর 'বাসুদেব' (শ্রীধর)। "জ্ঞানং বিশুদ্ধং···ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি" (ভাঃ ৫।১২।১১)। "সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি চ স সর্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮০)।

অধোক্ষজ—যাঁহার দ্বারা "অক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান অধঃকৃত বা পরাভূত হইয়াছে; অথবা যিনি অধোভূত অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে প্রকাশিত হ'ন (শ্রীজীব)। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (চক্রবর্তী)। অধঃকৃত ইন্দ্রিয় গ্রামে যিনি আবির্ভূত হ'ন, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ চিত্তদ্বারাই গ্রহণীয় (রামানুজীয় বীররাঘব)।

গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। এতে এব বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে (বিঃ পুঃ ১।৯।১১৮)—

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তি-ফলদায়িনী ॥ ইতি।

যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম, মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গযোগঃ, গুহ্যবিদ্যা—ভক্তিঃ, আত্মবিদ্যা—জ্ঞানম্। তত্তৎসর্বাশ্রয়ত্বাৎ ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনামন্যেষাঞ্চ বিবিধানাং ফলানাং দাত্রী ভবসীত্যর্থঃ।

অনুবাদ

নির্বর্তক বিজ্ঞান (অপরোক্ষজ্ঞান) হয়, তাহা হইলে আপনি গুণপ্রকাশদ্বারা অনুমিত হ'ন মাত্র (সাক্ষাৎ দৃষ্ট ন'ন), যাঁহার সম্বন্ধে বা যৎকর্তৃক গুণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়।' (৩৫)। (গ্রন্থকারপ্রদত্ত) অর্থ—তদ্দ্বারা প্রকাশমান হওয়ায় সত্ত্ব অভিন্নরূপে রূপিত হইয়া যে বপুঃ, আপনি তাহা প্রকট করেন। কি প্রকার সত্ত্ব? বিশুদ্ধ, রজস্তমঃ-দ্বারা মিশ্র অন্য সত্ত্বও প্রাকৃত বলিয়া উহা জড়—এই অর্থ। কি নিমিত্ত প্রকট করেন? দেহিগণের স্থিতি নিজের চরণারবিন্দে মনের স্থৈর্যসাধনজন্য সর্বত্র ভক্তগণে ভক্তিসুখদানই আপনার মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া—ইহাই ভাবার্থ; যেমন কুন্তীদেবী বলিয়াছেন (ভাঃ ১।৮।২০)—"তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥" অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ, (শ্রীশুকদেবের ন্যায় আত্মারাম—ভাঃ ১।৭।১০) অমলাশয় পরমহংসমুনিদিগকেও নিজ-প্রতি ভক্তিযোগে আকৃষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ তোমার মহিমা আমরা স্ত্রীলোক অর্থাৎ অজ্ঞ কিরূপে বুঝিব?' কি প্রকারের বপু? শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ সমস্ত পুরুষার্থের উপায়ন বা আশ্রয়; নিত্য অনন্ত পরমানন্দরূপ—এই অর্থ। অতএব বপু ও আপনার মধ্যে ভেদনির্দেশ ঔপচারিক বা ব্যবহারিকমাত্র,

টিপ্পনী

শ্রীল সরস্বতী-পাদের বিবৃতি হইতে—"ভগবান্ বাসুদেব বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু নহেন। তিনি স্বরূপ-শক্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া কোনও প্রকার জাড্য অর্থাৎ হেয়তা ও অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেকালে ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, সেই সময় তিনি বাসুদেবের সুনির্মলতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পুরুষোত্তম বাসুদেব (বিশুদ্ধসত্ত্ব) বসুদেবে প্রকটিত, সুতরাং ত্রিগুণদ্বারা আবৃত হইবার অযোগ্য। ত্রিগুণ মুক্তাবস্থায় বিমুক্তদর্শনে বাসুদেব চিদ্বিলাসরাজ্যে পরিলক্ষিত হ'ন। বাসুদেবের আকর 'বসুদেব'-শব্দে বিশুদ্ধ সত্তাকে বুঝায়। সত্ত্বগুণ রজস্তমোমিশ্র-গুণের সম্বন্ধে ন্যূনাধিক অবস্থিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব তাদৃশ মিশ্রভাবাপন্নতার দ্যোতক নহে। বাসুদেবকে যেন কেহ প্রকৃতির অন্তর্গত সগুণ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত না হ'ন। গুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণজাত বস্তুর অন্যতম নহেন। বাসুদেব-প্রকটকারী 'বসুদেব' গুণজাত বস্তু নহেন। ...জীবের অভাবময় এবং পরিমিত জ্ঞানেন্দ্রিয় বাসুদেবের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যে কালে তিনি নির্গুণাবস্থায় বাসুদেবকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্ত, তৎকালে প্রতিবিম্বিত অচিদ্বৈচিত্র্যমাত্রে অবস্থিত হ'ন না। চিদ্বিলাসবিচিত্রতা অচিদ্বিশ্ব-জগতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, উহা বিশুদ্ধ অবস্থিত না হওয়ায় ত্রিগুণান্তর্গত বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণ জড় জগৎকে চিদ্বৈচিত্র্যের নশ্বর প্রতিফলনমাত্র বলেন। কেহ মনে না করেন যে, বসুদেব কর্মফলাধীন

অথ মূর্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা। তদুক্তং চতুর্থস্য তৃতীয়ে মহাদেবেন (ভাঃ ৪।৩।২৩)—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥" ইতি।

অস্যার্থঃ—বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ, যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্

অনুবাদ

প্রকৃত নহে—ইহাই ভাবার্থ। অতএব যে বপুদ্বারা অর্থাৎ যে বপুকে অবলম্বন করিয়াই লোকে আপনার অর্হণ অর্থাৎ পূজা করেন। কি কি সাধনদ্বারা? তাঁহাকে অবলম্বন বা আশ্রয়শীল বেদবাক্যসমূহদ্বারা—এই অর্থ। সাধারণভাবে অর্পণদ্বারা তাঁহার পূজা প্রায় সিদ্ধ হইলেও বপু অনপেক্ষ্য হওয়ায় (অর্থাৎ উহাতে বপুর অপেক্ষা না রাখায়) ঐরূপ বপুর প্রকাশের হেতুরূপে সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব, যে স্বরূপাত্মক, তাহা স্পষ্টীকৃত করা হইতেছে। হে ধাতঃ (ভাঃ ১০।২।৩৫), যদি এই (বিশুদ্ধ) সত্ত্ব, যাহা আপনার নিজ বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব তদাত্মক অর্থাৎ স্বপ্রকাশতাশক্তি, তাহা না হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানজনিত ভেদবুদ্ধি-যোগে স্বপ্রকার আপনার যে (অশুদ্ধ) অনুভবের প্রকার, তাহা মার্জন বা শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই স্বপ্রকাশতা শক্তি জগতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু আপনার অনুভবের লেশও জগতে পর্যবসিত হয় না—এই অর্থ। (পূর্বপক্ষ)—আচ্ছা, প্রাকৃত সত্ত্বগুণের দ্বারাই আমার অনুভব হউক, আবার আমার নিজেকে গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন তদুত্তর—প্রাকৃতগুণ প্রকাশ-দ্বারা আপনি কেবল অনুমিত হ'ন, সাক্ষাৎকৃত হ'ন না—এই অর্থ।

টিপ্পনী

প্রাকৃত বদ্ধজীবমাত্র। তিনি কৃষ্ণজনক, সুতরাং স্বয়ং অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার দর্শনকারী নিত্যমুক্ত বৈকুণ্ঠ-জীবকে অশুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞান করা উচিত নহে।"

দেবকীদেবীর উক্তি "রূপং যৎ তৎ" (ভাঃ ১০।৩।১৪) ইতঃপূর্বে ৯১তম অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীদ্রুমিল ঋষির উক্তি (ভাঃ ১১।৪।৪ শ্লোকের) গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"আদিকর্তা ভগবান্ নারায়ণের মহত্তত্ত্বের ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির পরিচালনে বিশ্বের উৎপত্তি, কালাভ্যন্তরে স্থিতি ও পরে বিনাশসাধন করেন। যে ভগবদ্বস্তু স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা এই ত্রিভুবনকে নিজ শরীর বলিয়া প্রদর্শন এবং নিজ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাবতীয় প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যাবলী সম্পাদন করেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানময় ও তাঁহার নিঃশ্বসনশক্তি জগতের যাবতীয় নির্বীর্যকে বীর্যবান্, যাবতীয় নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়াবান্ এবং যাবতীয় নিঃশক্তিককে বলবান্ করেন। যাঁহার শরীরের অনুরূপ বিকৃত প্রতিফলনই এই বিশ্ব তাঁহাতেই সন্নিবিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহার চিদিন্দ্রিয়-সমূহের অনুরূপ জড়ভূমিকায় প্রাণীসকল জড়ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে, যাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান জীবের অস্মিতার পরিচয়ের জনক, যাঁহার নিঃশ্বাসরূপ শক্তিপ্রভাবে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক শক্তি, বিক্রমচেষ্টাসমূহের প্রকাশ অনুভূত হয়, তিনিই আদিকর্তৃরূপে জগতের জন্ম, স্থিতি ও নাশ করাইয়া থাকেন। গর্ভোদক-

বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। আদ্যে তাবদগোচরগোচরতাহেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্ত্বসাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। দ্বিতীয়ে ত্বয়মর্থঃ—বসুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধ। স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে। অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্ধার্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসুঃ। তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ। স চাসৌ

অনুবাদ

অথবা আপনার বিজ্ঞানরূপ অজ্ঞানজনিতভেদের অপমার্জন, যাহা নিজ সত্ত্ব, তাহা যদি না হয় অর্থাৎ আবির্ভূত না হয়, তখনই প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণপ্রকাশদ্বারা আপনি অনুমিত হ'ন। কিন্তু নিজ সত্ত্বের আবির্ভাবে সাক্ষাৎকৃত হ'ন—এই অর্থ। তাহাই স্পষ্ট করিবার জন্য অনুমানকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। যাহার গুণ প্রকাশ পায় বা যদ্দ্বারা গুণ প্রকাশ পায়—এই। অস্বরূপভূত প্রাকৃত-সত্ত্বাদিগুণ আপনার সহিত অব্যভিচারী বা নিত্য সম্বন্ধিত্বমাত্র থাকায়, অথবা একমাত্র আপনাকর্তৃক প্রকাশ্যমানতামাত্র থাকায় আপনার সূচক—এই অর্থ। যেমন অরুণোদয় সূর্যোদয়ের সান্নিধ্যসূচক, অথবা যেমন ধূম অগ্নির সূচক। অতএব উভয়প্রকারেই আপনার সাক্ষাৎকারে উহা সাধকতম নয়, এই কথাই যুক্ত—এই ভাবার্থ। অতএব এইভাবে অপ্রাকৃতসত্ত্ব আপনার স্বপ্রকাশতাস্বরূপ, যদ্দ্বারা স্বপ্রকাশ আপনার সাক্ষাৎকার হয়—ইহা স্থাপিত হইল। এক্ষেত্রে যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্ব নামে প্রাকৃতসত্ত্বই রজস্তমঃশূন্য মনে করিয়া ভগবদ্বিগ্রহাদি উহারই কার্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কিন্তু কাহারও দ্বারা অনুগৃহীত ন'ন (—অর্থাৎ কোনও প্রকার বিচারেই তাঁহাদিগের কল্পনা আদৃত হইবার যোগ্য নয়); যেহেতু রজঃসম্বন্ধের অভাবজন্য স্বতঃশান্তস্বভাব তাঁহার সর্বত্র উদাসীনতাকরণহেতু ক্ষোভ অসম্ভব ও বিদ্যাময়রূপে

টিপ্পনী

শায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথাই এই শ্লোকের আলোচ্য বিষয়। বিষ্ণুর বিবিধ পুরুষাবতারের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে সর্বব্যাপক ভূমার বর্ণনে পুরুষসূক্তদৃষ্ট পরমাত্মার বিচারকেই ভগবদংশরূপে প্রকাশ করিতেছে।"

"এতৎসুহৃদ্ভিশ্চরিতং" (ভাঃ ১০।১৪।৬০) শ্লোকে 'শাদ্বলজেমন"-পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শাদ্ (শো+দ্) অর্থে পঙ্ক ও নবতৃণ, শাদ্বল (শাদ্+বল) অর্থে নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান; জেমন (জিম্+অন্) অর্থে ভোজন (অমরকোষ); 'অজোর্বভিষ্টব'—অজ অর্থাৎ ব্রহ্মার উরু অর্থাৎ মহৎ অভি অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্তব; 'এতি'—প্রাপ্ত হ'ন। "ব্যাক্তেতরৎ"—ইহার স্থানে "ব্যাক্তেতরঃ"কে চক্রবর্তিপাদ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়াছেন।

উদ্ধৃত শ্রীভরতোক্তির (ভাঃ ৫।৭।১৪) "নৃষদিঙ্গিরাম্"-এর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"নৃষু সীদতি উপাধিতয়া তিষ্ঠতি ইতি নৃষদ্ বুদ্ধিঃ অস্যা রিঙ্গিং রিঙ্গণং গতিং রাতি দদাতি ইতি নৃষদ্রিঙ্গিরাং বাচ্ছন্দসীতাসী পূর্বরূপম্ভাবঃ"—অর্থাৎ যাহা মনুষ্যসমূহে উপাধিরূপে থাকে, তাহা নৃষৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার গতি 'রাতি' দান করেন (যে ভর্গ); এখানে 'নৃষদ্রিঙ্গির' স্থানে 'নৃষদ্রিঙ্গিরা' ছান্দস প্রয়োগ। চক্রবর্তিপাদ টীকার প্রথমেই বলিয়াছেন—'সবিতুর্দেবস্য ভর্গঃ তন্মণ্ডলমধ্যস্থিতং 'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ'—ইত্যাদি মন্ত্রবাচ্যং তেজঃ ইমং শরণং ব্রজামঃ।" উপসংহারে বলিয়াছেন—"অতস্তদ্বিষয়িণী মে বুদ্ধিঃ কেনাপ্যাবৃতং মাস্ত্বিতি ভাবঃ"—

স চেতি বাসুদেবঃ। "ধর্ম ইষ্টং ধনং নৃণামিতি" (ভাঃ ১১।১৯।৩৯) স্বয়ং ভগবদুক্তের্বসুভির্ভগবদ্ধর্মলক্ষণৈরন্যৈঃ প্রকাশত ইতি বা বাসুদেবঃ। তস্মাদ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বম্।

ইত্থং স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরেক-বিগ্রহভগবজ্‌জ্ঞান-হেতুত্বেন (ভাঃ ১১।২৫।২৪)—
"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥"

ইত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্‌জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণবিবক্ষা।

অনুবাদ

যথাবস্থিত বস্তুদ্বারা মাত্র প্রকাশিত হইবার ধর্মযুক্ত হওয়ায় ভগবানের অপ্রাকৃত সত্ত্বরূপেই স্বপ্রকাশতা-সম্বন্ধে অন্য প্রকার কল্পনা অযোগ্য। তাহা বলাও হয় যে, অগোচর বস্তুর গোচরত্বের হেতু প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, আর বহুরূপে গোচরত্বের হেতু রজঃ, এবং সেই বহুরূপের তিরোহিত হওয়ার কারণ তমঃ। ঐ প্রকার পরস্পর উদাসীনতার কারণ সত্ত্ব, উপকারী হওয়ার কারণ রজঃ, আর অপকারী হওয়ার কারণ তমঃ। গোচরত্বাদি যথাক্রমে স্থিতি-সৃষ্টি-সংহার, উদাসীনতাদিও তাহাই। এক্ষণে সে ক্ষেত্রে রজোগুণের লেশ মনে হইলে বিশুদ্ধপদ ব্যর্থ হইয়া গেল, তবে তাঁহাদের রজের ঘটঘটানি মত লইয়া কি প্রয়োজন ?

সে ক্ষেত্রে এই বিশুদ্ধসত্ত্ব যদি সন্ধিনী-অংশ-প্রধান হয়, তাহা হইলে উহা আধারশক্তি, সংবিদংশ প্রধান হইলে আত্মবিদ্যা ; আর হ্লাদিনী সারাংশ প্রধান হইলে গুহ্যবিদ্যা। একসঙ্গে শক্তি-ত্রয় প্রধান হইলে মূর্তি। আধারশক্তিযোগে ভগবদ্ধাম প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। ইহা শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি-কর্তৃক (ভাঃ ১২।৮।৪৬) বলা হইয়াছে—"সাত্বত শ্রীভাগবতগণ যে সত্ত্বকে পুরুষ আপনার রূপ বা

টিপ্পনী

অর্থাৎ 'অতএব তদ্বিষয়ে ভগবৎসম্বন্ধে আমার বুদ্ধি কোন কিছুদ্বারা যেন আবৃত না হয়—ইহাই ভাবার্থ'। শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় মাত্র বলিয়াছেন—"তত্র গায়ত্রী সহোদরং মন্ত্রমাহ 'পরোরজঃ'—অর্থাৎ গায়ত্রীর ন্যায় একইরূপ এই মন্ত্র বলিয়াছেন।'

উদ্ধৃত ভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।২৫।১২) "সত্ত্বং রজস্তম ইতি" শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—" (শ্রোতা শ্রীউদ্ধব) যদি প্রশ্ন করেন 'আপনি গুণবশে সৃষ্ট্যাদির কর্তা হইলেও যদি অবিশেষ (গুণের বিশেষরহিত) হ'ন, তাহা হইলে আপনি যে 'আমার ভজন কর, আমার ভজন কর'—পুনঃ পুনঃ বলেন, অর্থাৎ আপনি সেব্য ও জীব সেবক—এই যে নিয়ম, তাহা কোন্ বিশেষ দ্বারা রক্ষিত হয় ? ইহার উত্তর এই শ্লোক। গুণ জীবেরই, আমার নয়। কি কারণে তাহা হইল ? যেহেতু উহারা চিত্তজ, জীবের উপাধি চিত্তেই অভিব্যক্ত হয়, অতএব গুণসমূহে জীবই বদ্ধ হয় সে কিরূপ ? ভূতগণের অর্থাৎ দেহরূপ ও অন্যসকলের মধ্যে আসক্ত হয়, আমি কিন্তু আসক্ত না হইয়া গুণসমূহের নিয়ন্তারূপে "সৃষ্ট্যাদির কর্তা হইয়াও নিত্যমুক্ত, অতএব মহান্ বিশেষ বা প্রভেদ। এই ভাবার্থ।...।" চক্রবর্তিপাদ

স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে, প্রাকৃতং সত্ত্বঞ্চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্যতে চিন্ত্যতে চেত্যর্থঃ। তৎসত্ত্বতাদাত্ম্যাপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্যবসিতম্। নন্বু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ হি—যস্মাৎ অধোক্ষজঃ অধঃ কৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন

অনুবাদ

প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেছেন, যাহা হইতে বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন।" (ইহা কিছু উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। আর জ্ঞান ও তৎপ্রবর্তকলক্ষণ যে বৃত্তি—এই দুইটীযুক্ত আত্মবিদ্যাযোগে তাহার বৃত্তিরূপ যে উপাসনাশ্রয় জ্ঞান, তাহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভক্তি ও তৎপ্রবর্তকলক্ষণ যে বৃত্তি—এই দুইটীযুক্ত গুহ্য বিদ্যাযোগে তাহার বৃত্তিরূপ যে প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি, তাহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই দুইটী বিষ্ণুপুরাণে (১।৯।১১৮) ইন্দ্রকর্তৃক শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্তবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা—"হে শোভনশীলে লক্ষ্মীদেবি, আপনি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা; আপনি বিমুক্তি ফল দান করেন।" (গ্রন্থে ব্যাখ্যা)—যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম, মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গযোগ, গুহ্যবিদ্যা—ভক্তি, আত্মবিদ্যা—জ্ঞান। ঐ সমস্তের আশ্রয় বলিয়া আপনিই ঐ সমস্তরূপে বিবিধ মুক্তিসমূহের ও অন্য বিবিধ ফলসমূহের দাত্রী হইতেছেন—এই অর্থ।

অনন্তর মূর্তিযোগে পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। এই মূর্তিই বাসুদেবনাম্নী। ইহা চতুর্থস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে (ভাঃ ৪।৩।২৩) শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—(শ্লোকটী এই অনুচ্ছেদেই

টিপ্পনী

এই অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য একটু পৃথক্ কথা বলিয়াছেন যে 'ভূতানাং'—ইহা সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী-প্রয়োগ; ভূতসমূহে অর্থাৎ ভৌতিক দেহদৈহিক ব্যাপারসমূহে আসক্ত জীব।

শ্রীভগবৎকথিত (গীতা ৭।১২-১৪) শ্লোকত্রয়ের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"...যে সাত্ত্বিক ভাব শমদমাদি, রাজসভাব হর্ষদর্প প্রভৃতি, তামসভাব শোকমোহাদি প্রাণিগণের স্বকর্মবশে জাত হয়, সে সমস্ত আমার প্রকৃতির গুণত্রয়ের কার্য বলিয়া আমা হইতেই জাত। ...(১২) এই প্রকার তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া লোকে জানে না কেন? এই পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলিতেছেন—তিন প্রকার গুণময় গুণবিকার কামলোভাদি ভাব অর্থাৎ স্বভাবদ্বারা মোহিত বলিয়া জগৎ আমার কথা জানে না। ......(১৩)। তাহা হইলে কাহারা তোমাকে জানিতে পারে? তদুত্তরে এই শ্লোক। 'গুণময়ী'—সত্ত্বাদি গুণের বিকার। 'প্রপন্ন হ'ন'—অব্যভিচারিণী অনন্যা ভক্তির যোগে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই মায়াপার হইয়া আমাকে জানিতে পারেন" (১৪)। চক্রবর্তিপাদটীকার সংক্ষেপ—"সাত্ত্বিক-দেবাদি, রাজস—অসুরাদি, তামস—রাক্ষসাদি। (১২)। গুণময়—শমদমাদি-হর্ষাদি-শোকাদি। জগৎ—জগজ্জাত জীববৃন্দ। (১৩)। ত্রিগুণময় মোহ হইতে উত্তীর্ণ হয় কিরূপে? তদুত্তর। 'দৈবী'—বিষয়ানন্দে দীব্যৎ অর্থাৎ ক্রীড়াশীল দেবগণ অর্থাৎ জীবগণ, তৎসম্বন্ধীয়া অর্থাৎ তাহাদের মোহয়িত্রী গুণময়ী অর্থাৎ (অর্থান্তরে) ত্রিবেষ্টন মহা-

সঃ। নমসেতি পাঠে হি শব্দস্থানেঽপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতা-শক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনুবিধীয়তে সেব্যতে। ন তু কেনাপি প্রকাশ্যতে—ইত্যর্থঃ। তদেবমদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ। ততস্তৎপ্রকরণসঙ্গতিশ্চ গম্যত ইতি।

অনুবাদ

কিছু পূর্বে অর্ধোদ্ধৃত হইলেও সম্পূর্ণ শ্লোকেরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ও টিপ্পনীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখন গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে)। ইহার অর্থ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া জাড্যাংশরহিত, এইভাবে বিশেষভাবে শুদ্ধ; তাহাই বসুদেব শব্দে বলা হইয়াছে। কিরূপে তাহা সত্ত্ব বা বসুদেব? তদুত্তর—'যৎ' অর্থাৎ যেহেতু তাহাতে পুমান্ (পুরুষোত্তম) বাসুদেব 'ঈয়তে' অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। প্রথমতঃ অগোচরগোচরতার হেতুরূপে লোকপ্রসিদ্ধ-সত্ত্বের সমান বলিয়া সত্ত্বতা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ কিন্তু এই অর্থ—বসুদেবে হ'ন অর্থাৎ প্রতীত হ'ন, এই প্রকারে পরমেশ্বর বাসুদেব প্রসিদ্ধ। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বেই প্রতীত হ'ন। অতএব প্রসিদ্ধ প্রত্যয়ার্থ-দ্বারা (প্রতীত হ'ন বলিয়া) প্রকৃত অর্থ নির্ধারিত হয়। তাহার পর বাস করান দেবকে এই ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে বসুদেব, অথবা ইহাতে বাস করেন—এই বুৎপত্তিগত অর্থে বসু, দীব্যতি দীপ্তি বা প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন—এই ব্যুৎপত্তিতে দেব। কর্মধারয় সমাসদ্বারা যিনি বসু, তিনিই দেব, এইভাবে বসুদেব। (শ্রীউদ্ধবের ভাঃ ১১।১৯।২৯ শ্লোকে "কিং ধনং"—এই প্রশ্নের উত্তরে) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৯।৩৯)" "ধর্মই মানবের ইষ্টধন"; এই স্বয়ং ভগবদুক্তি অনুসারে ভগবদ্ধর্মলক্ষণ বসু বা ধনসমূহদ্বারা বা অন্য ধনসমূহদ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন, এইজন্য বাসুদেব। অতএব বসুদেবশব্দিত বিশুদ্ধসত্ত্ব।

টিপ্পনী

প্রকাশরূপা পরমেশ্বর আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া দুরতিক্রমা বা (পাশপক্ষে) ছেদন বা উদ্‌গ্রন্থনের অশক্য। 'আমাকেই'—অর্থাৎ এই শ্যামসুন্দরাকার আমাতেই যাহারা প্রপন্ন, (তাঁহারাই মায়াপার হ'ন)।" (১৪) শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ "দৈবী"-ইত্যাদি (গীতা ৭।১৪) শ্লোকের 'গীতাভূষণ'-ভাষ্যে বলিয়াছেন—"দেব, ত্রিগুণামায়া নিত্য বলিয়া তন্নিমিত্ত যে মোহ, তাহার বিনিবৃত্তি দুর্ঘটা, এই পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় উত্তর—অবিতর্ক্য, অতিবিচিত্র, অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টা সর্বেশ্বর আমার এই মায়া দৈবী অর্থাৎ অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা, যেহেতু উহা ঐ প্রকার বিশ্বের উৎপত্তির উপ-করণভূতা। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন, যথা (শ্বেঃ ৪।৯-১০)—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।" অর্থাৎ—'মায়ার অধীশ্বর ব্রহ্ম মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্ট জগতে তাঁহা হইতে অন্য অর্থাৎ জীব মায়াকর্তৃক বদ্ধ হ'ন, (মায়াবাদীর বিকৃত ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রহ্ম অবিদ্যাদ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হ'ন না, শ্রুতি এখানে স্পষ্টই বলিতেছেন, জীব ব্রহ্ম হইতে অন্য বা ভিন্ন)। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহার বিরাট্ মূর্তির অবয়বভূত স্থাবর-জঙ্গমদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।" গুণময়ী—অর্থান্তরে ত্রিগুণিত (অর্থাৎ তিন ফেরা) রজ্জুর ন্যায় অতি দৃঢ়ভাবে জীবসমূহের বন্ধের হেতু। ...যদিও এই প্রকার, তথাপি আমার ভক্তিযোগে তাহার বিনিবৃত্তি

অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক-বিশুদ্ধসত্ত্বস্য মূর্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ, তত এব তৎপ্রাদুর্ভাব-বিশেষে ধর্মপত্ন্যাং মূর্তিত্বং প্রসিদ্ধং শ্রীমদানকদুন্দুভৌ চ বসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ম্। অত্র শ্রদ্ধাপুষ্ট্যাদিলক্ষণপ্রাদুর্ভূতভগবচ্ছক্ত্যংশবৃন্দস্য ভগিনীতয়া পাঠসাহচর্যেণ মূর্তেস্তস্যাস্তচ্ছক্ত্যংশ-প্রাদুর্ভাবত্বমুপলভ্যতে। "তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী" ইত্যত্র (ভাঃ ১।৩।৯) কলা-শব্দেন চ শক্তিরেবাভিধীয়তে ততঃ শক্তিলক্ষণায়াং তস্যাঞ্চ নরনারায়ণাখ্য-ভগবৎপ্রকাশফলদর্শনাৎ বসুদেবাখ্য-শুদ্ধসত্ত্বরূপত্বমেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্যামূর্তিরিত্যাখ্যাপ্যুক্তা। তথা চ শ্রদ্ধাদ্যা বিশদার্থতয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা চতুর্থে (ভাঃ ৪।১।৫১)—

অনুবাদ

এই প্রকারে স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতির্মাত্রবিগ্রহ ভগবানের জ্ঞানহেতুরূপে (ভগবদুক্তি ভাঃ ১১।২৫।২৪)—"কৈবল্য (আত্মবিষয়ক) জ্ঞান সাত্ত্বিক, যাহা বৈকল্পিক (হিতাহিত সম্বন্ধে সংশয়াত্মক) ; তাহা রাজসজ্ঞান, আর প্রাকৃত (আহারবিহারাদি সম্বন্ধীয়) জ্ঞান তামস ; কিন্তু আমার (ভগবানের) সম্বন্ধীয় জ্ঞান নির্গুণ (গুণাতীত) বলিয়া প্রসিদ্ধ"—ইত্যাদি বহুস্থানে গুণাতীত অবস্থায়ই ভগবজ্জ্ঞানের কথা শ্রুত হয় বলিয়া ও সিদ্ধ 'বিশুদ্ধ'-পদদ্বারা অবগত স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতা-শক্তিলক্ষণ বলিয়া তাহা (বসুদেবশব্দিত বিশুদ্ধসত্ত্ব) ব্যক্ত। তাহার পর "ঈয়তে যত্র"—সত্ত্বে প্রতীত হ'ন, এই (সপ্তম্যন্তক) অধিকরণকারক বলা হইয়াছে ('যেন' এই তৃতীয়ান্তক) করণ-কারকের পরিবর্তে, অধি-করণ বলিবার উদ্দেশ্যে।

স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্ব বিশদভাবে বলা হইয়াছে—"অপাবৃত" (ভাঃ ৪।৩।২৩)—আবরণশূন্য হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। যদি প্রাকৃত সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রতিফলনই অবসিত (নিশ্চিত) হয়। তাহাতে দর্পণে মুখ যেমন তাহার মধ্যে থাকায় তদ্দ্বারা আবৃতরূপে প্রকাশ হয়, সেই রূপ—

টিপ্পনী

হইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন—'মাম্'-ইত্যাদি। সর্বেশ্বর, মায়ানিয়ন্তা, স্বাশ্রয়প্রাপ্তজনের বাৎসল্যসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আমাতে যাঁহারা প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গের ফলে প্রপন্ন হ'ন, শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা সমুদ্রের ন্যায় অপারা এই মায়াকে গোষ্পদজলের অঞ্জলির ন্যায় বিনাশ্রমে উত্তীর্ণ হ'ন ; আর তাহাকে (মায়াকে) পার হইয়া আনন্দৈকরস, প্রসাদাভিমুখ (অনুগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ), নিজপ্রভু আমাকে প্রাপ্ত হ'ন। 'মামেব'—এই 'এব'কারের অর্থ—আমাভিন্ন অন্য বিধি-রুদ্র প্রভৃতি দেবদেবীর প্রপত্তিদ্বারা তাঁহার (মায়ার) উত্তরণ হয় না। শ্রুতিও সেই প্রকার বলিয়াছেন (শ্বেঃ ৩।৮)—'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥' অর্থাৎ—'তাঁহাকেই (ব্রহ্মকেই) জানিলে লোক মৃত্যু (মায়াবদ্ধতা) অতিক্রম করিতে পারে ; ঐ অতিমৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আর অন্য পথ নাই।' মান্ধাতাপুত্র রাজা মুচুকুন্দকে দেবগণও বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৫১।২০)—'বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥' অর্থাৎ 'হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি এখন আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করুন, তবে মুক্তি ব্যতীত অন্য বর, যেহেতু একমাত্র পরমেশ্বর অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তিপ্রদানে সমর্থ।' ঘণ্টাকর্ণের প্রতি

"মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।" ইতি।

সর্বগুণস্য ভগবত উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা তাবসূতেতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্তিরিত্যর্থঃ, তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন, নাম্নৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্।

তচ্চোক্তং নবমে—(ভাঃ ৯।২৪।৩০) "বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্" ইতি।

অনুবাদ

এই ভাবার্থ। ফলিতার্থ বলা হইতেছে—সত্ত্ব এইরূপ (বিশুদ্ধ) হওয়ায় তাহাতে নিত্য প্রকাশমান ভগবান্ 'মে',—আমাকর্তৃক মনের দ্বারা বিশেষভাবে ধৃত অর্থাৎ চিন্তিত হয়—এই অর্থ। সেই (বিশুদ্ধ) সত্ত্বের তাদাত্ম্য (অভিন্নত্ব) আপন্ন হইলেই (আশ্রয় লইলেই) সেই মন দিয়া চিন্তা করিতে সমর্থ হওয়া যায়—ইহাই পর্যবসিত (সিদ্ধান্তিত) হইল। আচ্ছা, কেবল মন দিয়াই চিন্তা করা হউক, আবার ঐ সত্ত্বের কি প্রয়োজন ? এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ যাঁহাকর্তৃক অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অধঃকৃত বা অতিক্রান্ত হয়—(অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত)। 'মনসা'—ইহার পরিবর্তে 'নমসা'—এই পাঠান্তর স্বীকার করিলে 'হি'শব্দস্থানে 'অনু'শব্দ পঠিত হয়; (অর্থাৎ "মনসা হি ধীয়তে"—স্থলে "নমসানুধীয়তে")। তাহাতে অর্থ হইবে—বিশুদ্ধসত্ত্বনাম্নী স্বপ্রকাশতাশক্তিদ্বারাই প্রকাশ্যমান ভগবান্ কেবল নমস্কারাদিদ্বারাই অনুবিধানকৃত অর্থাৎ সেবিত হ'ন; কিন্তু অন্য কিছুদ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন না—এই অর্থ। অতএব এইভাবে অদৃশ্যরূপে তিনি স্ফূর্তি বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য নমস্কারাদিদ্বারাই আমাদিগের কর্তৃক সেবিত হ'ন—এই ভাবার্থ। অতএব ঐ প্রকরণটী সঙ্গতি প্রাপ্ত হইল।

টিপ্পনী

শ্রীশিবও বলিয়াছেন—'মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।' অর্থাৎ 'একমাত্র বিষ্ণুই সকলের মুক্তিপ্রদাতা, (আর কেহ নহেন)'।" এই ভাষ্যে বলা হইয়াছে—"যে তাদৃশ-সৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে"—অর্থাৎ 'যাঁহারা প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গের ফলে প্রপন্ন হ'ন, তাঁহারাই অপবা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হ'ন'; এই সাধু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হইলেই ভগবৎ-কৃপালাভ ও তদ্দ্বারা মায়াপার হওয়া যায়। একথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার 'প্রার্থনায়' (৪৭) বলিয়াছেন—"অশেষ মায়াতে মন মগ্ন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥ বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি। গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥ ইহারে (মায়ারে) করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥"

শ্রীহরির নির্গুণত্ববিষয়ক (ভাঃ ১০।৮৮।৫) শ্লোকটীর টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"কিজন্য নির্গুণ? যেহেতু প্রকৃতি হইতে পর, স্বতঃই গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া স্থিত। অতএব গুণাতীত হরিভজনে গুণময়ী সম্পদ্ কিরূপে পাওয়া যায়? এই ভাবার্থ। তাঁহা হইতেই শিবাদি সকলের জ্ঞান। তাঁহাকে ভজন করিলে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়, সম্পদ্ হইতে উদ্ভূত অজ্ঞানজনিত অন্ধতা নয়। এই ভাবার্থ। উপদ্রষ্টা—গুণলেপের অভাবজন্য ঔদাসীন্যহেতু কেবল সাক্ষী। তাঁহাকে ভজন করিলে গুণলেপরহিত নির্গুণ হইবেন।..." "সর্বদৃক্"-পদের অর্থ বৈষ্ণবতোষণীটীকায়

অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদিতি। তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেক-তমাংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহ্যে সম্পৎ-সম্পাদকরূপত্বং সম্পদংশরূপত্বঞ্চ ইত্যাদি-ত্রিরূপত্বং জ্ঞেয়ম্। তত্র চ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেন অমূর্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্। শ্রীশুকঃ॥ ১০৩॥

অনুবাদ

এক্ষণে যেহেতু ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি ও বসুদেব, অতএব সেই বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রাদুর্ভাববিশেষে ধর্মপত্নীতে মূর্তিত্ব ও শ্রীআনকদুন্দুভিতে বসুদেবত্ব প্রসিদ্ধ; (ভাঃ ৪।১।৪৯) শ্লোকে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ও মনুকন্যা প্রসূতির ষোলটী কন্যার মধ্যে যে তেরটী ধর্মরাজ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম—"শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ। বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষাহ্রীমূর্তির্ধর্মস্য পত্নয়ঃ।" সুতরাং ধর্মরাজের ত্রয়োদশ পত্নী মধ্যে মূর্তি অন্যতমা। এ ক্ষেত্রে (শ্লোকে কথিত) শ্রদ্ধা-পুষ্টি প্রভৃতি লক্ষণে ভগবচ্ছক্তির অংশবৃন্দ প্রাদুর্ভূত। তাঁহাদের ভগিনীরূপা বলিয়া পঠিতা মূর্তিতে ভগবচ্ছক্তির অংশের প্রাদুর্ভাব পাওয়া যাইতেছে। ভগবদবতার তালিকায় "চতুর্থ অবতারে ধর্মের কলা অংশ (ভার্যার) সর্গে (প্রাদুর্ভাবে) নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন" (ভাঃ ১।৩।৯) এখানে 'কলা'শব্দে শক্তিকেই বলা হইতেছে; অতএব শক্তিলক্ষণা তাঁহাতে নর-নারায়ণ নামে ভগবৎপ্রকাশ-ফল দেখিতে পাওয়ায় বসুদেব নামে শুদ্ধসত্ত্বরূপই অবসিত (নির্ধারিত) হইতেছে। তাহাও এইরূপেই তাঁহার (ধর্ম-কলার) 'মূর্তি'-নামই বলা হইয়াছে। আর সেই প্রকার শ্রদ্ধা প্রভৃতির স্পষ্টার্থ বলিয়া

টিপ্পনী

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শিবব্রহ্মাদি সকলের দৃক্ অর্থাৎ জ্ঞান যাঁহা হইতে তথাভূত। 'তাঁহাকে ভজন করিলে নির্গুণ হইবে'—এখানে 'নির্গুণ' অর্থে বলিয়াছেন—"গুণাতীতফলভাক্।" শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নে "ন তু লক্ষ্যাঃ পতিং হরিম্"—অর্থাৎ 'ধনিগণ শিবের উপাসনা করে, যিনি লক্ষ্মীদেবীর পতি, সেই হরির ভজন করে না, অর্থাৎ শিবকে ভজন করিলে ধন হয়, আর লক্ষ্মীপতির ভজনে তাহা হয় না, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোক। গোস্বামিপাদ এখানে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"লক্ষ্মীদেবী স্বরূপভূতা শক্তি, শিবাদির অধীনা বলিয়া প্রতীতা প্রাকৃত বিভূতির ন্যায় নহেন"।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত (১।৯।৪৩) শ্লোকটী শ্রীব্রহ্মার স্তবমধ্যে একটী। যে উপলক্ষে তিনি ভগবানের এই স্তুতি করেন, তাহা এই—দুর্বাসা ঋষি সন্তানকপুষ্পের একটী মালা পাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রকে দেবগণসহ দেখিয়া মালাটী তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন। মালাটী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঐরাবতের মস্তকে পতিত হয়, ঐরাবত মালার সুগন্ধে মত্ত হইয়া মস্তক হইতে উহা ভূমিতে পাতিত করে। ইহাতে ঋষি আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া দেবগণসহ ইন্দ্রকে ঐশ্বর্যলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইবার অভিশাপ দেন। ইন্দ্র অবতরণপূর্বক প্রণামাদি-যোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ঋষি ক্রোধে স্থান ত্যাগ করেন। অভিশাপ-ফলে ঐশ্বর্যলক্ষ্মী দেবগণকে ত্যাগ করিলে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অসুরগণকর্তৃক নির্জিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া শ্রীব্রহ্মার শরণ লইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পরাৎপর

ভূতানন্তবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিঃ ভগবদ্ধামাংশবর্তিনী মূর্তিমতী লক্ষ্মীরেব

অথৈবংভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধামাংশবর্তিনী মূর্তিমতী-লক্ষ্মীরেবে-ত্যাহ (ভাঃ ১২।১১।২০)—

"অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।" ইতি।

টীকা চ—"অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ। সাক্ষাদাত্মনঃ স্বস্বরূপস্য চিদ্রূপ-ত্বাৎ—তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন (ভাঃ ২।৫।১৩)—

অনুবাদ

তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া তাঁহাকেই (মূর্তিকেই) চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।১।৫১) নিরুক্ত (নিশ্চয়রূপে বিবৃত) করা হইয়াছে—"সর্বগুণময় ভগবানের যাঁহা হইতে উৎপত্তি, সেই মূর্তি নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়কে (প্রসব করিয়াছিলেন)।" (গ্রন্থকার-ব্যাখ্যা)—সর্বগুণ ভগবানের উৎপত্তি, সেই প্রকাশ যাঁহা হইতে, তিনি ঐ দুই ঋষিকে প্রসব করিয়াছিলেন—ইহাই পূর্বের (ভাঃ ৪।১।৪৯) সহিত অন্বয়। ভগবান্—এই নাম্নী সচ্চিদানন্দমূর্তির প্রকাশহেতু বলিয়া 'মূর্তি'—এই অর্থ। সেই রূপই ঐ সচ্চিদানন্দমূর্তির প্রকাশ-রূপ ফল দেখা যাইতেছে বলিয়া, তাহার নামও এক (বাসুদেব) বলিয়া শ্রীমৎ আনকদুন্দুভিকেই শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহা নবমস্কন্ধেও (ভাঃ ৯।২৪।৩০) বলা হইয়াছে—"পূর্ব শ্লোকে—বসুদেবের আবির্ভাবকালে দেবতাদিগের আনক-দুন্দুভি বাদ্য হইয়াছিল, এইজন্য ভগবান্ হরির (আবির্ভাবযোগ্য) স্থান শ্রীবসু-দেবকে আনকদুন্দুভিনামে অভিহিত করা হয়।" তাহা না হইলে 'হরির স্থান'—এই বিশেষণ অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। আর এইরূপে হ্লাদিন্যাদির একতম অংশবিশেষপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বযোগে

টিপ্পনী

ঈশ্বর প্রণতার্তিহর শ্রীবিষ্ণুর শরণ লইবার জন্য ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়া স্তব করিতে থাকেন। শ্রীভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে দৈত্যগণের সহিত অমৃত উৎপাদনেরজন্য মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে মন্থন রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে উপদেশ দিলেন ও পরে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন, বলিলেন।

ইন্দ্রোক্ত (ভাঃ ১০।২৭।৪) শ্লোকের স্বামিটীকা—"…ধাম—স্বরূপ, শান্ত—একরূপ, অতএব তপোময়—প্রচুরজ্ঞানময় অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। এরূপ কেন? আপনাতে রজঃ ও তমঃ ধ্বস্ত অর্থাৎ অবিদ্যমান। অতএব আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে মায়াকার্যরূপ গুণসংপ্রবাহ অর্থাৎ সংসার যাহা গুণসমূহদ্বারা সম্যক্ প্রতিহত হয়, সে সংসার আপনার নাই, যেহেতু উহা অগ্রহণ অর্থাৎ অজ্ঞানকর্তৃক অনুবন্ধ (পরপর বন্ধন), ঐরূপ সর্বজ্ঞ আপনার সে সংসার নাই—এই অর্থ, অথবা অজ্ঞানসম্বন্ধ নাই।" ('অনুবন্ধে'র অন্যতম আভিধানিক অর্থ দৃঢ়সম্বন্ধ)। চক্রবর্তিটীকা—"শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের বক্রোক্তি (ব্যঙ্গোক্তি), যেমন 'আমি গর্ববশতঃ তোমার যজ্ঞ বিখণ্ডিত করিয়া লোভে, তোমাকে যাহা সম্প্রদান করিবার কথা, সেই নৈবেদ্য ভোজন করিবার জন্য গোবর্ধন যজ্ঞের ছল করিয়াছিলাম, আমার এই তত্ত্ব তুমিই ত' জানই', এই আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্র বলিতেছেন—হে নাথ, আপনার মায়ামোহিত আমি এখন আপনার কৃপালেশবলে হৃদয়ের তত্ত্ব

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।" ইত্যাদ্যুক্ত্যা মায়া নেতি ধ্বনিতম্। তত্রানপায়িত্বং যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

"পরমাত্মা হরির্দেবঃ তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৮।১৫)—
নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।"

ইতি। তত্রাস্ত্যত্র (বিঃ পুঃ ১।৯।১৪০)—

অনুবাদ

যথাযথ (মূল শ্লোক ভাঃ ১০।৩।৫৫ কথিত) শ্রী প্রভৃতিরও প্রাদুর্ভাব বিবেচনা করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রেও তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানে সম্পৎ-রূপ, তাঁহার অনুগ্রাহ্য (প্রসাদযোগ্য) হওয়ায় সম্পৎসম্পাদক-রূপ, আর সম্পদের অংশরূপ ইত্যাদি তিনরূপে জানিতে হইবে। আর তাঁহাদিগকে কেবল শক্তিমাত্ররূপে অমূর্ত ভগবদ্বিগ্রহাদির সহিত একাত্মত্ব (অভেদ) রূপে স্থিত বলিয়া তদধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং মূর্ত ভগবদ্বিগ্রহাদিরও আবরণতারূপে—এই দ্বিরূপ বলিয়া জানিতে হইবে,—এই দিগ্দর্শন। মূল শ্লোকটী শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ১০৩ ॥

অতঃপর যে স্বরূপশক্তির এইরূপ অনন্তবৃত্তি, তিনি ভগবদ্ধাম বা শরীরের অংশবর্তিনী মূর্তিমতী শ্রীলক্ষ্মীদেবীই। ইহা (ভাং ১২।১১।২০) বলা হইয়াছে, যথা—"ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী সাক্ষাৎ পরমাত্মা হরির অনপায়িনী অর্থাৎ নিত্যা শক্তি।" শ্রীধরস্বামীর টীকা—"অনপায়িনী হরির শক্তি। তাহার হেতু কি? সাক্ষাৎ আত্মা স্বস্বরূপ চিদ্রূপ বলিয়া, যেহেতু হরি হইতে তাঁহার অভেদ—এই অর্থ"—এই টীকা। এখানে 'সাক্ষাৎ'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া (ভাঃ ২।৫।১৩)—"ভগবান্ বাসুদেবের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা"—এই শ্রীব্রহ্মার উক্তি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী মায়া ন'ন—ইহাই

টিপ্পনী

এইটুকুমাত্র জানিয়াছি যে, আপনার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ অনুগ্রহ, তপোময় অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। তাহা হইলে কি ঐ জ্ঞান সত্ত্বগুণোত্থ? না, বিশুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত চিদানন্দময়, এই অর্থ। অতএব আপনাতে রজ ও তমের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত (বরং) উহারা অন্বগত হইলেও আপনা হইতে উহাদের ধ্বংস হয়, যেহেতু উহা স্মরণকারীরও রজ ও তম নাশপ্রাপ্ত হয়, এই অর্থ। অতএব এই জগতে আমাদিগের মধ্যে যে এই মায়াময় সংসাররূপ গুণসমূহের সম্যক্ প্রবাহ, তাহা আপনাতে নাই। দেখ, জীবের ন্যায় নাই হউক, কিন্তু কখনও বা মায়াকে অধীন করিয়া কৌতুকবশে উহা থাকুক, তাহাতে কোনও দোষ নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—আপনাতে উহা গ্রহণের অনুবন্ধ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নাই।" 'বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"নিজে মহাপরাধী হইলেও তাঁহার (ইন্দ্রের) প্রতি শ্রীভগবান্ স্বাভাবিক শ্রীমুখের প্রসন্নতা দেখিয়া কোপের অভাব অবধারণপূর্বক আশ্বস্ত হইয়া স্তব করিতে গিয়া প্রথমেই স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করাইবার জন্য বলিলেন—হে পরমেশ্বর, আপনার আমাদিগের উপর ক্রোধাদি সংঘটিত হয় না; কিন্তু আপনার মায়ামোহিত সংসারী আমরা। অনেক প্রকারে নিত্যই অপরাধী। এখানে বিশুদ্ধসত্ত্বকে প্রাকৃতসত্ত্বে অনুস্যূত চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে, যেমন ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪১) বলা

"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেব তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥" ইতি।

চিদ্রূপত্বমপি স্কান্দে—

"অপরন্ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিকা। শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া॥
তামক্ষরং পরম্প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরম্। হরিরেবাখিলগুণোঽপ্যক্ষরত্রয়মীরিতম্॥" ইতি।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এব (১।৯।৪৪-৪৫)—

"কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে। যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ॥
প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ। প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনাম্॥"

অনুবাদ

ধ্বনিত হইয়াছে। আর তাঁহাতে (শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে) অনপায়িত্ব (হরির নিত্যাশক্তিত্ব) হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"দেব বা লীলাময় হরি পরমাত্মা, আর শ্রী তাঁহার শক্তি বলিয়া কথিতা। দেবী শ্রীকে প্রকৃতি (শক্তি) বলা হয় আর কেশব পরম-পুরুষ ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু বিনা দেবী থাকেন না, আর পদ্মজা লক্ষ্মী বিনা হরিও থাকেন না।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৮।১৫) শ্রীপরাশর বলিয়াছেন—"জগন্মাতা শ্রী বিষ্ণুর নিত্যা অনপায়িনী (শক্তি); হে দ্বিজোত্তম (মৈত্রেয় ঋষি), বিষ্ণু যেমন সর্বগত (বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন পিতামাতা স্বীকার করেন), এই লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ।" ঐ বিষ্ণুপুরাণেও অন্যত্র (১।৯।১৪০)—"জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন বিভিন্ন অবতার করেন, সেইরূপই তাঁহার সহায়িনী শ্রীও।"

স্কন্দপুরাণে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চিৎ-রূপত্বও বলা হইয়াছে, যথা—"তিনটি অক্ষর তত্ত্ব বলা হইয়াছে। প্রথম যিনি জড়রূপিকা প্রকৃতি (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি), তিনি অপর (অবর বা নিকৃষ্ট) অক্ষর-তত্ত্ব। আর দ্বিতীয়তঃ যিনি চেতনা (অজড়া চিন্ময়ী) বিষ্ণুর আশ্রিতা পরা প্রকৃতি (শ্রেষ্ঠা অন্তরঙ্গা শক্তি) বলিয়া কথিতা শ্রী, তাঁহাকে অভিজ্ঞগণ পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষরতত্ত্ব বলেন। আর তৃতীয়তঃ অখিলগুণময় হরিই পর হইতেও পর অক্ষরতত্ত্ব।"

টিপ্পনী

হইয়াছে—'সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।' অর্থাৎ মায়ার রজস্তমোমিশ্রিত যে সত্ত্বগুণ, তাহার অবলম্বনস্বরূপ যে অমিশ্র শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা হইতেও পরমবিশুদ্ধ চিচ্ছক্তি বৃত্তিরূপ সত্ত্ব যাঁহার, অর্থাৎ যিনি মায়াস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্তি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ব্রহ্মা ভজন করি। বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক স্বরূপ—ইহাই অর্থ। অথবা (ব্যাখ্যান্তর)—আপনার ধাম অর্থাৎ এই প্রকাশ বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ঐ নামে পরিচিত স্বপ্রকাশতা অর্থাৎ রূপ। ... শান্ত অর্থাৎ ক্ষোভরহিত। তদুপরি তপোময় অর্থাৎ জ্ঞানাতিশয়রূপ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৬।৬।৭৯) বলিয়াছেন—'জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীর্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥' (এই সন্দর্ভের ৩য় অনুচ্ছেদে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। জ্ঞানপ্রচুর শান্তত্বে হেতু, 'ধ্বস্তরজস্তমস্ক'—বিক্ষেপাবরণশূন্য। শ্রুতি বলিয়াছেন (ছাঃ ৮।৭।১)—'অয়মাত্মাপহতপাপ্মা'—ইত্যাদি। সে স্থলে প্রাকৃত সত্ত্ব নিষিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন (১।৯।৪৩) 'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥' (এই অনুচ্ছেদেই কিছু উপরে

ইতি। অত্র স্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতঞ্চ—কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেষ্টানিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তির্লক্ষ্মীর্ন বর্ততে স্বরূপাভিন্নত্বাৎ নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতীত্যর্থঃ। অত এতস্যাঃ স্বরূপাভেদাৎ শুদ্ধস্যেত্যুক্তম্। ননু যদি লক্ষ্মীস্তৎ-স্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ পতিরিত্যুচ্যত ইতি। পরা চাসৌ মা লক্ষ্মীস্তস্যা ঈশঃ যঃ; শুদ্ধঃ কেবলোঽপি উপচারতো ভেদবিবক্ষয়া প্রোচ্যতে। দ্বিতীয়ো যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি।

অনুবাদ

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই (১।৯।৪৪-৪৫) বলিয়াছেন—"শুদ্ধস্বরূপ যে হরির শক্তি (লক্ষ্মীদেবী) কলা (কাল পরিমাণ = ৩০ কাষ্ঠা), কাষ্ঠা (ঐ = ১৮ নিমেষ) ও নিমেষ (নেত্র-নিমীলনমাত্র ব্যাপী সূক্ষ্ম কাল)—আদি কালসূত্রের গোচরে নাই (অর্থাৎ কালাতীত), সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন (৪৪)। যিনি শুদ্ধস্বরূপ হইলেও উপচারবশতঃ (অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেব্যতত্ত্বরূপে) পরমেশ্বর-নামে যিনি খ্যাত ও যিনি সর্বদেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন" (৪৫)। (গ্রন্থকার-ব্যাখ্যা)—এখানে শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জগচ্চেষ্টার নিয়ামক বলিয়া কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কালই সূত্রের ন্যায় সূত্র; উহার গোচরে অর্থাৎ বিষয়ে যাঁহার (হরির) শক্তি লক্ষ্মী থাকেন না, যেহেতু স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনি (লক্ষ্মী) নিত্যা, অর্থাৎ কালাধীনা নন। অতএব এখানে ইঁহার

টিপ্পনী

ব্যাখ্যাত)। আরও 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥' (ঐ)। অতএব স্বয়ং সাক্ষাৎ অনুভূয়মান আপনার কারুণ্যাদিগুণের সংপ্রবাহ অর্থাৎ পরম্পরা মায়াময় হয় না। কেন? গ্রহণ অর্থাৎ আপনার স্বীকারদ্বারা, অথবা অগ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়করণকৃত পরিচ্ছেদের অভাব-হেতু অনুবদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, উহা এমন।"

এই শ্লোকের পরে উদ্ধৃত শ্রীব্রহ্মাদির উক্তি (ভাঃ ১০।২।৩৪-৩৫) দুইটী শ্লোক, যাহা কংস-কারাগারে দেবকী দেবীর গর্ভস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেখানে সমাগত শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ, দেবর্ষি শ্রীনারদপ্রমুখ ঋষিগণ যে স্তব করেন, তাহাদের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সাধুগণের সুখাবহ রূপ আপনি ধারণ করেন, ইহা 'বিভর্ষি রূপাণি' (ভাঃ ১০।২।২৯) শ্লোকে বলা হইয়াছে। তাহা কি প্রকারে সুখাবহ—এই অপেক্ষায় এই শ্লোক বলিতেছেন। শ্রেয়-উপায়ন অর্থাৎ কর্মফলদাতা। কি প্রকারে? সেই বপুর অবলম্বনেই লোকে আপনার অর্হণ পূজার সমীহা (চেষ্টা) করেন। কি কি সহযোগে পূজা করেন? বেদ-ক্রিয়াযোগ-তপঃ-সমাধি—এই চতুরাশ্রম-ধর্মযোগে। বপুকে অবলম্বন না করিলে অর্হণ অসম্ভব হওয়ায় কর্মফল সিদ্ধি হয় না।" (৩৪)। চক্রবর্তিটীকা—"ঐ 'বিভর্ষি' শ্লোকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মকশরীরসমূহ চরাচর লোকে প্রকট হইয়াছেন, বলা হইয়াছে। উহাতে 'ক্ষেমায়'—তাঁহাদিগের প্রয়োজন যে ক্ষেম (মঙ্গল) ভক্তির কৈবল্য (অবিমিশ্রতা ও ঐকান্তিকতা) পরবর্তী শ্লোক-চতুষ্টয়ে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-বপুর প্রাকট্যের প্রয়োজন যে ভক্তির প্রাধান্য, তাহাই বলিতে এই শ্লোক। বিশুদ্ধ মায়াতীত-সত্ত্ব চিন্ময় বপু আপনি অবলম্বন করেন। কিরূপ? স্থিতি অর্থাৎ পালন-সময়ে যাহা হইতে শ্রেয়ঃসমূহের উপ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে প্রাপ্তি সেই শ্রেয়ের কথাই বলিতেছেন—বেদাদি চারিটী আশ্রম-ধর্মের সহিত অর্হণের চেষ্টা করেন। যে বপুর যোগে বলিয়া বপুর অনাশ্রয়ে

এবমেবাভিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৯।২৩)—

"এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা, যদ্ যৎ করিষ্যতি গৃহীত-গুণাবতারঃ।

তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো, যুঞ্জীত কর্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্॥" ইতি।

অতো যত্তু (ভাঃ ৭।৯।২)—

"সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্। অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা॥"

অনুবাদ

(শক্তির) স্বরূপ হইতে অভেদের হেতু তিনি (হরি) শুদ্ধ—এইরূপ বলা হইয়াছে। আচ্ছা, যদি লক্ষ্মী হরির স্বরূপ হইতে অভিন্না হ'ন, তাহা হইলে কেন 'লক্ষ্মীর পতি'—এই প্রকার বলা হয়? এই পূর্বপক্ষের উত্তর—"পরমেশ"—যিনি পরা মা অর্থাৎ লক্ষ্মী, হরি তাঁহার ঈশ। যে হরি শুদ্ধ অর্থাৎ কেবল হইলেও উপচারতঃ অর্থাৎ ভেদ বলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পরমেশ অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বলা যায়। (৪৫শ শ্লোকের প্রথমার্ধে যে দুইটী 'য', পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের) দ্বিতীয় 'য'-শব্দটী প্রসিদ্ধি বুঝাইতেছে।

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়াই শ্রীব্রহ্মা তৃতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ৩।৯।২৩ শ্লোকে) প্রার্থনা করিয়াছেন—"ইনি (পূর্বস্তুতি-শ্লোকগুলিতে বর্ণিত ভগবান্) আশ্রিত-জনগণের বরদাতা, যিনি বিশেষ বিশেষ গুণ-সহিত অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিজ স্বরূপশক্তি রমা (লক্ষ্মী) দেবীর সহিত যে যে লীলা

টিপ্পনী

অর্হণ অসিদ্ধ—ইহা বলিয়াছেন।" (৩৪)। বৈষ্ণবতোষণী টীকা—"শ্রীব্রহ্মার স্তোত্র (ভাঃ ৩।৯।৩) 'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্'—এই উক্তি অনুসারে আপনার বপু পরমতত্ত্বৈকরূপ হইলেও বিশুদ্ধসত্ত্ব তৎপ্রকাশশক্তিরূপ তাহার অভেদ বলিবার জন্য বিশুদ্ধ মায়াতীত চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষ সত্ত্বই বপু, ইহা বলা হইয়াছে। স্থিতিতে অর্থাৎ পালনার্থ তাহা অবলম্বন করেন। নিত্যানন্দময় বিবিধ প্রকার আকারবান্ ভগবান্ পালনে যেখানে যে প্রকার বপু যোগ্য, তন্নিমিত্ত সেই প্রকার বপু প্রবর্তন করেন—এই অর্থ। অতএব এই প্রকার স্বয়ং প্রকট হইয়া পালনদ্বারা স্বপারতত্ত্ব দর্শিত হইল। ধ্যানগতত্ব-যোগেও দেখান হইতেছে—শরীরী অর্থাৎ অশেষ জীবগণের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ সৎকর্মফলের অথবা ভগবৎপ্রেম পর্যন্ত পুরুষার্থবর্গের উপায়ন অর্থাৎ উপঢৌকনের ন্যায় করুণাপূর্বক সাদর দান করেন যে বপু। ...'বেদ'—ইত্যাদি—যে বপুর হেতুতে চতুরাশ্রমবর্তী সকল লোকই সম্যক্ ঈহা (উদ্যম করে), বপুর অপেক্ষা না রাখিয়া যে বেদাদি অর্পণমাত্র অর্হণ, তাহা সম্যক্ নয়, এই ভাবার্থ। অতএব চতুরাশ্রমিগণের সিদ্ধিতে তৎসম্বন্ধীয় অন্য শরীরিগণেরও সেই সিদ্ধি যুক্তই বলা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে (বপু উপেক্ষিত হইলে) কর্মফল সিদ্ধি হয় না। সর্ব সিদ্ধিরই মূল হইতেছে ভগবচ্চরণের অর্চন—এই ন্যায়ানুসারে।" (৩৪)। স্বামিটীকা (৩৫)— " 'ত্বয্যম্বুজাক্ষ'—ইত্যাদি (ভাঃ ১০।২।৩০-৩২) শ্লোকত্রয়ে ভগবদ্ভক্তগণেরই মোক্ষ, আর কাহারও নয়—বলা হইয়াছে। তাহাতে 'কর্মফল ভক্তিবিনা না হউক, কিন্তু মোক্ষ একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই সাধ্য, ভক্তিতে কি প্রয়োজন ?'—এইরূপ ভক্তিদ্বেষিগণের প্রতি এই শ্লোক। (অনুবাদে যেমন অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে)—অথবা 'অজ্ঞানভিদাপমার্জনম্'—অজ্ঞান ভেদ করে এমন অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞান মার্জন বা নাশও 'আপ' প্রাপ্ত হইয়াছে। আচ্ছা, জড়বুদ্ধি-আদির যাহা হইতে প্রকাশ, তাহা ব্রহ্ম—এই জ্ঞান হওয়াই ঠিক ; ইহা যদি না হয়,

ইতি শ্রীনরসিংহপ্রাদুর্ভাবুক্তং তত্রাদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বং সম্ভ্রমাদেব জাতমিত্যূহ্যম্। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতম্—অনপায়িনী ভগবতীত্যাদি ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১০৪ ॥

তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতাচিন্ত্যবিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তো, ধর্ম্মত্বে এব ধর্মিত্বং নির্ব্ভেদত্বে এব নানাভেদবত্ত্বমরূপিত্বে এব রূপিত্বং ব্যাপকত্বে এব মধ্যমত্বং সত্যমেবেত্যাদি

অনুবাদ

করিবেন, তাহাতেই যেন আমি তাঁহার স্বীয় প্রভাবেই এই বিশ্ব-সৃজন করিলেও আমার চিত্ত যুক্ত থাকিতে পারে, যাহাতে কর্মশমল অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পাপ ত্যাগ করিতে পারি।"

অতএব যাহা শ্রীনরসিংহ-প্রাদুর্ভাবে (ভাঃ ৭।৯।২) বলা হইয়াছে,—"লক্ষ্মীদেবী দেবগণকর্তৃক (অতিক্রুদ্ধমূর্তি শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট) প্রেরিতা হইয়া তাঁহার সেই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব রূপদর্শনে শঙ্কিতা হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন না"—তাহাতে ভগবানের রূপে অদৃষ্টপূর্বত্ব ও অশ্রুতপূর্বত্ব সম্ভ্রম (শঙ্কাজনিত আবেগ) হইতে উৎপন্ন—ইহা উহ্য। সেই হেতু (অনুচ্ছেদের মূলশ্লোক ভাঃ ১২।১১।২৩) "অনপায়িনী ভাগবতী"—ইত্যাদি শ্লোকটীর সাধু (উত্তম) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মূল শ্লোকটী শ্রীসূতোক্তি। ১০৪।

অতএব যিনি (ভগবান্) এই প্রকারে সচ্চিদানন্দৈকরূপ ও স্বরূপভূত-অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিযুক্ত ; যিনি ধর্ম হইয়াও ধর্মী, নির্ভেদ হইয়াও নানা ভেদযুক্ত, অরূপী হইয়াও রূপবিশিষ্ট, ব্যাপক হইয়াও

টিপ্পনী

তবে গুণপ্রকাশ অর্থাৎ গুণাবচ্ছিন্ন প্রকাশে সর্বসাক্ষী পরিপূর্ণ আপনি কেবল অনুমিত অর্থাৎ কল্পিত, সাক্ষাৎকৃত হ'ন না। অনুমানের প্রকার বলিতেছেন—'যস্য চ…গুণঃ' অর্থাৎ যাঁহার সম্বন্ধীয় এই বুদ্ধ্যাদিগুণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, যিনি গুণসাক্ষী, এই প্রকার বুদ্ধিতে আরূঢ়, প্রমাণকর্তা, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যাঁহাদ্বারা বাহ্যগুণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এইভাবে অনুমিত হ'ন। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ববপু আপনি সেব্যমান হইলে আপনার অনুগ্রহে আপনার আকারে অন্তঃকরণে সাক্ষাৎকার হইবে—এই ভাবার্থ।" চক্রবর্তিটীকা (৩৫)—" 'দেখ, কোন কোনও দার্শনিক আমার বপুকে প্রাকৃত সত্ত্বময় মনে করে'—শ্রীভগবানের এই প্রকার উক্তির আশঙ্কা করিয়া এই শ্লোকে উত্তর দিতেছেন। 'ইদং'—'এই' বলিয়া শ্রীদেবকী-দেবীর গর্ভের দিকে তর্জনী দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন। এই বপু যদি নিজ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব না হয়, কিন্তু যদি প্রাকৃত সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান অর্থাৎ সাধুগণের ঐ প্রকারে অনুভব মার্জন অর্থাৎ লোপ 'আপ' প্রাপ্ত হইয়াছে। মহতের অনুভবই এ স্থলে প্রমাণ—এই অর্থ। বিজ্ঞান কি প্রকার? 'অজ্ঞানভিৎ' অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবর্তক ; আপনার বপু বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া বিজ্ঞানমাত্রেই সংসার নিবৃত্ত হয়। ঐরূপ বিজ্ঞানের প্রামাণ্য-জন্য আশঙ্কা করিতে হয় না। তাহা হইলেও এখানে অন্য প্রমাণও আছে। গুণপ্রকাশে গুণ অতি তেজস্বী বলিয়া আমাদের (ব্রহ্মা, শিব, নারদ প্রভৃতির) সকলের মনের প্রসাদক প্রেমপ্রদত্বাদির প্রকাশদ্বারা এই বপু আপনিই, মায়া নয়, ইহাই আমরা সম্প্রতি অনুমান করিতেছি। 'যস্য চ'—যাঁহার গুণ চিন্ময় বলিয়া, প্রকৃতির জড় বলিয়া নয়, প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকাশেও প্রয়োজকের অপেক্ষা আছে বলিয়া 'যেন বা'—শুদ্ধসত্ত্বের হেতু প্রকাশপ্রাপ্ত হয়, প্রাকৃত হেতু নয়। অতএব (যমলার্জুন-ভঙ্গের পর কুবের-তনয়দ্বয় নলকুবর-মণিগ্রীব-কৃতস্তোত্রে, ভাঃ ১০।১০।৩৪) বলা হইতেছে—'যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে

পরস্পরবিরুদ্ধানন্তগুণনিধিঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-বিলক্ষণস্বপ্রকাশাখণ্ডস্বরূপভূত-শ্রীবিগ্রহস্তাদৃশ-স্বানুরূপ-স্বরূপশক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ-লক্ষ্মীরঞ্জিতবামাংশঃ স্বপ্রভাবিশেষাকার-পরিচ্ছদ-পরিকর-নিজধামসু বিরাজমানাকারঃ স্বরূপশক্তিবিলাসলক্ষণাদ্ভুতগুণলীলাদিচমৎকারিতাত্মারামাদিগণো নিজসামান্য-প্রকাশা-

অনুবাদ

মধ্যমাকার, সত্য-ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ-অনন্তগুণনিধি, স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্) স্বপ্রকাশ অখণ্ড স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ, আর সেই প্রকার নিজের অনুরূপ স্বরূপশক্তির আবির্ভাবলক্ষণা লক্ষ্মীদ্বারা যাঁহার বামাংশ-শোভিত, নিজের বিশেষপ্রভাবিশিষ্ট আকার-পরিচ্ছদ-পরিকরযুক্ত ধামসমূহে বিরাজমান যাঁহার আকার স্বরূপশক্তিবিলাসলক্ষণ অদ্ভুতগুণলীলাদিদ্বারা আত্মারামগণকে চমৎকারিত করেন,

টিপ্পনী

শরীরেষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥" (অর্থাৎ—'প্রাকৃত দেহধারিগণ-মধ্যে যে-সকল অতুল্য অতিশয় বীর্য অসঙ্গত বা অসম্ভব, সেগুলি মৎস্য-কূর্মাদিতে দর্শনে যে প্রাকৃতশরীররহিত মহাপুরুষের অবতার বা আবির্ভাব লোকে জ্ঞাত হ'ন, আপনি তিনিই')।······।" শ্রীজীবপাদের 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকা—"এখানে সাক্ষাদ্ ভগবদাবির্ভাবে 'সত্ত্ব'-শব্দের তাৎপর্যে শ্রীবসুদেব-দেবকীই অবগত হইতেছেন। শ্রীবসুদেবাদিনামক সত্ত্বই যোগ করিতে হইবে। আর রূপ-প্রসঙ্গে নামেরও স্বপ্রকাশত্ব বলিলেন।" শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে কয়েকটী বৈকল্পিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি প্রদত্ত হইতেছে—"এই আপনার চিচ্ছক্তিরূপসত্ত্ব না হইত অর্থাৎ আবির্ভূত না হইত, তাহা হইলে গুণ—ইত্যাদি। কি প্রকার সত্ত্ব? জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকর্তৃক যে ভেদের অপমার্জন, যেখানে তাহা নাই, যাহার উদয়ে তাহা পর্যন্ত অপগমন করে, দূর হয়—এই অর্থ, 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (ভাঃ ১।৭।১০) —ইত্যাদি অনুসারে। অনুমানের প্রকার বলিতেছেন। সূর্যোদয়সান্নিধ্যের অরুণোদয়ে যেমন, সেইরূপ যাঁহার সম্বন্ধে একমাত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠিতত্ব-হেতু নিত্য অব্যভিচারী সত্ত্বনামক গুণ প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা দ্বারা একমাত্র আপনার দ্বারাই প্রকাশ্য সেই গুণ, অগ্নি-দ্বারা যেমন ধূম। অতএব আপনার বপুর পরমানন্দরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ হওয়ায় যদ্দ্বারা প্রকাশ, আর যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানেরও তিরোধান, তিনি আপনার স্বরূপপ্রকাশতারূপশক্তিই হইবেন; অতএব বাহ্য জড় সত্ত্বদ্বারা প্রকাশ নয়, কিন্তু কথঞ্চিৎ অনুমানমাত্র, যেমন অরুণোদয়দ্বারা সূর্যাদির।"

উদ্ধৃত শ্রীকুন্তীদেবীর (ভাঃ ১।৮।২০) উক্তিটীর স্বামিটীকা—"পরমহংস অর্থাৎ আত্ম-অনাত্মবিবেকী, তাহার পর মুনি অর্থাৎ মননশীলও, তাহারও উপর অমলাত্মা অর্থাৎ যাঁহাদের রাগাদি (জড়াসক্তি ও দ্বেষ প্রভৃতি) নিবৃত্ত হইয়াছে এমন, ইঁহাদের দ্বারা তেমন অর্থাৎ নিজমহিমাসহ তুমি লক্ষিত হও না। অতএব ভক্তিযোগ বিধান করিতে তোমাকে আমরা স্ত্রীলোক কিরূপে দেখিব? অথবা পরমহংসগণেরও ভক্তিযোগবিধান-নিমিত্ত অর্থাৎ আত্মারাম মুনি-দিগকেও নিজ অচিন্ত্যগুণপ্রভাবে ('ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'—ভাঃ ১।৭।১০) আকর্ষণ করিয়া ভক্তিযোগ করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমাকে ইত্যাদি।' ক্রমসন্দর্ভ-টীকা—"অমলাত্মা মুনিগণের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস আত্মারাম, তাঁহার স্বপ্রেম সম্পাদন যাহার প্রয়োজন এমন তোমাকে ইত্যাদি।" চক্রবর্তিটীকা—"স্ত্রীজাতি যে আমি, আমার কথা কি? এমন কি সর্বজ্ঞ মুনি পরমহংসগণও যাঁহার লীলামাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া ভজন করেন, তাহার ভজনতত্ত্ব পর্যন্ত যাহারা জানে না, তাহারা লীলালাস্য কি জানিবে? এই কথাই শ্লোকে বলিতেছেন। অমলাত্মা অর্থাৎ গুণময়মালিন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত জীবন্মুক্তগণেরও ভক্তিযোগবিধান যাহার অর্থ বা প্রয়োজন সেই তোমাকে ইত্যাদি।···।"

কার-ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈকজীবনজীবাখ্য-তটস্থশক্তিরনন্তপ্রপঞ্চব্যঞ্জিতস্বাভাসশক্তিগুণো ভগবানিতি বিদ্বদুপলব্ধার্থশব্দৈর্ব্যঞ্জিতম্।

তত্র তৎস্বভাবং বস্ত্বন্তরমপশ্যতামবিদুষামসম্ভাবনা যুক্তেতি বিবিদিষুন্ শ্রদ্ধাপয়িতুম্ প্রক্রিয়তে। তত্রৈকেন শ্লোকেন তস্যাবিদুষাং জ্ঞানাগোচরত্বং কিন্তু বেদৈকবেদ্যত্বমেবেত্যাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।২৪)—

"ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং, যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ, কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা॥"

অনুবাদ

ব্রহ্মতত্ত্ব যাঁহার নিজ সামান্য (নির্বিশেষ) প্রকাশময় আকার, জীবাখ্য তটস্থশক্তির যিনি নিজে একমাত্র আশ্রয় ও জীবন, আর যাঁহার স্বীয় আভাসশক্তির গুণ অনন্ত প্রপঞ্চ (মায়িক জগৎ) প্রকাশিত করিতেছে,—তিনি ভগবান্ ; ইহা তদভিজ্ঞগণের উপলব্ধিগত অর্থপ্রকাশক শব্দসমূহদ্বারা পরিস্ফুটীকৃত হইল।

সে স্থলে যাঁহারা (স্থুল দৃষ্টিদ্বারা প্রত্যক্ষ) সাধারণ বস্তু হইতে পৃথক্ অন্যবস্তু দর্শনে অক্ষম, সেই অজ্ঞগণের পক্ষে ভগবানের স্বভাব বা স্বরূপতত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানের অসম্ভাবনাযুক্ত। এইজন্য উহা যাঁহারা বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য প্রকরণ করা হইতেছে। সে

টিপ্পনী

জ্ঞানমার্গীয়গণের বিচার যে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সবিশেষ দর্শনাদি উপাধিযোগেই হয়, নির্বিশেষ নিরুপাধি উপলব্ধিতে মূর্তির কথা নাই। তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সন্ধিনী-অংশভূতা সত্তা যে প্রাকৃতসত্ত্ব নয়, অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধির বহির্ভূত। তাঁহারা সত্ত্ব বলিতেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বলেন ; সত্ত্ব যখন রজঃ ও তমঃ নয়, তখন সত্ত্ব ঐ দুইটী গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশুদ্ধ। তাঁহারা স্বীকার করিতে চা'ন না, যে প্রাকৃত সত্ত্বকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলা যায় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৫।১২)—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে। চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥" অর্থাৎ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—ইহারা জীবেরই চিত্তজাত গুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণদ্বারা ভৌতিকদেহাদিতে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।' শ্লোকটী এই অনুচ্ছেদেই কিছু পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গটী স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য পুনরুদ্ধৃত হইল। রজস্তমোগুণে যেরূপ, সেইরূপ সত্ত্বগুণ-দ্বারাও জীব বদ্ধ হয়। সুতরাং সত্ত্ব বলিলেই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইবে না। তাই বলা হইয়াছে—বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বরূপেই স্বপ্রকাশতা। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বই সংবিদংশ প্রধান হইলে উহা আত্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান। ইহাই মুণ্ডকোপনিষৎকথিত (১।২।১৩) ব্রহ্ম-বিদ্যা, "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্"—অর্থাৎ 'যে বিদ্যা-সহায়ে সত্যতত্ত্ব অক্ষরপুরুষ ব্রহ্মকে জানা যায়।' আর ঐ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, যিনি আত্মবিদ্যা (স্বাত্মতত্ত্বজ্ঞান, শুদ্ধজীবাত্মার পরিচয়-সম্বন্ধে সম্যক্প্রতীতি) লাভ করিয়াছেন, উপনিষৎ (শ্বেঃ ১।১৬) তাহাই বলিয়াছেন—"আত্মবিদ্যা-তপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্", অর্থাৎ—'উপনিষৎপর (উপ-নিষদে আলোচিত সর্বোচ্চতত্ত্ব) সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মবিদ্যার মূল তপস্যা-সমন্বিত আত্মবিদ্যা। আবার বিশুদ্ধসত্ত্ব হ্লাদিনীর সারাংশ-প্রধান হইলে তাহা লক্ষ্মীস্তবে কথিত গুহ্যবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি। গীতায় শ্রীভগবান্ এই গুহ্যবিদ্যাকে

বত অহো হে ভগবন্, ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্বসিদ্ধং ত্বাম্ অবরজন্মলয়ঃ অর্বাচীনোৎপত্তি-নাশবান্ কো নু পুমান্ বেদ জানাতি। ঈশ্বরস্য পূর্বসিদ্ধাবস্থস্য চ অর্বাচীনত্বে কারণং বদন্ত্যো জ্ঞানকারণাভাবমাহুঃ। যত উদগাদিতি। যতস্ত্বত্ত এব ঋষির্ব্রহ্মা উৎপন্নঃ। যং ব্রহ্মাণমনু উভয়ে আধ্যাত্মিকা আধিদৈবিকা উৎপন্নাঃ। আধ্যাত্মিকা অত্র ব্যষ্টিগতা এব জ্ঞেয়াঃ। অতোঽর্বাচীনাঃ সর্বে। যদা তু ভবান্ শাস্ত্রং স্ববিজ্ঞাপকং বেদমবকৃষ্য বৈকুণ্ঠ এবাকৃষ্য শয়ীত জগৎকার্যং

অনুবাদ

বিষয়ে একটী শ্লোকে (শ্রুতিস্তোত্রে ভাঃ ১০।৮৭।২৪) ভগবত্তত্ত্ব অবিদ্বানদিগের জ্ঞানের অগোচর, কিন্তু একমাত্র বেদ হইতে বেদ্য, ইহা বলা হইয়াছে, যথা—"অহো ভগবন্! এই জগতে যাঁহার জন্ম ও বিনাশ অবর অর্থাৎ পরে হইয়াছে, এমন কোন্ পুরুষ অগ্রসর অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ আপনাকে জানিতে পারেন? যে আপনা হইতে ঋষি অর্থাৎ বেদ উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহার পশ্চাতে উভয়প্রকার (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দিক্-বায়ু-সূর্য প্রভৃতি ও লোকাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা প্রভৃতি) দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যে সময়ে আপনি অবকর্ষণ (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ উপসংহার) করিয়া শয়ন করেন, তৎকালে সৎ (অর্থাৎ স্থূল আকাশাদি), অসৎ (সূক্ষ্ম মহদাদি), আর উভয় (অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়ের দ্বারা আরব্ধ শরীর), আর কালজব

টিপ্পনী

গুহ্যতম জ্ঞান বলিয়া ভক্তির নির্দেশ দিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে গুহ্যতম জ্ঞান বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্তিম শ্লোকে বলিলেন "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ", আবার পঞ্চদশ-অধ্যায়-শেষে (১৯-২০) বলিলেন—"স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ"; অবশেষে গ্রন্থ-সমাপ্তিমুখে (১৮।৬৪-৬৬) বলিলেন—"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ…মন্মনা ভব মদ্ভক্তো…সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ…।" ঐকান্তিকী কেবলা ভক্তিই গুহ্যবিদ্যা। যখন অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির সর্বাংশবৃত্তিযোগে আধার, জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশে স্বপ্রকাশতা প্রাপ্ত হ'ন, তখনই তিনি উপাসকের চিন্নয়নে মূর্তি বা শ্রীবিগ্রহরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন। ইন্দ্রকর্তৃক লক্ষ্মীদেবীর স্তোত্রের প্রসঙ্গটী সংক্ষেপে এইরূপ। সমুদ্রমন্থনে কমলাসনা পদ্মহস্তা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হইয়া হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয়-পূর্বক দেবগণের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করেন। তাহাতে দেবগণ পরম নির্বৃতি লাভ করেন ও অসুরগণ তাঁহাদ্বারা ত্যক্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হ'ন। পরে দেবগণ শ্রীহরির অনুগ্রহে অমৃতপানে বলীয়ান্ হইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে ছিন্নভিন্ন করতঃ স্বর্গ-লোকে যখন পুনরধিষ্ঠিত হ'ন, দেবরাজ ইন্দ্র স্ব-সিংহাসন-গত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিময়ী লক্ষ্মীদেবীর স্তব করেন।

উদ্ধৃত শ্রীভগবদুক্ত "কৈবল্যং" (ভাঃ ১১।২৫।২৪) শ্লোকটীর স্বামিপাদ-টীকা—"…কৈবল্য—দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়। বৈকল্পিক—দেহাদিবিষয়। …প্রাকৃত—বালমূকাদির (শিশুহাবাবোকাদিগের) তুল্য জ্ঞান। মন্নিষ্ঠ—পরমেশ্বরবিষয়ক।" চক্রবর্তিটীকা—"…কৈবল্য—দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বলিয়া কেবল জীবাত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সাত্ত্বিক। বৈকল্পিক—দ্বৈত, ইহা সত্য বা অসত্য, জীবসমূহ নিত্য বা জন্য (অর্থাৎ জন্মপ্রাপ্ত)—এইরূপ বিকল্প হইতে জাত যে জ্ঞান, তাহা রাজস। শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভটীকা হইতে কিয়দংশ---"কেবল অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মের শুদ্ধজীব হইতে অভেদ জ্ঞান কৈবল্য। ত্বং-পদার্থমাত্র(কেবল জীব) বিষয়ক জ্ঞান অনুপপন্ন বা অযুক্ত; যেহেতু উহা

প্রতি দৃষ্টিং নিমীলয়তি তর্হি তদা—অনুশয়িনাং জীবানাং জ্ঞানসাধনং নাস্তি। যতস্তদা ন সৎ স্থূলমাকাশাদি ন চাসৎ সূক্ষ্মং মহদাদি ন চোভয়ং সদসদ্ভ্যামারব্ধং শরীরং ন চ কালজবস্তুন্নিমিত্তভূতং কালবৈষম্যম্। এবং সতি তত্র তদা কিমপি ইন্দ্রিয়প্রাণাদ্যপি ন। অয়মর্থঃ। যদা সৃষ্টিসময়ে বেদ-প্রচারিতং তাদৃশং ভগবজ্জ্ঞানং তদার্বাক্সৃষ্টিগতত্বাৎ দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তরত্বাৎ কালকর্মবশেন মলিন-সত্ত্বত্বাৎ তেষাং তদবধারণে সামর্থ্যং নাস্তি। যদা তু প্রলয়-সময়ে বহুন্তরমস্তি তদাপি তেষাং বেদান্তর্ধানমহাতমোময়সুষুপ্তিভ্যাং সাধনাভাবান্ন তবানুভবসামর্থ্যমিতি। তথা চ শ্রুতয়ঃ—

অনুবাদ

(কার্যের নিমিত্তভূত কাল বৈষম্য), আর কিছুই (ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি) থাকে না, (জ্ঞাপক) শাস্ত্রও না।" (গ্রন্থে ব্যাখ্যা)—"বত"—অহো, হে ভগবন্, এখানে এই জগতে অগ্রসর পূর্বসিদ্ধ আপনাকে "অবরজন্মলয়" অর্থাৎ অর্বাচীন (পরবর্তী) উৎপত্তি ও নাশবান্ কোন্ পুরুষ জানেন? ঈশ্বর পূর্বসিদ্ধ হইলে অন্যের অর্বাচীনত্বই কারণ বলিতে গিয়া শ্রুতিগণ জ্ঞানের কারণের অভাব বলিতেছেন। "যতঃ" —যে আপনা হইতেই ঋষি অর্থাৎ ব্রহ্মা উৎপন্ন; যাঁহার অর্থাৎ যে ব্রহ্মার অনু (অর্থাৎ পশ্চাৎ) উভয় আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকসমূহ উৎপন্ন। আধ্যাত্মিক এখানে ব্যষ্টিগত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব সকলই অর্বাচীন। কিন্তু আপনি যখন শাস্ত্র অর্থাৎ স্ববিজ্ঞাপক বেদকে অবকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ

টিপ্পনী

তৎ-পদার্থ-(ব্রহ্ম) সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত। সত্ত্বযুক্ত চিত্তেই শুদ্ধ স্বচ্ছ জীবচৈতন্য প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহার পর তাহাতে চিদেকাকারত্ব অভেদজন্য (চিদংশে ব্রহ্ম ও শুদ্ধজীব অভিন্ন বলিয়া) শুদ্ধ-পূর্ণ-ব্রহ্ম-চৈতন্যও অনুভূত হন। অতএব তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রচুর কারণত্ব বলিয়া সাত্ত্বিকতা। গীতোপনিষদেও (১৪।১৭) বলিয়াছেন—'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্।' কিন্তু 'দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাং চামলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে।' (ভাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ—'দেবগণ ও শুদ্ধসত্ত্ব অমলাত্মা ঋষিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি সঞ্জাত হয় না' এবং "মুক্তা-নামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।' (ভাঃ ৬।১৪।৫) অর্থাৎ 'কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুদুর্লভ', ইত্যাদি বাক্যানুসারে সত্ত্বাদিগুণের সদ্ভাবেও (থাকিলেও) ভগবজ্জ্ঞানের অভাব, অথবা তাহার অভাব হইলেও বৃত্রাসুরে তাহার সদ্ভাব (বর্তমানতা) ঐ কারণে নয়, কিন্তু পরীক্ষিৎরাজার ইহা কিরূপে হইল—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বৃত্রাসুরের চিত্রকেতুরূপে পূর্বজন্মে শ্রীনারদ ও অঙ্গিরা ঋষির (ভাঃ ৬।১৫ ও ১৬ অধ্যায়ে) যে প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন ও শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি (ভাঃ ৭।৫।৩২)—'নৈষাং মতিস্তাব-দুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥' অর্থাৎ—'যাবৎ নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ভক্তগণের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থোপশম উরুক্রম কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না'—এতদনুসারে ভগবৎকৃপাপাত্র ভক্ত-মহাত্মার সঙ্গই কারণ। আর (ভাঃ ৪।৩০।৩৪ ও ১।১৮।১৩) 'তুলয়াম লবেনাপি, ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য, মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥' অর্থাৎ 'ভগবৎসঙ্গী ভক্ত-বরগণের নিমেষকালমাত্র সঙ্গদ্বারা মর্ত্য জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি জন্মনিবারক

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব" "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈঃ ২।৪)। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ।" কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ, কো বেদ যত আবভূব।"

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠেই আকর্ষণ করিয়া শয়ন করেন অর্থাৎ জগৎকার্যের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন করেন, সেই সময়ে অনুশয় জীবগণের জ্ঞান সাধন নাই। যেহেতু তখন সৎ স্থূল আকাশাদি নাই, ও অসৎ সূক্ষ্ম মহদাদি নাই, আর উভয় সৎ-অসৎ হইতে আরব্ধ শরীরও নাই, কালজব তন্নিমিত্তভূত কালবৈষম্য পর্যন্ত নাই। এরূপ হওয়ায় সে ক্ষেত্রে তখন কিছুই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রাণাদিও নাই। এই অর্থ—যদা অর্থাৎ সৃষ্টি-সময়ে বেদ-প্রচারিত সেইরূপ ভগবজ্-জ্ঞান বেদের পরবর্তী সৃষ্টিগত হওয়ায় দেহাদি উপাধি ব্যাপারের মধ্যভূত হইয়া কালকর্মবশে মলিনসত্ত্ব হইলে জীবগণের উহার (ভগবজ্জ্ঞানের) অবধারণে সামর্থ্য নাই। আবার যখন প্রলয়-সময়ে বহু প্রভেদ বর্তমান; তখনও তাহাদের বেদের অন্তর্ধান ও মহাতমোময় সুষুপ্তি-হেতু সাধনের অভাবজন্য আপনার অনুভবে সামর্থ্য নাই। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন—"তোমরা তাঁহাকে জান না, যিনি এই সব উৎপাদন করিয়াছেন; তোমাদের অন্তরে অন্য কিছু ছিল;

টিপ্পনী

মোক্ষের পর্যন্ত কিছুমাত্র তুলনা হয় না, অন্য পার্থিব মঙ্গলের কথা ত' অতি তুচ্ছ'—এই উক্তি অনুসারে নির্গুণ অবস্থা (যাহাতে মোক্ষ) তাহা হইতেও অধিক পরম নির্গুণ।...অতএব ভগবজ্জ্ঞান স্বতঃই নির্গুণ।" শ্রীজীবপাদের এই ব্যাখ্যাটী বিশেষ প্রণিধান-সহকারে আলোচ্য। ভক্তিসন্দর্ভে তিনি এই বিষয়ের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশিবোক্তিতে (ভাঃ ৪।৩।২৩) দেখা যায় "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' ও 'সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ"—বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব, আর ভগবান্ বাসুদেব সে সত্ত্বে প্রকাশ প্রাপ্ত হ'ন। আর দেখা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবতনয়রূপে ব্রজে প্রকটিত। শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীশিবোক্ত 'বসুদেব', আর শ্রীদেবকী-দেবীর স্বামী 'বসুদেব', যাঁহার একটী নাম 'আনক-দুন্দুভি'—এই উভয়ই একই তত্ত্ব। ইহার প্রমাণজন্য তিনি ভগবচ্ছক্তির অংশভূতা ধর্মরাজ পত্নী মূর্তিতে যেমন ভগবদবতার শ্রীনর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের আবির্ভাব, সেইরূপ আনক-দুন্দুভি বসুদেবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উভয় আবির্ভাবেরই প্রসিদ্ধত্ব দেখাইতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত অবতার-তালিকা হইতে (ভাঃ ১।৩।৯) চতুর্থ ভগবদবতাররূপে ধর্মরাজপত্নী মূর্তিদেবীতে শ্রীনর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের আবির্ভাব দেখাইয়াছেন। শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ধর্মের কলা অংশ অর্থাৎ ভার্যা; শ্রুতি বলিয়াছেন 'অর্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নী'।..." (চলতি কথাতেও সহধর্মিনী পত্নীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' বলে)। চক্রবর্তিপাদ "কলামার্গে"—ইহার টীকায় বলিয়াছেন "তাঁহাতে (ধর্মের পত্নীতে) সর্গে অর্থাৎ আবির্ভাবে ঋষি হইয়া...।" অর্ধোদ্ধৃত "মূর্তিঃ" (ভাঃ ৪।১।৫১) শ্লোকের স্বামিপাদটীকা—"সকল গুণের উৎপত্তি যাঁহাতে তিনিই "(সর্বগুণোৎপত্তি) মূর্তি।" শ্রীজীবপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ এ অর্থটী গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল চক্রবর্তী শ্রীজীবপাদের অর্থ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"সর্বগুণ অর্থাৎ নিখিল কল্যাণ-গুণার্ণব ভগবানের যাঁহা হইতে উৎপত্তি, তিনিই এই (মূর্তিদেবী) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবৎপ্রকাশিকা শক্তি।" এইরূপ বিশেষণ দিয়া তাঁহাকে যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে,

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনন্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।" (ঈশ ৪)। "ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তী"ত্যাদ্যাঃ। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ

"যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) স্ব-স্ব বিষয় করিতে না পারিয়া বাক্য ও মন যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়" (তৈঃ ২।৪); "এ বিষয়ে কে সাক্ষাৎ জানেন, এই বিসৃষ্টি কোথা হইতে কি কারণে আসিল? (সৃষ্টির) পরবর্তী দেবগণ এই বিশ্বের বিসর্জন বা বিসৃষ্টিতে কারণ নহে, যাঁহা হইতে হইয়াছে, তাঁহাকে কে জানেন?" "ব্রহ্মবস্তু এক অদ্বিতীয়, গতিরহিত নিশ্চল অর্থাৎ স্থির, নিত্য, চঞ্চল বা জগতের ন্যায় পরিবর্তনশীল বা স্ব-স্বরূপ হইতে চ্যুত নহেন; অথচ মন হইতে অধিক বেগবান্, অর্থাৎ মন দ্রুতগতি হইলেও তাঁহার নিকট গমন করিতে পারে না; অতএব পূর্বে বা অগ্রে গমনকারী অর্থাৎ সর্বদা দূরে বর্তমান তাঁহাকে দেব বা ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্ত হইতে ত' সমর্থ হয়ই না; অতএব তিনি স্থির থাকিয়াও ধাবমান অন্য সকলকেই (জানিবার জন্য ব্যস্ত ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতিকে) অতিক্রম করেন অর্থাৎ সর্বদা অনধিগম্য থাকেন; তিনি আছেন বলিয়াই অর্থাৎ তাঁহারই নির্দেশ-অনুসারে মাতরিশ্বা বায়ু জলকে ধারণ (অর্থাৎ জীবের পোষণজন্য বিধান) করেন;" "ইঁহাকে (ভগবান্‌কে) একমাত্র বেদই জানান (তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন); চক্ষুও না, কর্ণও না, তর্কও না, স্মৃতিও না।" ইত্যাদি শ্রুতি-বচন। মূলশ্লোকটী শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার স্তুতিতে বলিয়াছেন। ১০৫।

টিপ্পনী

এরূপ শ্রদ্ধাদি আর কোনও ধর্মপত্নী-সম্বন্ধে সেরূপ বিশেষ বর্ণনা নাই। ইহা হইতে তাঁহাতে ভগবানের বিশেষশক্তিত্ব স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বসুদেব-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়। উদ্ধৃত (ভাঃ ৯।২৪।৩০) শ্লোকার্ধ-সহিত পূর্বশ্লোকের (২৯) দ্বিতীয়ার্ধের অন্বয় বলিয়া তাহা এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—"দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি" —অর্থাৎ 'যাঁহার জন্মে দেবগণের দুন্দুভি (বৃহৎ ঢক্কা, যেমন নাগরা) ও আনক (ভেরী) বাজিয়াছিল বলিয়া হরিস্থান (যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) শ্রীবসুদেবের নাম হইয়াছিল আনকদুন্দুভি।' শ্রীব্রহ্মা সমাধিযোগে শ্রীভগবানের আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সন্নিহিত দেবগণকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।১।২১) যে, বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন (২৩)। ইহা জানিয়াই দেবগণের বসুদেব-জন্মকালে আনন্দের উচ্ছ্বাসে স্বর্গে মহোৎসব হইয়াছিল। তাহার ধ্বনি শুনিয়াই তখন সকলে শ্রীবসুদেবের এক নাম রাখেন 'আনক-দুন্দুভি'। স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন— "হরির প্রাদুর্ভাবের স্থান।" চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"হরি যেখানে প্রাদুর্ভূত হ'ন।" ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ শ্রীশিবোক্তি "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব-নামক। অতএব সকলে তাঁহার অবতারকেই এই আনকদুন্দুভি বলেন।" 'সর্বগুণোৎপত্তি' (ভাঃ ৪।১।৫১) মূর্তিদেবী যেমন বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান, 'হরির স্থান' (ভাঃ ৯।২৪।৩০) বসুদেবও সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান।

অনুচ্ছেদের প্রথমেই মূলশ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ 'শ্রী' বলিতে দুইটী ভেদে শক্তিবৃত্তিরূপা ও মায়াবৃত্তিরূপা বলিয়া প্রথমটীকে ভাগবতী সম্পৎ ও দ্বিতীয়টীকে জাগতী সম্পৎ বলিয়াছেন। উপসংহারকালে ভাগবতীসম্পৎকেও তিনটি রূপ দিয়াছেন—সম্পৎরূপ, সম্পৎ-সম্পাদকরূপ ও সম্পদংশরূপ। আরও দুইটীরূপে ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বকে জানিবার

অথ তৎপূর্বকং বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদনুভবনীয়ত্বমাহ ত্রিভিঃ (ভাঃ ৯।৮।২১)—

"ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো, ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃ শরীর-, ধীবিসর্গ-সৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ (২১)

অজনঃ—অজো ব্রহ্মাপি ত্বামদ্যাপি ন পশ্যতি ন চ বুধ্যতে। কথম্ভূতম্? আত্মনঃ পরং প্রত্যগ্রূপম্। কৈর্হেতুভিরপি ন বুধ্যতে ন পশ্যতি? সমাধিযুক্তিভিঃ ব্রহ্মসমাধিনাপ্যপরোক্ষং ন পশ্যতি। যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি ন সম্যগ্ বুধ্যত ইত্যর্থঃ। অপরেঽর্বাচীনাস্তু কুতস্ত্বাং

অনুবাদ

এক্ষণে জ্ঞানলাভের পূর্বে প্রকৃত বিদ্বান্‌গণ ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাৎ ভগবদনুভূতি প্রাপ্ত হ'ন। (পূর্ব অনুচ্ছেদে কেবল জ্ঞানিগণকে অবিদ্বান্ বলিয়া ভগবান্ তাঁহাদের অগোচর বলা হইয়াছে)। তিনটী শ্লোকে (ভাঃ ৯।৮।২১-২৩) অংশুমান্ শ্রীকপিলদেবের প্রতি-উক্তিতে ইহা বলা হইয়াছে, যথা—"(২১) আত্মা অর্থাৎ জীব হইতে পরতত্ত্ব আপনাকে অজন অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্মাও সমাধি ও যুক্তি-সমূহদ্বারা আজ (এখন) পর্যন্তও দর্শন করিতে ও বুঝিতে পারেন না; অতএব ব্রহ্মার মন-শরীর-বুদ্ধি-দ্বারা যে বিসর্গ (সৃষ্টি), তাহাতে সৃষ্ট অপর (অর্বাচীন) অপ্রকাশ (অজ্ঞ) আমরা কিরূপে জানিব? (গ্রন্থটীকা)—অজন অর্থাৎ অজ ব্রহ্মাও আপনাকে আজ পর্যন্তও দেখিতেও পান না বা বুঝিতেও পারেন না। কি প্রকার (কপিলদেব)? আত্মা হইতে পর প্রত্যগ্রূপ (পশ্চাদ্বর্তী বা আভ্যন্তরীন তত্ত্ব)।

টিপ্পনী

জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছেন, 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—এই বৈদান্তিক ন্যায়ানুসারে অমূর্তভগবদ্বিগ্রহ হইতে অভিন্ন তদধিষ্ঠাত্রীরূপে ও মূর্তবিগ্রহের আবরিকারূপা স্বরূপশক্তির বিশেষবৃত্তি অঘটনপটীয়সী লীলাবৈচিত্রী-প্রকাশিকা যোগ-মায়ারূপে। সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা জড়জগতের বৈচিত্রীপ্রকাশিকা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত ইঁহাকে এক করিয়া না ফেলি। ১০৩।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সম্পর্কীয়া উক্তিটী (ভাঃ ১২।১১।২০) বৈকুণ্ঠসম্বন্ধে উক্তির পরেই ইহার ক্রমসন্দর্ভ টীকা—"সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ পরমস্বরূপভূত হরির যিনি ভগবতী শ্রী, তিনিই জগতের শ্রী, এই অর্থ।" চক্রবর্তিটীকা—"অনপায়িনী অর্থাৎ একরূপা সাক্ষাৎ স্বরূপভূতা শক্তি।...।" শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বরূপভূতা শক্তি বলিতে মায়াশক্তি হইতে তাঁহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যে ব্রহ্মোক্তি (ভাঃ ২।৫।১৩) "বিলজ্জমানয়া"—ইত্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বিশেষ আলোচনা তত্ত্বসন্দর্ভের ৩২শ অনুচ্ছেদেও অস্মদীয় টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর (বিঃ পুঃ ১।৮।১৫) যে অবতারত্বের কথা যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। মহর্ষি পরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে রুদ্রসর্গের কথা বর্ণন করিবার সময় (বিঃ পুঃ ১।৮।১৩) বলেন "মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতি প্রসব করেন ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও কন্যা শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী হ'ন।" ইহাতে পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় প্রশ্ন করেন—"শ্রী (লক্ষ্মীদেবী)ত' সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র হইতে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধা। তবে আপনি কেন বলিতেছেন যে, তিনি ভৃগু হইতে খ্যাতিদেবীতে সমুৎপন্না?" তৎপরবর্তী এখানে উদ্ধৃত-শ্লোকটী তাঁহার উত্তর। তাঁহার অবতারত্বসূচক এই শ্লোকের পরে যে শ্লোক (বিঃ পুঃ ১।৯।১৪০) উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপূর্বশ্লোকে শ্রীপরাশর মৈত্রেয় ঋষিকে সমুদ্রমন্থন বর্ণনার পরে বলেন—"পূর্বে ভৃগু হইতে

পশ্যেয়ুর্ধ্যেরন্ বা ? অর্বাচীনত্বে হেতুঃ ? তস্য ব্রহ্মণঃ মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ তাভিঃ সত্ত্বতমোরজঃ কার্যভূতাভির্বিবিধা যে দেবতির্যঙ্-নরাণাং সর্গাস্তেষু সৃষ্টাঃ। তত্রাপি বয়মপ্রকাশাঃ অজ্ঞাঃ কুতঃ পশ্যাম ইত্যর্থঃ।

অপরে তর্হি কিং ন পশ্যন্তি, তত্রাহ—

"যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা-, গুণান্ বিপশ্যন্ত্যত বা তমশ্চ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং, বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ॥" (ভাঃ ৯।৮।২২)

অনুবাদ

কি কি হেতু বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় না ? ব্রহ্ম-সমাধিদ্বারাও অপরোক্ষকে দেখেন না, আর যুক্তি-সমাধিযোগে পরোক্ষকেও সম্যক্ বুঝা যায় না—এই অর্থ। কিন্তু অপরে অর্থাৎ অর্বাচীনগণ কি করিয়া আপনাকে দেখিবে বা বুঝিবে ? অর্বাচীনত্বের কারণ কি ? তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মার মন, শরীর ও বুদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব-তমঃ-রজঃ গুণসমূহের কার্যভূত বিবিধ যে দেব-তির্যক্-মনুষ্যগণের সর্গ বা সৃষ্টি, তাহাতে সৃষ্ট। তাহাতেও আবার আমরা অপ্রকাশ বা অজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে দেখিব—এই অর্থ।

অপরে তাহা হইলে কি দেখিতেছে না ? তাহার উত্তর বলিতেছেন—(২২ সংখ্যক শ্লোক)—"যে দেহভাক্ অর্থাৎ শরীরিগণ ত্রিগুণ প্রধান অর্থাৎ তাহাদের ত্রিগুণা বুদ্ধিই প্রধান অবলম্বন বলিয়া ঐ মায়িকগুণসমূহই দর্শন করে, অথবা কেবল তমোগুণই দর্শন করে, তাহারা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান মাত্র, আপনি স্বসংস্থ অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে নিজেদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে

টিপ্পনী

খ্যাতিতে সমুৎপন্না শ্রী পুনরায় দেবদানবের যত্নে অমৃতমন্থনে সমুদ্র হইতে প্রসূতা হ'ন।" ইহার পরেও বলেন—"রাঘবত্বে ইনি সীতা হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ জন্মে রুক্মিণী। অন্য অবতারসমূহেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী (১৪২)। ইনি স্বীয় তনুকে বিষ্ণুর দেহানুরূপা করেন (১৪৩)।"

স্কন্দপুরাণোদ্ধৃত শ্লোকটীতে যে তিন প্রকার অক্ষরতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গীতোক্ত অপরা জড়া প্রকৃতিকে অপর (নিকৃষ্ট) অক্ষর-তত্ত্ব বলিয়াছেন। 'অক্ষর'-শব্দের অর্থ যাহা ক্ষর বা নাশশীল বা অনস্তিত্বশীল নহে, অর্থাৎ যাহা স্থিতিশীল। জড়া প্রকৃতিগত ভৌমজগৎ পরিবর্তনশীল হইলেও মায়াবাদিগণের মতানুযায়ী মায়িক বিভ্রমাত্মক মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে। এই নিমিত্ত উহাকেও অক্ষর বলিয়াছেন, তবে অপর বা অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি চিৎ-শক্তিমূলা লক্ষ্মীদেবীকে পর বা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-তত্ত্ব বলিয়াছেন। আর ব্রহ্মও অবশ্য পর-অক্ষরতত্ত্ব, আর ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গজ্যোতি, ব্রহ্মের যিনি প্রতিষ্ঠা (গীতা ১৪।২৭), সেই শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হরি পর হইতে পর অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ অক্ষর-তত্ত্ব—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত (১।৯।৪৪-৪৫) শ্লোক দুইটী শ্রীব্রহ্মার ভগবৎ-স্তুতি। দেবগণ দুর্বাসামুনির শাপে শ্রীহীন হইলে তাঁহারা শ্রীব্রহ্মার নিকট নিজেদের দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে গমন করিলে তিনি ভগবানের স্তব করেন। ইহারই পর সমুদ্রমন্থন হয়।

শ্রীব্রহ্মার স্তবের (ভাঃ ৩।৯।২৩) প্রসঙ্গ এই। তিনি সৃষ্টির পূর্বে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্মে উদ্ভূত হইবার পরে সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হইয়া ভগবানে চিত্তনিবেশপূর্বক সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য লাভজন্য তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা

যে দেহভাজস্তে স্বস্মিন্ সম্যক্ স্থিতমপি ত্বাং ন বিদুঃ। কিন্তু গুণানেব বিপশ্যন্তি। কদাচিচ্চ কেবলং তম এব বিপশ্যন্তি যতস্ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং বুদ্ধিপরতন্ত্রতয়া জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্বিষয়ান্ পশ্যন্তি, সুষুপ্তৌ তু তম এব নতু বস্তুতো নির্গুণানাং সর্বেষামাত্মনামাত্মভূতং ত্বাম্। সর্বত্র হেতুঃ? যৎ যতো মায়য়া, যস্য তব মায়য়া বা মোহিতং চেতো যেষাং তে। তথাপি ত্বং বিচারেণ জ্ঞাস্যসীতি চেন্নৈবম্। যতো নাস্মদ্বিধানাং জ্ঞানগোচরস্ত্বং কিন্তু ভক্তানামেব ইত্যাহ—

"তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-, প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং, কথং হি বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি॥" (ভাঃ ৯।৮।২৩)

অনুবাদ

অবস্থিত হইলেও তাহারা আপনাকে জানে না।" (গ্রন্থে ব্যাখ্যা)—যাহারা দেহভাক্ বা দেহধারিগণ আপনি আপনাতে সম্যক্স্থিত থাকিলেও আপনাকে জানে না, কিন্তু গুণগুলিকেই বিশেষ দেখে, কখনও বা কেবল তমোগুণই দেখে। যেহেতু ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদের প্রধান, সেই বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া জাগ্রৎ-স্বপ্ন—এই দুই অবস্থায় বিষয়সমূহই দর্শন করে, আর সুষুপ্তি অবস্থায় কিন্তু তমঃই দেখে, কিন্তু বস্তুতঃ নির্গুণ সকল আত্মার আত্মভূত আপনাকে দেখে না। এ সমস্তের হেতু? যেহেতু মায়াদ্বারা, অথবা যে আপনার মায়াদ্বারা মোহিতচিত্ত তাহারা, (সেই আপনাকে জানে না)। যদি বলা যায় যে, তাহা হইলেও আপনি বিচারযোগে জানিবেন, না তাহা নয়, যেহেতু আমাদের ন্যায় জীবসমূহের আপনি গোচর নন, কিন্তু ভক্তগণেরই গোচর।

ইহা বলিয়াছেন—(২৩ সংখ্যক শ্লোকে)—"যাঁহাদের মায়াগুণজনিত ভেদমোহ প্রধ্বস্ত বা দূরীকৃত হইয়াছে, সেই সনন্দনপ্রমুখ মুনিবৃন্দের চিন্তনীয় জ্ঞানঘন অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞানমূর্তি আপনাকে বিমূঢ় আমি কিরূপে সম্যক্ চিন্তা করিব?" (গ্রন্থটীকা)—সেই নানা আশ্চর্যবৃত্তিময় পরাশক্তির নিধান

টিপ্পনী

করিতেছেন। শ্লোকটীর স্বামিপাদটীকা—"...'সবিক্রমমিদং'—ইত্যাদি—স্ব অর্থাৎ বিষ্ণুরই বিক্রম প্রভাব যাহাতে সেই এই বিশ্ব তাঁহার আজ্ঞায় সৃজনকারী আমার চেতঃ বা চিত্তকে তিনিই যুক্ত বা প্রবর্তিত করুন। কর্ম অর্থাৎ তাহাতে আসক্তিকৃত শমল অর্থাৎ বৈষম্যাদিপাপ যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি।" ক্রমসন্দর্ভটীকা—"'রময়া'—ইত্যাদি—রমা-নাম্নী স্বরূপশক্তিহেতু, মায়াশক্তিহেতু নহে, যে সকল অবতারে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহ হয়, যাঁহার সেইরূপ অবতার, আপনি সেই ভগবান্। 'স্ববিক্রমম্' ইত্যাদি—বিশ্ব আপনার বিক্রমময়ই হউক। তাহা হইলে আপনার শক্তি বলেই আমি উহা করিতে সমর্থ হইব। অতএব সেই প্রকার উহার প্রার্থনাও আমার পক্ষে যুক্ত—এই অর্থ।" শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভটীকার অনুগমনেই শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"রজোগুণময়ী সৃষ্টি হইবে, এই ভয় করিয়া ব্রহ্মা নিজের ভক্তির উদয় প্রার্থনা করিতেছেন। এই আপনি প্রপন্ন আশ্রিত আমাকে এই বর প্রদান করুন—এই অর্থ। রমা স্বরূপভূতা, মায়া নহে—এই অর্থ। আপনার অবতারসমূহ ইঁহা হইতে গৃহীত গুণ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হইতে উত্থিত ভক্তবাৎসল্যাদিগুণ ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ধারাদিকার্যে (যেমন বরাহাদি অবতারে) আমার চিত্ত যুক্ত বা প্রবর্তিত হউক। আমি কি প্রকার? সবিক্রম অর্থাৎ স্বীয় প্রভুর বিক্রম প্রভাব যাহাতে, সেই এই বিশ্ব-সৃজনকারী। সেইরূপ আমারও চিত্ত যেন সৃষ্টিকার্যে আসক্ত না হয়, কিন্তু তাঁহারই লীলাকথাদিতেই যেন আসক্ত হয়—

তং নানাশ্চর্যব্রুত্তিক-পরশক্তি-নিধানং ত্বাং কথং পরিভাবয়ামি। কিং স্বরূপম্? জ্ঞান-ঘনং 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসমূর্তিম্' (ভাঃ ১০।১৩।৫৪), অতএব—'অনির্দেশ্যবপুঃ'—ইতি সহস্রনামস্তোত্রে (৮৩ সংখ্যক)। অয়ং ভাবঃ। জ্ঞানঘনত্বান্ন তাবৎ জ্ঞানবিষয়ত্বং বিচার-

অনুবাদ

(আধার বা আশ্রয়) আপনাকে আমি কিরূপে পরিভাবনা করিব? (ভগবানের) স্বরূপ কি? জ্ঞান-ঘন অর্থাৎ 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসমূর্তি', 'অনির্দেশ্যবপু' (অর্থাৎ তাঁহার চিদ্ঘন শ্রীবিগ্রহ পরমভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট অপ্রকাশ)। এইরূপ (৮৩ সংখ্যক) সহস্রনাম-স্তোত্রে কথিত। এই ভাবার্থ—জ্ঞানঘন বলিয়া যে তিনি জ্ঞানের বিষয় বা গোচর তাহা নয়; বিচারবিষয়ত্ব-সম্বন্ধেও (অংশুমান্ বলিতেছেন) মায়াগুণসমূহে আমি অভিভূত, সুতরাং বিচারে সমর্থ নহি। 'আচ্ছা, তাহা হইলে আমার

টিপ্পনী

এই অর্থ। যেন আমি কর্মশমল অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে উত্থিত বৈষম্যাদি পাপ ত্যাগ করিতে পারি।'

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাববিষয়ক (ভাঃ ৭।৯।২) শ্লোকটীর প্রসঙ্গ এইরূপ। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার পর তখনই শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্তিতে ভীষণ ক্রোধের চিহ্ন দূরীভূত হয় নাই। ভাঃ ৭।৮।৩৪—"ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে, নৃপাসনে··· বিভুম্। ···অত্যমর্ষণং প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন॥" অর্থাৎ—'অতঃপর সভামধ্যে উৎকৃষ্ট রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট অতিক্রুদ্ধ প্রচণ্ডানন বিভুকে ভয়ে ভীত হইয়া কেহই সেবা করিবার জন্য সমীপস্থ হ'ন নাই।' ভাঃ ৭৮।৩৭-৩৯—"তত্রোপব্রজ্য বিবুধা······ঈড়িরে নরশার্দুলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্॥"—অর্থাৎ 'তদনন্তর দেবগণ প্রভৃতি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া পৃথক্ পৃথগ্ভাবে ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তব করেন।' ভাঃ ৭।৯।১—'ব্রহ্ম-রুদ্রপ্রমুখ দেবাদি সকলে এইভাবে রোষাবিষ্ট সুদুরাসদ তাঁহার সমীপে গমন করিতে অসমর্থ হইলেন।' এই অবস্থায় তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনিও শঙ্কিতা হইয়া সমীপে গমন করেন নাই। ইহার পর (৩য় শ্লোকে)—'ব্রহ্মা নিকটস্থ প্রহ্লাদকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন—তুমি নিকটে তোমার পিতার প্রতি কুপিত প্রভুকে শান্ত কর।' 'প্রহ্লাদ (৪-৫ শ্লোক) তখন ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে ভগবান্ করুণার্দ্র হইয়া তাঁহার অভয়প্রদ করকমল মহাভাগবত শিশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন।' শ্রীজীবপাদ সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত শ্রীনৃসিংহদেবের অদৃষ্টপূর্বত্ব ও অশ্রুতপূর্বত্ব সম্ভ্রম হইতে উৎপন্ন। চক্রবর্তিপাদ ইহা পরিস্ফুট করিয়া টীকায় বলিয়াছেন—"পূর্বকল্পে নৃসিংহরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও এবং শ্রীনৃসিংহদেব নিত্য বৈকুণ্ঠে দৃষ্ট হইলেও সে সময়ে অদৃষ্টাশ্রুতত্ব প্রতীতি লীলাশক্তিদ্বারাই করান হইয়াছিল অদ্ভুত রসের আস্বাদপ্রাপ্তি করাইবার জন্য।" ১০৪।

শ্রীভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধগুণাবলীর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহা—অচিন্ত্যমহাশক্তি তাঁহাতেই সম্ভব। তিনি একদিকে ঔপনিষদ ব্রহ্মরূপে কেবল সচ্চিদানন্দ, তিনি নিত্য সত্তাবিশিষ্ট, তিনি পূর্ণচিৎ ও তিনি আনন্দ, যেমন তৈত্তরীয় ৩।৬ বলিয়াছেন, ব্রহ্মাও বলিয়াছেন (ভাঃ ২।৭।৪৭)—"ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।" আর তিনি একমাত্র তত্ত্ব দ্বিতীয়রহিত "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!" অথচ তিনি (শ্বেঃ ৬।৮) অনন্ত পরা স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তিসম্পন্ন। নির্বিশেষ দর্শনে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, কিন্তু ভগবান্ সবিশেষ, সশক্তিক। একপক্ষে তিনি স্বয়ংই ধর্ম, যেমন তিনি বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।৩)—"ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ"; আবার তিনি ধর্মীও, রামাদি অবতাররূপে স্বয়ং ধর্ম আচরণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি অরূপী হইয়াও রূপী; ব্রহ্মবিমোহন-প্রকরণে ভাঃ ১০।১৩।৫৪ শ্লোকে পরিস্ফুটভাবে ইহা বলা হইয়াছে,

বিষয়ত্বেঽপি মায়াগুণৈরভিভূতোঽহং ন বিচারে সমর্থ ইতি। ননু তর্হি মম তথাবিধত্বে কিং প্রমাণং? তত্রাহ। স্বেন তদীয়েন ভাবেন ভক্ত্যা স্বস্যাত্মনো ভাবেনাবির্ভাবেনৈব বা প্রধ্বস্তা মায়াগুণপ্রকারকৃতমোহা যেভ্যস্তৈঃ সনন্দনাদ্যৈর্ভগবত্তত্ত্ববিদ্ভির্মুনিভিবিভাব্যং বিচার্যং সাক্ষাদনুভবনীয়ঞ্চেত্যর্থঃ। তস্মাদুলূকৈঃ প্রকাশগুণকত্বেনাসম্মতেঽপি রবৌ যথান্যৈরুপলভ্যমানতদ্‌গুণত্বমস্ত্যেব, তথাঽর্বাক্‌দৃষ্টিভিরসম্ভাব্যমানমপি ত্বয়ি তদ্‌গুণকত্বং, ত্বদ্ভক্তবিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

অনুবাদ

(ভগবদ্ভক্তি) ঐ প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রমাণ কি? তাহাতে বলিতেছেন, "স্বভাব"-ইত্যাদি—স্বকীয় অর্থাৎ তদীয় (তাঁহাদিগের সনন্দনাদির) ভাব অর্থাৎ ভক্তিবলে, অথবা স্ব বা আত্মা (পরমাত্মা ভগবান্)-এর ভাব অর্থাৎ আবির্ভাবের দ্বারা যাঁহাদিগের মধ্য হইতে মায়াগুণপ্রকার-কৃত (ভেদহেতু) মোহ প্রধ্বস্ত হইয়াছে, ভগবত্তত্ত্ববিদ্ সেই সনন্দনাদিমুনিগণকর্তৃক আবির্ভাব্য অর্থাৎ বিচার্য ও সাক্ষাৎ অনুভবনীয়—এই অর্থ। অতএব উলূক বা পেচক যেমন সূর্যে সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিবার গুণ আছে বলিয়া

টিপ্পনী

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥" অর্থাৎ (চক্রবর্তিটীকানুগমনে)—"মূর্তিসমূহ সত্য (সৎ), জ্ঞানরূপ (চিৎ), অনন্ত, আনন্দরূপ, একমাত্র অর্থাৎ বিজাতীয় সম্ভেদরহিত, আর একরস অর্থাৎ কালপরিচ্ছেদের অভাবে নিত্য একরূপ। যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, বেদান্তদর্শিগণ ত' ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব, বহুত্ব, বিবিধত্ব প্রভৃতি বলেন না; তদুত্তর—তাঁহারা উপনিষৎ দর্শন করেন মাত্র, ভক্তির অভাবে তাহার অর্থ জানেন না (ভগবদ্বিগ্রহের ভূরিমাহাত্ম্য স্পর্শও করেন না)। ...শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরও অপ্রাকৃতরূপগুণাদিমত্ত্বা তাঁহারই ইচ্ছায় ভক্তিযুক্ত চক্ষুদ্বারাই গম্য হয়—ইহা জ্ঞাতব্য।" তিনি ব্যাপক হইয়াও মধ্যমাকার, ইহা শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলায় সুস্পষ্টীকৃত, যথা (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)—

> "ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং ন চাপরম্। পূর্বাপরং বহিশ্চান্ত জগতো যো জগচ্চ যঃ।
> তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

অর্থাৎ—"যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপক, পূর্ব-পশ্চাৎকালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্তমান, যিনি জগতের পূর্বাপর অর্থাৎ কার্য-কারণ, সর্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তঃ ও বাহ্য এবং কার্য-কারণের অভেদহেতু যিনি জগৎস্বরূপ, সেই অব্যক্ত, অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অগোচর, মনুষ্যাকৃতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্রজ্ঞানে যশোদাদেবী প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা উলূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।" চক্রবর্তিপাদ-টীকায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"তাহা হইলে তিনি কিরূপে বাঁধিলেন?" উত্তর দিয়াছেন—"তাঁহাকে আত্মজ মনে করিয়া অর্থাৎ অসাধারণ বাৎসল্যপ্রেমের বিষয়ীকৃত করিয়া; তিনি প্রেমাধীন বলিয়া; তিনি প্রেমাধীন বলিয়া বিভুত্বসত্ত্বেও তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তি বলে বন্ধন। 'অব্যক্ত' (অর্থাৎ নির্বিশেষ নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম) হইলেও প্রেমবশ্যতা-হেতু তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য প্রচ্ছন্নীভূত হইয়াছে। তাঁহার (মাতার) অদ্ভুত প্রেমবল।" "ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃদয়" (ভাঃ ৩।৯।১১) হইলেও সম্যক্‌দর্শন লাভ হয়, তদভাবে অসম্যগ্‌দর্শনদ্বারা নির্বিশেষ-দর্শনই ব্রহ্মোপলব্ধির পরাকাষ্ঠা। একদিকে শ্রুতি বলিতেছেন—"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য", অন্যদিকে বলিতেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-,স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নি"ত্যাদ্যা।" (কঠ ২।১।১)

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

(মাঠর শ্রুতি)

অনুবাদ

স্বীকার করিতে না চাহিলেও অন্যের নিকট উপলভ্যমান তাহার সেই গুণ আছেই, সেইরূপ অর্বাক্‌দৃষ্টি বা অজ্ঞলোকদের নিকট অসম্ভাব্য বা উপলব্ধিগোচর না হইলেও আপনাতে সেই স্বপ্রকাশত্ব-সর্বপ্রকাশত্ব গুণ আপনার ভক্ত বিদ্বান্‌গণের নিকট প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইয়া বর্তমান—এই ভাবার্থ। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন—

(কঠ ২।১।১)—"পরাঙ্ অর্থাৎ পরাঙ্মুখ বা বহির্মুখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ভক্ষণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে গোচরীভূত করিবার যোগ্যতা হনন করিয়াছেন; তজ্জন্য বহির্মুখ

টিপ্পনী

তনুং স্বাম্॥" অর্থাৎ "যাঁহার দ্বারা ভক্তিযোগে সেবিত হইয়া এই পরমাত্মা যাহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।"—যেহেতু "ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯), আর তিনি বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১)। প্রথমতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মদর্শী আত্মারাম ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদি কুমারচতুষ্টয় যখন ভক্তিদ্বারা অনুভাবিত হইয়া বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন বক্ষোদেশে শোভিতা লক্ষ্মীদেবীসহিত ভগবদ্দর্শন করেন (ভাঃ ৩।১৫।৩৯)। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি, বৈকুণ্ঠে মায়াশক্তির স্থান নাই। শ্রীব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন ভগবান্ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করান (ভাঃ ২।৯।১৫), তখন তিনি তাঁহাকে "বক্ষসি লক্ষিতশ্রিয়া" দেখিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রকরণে (ভাঃ ৩।১৫ অঃ ও ২।৯ অঃ) ভগবানের আকার পরিচ্ছদ পরিকরযুক্ত ধামের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। তাঁহার গুণলীলাদ্বারা আত্মারামগণেরও চমৎকারত্ব-সংগঠন আমরা "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" প্রভৃতি (ভাঃ ১।৭।১০-১১) দুইটি শ্লোকে দেখিয়াছি। তাঁহার শক্তির অনন্তত্ব বহু আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তির বিশেষ প্রকাশে তাঁহার চিদ্ঘন-শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার ধাম, ভূষণ, পরিকর প্রভৃতি, সামান্য প্রকাশে নির্বিশেষ ব্রহ্মাকার, তটস্থ প্রকাশে জীবনিচয়, আর আভাস বা ছায়া প্রকাশে প্রাপঞ্চিক জগৎ প্রকাশিত।

শ্রুতিস্তুতি (ভাঃ ১০।৮৭.২৪) শ্লোকটীর টীকায় স্বামিপাদ প্রথমেই কয়েকটী স্তুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সেগুলি শ্রীজীবপাদ যে কয়েকটী এই অনুচ্ছেদের সমাপ্তিকালে উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে আছে। তৎপরে বলিয়াছেন—"এই প্রকার শ্রুতিসমূহ ভগবত্তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ভক্তিকেই স্বীকার করিয়া লইয়া এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। শ্রীজীবপাদ স্বামিপাদটীকারই অনুবর্তন করিয়াছেন, অতএব চক্রবর্তিপাদটীকার বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছি, যথা—"ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা ও সুসাধ্য, কিন্তু ভক্তিবিষয়ের আপনার (ভগবানের) যে জ্ঞান, তাহা সর্বদাই দুঃসাধ্য। ...... ঋষি অর্থাৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন, হৃদয়পতি আপনার তত্ত্ব বেদগুহ্য, শ্রুতিমৃগ্য প্রভৃতি বাক্য অনুসারে যাহাকিছু আপনার তত্ত্বজ্ঞাপক (বেদ), তাহা প্রথমেই প্রাদুর্ভূত। বেদের পশ্চাৎ উভয়প্রকার দেব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দিক্-বায়ু-সূর্য প্রভৃতি ও ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হ'ন। অতএব তাঁহাদের হইতেও যাহাদের জন্ম-লয় অবর

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য,-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥" (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)
ইত্যাদ্যাস্ত। অংশুমান্ শ্রীকপিলদেবম্। বিবৃতৌ ব্রহ্ম-ভগবন্তৌ ॥ ১০৬ ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎ-
কৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-
ভাজন-শ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে ভগবৎ-সন্দর্ভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে সর্বসন্দর্ভ-গর্ভগে।
ভগবৎ-সন্দর্ভ-নামা সন্দর্ভোঽভূদ্দ্বিতীয়কঃ ॥

দ্বিতীয়-সন্দর্ভঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ

জীব কেবল পরাঙ্ অর্থাৎ বহির্মুখ দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। কোনও ধীর বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়া অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে পরাবৃত্ত করিয়া প্রত্যগাত্মা বা আভ্যন্তরীণ আত্মতত্ত্বকে দর্শন করেন।" (এই মন্ত্রটী ৭৯তম অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে)।

(মাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতিবচন)—"ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান ; পুরুষোত্তম ভগবান্ ভক্তিবশ ; ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।"

(কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩)—"পরমাত্মা ভগবান্ বেদাভ্যাসাত্মক স্বাধ্যায়দ্বারা লভ্য ন'ন ; মেধা, বহু-শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারাও লভ্য ন'ন। সেবাতুষ্ট হইয়া যাঁহাকে ইনি বরণ বা কৃপা করেন, এই পরমাত্মা ভগবান্ তাঁহারই নিকট স্বীয় চিদ্ঘন-বিগ্রহ প্রকাশ করেন।" ইত্যাদি। শ্রীকপিলদেবের প্রতি অংশুমানের উক্তি ॥ ১০৬ ॥

এই সন্দর্ভে ব্রহ্ম ও ভগবান্ বিবৃত হইলেন ॥

॥ গ্রন্থসমাপ্তি বচন ॥

ইহা কলিযুগপাবন-নিজভজন-বিতরণরূপ প্রয়োজনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর, বিশ্ববৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণের সভায় সম্মানভাজন শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয়ের উপদেশবাণী যাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সেই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের 'ভগবৎসন্দর্ভ'-নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ।

টিপ্পনী

বা অর্বাক্ (পরবর্ত্তী), তাহারা ত' জানিবেই না। ......তাৎপর্য এই—সৃষ্টি সময়ে দেহাদি উপাধিকৃত বহুতর ব্যবধান থাকিলেও জ্ঞাপকশাস্ত্র থাকায় এবং সাধন সম্ভবপর হওয়ায় বরং যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সম্ভাব্য হয়, কিন্তু প্রলয়কালে বহুতর ব্যবধান না থাকিলেও শাস্ত্র ও সাধনের অভাবে কিছু মাত্রও সেই জ্ঞান সম্ভবপর নহে। অতএব আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিই অনুশীলন-যোগ্য।...... ।" 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকায় শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ—"স্বামিটীকায় ধৃত শ্রুতিবচনের অর্থ...'অনেজৎ'—স্বস্বরূপ হইতে চলনরহিত ; মন হইতে জবনত্তর (অধিক বেগবান্) যেখানে যেখানে তিনি ধাবিত হ'ন, সেখানে সেখানে তাহার অগোচর বলিয়া।...'মর্শৎ'—পূর্বেই গত, সকলের অগোচর বলিয়া। 'তিষ্ঠৎ'—স্থির, পরমাত্মচৈতন্য তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় লইয়া বর্তমান—এই অর্থ। মাতরিশ্বা—সূত্রাখ্য বায়ু, 'অপঃ'—তাহার অর্থাৎ জলের ন্যায় প্রবাহাপন্ন সকলের সর্বচেষ্টা বিধান অর্থাৎ সম্পাদন করেন। (শ্লোকে)—'ক ইহ নু বেদ'—'ইহ' অর্থাৎ এই জগতে, সে সময়ে (যখন শ্রুতিগণ শয়ান অবস্থা হইতে ভগবান্‌কে জাগ্রত করেন) জগৎ না থাকিলেও পূর্বসংস্কার-বশে 'ইহা' বলা হইতেছে। 'নু'-বিতর্কে, কেহই জানে না—এই অর্থ। তাহার কারণ ? 'অগ্রসর'—সকলের জন্মাদি ও জ্ঞানাদির অগোচরেই বর্ত্তমান। তাহার হেতু ? যেহেতু ঋষি—নিঃশ্বাসদ্বারা সর্ব বেদ-প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী আবির্ভূত হইলেন। দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৬।৪২) বলিয়াছেন—"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" —অর্থাৎ 'প্রকৃতির প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী পুরুষ পর অর্থাৎ ভগবানের প্রথম অবতার।' শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্যীকৃত করিয়া দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৮৫।৩১) বলিয়াছেন—'যস্যাংশাংশাংশভাগেন, বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মং তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা' অর্থাৎ (দেবকীদেবীর উক্তি) 'হে বিশ্বাত্মন্ অর্থাৎ নিখিলান্তর্যামিন্ আদিপুরুষ! যাঁহার অংশভূত মহাবৈকুণ্ঠনাথের অংশভূত মহাপুরুষাংশভূতা প্রকৃতির অংশ পরমাণুমাত্র দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-ক্রিয়া সাধিত হয়, আমি অদ্য সেই আপনাকে আশ্রয় করিতেছি।' যে 'ঋষির' পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা ও ব্রহ্ম-লোকাধিষ্ঠাতা উভয় প্রকার দেবগণ ব্রহ্মাদি জাত হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন (নারায়ণোপনিষৎ) 'এ কো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান স্তম্মাদেবৈতে ব্যজায়ন্ত'—অর্থাৎ 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও না, ঈশানও না ; তাঁহারা তাঁহা হইতেই জাত হইয়াছেন।' অতএব তাঁহাদের অপেক্ষাও যাঁহার জন্ম-লয়, এরূপ আপনাকে কে জানিবে ? সুতরাং কেহই জানে না। এই প্রকারে স্থিতি সমস্ত শাস্ত্র প্রবর্তমান থাকিতেও শ্রবণ ও শক্তি (সামর্থ্য) না থাকায় আপনার সম্বন্ধে যখন অজ্ঞান, যখন প্রলয় সময়ে স্বীয় স্তাবক শাস্ত্র আপনি স্বলোকেই লইয়া জগৎকার্যের প্রতি অনবধান করেন, তাহা হইলে জ্ঞানমাত্রেরই অভাব বলিয়া সুতরাং অর্থাৎ বিশেষ করিয়া আপনার সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞান, 'তহি' বলিয়া শ্রুতিগণ এই কথাই বলিলেন। 'কালজব'—সৃষ্ট্যাদিরূপ তাহাদেরই ব্যাপার। এখানে শ্রুতিগণকে তাহাদেরই দ্বারা দর্শিত হইয়াছেন।" ১০৫।

কেবল জ্ঞানিগণ নির্বিশেষ জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহারা অবিদ্বান্, যেহেতু তাঁহারা ভগবদ্দর্শন-রূপ যে পরমমঙ্গল, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৪)—"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তি-মুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥" অর্থাৎ—'হে ভগবন্, শ্রেয়োলাভের পথ যে আপনাতে ভক্তি, তাহা উৎক্ষেপ বা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলবোধ (নির্বিশেষ জ্ঞান) লাভ জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের ক্লেশমাত্রই সার অবশেষ ফল, আর অন্য কিছু না, যেমন যে নির্বোধগণ শস্যশূন্য কেবল তুষই আছড়ায়, তাহাদের ভাগ্যে তণ্ডুল লব্ধ হয় না, সেইরূপ।' তাঁহাদের অবস্থা "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" (গীতা ১৮।৫৩) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির যোগ্যতা পর্যন্ত। সেই ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মভূতত্ব) প্রাপ্ত হইলে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" (১৮।৫৪) ও তৎপরে "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (১৮।৫৫)। ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবের নিকট স্তবমুখে

টিপ্পনী

সগর-পৌত্র অংশুমান্ এই কথাই পরিস্ফুট করিতেছেন। প্রসঙ্গটী ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রথম (২৩ সং) শ্লোকটীর শ্রীজীবপাদব্যাখ্যা প্রায় স্বামিটীকারই অনুরূপ। তবে স্বামিপাদ 'আত্মনঃ'-অর্থে বলিয়াছেন 'স্বস্মাৎ' অর্থাৎ নিজ ব্রহ্মা হইতে পর পরমেশ্বর। শ্রীজীবপাদের এই 'আত্মনঃ'-পদের ও 'সমাধিযুক্তিভিঃ-পদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নূতন আলোকপ্রদ। শ্রীচক্রবর্তিপাদ 'আত্মনঃ'-পদের সুন্দর সরলার্থ দিয়াছেন—'জীবাৎ'।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও জীবপাদ স্বামিটীকার অনুবর্তন করিয়াছেন। স্বামিপাদ প্রথমে বলিয়াছেন—"অপরে তাহা হইলে কি দেখে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহারা দেহভাক্, তাহারা নিজেতে আপনি সম্যক্ স্থিত হইলেও আপনাকে জানে না। তাহারা গুণগুলিই বিশেষ দেখে ; অথবা গুণগুলিও না, তমঃ মাত্রই দেখে।···। চক্রবর্তিপাদ টীকা।—"গুণসমূহ অর্থাৎ জাগর ও স্বপ্নের বিষয়সমূহ দেখে, সুষুপ্তিতে কেবল তমঃ দেখে, কিন্তু নির্গুণ আপনাকে নয়, যিনি আপনাতেই সম্যক্ থাকেন, যেহেতু তাহারা বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ বহির্জ্ঞানবান্।"

৩য় (২৩ সংখ্যক) শ্লোকটীর স্বামিটীকা—" 'তথাপি তুমি বিচারযোগে জানিতে পারিবে'—এই ভগবদুক্তির আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন—সেই আপনাকে বিমূঢ় আমি কিরূপে পরিভাবন বা বিচার করিব ? ···'প্রধ্বস্ত'-ইত্যাদি —যাঁহাদের মায়াগুণনিমিত্ত ভেদ ও মোহ প্রধ্বস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের দ্বারাই বিভাব্য বিচিন্ত্য। ···মায়াগুণে অভিভূত আমি বিচারে সমর্থ নহি।" চক্রবর্তিটীকা—"যাঁহাদের মায়াগুণনিমিত্ত ভেদ ও মোহ প্রধ্বস্ত হইয়া স্বভাবতঃই, সাধন-বলে নয়।" শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, যেমন পেচক প্রভাত হইতে না হইতেই কোটরে প্রবেশ করিয়া দিবাকালে তাহাতেই আবদ্ধ থাকায় সূর্য যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে, সে জ্ঞান তাহার নাই, কিন্তু সে জানেনা বলিয়াই যে সূর্যের যে গুণ নাই, তাহা নহে ; পেচক ব্যতীত আর সকলের নিকট সূর্যের প্রকাশতা গুণ সম্যক্ অভিজ্ঞাত ; সেইরূপ অবিদ্যাদ্বারা যাহাদের চিদ্দর্শন আবৃত, তাহারা পেচকের ন্যায় ভগবদ্দর্শন হইতে দূরে থাকিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশতাগুণের অস্তিত্বের কথা বুঝিতে চায় না ; তাহা হইলে তাঁহার এই গুণ প্রকৃত বিদ্বান্ ভক্তশিরোমণিগণের নিকট কেবল সুবিদিত নয়, তাঁহারা তদীয় নিত্যানন্দৈকরস-পান-লোলুপ হইয়া নিয়ত তাঁহার সেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগুলি তাহারই নির্দেশ প্রদান করিতেছে ॥ ১০৬ ॥

এই 'ভগবৎ-সন্দর্ভে' ব্রহ্ম ও ভগবান্ বিবৃত হইয়াছেন। ইহার বিচার সম্বন্ধতত্ত্বেরই অন্তর্ভূত। ইহার শাস্ত্র-বাচ্যত্ব জন্য ষড়্বিধ লক্ষণ এই প্রকার বলা যাইতে পারে, যথা—(১) উপক্রম—ব্রহ্ম ও ভগবান্ একই তত্ত্ব। উপাসক-যোগ্যতা-ভেদে ভিন্ন দর্শন, যথা ভাঃ ৫।১২।১১, ৮।২৪।৩৮ ; (২) অভ্যাস—ভগবদাবির্ভাবে যোগ্যতা ভক্তি, যথা ভাঃ ১।৭।৪ ; (৩) অপূর্বতা—স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবদ্বিগ্রহ ও তদীয় লোক-পরিকর-পরিচ্ছদাদি অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ-ময়, যথা ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪, ৩।১৫।৩৭-৫০ ; (৪) অর্থবাদ—বেদফলভূত শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠশাস্ত্র, যথা ভাঃ ১।১।২ ৩ ; (৫) ভক্তিসুখের সর্বোৎকর্ষ, যথা ভাঃ ৪।৯।১০ ; (৬) উপসংহার—ভগবত্তত্ত্ব সর্ববেদপ্রতিপাদ্য, যথা ভাঃ ১২।৬।৪১, ১০।৮৭।২১।

গ্রন্থসমাপ্তি-বচনের অর্থ—তত্ত্বসন্দর্ভের টিপ্পনীর অন্তে দ্রষ্টব্য।

শ্রীল-জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত গ্রন্থ-সমূহ

১। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ।
২। ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্ সন্দর্ভ।
(ক) তত্ত্ব-সন্দর্ভ।
(খ) ভগবৎসন্দর্ভ।
(গ) পরমাত্মসন্দর্ভ।
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
(ঙ) ভক্তিসন্দর্ভ।
(চ) প্রীতিসন্দর্ভ।
৩। সর্ব-সম্বাদিনী।
৪। গোপাল চম্পু—পূর্ব ও উত্তর চম্পু।
৫। মাধব-মহোৎসব।
৬। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'ক্রমসন্দর্ভ'।
৭। ব্রহ্মসংহিতার টীকা।
৮। গোপালতাপনির টীকা।
৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা।
১০। উজ্জ্বলনীলমণির টীকা।
১১। সূত্রমালিকা।
১২। ধাতুসংগ্রহ।
১৩। শ্রীকৃষ্ণার্চনদীপিকা।
১৪। গোপালবিরুদাবলী।
১৫। শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ।
১৬। ভাবার্থসূচক-চম্পূ।
১৭। যোগসার স্তবের টীকা।
১৮। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীর ভাষ্য।
১৯। পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
২০। শ্রীরাধিকার কর ও পদচিহ্ন।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃতা

সর্বসংবাদিনী

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত-ভগবৎসন্দর্ভনাম-
দ্বিতীয়সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা।

অথ শ্রীভগবৎসন্দর্ভমারভতে।

[॥ ১ ॥] 'তৌ…' ইতি,—'তৌ' পূর্বোক্তরীত্যা প্রসিদ্ধৌ।

[॥ ৩ ॥] "অথৈবম্……" ইতি, 'সত্তা'-প্রকাশঃ।

[॥ ১০ ॥] "…তস্মৈ স্বলোকং…" শ্রীভাগ, ২।৯।৯ ইত্যাদি :—অত্র শুদ্ধসত্ত্ববিচারে "সত্ত্বং রজস্তম…" [শ্রীভাগ, ১২।৮।৪৫] ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেচিদন্যথা ব্যাচক্ষত। ইত্যত্র প্রাহ—

নন্‌ ব্রহ্ম-রুদ্রাবপি মম মূর্তী, অতো মামেব কিমত্যন্তমাদ্রিয়সে ? তত্রাহ "সত্ত্ব"মিতি,—'যদপি' যদ্যপি তবৈব মায়াকৃতা এতা 'লীলা'স্তয়ৈব 'ধৃতাঃ' তথাপি যা 'সত্ত্ব-ময়ী' সৈব 'প্রশান্ত্যৈ' মোক্ষায় ; তদেব সদাচারেণ দ্রঢ়য়তি—"তস্মা"দিতি,—তব 'শুক্লাং' 'তনুং' শ্রীনারায়ণাখ্যাং 'অথ' তাবকানাঞ্চ শুক্লাং তনুং নরাখ্যাং, 'যৎ' যস্মাৎ 'সাত্বতাঃ' 'সত্ত্ব'মেব 'পুরুষ'স্য ঈশ্বরস্য 'রূপ'মুশন্তি মন্যন্তে, 'ন' 'চান্যৎ' রজস্তমশ্চ,

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল-জীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নামক ষট্ সন্দর্ভের দ্বিতীয় ভগবৎসন্দর্ভের
সর্বসংবাদিনী-নামক শ্রীজীবপাদ-লিখিত অনুব্যাখ্যানের টিপ্পনী-সহ অনুবাদ।

[১] "তৌ"—পুর্বোক্তরীতিতে প্রসিদ্ধ। [৩] "অথৈবম্"—সত্তাপ্রকাশ।

[১০] "তস্মৈ স্বলোকং" (ভাঃ ২।৯।৯) ইত্যাদি। এখানে শুদ্ধসত্ত্ব বিচারে "সত্ত্বং রজস্তমঃ" (ভাঃ ১২।৮।৪৫) কেহ কেহ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [**টিপ্পনী**—এই শ্লোকটী শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি কর্তৃক নর-নারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরির স্তুতি ; ইহা সন্দর্ভের ১০৩তম অনুচ্ছেদের মূলে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে ও অনুবাদ-টিপ্পনীতে সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।] এখানে স্বামিটীকা, যথা—"(ভগবান্ যদি প্রশ্ন করেন)—'আচ্ছা ব্রহ্মা ও রুদ্র ত' আমারই মূর্তি, তবে কেন একমাত্র আমাকেই অত্যন্ত আদর করিতেছ ? তদুত্তরে এই শ্লোক। 'যদিও আপনারই মায়াকৃত

তত্র হেতুঃ—'যতঃ' সত্ত্বাৎ 'লোকো' বৈকুণ্ঠাখ্যঃ লোকত্বে সত্যপ্যভয়ঞ্চ ভোগত্বে সত্যপ্যাত্ম-সুখঞ্চ [স্বামিটীকায়াম্] ইতি।

তদেতত্তেষামেব স্বারস্যান্তরাদিনা ত্যজতি ভগবদ্বিগ্রহমিতি।

অথ শ্রীভগবদাবির্ভাবে দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রকরণসমাপ্ত্যবস্থ বাক্যস্থ চূর্ণিকাতঃ প্রাগিদং বিচার্যম্ ;— তত্রাদ্বয়-বাদিন এবং বদন্তি—

ভগবদ্‌বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ

"সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিতং জ্ঞানমেব পরং তত্ত্বং ইতি। "বদন্তি..." [শ্রীভাঃ ১।২।১১] ইত্যাদৌ "অদ্বয়"-পদেন লভ্যতে ; তচ্চ 'ভাব'-সাধনং, তর্হ্যেব তস্যাদ্বয়-পদবিশেষ-লব্ধেন সজাতীয়াদি-ভেদরাহিত্যেন অনন্তত্বং সত্যমপ্যাপদ্যতে ; অন্যথা 'কারক'-সাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান-তৎসাধনৈঃ প্রবিভাগে সান্তত্বমেব স্যাৎ, তথা 'কর্তৃ'-সাধনে জ্ঞানস্য কর্তৃতয়া বিক্রিয়মাণস্য করণাদিসাধনে চ বাস্যাদিবজ্জড়তয়া প্রতিপন্নস্যাসত্যত্বমেব চ স্যাৎ। তস্মাৎ জ্ঞপ্ত্যবরোধ-পর্যায়ং তৎ জ্ঞানং নাম তত্ত্বং শক্তিমদিতি ন যুজ্যতে, "স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা যুজ্যতে" ইতি চেৎ—কাচিৎ স্বরূপশক্তিঃ ? সা চ কিং তদতিরিক্তাঽনতিরিক্তা বা ? আদ্যে কথং স্বরূপত্বং অন্ত্যে চ কথং শক্তিত্বম্ ? অথ সাধিতায়াঞ্চ ভেদেন স্বরূপশক্ত্যাং তস্যাঃ কথং

এই সব লীলা আপনাকর্তৃক ধৃত অর্থাৎ স্বীকৃত, তথাপি যেটী সত্ত্বময়ী, তাহাই প্রশান্তি বা মোক্ষ-হেতু।' ইহাই সদাচার-যোগে দৃঢ় করিতেছেন পরবর্তিশ্লোকে [এই শ্লোকটীও উক্তস্থলে উদ্ধৃত, অনূদিত ও টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।] আপনার শুক্লা নারায়ণাখ্যা তনু এবং আপনার ভক্তগণের শুক্লা নরাখ্যা তনু, যেহেতু সাত্বতগণ সত্ত্বই পুরুষ বা ঈশ্বরের রূপ বলিয়া মনে করেন, অন্য অর্থাৎ রজঃ-তমঃকে নয় ; তাহার কারণ—যে সত্ত্ব হইতে বৈকুণ্ঠাখ্য লোক লোকরূপে লোক হইলেও অভয় ও ভোগ হইলেও আত্মসুখ।" (এই টীকা) অতএব তাহাদিগের [মায়িক গুণগুলির অন্তর্গত] সেই [প্রাকৃত রজস্তমোমিশ্র] সত্ত্বগুণটী স্বীয় জড়রসভাবিত থাকায় ভগবদ্বিগ্রহকে পরিত্যাগ করে [অর্থাৎ তাঁহার সংস্পর্শে আসেন।] [**টিপ্পনী**—ভগবদ্দেহে যে যে স্থলে সত্ত্বগুণের উল্লেখ আছে, তাহা অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ ৫।২০৯) শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—"নৈবং গুণানাং তস্য প্রাকৃতত্বং বিদ্যতে। তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেবহি ॥"—অর্থাৎ এরূপ হইতে পারে না ; কারণ ভগবানের গুণগুলিতেই প্রাকৃতত্ব নাই, তাহারা তাঁহার স্বরূপভূত ও সুখরূপ। প্রমাণ দিয়াছেন 'ব্রহ্মতর্কে'র "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ। ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ ॥" অর্থাৎ—ভগবান্ হরি স্বরূপভূত গুণে গুণবান্ ; বিষ্ণু ও মুক্ত পুরুষগণের ঐ গুণ হইতে ভিন্ন গুণ কোন স্থলে নাই। আরও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (১।৯।৪৩)—"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥" অর্থাৎ—'পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণসমূহ নাই ; তিনি সমস্ত শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ, আদিপুরুষ।']

ভগবদ্বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ

এক্ষণে ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-সমাপ্তিতে (দশম অধ্যায়ে) শ্রীভগবদাবির্ভাব-প্রকরণে এই কথা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানুসারে প্রথমে বিচার্য। সেই ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্বয়বাদিগণ বলেন—"সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব। ভাঃ ১।২।১১ "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্"—ইহার অর্থ তাঁহারা সেইরূপই করেন, যথা "অদ্বয়"পদদ্বারা

ষড়্গুণাত্মকভগময়ত্বং যেন তদ্ভগবানিতি শব্দ্যতে? তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানমাত্র-স্বরূপত্বাৎ সাপি জ্ঞানৈক-স্বরূপৈব ভবিতুমর্হতি, ততশ্চ তদ্বিলাসস্য নানাত্বং ন সম্ভবতি; কথমপি নানাত্বে চ ঈশিতাদি-লক্ষণ-ক্রিয়াগুণত্বং তস্যা ন যুজ্যত এব। কিঞ্চ নীল-পীতাদ্যাকারত্বং পরিচ্ছিন্নত্বঞ্চ তস্য নিষিদ্ধম্। সংপ্রতি তু তত্তদ্বর্ণতাপরিচ্ছিন্ন-চতুর্ভুজাদ্যাকারতা চ কথমস্যাঙ্গীকৃতা? অপি চ তৎপরিচ্ছেদানাং দ্রব্য-বিশেষত্বাৎ, বৈকুণ্ঠস্য লোক-বিশেষত্বাৎ, তত্রত্য-জনানাঞ্চ জীব-বিশেষত্বাৎ কথং তদাদীনাং তাদৃশত্বম্? তদেবং তস্য তত্ত্বস্য পুনরপি তত্তদবস্থা-স্বীকারে হস্তিস্নানমিব সর্বং জাতম্। তস্মাদ্ যা শক্তিঃ কার্যান্যথানুপপত্ত্যা প্রতীয়তে, সা তত্ত্বাতত্ত্বাভ্যামনির্বচনীয়ত্বেন মিথ্যৈব, ন তু স্বরূপভূতা; তন্ময়ঞ্চ ভগাদিকমত্রোপলক্ষণ-মেবেতি। জহদজহল্লক্ষণয়ৈব তেনাদ্বয়-জ্ঞানেন ভগবতঃ সামান্যাধিকরণ্যং যুক্তমিতি।

রামানুজীয়সিদ্ধান্তঃ

শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি—"ভাবস্বরূপস্যৈব তস্য তত্ত্বস্য 'গলে-গৃহীত'-ন্যায়েন স্বরূপ-শক্তিস্তাবদবশ্যমেব তৈরপ্যঙ্গীকার্য্যা, জগদাদি-কার্য-দর্শনেন তস্যা অবশ্যম্ভাবাৎ কৈবল্যে চ দোষাপত্তেরিতি। তথা হি—

ভেদরাহিত্যই পাওয়া যায়; তাহাও ভাব-সাধন। [**টিপ্পনী**—ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে ভাব শব্দের অর্থ বিশেষণতা-পরি-বর্জিত কেবল ক্রিয়ামাত্র পরন্তু ভাব। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞানের ঐ ভাবদ্বারাই সাধন, জ্ঞানরূপক্রিয়ার কর্তা বা জ্ঞাতা ও কর্ম বা জ্ঞেয় স্বতন্ত্র নাই।] তাহা হওয়ায় 'অদ্বয়'-পদবিশেষ দ্বারা যে সজাতীয়াদিভেদরাহিত্য পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অনন্ত সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্যথা কারক-সাধনে [—উপরিকথিত প্রকারে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি সাধন জ্ঞেয়-জ্ঞান ও তাহাদের সাধন-সহযোগে প্রবিভাগ বা নানা প্রকার কারকরূপে বিভাগ প্রাপ্ত হইলে উহা সান্ত (অনন্তের বিপরীত) হইয়া যায়। [**টিপ্পনী**—'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' নামক ন্যায়শাস্ত্রীয়গ্রন্থে বিভাগাদিরূপে কারকের সংজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—"পৎপ্রভৃতিধ্বর্থে পতনাদৌ পঞ্চম্যাদ্যুপস্থাপিতো বিভাগাদিঃ প্রকারীভূয় ভাসতে ইতি তত্তদ্ধাতূপস্থাপিত তত্তৎক্রিয়ায়াং বিভাগাদিকং প্রকৃতেঃ কারকম্।" অর্থাৎ—'পৎ' প্রভৃতি ধাতুর অর্থে পতনাদিতে (পতন কোথা হইতে প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য) উপস্থাপিত বিভাগাদি (পতন প্রভৃতির) প্রকাররূপে প্রকাশ পায়; এইভাবে ধাতুসমূহে উপস্থাপিত তত্তদুদ্দিষ্ট ক্রিয়ায় বিভাগাদি প্রকৃতি বা ক্রিয়ার কারক।'] আর কর্তৃসাধনে কর্তা-রূপে বিক্রিয়াপ্রাপ্ত ও করণাদিসাধনে বাসি (কর্মকার, সূত্রধরের অস্ত্র বিশেষ, চলিত কথায় বাইস) প্রভৃতির ন্যায় জড়রূপে প্রতিপন্ন জ্ঞান অসত্যও হইয়া পড়ে। [চেতন কর্তা জড় বা অচেতন করণ (ক্রিয়ার সাধকতম সহায়) দ্বারা কার্য নিষ্পত্তি করিয়া নিজ সত্যত্ব বা নিত্য একভাবত্ব রক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং অসত্য, সদা পরিবর্তনশীল জড় করণ ত' বটেই।] অতএব জ্ঞপ্তি ও অববোধ—এই পর্যায়ভুক্ত জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমান্—ইহা যুক্ত বা সঙ্গত নহে। যদি বল 'স্বরূপভুক্ত শক্তিযুক্ত বলা যাইবে', তবে স্বরূপশক্তিটী কি? তাহা কি জ্ঞানতত্ত্বের অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত? প্রথম ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত হইলে) স্বরূপত্ব কিরূপে হয়, আর শেষেরটীতে শক্তি হয় কিরূপে? আর ভেদস্বীকার করিয়া স্বরূপশক্তি সিদ্ধ করিলেও তাহা কিরূপে ষড়্গুণাত্মক ["ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৪; সন্দর্ভের ৩য় অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত।)] ভগময়ত্ব হইতে পারে, যদ্দ্বারা "ভগবানিতিশব্দ্যতে" (ভাঃ ১।২।১১) তত্ত্বকে ভগবান্ বলা যাইতে পারে? সেই তত্ত্ব জ্ঞানমাত্র স্বরূপ হওয়ায় শক্তি একমাত্র জ্ঞানস্বরূপা হইতে পারে। অতএব তাহার বিলাসের নানাত্ব সম্ভবপর হয় না। আর নানাত্বে কোন প্রকারেই ঈশিত্বাদি (ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি) লক্ষণ ক্রিয়াগুণত্ব তাহার পক্ষে সঙ্গত হয় না। তাহার উপর নীল-পীতাদি আকার,

শক্তির্নাম কার্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধো বস্তুনো ধর্মবিশেষঃ ; সা তু সর্বস্মিন্নুপাদানে নিমিত্তে চ কারণে স্বরূপভূতৈব মন্তব্যা, কার্য-বিশেষোৎপত্তৌ তৎকারণত্বেন বস্তুবিশেষ-স্বীকারানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ। বিবর্তেঽপি রজতাদি-স্ফূর্তাবধিষ্ঠানং শুক্ত্যাদিকমেবাঙ্গীক্রিয়তে, ন চাঙ্গারাদি ; প্রস্তুতেঽপি ব্রহ্মণ এব জগদধিষ্ঠানত্বং, ন ত্বন্যস্যেতি, তথৈব স্বরূপ-শক্তিত্বং বিদিতম্।”

শক্তি বাদ-স্থাপনম্

কিঞ্চ জগদ্রূপে বিবর্তে ব্রহ্মণঃ কিঞ্চিৎকরত্বমস্তি নাস্তি বা ? নাস্তি চেৎ, অজ্ঞানেনৈব বিবর্ততাং ; কিন্তদতিরিক্ত-তদঙ্গীকারেণ ? অস্তি চেৎ, আয়াতা তস্য জ্ঞানাশ্রয়স্য শুদ্ধস্যৈব শক্তিঃ। এবং চাদ্বৈত-শারীরক-কৃতাপ্যুক্তং—“শক্তিশ্চ কারণ-কার্য-নিয়মাত্মকল্প্যমানা, নান্যাঽপ্যসতী কার্যং নিয়চ্ছেৎ অসত্ত্বা-বিশেষাৎ অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্যমিতি।” কিঞ্চ যত্র চৈতন্যং তত্রৈব জ্ঞানমিতি নিয়ম-দর্শনেন তৎসত্ত্বাপি তত এবেতি পর্যবসনাত্তস্যাঃ স্ফোরকতালিঙ্গেন স্বরূপ-শক্তি-রূপলভ্যতে।

অতএব “অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি” ইতি শ্রুতিশ্চ, “বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদব্রহ্ম পরমং বিদুঃ” ইতি বিষ্ণুপুরাণং চ (১।১২।৫৭) বৃহত্ত্বেন শক্তিমত্ত্বং দর্শয়তি। তৎসন্নিধান-বলেনৈব তথাতথাভাবেঽন্যেষা-মঙ্গীকৃতেঽপি শক্তিরেব পর্যবস্যতীতি।

পরিচ্ছেদ (সসীমত্ব) সেই তত্ত্বের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে এখন কিপ্রকারে ঐ তত্ত্বকে (শ্রীনারায়ণের সম্বন্ধে যেরূপ বলা হয়, সেইরূপ) ঐ সমস্ত বর্ণবিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ মধ্যমাকার), চতুর্ভুজ প্রভৃতি আকারযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় ? তাহারও অধিক আবার ঐ তত্ত্বের পরিচ্ছদগুলি দ্রব্যবিশেষ, বৈকুণ্ঠ লোকবিশেষ, সেখানকার জনগণ জীববিশেষ মাত্র হওয়ায় সে সকল কিরূপে তাদৃশ অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র স্বরূপ হইতে পারে ? অতএব তথাপি এই প্রকারে ঐ তত্ত্বের ঐ সমস্ত অবস্থা স্বীকার করিলে সমস্তই হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক (যেহেতু হস্তী স্নান করিয়া উঠিয়াই ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধূলিমলাদিদ্বারা দেহকে মলযুক্ত করে)। অতএব যে শক্তি কার্যভিন্ন অন্য প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে তত্ত্বও বলা যায় না অতত্ত্বও বলা যায় না, এইজন্য তাহা মিথ্যা, স্বরূপভূতা নহে। আর সেই শক্তি-ময় (ভগবানের) যে ভগ প্রভৃতি এস্থলে উপলক্ষণমাত্র, (কেবল লক্ষণাদ্বারা কল্পনাত্মক অনুমান্য)। জহৎ-অজহৎ-লক্ষণাদ্বারাই সেই অদ্বয়জ্ঞানের সহিত ভগবানের সামানাধিকরণ্য যোগ করা হইয়াছে। [**টিপ্পনী**—জহৎস্বার্থা, অজহৎ-স্বার্থা ও জগদজহৎস্বার্থা। শব্দবৃত্তিসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা জন্য অস্মদীয় সংস্করণ তত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থের সহিত একত্র সংশ্লিষ্ট ঐ সন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যান সর্বসংবাদিনীর ২৫-২৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাচ্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া আর এক দেশের সহিত অন্বয় হইলে, তাহা জহদজহল্লক্ষণা ; ‘সেই এই দেবদত্ত’—এই উদাহরণে ‘সেই’ অংশটী এখন অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করা হইয়াছে, আর ‘এই’-অংশটী ত্যাগ করা হয় নাই, এইজন্য ইহাকে নৈয়ায়িকগণ ‘জহদজহল্লক্ষণা’ বলেন। (এস্থলে তত্ত্বসন্দর্ভের সহিত সর্বসম্বাদিনীর অস্মদীয় সংস্করণের ২৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) অদ্বয়জ্ঞান ও ভগবান্—একত্র সামঞ্জস্য করিবার জন্য অর্থের এক অংশ ত্যাগ, অপর এক অংশ রক্ষা করিয়া সামানাধিকরণ্যের নিয়মে অর্থ করিতে হইবে। উহা একাশ্রয়বৃত্তি অর্থাৎ ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্ত শব্দসমূহের একার্থে প্রয়োগকে বলে। কৈয়টবৃত্তিকার বলিয়াছেন—“ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।” কেহ বলিয়াছেন—“পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামানাধিকরণ্যম্।” সমানাধিকরণ ষ্যণ্ ভাবে করিয়া পদটি সিদ্ধ।]

তথৈব ব্যাখ্যাতম্ "প্রবৃত্তেশ্চ" (২।২।২ ব্রঃ সূঃ) ইত্যত্রাদ্বৈতশারীরক-কৃতাপি—"নন্ন দেহাদি-সংযুক্তস্যাপি আত্মনো বিজ্ঞান-রূপ-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্তকত্বমিতি চেৎ? --ন; অয়স্কান্তাদিবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ" ইতি।

নন্ন যেন জগদ্রূপেণ কার্যেণ যদজ্ঞানমঙ্গীক্রিয়তে বস্তুতস্তয়োর্দ্বয়োরপ্যসত্ত্বাত্তৎ প্রবর্তকাদি-লক্ষিতা শক্তিরপি ব্রহ্মণো নাস্ত্যেবেতি চেৎ? ন,—তথা চ সতি জগজ্জন্মাদিলক্ষিতস্য তস্যাপ্যসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। সতি চ তস্মিন্নজ্ঞানতৎকার্যাতিরিক্তত্বেন স্বরূপ-ভূতায়াস্তথা স্থিতির্দুর্নিবারৈব বিরোধিনোঽসত্ত্বাৎ। ন হি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্যতি; সবিতৈব তিষ্ঠতীতি যুক্তং, তথাঽর্ধ-কুক্কুটী বদুপহাস্যং চেদং স্যাদিতি।

তদুক্তমদ্বৈতশারীরকে—'অসত্যপি কর্মণি সবিতা প্রকাশত" ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশ দর্শনাদেব সত্যপি জ্ঞান-কর্মণি ব্রহ্মণঃ "—তদৈক্ষত—" ইতি "কর্তৃত্ব-ব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি। —(ব্রঃ সূঃ ১।১।৫ শাং ভাঃ) তথা তদীয়-সহস্রনামভাষ্যে (৭২)—"স্বরূপ-সামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত, ইত্যচ্যুতঃ"—'শাশ্বতং শিবমচ্যুতমি'তি শ্রুতেরিতি। তস্মাদ্বস্তুনঃ শক্তিঃ কার্য-পূর্বোত্তরকালেঽপি মন্ত্রাদেরিবাস্ত্যেব, কার্য-কালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ,—তদ্ব্রহ্মণোঽপি ভবিষ্যতি। এবমদ্বৈত-শারীরকেঽপ্যুক্তং—"বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা,—ন চৈতন্যাভাবাদিতি"।

রামানুজীয়সিদ্ধান্ত—শ্রী সম্প্রদায়ের রামানুজীয় বৈষ্ণবগণ এইরূপ বলেন, যথা "কেবলাদ্বৈতবাদিগণকেও 'গলে গৃহীত'-ন্যায়ানুসারে সেই ভাব (ক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞান) স্বরূপ তত্ত্বেরই স্বরূপশক্তি অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু জগদাদিকার্য দর্শনে সেই শক্তি অবশ্যম্ভাব্য এবং কৈবল্যে দোষের আপত্তি আসিয়া পড়ে। [**টিপ্পনী**—'গলে গৃহীত'-ন্যায় এইরূপ। গোব্রজে যাইয়া কেহ নিজ গরুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোরক্ষক একটী গরুর গলা ধরিয়া বলে যে, 'এইটী আপনার গরু'। এস্থলে গলদেশ মাত্র গ্রহণে যেরূপ সমগ্র গরুটীই উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্রূপ একাঙ্গলক্ষণ দ্বারা যে স্থলে সমগ্র অঙ্গীকেই লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'শৃঙ্গগ্রাহিকা'-ন্যায়ও বলিয়া 'গলে'র স্থলে 'শৃঙ্গ'-শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ন্যায়কে 'অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি'র জাগদীশী টীকা বলেন—'দুর্বৃত্তবৃষভাদেঃ প্রথমতঃ কৌশলেনৈকশৃঙ্গগ্রহণং পশ্চাদপরশৃঙ্গগ্রহণম্'।] আরও কথা শক্তির অন্যথাত্বে কার্যের অনুপপত্তিসিদ্ধি (অর্থাৎ শক্তির অনস্তিত্বে কার্যও অসিদ্ধ, ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না)—এরূপ হওয়ায় শক্তি বস্তুর ধর্মবিশেষ; কিন্তু সমস্ত উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণে সেই স্বরূপভূতা শক্তিকেই জানিতে হইবে, যেহেতু কার্য-বিশেষের উৎপত্তিতে তাহার কারণ বলিয়া বস্তু বিশেষকে স্বীকার করা অনর্থক—এই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। বিবর্তেও (শুক্তিতে রজতজ্ঞানে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে) রজতাদির স্ফূর্তিতে (প্রকাশে) শুক্তি প্রভৃতির অধিষ্ঠান অঙ্গীকার করা হয়, অঙ্গারাদি নহে; (অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ শুক্তিতেই রজত বলিয়া ভ্রম হয়, কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারে তাহা হয় না); এক্ষেত্রেও ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অন্য কিছু তাহা নয়; এই প্রকারেই স্বরূপশক্তিত্ব জানা যায়।" [**টিপ্পনী**—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম (১।১।১) "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ শক্তিবাদস্থাপন-পক্ষে বলিয়াছেন—"কার্যরূপ বিশ্বকে কারণরূপ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বুঝিতে গিয়া লোকে শূন্যবাদাশ্রয়ে কার্যানুভূতিকে কারণস্বরূপসহ ভ্রান্তিবশতঃ এক করিয়া ফেলেন, এবং সেইরূপ দোষ হইতে মুক্ত হইতে গিয়া কার্যে মিথ্যাত্ব আরোপ করিয়া ফেলেন; কার্যরূপ জগতে বা দেহে

"কিঞ্চ শক্তেরপ্যুৎপত্তিনাশাভ্যুপগমে কার্যত্বমেব স্যাৎ, ন তু কারণত্বম্। ততস্তস্যাঃ স্বরূপহানিশ্চ। কিঞ্চ জ্ঞানবদাশ্রয়াজ্ঞানং সম্ভবতি ন জ্ঞানমাত্রাশ্রয়মিতি। তেনৈবাজ্ঞানেন তদ্বিলক্ষণজ্ঞানমপি তত্রাবশ্যং ভবেৎ ইত্যতোঽপি তত্র ভবেচ্ছক্তিঃ।

অপি চ—চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞানী? অধ্যাসস্বরূপ এবেতি চেৎ,—ন; তস্য নিষেধতয়া নিবর্তকজ্ঞান-কর্মত্বাৎ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ,—ব্রহ্মণো নিবর্তকজ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপমুতাধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ,—অয়মধ্যাসস্তন্মূলবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্তক জ্ঞানাপেক্ষয়া তিষ্ঠত্যেব, নিবর্তকজ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। জ্ঞাতৃত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ।

আত্মস্বরূপ-বুদ্ধি করিতে গিয়া বিবর্তবাদাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও মায়াকে একই বুঝিয়া ফেলেন; অবিনশ্বর পরমোপাদেয় অন্তরঙ্গা শক্তিকে মায়াশক্তি বলিয়া অভিন্ন বুদ্ধি করেন।·· ···আরও যেরূপ বিশ্বরূপ-কার্যে অনুপপত্তি হেতু পরমকারণ রূপ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার শক্তিও স্বাভাবিকী বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে (শ্বেঃ ৬।৮)। কার্যবিশেষের উৎপত্তি-বিষয়ে কিঞ্চিৎকরত্বমূলে কারণ নির্দিষ্ট হওয়ায় বস্তুর বিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে। এই কিঞ্চিৎকরত্বই স্বাভাবিকশক্তি। তাহা হইলে অজ্ঞানময়তা ব্যতীত স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রতিপাদিত হইল—ইহাই স্বরূপশক্তি। সেই স্বরূপশক্তিই সমস্ত ভগবত্তাসাধনে সমর্থা।" এখানে কথিত বিবর্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধে তাহা সংক্ষেপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবর্তনে বর্ণিত হইতেছে। "বিবর্ত-শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ—'অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ, অথবা অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ', অর্থাৎ—যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতির নাম 'বিবর্ত'। জীব চিৎকণবস্তু, জড়ীয় স্থূল ও লিঙ্গ দেহের সহিত আপনাকে এক মনে করিয়া যে নিজ পরিচয় দেন, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য অন্যথা বুদ্ধি—ইহাই বেদ-সম্মত একমাত্র বিবর্তের উদাহরণ। মায়িক দেহে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিবর্তভ্রম দূর করিতে বেদের উপদেশ।" মায়াবাদিগণের বিবর্তবাদে বলা হয়—'যদ্রূপ সৎরজ্জুর বিবর্ত সর্প, বা সৎ শুক্তির বিবর্ত রজত, তদ্রূপ সৎ ব্রহ্মের বিবর্ত জীব ও জগৎ অসৎ ও মায়াময়।' এইমতে ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া 'আমি জীব' প্রভৃতি বুদ্ধি করিয়া বিবর্তগ্রস্ত হ'ন। কিন্তু এই 'মায়া' স্বীকার করিয়া তাঁহারা কি ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বা দ্বিতীয়তত্ত্বরাহিত্য স্থির রাখিতে পারিয়াছেন? মায়াকে শক্তিরূপে স্বীকার করিলে ত' তাঁহারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্বীকারই করিলেন। বিশেষতঃ শ্রুতি নানাস্থলেই ত' সেই উপদেশই দিয়াছেন। পরতত্ত্বকে কেবল নির্বিশেষ মানিলে তাঁহাতে পূর্ণত্বের হানি হয়। একটী শ্রুতিমন্ত্রে (তৈঃ ৩।১) তাঁহাতে 'অপাদান', 'করণ', 'কর্ম' ও 'অধিকরণ'-রূপ কয়েকটী কারকত্ব বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম"। পরতত্ত্ব এই সকল লক্ষণে বিশিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি সবিশেষ। বিশেষতঃ 'যতঃ' বা 'যাঁহা হইতে জাত বলাতে ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র (ছাঃ ৬।২।৩) শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি—অর্থাৎ 'তিনি দৃষ্টিক্ষেপ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তেজ (অগ্নি) সৃষ্টি করিলেন' (ক্রমে জল প্রভৃতি)। ঘটের যেমন নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ, সেইরূপ বিশ্বের স্রষ্টা বা নিমিত্তকারণও তিনি, ভূতাদি বা উপাদানকারণও তিনি। ঐতরেয় (১।১।১-২) শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন—"স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকানসৃজত।" ইত্যাদি। শ্রীজীবপাদ পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৮ সংখ্যায় শক্তিপরিণাম স্থাপন করিয়াছেন, পরে আলোচিত হইবে।]

শক্তিবাদ-স্থাপন—অধিকন্তু জগদ্রূপ বিবর্তে ব্রহ্মের কিছু কর্তৃত্ব আছে কি না? যদি না থাকে, তবে

কিঞ্চ নিত্যং জ্ঞানমেব সর্বস্ফূর্তৌ কারণমিতি,—তথাভূতস্য জ্ঞানস্য কেনাপ্যপ্রমেয়ত্বাৎ প্রমাণৈরন্যাপোহেঽপি নিকৃষ্টবস্তুস্পর্শেন শূন্যপ্রতীতিমাত্রস্যানর্হত্বাৎ বিবেকাবস্থায়াং যৎ তস্যাস্তিত্বেন প্রত্যয়নং তৎ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বয়মেব ভবেদিতি বাস্ত্যেব তাদৃশী শক্তিঃ। কৈবল্যে তু সা নিরাবরণা ভবিষ্যতীতি যুক্ত্যা লভ্যতে। অতএব তাদৃশশক্তিতয়া বিলক্ষণবস্তুত্বেন বস্ত্বন্তরবৎ স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধশ্চ নাশঙ্কনীয়ঃ প্রকাশবস্তুনঃ স্বপ্রকাশনবৎ।

শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে দোষঃ

অথ কৈবল্যেঽপি দোষো যথা—তত্রানন্দসত্ত্বেব কেবলানন্দস্যানন্দস্ফূর্তিঃ। ততশ্চ তদা স্বস্য

অজ্ঞানদ্বারাই জগতের বিবর্ত হউক, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম-অঙ্গীকারের কি প্রয়োজন? আর যদি বলা যায় যে, উহা আছে, তাহা হইলে ত' শুদ্ধ জ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্মের শক্তি আসিয়া গেল। [**টিপ্পনী**—শক্তি না থাকিলে কর্তৃত্ব কিরূপে আসিবে? কিছু করিতে গেলেই শক্তির প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িকগ্রন্থ 'তত্ত্বদীপিকা'য় বলিয়াছেন—"শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্যোৎপাদনযোগ্যো ধর্মবিশেষঃ। স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপকারণাত্মকঃ।" অর্থাৎ—'শক্তির অর্থ—কার্যোৎপাদনযোগ্য কারণনিষ্ঠ ধর্ম; সে ধর্মটী এই যে, প্রতিবন্ধক না থাকিলে উহা কার্য করিবেই, যেহেতু উহা কারণাত্মক।' ইহার টীকায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে বলিয়াছেন—"যদভাবাৎ কার্যভাবঃ তেন বিনা তদভাবাৎ; যদ্ভাবানুপপত্তের্ব্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ—'যাহার অভাবে কার্যের অভাব, সেই ধর্ম (শক্তি) না থাকিলে, কার্য হইতে পারে না; যাহার (কার্যের) ভাবের অনুপপত্তি হওয়ায় ব্যতিরেকমুখে শক্তিসিদ্ধি অর্থাৎ শক্তির স্বীকৃতি হয়।'] অদ্বৈতশারীরককৃৎও (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যরচয়িতা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যও) এইরূপ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৮ ভাষ্যে), যথা—"শক্তি কার্য-কারণের নিয়মাত্মক বলিয়া কল্পিতা; নানাবিধা না হইয়াও কার্যের নিদান বা কারণ হইবে, যেহেতু কার্য সত্ত্ব হইতে অবিশেষ নহে ও অন্যত্ব বা কারণ হইতে অবিশেষ। অতএব কারণের আত্মভূত শক্তি ও শক্তির আত্মভূত কার্য।" অধিকন্তু যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই জ্ঞান, এই নিয়মদর্শনে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, জ্ঞানের সত্তা চৈতন্য (চিৎ) হইতেই। অতএব স্ফোরকতা অর্থাৎ স্ফূর্তি বা প্রকাশপ্রাপ্তির যোগ্যতা লক্ষণ দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, শক্তি চিৎ বা স্বরূপশক্তি।

অতএব (বর্ধনার্থ বৃণ্হ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিতে) শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম বৃংহতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ন ও বৃংহয়তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করান", আর বিষ্ণুপুরাণ (১।১২ ৫৭) বলিয়াছেন—"বৃংহত্ব ও বৃংহণত্বহেতু ভগবদ্রূপের নাম ব্রহ্ম"—এই দুই বচনে 'বৃহত্ত্ব' বলিয়া শক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন। সেই শক্তিমত্তার সন্নিধানবলে (অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় পূর্ণশক্তিমত্তা না হইলেও) তদূন শক্তিমান্ তত্ত্বও ব্রহ্মনামে অঙ্গীকৃত হ'ন; সেক্ষেত্রে শক্তিই পর্যবসিত।

ব্রহ্মসূত্র "প্রবৃত্তিশ্চ" (২।২।২, জড়বস্তু চেতন বস্তু দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলে উহার প্রবৃত্তি দেখা যায়)—ইহার ভাষ্যে অদ্বৈত-শারীরকভাষ্যকৃৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, যথা—"যদি আপত্তি উঠে যে, বিজ্ঞানরূপব্যতিরেকে দেহাদি সংযুক্ত আত্মার প্রবৃত্তিই অনুপপন্ন, তখন উহার প্রবর্তকত্ব ত' অনুপপন্ন হইবেই, ইহার উত্তর—না, তাহা নয়; অয়স্কান্তাদি (চুম্বক) বা রূপাদি (বিজ্ঞানরূপ না হইয়াও লৌহকে বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া) যেমন প্রবর্তক হইতে পারে, সেইরূপ আত্মাও, ইহা সম্যক্ উপপন্ন।"

যদি আপত্তি উঠে যে, জগদ্রূপ কার্যে অজ্ঞান অঙ্গীকৃত হয়; বস্তুতঃ সেই কার্য ও অজ্ঞান—এই দুইটীই হওয়ায় উহাদের প্রবর্তিকা বলিয়া লক্ষিতা শক্তিও ব্রহ্মের নাই। না, এ আপত্তি অমূলক; এরূপ হইলে জগজ্জন্মাদিলক্ষিত

স্বস্মিন্নস্ফূর্তের্বিষয়েন্দ্রিয়বজ্জড়ত্বমেব তত্র পর্যবসতি। তথা তদাঽপরাভাবাৎ স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চাস্ফূর্তেঃ শূন্যত্বং বা। অতঃ কস্যচিত্তথাপুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ। তস্মাৎ যুষ্মাভিরপি স্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য পুরুষার্থত্বং শ্রূয়তে। ইতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা চ স্বরূপশক্তির্মন্তব্যৈব।

নম্ন স্বপ্রকাশত্বাদেব তদ্ভাসিষ্যতে কৃতং শক্ত্যেতি চেৎ, এবমপি নিগৃহীতোঽসি বাগ্গুরয়া। যস্মাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ স ভাসিষ্যতে তদেবাস্মাকং স্বরূপশক্তিরিতি স্বয়মেব কণ্ঠে প্রতিবদ্ধত্বাৎ। ন চ স্বপ্রকাশত্বং বিনা স্বপ্রকাশং নাম বস্ত্বস্তি। অথ স্বপ্রকাশত্বং নাম পরানপেক্ষাসিদ্ধিরেব ন তু বস্ত্বন্তর-মিত্যাদিপক্ষেঽপি সিদ্ধিপ্রভৃতয়োঽপি সৈবেতি।

ব্রহ্মেরও অসত্তা-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আর সেরূপ হইলেও অজ্ঞান ও তৎকার্যের অতিরিক্তরূপে স্বরূপভূতা শক্তির স্থিতি দুর্নিবারা (অবশ্য স্বীকার্য), যেহেতু তদ্বিরোধী কিছুই নাই। সূর্যদ্বারা প্রকাশ্যবস্তু নাশ প্রাপ্ত হইলে সূর্যের প্রকাশ কিছু নাশপ্রাপ্ত হয় না, সূর্য সূর্যই থাকে, ইহাই সঙ্গত (শক্তিও তদ্রূপ)। সুতরাং শক্তির অস্তিত্বের অস্বীকার অর্ধকুকুটী-ন্যায় উপহাস্য হইবে। [**টিপ্পনী**—'অর্ধকুক্কুটীন্যায়' — কুক্কুটীর অর্ধাংশ বৃদ্ধ ও অপর অর্ধাংশ যুব—একথা যেরূপ অপ্রমাণ; অথবা ডিম্বপ্রসবের জন্য পশ্চাদ্‌ভাগ রাখিয়া রন্ধনজন্য কর্তন করা যেরূপ মূর্খতার পরিচায়ক—তদ্রূপ একই অখণ্ড বস্তুর কিছু স্বীকার ও কিছু অস্বীকার এই ন্যায় প্রযোজ্য। শ্রীচরিতামৃত (আদি ৫।১৭৬-১৭৭) বলিয়াছেন—"একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। 'অর্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়' তোমার প্রমাণ॥ কিম্বা দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥"

অদ্বৈতশারীরকে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫ এর শাঙ্কর ভাষ্যে) তাহা কথিত হইয়াছে, যথা—"কর্ম (অর্থাৎ জগৎপ্রকাশ-কার্য) না থাকিলেও সূর্য প্রকাশপ্রাপ্ত হ'ন"—এইভাবে কর্তৃত্বের ব্যপদেশ বা কথন দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্মের জ্ঞান-কর্ম হইলেও (ছাঃ ৬।২।৩) "তদৈক্ষত" (অর্থাৎ 'তিনি দৃষ্টি ক্ষেপ বা আলোচনা করিলেন')—ইহাতে কর্তৃত্বব্যপদেশ উপপন্ন হয় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য হয় না।" ঐরূপ তাঁহার সহস্রনাম ভাষ্যেও (৭২) "স্বরূপ সামর্থ্যবলে তিনি চ্যুত হ'ন নাই, চ্যুত হইতেছেন না ও চ্যুত হইবেন না বলিয়া অচ্যুত।" শ্রুতিও তাঁহাকে 'অচ্যুত' বলেন—"শাশ্বত (নিত্য) শিব (মঙ্গলপ্রদাতা) অচ্যুত।" অতএব বস্তুর শক্তি মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় কার্যের পূর্বকালে ও পরবর্তীকালেও থাকেই, তবে কার্যকাল প্রাপ্ত হইয়া স্পষ্ট প্রকাশ পায়—ইহাই বিশেষ। অদ্বৈতশারীরকেও (শ্রীমৎ শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যেও) বলিয়াছেন—"এই যে (জগতে) চেতনতার অভাব, তাহা বিষয়ের অভাবজনিত, চৈতন্যের অভাবহেতু নহে।

অধিকন্তু শক্তি হইতে উৎপত্তি, নাশ ও অভ্যুপগমে (প্রাপ্তিতে) কার্যত্বই হইবে, কারণত্ব নহে; সেরূপ হইলে শক্তির স্বরূপের হানি হয়। আরও অজ্ঞানের জ্ঞানময় আশ্রয়ই সম্ভবপর, জ্ঞানমাত্র আশ্রয়ে নহে। সেই অজ্ঞানের সহিতই তাহা হইতে বিলক্ষণ জ্ঞান সেখানে অবশ্য থাকিবে। এই কারণেই ব্রহ্মে শক্তি থাকিবে।

অপিচ, চিন্মাত্র (ব্রহ্ম) ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বস্তুর নিষেধাত্মক যে জ্ঞান, তাহার জ্ঞানী কে? (জ্ঞানীও কি নিষিদ্ধ বস্তু নয়?) যদি বলা যায় যে, এই জ্ঞানী অধ্যাসস্বরূপ (আরোপিত তত্ত্ব) তাহাও ত' নয়; ঐ নিষেধ থাকায় ব্রহ্মেতর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব-নিবর্তক যে জ্ঞান, ঐ অধ্যাসস্বরূপ জ্ঞানী সেই জ্ঞানের কর্ম হওয়ায়, তাহার কর্তৃত্ব অনুপপন্ন। আর যদি বলা হয় যে, সে জ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা হইলে নিবর্তক জ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব কি স্বরূপগত, না অধ্যস্ত (আরোপিত)? যদি অধ্যস্ত বলা যায়, তবে এই অধ্যাস, আর তাহার মূল যে বিদ্যান্তর, তাহাও নিবর্তক জ্ঞানের অপেক্ষাতেই থাকে; নিবর্তকজ্ঞানান্তরের অভ্যুপগম বা প্রাপ্তি হইলে, তাহাও ত্রিরূপ (জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়)

কিঞ্চ নির্বিশেষপ্রকাশমাত্রব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরুপপাদম্ "প্রকাশো"ঽপি নাম স্বস্য পরস্য চ ব্যবহার-যোগ্যতামাপাদয়ন্ "বস্তুবিশেষঃ"। নির্বিশেষবস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্ত্বমেব। তদুভয়রূপত্বাভাবেঽপি তৎক্ষমত্বমপি চেৎ ? তন্ন,—তৎক্ষমত্বং হি তৎ-"সামর্থ্য"মেব। সামর্থ্যগুণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্যাদিতি। তথা নির্বিশেষবাদে স্বাভ্যুপগতানিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুরিতি চ।

অপি চ—"নির্বিশেষবস্তুবাদিভির্নির্বিশেষবস্তুনীদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষ-বস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্" [শ্রীভাষ্য বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃঃ] তেষাং নির্বিশেষবিষয়ত্বে চ প্রমেয়ত্বা-

---

হওয়ায় জ্ঞাতার অপেক্ষায় অনবস্থা বা অবিশ্রান্তিরূপ তর্কদোষ আসিয়া পড়ে (—এই তর্কের আর বিরাম হয় না)। আর যদি জ্ঞাতৃত্বকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ত' আমাদেরই পক্ষ গৃহীত বা স্বীকৃত হইল (—অসম্যক দর্শনে নির্বিশেষ ব্রহ্মত্ব, আর সম্যগ্‌দর্শনে সবিশেষ ভগবত্তা)।

আর নিত্যজ্ঞানই সকল স্ফূর্তি বা প্রকাশের কারণ ; সেই প্রকার জ্ঞান কাহারও দ্বারা প্রমাণের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া প্রমাণদ্বারা অন্যের অপোহ বা নিরাস হইলেও নিকৃষ্ট (মায়িক) বস্তুর স্পর্শদ্বারা শূন্য প্রতীতি মাত্র বা অস্তিত্ব-হীন হইবার অযোগ্য হওয়ায় বিবেক অবস্থায় যে সেই শক্তির অস্তিত্বে যে প্রত্যয় বা নিশ্চিত বিশ্বাস, তাহা পরিশেষ্য প্রমাণদ্বারা (—যাহার পরে আর অন্য প্রমাণের স্থান নাই, তদ্দ্বারা) স্বয়ং হইবে অর্থাৎ সেই প্রকার শক্তি অবশ্যই আছেন। কিন্তু কৈবল্যে (নির্ভেদ ব্রহ্মানুভূতিতে) সেই শক্তি নিরাবরণ (ঐ অনুভূতির আবরণরূপে উপলব্ধ) হইবেন না, (কিন্তু বিশুদ্ধজ্ঞানরূপেই হইবেন)—ইহা যুক্তিদ্বারা লভ্য। অতএব ঐরূপ শক্তিবশতঃ বিলক্ষণবস্তুরূপে প্রকাশবস্তুর স্বপ্রকাশনের ন্যায় অন্যবস্তু যেরূপ, সেরূপ নিজেতে ক্রিয়াবিরোধের আশঙ্কা করা যায় না।

শক্তির অস্বীকার কৈবল্যের দোষ

এখন কৈবল্যেও দোষ, যথা—কৈবল্যে আনন্দসত্তাই কেবল অনন্ত আনন্দের স্ফূর্তি। সেই কারণে সে সময়ে নিজের নিজেতে স্ফূর্তি হওয়ায় বিষয়েন্দ্রিয়ের (পাণি-পাদাদির) ন্যায় জড়ত্বই পর্যবসিত হয়। (হস্ত-পদাদি প্রবর্তিত না হইলে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না)। অথবা ঐ প্রকারে তখন অপরের অভাবে আপনাতে ও অন্যত্র স্ফূর্তি না হওয়ায় শূন্যত্বই পর্যবসিত হয়। অতএব কাহারও ঐ প্রকার পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তি পর্যন্ত হইবে না। অতএব আপনারাও (অপর-পক্ষীয়গণ) স্বরূপাবস্থালক্ষণকেই পুরুষার্থত্ব বলিয়া শ্রবণ করিতেছেন। আর এই প্রকার শ্রুত অর্থ অন্যপ্রকার বলিয়া উপপন্ন না হওয়ায় স্বরূপশক্তিকে মানিতেই হইবে।

যদি বলেন যে, স্বপ্রকাশত্বহেতুই ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইবেন, শক্তিতে কি প্রয়োজন ? এরূপ বলিলেও আপনি (অপরপক্ষ) বাক্যজালে (পাশবদ্ধ মৃগের ন্যায়) নিপীড়িত হইলেন। সে স্বপ্রকাশত্ব-হেতু ভগবান্ উদ্ভাসিত হইবেন, তাহাই ত' আমাদের (প্রস্তাবিত) স্বরূপশক্তি, এই কথার স্বয়ংই কণ্ঠে প্রতিবদ্ধত্ব বা ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্ব হইবে (—অর্থাৎ এই কথাতেই কণ্ঠ ভরিয়া যাইবে)। আর স্বপ্রকাশত্ব (স্বরূপশক্তি) বিনা স্বপ্রকাশবস্তুর অস্তিত্বই হয় না। এখন যদি কথা উঠে যে, স্বপ্রকাশত্ব অন্যের অপেক্ষারহিত সিদ্ধি, উহা ভিন্ন বস্তু নয়, এই পক্ষেরও উত্তর হইতেছে যে, ঐ সিদ্ধি প্রভৃতিও সেই স্বরূপশক্তিই।

উপরন্তু, নির্বিশেষপ্রকাশ মাত্র ব্রহ্মবাদে (—যে বাদে বা মতানুসারে ব্রহ্ম কেবল নির্বিশেষ প্রকাশ) ব্রহ্মের প্রকাশত্বেরও উপপত্তি দুষ্কর, (উপপন্ন হইতে পারে না)। 'প্রকাশও' নিজের ও অপরের ব্যবহার যোগ্যতার

পাতেন নশ্বরত্বমেব ভবন্মতং ব্রহ্মণ্যপি স্যাৎ। "যস্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠীনিষ্ঠসময়ঃ, সোঽপ্যাত্মসাক্ষিকসবিশেষানুভবাদেব নিরস্তঃ।" (শ্রীভাষ্যঃ বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃঃ) কিঞ্চ বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম সবিশেষং বস্তুত্বাৎ ঘটাদিবৎ; অবিশেষং যত্তদসৎ প্রমাণাসিদ্ধত্বাৎ শশবিষাণাদিবৎ।

"শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যম্, পদবাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেন হি পদত্বম্। প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরর্থভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদনমবর্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থভেদনিবন্ধনঃ। পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থসংসর্গবিশেষাভিধায়িত্বেন নির্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্"। ইতি (শ্রীভাষ্যঃ বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃঃ)।

তস্মাৎ সবিশেষত্বম্ এব সিদ্ধম্,—স চ 'বিশেষঃ'—শক্তিরেব। ততশ্চ শক্তিলেশং বিনা ন কচিদবগম্যতে বস্তুতত্ত্বমিতি সর্বানুভবসিদ্ধম্। শ্রুতিশ্চ কেবলস্যৈব তস্য স্বানুভবমভিদধাতি,—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি (বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।১০)।

"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" (বৃঃ আঃ উঃ ৪।৩।২৩)। শ্রীমধ্বাচার্যানুসৃতং ব্যাখ্যানম্—"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ইতি। (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২।১।৩) "যঃ সর্বজ্ঞঃ" (মুঃ উঃ ১।১।৯) "এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ" (বৃঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঃ) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্,"—(তৈঃ উঃ ২।৪।১)

প্রতিপাদনকারী 'বস্তুবিশেষ'ই। নির্বিশেষ বস্তুর ঐ উভয়রূপ যোগ্যতাই না থাকায় উহা ঘটাদির ন্যায় অচিৎ। যদি আপত্তি হয় যে, ঐ উভয়রূপ যোগ্যতার অভাবেও প্রকাশের ক্ষমত্ব আছে, না, তাহা নয়, ঐ ক্ষমত্বই ত' উহার সামর্থ্য। ঐ সামর্থ্য গুণযোগেই নির্বিশেষবাদ পরিত্যাগের যোগ্য, অর্থাৎ নিরস্ত হইবে। ঐ প্রকারে নির্বিশেষবাদে নিজ অভ্যুপগত বা স্বীকৃত অনিত্যত্ব প্রভৃতিও নিষিদ্ধ হওয়া সঙ্গত।

অপিচ (বেঙ্কট প্রকাশিত শ্রীভাষ্যের ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন)—"নির্বিশেষবস্তুবাদিগণ বলিতে পারেন না যে, এইটী প্রমাণ, যেহেতু সমস্ত প্রমাণই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক।" ঐ সকল প্রমাণ নির্বিশেষবিষয়ত্বে আপনারা (উক্ত মতবাদিগণ) প্রয়োগ করিলে প্রমেয়ত্ব আসিয়া গিয়া আপনাদেরই মতে নশ্বরত্বই সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মসম্বন্ধেও তাহাই হয় (—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও নশ্বরত্ব দোষ আসিয়া যায়)। [**টিপ্পনী**—নির্বিশেষবাদিগণমতে প্রমেয়বস্তু মাত্রই নশ্বর; অথচ তাঁহারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ করিতে ব্যস্ত; তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহাতে ব্রহ্মে নশ্বরত্ব দোষ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি নষ্ট করিয়া দেয়।] পুনশ্চ শ্রীভাষ্য (ঐ পৃষ্ঠাতেই) বলিয়াছেন—"নির্বিশেষবাদিগণের যে স্বগোষ্ঠীনিষ্ঠসময় অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মকে স্বানুভবসিদ্ধ বলেন, কিন্তু সেই স্বানুভবসিদ্ধত্বও আত্মাসাক্ষিক অর্থাৎ স্বীয় প্রতীতিবিষয়ক হওয়ায় তাহা সবিশেষ অনুভব বলিয়া নিরস্ত, (যেহেতু স্বানুভবযোগ্য বিষয় কখনও নির্বিশেষ হইতে পারে না)"। অধিকন্তু, বিবাদের বিষয়রূপে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম সবিশেষ, যেহেতু তিনি বস্তু, যেমন ঘটাদি; যাহা অবিশেষ, তাহা অসৎ বা অস্তিত্বহীন, যেমন শশকের শৃঙ্গ। (যেরূপ শশকের শৃঙ্গ নাই, সেইরূপ বিশিষ্টত্বরহিত বস্তুরও অস্তিত্ব নাই, কাল্পনিকমাত্র)।

শ্রীভাষ্যের ঐ পৃষ্ঠাতেই আরও বলিয়াছেন—"বিশেষদ্বারাই শব্দ সবিশেষ বস্তুতে অভিধান বা নামকথনাদিতে সমর্থ, যেহেতু বস্তুর অভিধানে যে পদবাক্য প্রয়োজন, তদ্রূপেই শব্দের প্রবৃত্তি। [**টিপ্পনী**—ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭ "শ্রুতেস্তু

ইত্যাদাবুভয়ব্যপদেশাৎ যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিমত্ত্বঞ্চ। 'তু' শব্দঃ শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণম্—ইতি নির্ধারয়তি। অতঃ স্বস্মিন্নেবাভেদভেদনির্দেশলক্ষণোভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথা,—অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিভির্ভেদ এবমিহাপি"।

"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" ইতি— (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৯) ইতি অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা,—প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ। অথচ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি"। (শাঙ্করভাষ্যম্)।

"পূর্ববদ্বা"—(ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০) ইতি অথবা "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯) ইত্যত্রোত্তরশব্দবদনন্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ পূর্বো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মন্তব্যম্। ততশ্চ তস্য যথা প্রকাশৈকরূপত্বেঽপি স্বপর-প্রকাশনশক্তিত্বমুপলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বপরজ্ঞানানন্দহেতুরূপশক্তিত্বম্।

অত্র স্বয়ং স্বং জানাতীতি স্বার্থস্ফূর্তিরিতি ন প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্। তদেব-"মুভয়ব্যপদেশাৎ" সাধয়িত্বা শ্রুত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—"প্রতিষেধাচ্চ" ইতি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১)। ন চ বক্তব্যং তত্র সর্বজ্ঞত্বাদিবস্ত্বন্তরম্; যতো "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি (বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।১৯) তথা,—

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।৮) ইতি

শব্দমূলত্বাৎ", ইহার অর্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ভাষ্যে বলিয়াছেন— "ব্রহ্ম শব্দমূল, শব্দই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ নহে। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের একমাত্র মূল শব্দ"। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব প্রভু বলিয়াছেন—"সর্বকর্তৃত্বসত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব শ্রুতির অনুসারেই স্বীকার করিতে হইবে। অবিচিন্ত্য একমাত্র শব্দের প্রমাণ।" কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দদ্বারা পদবাক্যরূপে যে বস্তুর অভিধান, তাহা সবিশেষই হইবে, নির্বিশেষ নহে। সুতরাং শব্দগম্য ব্রহ্মবস্তু সবিশেষই; তবে অসম্যক্ দ্রষ্টার নিকট তাঁহার নির্বিশেষ স্ফূর্তি।] প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগেই পদ হয়। [**টিপ্পনী**—'প্রকৃতি' বলিতে মূল শব্দকে বুঝায়; প্রকৃতি দ্বিবিধ, ধাতু ও প্রাতিপদিক। ক্রিয়াবাচিকা প্রকৃতিকে ধাতু বলে, আর 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রতিপাদিকম্'—ধাতু নয়, প্রত্যয়ও নয়, এমন প্রকৃতিকে প্রাতিপদিক বলে, বিভক্তিশূন্য বস্তু, ব্যক্তি প্রকৃতিবাচক বা বিশেষণবাচক শব্দ, যেমন নাম, লিঙ্গ প্রভৃতি প্রাতিপদিক। 'প্রত্যয়'—প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর বা পরে যুক্ত ক্রিয়মাণ পঞ্চবিধ শব্দাংশ, যথা বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী ও ধাত্ববয়ব। আর পদ—'সাধারণতঃ সুপ্তিভন্তং পদম্'—অর্থাৎ 'ধাতু ও প্রাতিপদিক বিভক্তিযুক্ত হইলে পদ হয়। তাই বলা হইয়াছে প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগে পদ'।] অতএব প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদবশতঃ পদেরও বিশিষ্টার্থ অবশ্যই প্রতিপাদিত বা বোধিত হইবে, ইহার ব্যত্যয় নাই। অর্থভেদ জন্যই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমূহের সমষ্টি বাক্য অনেক পদের অর্থসমূহের সম্মিলন বিশেষের নাম হওয়ায়—[**টিপ্পনী**—বাক্যসম্বন্ধে সাহিত্য দর্পণ হইতে বিশেষ আলোচনা অস্মদীয় সংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভের পরিশিষ্ট সর্বসংবাদিনীর ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।] —বাক্যের নির্বিশেষবস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই; অতএব নির্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে শব্দ প্রমাণ নহে।"

অতএব সবিশেষত্বই সিদ্ধ (স্থাপিত) হইল। আর সেই বিশেষ হইল শক্তিই। ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ

"চ" কারেণ তজ্জ্ঞানাদিকং প্রতিষিধ্য স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিত্বমেব স্থাপ্যতে।

ইত্থং শ্রীস্বামিচরণৈরপি, "ত্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণঃ" [শ্রীভাঃ ৮।২৪।৫০] ইত্যত্র শ্রীমৎস্য-দেবস্তুতৌ ব্যাখ্যাতম্—"অর্কপ্রকাশবৎ স্বত এব দৃক্ জ্ঞানং যস্য স অর্কদৃক্। অতঃ সর্বদৃশাং সর্বেন্দ্রিয়াণাং সমীক্ষণঃ প্রকাশক ইতি"।

এবঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈরুক্তম্—"জ্ঞানস্বরূপস্য চ তস্য জ্ঞাতৃস্বরূপত্বং দ্যুমণিদীপাদিবদ্ যুক্তমেবে-ত্যুক্তম্।" [শ্রীভাষ্য বেং কোং প্রঃ খঃ ৫৩ পৃঃ]। অদ্বৈতগুরুণাপি "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) ইত্যত্র সাংখ্যপূর্বপক্ষমাক্ষিপতৈব ব্যাখ্যাতম্ ; যথা—"যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরসম্বন্ধমন্তরেণে-ক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি"। ন তচ্চোদ্যমবরতি, সবিতৃপ্রকাশবদ্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞানসাধনাপেক্ষা-নুপপত্তেঃ। অপিচ ;—অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শারীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধ-কারণশূন্যস্যেশ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমৌ ঈশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ,—"ন তস্য কার্য"-মিত্যাদি (শ্বেঃ ৬।৮), "অপাণিপাদঃ" (শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।১৯) ইত্যাদীনি।

"জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞান-বিষয়-স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেৎ ? ন। সততোষ্ণ-প্রকাশেঽপি সবিতা বিদহতি, প্রকাশয়তীতি,—স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশদর্শনাদিতি চ"। ইত্থমেবাদ্বৈত-শারীরক এব বিজ্ঞানবাদনিরাকরণে "নাভাব উপলব্ধেঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮) ইত্যসত্যব্যাখ্যানে সাক্ষিত্বং চৈতন্যস্য

যে শক্তিলেশ বিনা (—অর্থাৎ অন্ততঃ কিছুমাত্র শক্তি না থাকিলে বস্তুতত্ত্ব কোনও স্থলে অবগত হওয়া যায় না। শ্রুতিও (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) কেবল ব্রহ্মেরই স্বানুভবের কথা বলিয়াছেন, (অন্য কাহারও তাঁহার সম্বন্ধে স্বানুভব সিদ্ধ নয়), যথা—"এই বিশ্ব (সৃষ্টির) অগ্রে কেবল ব্রহ্মই ছিলেন : তিনি 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া আপনাকে জানিয়াছিলেন।" [**টিপ্পনী**—ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, অপর কেহ 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' বলিয়া তদ্রূপ চিন্তা করিলে তাহা অসঙ্গত। 'তৎ'-ব্রহ্ম, 'আত্মানম্ এব' নিজেকেই, 'অবেৎ'-জানিলেন, 'অহং'-আমি, ব্রহ্ম, 'অস্মি' হইতেছি। তিনি আপনাকেই আর কাহাকেও নয়, ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন।]

শ্রুতি (বৃঃ আঃ ৪।৩।২৩) বলিয়াছেন—"অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না : কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, যিনি তাঁহা হইতে অন্য কাহাকেও বা অন্য কিছুকে বিভক্ত বা পৃথক্-কৃত দেখিবেন"। শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের অনুসরণে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, যথা—(ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮) "অহিকুণ্ডল ন্যায় উভয় প্রকার ব্যপদেশ বা কথনই স্বীকার্য।" [**টিপ্পনী**—সূত্রের গোবিন্দভাষ্য—স্বরূপ হইতে গুণসমূহের ভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সংশয় এই যে, ভজনীয় ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দ, না, জ্ঞানানন্দী ? সূত্রে উত্তর—দুই প্রকারই সঙ্গত ; জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দ ধর্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানানন্দ ও জ্ঞানানন্দী) বলিয়া মানিতে হইবে অহিকুণ্ডলের ন্যায়। অহি বা সর্প কুণ্ডলাত্মক হইলেও কুণ্ডলকে যেমন সর্পের বিশেষণ বলিয়া মানা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়। উভয় ব্যপদেশ—শ্রুতিতে দুইপ্রকার অভিধানই আছে, যেমন 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮, এখানে ব্রহ্মই বিজ্ঞান ও আনন্দ), 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' (তৈঃ ২।৪।১, এখানে ব্রহ্মের আনন্দ)।] 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ' ; 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম'—অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, যাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়; সেইহেতু ইনি ব্রহ্ম' ; 'এই আত্মা পরমানন্দ' 'যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন'—এইপ্রকার উভয় ব্যপদেশ হইতে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিময়ত্বও যুক্ত। (সূত্রে) 'তু'-শব্দটী শ্রুতিই যে এখানে প্রমাণ, ইহাই নির্ধারিত হইতেছে। অতএব আপনাতেই অভেদ ও ভেদলক্ষণ উভয় ব্যপদেশহেতু অহিকুণ্ডলত্ব ন্যায়ের দৃষ্টান্তীভূত হইবার যোগ্যত্ব হইয়াছে। যথা—অহি বলিলে অভেদ অর্থাৎ কোনও

দৃশ্যতে। তস্মাদেকস্যৈব তত্ত্বস্য স্বরূপত্বম্, স্বরূপত্বাপরিত্যাগেনৈব শক্তিত্বঞ্চ সিদ্ধম্।

তথা চোক্তম্—

"চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে,
সা সত্যৈব পরা জড়া ভগবতঃ শক্তিস্ত্বিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তে,
তচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে॥" ইতি।

ইত্থমেব ব্যাখ্যাতং শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি স্বামিপাদৈঃ, (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৬১)—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

ভেদের প্রস্তাব নাই; অন্যদিকে কুণ্ডল (কুণ্ডলাকার বা বলয়াকার বেষ্টনী, চল্‌তি কথায় সাপের কুণ্ডলী), আভোগ বা ফণা, প্রাংশুত্ব বা দীর্ঘত্ব (অর্থাৎ লম্বালম্বিভাব)—এই ভিন্ন অবস্থাতে স্থিতিজনিত ভেদ; এখানেও (ব্রহ্ম সম্বন্ধেও) সেইরূপ (ভেদ ও অভেদ) [এই পর্যন্ত মধ্বভাষ্যের অনুবর্তন]।

ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৯—"প্রকাশবদ্বা তেজস্ত্বাৎ"—[**টিপ্পনী**—গোবিন্দভাষ্যপ্রদত্ত ব্যাখ্যা, যথা—ব্রহ্ম তেজস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় প্রকাশাশ্রয়ের ন্যায় উঁহার নির্ণয় হইবে। প্রকাশাত্মা সূর্য যেমন প্রকাশের আশ্রয়, ঐ প্রকার জ্ঞানাত্মা শ্রীহরিও জ্ঞানের আশ্রয়। অবিদ্যাবিরোধী ও তিমিরবিরোধী বস্তুকে তেজ বলে।] এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য, যথা—[অহিকুণ্ডলবৎ উভয় ব্যপদেশ] "অথবা ইহাকে (ব্রহ্মের ভেদাভেদত্বকে) প্রকাশাশ্রয়ের ন্যায় প্রতিপাদন করিতে হইবে। যেমন—প্রকাশ সবিতা বা সূর্য সম্বন্ধীয় ও তদাশ্রয় সবিতা অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়েই তেজ বলিয়া অবিশেষ বা অভেদ। অথচ ভেদব্যপদেশ বা তৎকথনযোগ্যও বটে, এইরূপ এখানেও অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধেও।"

"পূর্ববদ্বা" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০)—[**টিপ্পনী**—কথিত সিদ্ধান্তটী দৃঢ়ীকৃত করিতে তৎপরবর্তী সূত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার গোবিন্দভাষ্যানুগত অর্থ—"পূর্বকাল বলিলে যেমন একই বস্তু (কাল) অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদক, এই উভয়রূপেই প্রতীত হয়; ঠিক ঐ প্রকার জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম হইলেও ধর্মী ব্রহ্মরূপেই প্রতীত হয় এবং ব্রহ্ম আনন্দ হইতে ভিন্ন না হইলেও ব্রহ্মের আনন্দ ব্যবহারে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তগুলি উত্তরোত্তর (অহিকুণ্ডল, প্রকাশাশ্রয়, পূর্বকাল, পূর্বটী অপেক্ষা পরেরটী সূক্ষ্ম।"] এই সূত্রটীর সহিত 'অথবা' বলিয়া আর একটী সূত্র (২।৩।১৯) উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"আত্মনা চোত্তরয়োঃ"। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রের বক্তব্য বিষয়ের সহিত অত্রত্য প্রকরণের সম্বন্ধ না থাকিলেও "পূর্ববদ্বা" সূত্রে যেমন পূর্বশব্দের প্রয়োগ, এই সূত্রটীতে তৎপ্রতিযোগী 'অনন্তর'-অর্থযুক্ত 'উত্তর'-শব্দের প্রয়োগ জন্য ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জন্য এ সূত্রটীর অর্থ এখানে অপ্রয়োজনীয়।] এখানে 'উত্তর'-শব্দটীর ন্যায় অনন্তর বা ব্যবধানরহিত 'প্রকাশ' ও 'আশ্রয়'—এই দুইটীর (৩।২।২৯ সূত্রে) পূর্বে যে প্রকাশ, তাহারই ন্যায় বুঝিতে হইবে। অতএব সেই সূর্য প্রকাশক—এই একরূপ হইলেও তাহার স্ব-পর (আপনাকে ও অপরকে) প্রকাশনের শক্তির অস্তিত্ব যেরূপ উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরও স্ব-পর জ্ঞানানন্দহেতুরূপা শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার্য।

এখানে বিবেচনীয় যে, তিনি নিজেই নিজেকে জানেন বলিয়া তাঁহার স্বার্থস্ফূর্তি (স্বপ্রকাশকত্ব), প্রকাশের ন্যায় কেবল পরার্থসম্বন্ধীয় নয়। অতএব এই প্রকারে "উভয়ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮) সাধন (ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দ ও জ্ঞানানন্দী—এই উভয়ই স্থাপন) করিয়া অন্য শ্রুতি হইতেও ঐ তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রকার স্থাপন করিতেছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১) "প্রতিষেধাচ্চ" সূত্রে। [**টিপ্পনী**—আমরা "উভয়ব্যপদেশাৎ" সূত্রে (৩।২।২৮) দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞান-আনন্দ হইলেও তিনি জ্ঞানরূপ, আনন্দরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ধর্ম ও ধর্মী উভয়ই তিনি। বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মে এই ধর্মত্ব ও ধর্মিত্বের ভেদ শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। গোবিন্দভাষ্য হইতে ইহার কিছু ব্যাখ্যা

ইত্যত্র "বিষ্ণুশক্তিঃ" বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরমপদ-পরব্রহ্ম-পরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা। "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্" (বিঃ পুঃ ৬।২।১) ইত্যত্র,—'প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তমিতি।'

অতঃ স্বরূপস্য কার্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং, ন স্বত ইত্যায়াতম্। ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্, বিশেষণরূপং কার্যোন্মুখত্বং তু শক্তিঃ,—জগচ্চ কার্যক্ষমত্বমূলমিতি। তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা শক্তিরিত্যবগম্যতে। তথাপি বস্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্যা নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। "বস্তেবাস্তু,—কা তত্র শক্তির্নাম" ইতি মতন্তু ন বেদান্তিনাং

গৃহীত হইতেছে—"কঠোপনিষৎ (২।১।১১, ১৪) বলেন—'সংস্কৃত মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য ; এই ব্রহ্মে কিছু-মাত্র নানাত্ব বা ভেদ নাই। যে ব্যক্তি ইঁহাতে নানাত্ব বা ভেদের ন্যায় কিছু দেখে, সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যু অর্থাৎ ঘোরতম তামিস্র প্রাপ্ত হয়। (১১)। দুর্গে অর্থাৎ অত্যুচ্চ দুর্গম পর্বতশিখরে পতিত বৃষ্টির জল যেরূপ নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন পথ দিয়া প্রধাবিত হয়, সেই যে ব্যক্তি ধর্মী ব্রহ্ম হইতে তদীয় ধর্ম সমূহকে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করে, সে ঐসকল ভেদ-দৃষ্ট ধর্মেরই অনুসরণ করে, ব্রহ্ম-দর্শনে যোগ্য হয় না। (১৪)।' স্মৃতিও বলেন—'পরমেশ্বর নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, জড়াত্মকশরীরগুণহীন, আনন্দমাত্রকর-চরণমুখ-উদরাদিময়, সর্বত্র ভেদরহিতাত্মা।' গুণ ও গুণীর ভেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় ভগবৎস্বরূপ হইতে গুণের ভেদ নাই। অতএব জ্ঞানাদি ধর্মসমূহ ভগবৎ-শব্দবাচ্য বলিয়া স্মৃতি বলেন, যথা—'অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ—সমস্তই হেয়গুণাদি বর্জিত ভগবচ্ছব্দবাচ্য।' (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯)। ······" ভগবানে সর্বজ্ঞত্বাদিধর্ম অন্য বস্তু, (অর্থাৎ ভগবান্ হইতে ভিন্ন, অতিরিক্ত)—ইহাও বলা চলিবে না। যেহেতু শ্রুতি (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা বা ভেদ নাই" ; আরও (শ্বেঃ ৬।৮)—"তাঁহার কার্য নাই, কারণ বা আদিও নাই ; তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহা হইতে অধিক কিছু দেখা যায় না। তাঁহার স্বাভাবিকী (স্বরূপগতা) পরা (শ্রেষ্ঠা চিন্ময়ী) শক্তিও বিবিধা বলিয়া শ্রুত হয়, যেমন জ্ঞান-বল-ক্রিয়া।" দ্বিতীয় মন্ত্রটীর শেষে যে 'চ' শব্দটী, তদ্দ্বারা কিন্তু অজ্ঞানাদিকে প্রতিষেধ (নিরাস) করিয়া স্বরূপভূত জ্ঞানাদি শক্তিকে স্থাপন করা হইয়াছে।

সত্যব্রতমনুকর্তৃক শ্রীমৎস্যদেবের স্তবে যে "অর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণঃ" (ভাঃ ৮।২৪।৫০) বলিয়াছেন, তাহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অর্ক (সূর্য)-প্রকাশের ন্যায় আপনা হইতেই 'দৃক্' অর্থাৎ জ্ঞান যাঁহার সেই আপনি অর্কদৃক্। অতএব আপনি সমস্ত দৃক্ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমীক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশক।" [**টিপ্পনী**—চক্রবর্তিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"অর্কদৃক্ অর্ক ন্যায় দৃশ্য—এই অর্থ। দৃক্‌সমূহের নেত্রসমূহের অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ও সর্বজ্ঞানের সমীক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশক।" সূর্য যেমন স্বতঃপ্রকাশ ও সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, ভগবান্‌ও সেইরূপ স্বতঃই জ্ঞান ও জ্ঞানময়।]

(উপরি উল্লিখিত শ্রীভাষ্যের ৫৩ পৃষ্ঠায়) শ্রীরামানুজপাদও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"দ্যুমণি (স্বর্গের মণি বা সূর্য) ও দীপাদির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের জ্ঞাতৃত্বস্বরূপত্বও যুক্ত বা সঙ্গতই বলা হইয়াছে।" [**টিপ্পনী**—সূর্য বা দীপ স্বপ্রকাশ ও সর্বপ্রকাশক ; সেইরূপ ভগবান্ জ্ঞান ; অথচ জ্ঞাতা উভয়ই। তাঁহার জ্ঞানত্ব ও জ্ঞাতৃত্বে ভেদ দর্শন নিষিদ্ধ।] অদ্বৈতগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যও "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ব্রহ্মসূত্রের (১।১।৫) ভাষ্যে সাংখ্যবাদিগণের পূর্বপক্ষ আক্ষিপ্ত (নিরস্ত) করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"যাহা বলা হইয়াছে যে, 'উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের শরীরসম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহার ঈক্ষিতৃত্ব বা ঈক্ষণ উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত বা সম্ভাবিত) নয়।' [**টিপ্পনী**—"স ঐক্ষত······তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত।" (বৃঃ আঃ ১।২।৫)। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত···" (ছাঃ ৬।২।৩)।

মতম্ ;—সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

কেবলাভেদে, (বিঃ পুঃ ৬।৮।৭)—

"জ্ঞাতশ্চতুর্বিধোরাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো। বিজ্ঞাতা চৈব কার্ৎস্ন্যেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥" ইতি শ্রীমৈত্রেয়স্যানুবাদেঽপি পৌনরুক্ত্যাদোষতানায়াসন্নিহিতসন্নিধাপনলক্ষণকষ্টকল্পনা প্রসজ্জেত চতুর্বিধরাশিকথনেনৈব স্বরূপস্যোক্তত্বাৎ।

নাগপত্নীস্তুতৌ চৈবং তৈর্ব্যাখ্যাতম্। "জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে" (শ্রীভাঃ ১০।১৬।৪০) ইত্যাদৌ জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ ; বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ ;—তয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়। কথং তথাত্বম্? অত উক্তম্—ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ; ব্রহ্মণে কথম্ভূতায়? অগুণায় অবিকারায় ; কথম্ভূতায়? অনন্তশক্তয়ে ; 'প্রাকৃতায়'—প্রকৃতিপ্রবর্তকায় ; অপ্রাকৃতায়েতি বা অপ্রাকৃতানন্তশক্তিযুক্তায়,—অয়মর্থঃ। অগুণত্বাদবিকারত্বম, ব্রহ্মজ্ঞপ্তিমাত্রত্বাৎ কারণাতীতম্ ; প্রকৃতিপ্রবর্তকত্বাদনন্তশক্তিঃ ; বিজ্ঞান-নিধিত্বাদীশ্বরঃ কারণম ;—তত্ত্বভযাত্মনে নম ইতি।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ···স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।" (ঐ তঃ ১।১।১)। এই শ্রুতিমন্ত্রগুলি সৃষ্টি জন্য ব্রহ্মের ঈক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঈক্ষণ বা দৃষ্টি থাকিলে, চক্ষু থাকিবে, শরীর সম্বন্ধ থাকিবে—সাংখ্যবাদিগণের এই আপত্তি, ইহাই শ্রীশঙ্করাচার্য নিরাস করিতেছেন।] সেই চোদ্য বা পূর্বপক্ষটী অবতরণ (উত্তরণ) করে না (অর্থাৎ বিনা আপত্তিতে পার হইয়া যায় না, অর্থাৎ উহা বিশেষভাবে খণ্ডনযোগ্য)। সূর্যের প্রকাশের নিত্যতের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপের নিত্যত্ব বিষয়ে জ্ঞানসাধনের (অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের) অপেক্ষা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। অবিদ্যাযুক্ত সংসারগ্রস্ত জীবের পক্ষে জ্ঞানোপত্তিজন্য শরীরাদি (ইন্দ্রিয়াদির) অপেক্ষা আছে বটে, জ্ঞান-প্রতিবন্ধকারণশূন্য ঈশ্বরের পক্ষে তাহা নাই। আর এই দুইটী শ্রুতিমন্ত্র, যথা "ন তস্য কার্যং" (শ্বেঃ ৬।৮) ও "অপাণিপাদঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) ঈশ্বরের শরীরাদির অনপেক্ষতা [—পাণি-পাদ নাই, কিন্তু পাণির কার্য গ্রহণ ও পাদের কার্য গমন করেন], ও আবরণহীন জ্ঞানতা [স্বাভাবিকী পরা শক্তি—জ্ঞানাদি] দেখাইতেছেন।

"যদি পূর্বপক্ষ হয়, যে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলেও জ্ঞানবিষয়ে স্বাতন্ত্রের কথন উপপন্ন নয়,—তদুত্তর—না, এ আক্ষেপ ঠিক নয়। যেহেতু সূর্য সততই উষ্ণ ও প্রকাশমান হইলেও সূর্য দহন করিতেছে, প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকার স্বতন্ত্রতার ব্যপদেশ দেখা যায়।" [এই প্রকার জ্ঞানবিষয়স্বাতন্ত্র্য ব্যপদেশও উপপন্ন।] এই প্রকার "নাভাব উপলব্ধেঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮) শ্রীশঙ্করাচার্য শারীরকভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ-নিরাকরণে বলিয়াছেন। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমণিকায় বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এক্ষণে বিজ্ঞানমাত্রবাদ যোগাচার নিরস্তীকৃত হইতেছে। বাহ্যবস্তুতে অভিনিবেশমান কয়েকটী শিষ্যকে অনুরোধ করিয়া এই বাহ্যার্থপ্রক্রিয়াটী সুগত (অর্থাৎ কপিলাবস্তুর বুদ্ধ)-কর্তৃক রচিত।" অতএব এই সূত্রটি বিজ্ঞানবাদনিরাকরণাত্মক।] অদ্বৈতমতের ভাষ্যটিতে অসত্য ব্যাখ্যা থাকিলেও এখানে চৈতন্যের (চিত্তত্ত্বের) সাক্ষিত্ব দেখা যাইতেছে। অতএব একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব ও স্বরূপত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই, (উহা রক্ষা করিয়াই) শক্তিত্বও সিদ্ধান্তিত হইল।

এই প্রকারই (অন্যত্র) উক্ত হইয়াছে, যথা—"পরমেশ্বরের বিমলা (জড়লেপশূন্যা) চিচ্ছক্তিকে চৈতন্য বলা হয় ; সে শক্তি সত্যা (নিত্যা) ও পরা (শ্রেষ্ঠা)। কিন্তু ভগবানের জড়াশক্তিকে অবিদ্যাও বলা হয়। ভগবানের এই দুই

শ্রীরামানুজীয়াস্তু শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি— তথাহি তথাভূতায়াস্তস্যাঃ স্বরূপান্তরঙ্গত্বাৎ স্বরূপভূতত্বমেব প্রতিপাদয়ন্তীতি সমানঃ পন্থাঃ। বিশেষ্যস্যৈব চাব্যভিচাররূপত্বেন স্বরূপত্বম,—ন কেবলং বিশিষ্টমেবাব্যভিচারিতয়া সম্প্রতিপদ্যন্তে ইতি তস্মাদস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ।

ন চেত্থং স্বগতেন ভেদেনাদ্বয়তাপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাদিদোষঃ। ষড়্ভাববিকারনিষেধেঽপ্যস্তিত্ববৎ সর্বথৈবাপরিহার্যত্বাৎ। দৃশ্যতে চান্যত্রাপি ক্বচিত্তন্মাত্রত্বেঽপি স্বগত-ভেদ-যাথার্থ্যম,—যথা, গন্ধাত্মনি পৃথিবীগুণে— তত্র হি গন্ধলক্ষণগুণমাত্রাত্মন্যপি অঙ্গুলিনিক্ষেপাক্ষমস্তদনুভবিতুরনুভবৈকগম্যো যো যো বিশেষো, যো যো বা ভেদঃ—স স ন গন্ধাদ্ব্যতিরিক্তঃ, ঘ্রাণৈকানুভবনীয়ত্বাৎ।

শক্তির পরস্পর সংসর্গে জগতের উৎপত্তি হয়। বিকারগ্রস্তা সেই শক্তির সহযোগে ভগবানের চিচ্ছক্তির উদ্রেক হয় (—অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ক্রিয়াশীলতা উদ্বুদ্ধ হয়)."

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ"—ইত্যাদি (৬।৭।৬১) শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"বিষ্ণুশক্তি—বিষ্ণুর স্বরূপভূতা, পরা—চিৎস্বরূপাশক্তি পরমপদ, পরব্রহ্ম, পরতত্ত্ব প্রভৃতি নামে কথিতা।" [শ্লোকটীর অর্থ—"বিষ্ণুশক্তিকে পরা বা শ্রেষ্ঠা শক্তি বলা হয়। অপরা বা অন্য একটী শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞা (জীবসংজ্ঞিতা) বলা হয়। তাহা হইতেও অন্যা তৃতীয়া শক্তি কর্ম বা অবিদ্যানামে পরিচিতা।"] "প্রত্যস্ত"-ইত্যাদি (বিঃ পুঃ ৬।৭।৫৩) শ্লোকের স্বামিটীকা—"পূর্বকথিত স্বরূপই কার্যোন্মুখ হইলে শক্তিশব্দে কথিত হয়।" [**টিপ্পনী**—সমস্ত শ্লোক ও তাহার অর্থ—"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥" অর্থাৎ—'যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ সংশয় অস্তমিত (বলয়প্রাপ্ত) হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাঁহাকে কেবল (শুদ্ধ) আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে পরিচিত।'] অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, কার্যোন্মুখতাদ্বারাই স্বরূপের শক্তিত্ব; স্বতঃ নহে। ইহা হইতে আরও পাওয়া যাইতেছে যে, বিশেষ্য (ধর্মি)-রূপ স্বরূপই স্বয়ং শক্তিমত্তত্ব, কিন্তু বিশেষণ-(ধর্মি)-রূপ কার্যোন্মুখতা শক্তি; আর জগতের মূলে ঐ কার্যক্ষমত্ব। কার্যক্ষমত্বাদিরূপা সেই শক্তি নিত্যা বলিয়াই জানা যাইতেছে। তথাপি বস্তু হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক বা ভেদদ্বারা সেই শক্তির নিরূপ্যত্ব না থাকায় তাঁহা হইতে পৃথকত্ব নাই, এই অভিপ্রায়েই ঐরূপ বলা হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে। 'বস্তুই থাকুক, তাঁহাতে শক্তি আবার কি ?'—এই মত বেদান্তবিদ্গণের মত নয়। আর বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদিবলে শক্তির সম্ভাবনাদি দেখিতে পাওয়ায় ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। অতএব স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা না করিতে পারায় ভেদ, আর ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারায় অভেদও প্রতীত হয়। এইভাবে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই অঙ্গীকৃত, আর তাহারা অচিন্ত্যও।

কেবলাভেদ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের (৬।৮।৭) শ্লোকটী গ্রন্থের উপসংহারমুখে পুরাণবক্তা শ্রীপরাশর ঋষির প্রতি তচ্ছিষ্যাভিমানী শ্রোতা শ্রীমৈত্রেয়মুনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশমুখে শ্রুত বিষয়ের অনুবাদ বা সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তিমুখে কথিত হইয়াছে; অর্থ—"হে গুরো, চারিপ্রকার রাশি ও তিন প্রকার শক্তি আমি জানিয়াছি; আর তিনপ্রকার ভাবভাবনার বিশেষ সম্যগ্ভাবে লাভ করিয়াছি।" [**টিপ্পনী**—চারিপ্রকার রাশি—বিঃ পুঃ ১ম অংশে ২২শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সূত্ররূপ ২১শ শ্লোকটী, যথা—"চতুর্বিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দনঃ॥" অর্থাৎ—'জনার্দন সৃষ্টি বিষয়ে চতুর্বিভাগ, পালন বিষয়ে চতুঃপ্রকারে অবস্থিত, এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন।' তিনপ্রকার শক্তি—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১—"বিষ্ণুশক্তিঃ" ইত্যাদি, উপরে অনূদিত হইয়াছে। তিনপ্রকার ভাবভাবনা—বিঃ পুঃ ৬।৭।৪৯—"ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্মভাবাত্মিকা পরা। উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥" অর্থাৎ—

দ্বিধর্মতা

কিঞ্চ ব্রহ্মণো লক্ষণবিচারেঽপ্যভেদবাদিভিরপি তাদৃশস্বগতভেদ বৃত্তিরপরিহার্যা দৃশ্যতে। তথাহি ;—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮] ইতি। কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দাবেকার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা ? নাদ্যঃ,—পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেদ্ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেবেতি তাদৃশস্বগতভেদাপত্তিঃ। অথ তৌ জাড্যদুঃখপ্রতিযোগিপরৌ তৌ ব্যাবর্ত্ত্য তৎপ্রতিযোগি যদেকং বস্তু তদেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়তঃ তদপ্যযুক্তম্। তদ্দ্বয়ব্যাবৃত্তির্যথা, অত্রপক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং স্বং দ্বয়মেবোপস্থাপয়িতুং যুক্তা। অনুপস্থাপনে বা শূন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি।

'ভাবভাবনাও ত্রিবিধ—প্রথম ব্রহ্মভাবভাবনা, দ্বিতীয় কর্মভাবভাবনা, এবং তৃতীয় ব্রহ্ম-কর্ম-ভাবভাবনা।' ভগবানের চতুর্ধাস্থিতি অন্যপ্রকারও বলা যাইতে পারে, যেমন ভগবৎসন্দর্ভের ১৬শ অনুচ্ছেদে—"এক এব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব (১) স্বরূপ- (২) তদ্রূপবৈভব- (৩) জীব- (৪) প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।" অর্থ সেই স্থলে দ্রষ্টব্য (৫০-৫১শ পৃষ্ঠা)। তবে সম্ভবতঃ শ্রীমৈত্রেয় ঋষি 'চতুর্বিধারাশিঃ' বলিয়া উহাকে উদ্দেশ করেন নাই, বিঃ পুঃ ১।২২।২১ কথিত চতুর্বিভাগাদিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। যেহেতু শ্রীজীবপাদও তাঁহার অনুবাদ বা পশ্চাৎকথন উল্লেখ করিয়াছেন।] শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, মৈত্রেয় ঋষির অনুবাদেও যে পুনরুক্তিদোষ আসিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহার ত্যাগের নিমিত্ত অসন্নিহিত বিষয়কে (বিঃ পুঃ ১ম অংশ কথিত বিষয়কে) সন্নিহিত (৬ষ্ঠ অংশের শেষে গ্রন্থের উপসংহারের অংশ)-রূপে উল্লেখে কষ্টকল্পনার প্রসক্তি বা আপত্তি আসে, যেহেতু চতুর্বিধরাশি কথনের দ্বারাই স্বরূপ উক্ত হইয়াছেন।

নাগপত্নীগণও (ভাঃ ১০।১৬।৪০) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ ॥"—অর্থাৎ "হে ভগবন্, আপনাকে প্রণাম ; আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিধি (আকর স্থান), ব্রহ্ম, অনন্তশক্তি, অগুণ (প্রাকৃতগুণ-রহিত, বিকার রহিত, এবং অপ্রাকৃত (প্রকৃতির অতীত)।" [**টিপ্পনী**—এই স্তবের প্রসঙ্গটী সকলেরই পরিচিত। কালিয়দমনের পর তাঁহার পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন। শ্লোকটীর স্বামিটীকা—"(পূর্বশ্লোকোক্ত) কারণত্ব ও কারণাতীত্ব সমর্থন করিতে নাগপত্নীগণ এই শ্লোক বলিতেছেন। জ্ঞান—জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান—চিচ্ছক্তি, এই দুইটীর নিধি অর্থাৎ তদ্দ্বারা পূর্ণ। ঐরূপ কেন ? উত্তর—আপনি ব্রহ্ম। কিপ্রকার ? অগুণ, অবিকার, অনন্তশক্তি, প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবর্তক, অথবা অপ্রাকৃত অর্থাৎ অনন্তশক্তিযুক্ত। অগুণত্বহেতু অবিকারত্ব, ব্রহ্মজ্ঞপ্তিমাত্রহেতু কারণাতীত ; প্রকৃতিপ্রবর্তকহেতু অনন্তশক্তি, বিজ্ঞাননিধিত্বহেতু ঈশ্বরকারণ ; এই কারণ ও কারণাতীত—এই উভয়ের আত্মা আপনাকে নমস্কার।" চক্রবর্তিটীকা—"জ্ঞানিগণের উপাস্যরূপে বলিতেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ সম্পত্তিদ্বয়ের নিধি বা আকর সমুদ্রের ন্যায় নিধি। আবার ভক্তগণের উপাস্য নরাকার শ্রীকৃষ্ণে মন্দধী ব্যক্তিগণ-কর্তৃক আক্ষিপ্ত গুণবিকারাদি দোষসমূহ নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন—অনন্তশক্তি অতর্ক্য অনন্তশক্তির সমুদ্র ; অগুণ, অবিকার—প্রাকৃত গুণবিকার-রহিত ; অপ্রাকৃত অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণবিকার সহিত—এই অর্থ।" শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকা—"জ্ঞানস্বরূপ, অথচ বিজ্ঞাননিধি। কর্মধারায় সমাস (জ্ঞানস্বরূপশ্চাসৌ বিজ্ঞাননিধিঃ)। ব্রহ্ম—স্বজাতীয়-বিজাতীয়াদিভেদরহিত-স্বরূপ, অথচ অনন্তশক্তি ; অগুণ বলিয়া অবিকার, অথচ প্রকৃতি-প্রবর্তক। এইরূপ এখানে অদ্ভুতত্ব। ‥ ‥‥‥।" গ্রন্থে শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বামিপাদ-টীকার অনুবর্তী]।

শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমান্—এই উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ণন করেন। সেইরূপ আবার

কিঞ্চ যদ্যেকমুপস্থাপ্যতে তৎ কিন্তুয়োরেকতরৎ তাভ্যামন্যদেব বা ? একতরদিতি চেৎ অন্যতর পরিত্যাগে কো হেতুঃ ? একতরস্য বা কথং দ্বিঃপ্রতিযোগিতা ? অথানন্দমাত্রে দ্বয়োরপি প্রতিযোগিতোপলভ্যতে ইতি তদেব লাঘবেনাবশিষ্টমিতি চেৎ ?—আনন্দে বিজ্ঞানত্বমপ্যস্তীত্যায়াতম্। তৎপ্রতিযোগিত্বেন তৎপ্রতীতেঃ। ততো বিজ্ঞানং পুনরুক্তমেবেতি দোষান্তরঞ্চ তেনৈব তত্তদ্ব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ। কিংবা আনন্দস্য বিজ্ঞানেঽস্মিংশ্চানুগতত্বেনাব্যভিচারাত্তদেবাবশিষ্টমস্তু ততশ্চানন্দতাহান্যা পুরুষার্থত্বাভাবশ্চ। যদ্যেবমুচ্যতে—"অনুকূলং বিজ্ঞানমেব হ্যানন্দঃ, ততশ্চানন্দাকারং যদ্বিজ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেতি।" তথাপ্যানুকূল্যলক্ষণো ধর্মস্তত্র দুষ্পরিহরঃ। তাভ্যামন্যদিতি চেৎ ? ন। প্রতিযোগিত্বাসিদ্ধেঃ।

অথৈক এবমাচক্ষীত যত্তয়োঃ প্রতিযোগি ব্রহ্মেতি। কিন্তু জড়প্রতিযোগিবিদ্যোপহিতংব্রহ্ম জ্ঞানমিত্যাচক্ষ্মহে। দুঃখপ্রতিযোগিত্বদুপহিতং চেদানন্দ ইতি। তস্মাদ্বিদ্যাদ্বারোভয়ব্যাবৃত্তৌ সত্যাং যদবসীয়তে তদেকমেকরূপং ব্রহ্মেতি।

তথাভূতা শক্তিকে স্বরূপের অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বরূপভূতারূপেই প্রতিপাদন করেন। ইহাতে আমাদিগের (গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের) সহিত তাঁহাদের সমান পথ (—অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় তাঁহারাও শক্তিকে স্বরূপভূতা বলিয়াই অঙ্গীকার করেন)। ইঁহারা কেবল বিশিষ্টকেই (বিলক্ষণীকৃত তত্ত্বকেই) অব্যভিচারিরূপে (প্রতিকূল কারণদ্বারা নির্ধারণ করিবার অযোগ্যরূপে) সম্প্রতিপাদন করেন না, বিশেষ্যেরও (গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্যবস্তুরও) অব্যভিচাররূপে স্বরূপত্ব সম্যক্ প্রতিপাদন করেন। অতএব তাঁহারাও স্বরূপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

এই প্রকার স্বগত (আপনারই মধ্যে শক্তি ও শক্তিমান্-ভেদে) ভেদ স্বীকার করিলে অদ্বয়ত্ব প্রতিজ্ঞা (—যেমন "তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্", ভাঃ ১।২।১১) সম্বন্ধে কোনও দোষাপত্তির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু সর্বথাই অপরিহার্য, যেমন ভগবত্তত্ত্বে ষড়্‌বিকার নিষিদ্ধ হইলেও (সৎ বা নিত্যস্থিতিশীল বলিয়া) অস্তিত্ব অপরিহার্য। [**টিপ্পনী**—ষড়্‌বিকার, যথা—জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, নাশ] অন্যত্র কোথাও কোথাও তন্মাত্রত্ববিষয়েও স্বগতভেদের যাথার্থ্য দেখা যায়। [**টিপ্পনী**—সাংখ্যদর্শনপরিভাষায় অতিসূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে তন্মাত্রা বলে, যেমন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, যথাক্রমে তেজ বা অগ্নি, অপ্‌ বা জল, ক্ষিতি বা পৃথিবী, ব্যোম বা আকাশ ও মরুৎ বা বায়ুর গুণ।] যেমন গন্ধাত্মক পৃথিবীগুণে : কেবল গন্ধলক্ষণগুণাত্মক তাহাতে অঙ্গুলিনিক্ষেপদ্বারা অনির্দেশ্য, একমাত্র অনুভবিতার অনুভবগম্য যে যে বিশেষ, বা যে যে ভেদ, সে সব গন্ধ হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, যেহেতু উহারা একমাত্র ঘ্রাণ দ্বারাই অনুভবযোগ্য (অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শাদিযোগ্য নহে)।

দ্বিধর্মতা

অধিকন্তু, ব্রহ্মের লক্ষণ-বিচারে অভেদবাদিগণ-কর্তৃকও ঐ প্রকার স্বগতভেদের বৃত্তি অপরিহার্যরূপেই দেখা যায়। প্রসিদ্ধি আছে (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ। এখানে বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই শব্দ দুইটী একার্থবোধক অথবা ভিন্নার্থবোধক ? প্রথমটী (একার্থবোধক)ত' নয়, কেন না তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ হয় (—'বিজ্ঞান ব্রহ্ম বিজ্ঞান ব্রহ্ম' অথবা 'আনন্দ ব্রহ্ম আনন্দ ব্রহ্ম'—এরূপ বলা যায় না)। যদি শেষেরটী (ভিন্নার্থবোধক) বলা যায় যে বিজ্ঞানত্বও বটে, আনন্দত্বও বটে, তাহা হইলে সেই একই ব্রহ্মে ঐপ্রকার স্বগতভেদের আপত্তি (বা প্রাপ্তি) হইল। এক্ষণে ঐ দুইটী (বিজ্ঞান ও আনন্দ) যথাক্রমে জাড্য (অর্থাৎ অচিত্ত্ব) ও দুঃখের প্রতিযোগী (বা বিরুদ্ধ)। উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত (নিবারিত) করিয়া উহাদের প্রতিযোগী যে একবস্তু, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া উহারা প্রতিপাদন

অত্রোচ্যতে—বিদ্যা নাম ভবতাং তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্যৈব প্রতিযোগিত্বে সতি তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তেরপি প্রতিযোগিত্বং সিধ্যতি। নহি সূর্যস্য ঘটাদেরিব তমসঃ প্রতিযোগিত্বং বিনা তদনুভবিচক্ষুর্বৃত্তিমাত্রস্য সূর্যচ্ছটোদ্দীপিতমুকুরচ্ছটায়া বা তমঃপ্রতিযোগিত্বং ঘটতে। তস্মান্নূনং তস্যৈব তৎপ্রতিযোগিত্বং যোগ্যোপাধিবিশেষে তূপলভ্যতে।

"নিত্যবোধ-পরিপীড়িতং জগদ্-, বিভ্রমং তুদতি বাক্যজা মতিঃ।
বাসুদেবনিহতং ধনঞ্জয়ো, হন্তি কৌরবকুলং যথা পুনঃ॥"

ইতি চ দৃষ্টান্তিতং ভবদ্ভিরেব। ততঃ পূর্ববদেব তস্মিন্নুভয়ধর্মাপাতঃ।

অতো যদ্যেবমাচক্ষীত—শব্দো হি ব্যবহার্য এব বস্তুনি প্রবর্ততে নাব্যবহার্যে জাতিগুণাদিনির্দেশেনৈব তস্য প্রবৃত্তেঃ। ততশ্চ নীলপীতাদ্যাকাররূপা প্রিয়দর্শনাদিজনিতোল্লাসরূপা চ যে অন্তঃকরণবৃত্তী; তয়োরেব তৌ প্রবর্তেতে, ন তু ব্রহ্মস্বরূপে। তথা চ তাভ্যাং শব্দাভ্যাং স্বতন্ত্র প্রবেশাসামর্থ্যে সতি ব্রহ্মশব্দস্য বৃহত্ত্বনিরুক্তিবলাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদাবনন্তত্বেন চ শ্রুতত্বাজ্জহল্লক্ষণয়া তে অতিতুচ্ছে পরিত্যাজ্যে; তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেন চ জড়দুঃখৈকরূপয়োরপি স্বসান্নিধ্যেন তত্তাস্ফোরকম-

---

করিতেছে—ইহা বলাও অযুক্ত। ঐ দুইটীর (বিজ্ঞান ও আনন্দের) ব্যাবৃত্তি (নিরসন) এইরূপ, যেমন এই পক্ষে স্বরূপের বিশেষণ (ধর্ম) মাত্রই স্বকীয়দ্বয়—ইহাই উপস্থাপিত করা (অবগত করান) যুক্ত (বা সঙ্গত); অথবা ইহা উপস্থাপিত না হইলে শূন্যবাদের প্রসক্তি হইয়া যায়। [**টিপ্পনী**—শূন্যবাদ বৌদ্ধগণের যোগাচারমতকে বলে; উহাতে জগৎ কিছুই নয়, ঈশ্বর নাই।]

আরও বক্তব্য যে, যদি একটীকে উপস্থাপিত করা যায়, সেটী কি ঐ দুইটীর একটী, না, ঐ দুইটী হইতে পৃথক্ অন্য একটী? দুইটীর একটী হইলে অপরটীর পরিত্যাগের কারণ কি? আর উহাদের একটীই বা কিপ্রকারে দুইটীর (জাড্য ও দুঃখের) বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিবে? এখন যদি বলা হয় যে, এক আনন্দমাত্রে দুইটীরই প্রতিযোগিতা উপলভ্যমান, তখন উহাই লঘুভাবে অবশিষ্ট,—তাহা হইলে আনন্দে বিজ্ঞানত্বও আছে, ইহাই আসিয়া পড়িল, যেহেতু জাড্য-প্রতিযোগী বিজ্ঞানরূপে আনন্দই প্রতীত হইতেছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পুনরপি বিজ্ঞান বলা হইল, ইহাতে দোষান্তরও হইল, যেহেতু তাহা (আনন্দ) দ্বারাই সেই দুইটী প্রতিযোগীরই (জাড্য ও দুঃখের) ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ। কিংবা যদি বলা হয় যে, আনন্দ অব্যভিচারিতার সহিত এই বিজ্ঞানে অনুগত ভাবে বর্তমান বলিয়া তাহাই (বিজ্ঞানই একমাত্র) অবশিষ্ট থাকুক, (আর আনন্দের প্রয়োজন কি?)। এরূপ বলিলে আনন্দতার হানি (অভাব) হইয়া পুরুষার্থত্বের অভাব হয়, (যেহেতু সকলের আনন্দই মূল প্রয়োজন বা পুরুষার্থ)। যদি এইরূপ বলা যায় যে, 'অনুকূল বিজ্ঞানই আনন্দ, অতএব আনন্দাকার যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম', তাহা হইলেও আনুকূল্যলক্ষণ ধর্ম সেক্ষেত্রে অপরিহার্য (অবশ্য স্বীকার্য, তাহা হইলেই ত' ধর্ম ও ধর্মী—এই স্বগতভেদ স্বীকৃত হইয়া গেল)। আর যদি সে দুইটী হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ একটী হয়? এতক্ষণ 'যদি দুইটির মধ্যে একটি উপস্থাপিত হয়, তাহাই বিচার দ্বারা নিরস্ত হইল। এক্ষণে অপর পক্ষ অর্থাৎ ঐ দুইটির মধ্যে একটি না হইয়া যদি স্বতন্ত্র একটী উপস্থাপিত হয়, তাহারই উত্তর বলিতেছেন)—না, তাহা হয় না, যেহেতু তাহাতে প্রতিযোগিত্ব অসিদ্ধ হয় (—অর্থাৎ জাড্য ও দুঃখের প্রতিযোগী কিছু থাকে না)।

এ অবস্থায় পূর্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে—এইরূপ বলিতে পারেন যে, ঐ দুইটীর (জাড্য ও দুঃখের) প্রতিযোগী ব্রহ্ম। কিন্তু যদি ব্রহ্ম জড় প্রতিযোগিবিদ্যা দ্বারা উপহিত বা গৃহীত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞান বলিব; যদি তিনি দুঃখপ্রতিযোগিবিদ্যাদ্বারা উপহিত হ'ন, তাহা হইলে আনন্দ বলিব। অতএব বিদ্যাদ্বারা উভয়েরই ব্যাবৃত্তি

নির্দেশ্যমেকরূপমেব বস্তূপস্থাপ্যতে। "যেন চেতয়তে বিশ্বং", "এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইতি [তৈঃ উঃ ২।৭।১] শব্দশ্চ তথা; তস্মাত্তত্তদুপাধিপরিত্যাগায়ৈব শব্দদ্বয়োপন্যাসো,—ন তু দ্বিধর্মতা-বিবক্ষয়া। তথা তত্তদুপাধাবেব তত্তন্মেদেব্যবহারো ন তূপহিতে তত্রেত্যেতদপি পরিহৃতং ভবতি। যদি চ তত্র তত্রাসম্ভূতাপি তত্তা তৎসান্নিধ্যে স্ফুরতীতি মতং তর্হি তস্মিন্নপি তত্তদ্ধর্মাস্তিতা এব স্বীকৃতা। দর্পণপ্রাঙ্গণাদিষু সঞ্চারিত-স্বদীপ্ততাশুভ্রতাদিকচন্দ্রিকাসন্দোহবৎ তত্র দীপ্তিঃ শুভ্রত্বমপ্যস্তীত্যেব সঞ্চারিতং তত্তদ্ধর্মত্বমুপলভ্যতে অন্যত্র দীপপ্রভাদৌ ন তু শুভ্রত্বমিতি।

দ্বিধর্মতা-সিদ্ধান্তপক্ষঃ

দার্ষ্টান্তিকেঽপি নীলাদ্যাকারায়ামুল্লাসরূপায়াঞ্চান্তর্বৃত্তৌ জড়প্রতিযোগগম্যতয়া দুঃখপ্রতিযোগ-গম্যতয়া চ অন্যোঽন্যং ভেদবৃত্তিং জনয়ন্ যো যো ভাববিশেষ উপলভ্যতে স স উপাধিভূতয়োস্তয়োস্ত্রিগুণ-ময়ত্বেনাতদ্ধর্মত্বাদতদপোহে তস্য তস্যাবশিষ্যমাণত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন চ শুদ্ধত্বাদুপহিতরূপমেবেত্যবসীয়তে। ততশ্চ তত্র তত্র পার্থক্যেনোদয়াদস্ত্যেব স্বরূপধর্মভেদঃ।

তত্রাপি নীলাদ্যাকারবৃত্তৌ পার্থক্যমতিস্ফুটমেব। যদি তত্র জড়প্রতিযোগিতাদুঃখপ্রতিযোগি-তয়োর্ভেদো ন স্যাৎ, তদা তস্যামপি বৃত্তৌ সুখমুপলভ্যতে এব স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকদেশোদয়-বিরোধাৎ। অতএব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"—[ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১১] ইতি ভেদেনাপ্যুপক্রান্তবন্তঃ সূত্রকারাঃ।

হইলে অবসানে যাহা থাকে, তাহা একরূপ একতত্ত্ব ব্রহ্ম। এক্ষেত্রে (উত্তরে) বলা হইতেছে যে—বিদ্যা হইল পূর্বপক্ষীয় আপনাদের ব্রহ্মানুভববিবুদ্ধিবৃত্তি; অতএব ব্রহ্মেরই প্রতিযোগিত্ব হইলে (ব্রহ্মই প্রতিযোগী হইলে) ব্রহ্মানুভববিবুদ্ধিবৃত্তিও প্রতিযোগিরূপে সিদ্ধান্তিত হইল। ঘটাদির ন্যায় সূর্য তমের প্রতিযোগী না হইলে কেবল সূর্যানুভবিচক্ষুবৃত্তি অথবা সূর্যের ছটায় উদ্দীপিত মুকুরের ছটা তমের প্রতিযোগী হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই নিশ্চয় উহাদের (জাড্য ও দুঃখের) প্রতিযোগী, তবে যোগ্য উপাধিবিশেষে,—ইহাই উপলব্ধ হইতেছে।

"জগতের সম্বন্ধে বিভ্রম নিত্যবোধ অর্থাৎ বিবেকদ্বারা পরিপীড়িত হইতে থাকে, অবশেষে সেই বিভ্রমকে বাক্যজা মতি (অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশবাক্যজনিতা দৃঢ়ীকৃত সদ্বুদ্ধি) নাশ করে; [**টিপ্পনী**—শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন (ভাঃ ১১।১২।২৪)—"এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা, বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। বিবৃশ্চ্য জীবাশয়ম-প্রমত্তঃ; সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥" অর্থাৎ—'অতএব তুমি ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে গুরূপাসনালব্ধ শাণিত বিদ্যা-কুঠারদ্বারা ধীর অপ্রমত্তহৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গশরীর ছেদনপূর্বক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তখন সেই জ্ঞানরূপ কুঠার পরিত্যাগকরতঃ ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে।'] যেমন (দৃষ্টান্ত) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূর্বেই নিহত কৌরবকুলকে ধনঞ্জয় অর্জুন পুনরায় হত্যা করে। [**টিপ্পনী**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি (গীতা ১১।৩৩-৩৪)—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ……ময়া হতাংস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা………।" এইরূপ আপনারাই (অপরপক্ষীয়-গণই) ত' দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অতএব ইহাতে পূর্বের ন্যায় সেই ব্রহ্মে উভয় ধর্মই অপতিত হইল (আসিয়া গেল)।

সুতরাং যদি এরূপ বলা হয় হয় যে, [দ্বিধর্মতা বিরোধীর যুক্তি] যে বস্তু ব্যবহারে আসে, শব্দ তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়; যে বস্তু ব্যবহারে আসে না, তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু জাতিগুণাদি নির্দেশেই তাহার প্রবৃত্তি। আর সেই কারণে নীল পীতাদি-আকাররূপা (জ্ঞান) ও প্রিয়দর্শনাদিজনিত উল্লাসরূপা (আনন্দ) যে দুইটী অন্তঃকরণের বৃত্তি; ঐ দুইটীতেই সেই বিজ্ঞান-আনন্দ প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মস্বরূপে নয়। ঐরূপ হইলে ত' ঐ দুইটী শব্দ (বিজ্ঞান, আনন্দ) নিজে নিজে সেখানে [ব্রহ্মে] প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইলে, যেহেতু ব্রহ্মশব্দের বৃহত্ত্ব এই নিরুক্তি ("বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" বিশেষ

যদি চৈবমুচ্যতে—ন তৎ জ্ঞানানন্দরূপং ন চ জড়দুঃখপ্রতিযোগি যথা চ জড়দুঃখবিলক্ষণং তদিতি,—তদা ন কিঞ্চিদপি স্যাদিতি শূন্যবাদপ্রসক্তিঃ।

কিং বহুনা পরমপ্রমাণভূতস্য বেদস্য স্বারস্যমেব কেবলৈক্যে নাস্তি,—সর্বস্যৈব বাক্যস্য লক্ষণয়া-ন্যর্থীক্রিয়মাণত্বাৎ। ততশ্চ পরমাপ্ততাবিরহাৎ—অত্র তু তত্রাপি স্বরূপলক্ষণত্বমেব। ততো বিজ্ঞান-মিতীদং বাক্যং ন কিঞ্চিদপি ব্যবধানং সহত ইতি সাক্ষাদেব তত্তদভিধানে পর্যবসিতে কথমিবাস্যা গতি-ক্রিয়োপপদ্যতাম্?

ন চ "জাতিগুণাদিহীনতয়া তত্র শব্দঃ সাক্ষান্ন প্রবর্ত্তেত" ইতি যদ্বাক্যং স্বরূপশব্দবত্তস্য স্বরূপা-লম্বনসঙ্কেতেন চ প্রবর্ত্তয়িতুং শক্যত্বাৎ। যত্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"— [তৈঃ উঃ ২।৪।১] ইত্যাদিকং শ্রূয়তে, তদিদমীদৃশমিয়ৎ পরিমাণং বেতি নির্দেশাসামর্থ্যপরমেব অলৌকিকত্বাদনন্তত্বাৎ।

অগ্রেঽপি সযুক্তিকবিচারণাৎ স্বয়মেব ভবতা তত্ত্বাশব্দেন পরামৃষ্টায়াঃ সুখতায়াঃ ক্ষোরকমনির্দে-শ্যমব্যবহার্যং বস্তুকমিত্যুক্ত্বা তত্তচ্ছব্দপ্রবর্ত্তনাৎ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩২] ইত্যাদিষু শ্রুতিষ্বপি তত্রৈব মুখ্যবৃত্ত্যানন্দ-শব্দ-প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম-ব্যপদেশ্যং সুখম্" ইত্যাদিষ্বপি তথা ভূতত্বেঽপি সুখ-শব্দ-প্রয়োগাৎ। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" [ব্রঃ সূঃ ১।১।১২] ইত্যাদিন্যায়প্রসিদ্ধাচ্চ।

কথন) বলে, আর শ্রুতিতেও (তৈঃ ২।১।৩) ব্রহ্মকে অনন্ত বলিয়া শ্রবণ করা যায়—"সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই কারণে, শব্দের জহল্লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা [অস্মদীয় সংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনীতে ২৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] —ঐ দুইটী (বিজ্ঞান, আনন্দ) অতি তুচ্ছ ও পরিত্যজ্য ; আর উহাদের ত্রিগুণময়ত্বদ্বারা ঐ একইরূপ জড় ও দুঃখেরও স্বসান্নিধ্য জন্য তত্ত্বা অর্থাৎ দ্বিধর্মত্বের স্ফূর্তিকারক অনির্দেশ্য একরূপ বস্তুই (ব্রহ্ম)—ইহাই উপস্থাপিত হয়। আর শ্রুতিবাক্য "যেন চেতয়তে বিশ্বম্" (—অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা বিশ্ব চেতনা বা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়), এষ হ্যেবানন্দয়তি" (—অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন)—শব্দ সেইরূপ এক ; অতএব সেই সেই উপাধি পরিত্যাগের নিমিত্তই শব্দদ্বয়ের (চেতন, আনন্দ) উল্লেখ, দ্বিধর্মতা বলিবার জন্য নহে। সেই সেই উপাধিতেই সেই সেই ভেদ ব্যবহার, উপহিত ব্রহ্ম নহে ;. এই কথায় ইহা (দ্বিধর্মতা) পরিহৃত হইল। যদি বা মত হয় যে, এই দুইটীতে (বিজ্ঞান ও আনন্দে) সত্ত্বতা না হইলেও তত্ত্বা (অর্থাৎ দ্বিধর্মতা) ব্রহ্মের সান্নিধ্যে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ মতেই ঐ ঐ ধর্মের (বিজ্ঞান, আনন্দের) অস্তিত্ব স্বীকৃত হউক। (দৃষ্টান্ত যেমন) দর্পণ প্রাঙ্গণ প্রভৃতিতে সঞ্চারিত চন্দ্রের দীপ্তি, শুভ্রতা প্রভৃতি যুক্ত জ্যোৎস্নাপুঞ্জময় চন্দ্রে দীপ্তি, শুভ্রতাও আছে, এইভাবে সঞ্চারিত সেই ধর্ম দুইটী (দীপ্তি, শুভ্রতা) উপলব্ধ হয়, কিন্তু অন্যত্র দীপপ্রভাদিতে শুভ্রতা উপলব্ধ হয় না, (ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বিধর্মতা প্রস্তাবিত হইতে পারে না)।

দ্বিধর্ম'তা-সিদ্ধান্তপক্ষ

দৃষ্টান্তবোধ্যবিষয়েও নীলাদি আকার (জ্ঞান)-রূপা ও উল্লাস (আনন্দ)-রূপা অন্তঃকরণের বৃত্তিতে (যথাক্রমে) জড়প্রতিযোগিতা ও দুঃখপ্রতিযোগিতাযোগে পরস্পরভেদবৃত্তিজনক যে যে ভাববিশেষ উপলব্ধ হয়, উপাধিভূত সেই দুইটী (জড়, দুঃখ) ত্রিগুণময় বলিয়া অতদ্ধর্ম (ব্রহ্মস্বরূপবিরুদ্ধ ধর্ম) হওয়ায় অতৎ ব্রহ্মেতর বস্তু নিরসনের পর সেই সেই ভাবের অবশেষরূপে স্বপ্রকাশত্বরূপে শুদ্ধত্বহেতু উপহিতরূপ স্বরূপই অবসিত সিদ্ধান্তিত হয়। অতএব ঐ দুইটিতে পার্থক্যোদয় হওয়াতে স্বরূপধর্মেরই ভেদ। আর সেই দৃষ্টান্তস্থলেও নীলাদি আকারবৃত্তিতে পার্থক্যটী অতি স্পষ্ট। যদি ব্রহ্মে জড়প্রতিযোগিতা (জ্ঞান) ও দুঃখ-প্রতিযোগিতা (আনন্দ)—এই উভয়ের ভেদ না থাকে, তাহা হইলে

কিঞ্চেদং পৃচ্ছামঃ,—তদানন্দরূপং ভবতি ন বা ? ভবতি চেৎ, আয়াতা তস্য তৎসংজ্ঞা দুঃখ-প্রতিযোগিত্বঞ্চ ; নেতি চেৎ,—অপুরুষার্থত্বম্। তস্মাদানন্দরূপং ভবতি। কিন্তু ন লোক-প্রসিদ্ধা-নন্দরূপং তদিত্যেব বাচ্যমিতি স্থিতে ত্বস্মাকমেব সমীচীনঃ পন্থাঃ।

এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" (তৈঃ উঃ ২।১।১) ইত্যত্রাপি সত্যত্বাদিধর্মভেদস্তত্র বিবেচনীয়ঃ। অত্রাপ্যসত্য-জড়-পরিচ্ছিন্নব্যাবর্তনমপি ধর্মবিশেষ এব। যচ্চৈবমুচ্যতে—যথা শৌক্ল্যাদিকস্য কার্ষ্ণ্যাদি-ব্যাবর্তনমপি তৎপদার্থস্বরূপমেব ন ধর্মান্তরং তথেতি ; তদা তদ্ব্যাবৃত্তিযোগ্যতাস্তীত্যবশ্যং মন্তব্যম্। যোগ্যতা চ, শক্তিরেবেতি "ঘট্টকুট্যামেব প্রভাতম্"।

সেই (জড়-প্রতিযোগিতা) বৃত্তিতেই সুখ (দুঃখ-প্রতিযোগিতা) উপলব্ধ হয়। স্বগত (ভেদদ্বয়মধ্যে) এক দেশ অঙ্গীকার না করায় একদেশ উদয়রূপ বিরোধ আপতিত হয়। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবেদব্যাস "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১২) সূত্রে ভেদ দিয়াই সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক আরম্ভ করিয়াছেন। [**টিপ্পনী**—ইহার গোবিন্দভাষ্য, যথা—"বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদে ব্রহ্মের পূর্ণানন্দাদি ধর্মের কথা আছে। সে সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মের উপাসনাতে উপসংহার-যোগ্য, কিংবা তাহা নয়—এই প্রকার সংশয়ে আরম্ভ না করিয়া অধীতগুণসমূহের উপসংহারে উপসংহারের প্রমাণাভাববশতঃ আরম্ভেরই উপসংহার।" সর্বগুণের উপসংহারের নিয়ম নাই। অতএব এই সব ধর্মের উপসংহার অকর্তব্য। সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। প্রধানের অর্থাৎ ধর্মী পরমাত্মার পূর্ণানন্দ ও বোধ (জ্ঞান) আশ্রিতভক্ত বাৎসল্যাদি ধর্ম শ্রুত হয়, সেগুলি ব্রহ্মে তৃষ্ণা হেতু বলিয়া সর্বত্র উপসংহার্য।"] আর যদি এরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপ নহেন, ও জড়দুঃখপ্রতি-যোগীও নহেন, যাহাতে তিনি জড়-দুঃখ হইতে বিলক্ষণ,—তাহা হইলে কিছুই থাকিল না, শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হইল।

আর বেশী কথা কি ? কেবল ঐক্য (কেবলাদ্বৈত)-বাদে পরম প্রমাণভূত বেদশাস্ত্রের স্বারস্যও স্বীকৃত নয়, যেহেতু সমস্ত বেদবাক্যের লক্ষণাদ্বারা অন্য অর্থ করা হয়। তাহার উপর পরমাপ্ততার (অভ্রান্ততা বশতঃ পরম বিশ্বস্ততার অভাব। [**টিপ্পনী**—"আপ্ত"-শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপ—"ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবরূপদোষচতুষ্টয়রহিতঃ স চ ঋষ্যাদিঃ।" বৈদিকমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের এই দোষ-চতুষ্টয় নাই, তাই তাঁহারা আপ্ত বা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বসনীয়। অপর একটী সংজ্ঞা—"স্বকর্মণ্যাভিযুক্তো, যঃ সঙ্গদ্বেষবিবর্জিতঃ। পূজিতস্তদ্বিধৈর্নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥" (বৈষ্ণবা-অভিধান)—অর্থাৎ 'যিনি স্বীয় কর্তব্যে নিরত, সঙ্গদ্বেষবিমুক্ত এবং এতাদৃশ গুণসম্পন্ন লোকের আদৃত, তিনিই আপ্ত।' প্রমাণসম্বন্ধে তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনীতে বলিয়াছেন (অস্মদীয় সংস্করণের ৫ম পৃষ্ঠায়)—"যদ্যপি···দশপ্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপসাকরণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলপ্রমাণম্।" "আপ্ত"-শব্দের নৈয়ায়িক অর্থ সমেত ব্যাখ্যা অস্মদীয় সংস্করণের তত্ত্বসন্দর্ভের ৯ম অনুচ্ছেদের টিপ্পনী ১৯শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ আপ্তবিরহিত পুরুষবুদ্ধিতে বেদের যে যে অর্থ করেন, তাহা অগ্রাহ্য।] এই কারণে এক্ষেত্রে সেই দুইটীতে (বিজ্ঞান ও আনন্দে) ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণত্বই। অতএব "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮)—এই শ্রুতিবাক্যটী কিছুমাত্র ব্যবধান (বিজ্ঞান-আনন্দ ব্রহ্মের পার্থক্য) সহ্য করে না। এইরূপে দুইটী নামই (বিজ্ঞান-আনন্দ) পর্যবসান হওয়ায় কি প্রকারে অন্য গতিক্রিয়া (অর্থোপপত্তি) উপপন্ন হইবে ?

"ব্রহ্ম জাতিগুণাদিহীন বলিয়া ব্রহ্মে সাক্ষাৎ শব্দ প্রবৃত্তি হয় না"—দ্বিধর্মতাবিরোধিগণের এই যে বাক্য (যাহা পূর্বেই ব্যবহার্য-অব্যবহার্য বিচারে কথিত হইয়াছে) তাহা সঙ্গত নয়, যেহেতু স্বরূপশব্দের ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপ অবলম্বনের সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাতে শব্দ প্রবর্তিত হইতে পারে। শ্রুতিতে (তৈঃ ২।৪।১) যে "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

এবমেবোক্তং শ্রীরামানুজশারীরকভাষ্যে—"সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ, কেনচিদ্যুক্ত্যাভাসেন নির্বিশেষ ইতি নিষ্কৃষ্যমানসত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কৃষ্টব্য ইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এব অবতিষ্ঠতে। অতঃ কৈশ্চিদ্বিশেষৈর্বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষা নিরস্যন্তে ইতি ন ক্বচিন্নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিরিতি।" (শ্রীভাষ্য, বেঃ কঃ ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)।

তত্রৈবান্যত্রোক্তম্—"'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ উঃ ২।১।১) ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্যস্যানেকবিশেষণবিশিষ্টৈকার্থাভিধানবুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তু-সিদ্ধিঃ। "প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং হি সামানাধিকরণ্যম্",—তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদ্‌গুণ-বিরোধ্যাকারপ্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা; অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব; একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তরপ্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্

(—অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়)—এই উক্তির অর্থ এই যে, ব্রহ্ম এই প্রকার, এই পরিমাণ হইতেছেন—এইভাবের নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি অলৌকিক ও অনন্ত। [টিপ্পনী—লৌকিক বা প্রাকৃত জগতের বস্তু সকলের প্রকারভেদের বিচার, কিন্তু যাহা অলৌকিক বা অপ্রাকৃত, তাহার বিচার প্রাকৃত অক্ষজ-জ্ঞানে করা যায় না। ব্রহ্ম অধোক্ষজ তত্ত্ব, অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে তাঁহার ঈদৃকত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫)। আর তাঁহার ইয়ত্তাও মাপিয়া লওয়া যোগ্যতার অতীত, "মীয়তেঽনয়া মায়া"—মায়িক বস্তুই মাপিয়া লওয়া যায়, মায়াতীত বস্তুর পরিমাণ অনির্ণেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে প্রকৃত বিদ্বান্‌দিগের নিকট তিনি শব্দগম্য ও মনোলভ্য। ঐ শ্রুতিমন্ত্রটী পরবর্ত্তী অংশেই বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥"—অর্থাৎ 'সেই ব্রহ্মের আনন্দত্ব যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কখনও ভয় হয় না, (যেহেতু তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।' অন্যত্রও শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা (কঠ ২।৩।৮-৯)—"...তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥" অর্থাৎ 'যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্তি পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। তাঁহার রূপ (প্রাকৃত) দর্শনের বিষয়রূপে বর্ত্তমান নয়, ইঁহাকে (রক্তমাংসের) চক্ষুতে কেহ দেখে না; ইনি যখন মনরূপ সম্যগ্‌দর্শন সহায়ে অভিপ্রকাশিত হ'ন তখন তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বিষয়-কল্পনা-শূন্যবুদ্ধি-বৃত্তিদ্বারা উপলব্ধ হ'ন। যাঁহারা ব্রহ্মকে এইভাবে জানেন, তাঁহারা অমর হন।' যে সকল জ্ঞানী ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্ম মন ও বাক্যের অগোচর বলিয়া নির্বিকারাদিরূপে প্রতিভাত হ'ন; কিন্তু ভক্তিযোগী "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্"—এই ব্রহ্মার স্তুত্যুক্তি (ভাঃ ৩।৯।১১) অনুসারে স্বীয় হৃৎপদ্মে ভগবদ্-অপ্রাকৃতরূপ দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হ'ন। ভক্তিযোগীই পরমবিদ্বান্, অন্যে নহে। শ্রুতিও "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ—ইত্যাদি (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩) মন্ত্রে সেই উপদেশই দিয়াছেন।]

তৎপরেও স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য যুক্তির সহিত বিচারণপূর্বক 'তত্ত্বা'-শব্দযোগে বিবেচিত সুখতার স্ফূর্তিকারক অনির্দেশ্য অব্যবহার্য একবস্তু—ইহা বলিয়া ঐ (বিজ্ঞান-আনন্দ) শব্দদ্বয় প্রবর্তন করিয়াছেন। শ্রুতিতেও, যেমন (বৃঃ আঃ ৪।৩।৩২) "এতস্যৈব"—ইত্যাদি অর্থাৎ—'এই ব্রহ্মের আনন্দের মাত্রা অর্থাৎ অল্প পরিমাণ অন্য ভূতগণের উপজীব্য বা আশ্রয়।' [টিপ্পনী—এখানে "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং (জীবঃ) লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ

বস্তুনি বর্তমানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি ; একস্যৈব বস্তুন অনেকবিশেষণবিশিষ্টতাপ্রতিপাদনপরত্বাৎ সমানাধিকরণস্য। 'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্' ইতি হি শাব্দিকাঃ। [শ্রীভাষ্য বেঃ কঃ ১ম খণ্ড ৫২ পৃঃ]

তস্মাদেবমেবাত্র বক্তব্যম্—ভিন্নত্বেনোপলভ্যমানাভ্যামপি বিজ্ঞানানন্দশব্দাভ্যাং ন তস্য দ্ব্যাত্মকতা, কিন্ত্বেকমেব বস্তু স্বরূপ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যেন ভিন্নতয়া নিরূপ্যতে। কেনাপি জ্ঞানমিতি কেনাপি আনন্দমিতি—যথা চন্দ্রচন্দ্রিকাসন্দোহঃ শুক্লোঽয়মিতি জ্যোতিরিদমিতি চ।

ন চ সত্যত্বানন্দত্বাভ্যাং তদ্ভেদং ভজতে তয়োস্তদ্ধর্মরূপত্বাৎ। যথা প্রচুরোঽয়ং প্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যত্র প্রচুরত্বেন চন্দ্রমা ইতি। তথা সবিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যানিবৃত্তয়ে উপদিশ্যতে। যথা,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত,-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"—(শ্বেঃ উঃ ৩।৮)
"সর্বে নিমিষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি,
ন তস্যেশে কশ্চন যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ইত্যাদি।
(মহানারায়ণ উঃ ১।৮)

কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" (তৈঃ ২।৭)—অর্থাৎ 'ব্রহ্মই রস (আনন্দ); জীব তাঁহাকে পাইয়া আনন্দী হয় ; হৃদাকাশে আনন্দ না থাকিলে কেই বা জীবন ধারণ করিত ?'—আলোচ্য।] শ্রুতিতেও শব্দের মুখ্য-বৃত্তিযোগে (লক্ষণাদ্বারা নহে) ব্রহ্মেই আনন্দশব্দের প্রবৃত্তি দেখা যায়। (আর অদ্বৈতবাদীর মতে) "সুখ দৃষ্ট নয়, ব্যবহারযোগ্য নয় ও ব্যপদেশ বা কথনযোগ্য নয়"—ইহাতে সুখকে ঐ প্রকার হইলেও 'সুখ'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রেও (১।১।১২) ইহা প্রসিদ্ধ। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রটীর গোবিন্দভাষ্য ভগবৎসন্দর্ভের ৯৩ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে ৩৭৬-৩৭৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।]

আরও আমাদের প্রশ্ন—সেই ব্রহ্ম আনন্দরূপ কিনা ? যদি তাহা হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সংজ্ঞা অর্থাৎ দুঃখপ্রতিযোগিতা স্বীকৃত হইল ; আর যদি না হ'ন, তাহা হইলে অপুরুষার্থতা আসিয়া পড়ে। [**টিপ্পনী**—আনন্দই পুরুষার্থ, হৃদয়ে আনন্দ না থাকিলে কেই বা জীবন ধারণ করিত ? (তৈঃ ২।৭)।] অতএব তিনি আনন্দরূপ। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে, তিনি লোকপ্রসিদ্ধ (জড়ীয়) আনন্দরূপ নহেন। এরূপ অবস্থিতিতে কিন্তু আমাদেরই পথ সমীচীন (যথার্থ) পথ।

এইভাবে (তৈঃ ২।১।১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"—এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্মভেদ (সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, অনন্তত্ব—বিভিন্ন ধর্মত্ব) বিবেচনা করিতে হইবে। এক্ষেত্রেই অসত্য, জড়, পরিচ্ছিন্নত্বের ব্যাবর্তন (পরাঙ্মুখীকরণ) ও তাহার বিশেষ ধর্মই। (এইরূপে তাঁহার বহুধর্মত্ব সিদ্ধ)। যদি এরূপ বলা যায় যে, যেমন শুক্লবর্ণত্বাদিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণত্বাদির ব্যাবর্তনও সেই পদার্থের স্বরূপই, তাহা অন্য ধর্ম নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ; তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহার ব্যাবৃত্তির (নিবৃত্ত করার যোগ্যতা আছে, ইহা অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। আর যোগ্যতা শক্তিই ; ঘুরিয়া ফিরিয়া 'ঘাটির কুটীতে প্রভাত' এই ন্যায়ানুসারে আমাদের মতই আসিয়া গেল। [**টিপ্পনী**—নদীপথে বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী নৌকা হইতে নদীতীরে স্থলবিশেষে [ঘট্ট বা ঘাটিতে] শুল্ক [রাজকর] আদায়ের জন্য কর্মচারীর ক্ষুদ্র গৃহকে 'কুটি' বা 'কুটী' বলে। ঐপ্রকার কোনও নৌ-যান শুল্ক না দিয়া ঐ কর্মচারীকে শুল্ক আদায় হইতে বঞ্চনাপূর্বক গোপনে

আনন্দময়োঽভ্যাসাদিতি সূত্রব্যাখ্যা

এবং সূত্রকারমত এব তস্যানন্দৈক-রূপতয়া প্রকাশেঽপ্যুদয়ভেদো দৃশ্যতে—যথা "হ্যানন্দময়োঽ-ভ্যাসাৎ" ইত্যাদি (ব্রহ্ম সূঃ ১।১।১২) প্রকরণম্।

তৈত্তিরীয়কে অন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ঞ্চ শিরঃপক্ষাদিরূপকেণানুক্রম্যাম্নায়তে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মা আনন্দময়স্তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি"। (তৈঃ উঃ ২।৫।১) তত্র সংশয়ঃ--কিমিদমানন্দময়-শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে ? কিংবান্নময়াদিবদ্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি ? (শাঙ্করভাষ্যম্) তত্র ব্রহ্মপুচ্ছং

রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়া যদি বিফল হইয়া প্রাতে সেই ঘট্ট বা ঘাটিতেই অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়ে, তখন উহার ঐ বিফল চেষ্টার ন্যায় অন্য কেহ অন্য ব্যাপারে বিফল-প্রযত্ন হইলে, এই ন্যায়টি প্রয়োজিত হয়। এখানে বৃথা তার্কিকগণ নানা বাগবিতণ্ডার পর অবশেষে বিরুদ্ধ পক্ষের কথাই অসাবধান হইয়া নিজের অভিমত বলিয়া প্রকাশ করেন—এই অর্থ।]

এই প্রকারই শ্রীরামানুজীয় বেদান্তসূত্রভাষ্যে (ইতঃপূর্ব কথিত সংস্করণের ১ম খণ্ডের ৫৪শ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, যথা—"অনুভব অনুভূত হইতে থাকিলে উহা সবিশেষই ; কোনও যুক্তির আভাস (সারহীন তর্ক, যাহা যুক্তি বলিয়া প্রস্তাবিত হয়)—তদ্দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নিশ্চিতরূপে প্রতীত করাইতে যত্ন সহিত সত্তার অতিরিক্ত নিজ অসাধারণ (সাধারণরূপে অজ্ঞাত) বিশেষ বিশেষ স্বভাবযোগে উহা নিশ্চয়ীকৃত করিতে হয়। এইরূপে কিন্তু নিশ্চয়ীকরণের হেতুভূত সত্তার অতিরিক্ত নিজ অসাধারণ বিশেষ বিশেষ স্বভাবযোগে সবিশেষেরই অবস্থিতি স্থিরীকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব (নির্বিশেষবাদীর যুক্ত্যাভাসের এইমাত্র ফল হয় যে,) কতকগুলি বিশেষদ্বারা বিশিষ্ট বস্তুর অন্য বিশেষ সমূহ নিরস্তীকৃত হয় ; অতএব (সমস্ত বিশেষ নিরস্ত না হওয়ায়) কোনও স্থলে নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি হয় না।"

ঐ ভাষ্যেই অন্যস্থলে (ঐ পৃষ্ঠা ৫২) বলিয়াছেন, যথা—"শ্রুতির (তৈঃ ২।১।১) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এখানেও সামানাধিকরণ্যের অনেক বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট এক পদার্থই অভিহিত—এই ব্যুৎপত্তি হওয়ায় নির্বিশেষ বস্তু সিদ্ধ হয় না। (এখানে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই একাধিকগুণ সামানাধিকরণ্যভাবে একই ব্রহ্মে অবস্থিত)। (পাণিনী ব্যাকরণের মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় কৈয়ট প্রদত্ত) সামান্যধিকরণ্যের সংজ্ঞা এইরূপ—'প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে একার্থবৃত্তিত্ব। [**টিপ্পনী**—সমানাধিকরণ বলিতে একাশ্রয় শব্দসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ। বিশেষণপদ তাহার বিশেষ্যের সমানাধিকরণ; আবার একাধিক বিশেষণ পদ একই বিশেষ্যের অর্থপ্রকাশক হইলে, তাহারাও পরস্পর সমানাধিকরণ। সামানাধিকরণত্বই সামানাধিকরণ্য। অতএব সংক্ষেপে সামানাধিকরণ্য বলিতে সমান বিভক্তিযুক্ততা বুঝায়। সুতরাং ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দসমূহের একার্থে প্রয়োগকে সামানাধিকরণ্য বলে।] উক্ত শ্রুতিমন্ত্রে সত্যজ্ঞানাদিপদের মুখ্যার্থবোধক গুণসমূহদ্বারাই হউক অথবা ঐ সকল গুণের বিরোধিরূপ প্রতিপক্ষাকার গুণসমূহের দ্বারাই হউক, একই অর্থে যদি পদগুলি প্রবৃত্ত হয় নিমিত্তভেদের আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণীয়। তবে বিশেষ এই—একপক্ষে পদগুলির মুখ্যার্থতা, অপরপক্ষে লক্ষণাবৃত্তিলব্ধ অর্থতা। আর বস্তুস্বরূপ অজ্ঞানাদির প্রতিপক্ষ নয় ; যেহেতু একই ('জ্ঞান') পদে স্বরূপ প্রতিপন্ন বলিয়া অন্য পদের (অজ্ঞানাদির) প্রয়োগ ব্যর্থ। তাহা হওয়ায় সামানাধিকরণ্যেরও অসিদ্ধি হইয়া যায়, যেহেতু তাহাতে একই বস্তুতে বর্তমান পদসমূহের নিমিত্তভেদের অনাশ্রয় হইয়া যায়। (উপরে বলা হইয়াছে নিমিত্তভেদের আশ্রয় অবশ্য গ্রহণীয়)। তবে একই অর্থের বিশেষণভেদে বিশিষ্টতাভেদহেতু পদগুলির অনেকার্থত্ব সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না, যেহেতু সামানাধিকরণ্য একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতার প্রতিপাদনপর। (উক্ত পাণিনী ব্যাকরণের পতঞ্জলি মুনিকৃত

প্রতিষ্ঠেতি, ব্রহ্মশব্দযোগবলেন পুচ্ছশব্দব্যপদিষ্টস্যৈব ব্রহ্মত্বে লব্ধ ইতি উচ্যতে। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ব্রহ্মশব্দোঽত্রাধিকারলব্ধঃ। স চানন্দময় ইতি প্রথমান্তপাঠাৎ প্রথমান্ত এব অনুস্মর্যতে। "আকাশ-স্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২২) ইত্যাদিবৎ।

ততশ্চায়মর্থঃ—আনন্দময়সন্নিধানে "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি (তৈঃ উঃ ২।৬।২)। তদা তদপেক্ষত্বাদুত্তরগ্রন্থেঽপি—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি। (তৈঃ উঃ ২।৭।১)

তৎপ্রভৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি। তথা চতুর্বেদশিখায়ামপি—"স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষঃ স আত্মা স পুচ্ছম্" ইতি চাভ্যাসশ্রবণাদানন্দময় আত্মৈব পরব্রহ্ম ; "অসন্নেব

মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাতা) শাব্দিক কৈয়ট বলিয়াছেন—'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দসমূহের একই অর্থে প্রয়োগ সামানাধিকরণ্য।'"

অতএব এস্থলে এই প্রকারই বলিতে হইবে—বিজ্ঞান ও আনন্দ ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইলেও ঐ দুইটী শব্দদ্বারা ব্রহ্মের দ্ব্যাত্মকতা (দ্বিভাবত্ব) সিদ্ধ হয় না, কিন্তু তিনি একই বস্তু স্বরূপ-প্রকাশের বৈশিষ্ট্যবশতঃ ভিন্নভাবে, কাহারও দ্বারা জ্ঞান বলিয়া, কাহারও দ্বারা বা আনন্দ বলিয়া নিরূপিত হ'ন, যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশিকে কেহ শুক্ল, কেহ বা জ্যোতি বলিয়া প্রতীতি করেন।

সত্যত্ব ও আনন্দত্ব দ্বারাও ব্রহ্ম ভেদ গ্রহণ করেন না, যেহেতু উহারা তাঁহার ধর্মরূপ, যেমন চন্দ্রে এই প্রচুর প্রকাশ বলিলে প্রচুরত্বসহিত চন্দ্রমাই উদ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্যা নিবৃত্তিজন্য সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হয়। যেমন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"আদিত্যবর্ণ (স্বপ্রকাশ) তমের পরপারে (অজ্ঞানের অতীত) এই মহান্ পুরুষ (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অমৃত হয়) অমৃতত্ব প্রাপ্তির আর অন্য পন্থা নাই।" (শ্বেঃ ৩।৮)। "বিদ্যুৎ (দীপ্তিমান্) অধিপুরুষ (অন্তর্যামী পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম) হইতে সমস্ত নিমিষ (কাল বিভাগ) উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার মহৎ যশ, সেই পুরুষোত্তমের উপর ঈশন বা প্রভুত্ব করিবার কেহ নাই ; ইহাকে যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।" (মহানারায়ণ উঃ ১।৮)।

আনন্দময়ত্বপ্রকরণ

এই প্রকারই ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের মতে, যেমন "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) আদিপ্রকরণে, ব্রহ্মের একমাত্র আনন্দরূপতা তাঁহার প্রকাশেও উদয় বা আবির্ভাবের ভেদ দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২য় অধ্যায় ২য় হইতে ৫ম অনুবাক্ পর্যন্ত) 'অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-শিরঃ-পূর্বোত্তরপক্ষাদিরূপ অনুক্রম করিয়া বা পর পর বলিয়া অভ্যস্ত করা হইয়াছে। (৫ম অনুবাকে) 'অন্যাদ্বা'—ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্বোক্ত এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য তাঁহারই অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা আছেন। তাঁহার (শারীর আত্মার) প্রিয় (হর্ষাদিদায়ক) শির, মোদ (সুখপ্রাপক) দক্ষিণপক্ষ, প্রমোদ (অতিমাত্র সুখপ্রাপক) উত্তরপক্ষ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম হইলেন পুচ্ছ (উপবেশনাঙ্গ) রূপ প্রতিষ্ঠ (আশ্রয়)। 'আনন্দময়'-সম্বন্ধে সংশয় হইতে পারে যে, আনন্দময়-শব্দে কি পরম ব্রহ্মই কথিত হইতেছেন, কিংবা অন্নময়াদির ন্যায় ব্রহ্মের অন্যপ্রকার অর্থ ? (শাঙ্করভাষ্য বলিয়াছেন)। [**টিপ্পনী**—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য 'আনন্দময়' শব্দে গৌণব্রহ্ম বলিয়াছেন। বৈষ্ণবভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন—মুখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই সূত্রে 'আনন্দময়' বলা হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতিতে অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ আনন্দময় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।] "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—এখানে ব্রহ্ম-শব্দযোগবলে পুচ্ছ শব্দকথিত ব্রহ্মেরই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত—এই বিষয়েই বলা হইতেছে। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—সূত্রে ব্রহ্মশব্দই অধিকার-লব্ধ হইয়াছে (—ব্রহ্মই আনন্দময়—ইহাই উদ্দিষ্ট)। 'তিনি আনন্দময়', [তৈঃ ২।৫ মন্ত্রে আছে—'আত্মা আনন্দময়ঃ']

স ভবতি” ইত্যাদিকং (তৈঃ উঃ ২।৬।১) ত্বর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নাভ্যাসবাক্যং শ্লোকশব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ। পুচ্ছ এব ব্রহ্ম-শব্দ-সংযোগস্তু তত্রানন্দস্য সম্যগুদয়োৎকর্ষবাঞ্জকঃ। অতঃ প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চ অতঃ পুচ্ছত্বমপি সর্বোত্তরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে। ততশ্চ তদেব পুচ্ছং স এব প্রিয়াদীনাং নিজোদয়-বিশেষাণামবয়বী সন্নানন্দময় ইত্যায়াতম্। কিন্তু পুচ্ছসংজ্ঞে তস্মিন্নির্বিশেষতয়া আবির্ভাবাদবয়বত্বনিরূপণম্। আনন্দময়ে তু প্রিয়াদিভিঃ সবিশেষতয়ৈব প্রকটোপলম্ভাদবয়বিত্বনিরূপণমিত্যেব বিশেষঃ। তস্মাদনেনানন্দ-ময়াধিকরণেন পরব্রহ্মণ এব শুদ্ধানন্দস্যাবির্ভাববিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু, তদ্ব্যতিরিক্তত্বং তু অন্নময়াদিষু। ন চ প্রিয়াদীনামিষ্টপুত্রদর্শনজাদিলক্ষণলৌকিকানন্দত্বমুচিতম্। পারমার্থিকপথারোহানুক্রম-প্রক্রিয়ায়া এব

—এই প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পাঠ হওয়ায় প্রথমান্ত পদই পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা হইয়াছে, বেদান্তসূত্রে যেমন ['আনন্দময়োঽ-ভ্যাসাৎ' (১।১।১২),] 'প্রকাশন্তল্লিঙ্গাৎ' (১।১।২২) ইত্যাদিতে। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে ব্যাখ্যা—'ছান্দোগ্যশ্রুতি (১।৯।১) বলেন—এই লোকের কি গতি? শালাবত্য মুনির এই প্রশ্নের উত্তরে জৈবলিমুনি বলেন—এই সমস্ত ভূতগণ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, আকাশেই প্রলয়প্রাপ্ত হয়; আকাশই সকলের শ্রেষ্ঠ ও আকাশই সকলের পরায়ণ বা পরম আশ্রয়। এখানে সন্দেহ করা হয় যে, আকাশ-শব্দের তাৎপর্য বিয়ৎ বা ভূতাকাশ, কিংবা ব্রহ্ম? আকাশ শব্দের রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থ। আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের উৎপত্তির কথা শ্রুত হয় বলিয়া ভূতাকাশ অর্থই পাওয়া যায়। সূত্রটী ইহার উত্তর। এখানে আকাশের অর্থ ব্রহ্মই, বিয়ৎ নহে। কি জন্য? তল্লিঙ্গ বা ব্রহ্মের চিহ্ন-হেতু, অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপাদনত্বাদি-লক্ষণ ব্রহ্মলিঙ্গহেতু। ছান্দোগ্যশ্রুতিমন্ত্রে 'সর্বাণি' প্রভৃতি অসংকুচিত সর্ব শব্দদ্বারা বিয়ৎ বা ভূতাকাশ-সহিত সর্বভূতের উৎপত্তির হেতুত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব আকাশ শব্দে ভূতাকাশ বলিলে আকাশের কারণ আকাশ—এই অসংগতি আসিয়া যায়। আর এব-শব্দদ্বারা অন্যহেতু নিরস্ত হইয়াছে। অতএব ভূতাকাশ পক্ষের সঙ্গতি হইতে পারে না। কারণ মৃত্তিকাদিকে ঘটাদির কারণ বলা হয়। আকাশ-শব্দে ব্রহ্মবোধ হইলে কোনও অসঙ্গতি হয় না। শক্তিমত্তত্ত্ব ব্রহ্মই সর্বস্বরূপ। যদিও আকাশ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ভূতাকাশ, তথাপি বলিষ্ঠ শ্রৌতরূঢ় (শ্রুতিবাক্যে প্রসিদ্ধত্ব) অনুসারে আকাশ ব্রহ্মেই প্রযোজ্য।'

অতএব এইপ্রকার অর্থ—আনন্দময়েরই সন্নিধানে ('আনন্দময়' বলা হইয়াছে তৈঃ ২।৫ মন্ত্রে, তৎপরবর্তী ২।৬ মন্ত্রে বলা হইতেছে) "সোঽকাময়ত"—ইত্যাদি অর্থাৎ সেই (আনন্দময়) পরমাত্মা এই কামনা বা চিন্তা করিলেন 'আমি বহু হইয়া উদ্ভূত হইব'। [**টিপ্পনী**—তাহার পরেই "ইদং সর্বমসৃজত"—ইত্যাদি তাঁহার সৃষ্টি করার কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং আনন্দময়ে জীবত্ব আরোপিত হইতে পারে না।] তাহার পর কথিত আনন্দময়ত্বের অপেক্ষাতেই তৎপরবর্তী মন্ত্রে (২।৭) বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—ইত্যাদি, অর্থাৎ "রস (আনন্দ) তিনিই। জীব (অয়ং) রসকে (আনন্দকে, আনন্দময় পরমাত্মাকে) পাইয়া আনন্দী (আনন্দযুক্ত) হ'ন।" [**টিপ্পনী**—জীব স্বরূপে সচ্চিদানন্দ হইয়াও তাঁহার অণুত্ব-প্রযুক্ত আনন্দ অতিক্ষীণ, কিন্তু ভগবদুন্মুখ হইয়া যখন তিনি ভক্তিসহযোগে ভগবৎকৃপায় ভগবানকে লাভ করেন (কঠ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩), তখন তিনি আনন্দী হ'ন,—প্রচুর আনন্দের অধিকারী হ'ন। এখানে 'আনন্দী'র মতুপ্-অর্থে 'ইন্' প্রত্যয় ভূমা বা বহুত্ববাচক।]

ঐ স্থলে (তৈঃ ২।৭ "এষ হ্যেবানন্দয়তি") হইতে শেষেও (২।৮।১-৪ এর প্রত্যেক মন্ত্রেই "স এব আনন্দ" বলিয়া অবশেষে (২।৮।৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন)—"এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" অর্থাৎ 'এই আনন্দময় আত্মার সমীপস্থ হ'ন' (অর্থাৎ আনন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হ'ন)। চতুর্বেদশিখাতেও এইরূপ, যথা—"তিনি শির, তিনি দক্ষিণপক্ষ, তিনি উত্তরপক্ষ, তিনি আত্মা, তিনি পুচ্ছ"। এখানেও অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ কথন) শ্রুত হওয়ায় আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম। তৈঃ ২।৬ এর

পূর্বপূর্বাত্মস্বপক্রান্তত্বাৎ। যথা "তস্য যজুরেব শিরঃ" ইত্যাদি। অতএবালৌকিকবিশেষবত্বে সতি তস্য "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈঃ ২।৪) ইত্যাদি-মহিমা চ সঙ্গতঃ স্যাৎ। অত্রানন্দস্যৈকস্যৈবোদয়াপচয়োপচয়মাত্রবিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদান্ন বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথগ্ গুণত্বম্।

অতএব তৃতীয়ে অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকারৈরপি "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১১) ইত্যনেনানন্দাদীনামেকত্রোক্তানামপি সর্বত্রোপাসনায়াং সমাহৃতিশ্চিন্তিতা। প্রিয়াদীনান্তু সা পরিহৃতা। "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১২) ইত্যনেন তত্রৈকস্যৈবান্নময়াদিক্রমোপাসকস্য উপাসনাভূমিকারোহস্থানাভেদে হি প্রিয়াদিশব্দস্তস্যৈব আনন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ উদয়োপচয়াপচয়ৌ বিবক্ষিতৌ।

প্রারম্ভিক শ্লোক—"অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" অর্থাৎ "ব্রহ্মকে যদি কেহ অসৎ (অস্তিত্বহীন) জানে, সে নিজেই অসৎ (অসৎসম অর্থাৎ পুরুষার্থহীন) ; আর যদি কেহ ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তাঁহাকে (ব্রহ্মবিদ্গণ) সৎ (সার্থকসত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ পরমার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত) বলিয়া জানেন।" ইহা কিন্তু অর্থবাদ, প্রশংসা বাক্যই ; শ্লোকশব্দাকারে কথিত প্রশংসাসূচকই। [**টিপ্পনী**—অর্থবাদ—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতাঃ॥"—ইতি ভট্টঃ, অর্থাৎ 'বিরোধে গুণবাদ ও অনুবাদ অবধারিত এবং তাহার-হানিতে ভূতার্থবাদ, এই তিন প্রকার অর্থবাদ।' তত্ত্বসম্বোধিনীমতে অর্থবাদ সপ্তবিধ, যথা— (১) স্তুত্যর্থবাদ, (২) ফলার্থবাদ, (৩) সিদ্ধার্থবাদ, (৪) নিন্দার্থবাদ, (৫) পরকৃতি, (৬) পুরাকল্প ও (৭) মন্ত্র। এখানে প্রথমার্থ 'স্তুতি'তে অর্থবাদ প্রযুক্ত হইয়াছে।] সুতরাং ইহা অভ্যাসবাক্য নহে। কিন্তু পুচ্ছে ব্রহ্মশব্দের সংযোগ (তৈঃ ২।৫) সেখানে আনন্দের (অব্যবহিত পূর্বে "আনন্দ আত্মা") সম্যক্ উদয়ের উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে। অতএব প্রতিষ্ঠাত্ব ও ঐ কারণেই পুচ্ছত্ব ও সকলের পরে উদয়প্রাপ্ত হওয়াতে (তৈঃ ২।১ 'ইদং', ২।২ 'পৃথিবী', ২।৩ 'অথর্বাঙ্গিরসঃ', ২।৪ 'মহঃ', ২।৫ 'ব্রহ্ম'—এই সমস্ত পদের পরে 'পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা') রূপিত হইয়াছে। সেই হেতুর আবার সেই পুচ্ছই সেই (পুরুষবিধই) নিজবিশেষ উদয়রূপ অবয়বসমূহ প্রিয়াদির (—'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, ইত্যাদি মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ' —২।৫)—অবয়বী হইয়া 'আনন্দময় আত্মা'—ইহাই আসিয়া যাইতেছে (সিদ্ধান্তিত হইতেছে)। কিন্তু পুচ্ছনামক ব্রহ্ম নির্বিশেষরূপে আবির্ভূত বলিয়া তাঁহাতে অবয়বত্ব-নিরূপিত হইল। কিন্তু প্রিয়াদিদ্বারা সবিশেষরূপে আনন্দময়ে প্রকটোপলব্ধ বা স্পষ্ট অনুভবহেতু অবয়বিত্ব নিরূপণ ইহাই বিশেষ। অতএব এই 'আনন্দময়' অধিকরণ (প্রকরণ) দ্বারা—[**টিপ্পনী**—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই দ্বিতীয় অধ্যায়টীর নাম—"ব্রহ্মানন্দবল্লী-অধ্যায়" ; ইহার ১ম হইতে ৯ম অনুবাক্ ব্রহ্মের আনন্দত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ; ইহাই ইহার মূল বিষয়বস্তু বা অধিকরণ।]—'প্রিয়া'দিতে পরব্রহ্ম ভগবানেরই শুদ্ধ উদয়ের বিশেষত্ব সাধ্য ; কিন্তু 'অন্নময়াদি'তে তদতিরিক্ত অন্যকিছু সাধ্য। আর ঐ 'প্রিয়া'দি ইষ্টপুত্র-দর্শনাদিজনিত-লক্ষণাত্মক লৌকিক আনন্দ—ইহা বলা হইতেছে না। উহারা পারমার্থিক পথে আরোহণের অনুক্রম বা আনুপূর্বী প্রক্রিয়ারই পূর্ব পূর্ব পর্যায়ে (সোপানের ন্যায়) উপক্রম বা উপায়। যেমন [**টিপ্পনী**—তৈঃ ২।৩ মন্ত্রে যেখানে "আত্মা মনোময়" (আনন্দময় নহে) সেখানে ২।৫ মন্ত্র-কথিত "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ"—এর পরিবর্তে বলা হইয়াছে] "তস্য যজুরেব (যজুর্বেদের মন্ত্রে) শিরঃ"—ইত্যাদি। অতএব আনন্দের অলৌকিক বিশেষবত্তা স্থিরীকৃত হইলে (৪র্থ অনুবাকের উপক্রমশ্লোক) "যাহা না পাইয়া (উপলব্ধি না করিতে পারিয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়।—ইত্যাদি মহিমা সঙ্গত হইবে। এখানে এক আনন্দেরই উদয়, অপচয়, উপচয়মাত্র বলিবার উদ্দেশে প্রিয়াদি ভেদ হওয়াতে উহার বিজ্ঞানময়াদির ন্যায় পৃথগ্ গুণত্ব নহে।

ততো নান্যত্রোপাসনায়াং তেষাং "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১১) ইতি ন্যায়েন প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। নন্বু "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"—(তৈঃ উঃ২।৮।৫) ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মবিষয়ত্বং নাস্তি বিকারাত্মনামন্নময়াদীনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহপতিতত্বাৎ (শাঃ ভাঃ) ;—নৈবং, তৎপ্রবাহপতিতত্বেঽপি সর্বান্তরত্বাৎ অরুন্ধতীদর্শনবৎ প্রতিপাদ্যরূপত্বমেব প্রসজ্যেত। ন চোপসংক্রমকার্থত্বেন তস্য পরত্বং প্রতিহন্যতে —তদাবির্ভাবমাত্রার্থত্বাৎ—যথা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"—(তৈঃ উঃ ২।১।২) ইতি। কিঞ্চ উপসংক্রমবচন এব বিদুষো ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি-ফলনির্দেশাৎ তস্যান্যথাত্বং ন যুজ্যতে। আনন্দময়োপসংক্রমনির্দেশেনৈব পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠাভূতব্রহ্মপ্রাপ্তির্নির্দিষ্টেতি চেৎ—শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ।

অতএব ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১২ সূত্রে সূত্রকার শ্রীব্যাসদেব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানম্" বলিয়া একত্র কথিত আনন্দাদিরও সর্বত্র উপাসনায় সমাহৃতি বা সংগ্রহ চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু প্রিয়াদির পক্ষে উহা পরিহার করিয়াছেন। ইহার পরবর্তী (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১৩) সূত্রে "প্রিয়শিরস্ত্ব"-ইত্যাদি দ্বারা ঐ স্থলেই একই অন্নময়াদির ক্রমোপাসকের উপাসনা-ভূমিকায় ক্রমপর্যায়ে আরোপ স্থানের অভেদেই প্রিয়াদিশব্দ ; সেই আনন্দময় ব্রহ্মের উদয়ের অপচয় উপচয় (হ্রাস-বৃদ্ধি) উদ্দিষ্ট। অতএব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"—এই ন্যায় বা সূত্রদ্বারা অন্যত্র উপাসনাতে উহাদের (প্রিয়াদির) প্রাপ্তি নাই—এই অর্থ। [**টিপ্পনী**—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"-সূত্রের গোবিন্দভাষ্য উপরে 'দ্বিধর্মতাসিদ্ধান্তপক্ষ'-প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। তৎ-পরবর্তী (৩।৩।১৩) সূত্রটির গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন—"আনন্দময় শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্মসমূহের কথা শ্রুতিতে (তৈঃ ২।৫) পাওয়া যায়। সেই ধর্মগুলি সর্বত্র উপসংহার্য, কিংবা নয়—এ বিষয়ে সেই সব ধর্ম আনন্দত্বাদি হইতে পৃথক্ নয়, যেহেতু আনন্দাদি সর্বত্র উপসংহার্য ; অতএব ঐগুলিকেও উপসংহার্য বলিতে হইবে—এই পূর্বপক্ষ হওয়ার উত্তরে এই সূত্র। প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি ধর্মের সর্বত্র উপসংহার হইবে না, যেহেতু পুরুষবিধ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষিরূপত্বের অভাব। বিশেষতঃ উক্ত বাক্যে মোদ ও প্রমোদ—এই দুই শব্দদ্বারা ক্রমানুসারে আনন্দের উপচয়-অপচয়, বৃদ্ধি ও হ্রাসরূপে প্রতীয়মান হয়। ভেদরূপ থাকিলেও ইহা সম্ভবপর। কিন্তু ব্রহ্মের যখন স্বগতভেদ পর্যন্তেরও প্রত্যাখ্যান হইতেছে, তখন ঐ সকল অনিত্য কাল্পনিক রূপগুণের উপসংহার করণীয় নয়।"] আচ্ছা!—"এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" (তৈঃ ২৮)—এই শ্রুতি পরব্রহ্ম বিষয়ক নহে, যেহেতু উহা বিকারাত্ম উপসংক্রমিতব্য অন্নময়াদির প্রবাহে পতিত—ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—এরূপ কথা নয় ; তাহা প্রবাহে পতিত হইলেও তিনি সকলের অন্তর্ভূত বলিয়া অরুন্ধতী দর্শনের ন্যায় তাঁহার প্রতিপাদ্যরূপত্বের প্রসঙ্গ হইতেছে। আর উপসংক্রমার্থত্ব-হেতু তাঁহার পরত্ব (পরব্রহ্মত্ব) প্রতিহত হয় না, যেহেতু তাঁহার আবির্ভাবমাত্রেই অর্থের প্রাপ্তি হয়, যেমন (তৈঃ ২।১।৩) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"—(অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন)। [**টিপ্পনী**—অরুন্ধতী দর্শনন্যায়—অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ; তিনি পাতিব্রত্যের আদর্শ স্থানীয়া বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের ন্যায় তিনি নক্ষত্রলোকে অতিসূক্ষ্ম নক্ষত্ররূপে স্থান পাইয়াছেন। বিবাহের সময় নব-বধূকে সতীত্বের আদর্শজন্য অরুন্ধতীকে দেখাইবার প্রথা আছে। অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তাহাতে সহজে দৃষ্টিপাত না হওয়ায় তৎপার্শ্বস্থিত বৃহত্তর বশিষ্ঠ নক্ষত্র প্রদর্শিত হয়। তৎপরে ক্রমে অরুন্ধতীতে দৃষ্টি পতিত হয়। এইরূপে অরুন্ধতীর দর্শন হয়। প্রথম স্থূলবস্তুতে পরে তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম বস্তুতে দৃষ্টিপাত করার স্থলে এ ন্যায় প্রযোজ্য। প্রথমে গৌণ উপদেশ দান করিয়া পরে উহা প্রত্যাখ্যানপূর্বক মুখ্য উপদেশ দিতে হইলে এই ন্যায় প্রয়োগ করা হয়। শাখাচন্দ্র ন্যায়ও এইরূপ।] আরও উপসংক্রমবচনেই বিদ্বানের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের (তৈঃ ২।১।৩) নির্দেশ থাকায় তাহার অন্যথাত্ব (অন্য প্রকার বলা) সঙ্গত নয়। যদি বলা হয় যে, আনন্দময়ের উপসংক্রম নির্দিষ্ট হওয়াতেই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তির নির্দেশ হইয়াছে, ইহা বলায় শ্রুতির কদর্থ করা হয়।

পুচ্ছবাদিনামপি পুচ্ছপ্রবাহ-পতিত্বেন ব্রহ্মণোঽপি পূর্ববৎ পুচ্ছত্বমেবাপদ্যেত। তত্র যদি বচনান্তরস্বারস্যেনাবয়বতা স্যাৎ— ইহাপি পূর্বদর্শিতত্বেন ভবিষ্যতি। তথা 'তস্যৈব এষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' (তৈঃ উঃ ২ ৫) ইত্যনেনাত্মত্বেনোপক্রান্তস্যানন্দময়স্যৈব সর্বত্র শারীরত্বং প্রতিপদ্যতে। শ্রুতিনির্দিষ্ট পৃথিব্যাদিলক্ষণশরীরান্তর্যামিত্বাপেক্ষয়েতি শরীরত্ব-শ্রবণমপি ন দোষায়।

যদ্বানন্দময়ত্বেঽপি 'তস্যৈষ এব শারীর আত্মা'— ইত্যনেন তস্যাপ্যাত্মান্তঃ শ্রূয়তে, তত্তু তস্যাত্মান্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া ; শিলাপুত্রস্য তু শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ। যথান্যেষামন্নময়স্য প্রসিদ্ধশারীরত্ব-নিষেধস্তু—'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৬) ইত্যাদৌ স্বয়মেব সূত্রকারৈঃ করিষ্যতে।

পুচ্ছবাদিগণও পুচ্ছপ্রবাহে পতিত বলিয়া ব্রহ্মেরও পূর্বের ন্যায় পুচ্ছত্বই আসিয়া পড়ে। সেক্ষেত্রেও যদি অন্য বচনের স্বারস্যদ্বারা অবয়বতা সাধিত হয়, তাহা হইলে এক্ষেত্রেও পূর্বে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ হইবে। ঐ রূপেই "তস্যৈব এষ এব···এতস্মাৎ" (তৈঃ ২।৫)—ইহাদ্বারা আত্মারূপে উপক্রান্ত আনন্দময়ই সর্বত্র শরীর (দেহাধিষ্ঠিত) বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। শ্রুতিতে (তৈঃ ২।২ "পৃথিবী পুচ্ছং", তৈঃ ২।৩ অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং, তৈঃ ২.৪ "মহঃ পুচ্ছং", বৃঃ আঃ "পৃথিবী যস্য শরীরং") পৃথিবী প্রভৃতি লক্ষণ শরীরের অন্তর্যামী—এই অপেক্ষায় আনন্দময় ব্রহ্মের যে শরীরত্ব শ্রবণ করা যায়, তাহাতে দোষের প্রসঙ্গ নাই।

অথবা আনন্দময়ত্ব প্রসঙ্গেও "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা" (তৈঃ ২।৫) বলায় আনন্দময়েরও আত্মা অন্য—ইহাও শ্রুত হয় ; তাহা কিন্তু তাঁহার অন্য আত্মা নাই—ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে ; যেমন শিলাপুত্রের (ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের) শরীর শিলাপুত্রই, সেইরূপ (আনন্দময়ের শরীরই আত্মা আনন্দময়)। কিন্তু অন্যগুলির (তৈঃ ২।১ অন্নময়, তৈঃ ২।২ প্রাণময়, তৈঃ ২।৩ মনোময়, তৈঃ ২।৪ বিজ্ঞানময়-এর মধ্যে অন্নময়ের শারীরত্ব নিষেধ প্রসিদ্ধ। [**টিপ্পনী**—ঐ ২য় অধ্যায়ের অন্য অনুবাক্-গুলিতে প্রারম্ভই তস্যৈষ এব শারীর আত্মা", কিন্তু ২য় অনুবাকটীতে আরম্ভ 'উহাদ্বা' উহানা বলিয়া "তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ"-দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং অন্নময়ত্বের সহিত শারীরত্বের সম্বন্ধ নাই]। বেদান্তসূত্র-কার শ্রীব্যাসদেব দ্বারাও (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৬ সূত্রে) নিষেধীকৃত। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রটীর বোধের জন্য ইহার পূর্ববর্তী ১৪শ ও ১৫শ সূত্র দুইটীরও গোবিন্দভাষ্য প্রদত্ত হইতেছে। ১৪শ সূত্র—"তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" ; ইহার ভাষ্য—"তৈঃ ২।৭, 'এষ হ্যেবানন্দয়তি' (ইনিই ব্রহ্মই আনন্দিত করেন)—ইহাদ্বারা জীবের আনন্দের হেতু আনন্দময়—এই ব্যপদেশে (কথনে)-জীবের আনন্দদাতার জীব হইতে ভেদ। এই আনন্দশব্দে আনন্দময়কে বুঝিতে হইবে।" ১৫শ সূত্র—"মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" ; ইহার ভাষ্য—"(তৈঃ ২।১।৩)—'সত্যং জ্ঞানম্'—এই মন্ত্রে উক্ত ব্রহ্মই, যে কারণে তিনি আনন্দময় বলিয়া গীত হ'ন। আনন্দময় জীব নহেন। ভাবার্থ এই যে, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ (তৈঃ ২।১।২) এই মন্ত্রে 'পরম্' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হ'ন— ইহা দ্বারা উপাসক জীবের প্রাপ্য ব্রহ্মকে উপক্রমপূর্বক তৎসঙ্গেই 'সত্যং জ্ঞানম্' —ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিতেছেন। এই জন্য ব্রহ্মকেই আনন্দময় শব্দদ্বারা গ্রহণ করা সমীচীন ; যেহেতু 'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ'—ইত্যাদি তৈঃ ২।২।২ হইতে ২।৫ পর্যন্ত দ্বারা উত্তরোত্তর বাক্যসমূহদ্বারা উপক্রান্ত তিনিই প্রপঞ্চিত সবিস্তার বর্ণিত হইতেছেন। এই প্রকারে মন্ত্রবর্ণোক্ত প্রাপ্য ব্রহ্মই আনন্দময়রূপে অভিহিত বলিয়া তিনি প্রাপ্ত জীব হইতে পৃথক্। আর আনন্দময় বলিতে জীব উদ্দিষ্ট নয়।" ১৬শ সূত্র "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"-এর ভাষ্য— "আচ্ছা, মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম যদি জীব হইতে ভিন্ন, তবে উঁহার আনন্দময়ত্বের সমর্থনদ্বারা জীবের আশঙ্কা দূর হইতেছে, এরূপ বলা যায় না, কারণ মন্ত্রবর্ণদ্বারা অবিদ্যা (মায়া) ও তাহার কার্য-বিনির্মুক্ত জীবই মন্ত্রবর্ণে পরামর্শের বিষয় ; সুতরাং তাদৃশ জীব হইতে আনন্দময় পুরুষ ভিন্ন ন'ন—এই প্রকার পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা নিরসন জন্য এই সূত্র। অনুবাদ—

তস্মাদানন্দময়শব্দেন পরব্রহ্মৈবোচ্যতে। তথা 'সোঽকাময়ত'—(তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি 'রস বৈ সঃ' (তৈঃ উঃ ২।৭) ইতি পুংলিঙ্গেনৈব নির্দেশাদপি স এব, ন তু পুচ্ছম্। তত এতমানন্দময়মিত্যত্রান্তিম-বাক্যে চ তন্নির্দ্দেশঃ সংবদতে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যস্মাদাত্মশব্দাকর্ষেণ তন্নির্দ্দেশগতিশ্চ বিপ্র-কর্ষাতিশয় এব পরাহতঃ।

কিঞ্চ—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে'তি (তৈঃ ২।১।৩) যল্লক্ষিতং তদেব 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইত্যনেন নির্দিশ্যতে। তস্য চ সর্বান্তরত্বেনাত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্বাক্যং তং তমতিক্রম্য 'অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়' (তৈঃ উঃ ২।৫) ইত্যানন্দময় এবাত্মত্বং সমাপয়তি। তত আত্মশব্দ-কর্ষণেনাপি স এবাত্মতঃ স্যাৎ। ন চাত্মত্বেনানির্দিষ্টং পুচ্ছমিতি। এবং শ্রুতিভিরপি 'পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ আনন্দময় নয়, যেহেতু মন্ত্রবর্ণে তাহার উপপত্তি নাই।) ইতর অর্থাৎ মুক্তাবস্থ জীবও মান্ত্রবর্ণিক নয়। কেন নয়? যেহেতু উহার অনুপপত্তি (শ্রুতি প্রমাণের অভাব)। শ্রুতি (তৈঃ ২।১।২) বলিয়াছেন—"সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে।' (—যিনি ব্রহ্মবিৎ বা মুক্ত জীব, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব অভিলষিত ভোগ করেন)। সহভোগ বলাতে মুক্তজীবেরও স্বতন্ত্রভোগ (আনন্দময়ত্ব) অসিদ্ধ। যাঁহার চিৎ (জ্ঞান) বিবিধ 'পশ্যতি'—দর্শন করেন, তিনি বিপশ্চিৎ। পৃষোদরোদিত্বহেতু সমাসে এইরূপ। [**টিপ্পনী**—'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্'—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পৃষোদর প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পৃশন্তি উদরে যস্য স পৃষোদরঃ, বারীণাং বাহকঃ—বলাহকঃ, ইত্যাদি]। বিবিধভোগচতুর ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত (মিলিত) হইয়া সমস্ত কাম ভোগ করেন। ……সহ ভাব কথিত হওয়াতে ভগবানেরই প্রাধান্য উদ্দিষ্ট। আনন্দময়ের আশ্রয়ে আনন্দপ্রাপ্তির জন্য ভক্তিরই প্রাধান্য অভিমত, যেমন ভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।৫।৬৬)—'ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥' (অর্থাৎ সাধুভক্তগণের হৃদয় আমাতেই নিবদ্ধ, তাই তাঁহারা আমাকে বশে রাখেন, যেমন সতী স্ত্রী পতিকে বশে রাখেন)।"

অতএব আনন্দময়-শব্দদ্বারা পরব্রহ্মই কথিত হইতেছেন। আর (তৈঃ ২।৬) "সোঽকাময়ত" 'সঃ'—পুংলিঙ্গ, তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন), (তৈঃ ২।৭) "রসো বৈ সঃ"—এই দুই স্থলে পুংলিঙ্গ শব্দ 'সঃ'-যোগে নির্দেশ দেওয়ায় তিনিই, (ক্লীবলিঙ্গদ্বারা নির্দিষ্ট) 'পুচ্ছং' [আনন্দময়] নহে। তাহার পর "ক্রমানন্দময়মাত্মনমুপসংক্রামতি" (তৈঃ ২।৮।৫)—এই [প্রকরণের] অন্তিমবাক্যেও ঐ প্রকার নির্দেশ সংবাদিত [সদৃশীকৃত] হইয়াছে। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ" [তৈঃ ২।১।৩] ইহাতে আত্মশব্দের আকর্ষণ-হেতু আনন্দময়ত্বের নির্দেশর প্রতি অর্থাৎ পরমাত্মা-ভিন্ন অন্যত্র নির্দেশ অতিশয় বিপ্রকর্ষ পরাহত (ব্যাহত) হইয়াছে।

অপিচ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈঃ ২।১।৩] ইহা দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উহারই কিছু পরে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ"-দ্বারা তিনিই (ব্রহ্মই) নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর তিনি সর্বান্তর (অন্তর্যামিরূপে অন্নাদিসমস্তের অন্তবর্তী) বলিয়া আত্মা—ইহার প্রকাশক বাক্য তাঁহাকে (আত্মাকে) অতিক্রম "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) অর্থাৎ (ইহার পূর্বকথিত) বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত, অথচ তাঁহারই অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা আছেন, ইহা বলিয়া আনন্দময়েরই আত্মত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব আত্মা—এই শব্দের আকর্ষণে তিনিই (আনন্দময় আত্মাই) প্রথম বা প্রধান আত্মা হইবেন, আত্মরূপে অনির্দিষ্ট পুচ্ছ তাহা হইবে না। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"অন্বয়ং পুরুষবিধঃ" (তৈঃ ২।২) —এখানে "অন্নময়াদিতে যিনি চরম সদসৎ স্থূলসূক্ষ্ম হইতে অতীত, তাহাকেই (আনন্দময়কেই) পুরুষাকার অনুযায়ী বলা

পরন্তমথ যদেষবশেষমৃতম্' ইত্যত্রান্নময়াদিসাহোদর্যাৎ চরমোঽয়ং ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশাচ্চানন্দময় এব পরং ব্রহ্মেত্যঙ্গীক্রিয়তে। চতুর্বেদশিখা তু স্পষ্টমেব ব্যাচষ্টে 'সশির' ইত্যাদিনা। তস্মাদানন্দময় আত্মা পরব্রহ্মৈবেতি স্থিতম্।

বিকারশব্দেত্যাদি সূত্রব্যাখ্যা

অথ তত্রাপ্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি—"বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৩) অত্র প্রাচুর্য এব ময়ড্ বিহিতঃ—ন বিকার ইত্যর্থঃ। তদেকবস্তুন্যপি প্রাচুর্যং যুজ্যতে। "প্রচুরপ্রকাশো রবিঃ" ইতিবৎ প্রাচুর্যং হ্যত্র প্রকাশস্য চন্দ্রাদ্যপেক্ষয়া। ততশ্চ প্রকাশঃ প্রাচুর্যেণ প্রস্তুতোঽত্রেতি বিবক্ষয়া "প্রকাশময়ো রবিঃ" ইত্যপি স্যাৎ।

হইয়াছে, যিনি (আনন্দময়) এই সমস্ত অন্নময়াদির মধ্যে অবশেষরূপে ঋত (সত্য)।" এখানে অন্নময়াদির সহোদর্য (তৎসহ সমপর্যায়ভুক্তত্ব) হেতু "চরমঃ অয়ম্" এই পুংলিঙ্গনির্দেশজন্যও আনন্দময়ই পরব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেছেন। উপরে উদ্ধৃত চতুর্বেদশিখা "সঃ শিরঃ" ইত্যাদি বলিয়া কিন্তু স্পষ্টই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব আনন্দময় আত্মা পরব্রহ্মই বলিয়া নির্ধারিত।

বিকার-শব্দ ইত্যাদি সূত্রব্যাখ্যা

বেদান্ত সূত্রকার ব্যাসদেব (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যাত এই পূর্ববর্তী সূত্রে পাছে 'আনন্দময়' শব্দে আনন্দের বিকার অর্থ করা হয় এই) আশঙ্কা করিয়া সূত্র করিয়াছেন "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৩)-। এখানে (আনন্দ শব্দের উত্তর 'ময়ট্' প্রত্যয়টী বিকারার্থে না হইয়া) প্রাচুর্য অর্থে বিহিত হইয়াছে, বিকারে নয়। ইহাই অর্থ। [**টিপ্পনী**—সূত্রটীর গোবিন্দভাষ্য—"বিকার অর্থে 'ময়ট্'-প্রত্যয় হয়; এখানে (পূর্বসূত্রে) 'আনন্দময়'-শব্দে 'ময়ট্'-প্রত্যয় দ্বারা আনন্দের বিকার জীবকেই বুঝা যাইতে পারে। এই প্রকার কোনও শঙ্কা করিলে উহার নিরাস জন্য এই সূত্র। 'ময়ট্'-প্রত্যয় কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বিকার-অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এখানে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া 'প্রাচুর্য'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দের বিকার জীব আনন্দময়, এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। প্রচুর আনন্দবিশিষ্ট ব্রহ্মই আনন্দময়। 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি'—এই নিয়ম অনুসারে দুইটী স্বরবিশিষ্ট বৈদিকশব্দের উত্তর বিকার অর্থে ময়ট্ হয়; 'আনন্দ'-শব্দে বহু অর্থাৎ দুইটীর অধিক তিনটী স্বর হওয়াতে বিকারার্থে ময়ট্ হইতে পারে না। 'আনন্দময়'-শব্দদ্বারা আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ দুঃখপ্রাপ্তির অসম্ভাব অর্থ করিয়া জীবকে বুঝিয়া লওয়া উচিৎ হয় না। সুবালশ্রুতি বলেন—'এষ সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব এক নারায়ণঃ' (অর্থাৎ—'সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, পাপরহিত, দিব্য দেব একমাত্র নারায়ণ।') স্মৃতিতেও (বিঃ পুঃ ১।২।১০ বলেন—'পরং পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশোদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।' (অর্থাৎ পরতত্ত্ব সমূহের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই পরাবরেশ ব্রহ্মে ক্লেশাদি কিছুই নাই)। প্রচুর-প্রকাশ রবির ন্যায় এখানে স্বরূপে প্রচুর শব্দের প্রয়োগ। অতএব আনন্দময় জীব নহেন।" সাধারণতঃ সংস্কৃত-ভাষাতেই বিকারার্থে ময়ট্-প্রত্যয় হয়, যথা পাণিনী সূত্র—"তস্য বিকারঃ। ময়ড্বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ"। অতএব এক বস্তুতেও প্রাচুর্য প্রযুক্ত হয়। 'প্রচুরপ্রকাশ রবি'—ইহার ন্যায় এখানে চন্দ্রাদি অপেক্ষা প্রকাশের প্রাচুর্য। এই কারণেও প্রাচুর্যদ্বারাই এখানে প্রকাশ প্রস্তাবিত হয়; ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশময় রবি, ইহাও হইতে পারে।

ইহা স্মৃতির (ব্যাকরণের, পাঃ ৫।৪।২১) "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্, সমূহবচ্চ বহুষু")—ইহার বিষয়রূপে দেখা যায়। ['সমূহবৎ'-অর্থে প্রাচুর্যই বুঝায়।] আর এখানে 'প্রতিমার শরীর"—ইহার ন্যায় ভেদ বলিবার ইচ্ছা প্রযুক্ত হয় নাই। [**টিপ্পনী**—'প্রতিমার শরীর'—ইহা 'অভেদে ষষ্ঠী'র উদাহরণ, যেমন 'রাহোঃ শিরঃ' মস্তকই রাহু; আনন্দময়

"তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (পাঃ সূঃ ৫।৪।২৭) ইতি স্মৃতেবিষয়ত্বং দৃশ্যত ইতি। অত্রেতি ভেদ-বিবক্ষা ন প্রতিমায়াঃ শরীরমিতিবৎ প্রযুজ্যতে চ। "ব্রহ্ম-তেজোময়ং দিব্যম্" ইতি শ্রীহরিবংশে। "আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ" ইতি দশমেঽপি (শ্রীভাঃ ১০ম, ৪৭ অঃ ৩১। অতএব 'তৎপ্রকৃত' [পাঃ সূঃ ৫।৪।২৭] ইতি কর্মধারয়ত্বেনাপি ব্যাখ্যায়তে।

তদেতৎ বিবৃতং শ্রীরামানুজশ্রীপাদৈঃ "তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বং তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি ; অপি তু তস্যাল্পত্বং নিবর্তয়তি। ইতরসদ্ভাবাসদ্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেয়ৌ। ইহ চ প্রমাণান্তরেণ তদ-ভাবোঽবগম্যতে।" "অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদিনা তাবদেব বক্তব্যম্। ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্ব-মন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষত ইতি। উচ্যতে চ তৎ—"স একো মানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ২।৮।১) ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত ইতী"তি (শ্রীভাষ্যম্)।

অতএবানন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" (তৈঃ ২।৭) "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি (তৈঃ ২।৭), "সৈবানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈঃ ২।৮।১) এতমানন্দময়মুপসংক্রাময়তি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈঃ ২।৯) ইত্যানন্দানন্দময়য়োরেকার্থতাবিন্যাসেনাভ্যাসো দৃশ্যতে।

ও আনন্দ, একই, 'অপৃক্ষা ভাবে ময়ট্', যেমন 'চিতোঽপৃথক্ চিন্ময়ঃ পুরুষঃ।] উদাহরণ যথা শ্রীহরিবংশে "ব্রহ্ম তেজময়ং দিব্যম্" (---অর্থাৎ ব্রহ্ম দিব্য তেজ): শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধে—"আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ" (—অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মা জ্ঞানময়)। অতএব ঐ "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" এই পাণিনী সূত্র কর্মধারয়রূপেই ব্যাখ্যাত হয়। [**টিপ্পনী**—কর্মধারায় সমাসে সমস্যমান পদসকল সমানাধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন, অথবা অভেদ সম্বন্ধে একার্থপ্রতিপাদক হয়। ইহার পাণিনি সূত্র—"তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ। বিশেষণং বিশেষ্যণ বহুলম্।"]

শ্রীরামানুজাচার্যপাদও উহা (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৩—ইহার) ভাষ্যে এই বিবৃতি দিয়াছেন—"আনন্দের প্রচুরত্ব বলিতে তাঁহার প্রভূতত্ব (পূর্ণত্ব) বুঝায়, আর তাহা তদতিরিক্ত দুঃখাদির অস্তিত্ব বুঝায় না। কিন্তু উহার অল্পত্বকে নিরসন-পূর্বক প্রাচুর্যই স্থাপন করে। অন্যবিষয়ের (দুঃখাদির) সদ্ভাব ও অসদ্ভাব অন্য প্রমাণদ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে (আনন্দে) তাহার (দুঃখের) অভাবই জানা যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতি কথিত (৮।৭।১) "আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ"—ইত্যাদি দ্বারা সেই প্রকারই বলিতে হইবে যে ব্রহ্মানন্দের প্রভূত্ব (প্রাচুর্য) অন্য আনন্দের অল্পত্বের অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ অন্য সমস্ত আনন্দ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ন্যূন—ইহা বক্তব্য। ইহা শ্রুতিতেও (তৈঃ ২।৮।১) বলা হইয়াছে—"স একো মানুষঃ আনন্দঃ"—[অর্থাৎ লৌকিক আনন্দ যত কিছু আছে, সে সমস্তই কেবল এক মানুষের আনন্দের উপযোগী ; যেমন যযাতি মহারাজ তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াছেন (ভাঃ ৯।১৯।১৪)—"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবম্ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥"—অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু শস্যাদি, স্বর্ণাদি, রমণীসমূহ আছে, তাহারা সমস্ত মিলিয়াও একমাত্র কামহত পুরুষেরও সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না।'] ইহা দ্বারা জীবানন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয় দশাপন্ন (অর্থাৎ অত্যধিক) বলিয়া নিষ্পাদিত হইল।" (এই পর্যন্ত শ্রীভাষ্য)।

অতএব আনন্দময়কে নির্ধারণ করিয়া (তৈঃ ২।৭) "রসো বৈ সঃ·····কঃ প্রাণ্যাৎ", তৈঃ ২৮ —সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" ('আনন্দের মীমাংসা এই প্রকার'—ইহা বলিয়া শেষে 'স একো মানুষ আনন্দঃ')—এইভাবে আনন্দ-ময়কে উপসংক্রমণ (পুনঃ পুনঃ কথন) করিতেছেন। ইহার পর তৈঃ ২।৯ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" (তৈঃ ৩।৬) ইতি, "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" (তৈঃ ৩।২) ইত্যাদিবৎ তত্ত্বমেব স্ফুটমভ্যস্যতি। তদেকস্বরূপেঽপ্যানন্দময়ে প্রিয়াদিভেদশ্চ প্রাতস্ত্যসায়ঙ্গবীয়মাধ্যাহ্নিকভেদবদ্ভানুপ্রকাশে।

অতএবৈতস্মিন্নানন্দময়ে বস্ত্বন্তরাভাববিবক্ষয়ৈবোক্তম্—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন দরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" (তৈঃ ২।৭।১) ইতি। কিংবা "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়েঽভয়-প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" (তৈঃ ২।৭।১) ইতি পূর্বোক্তেঃ সর্বথা তন্নিষ্ঠৈব কর্তব্যা। অত্র ব্যবধানকর্তুর্ভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীপরাশরেণ,—

"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥"—ইতি॥

—গরুড়পুরাণে, পূর্বখণ্ডে ২।২।২২।

তস্মাৎ প্রভূতানন্দ এবানন্দময়ঃ। অথবা অত্রানন্দময়শব্দেন প্রিয়াদিষু য আত্মা প্রোচ্যতে স এব গৃহ্যতে। ততশ্চ তস্য প্রিয়াদিভ্যো ভেদবিবক্ষয়া চাত্মতয়া চ তৎপ্রাচুর্যমন্নময়ো ইতিবদেব সংগৃহ্যতে—অভেদবিবক্ষয়া ত্বানন্দত্বেনাভ্যাসোঽপীতি।

অর্থাৎ ব্রহ্মে আনন্দ যিনি জানেন, তাঁহার কিছুতেই ভয় নাই, অর্থাৎ তিনি নিত্য আনন্দযুক্ত)—এইরূপে আনন্দ ও আনন্দময়ের একার্থতা বিন্যাসের দ্বারা অভ্যাস (পুনঃ পুনরাবৃত্তি) দৃষ্ট হয়। (বেদান্তসূত্র "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—ইহাতে তাহাই বলা হইয়াছে)। (তৈঃ ৩।৬) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", (তৈঃ ৩।২) "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (—অর্থাৎ বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মোপদেশ চাহিয়া প্রথমে অন্নই ব্রহ্ম জানিলেন, ক্রমে ক্রমে অবশেষে আনন্দই ব্রহ্ম জানিলেন)—ইত্যাদির ন্যায় তত্ত্ব স্পষ্টই অভ্যস্ত হয়, (অর্থাৎ উপসংক্রামিত হয়)। অতএব একই স্বরূপ আনন্দময়ের ভানু (সূর্য) প্রকাশে যেমন প্রাতস্ত্য (প্রাতঃ+'তত্র ভব' এই অর্থে ত্য-প্রত্যয়যোগে অর্থ—প্রাতঃকালীন), সায়ংগবীয় (গবীয় অর্থাৎ গোধূলিযুক্ত সায়ংকালীন) ও মাধ্যাহ্নিক (মধ্যাহ্নকালীন) ভেদ হয়, সেইরূপ প্রিয়াদি (প্রিয়, মোদ, প্রমোদ—তৈঃ ২।৫) ভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব সেই আনন্দময়ে অন্যবস্তুর অভাব বলিবার জন্য শ্রুতি (তৈঃ ২।৭।১) বলিয়াছেন—যখনই অবিদ্বান্ সাধক এই ব্রহ্মে (উৎ+অরং) অল্পমাত্রও (অন্তরম্) ভেদ দর্শন করেন, তখন তাহার ভয় হয়।" কিংবা "যখনই এই সাধক এই দর্শনাতীত, অনাত্ম অর্থাৎ অশরীর, অনিরুক্তি অর্থাৎ অনির্বাচ্য, অনিলয় (নির্দিষ্ট স্থানরহিত) ব্রহ্মে ভয়শূন্য প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব লাভ করেন, তখন সেই সাধক অভয় প্রাপ্ত হ'ন।" অতএব পূর্ব উক্তির সর্বথা তাঁহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। সে স্থলে যিনি ব্যবধান অর্থাৎ ভেদ করেন, তাঁহার ভয় হয়, এই অর্থ। এই কথা শ্রীপরাশর ঋষি (গরুড়পুরাণ পূর্বখণ্ডে ২।২।২২) বলিয়াছেন, যথা—"শ্রীবাসুদেব যে মুহূর্তে এক ক্ষণমাত্রও চিন্তিত না হ'ন, তখনই সমূহহানি বা ক্ষতি, মহৎ ছিদ্র বা দোষ, মোহ ও বিভ্রম হয়।" অতএব আনন্দময় অর্থে প্রভূত বা প্রচুর আনন্দকেই বুঝায়। অথবা এখানে আনন্দময় শব্দে প্রিয়াদিতে (তৈঃ ২।৫) যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করা হইতেছে। অতএব আনন্দময়ের প্রিয়াদি হইতে ভিন্নত্ব বলিবার উদ্দেশ্যে ও আত্মারূপ বলিতে তাহার প্রাচুর্য বুঝিবার জন্য 'ময়ট্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন পাণিনি ব্যাকরণে "অন্নময়ো যজ্ঞঃ" বলিয়া প্রাচুর্যে 'ময়ট্' দেখাইয়াছেন। কিন্তু অভেদ বলিবার জন্য (—ব্যাকরণে অপৃথগ্ভাবে ময়ট্ যথা 'চিন্ময় ব্রহ্ম') আনন্দস্বরূপে অভ্যাসও (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি যেমন—তৈঃ ২।৫) হইয়াছে। (ইহাই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ব্রঃ সূঃ ১।১।১২ সূত্রে বলা হইয়াছে)।

নন্বু বিকারার্থময়ট্ প্রবাহান্তঃ পতিতত্বাদকস্মাদর্ধজরতীবৎ প্রাচুর্যার্থো ন যুজ্যতে—নৈবং—পূর্বোদাহৃতাভ্যাস-বলাৎ যুজ্যত এব। প্রবাহ প্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র পুচ্ছশব্দোঽপি দুষ্যেদিত্যবোচামঃ—কিংবান্নময়াদিষ্বপি ন সর্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে। তস্মাত্তেঽপি প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ। তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্যাদেব ময়ট্। "পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ উঃ ২।২।১) ইত্যত্র চ পৃথিব্যভিমানি-দেবতায়াং প্রাণবিকারত্বাভাবঃ।

স্বমতে ত্বন্নরসময়স্যাপি প্রাচুর্যার্থতা। অন্নরসো হ্যন্নবিকারস্তদুপলক্ষিতত্বেনান্যোঽপি তদ্বিকারো লভ্যতে। স চ জলাদিবিকারপ্রচুর ইতি,—ন "দ্ব্যচশ্ছন্দসি" (পাঃ সূঃ ৪।৩।১৫০) ইতি ছন্দসি বহ্বচো বিকারার্থে ময়ট্ নিষেধাৎ।

কিঞ্চ আনন্দশব্দেন তত্র শুদ্ধব্রহ্মৈব মতং, তস্য চ বিকারো ন সম্ভবতি; তস্মান্ন বিকারার্থতা প্রাপ্তিঃ। হেত্বন্তরেণ সূত্রয়তি—"তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" [ব্রঃ সূঃ ১।১।১৪] ইতি। ইতশ্চ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্, ন তু বিকারার্থে। যস্মাদানন্দহেতুত্বং তস্যৈবোপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়তি" (তৈঃ ২।৭) ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ। যথা,—লোকে প্রচুরপ্রকাশলক্ষণঃ সূর্যাদিরেব সর্বং প্রকাশয়তি; ন তুচ্ছ-

---

এখানে একটী পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, যেহেতু আনন্দময়-শব্দ বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রবাহের মধ্যে পড়ে, তখন অকস্মাৎ অর্ধজরতী-ন্যায়ানুসারে উহার প্রাচুর্যার্থ সঙ্গত হয় না। [**টিপ্পনী**—**অর্ধজরতী-ন্যায়—স্তনশৈথিল্য-হেতু স্ত্রী** তরুণীও নহে, অথচ কৃষ্ণকেশ-হেতু তাহাকে বৃদ্ধাও বলা চলে না। এরূপ স্ত্রীকে অর্ধজরতী বলে। যে-স্থলে বাদীর কিছু মত এবং প্রতিবাদীরও কিছু মত গ্রহণ করিয়া ঐ দুই মতের অপর অংশ পরিত্যাগ করা হয়, সেই স্থলে ইহা প্রযোজ্য। আনন্দময়শব্দকে যখন আনন্দের বিকার বলিয়া ময়ট্ প্রত্যয়ের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তখন উহাকে বিকারার্থের ধারা হইতে টানিয়া লইয়া প্রাচুর্য-অর্থ করিতে গেলে উহাতে অর্ধজরতী ন্যায়ের দোষ আসিয়া পড়ে—ইহাই পূর্বপক্ষীয় আপত্তি।] উত্তর—না, তাহা নয়; উহা পূর্বে যাহার উদাহরণে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির) বলে ইহা যুক্তই হইয়াছে। (পূর্বপক্ষীয় আপত্তি নিরস্ত হইল)। কিন্তু ঐ বিকারার্থের প্রবাহের মধ্যে উহাকে প্রবেশ করাইলে যে (তৈঃ ২।৫) "ব্রহ্ম পুচ্ছম্" বলিয়াছেন, সেখানে পুচ্ছ-শব্দও দোষযুক্ত, ইহা আমরাও বলিতে পারি। অথবা অন্নময় প্রভৃতি সকলস্থলেও বিকারার্থ অধিগত হইয়া যায়। সে মত গ্রহণ করিলেও প্রাণময়েই উহা পরিত্যক্ত হইয়া যায়। সেই প্রাণময়ে নিশ্চয়ই প্রাণ-অপান প্রভৃতিতে প্রাচুর্য-অর্থেই ময়ট্-প্রত্যয় হইয়াছে। "পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।২) এস্থলেও পৃথিবী—এই অভিমানযুক্ত (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী) দেবতাতে প্রাণবিকার নাই।

অস্মদীয় মতে কিন্তু অন্নরসময়ও প্রাচুর্যার্থেই কথিত। অন্নরস অন্নেরই বিকার, ইহা উপলক্ষিত হওয়ায় অন্যটীও (প্রাণময়ও) অন্নের বিকাররূপেই লব্ধ হইতেছে। তাহাতে জলাদির বিকার প্রচুর। পাণিনি ব্যাকরণের (৪।৩।১৫০) সূত্র "দ্ব্যচশ্ছন্দসি" [অর্থাৎ দ্বি দুইটী অচ্ স্বরবর্ণযুক্ত শব্দের উত্তরই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। তাহার অধিক তিনটী স্বরযুক্ত আনন্দশব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ হয় না]—অনুসারে বেদে বহু অচ্ বা স্বরবর্ণযুক্ত শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় নিষিদ্ধ। আরও বক্তব্য যে, সে স্থলে আনন্দ-শব্দে শুদ্ধব্রহ্মই অভিমত। তাহার বিকার সম্ভবপর নয়। সেই হেতু বিকার অর্থের প্রাপ্তি হয় না। অন্য হেতু দেখাইতে শ্রীব্যাসদেব বেদান্তসূত্র (১।১।১৪) দিয়াছেন—"তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" [**টিপ্পনী**— সূত্রটির গোবিন্দভাষ্য যথা—"(তৈঃ ২।৭) 'কো হ্যেবান্যাৎ ·· ··· এষ হ্যেবানন্দয়তি—অর্থাৎ যদি আকাশে

প্রকাশলক্ষণক্ষুদ্রতারকাদিঃ। নচ প্রকাশবিকারপ্রচুরোঽপি জলাদিঃ। তথা সর্বতোঽপি প্রচুরানন্দলক্ষণং ব্রহ্মৈব সর্বমানন্দয়েৎ।

অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুর্যস্য স্বরূপাতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে। প্রকাশযুক্তেন চ রত্নাদিনা যৎপ্রকাশনম্, তদপি তত্রস্থিতেন প্রকাশেনৈব ভবতি,—নতু পার্থিবাংশেন। তস্মাদানন্দ এবানন্দয়তি ; তদেতৎ ব্যঞ্জিতং "এব"কারেণ,—শ্রুত্যা,—"এষ হ্যেবেতি" (তৈঃ উঃ ২।৭।১)।

নমু পুচ্ছে ব্রহ্মশব্দসংযোগাত্তস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা যুক্তা। কথং নামানন্দময়স্য তৎসংজ্ঞা?

তত্রাপি সূত্রয়তি "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৫) ইতি—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" (তৈঃ উঃ ২।১।২) মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবান্নময়াদিত্বেন গীয়তে তদধিকারপঠিতত্বাৎ।

তথাহি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম নির্দিষ্টম্। "তদেষাঽভ্যুক্তা" ইতি, তদব্রহ্মাভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য ঋগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তেত্যর্থঃ। "তস্য চ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" (তৈঃ ২।৫) ইত্যত্রাত্মশব্দেনাপি নির্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ আত্মতাৎপর্যাবসানমানন্দময় এব দর্শিতম্। তত্রৈবান্তরতমত্ব-সমাপ্তেঃ। তস্মাত্তত্রৈব তৎপর্যবসানাত্তদানন্দবিশেষোপলক্ষিযুতোদয়স্যানন্দময়স্য পরব্রহ্মত্বং তেন মন্ত্রেণ সিধ্যতি।

অর্থাৎ হৃদয়গুহায় আনন্দ না থাকিত, কেই বা অপান করিত, আর কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত। তিনিই (পরমাত্মাই) আনন্দিত করিয়া থাকেন।' অতএব জীবের আনন্দের হেতু আনন্দময় এই ব্যপদেশ (কথন) জন্য জীবকে আনন্দ-দাতা (পরমাত্মা) জীব হইতে ভিন্ন। অতএব আনন্দশব্দে আনন্দময়কেই দেখিতে হইবে।"] ইহা হইতে দেখা যায় যে, আনন্দময়-শব্দে প্রাচুর্যার্থেই ময়ট্, বিকারার্থে নয়। যে কারণে শ্রুতি নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মেরই আনন্দের হেতুত্ব (—অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দের হেতু) উপদেশ করিতেছেন—"এষ হ্যেবানন্দয়তি" (তৈঃ ২।৭)—অর্থাৎ 'ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন।' অতএব আনন্দ দান করেন এই অর্থ। যেমন লোকে প্রচুর-প্রকাশ-লক্ষণ সূর্যাদিই সমস্তই প্রকাশ করে, কিন্তু তুচ্ছপ্রকাশলক্ষণ ক্ষুদ্র তারকাদি সমস্ত প্রকাশ করে না। প্রকাশবিকার-প্রচুর জলাদিও নহে। এইভাবে সর্বতোভাবেই প্রচুরানন্দ-লক্ষণ ব্রহ্মই সকলকেই আনন্দ দান করিতে সমর্থ।

এই হেতু ব্যপদেশদ্বারাই (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৫) প্রাচুর্যই স্বরূপাতিশয্য—ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। প্রকাশযুক্ত রত্নাদিদ্বারাও যে প্রকাশন, তাহাও ঐ রত্নাদিতে স্থিত প্রকাশদ্বারাই হয় কিন্তু পার্থিবাংশ প্রকাশ দ্বারা নহে। অতএব আনন্দই আনন্দ দান করে ; অতএব শ্রুতিতে (তৈঃ ২।৭) "এষ হ্যেবানন্দয়তি"—ইহারও 'এব'-কার দ্বারাই ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

এখানে পূর্বপক্ষ হইতেছে যে, 'পুচ্ছে' 'ব্রহ্ম' শব্দের সংযোগ হওয়াতে ("ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" তৈঃ ২।৫) তাহার 'ব্রহ্ম' এই নাম সঙ্গতই। তবে আনন্দময়ের সেই ব্রহ্ম সংজ্ঞা হইবে? উত্তর—সে স্থলেও ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাসদেব সূত্র দিয়াছেন (১।১।১৫) "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে"। [ইহার গোবিন্দভাষ্য পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" (তৈঃ ২।১)—এই শ্রুতিমন্ত্রে কথিত ব্রহ্মই অন্নময়াদিরূপে গীত বা কথিত হ'ন, যেহেতু উহা তদধিকারেই পতিত হইয়াছে।

আরও বক্তব্য যে, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।৩) (—অর্থাৎ 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন)—ইহা দ্বারা ব্রহ্ম জীবকর্তৃক প্রাপ্তব্য, ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। (তৈঃ ২।১।৩) "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"

আনন্দস্যাপি জ্ঞানাকারত্বাত্তস্য চানন্তত্বাদিভির্মিশ্রত্বেঽপি তদ্রূপত্বান্নার্থভেদশ্চ; শ্রুতিশ্চ—"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ" (মাণ্ডুক্য উঃ ৫) ইতি। তদেব চ ব্রহ্মত্বং তত্তদ্বিশেষোপলব্ধিরহিতোদয়ে পুচ্ছেঽপি প্রিয়াদিভ্যোঽধিকত্ব-বিবক্ষয়া ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন পুনর্ব্যপদিশ্যতে,—নতু তস্যৈব প্রধানত্বেন। অতএব—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥"
[তৈঃ উঃ ২।৬।১]

ইত্যেষ শ্লোকোঽপ্যানন্দময়পর এব সবিশেষস্যৈব মুখ্যত্বাৎ মুখ্য এব সংপ্রত্যয়াচ্চ। ন চাস্মিন্ বাক্যেঽপি নির্বিশেষং প্রতিপাদ্যতে—অস্তি সত্তা সমবায়িতয়া নির্দেশাৎ।

যদ্যেবং মন্যতে,—প্রকাশমাত্রত্বমেব হি চিদাত্মনঃ সত্তা,—নান্যেতি; তথাপি সবিশেষত্ব এব পর্যবসতি। "কিঞ্চ ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদিকমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতাঃ—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (তৈঃ উঃ ২।২) ইত্যাদয়ঃ শ্লোকাঃ ন পুচ্ছমাত্রপরাঃ, অপিত্বন্নময়াদি পরাঃ; এবময়মপ্যানন্দময়পরত্বেনৈব শ্লিষ্যতে।

এবং "নেতরোঽনুপপত্তেঃ (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৬) ইত্যাদিসূত্রাণ্যপি আনন্দময়স্য জীবত্ব-নিষেধপরাণীতি। তস্য পরব্রহ্মত্বমেব তৈঃ সাধ্যতে ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

—ইহার পরেই বলিতেছেন "তদেষাভ্যুক্তা", অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে এই ঋঙ্ মন্ত্রে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মকে অভিমুখী করিয়া (লক্ষ্য করিয়া) প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণপূর্বক এই ঋক্ বেদপাঠিগণ-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। "তস্যৈষ এব···আত্মা।···তস্মাদ্বা এতস্মাৎ···আত্মানন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫)—এই শ্রুতিমন্ত্রে আত্মশব্দেও নির্দিষ্ট ব্রহ্মের আত্মতাৎপর্য আনন্দময়ই—এই পর্যবসান দর্শিত হইয়াছে, যেহেতু উহাতেই অন্তরতমত্বের (উক্ত মন্ত্রেই "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ) সমাপ্তি হইয়াছে। অতএব উহাতেই তাহার পর্যবসান হওয়ায় সেই আনন্দের উপলব্ধিযুক্ত উদয়বান্ আনন্দময়ই পরব্রহ্ম—ইহা ঐ মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। আনন্দও জ্ঞানাকার হওয়াতে আর তাহা অনন্তাদিসহিত মিশ্র হইলেও ঐরূপ বলিয়া অর্থভেদ হয় না। শ্রুতিও (মাণ্ডুক্য ৫) বলিতেছেন—"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ" (—অর্থাৎ আনন্দময় প্রজ্ঞানঘন)। আর ঐ ব্রহ্মত্ব সমস্ত বিশেষ উপলব্ধি রহিত হইয়া উদিত হইলে পুচ্ছও প্রিয়াদি হইতে অধিক—ইহা বলিবার জন্য "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫)—ইহাদ্বারা পুনরায় ব্যপদিষ্ট (কথিত) হইতেছে, কিন্তু উহা প্রধান বলিয়া নহে। অতএব শ্রুতি (তৈঃ ২।৬।১)—"যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অসৎ বা অস্তিত্বহীন বলিয়া জানে, সে নিজেই অসৎ অর্থাৎ যথার্থ সত্তারহিতের ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি কেহ 'ব্রহ্ম আছেন' বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সৎ অর্থাৎ প্রকৃত সত্তা-সম্পন্ন বলিয়া জানেন।" এই শ্লোকও আনন্দময়পরই, যেহেতু সবিশেষ ব্রহ্মই মুখ্য ও মুখ্য বলিয়াই সম্প্রতীত (সম্যক্ প্রতীত)। আর এই বাক্যেও নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না—অস্তি অর্থে সমবায়যোগে সত্তা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

যদি এরূপ মনে করা যায় যে, কেবল প্রকাশ মাত্রত্বই চিদাত্মার সত্তা, অন্য কিছু তাহা নহে, তথাপি সবিশেষত্বেই পর্যবসান হইতেছে। আরও বক্তব্য যে, "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।২।১)—ইত্যাদি বলিয়া বিভিন্ন শ্লোকে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যেমন "অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (তৈঃ ২।২।১) ইত্যাদি; অর্থাৎ 'অন্ন হইতেই প্রজা বা জীব সমূহ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি কেবল পুচ্ছমাত্রপর নহে, কিন্তু অন্নময়পর। এই প্রকারে এই "অসন্নেব" (তৈঃ ২।৬।১) শ্লোকটীও আনন্দময়ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট।

এইভাবে ব্রহ্মসূত্র (১।১।১৬) "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রগুলি আনন্দময়ের জীবত্ব নিষেধপর।

যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা তৎপ্রমাদমার্জনস্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তদানন্দময়সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ম্—

'আনন্দময়' ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যত ইতি,—তথা বিকার-সূত্রে চ "বিকার"-শব্দেনাবয়বঃ—"প্রাচুর্য"-শব্দেন "সাদৃশ্যং" ব্যাখ্যেয়ম্,—তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকত্বৈব চ প্রসজ্জেৎ—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তৎ তদর্থানভিধানাৎ। "ময়ট্"-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্যশব্দানামন্তর-নির্দিষ্টা-নামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি। উক্তঞ্চ স্কান্দে বায়বে্য চ—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" ইতি।

কিঞ্চ প্রথমসূত্রার্থে প্রিয়শিরস্ত্বাদ্য প্রাপ্তিরিতি চ ব্যর্থমেব স্যাৎ; পূর্বৈরেষাং লৌকিকত্বেনৈব নির্ধারণাৎ; নতু বিজ্ঞানাদিবদ্ব্রহ্মত্বেন। তস্মাদানন্দময়স্যৈব পরব্রহ্মত্বে সতি প্রিয়াদয়স্তদ্বিশেষা ইত্যস্যৈব স্বরূপপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্যম্।

ততশ্চ পূর্ববৎ স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকদেশোদয়বিরোধাদস্ত্যেবস্বাংশবৈশিষ্ট্যম্।

[**টিপ্পনী**—সূত্রটীর গোবিন্দভাষ্য—"আচ্ছা, মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৫) যদি জীব হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উহার আনন্দময়ত্বের সমর্থনদ্বারা জীবের আশঙ্কা দূর হয়—এরূপ বলা যায় না। কারণ মন্ত্র বর্ণদ্বারা মায়া এবং মায়াকার্য হইতে বিনির্মুক্ত জীবই পরামর্শের বিষয় হয়; সুতরাং তাদৃশ জীব হইতে আনন্দময় ভিন্ন নহে—এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য এই সূত্র। মুক্তাবস্থাতেও জীব মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম নয়, কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যাকার্য হইতে বিনির্মুক্ত জীবের আনন্দময়ত্ব এবং মান্ত্রবর্ণিকত্বের আশঙ্কা হইলেও যখন শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "সোঽশ্নুতে"—ইত্যাদি (তৈঃ ২।১।৩) "জীব ঐ বিবিধ ভোগে চতুর ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমস্ত অভিলষিত বিষয় ভোগ করে। উহার স্বতন্ত্র ভোগ করিবার শক্তি নাই। তাহা বদ্ধজীবের আনন্দময়ত্বাদির ন্যায় মুক্তজীবেরও আনন্দময়ত্বাদির সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া—এইপ্রকার বলাতে—ব্রহ্মেরই প্রাধান্য। ভক্তের প্রাধান্য অভিমত নহে।………"]

আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব ঐ সূত্রগুলির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট, অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

শঙ্করের ভাষ্য পাঠ করিয়া এই ধারণা হয় যে, সূত্রকার শ্রীব্যাসদেব যে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়; এইজন্য সূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের প্রমাদ মার্জনা করিবার ব্যপদেশে শ্রীশঙ্কর নিজ চাতুর্য অবলম্বনপূর্বক ভঙ্গীক্রমে 'আনন্দময়' সূত্রটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'আনন্দময়'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা'—এই শ্রুতিবাক্যে মুখ্য ব্রহ্মই উপদিষ্ট; ১।১।১৩ সূত্রে 'বিকার'-শব্দে 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য-শব্দে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিব। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকার ব্যাসের যে শব্দজ্ঞান নাই, এই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যেহেতু ঐ সমস্ত শব্দের ঐপ্রকার অর্থ অভিধান-পুষ্ট নহে। ময়ট্-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য শব্দাদির অনন্তর নির্দিষ্ট শব্দ সকলের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে? এ কথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। (অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে বিকার ও প্রাচুর্যার্থ ব্যতীত উহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজে বুঝা যায়।) [**টিপ্পনী**—শ্রীবেদ-ব্যাসের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২)-এ সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া "অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মানুবাদ, যথা—আনন্দময় বাক্যে ব্রহ্মশব্দের সংযোগ না থাকায়, তাঁহাকে মুখ্য ব্রহ্ম বলা যায় না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলিলে অবয়বসম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ ব্রহ্ম বলিতে হয়, কিন্তু আনন্দময় বাক্যের আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। (যে অর্থে চিদ্বিলাসবাদী ভাগবতগণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা) কথিত হইলে তাহাতে দুঃখের অস্তিত্ব আছে, জানা যায়; কেন-না আধিক্য অনুসারেই প্রচুর-শব্দের প্রয়োগ হয়.

নির্বিশেষ বাদ-খণ্ডনম্

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (তৈঃ আঃ ৩।৩।৩২) ইতি শ্রুতিশ্চ তথৈবাহ। "নিরবয়ব"-শব্দব্যাকোপশ্চ,—প্রাকৃতাবয়বরাহিত্যাদিনা পরিহৃতঃ। ইত্থমেব তস্য নিরুপাধেরেব স্বত আনন্দ-প্রকাশানন্ত্যং ব্যঞ্জয়ন্ "সন্দোহ"-শব্দমাহৈকাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—"কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ" (শ্রীভাঃ ১১।৯।১৮) ইতি। অতএবাপ্রাকৃতাবয়বত্বেন তস্যানশ্বরতঞ্চ যুক্তম্।

তথা "জন্মাদ্যস্য" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) ইত্যাদেঃ "শ্রুতত্বাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১১) ইত্যন্তস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্যং তথৈবং ব্যাখ্যাতম্।

অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। আনন্দময় শুদ্ধ-ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি 'আনন্দময়ে'র অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উক্তি) না করিয়া 'আনন্দ-মাত্রে'র অভ্যাস করিয়াছেন। যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দ-মাত্রের অভ্যাসকে 'আনন্দময়াভ্যাস' বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত। কিন্তু অবয়ব-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে,—এই সকল হেতু বশতঃ এবং "আনন্দং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও "আনন্দমাত্র" ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, "আনন্দময়" অভ্যস্ত হয় নাই। যদিও "আনন্দময় আত্মানম্" শ্রুতিতে 'আনন্দময়ের' অভ্যাস দৃষ্ট হয়; তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় "আনন্দময়ে"রও শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা নিবারিত হইয়াছে। "আনন্দময়"-বাক্যের নিকটেই "তিনি কল্পনা করিলেন—আমি বহু হইব—এইরূপ বাক্য থাকিলেও শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট-সম্বন্ধ না থাকায় "আনন্দময়ে"র শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকত্ব নাই। তৎপরবর্তী "তিনিই রস"—ইত্যাদি বাক্য তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়বোধক নহে। 'প্রিয়ই তাহার মস্তক'—ইত্যাদি প্রকার অবয়ব-বোধক শব্দ না থাকায় নিশ্চয় হইতেছে যে, আনন্দই মুখ্য ব্রহ্ম, আনন্দময় নহে; যদি বল সবিশেষ ব্রহ্মই ত' উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত—তদুত্তর তাহা বলিতে পার না, তাহা অবাঙ্মনসোগোচর অনর্থযুক্ত শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত। অতএব "আনন্দময়"-শব্দের 'ময়ট্'-প্রত্যয় বিকারবোধক, প্রাচুর্য-বোধক নহে। —শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় 'ময়ট্'-প্রত্যয়টী তুলিয়া দিবার অর্থাৎ উহার বৈয়র্থ্য বা বাহুল্য দেখাইবার জন্য একই বক্তব্য বিষয়টী ১।২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে পুনঃ পুনঃ বলিবার কি প্রয়াসই না করিয়াছেন। এখানে শ্রীজীবপাদ ইহা দেখাইয়াছেন।]

স্কন্দ ও বায়ুপুরাণেও ব্যাসসূত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সূত্রবিদ্‌গণ ব্রহ্মসূত্রকে অল্পাক্ষর, সন্দেহাতীত, সারযুক্ত (অসারত্বরহিত), বিশ্বতোমুখ (সমস্ত বিশ্বেরই পক্ষে তত্ত্বশিক্ষাপ্রদ) বাধারহিত, অনিন্দনীয়।" আরও বক্তব্য প্রথম সূত্রটীর (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) নিমিত্ত 'প্রিয়শির'-ইত্যাদির প্রাপ্তি ব্যর্থ হইয়া যায়; যেহেতু পূর্বেই ইহারা লৌকিক বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাদির ব্রহ্ম বলিয়া নহে। অতএব আনন্দময়ই পরব্রহ্ম হওয়াতে প্রিয়াদি তাঁহার বিশেষ—ইহার ন্যায় সর্বপ্রকাশেরই বিশেষত্ব (—নির্বিশেষত্ব নহে)। অতএব পূর্বের ন্যায় স্বগত একদেশ অঙ্গকৃত না হওয়ায় একদেশ উদয়ের বিরোধ-হেতু স্বাংশবৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন

এই আনন্দের অতি অল্পমাত্র গ্রহণই অন্যান্য ভূতসমূহের উপজীব্য অর্থাৎ ভোগ্য। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩।৩।৩২—) শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন। (শ্বেঃ ৩।১৯) 'অপাণি পাদ' প্রভৃতি শ্রুতিতে অঙ্গাদি রাহিত্য বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রাকৃত অঙ্গাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১১।৯।১৮) বলা হইয়াছে—"পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্য-সংজ্ঞিতঃ। কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥—অর্থাৎ 'কেবলানুভবানন্দসন্দোহ' (কেবলো অর্থাৎ নির্বিষয়, অনুভব অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আনন্দের সন্দোহ বা সমূহ)। গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার (ভাঃ ১১।৯। ১৭-১৮ এই শ্লোকদ্বয়ের) বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"বদ্ধজীবগণ দৃশ্য জাগতিক চিন্তাস্রোত হইতে বাস্তব বস্তুর ধারণা

শ্রীরামানুজ-শারীরক-ভাষ্যে যথা "অতএব নির্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্মবাদোঽপি সূত্রকারেণাভিঃ শ্রুতিভির্নিরস্তো বেদিতব্যঃ। পারমার্থিকমুখ্যেক্ষণাদিগুণযোগি-জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৬) ইত্যাদৌ স্থাপনাৎ নির্বিশেষ-বাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্; বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ জিজ্ঞাস্যতয়া প্রতিজ্ঞাতম্; তচ্চ চেতনমিতি "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতি-পাদ্যতে। চেতনত্বং নাম—চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিণঃ—প্রধানতুল্যত্বমেবেতি" [শ্রীভাষ্যম্ ১।১।১২]

তদ্বাদে দোষএব প্রত্যাবর্ত্তত ইতি কিং বহুনা, "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১) ইত্যাধিকরণে সর্বেষামেব বাক্যানাং সবিশেষ-পরত্বমেব দর্শিতমস্তি।

তথাহি তদর্থঃ—"সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ"— [—ছান্দোঃ ৩।১৪।৪ ও প্রাঃ অঃ] ইত্যেবমাদিকং পরস্য ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্ব-চিহ্নম্। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্ (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮) ইত্যেবমাদিকং নির্বিশেষত্বচিহ্নম্—তদেতদুভয়ং চিহ্নং পরমস্য ন সম্ভবতি,—বিরোধাৎ।

করিতে গিয়া জড়শক্তি নিরস্ত বস্তুকেই নির্বিশেষরূপে স্থাপন করেন। অল্পবুদ্ধিজনগণ বিবর্তবাদ-ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যমত কল্পনা করেন। চিদচিদের নির্বিশিষ্ট বিচারই তাঁহাদের লক্ষীভূত বিষয় হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে সবিশেষ পুরুষোত্তম বস্তুই গুণত্রয়দ্বারা কালাধীন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বিধান করেন। তিনি জড়ের ভোক্তা নহেন। জড়ভোক্তৃরূপে বদ্ধ অণুচেতনগণকে বিভিন্ন ভোগ্যের ভোক্তৃরূপে নৃত্য করাইয়া থাকেন। যখন তাহারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে মুক্ত হইয়া ঐ শরীরদ্বয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার নির্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করে, তখন কেবল অণুচেতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সচ্চিদানন্দ-সেবায় চিচ্ছক্তির দ্বারা ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া গুণত্রয় হইতে মুক্ত হ'ন, এবং ভগবানের নিত্য-সেবা-নিরত থাকেন। উহাই কেবলানুভবানন্দসন্দোহ ও উপাধিরহিত ব্রজবাসরূপ কৈবল্য।

এখানে শ্রীদত্তাত্রেয়ের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক। তিনি ঋক্‌বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ও ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং প্রজাপতি কর্দমঋষির কন্যা সতীকুলের আদর্শ অনসূয়াদেবীর পতি মহর্ষি অত্রির পুত্র। অনসূয়াদেবীর ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত প্রার্থনার ফলে শ্রীবিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে, শ্রীব্রহ্মা সোমরূপে ও শ্রীশিব দুর্বাসারূপে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। এই আখ্যান ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে।

এইরূপে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) 'শ্রুতত্বাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১১) পর্যন্ত ব্যাখ্যায় সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। 'শ্রুতত্বাচ্চ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকার, এই সকল শ্রুতিদ্বারা নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। 'শ্রুতত্বাচ্চ' এই মন্ত্রের শ্রীরামানুজাচার্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণযুক্ত। ঈক্ষণ শব্দের অর্থ দর্শন করা। সুতরাং বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তিনি দর্শনগুণবিশিষ্ট। অতএব নির্বিশেষ নহেন। "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৬) ইত্যাদি সূত্রেও সবিশেষবাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্বিশেষবাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্যন্ত অস্বীকৃতও পরমার্থের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ব্রঃ সূঃ ১।১।১ এই সূত্রে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধেই জিজ্ঞাস্য। যাহা জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ যাহা জানিতে হইবে তাহা সবিশেষ, উহা নির্বিশেষ কিরূপে হইবে? সেই ব্রহ্ম যে চেতন, তাহা "ঈক্ষতেনাশব্দম্" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) এই সূত্রদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চৈতন্য-গুণযুক্তত্বই চেতনত্ব। 'তাঁহার ঈক্ষণগুণ নাই'—এ কথা বলিতে গেলে অর্থাৎ তাঁহাকে ঈক্ষণগুণ-বিরহিত বলিলে তাঁহাকে অচেতন প্রধান তত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিতে হয়।

নাপিস্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্,—উপাধিযোগেন সবিশেষত্বং স্বতো নির্বিশেষত্বমেবেতি, হি যস্মাৎ সর্বত্রৈবোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য সবিশেষত্বমেবোপলভ্যতে। তত্রোপাধিসম্বন্ধে তাবদুভয়থাপি সবিশেষত্বম্; তেনোপাধিনা তত্রৈব স্বরূপ-শক্তি-প্রকাশনেন চ যদি তত্র স্বরূপশক্তির্ন স্যাত্তদা জড়স্য তস্যোপাধেঃ প্রবৃত্ত্যাদিকমপি ন স্যাৎ। নচ স উপাধিরাগন্তুকঃ।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দো ৬।২।১ অঃ) ইত্যত্রেদংশব্দেন তস্যাপি সত্তা তাদাত্ম্যেনাগ্রে স্থিতেরাম্নাতত্বাৎ—নচ তদুপাধিদোষেণ তল্লিপ্তম্। তস্মিন্ সত্যপি তেন তদস্পর্শাৎ। "অপহতপাপ্মা" (ছান্দ ৮।১।৫) ইত্যাদিশ্রুতেঃ তদনন্তরমেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ সবিশেষত্বমেব বোধয়তি।

এবং জগদুপাদানত্বাদিবাক্যং জগজ্জীব-তাদাত্ম্য-বাক্যঞ্চ অত্র নির্বিশেষত্বে—"সদেব সৌম্যেদম্" (ছান্দো ৬।২।১) ইত্যুপক্রম-বিরোধঃ। তদবিরোধস্তু সদিদমোরিব তয়োস্তাদাত্ম্যেনৈব সামানাধিকরণ্যাদ্ভবতি। তথাচ সবিশেষত্ব এব সামানাধিকরণ্যম্; তথাগ্রে পরমাত্মসন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়সন্দর্ভে বক্ষ্যামঃ।

"সদেবেদং" ইত্যুপক্রমবিরোধাদেব চ নিরুপাধিবৎ প্রতীয়মানে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ছান্দো ৬।২।১) ইত্যত্রাপি নেদং-শব্দবাচ্যস্যাভাবং বোধয়তি।

নির্বিশেষবাদে কেবল দোষেরই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি'— (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১) সকল মন্ত্রগুলিতেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত সূত্রের তাৎপর্যার্থ এই যে, "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৪) ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিসকল সবিশেষত্বেরই বোধক। এই মন্ত্রটির সম্পূর্ণ অর্থ—যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান; তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত; ইনিই হৃদয়পদ্ম-মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা। ইনি ব্রহ্ম, ইত্যাদি। আবার অপর পক্ষে "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং", (অর্থাৎ ব্রহ্ম স্থূল নহেন, অণু বা সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন দীর্ঘও নহেন, ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত গুণসমূহ পরমতত্ত্ব ব্রহ্মে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধগুণভাবাপন্ন। (অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ)। উপাধিযোগে তাঁহার সবিশেষত্ব এবং স্বতঃ (নিরুপাধি হইয়াও) তাঁহার স্ববিশেষত্ব এই উভয়প্রকার হইতে পারে না। কেন না, উপাধি সম্বন্ধই হউক বা উপাধি সম্বন্ধের অভাব স্থলই হউক, সর্বত্রই তাঁহার সবিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উপাধিদ্বারা তাঁহার যে স্বরূপশক্তি উপলব্ধ হয়, তাহা হইতেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি তাঁহাতে স্বরূপশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই জড় উপাধির প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারে না। অথচ সেই উপাধি আগন্তুকও নহে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) হে শ্বেতকেত, এই জগৎ সর্বাগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল। এখানে ইদং (এই) পদের দ্বারা অগ্রে তাদাত্ম্য (তাহা হইতে অভিন্নত্ব)-ভাবে বিশেষের সত্তা কথিত হইয়াছে। এ স্থলে উপাধিদোষে তাহা লিপ্ত নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মদ্বারা উপাধি-স্পর্শ সম্ভাবনীয় নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'অপহতপাপ্মা' (ছাঃ ৮।১।৫) অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞান দ্বারা যে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাও সবিশেষত্বেরই বোধক।

এইরূপ জগদুপাদানত্বাদি বাক্য এবং জগজ্জীবতাদাত্ম্য বাক্য নির্বিশেষত্ব বিষয়ে উপক্রম-বিরোধরূপে উপলব্ধ হয়। "সদেব সৌম্যেদম্" ইহাই উপক্রম বাক্য। এ স্থলে 'ইদং' অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মেরই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। ছাঃ ৬।২।১ মন্ত্রের 'সৎ' এবং 'ইদম্'—এই উভয়ের ন্যায় প্রাগুক্ত উভয়ের অবিরোধ প্রদর্শন করার একমাত্র উপায়

কিং তর্হি ইদং শব্দ-শব্দবাচ্যস্যাপি তচ্ছক্তিত্বমেব বোধয়তি। তত্রৈকমিত্যানেন জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণ একত্বমেব, নতু পরমাণুবদ্বাহুল্যম্।

"অদ্বিতীয়ং" ইত্যনেন তস্য স্বশক্ত্যৈকসহায়ত্বং—নতু কুলালাদিবন্মৃত্তিকাদিলক্ষণবস্ত্বন্তরসহায়মিতি গম্যতে। 'এব'-কারোঽত্রাসম্ভাবনানিবৃত্ত্যর্থঃ। তস্যাব্যক্তস্য তচ্ছক্তিত্বেঽপ্যুপাধিত্ব-প্রত্যয়ো বহিরঙ্গত্বাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্" (মুঃ উঃ ১।১.৬) ইত্যাদৌ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদিকল্যাণগুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে।

"নিত্যং বিভুং সর্বগতম্" (মুঃ উঃ ১।১।৬) ইত্যাদিনা এবং "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধত্বমেব। সর্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।

জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ-বাদিন্যোঽপি ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি। তথাপি তৎস্বরূপস্য এব তস্য জ্ঞাতৃত্বমস্তীতি ন নির্বিশেষত্বং তত্তৎপ্রতিপাদিতম্। এবমানন্দব্রহ্মেত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

উহাদের তাদাত্ম্য-ভাবে সামানাধিকরণ্য হইতেই সম্ভবপর হয়। (এই 'সামান্যাধিকরণ্য'-শব্দটী এই গ্রন্থে ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ইহার পরবর্তী পরমাত্ম সন্দর্ভনামক তৃতীয় সন্দর্ভে বলা হইবে। "সদেবেদং" (ছাঃ ৬।২।১)—এই উপক্রমের বিরোধ হেতুই নিরুপাধির ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইহার পরে ব্রহ্মকে যে "একমেবাদ্বিতীয়ং' বলা হইয়াছে—এখানেও 'ইদম্' শব্দ বাচ্যতত্ত্বের অভাব বুঝায় না।

তাহা হইলে 'ইদং' শব্দের অর্থবোধ কিরূপে হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ইদং-শব্দবাচ্যও সেই ব্রহ্ম শক্তিত্বেরই বোধ জন্মায়। "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিতে যে 'একং' শব্দ রহিয়াছে উহাতে জগদুপাদানস্বরূপ ব্রহ্মের একত্বই বুঝায়, পরমাণুবদ্বাহুল্য বুঝায় না। "অদ্বিতীয়ং" এই কথা বলায় ব্রহ্মের স্বশক্তিই একমাত্র সহায় কিন্তু কুলাল (অর্থাৎ কুম্ভকার) প্রভৃতির ন্যায় মৃত্তাকাদিলক্ষণ (অর্থাৎ মৃত্তাকাদির ন্যায়) অন্য বস্তু তাহার সহায় হয় না। 'এব'-শব্দটী নিবৃত্তির অর্থাৎ (নিরসনের) জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের তৎশক্তিত্বেও যে উপাধিপ্রত্যয় (অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয়ত্ব) ঘটে, বহিরঙ্গত্ব হইতেই হয়—ইহা জানিতে হইবে। তথা সেইরূপ উপাধির নিষেধক (অর্থাৎ নিরসনপর) বাক্যে মুণ্ডক উপনিষদে যে ১।১।৫ ও ১।১।৬ মন্ত্রে 'অথ পরা যয়া'—ইত্যাদি (মূলে দ্রষ্টব্য) ও "যত্তদদ্রেশ্যম্" "দ্রেশ্যম্" ('দৃশ্যম্'—স্থলে ছান্দস শব্দ) ইত্যাদি (মূলে দ্রষ্টব্য)—মায়াবাদিরা এই দুটী মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করেন—সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নিষ্কারণ, অরূপ ও চক্ষুকর্ণাদি-শূন্যকে—সেই হস্তপাদহীন, অবিনাশী, বিবিধাকার' সর্বব্যাপী ও সুসূক্ষ্ম সেই অব্যয়কে—অর্থাৎ ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে (যে বিদ্যাসহায়ে) বিবেকীরা সর্বতোভাবে দর্শন করেন (তাহাই পরা বিদ্যা)। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত হেয় গুণসমূহকে প্রতিষিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বিভুত্বাদি কল্যাণ-গুণ প্রতিপন্ন হয়।

"নিত্যং বিভুং সর্বগতম্" এবং নির্গুণং "নিরঞ্জনম্" (মুঃ ১।১।৬) প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণবিষয়ে নিষেধসূচক। যিনি ব্রহ্মের সকল গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ স্বীকৃত ব্রহ্মের নিত্য গুণাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় সমস্তই নিষেধ করিতে গেলে সংসাধনজন্য ঈপ্সিতা নিত্যতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

কিঞ্চ তত্র তত্র "ব্রহ্ম"-শব্দেনৈব সবিশেষত্বং স্পষ্টীকৃতম্,—বৃংহণার্থত্বাৎ। অতএব "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", (তৈঃ উঃ ২।৪।১) ইত্যাদৌ ভেদনির্দ্দেশশ্চ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিকবাক্যং চালৌকিকত্বাদানন্ত্যাচ্চ সঙ্গচ্ছতে। অতএব "ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ন বিরুধ্যতে।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূত তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদৌ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "মৃত্যোঃ স মৃত্যুপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদৌ চ জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিতয়া কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া সর্বেষাং তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ—তৎপ্রত্যানীকনানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন তৎ সর্বথা অস্য সর্বমিতি স্বরূপভেদাঙ্গীকারাৎ। 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈঃ ২।৬।১) ইতি নির্বিকারস্যৈব সতোঽচিন্ত্যশক্ত্যা কার্যভাবভেদাঙ্গীকারাচ্চ। প্রত্যক্ষাদি সকলপ্রমাণানবগতং ব্রহ্মণো নানাত্বং প্রতিপাদ্য তদেব প্রতিষেধবাক্যেন বাধ্যত ইত্যুপহাস্যমিদম্। (শ্রীভাষ্য জিজ্ঞাসাধিকরণে)।

নেহেত্যাদৌ—ইহ ব্রহ্মণি যৎকিঞ্চনাস্তি তন্নানা নাস্তি কিন্তু স্বরূপাত্মকেবেত্যর্থঃ; নানাশব্দবৈয়র্থ্যাৎ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।" অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি

জ্ঞানমাত্র স্বরূপ যে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহার স্বরূপত্বেই তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব আছে, (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপেই জ্ঞাতা)। অতএব ঐ সকলে নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয় না। এই প্রকারে "আনন্দো ব্রহ্মেতি" (তৈঃ ৩।৬)—ইহা এ স্থলেও জানিতে হইবে।

অধিকন্তু ঐ সকল স্থলে ব্রহ্মশব্দের দ্বারাই সবিশেষত্ব স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মের অর্থ 'বৃংহণ' অর্থাৎ পোষক, ব্রহ্ম যেমন বৃহৎ (বা সর্বব্যাপক) বস্তু সেইরূপ সমস্ত বস্তুরই পুষ্টি-সাধক (বা বর্ধনকারী)। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈঃ উঃ ২।৪।১) এই শ্রুতিতে জানা যায়, ব্রহ্মেরই আনন্দ। সুতরাং ভেদ নির্দেশ অতি স্পষ্ট।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতি নির্বিশেষত্ব-বোধক নহে, ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব ও অনন্তত্ব বুঝাইবার জন্যই এই শ্রুতির অবতারণা। সুতরাং 'ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এইরূপ শ্রুতির সহিত উক্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটন হয় না।

নির্বিশেষবাদিদের অপর শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি.........তৎ কেন কং পশ্যেৎ'—(মূলে দ্রষ্টব্য)—(বৃঃ আঃ ৪।৫।১৫) অর্থাৎ 'যখন দ্বৈতের ন্যায় জ্ঞান হয়, তখন জীব ইতর পদার্থ দর্শন করে, যখন ইহার সর্বত্রই আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে?' ইত্যাদি। আরও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঃ ২।১।১১), "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (কঃ ২।১।১০), অর্থাৎ—এখানে নানা কিছু নাই, যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বাচক শ্রুতিবাক্যে জীব এবং মায়া ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মকার্য বলিয়া সকল পদার্থের অন্তর্যামীই যে ব্রহ্ম, এইরূপ তদাত্মবশতঃ উহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই যেহেতু তদৈকাত্মবিরোধী তদতিরিক্ত নানাত্বেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই ব্রহ্মের যে এই সকল পদার্থ—এরূপ স্বরূপভেদ অঙ্গীকার করিয়া সর্বথা নানাত্বের প্রতিষেধ করেন নাই। কেন না, "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ ২।৬।১), অর্থাৎ—আমি বহু হইব, জন্মিব'—এই শ্রুতিতে সেই সৎস্বরূপ নির্বিকার ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিবলে কার্যভাবভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণপ্রাপ্ত নানাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিষেধ-বাক্যদ্বারা তাহার

অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতং" (ছান্দঃ ৭।২৪।১) "অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্" ইত্যাদৌ চায়মর্থঃ। নান্যৎ পশ্যতীতি তন্মাত্রদর্শনাদবগম্যতে রূপবত্ত্বং, তথা নান্যচ্ছৃণোতীতি শব্দবত্ত্বঞ্চ তস্য দর্শিতম্। এতদপ্যুপলক্ষণম্,—স্পর্শাদিমত্ত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। "সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ।" (ছান্দঃ ৩।১৪।৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবং বহিরিন্দ্রিয়েষু স্ফূর্তির্দর্শিতা। নান্যদ্বিজানাতীতি তথৈবান্তঃকরণেষু স্ফুরতীত্যাহ তত্রান্যদর্শনাদি-নিষেধস্তস্যানন্তবিবক্ষয়া কৃৎস্নস্য জগতোঽপি তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্ববিবক্ষয়া চ শুদ্ধে চিত্তে জগতোঽপি তদ্বিভূতি-রূপত্বেন যথার্থায়াং স্ফূর্তৌ ন দুঃখদত্বম্। তদুক্তম্—

"ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ" ইতি (ভাঃ ১১।১৪।১৩) তত্রৈব বাক্যশেষঃ।

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। (ছান্দঃ উঃ ৭।২৫।২) ইতি তস্মাদত্রাপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে এবমন্যত্রাপি উন্নেয়ম্। তস্মাৎ বক্তব্যং প্রতিশাখমেব ব্রহ্ম সর্বত্র গীয়ত ইতি।

বাধা উৎপাদন-প্রয়াস উপহাসাস্পদ। শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে, (ব্রঃ সূঃ ১।১।১), নির্বিশেষবাদ-খণ্ডনের এইরূপ বহুল আলোচনা আছে।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঃ ২।১।১১), এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, এই ব্রহ্মে যাহা কিছু আছে, তাহা স্বরূপাত্মক। এখানে 'নানা' শব্দ বৈয়র্থ্যাত্মক অর্থাৎ ব্যর্থতামূলক।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি" ইত্যাদি মূলে দ্রষ্টব্য, (ছাঃ ৭।২৪।১)। অর্থাৎ—আরও বক্তব্য যে, যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমা (সর্বব্যাপী, ব্যাপ্য নহে)। অপর পক্ষে যেখানে অন্য দেখা যায়, অন্য শুনা যায়, অন্য জানা যায় তাহা অল্প, যাহা অল্প তাহা মরণধর্মশীল। "নান্যৎ" ইত্যাদিতে—তন্মাত্র দর্শন-নিবন্ধন রূপবত্ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের শব্দবত্ত্বই দর্শিত হইয়াছে। এই দুইটি উপলক্ষণ মাত্র। ইহা হইতে স্পর্শবত্ত্বও জ্ঞেয়। "সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ।" (ছাঃ ৩।১৪।৪)—এইরূপ বহিরিন্দ্রিয়সমূহেও তাঁহার স্ফূর্তি দর্শিত হইয়াছে। "নান্যদ্বিজানাতীতি" (ছাঃ ৭।২৪।১) এই বাক্যে অন্তঃকরণেও তাঁহার স্ফূর্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনিই অনন্তরূপে স্ফুরিত হন, এই জন্য তাঁহাতে অন্য পদার্থের দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে না; শ্রুতি তাহাই নিষেধবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতির অন্তর্গত; শুদ্ধচিত্তে জগৎও তাঁহারই বিভূতিরূপে যথার্থ স্ফূর্তিতে দুঃখদ বলিয়া অনুভূত হয় না। কথিত হইয়াছে (ভাঃ ১১।১৪।১৩) আমার ভক্তগণ আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকলদিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময়। (এবিষয়ে আমরা সন্তুষ্ট-চিত্ততার আরও উদাহরণ পাই যথা—…"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ (অর্থাৎ যে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের কারুণ্য-কটাক্ষের প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণ সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ সুখময় দর্শন করেন তাঁহাকে আমরা স্তুতি করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য ৮।২৭২-২৭৩) মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্তি॥

আরও বক্তব্য এই যে, "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিঃ" ইত্যাদি মূলে দ্রষ্টব্য, (ছাঃ উঃ ৭।২৫।২)—অর্থাৎ ঐ ভূমা পুরুষকে এই প্রকার দর্শন করিয়া, মনন ও অনুভব করিয়া মনুষ্য আত্মরতি (বাহ্য বস্তুতে নিরপেক্ষ হইয়া আত্মাতেই রতিযুক্ত), আত্মক্রীড় (আত্মবস্তুতেই ক্রীড়া বা লীলাপরায়ণ অর্থাৎ আনন্দোদ্দীপক ক্রিয়াশীল, ইহা বাহ্য বস্তুর অপেক্ষাযুক্ত) আত্মমিথুন, (অর্থাৎ আত্মাতে মধুররসাশ্রিত স্ত্রীপুরুষ সঙ্গমাত্মক আনন্দপরায়ণ—এখানে এক আত্মা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১।৫)—"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি

ত্রিবিধভেদ-ভেদ-বিচারঃ

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঠঃ উঃ ২।১৫) ইতি শ্রুতেঃ। তদেতদপ্যাহ "ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১২) অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যেকে পঠন্তি। তদেতদপ্যাহ "অপি চৈবমেকে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩) ইতি।

ন চ "শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥"
(শ্রীভাঃ ১১।১৯।১৭)

ইত্যত্র শ্রীভাগবত এব ভেদমাত্রং শ্রুত্যসম্মতমিত্যুচ্যত ইতি বাচ্যম্; বিকল্পশব্দস্য সংশয়ার্থত্বাৎ তত্র বিরাগশ্চ বস্তুনিষ্ঠাপেক্ষয়েতি মূল এব বক্ষ্যতে।

তদেবং স্বগতভেদে তৎপরিহার্যে স্বর্ণরত্নাদিঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তরপ্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্।

ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্ম হইয়াও নিত্য বিলাসে দুই স্বরূপে নিত্য বিরাজমান, একাত্মকত্বে তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব। আত্মানন্দ অর্থাৎ আত্মা বা পরব্রহ্মই রস বা আনন্দ, যথা তৈঃ উঃ ২।৭ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—অর্থাৎ, এই জীব রসকেই লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করেন ও স্বরাট্ (স্বয়মেব রাজতে) 'দীপ্তিং বা প্রকাশং লভতে', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হ'ন। তিনি সকল লোকেই স্বচ্ছন্দ গতিশীল হ'ন। সুতরাং এস্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। অন্যস্থলেও উন্নেয় (অর্থাৎ উচ্চে বা প্রধান করিয়া জানিতে হইবে)। সবিশেষ ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বক্তব্য নয়। বেদের সকল শাখাতেই সবিশেষ ব্রহ্মই পরিগীত হইয়াছেন। কেন না, শ্রুতিতে উপদেশ আছে যে, সকল বেদ তাঁহারই কথা বলেন।

ত্রিবিধভেদ-ভেদ বিচার

শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঃ উঃ ১।২।১৫)—অর্থাৎ, সকল বেদ যৎপদ (যে পদ অর্থাৎ তত্ত্বাস্ত ব্রহ্ম) আমনন (অর্থাৎ সম্যগ্ভাবে আলোচনা) করেন। অতএব ইহাও বলা হইয়াছে—"ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১২), অর্থাৎ—(শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য-অনুসারে)—'বহু প্রকাশের তত্ত্বতঃ ভেদস্বীকার হইয়া থাকে। ভেদস্বীকারে অভেদ উক্তি অযুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু উহাকে অযুক্ত বলা চলে না, যেহেতু বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে ভেদসূচক বাক্যের প্রতীতি নাই। ইন্দ্র মায়াদ্বারা অনেকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। সেইরূপ ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর (পরমতত্ত্ব, যাহা হইতে অন্য কোন কেহ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নহেন) অনন্তর (নিরবচ্ছিন্ন), অবাহ্য (অর্থাৎ বাহ্যশূন্য যাঁহার বাইরে কোন কিছু নাই), আত্মা (পরব্রহ্ম), ব্যাপক (যিনি সকল বস্তুকেই আবৃত করিয়া স্থিত) সর্বানুভূতি-স্বরূপ (যাঁহার স্বরূপ সর্বপ্রকার অর্থাৎ সবিশেষ-নির্বিশেষ, নিগুর্ণ-অপ্রাকৃত সগুণ ইত্যাদি-রূপে অনুভূত হইয়া থাকেন)—এইরূপ বাক্য দ্বারা বহু প্রকাশেও ব্রহ্ম যে একই তত্ত্ব তাহা বলা হইয়াছে।' অতএব একশ্রেণীর ঋষিগণ এই বাক্য বলিয়া থাকেন যে 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' (ছাঃ ৬।২।১), ইহার সহিত অপর একটী ব্রহ্মসূত্রও যোজ্য (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩)—"অপি চৈবমেকে" অর্থাৎ 'অন্যান্য বেদশাখাধ্যায়িগণ পরমতত্ত্বকে অমাত্র ও অনেক মাত্র বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন—ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনন্তরূপ। (অমাত্র শব্দের অর্থ স্বাংশভেদশূন্য এবং অনন্তমাত্রের অর্থ তিনি অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট)। অর্থাৎ যাঁহার অংশের ভেদ নাই, এবং যাঁহার অংশ অসংখ্য ইনিই যথাক্রমে অমাত্র এবং অনন্তমাত্র শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—একই পরমেশ্বর বিষ্ণু সর্বত্র বিদ্যমান, ইহাতে কোন সন্দেহ

তৎস্বরূপবস্তন্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ।

ন চাব্যক্তগতজাড্যদুঃখাদিভিবিজাতীয়ো ভেদঃ,—অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ। অথবা নৈয়ায়িকানাং "জ্যোতিরভাব এব যথা তমঃ" তথাঙ্গীকৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাব-মায়াকৃতচিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণাভাবমাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি ; নচাভাবেনৈব। তর্হি বিজাতীয়োঽসৌ ভেদ আপতিত ইতি বক্তব্যম্। কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরিহার্যত্বাৎ।

অতর্ক্যাচিন্ত্যভাবত্বম্

এবঞ্চ নিষেধ-শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ ব্রহ্মণি যোদ্বৈতাভাবঃ সাধ্যতে স চাবৃত্ত্যাপ্যপরিহার্য ইতি। পুনস্তদাপাতভিয়া ভাবেনেবাদ্বৈতং মন্যামহে ইতি বদতাং ভাবদ্বৈতমপ্যবসীয়তে। তেনাভাবেন ভাবরূপ-ব্রহ্মণো যদদ্বৈতমস্তি, তস্য ভাবরূপস্যৈব সাক্ষাদবশিষ্টত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চস্যাভাবোঽপি মিথ্যেত্যত্রাপি তদ্বৎ তত্রাপি মিথ্যৈবাবশিষ্যতে। অভাবস্তু ন বস্তুতিরিক্ত ইতি পক্ষোঽপি ন সম্যগবগম্যতে।

নাই। ইনি একরূপ হইয়াও ঐশ্বর্যের দ্বারা বহুধা প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ইহার ভাব এই যে, যেমন একই বৈদূর্যমণি (কৃষ্ণপীতবর্ণ নীলকান্তমণি) দ্রষ্টার ভেদানুসারে রূপভেদ ধারণ করিয়াও যেমন অভিনেতা নট অনেক ভাব ধারণ করিয়াও স্বরূপে একই থাকে ঠিক ঐ প্রকারই শ্রীহরি এক হইয়াও ধ্যাতৃভেদ (ধ্যানকারীর ভেদ) ও কার্যভেদে অনেকরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। উহার স্বরূপের একতার পরিত্যাগ হয় না। বৈদূর্যমণি যেমন বিভাগের বশে নীল-পীতাদি-যুক্ত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, শ্রীহরিও ঐ প্রকার ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অব্যক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীহরি পরিদৃষ্ট বিভূষণ (অলঙ্কারাদি) আয়ুধ (অস্ত্রশস্ত্রাদি) দ্বারা শোভায়মান শরীর ধারণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে ঐ শরীরেই দিব্যগতি নটের ন্যায় বামন (হ্রস্ব আকৃতি) বটু (ব্রাহ্মণ কুমার) হইয়া গেলেন, ইত্যাদি স্মৃতি বচনে পাওয়া যায়। একই বিরুদ্ধ গুণাশ্রয় পদার্থের অবিচিন্ত্য শক্তির বলে একই সময়ে বহু ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। এই প্রকাশ উহাতে বিরুদ্ধ বুদ্ধির উৎপাদন করিয়া গুণরূপদ্বারা পরিচিত হইয়া থাকেন। অতএব একই অবিচিন্ত্যশক্তি সর্বেশ্বর ভগবানে ভক্তি সিদ্ধ।

শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(ভাঃ ১১।১৯।১৭) "শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চতুর্বিধ প্রমাণেই প্রপঞ্চজাত পদার্থের অনবস্থানতাহেতু স্থিরত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা জানিয়া নানাপ্রকার সংশয় হইতে জ্ঞানী পুরুষ দ্বৈত-প্রপঞ্চাতীত হইতে যত্নবান্ হন। এই শ্লোক প্রমাণে জানা যায় যে, ভাগবতের ভেদমাত্রেরই প্রদর্শক এই বাক্য শ্রুতির সম্মত নহে। যেহেতু বিকল্প শব্দের অর্থ সংশয়, সেস্থলে বস্তুনিষ্ঠা-অপেক্ষাতেই বিরাগ, ইহা কথিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও কেবল দ্বৈতের কথা বলা হয় নাই, বরং বলিয়াছেন "ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাই 'অপ্রাকৃতে'॥ 'দ্বৈতে' ভদ্রা-ভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম'। 'এই ভাল এই মন্দ'—এই সব 'ভ্রম'॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৪, ১৭৬) আরও শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধার করিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৮।৪)—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাত-মেব চ।" অর্থাৎ—যেহেতু দ্বৈত মাত্রই অসত্য, সেজন্য তন্মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা অপকৃষ্ট, এই অংশ উৎকৃষ্ট, এই অংশ অপকৃষ্ট, এইরূপ বিচার করা যায় না ; পরন্তু বাক্যদ্বারা যাহা উক্ত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা চিন্তিত হয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা জানিবে। মূলে উদ্ধৃত "শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষঃ" (ভাঃ ১১।১৯।১৭) ইত্যাদি শ্লোকের বিবৃতিতে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর প্রভু-পাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"লৌকিক, বৈদিক, ঐতিহাসিক ও আনুমানিক—এই বিচার-চতুষ্টয়ের সকলকেই ভগবৎপর না জানিলে মানসিক বিকল্প ধর্মক্রমে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু যে কালে ঐগুলি ভগবৎ-তাৎপর্যপর হয়, তৎকালে ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়। প্রমাণ সমূহের পরিত্যাগে প্রমেয়

যদা চ ভূতলে এব ঘটাভাবঃ স্যাৎ তদা তত্র পুনর্ঘটস্য সংসর্গো ন স্যাদেব। তদেবং পূর্বযুক্তিভি-রিত্থং চাপরিহার্যায়াং ভেদবৃত্তৌ স্বগতভেদবৃত্তিস্তস্মিন্নস্ত্যেব। ননু নির্ভেদেঽপি তস্মিন্নিত্যং স্বগতভেদ-প্রতীতিরপি মিথ্যৈবাস্তু শুক্তিরজতবদনির্বচনীয়ত্বাৎ। নৈবম্। প্রাক্তনযুক্তিভির্বিজ্ঞানাদিভেদানাং স্বরূপাদপপরিহরণীয়ত্বাৎ। অবিদ্যা-তৎ-কার্যাপোহাবশিষ্ট-তাদৃশস্বরূপেঽপ্যনির্বচনীয়ত্বে সর্বত্র নাশাপত্তেঃ। নচ যত্র নির্বক্তুমশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বমিতি ব্যাপ্তিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাপ্তেঃ। "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" (তৈঃ উঃ ২।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। লোকেঽপি মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ত্যসিদ্ধত্বাদনির্বচনীয়-ত্রিদোষঘ্নৈকব্যক্তৌষধিদ্রব্যাদিদর্শনেন ব্যভিচারঃ।

কখনও লব্ধ হয় না। প্রমাণগুলিকে ভোগ-তাৎপর্যপর করিলে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না। তাহা হইতে অবশ্যই পৃথক হইয়া অচিৎপ্রতীতিকে শুদ্ধ করা আবশ্যক। কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ হইলেই চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যে উপনীত হইতে পারা যায়। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিদ্বারা হরিসম্বন্ধি বস্তু পরিত্যাগ করিলে ফল্গু-বৈরাগ্য আসিয়া অমঙ্গল সাধন করে। আবার সকল বস্তুকে অন্বয়ভাবে ভগবৎসেবা-তাৎপর্যপর মানিলে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইলে জীবের যুক্তবৈরাগ্য হয়—উহাই নিত্যমঙ্গলপ্রদ।

অতএব এইপ্রকারে স্বগতভেদ অপরিহার্য হওয়ায় স্বর্ণাদিঘটিত কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ হইয়াও কুণ্ডলাকারে উহা হইতে ভিন্ন, এ ভেদও সেই প্রকার। ইহাতে যেমন অপর বস্তুর প্রবেশ দ্বারা ভেদত্ব ঘটে না, এস্থলেও সেইরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ বস্তু হইতে যে সকল পদার্থ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বস্তু তাঁহার শক্তি বলিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না।

অব্যক্তগত জাড্য দুঃখাদি দ্বারা যে বিজাতীয় ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাও প্রকৃত নয়। কেন না, এই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই শক্তি। অথবা নৈয়ায়িকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তম বলিয়া অভিহিত করেন, সেইরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহা জড় ও দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা মায়াকৃত চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই সঞ্চার হয়। উহা অভাবান্তভাব ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নহে। অভাব নামক ভিন্ন পদার্থ দ্বারা ঐরূপ জাড্য ও দুঃখ সঞ্জাত হয় না। তাহা হইলে বিজাতীয়-ভেদই আপতিত হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ-স্বীকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

অতর্ক্যাচিন্ত্যভাবত্ব

এই প্রকারে নিষেধ শ্রুতিসমূহ দ্বারা ও যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্মে যে দ্বৈতাভাব সাধন করা হয়, তাহা আবৃত্তি দ্বারাতেও অপরিহার্য। আবার সেই দ্বৈতাভাবদোষ দূরীকরণের জন্য যদি বল যে, ভাবমূলেই অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করি,তাহা হইলে অবসানে ভাবদ্বৈতই স্বীকার্য হইয়া পড়ে। সেই অভাবদ্বারা ভাবরূপ ব্রহ্মের যে দ্বৈত ঘটে তাহা সেই ভাবরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবশিষ্টত্ব-হেতু মিথ্যা প্রপঞ্চের যে অভাব, তাহাও অবশেষে মিথ্যাই হইয়া পড়ে। কিন্তু অভাবও বস্তু হইতে অতিরিক্ত নয় এই পক্ষও (এই প্রকার যুক্তি) সম্যগ্‌ অবগত হওয়া যায় না।

যখন ভূতলে ঘটাভাব, তখন সেখানে ঘটের সংসর্গ থাকে না। অতএব এই প্রকারে পূর্বযুক্তি সমূহের দ্বারা ভেদবৃত্তি অপরিহার্য হওয়ায় স্বগতভেদবৃত্তি তাহাতে অবশ্যই থাকে। যদি পূর্বপক্ষ হয় নির্ভেদেও শুক্তি (মুক্তা) ও রজত বিশেষভাবে ভেদযুক্ত বলিয়া কথিত হওয়ায়, তাঁহাতে (ব্রহ্ম) স্বগত ভেদপ্রতীতিও মিথ্যাই হউক, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ঐরূপ কথা নহে, যেহেতু প্রাক্তন (পূর্বকথিত) যুক্তিসমূহদ্বারা বিজ্ঞানাদি-ভেদ অপরিহার্য। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও তাহার কার্য নষ্ট করেন। ব্রহ্মের এতাদৃশ স্বরূপেও অনির্বাচনীয়ত্ব সম্বন্ধে সর্বত্র অপরপক্ষের যুক্তি অপোহ

অতএব অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা, ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যুক্তম্।

তস্মাত্তদ্বদচিন্ত্যস্য ভাবতয়া মিথোবিরোধিধর্মবদেব তত্তত্ত্বমিত্যুচ্যতাম্। তত্র তস্য তাদৃশত্বাজ্ঞানে বৈদ্যকবিধ্যেকান্নুগততন্নিষেধকানুভবঃ প্রমাণম্। প্রস্তুতস্যাপি বেদৈকানুগতবিদ্বদনুভব এব প্রমাণম্। তথাচ পৈঙ্গী শ্রুতিঃ,—

"যো বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধো মনুরমনুর্বাগবাগিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরমাত্মা" ইতি।

অতএব শ্রুত্যন্তরম্,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি (কঠ ২।৯)। এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—

"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তি-নিলয়ে মানানি নো মানিনাং নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি" (বিঃ পুঃ ৬।৮।৫৭) ইতি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—

"বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একঞ্চানৈকভেদগম্। দীক্ষয়েন্মোদিনীং সর্বাং কিং পুনশ্চোপসম্মতান্" ইতি ॥

তদেবমতর্ক্যত্বাত্তর্কমূলা খণ্ডনবিদ্যা নাস্মিন্ প্রযোক্তব্যেত্যভিহিতম্।

অতএবোক্তম্ হংসগুহ্যস্তবকে (শ্রীভাঃ ৬।৪ ৩১)—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।

কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে" ইতি।

(নিরাশ) দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে যেখানে অনির্বচনের অসমর্থতা, সেই সেই স্থলেই মিথ্যাত্ব, এইরূপ ব্যাপ্তিও দৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা হইলে ব্রহ্মে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেহেতু শ্রুতিতে "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" (তৈঃ ২।৭।১) অনিরুক্ত এবং অনিলয়ন বা অনিলয় বলা হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিরোধী গুণধারী বলিয়া যুক্তি অসিদ্ধ, অনির্বচনীয়; এতাদৃশ এক ঔষধি দ্রব্য ত্রিদোষ হরণ করে। এস্থলেও ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অতএব মণিমন্ত্র-মহোষধির প্রভাব অচিন্ত্য। ভাব প্রকাশে লিখিত আছে—'রসাদিসাম্যে যৎ কর্মবিশিষ্টং তৎ প্রভাবজং'। এখানে রস শব্দের অর্থ—জীবনপ্রদ ঔষধ বিশেষ।

শাস্ত্রে আরও দেখা যায় "অচিন্ত্যাঃ খলুঃ যে ভাবা, ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মহাভাঃ ভীষ্মপর্ব) অর্থাৎ যে সকল ভাব চিন্তার অতীত (প্রকৃতির অতীত বলিয়া), সে সকলে তর্কের যোজনা করা অনুচিত। এই নিমিত্ত অচিন্ত্য ভাব বলিয়া সেই তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী, ইহাই বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকে সে স্থলে তাদৃশ অর্থাৎ অচিন্ত্য বলিয়া জ্ঞান না হইলে বৈদ্যক (আয়ুর্বেদীয়) শাস্ত্রের বিধির অনুগত থাকিয়া নিষেধের উপলব্ধির ন্যায় তাঁহার অচিন্ত্যত্ব জ্ঞানই প্রমাণ।

প্রস্তুত (অর্থাৎ আলোচ্য) বিষয়ে বেদানুগত বিদ্বদনুভবই প্রমাণ। পৈঙ্গী শ্রুতি বলেন—যিনি বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, মনু অমনু, বাক্ অবাক্, ইন্দ্র অনিন্দ্র, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি, তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা কায়মনোবাক্যের সগুণভাবে আলোচ্য হইয়াও নির্গুণভাবে তর্কাদির দ্বারা অনালোচ্য।

অতএব অন্য শ্রুতি (কঠ ২।৯) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ এই মতি (যাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ সাধুগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা) যুক্তিতর্কের দ্বারা অপনয়ন বা দূরীকরণ করা উচিত নহে।

এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাম্। নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৮।৫৭)। অর্থাৎ—প্রমাণ-কুশল ব্যক্তিগণ প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্মস্বরূপ সর্বশক্তিনিলয়ের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্ হরি শ্রোত্রপথগত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একঞ্চানৈকভেদম্। দীক্ষয়েন্মোদিনীং সর্বাং কিং

যুক্তঞ্চ পরস্পরবিরোধিশক্তিগণাশ্রয়ত্বম্,—জগতি দৃষ্টশ্রুতানাং পরস্পরবিরোধিনাং সর্বেষামেব ধর্মাণাং যুগপদেকাশ্রয়ত্বাৎ। বিদ্বদনুভবশ্চাগ্রে বহুশো দর্শনীয়ঃ।

অতস্তস্মিন্ তাদৃশশক্তয়ঃ সন্ত্যেব। কিন্তু তস্মিংস্তাসামভিব্যক্ত্যুপলব্ধৌ প্রাচুর্যেণ "ভগবৎ"-সংজ্ঞা। তদনুপলব্ধৌ প্রাচুর্যেণ "ব্রহ্ম"-সংজ্ঞেতি বিশেষঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বিঃ পুঃ ৬।৭।৫৩)—

"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥"

ইত্যত্র প্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্—'অস্ত'-শব্দস্যাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ। তস্মাৎ দ্বৈতাদ্বৈতাদিশ্রুতীনাং তস্মিংস্তত্তৎ-প্রাধান্যেন প্রবৃত্তিরিতি।

তথা স চ শক্তিরূপো ধর্মো ধর্মাতিরিক্তে তস্মিন্ বর্তত ইত্যানেন কিং নির্ধর্মে ধর্মো বর্ততে? কিংবা সধর্মে বর্ততে? —ইতি বিকল্পকল্পনা প্রকারা অপি নিরসনীয়া।

তথা ভবন্মতেঽপি কিং সাবিদ্যে ব্রহ্মণ্যবিদ্যা নিরবিদ্যে বেত্যাদিকং প্রষ্টব্যং চেতি কৃতমতিবিস্তরেণ।

তদেবং ঘটুপালেষ্বিব নিরস্তেষু নির্ধর্মবাদেষু ধর্মবাদানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমপাদপীঠ-পরিসরং প্রতি রাজপথেনৈব গতিঃ। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় উবাচ, (বিঃ পুঃ ১।৩।১)—

পুনশ্চোপসম্মতান্॥" ইহা জানিয়া মোদিনীকেও (আমোদে মত্ত স্ত্রীলোককেও) দীক্ষা দিবে, উপসম্মতগণের (অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারেও সম্মত বা যোগ্য, তাঁহাদিগের) সম্বন্ধে আর কথা কি ?

ব্রহ্মতত্ত্ব অতর্ক্য (তর্কাতীত অর্থাৎ তর্কের দ্বারা বিচার্য নহেন) সুতরাং তর্কমূলা (যুক্তিতর্কই যাহার প্রধান অবলম্বন এমন) খণ্ডন বিদ্যা (অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা বেদানুগ শাস্ত্রবিধির নিরাশ-জন্য যত্ন হয়, তাহা) এস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

অতএব হংসগুহ্য স্তোত্রে দক্ষ প্রজাপতি বলিয়াছেন (ভাঃ ৬।৪।৩১)—যাঁহার মায়াবিদ্যা শক্তিসমূহই জড়ীয়-দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও স্বভাববাদাদির আশ্রয়ে বিবাদমান পণ্ডিতগণের বিবাদের ও সংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তি প্রভাবেই ঐ সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ গুণশালী সর্বব্যাপী শ্রীভগবানকে আমি নমস্কার করি।

পরস্পর বিরোধী শক্তিগণের একাশ্রয়ত্ব অযৌক্তিক নহে। জগতের দৃষ্ট, শ্রুত, পরস্পর বিরোধী সর্বপ্রকার ধর্মের যুগপৎ আশ্রয় কেবল একমাত্র ভগবান্। এ সম্বন্ধে অতঃপর বহু বিদ্বদনুভব প্রদর্শন করা হইবে।

সুতরাং ব্রহ্মে তাদৃশ শক্তিসমূহ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই ব্রহ্মে সেই সেই শক্তিসমূহ যখন প্রচুররূপে উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার 'ভগবৎ'-সংজ্ঞা। সেই সকল শক্তি যখন প্রচুররূপে উপলব্ধ না হয়, তখন তাঁহার 'ব্রহ্ম'—এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

অতএব বিষ্ণুপুরাণে (বিঃ পুঃ ৬।৭।৫৩) বলিয়াছেন—"যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ প্রত্যস্তমিত (বিলয়প্রাপ্ত) হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।

এই স্থলে 'প্রত্যস্তমিত' পদে যে 'অস্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ—'অদর্শন'। এই হেতু দ্বৈত এবং অদ্বৈত শ্রুতি সমূহের এই ব্রহ্মে প্রাধান্যরূপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে সেই শক্তিরূপ ধর্ম, ধর্মাতিরিক্ত ব্রহ্মে আছে, এই কথা বলিলে কি ইহাই বলা হয় যে, নির্ধর্মে কি ধর্ম বর্তমান থাকে ? অথবা সধর্মেই ধর্ম বর্তমান থাকে ? এই বিকল্প কল্পনা প্রকারসমূহও অবশ্যই নিরসন করা কর্তব্য।

—৭

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং সর্গাদি-কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥

ইত্যনন্তরম্ শ্রীপরাশর উবাচ--

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতোব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥" ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিভিঃ—

"লোকে হি সর্বেষাং ভাবানাং মন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যং তর্কাসহং কার্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং যজ্জ্ঞানং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যাঃ ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ—কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবম্, অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ স্বভাব সিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব,—পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্গাদি কর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।"

শ্রুতিশ্চ,—"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) ইত্যাদিঃ। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যা-ন্মায়িনঞ্চ মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইত্যাদিশ্চ। যদ্বৈবং যোজনা,—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তি-বদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বরূপাদিভিন্নাঃ শক্তয়ঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব নিরঙ্কুশৈশ্বর্যম্—

(গ্রন্থকার পূর্বপক্ষীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—আপনাদের মতে অবিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মে আপনারা কি অবিদ্যার বর্তমানতা স্বীকার করেন? কিম্বা নিরবিদ্য ব্রহ্মেই অবিদ্যার বর্তমানতা স্বীকার করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। আর অধিক (বাক্যব্যয়ে) বিস্তারে কি প্রয়োজন।

এইরূপে ঘট্টপাল (নদীপথের দানী অর্থাৎ নদীর কূলঘাটে বা শুল্ক আদায়ের ঘাটে নৌকা হইতে শুল্কআদায়কারী) পথ ছাড়িয়া দিলে যেমন সোজাপথে চলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ নির্ধর্মবাদ নিরস্ত হওয়ায় ভগবদ্ধর্মবাদী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রী-পুরুষোত্তমের পাদপীঠ পরিসরের অভিমুখে অবাধে রাজপথেই গমনের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও মৈত্রেয় ঋষি বলিতেছেন (বিঃ পুঃ ১।৩।১) "নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পরাশর বলিলেন,—যেহেতু সমস্তভাব পদার্থের শক্তিসকল অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি, পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ।

শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এ জগতের সকলভাবের—মন্ত্রসমূহের—শক্তিসমূহ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য—তর্কাসহ অচিন্ত্যপদের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, যাহা ভিন্ন যে কার্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই এ স্থলে অচিন্ত্যজ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শক্তিসমূহ সেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। অচিন্ত্যপদের আরও একপ্রকার অর্থ করা হইয়াছে,—যে সকল বস্তু মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্পরূপে চিন্তয়িতব্য হইবার নহে—কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞান-গোচরমাত্র, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। যখন মন্ত্রাদির শক্তিসমূহই এতাদৃশ, এ অবস্থায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ববিষয়িনী স্বভাবসিদ্ধা শক্তিসমূহও তাদৃশী। ব্রহ্মের এই সকল শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিমত্তা-নিবন্ধন ব্রহ্ম গুণাদিহীন হইলেও, তাঁহাতে সৃষ্টিশক্তিসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে।" এ-সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ এই যে, (শ্বেঃ ৬।৮) 'তাঁহার কার্য এবং করণ নাই, এবং (শ্বেঃ ৪।১০) মায়াই

"স বা অয়মস্য সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ।* "তপতাং শ্রেষ্ঠ" ইতি সম্বোধয়ন্ যা কাচিদপি তপঃশক্তিঃ সা তস্যৈবেতি সূচয়তি। যত এবম্, অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যাঃ ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থ ইতি।

শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বম্

অত্র "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যত্র মায়ায়া অপি স্বভাবত্বমুক্তম্, প্রকৃতেস্তৎপর্যায়ত্বাৎ। অতএব মায়িনমিতি নিত্যযোগ এব মত্বর্থীয়ঃ। মহেশ্বরে মায়াস্তীতি মহেশ্বরত্বন্তু তস্য মায়াতঃ পরমিতি বক্তব্যম্। উত্তরস্যাং যোজনায়াং মায়ায়াঃ স্বরূপাদভিন্নত্বং বহিরঙ্গত্বেঽপি তদেকাশ্রয়ত্বাৎ।

ততঃ সুতরামেব সা মহেশ্বরত্বব্যঞ্জিকান্যা শক্তিঃ স্বরূপভূতেতি। তথা প্রথমায়াং যোজনায়াং "সর্গাদ্যা" ইত্যত্রাদ্য-গ্রহণেন স্থিতিপ্রলয়ময্যো জগৎকার্যাঃ শক্তয়ো গৃহ্যন্তে। স্বরূপৈশ্বর্যাদিপ্রকাশবৃত্তিক-শক্ত্যোঽপি শক্তিত্বেনৈক্যেঽপি বহুত্বনির্দেশস্তত্তদ্বৃত্তিভেদ-বিবক্ষয়া।

প্রকৃতি এবং মহেশ্বর মায়াধীশ। সকল ভাবেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি বর্তমান থাকে। ব্রহ্মের শক্তি হইতে তাঁহার শক্তিসমূহ অভিন্ন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (শ্বেঃ ৬।৮) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মে জ্ঞান (সংবিৎ) বল, (সন্ধিনী) ক্রিয়া (হ্লাদিনী) প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিকী (স্বরূপগতা) শক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা স্বাভাবিকী, ইহা যেমন মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না, ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিসমূহও কিছুতেই নিহত করা যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ অর্থাৎ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২)—"স বা এষ……সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ।" অর্থাৎ—এই তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি। কিছু পূর্বেই বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত (বিঃ পুঃ ১।৩।৩) শ্লোক মধ্যে যে 'তপতাং শ্রেষ্ঠং' এই সম্বোধন বাক্য আছে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তপঃ শক্তিও সেই ব্রহ্মেরই। অতএব ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও অনুপপত্তি (অযুক্ততা) দৃষ্ট হয় না।

শক্তির স্বাভাবিকত্ব

এ স্থলে "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই বাক্যে যে 'মায়া' শব্দ আছে, উহার অর্থ—'স্বভাব'। কেন না, মায়ার অপর পর্যায়—'প্রকৃতি'। অতএব মায়া শব্দের উত্তর নিত্যযোগে 'মতুপ্' করিয়া 'মায়ী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বরে মায়া নিত্য বর্ত্তমানা। কিন্তু মহেশ্বর বলায় তাঁহাকে 'মায়ার পর' বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন—মায়ার অধীশ্বর)। এখানে 'নিত্য 'মতুপ্'—ইহা পাণিনি ব্যাকরণের "ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুপাদয়ঃ" অর্থাৎ ভূমা (বহু), নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ, অতিশায়ন সংসর্গ অস্তি বিবক্ষা বুঝাইতে, মতুপ্ প্রভৃতি অস্ত্যর্থক প্রত্যয়-গুলি হইয়া থাকে। 'নিত্যযোগে মতুপের দৃষ্টান্ত ক্ষীরীবৃক্ষঃ' (অর্থাৎ যে বৃক্ষে ক্ষীরের বা দুগ্ধের ন্যায় রস পদার্থ আছে।) শ্বেতাশ্বতর শ্লোকের পরবর্তী যোজনায় মহেশ্বরকে যে মায়ী বলা হইয়াছে; তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই মায়া বহিরঙ্গা হইলেও ব্রহ্মই উহার আশ্রয়।

অতএব এই মায়া মহেশ্বরত্ব ব্যঞ্জিকা অন্যা শক্তি এবং তাঁহারই স্বরূপভূতা। শ্লোকের প্রথম যোজনায় (শ্বেঃ ৪।৯)—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ")—যে সৃষ্ট্যাদি পদে যে আদ্য শব্দ আছে, তাহাতে স্থিতি-প্রলয়ময়ী জগৎকারিণী

---

* শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মন্ত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন নাই। সেই জন্য সমস্ত মন্ত্রটি এখানে দেওয়া হইল, যথা—
স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ।

অত্র শ্রীরামানুজশারীরকেঽপীত্থং লিখিতম্—"যদি নির্বিশেষ-জ্ঞান-রূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রম-প্রতিপাদন-পরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি—'নির্গুণস্য' ইত্যাদি চোদ্যং "শক্তয়" ইত্যাদি পরিহারশ্চ ন ঘটতে।

তথাহি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্? ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপিতু ভ্রমকল্পিত ইতি চোদ্যপরিহারৌ স্যাতাম্।

উৎপত্ত্যাদিকার্যাং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণকর্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি তত্তদ্ভাবরহিতস্য কথং সম্ভবতীতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তিযোগবৎ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ" ইতি শ্রীভাষ্যম্ (বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬)।

শ্রীভগবদুপষিৎসু চ স্বভাবশক্তিমত্ত্বৈনৈবোপদিষ্টম্ (গীতা ১৩।১২-১৭)

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ।
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্" ইতি॥

শক্তিসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপশক্তি, ঐশ্বর্যশক্তি ইত্যাদি যদিও শক্তিস্বরূপে একই, তথাপি উঁহাদের বৃত্তিভেদ বিষয় বুঝাইবার জন্য শক্তিসমূহ (শক্তয়ঃ) এইরূপ বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁহার শারীরক (বেদান্তসূত্র) এর ভাষ্যেও এইরকমই লিখিয়াছেন—"যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগদধিষ্ঠান-ভ্রান্তি-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নির্গুণ, বিশুদ্ধ ও অমলাত্ম ব্রহ্মে সৃষ্টি-সংহারাদি কার্যের কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি উত্থাপনে পরে আবার লিখিত হইয়াছে যে, 'হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তিসমূহ অচিন্ত্য ; সুতরাং অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, তদ্রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব শক্তিসমূহও স্বাভাবিক'—ইহা উক্ত আপত্তিরই পরিহার। যদি নির্বিশেষবাদই শাস্ত্রের তাৎপর্য হইত, তবে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার পরিহার করা হইত না। বস্তুতঃ শাস্ত্রের উক্তপ্রকার তাৎপর্য হইলে এই প্রশ্ন হইত যে, নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? উহার উত্তর এই হইত যে, ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব পারমার্থিক নহে—অপিতু ভ্রমকল্পিত।

এইরূপ উত্তর হইলেই আপত্তির সমাধান হইত। কিন্তু সত্ত্বাদিগুণযুক্ত, অপরিপূর্ণ, কর্মবশ্য ব্যক্তিগণকেই উৎপত্ত্যাদি কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। কিন্তু তদ্ভাব-রহিত ব্রহ্মের উৎপত্ত্যাদি কার্য কিরূপে সম্ভবপর হয়?—ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই যে, জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট তাদৃশ নির্গুণাদি স্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না।" শ্রীভাষ্যে (বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬)।

শ্রীভগবদুপনিষদ্ অর্থাৎ গীতাতে (১৩ ১৩-১৮) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"এখন 'জ্ঞেয়' বলিতেছি—যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু—অনাদি ব্রহ্মতত্ত্ব ; আমি তাহার পর অর্থাৎ আশ্রয়, তাহাকে কার্য বা কারণ বলা যায় না। সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের (ব্রহ্মতত্ত্বের) হস্ত-পদ সর্বত্র বিদ্যমান্, তাঁহার মস্তক, মুখ ও চক্ষু সর্বত্র, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ,

এবং ব্রহ্মসূত্রে চ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)।

অতঃ শক্তেঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যত্বে সতি তস্য শক্তিত্বমপ্যজ্ঞানকল্পিতমিতি নাঙ্গীকুর্বন্তি। যত্রাসম্ভব-সম্ভাবয়িত্রী দুস্তর্কা স্বাভাবিকী শক্তির্নাস্তি, তত্রৈব তদঙ্গীকারোপপত্তেঃ, গৌরবাপত্তেশ্চ। অত্র চেদং বিচার্যতে—দ্বৈতমাত্রান্যথানুপপত্ত্যা কেবলে ব্রহ্মণি মণিমন্ত্রমহৌষধাদিবৎ তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্তীত্যেকে, তদন্যথানুপপত্ত্যা তথাভূত এব তস্মিন্নজ্ঞানেনৈব তদুপপদ্যত ইত্যন্যে।

তত্র ব্রহ্মণি জ্ঞানমাত্রে ত্বজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি। অজ্ঞানঞ্চ সাশ্রয়মেব, নতু স্বতন্ত্রমিতি। জীবত্বং চ অজ্ঞানকৃতমেবেতি— শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তমূলং ;—তদুপেক্ষণীয়ম্। অত্র জীবঃ স্বাজ্ঞানেনৈব জীবত্বং কল্পয়তীতি স্বাশ্রয়ঃ পরস্পরাশ্রয়শ্চ প্রসজ্যেত যো জীবো যেনাজ্ঞানেন যজ্জীবত্বং কল্পয়তি স তয়োরজ্ঞান-তৎকার্যয়োরতিরিক্ত এব ভবেদিতি।

তস্য শুদ্ধত্বে তদেব জ্ঞানমাত্রত্বমাগতম্ ; ততশ্চ কথং নাম তস্যাজ্ঞানং স্যাৎ যেন স্বজীবত্বং কল্পয়েদিত্যসম্ভবশ্চ কল্পেত।

অত্র প্রয়োগশ্চ দর্শিতঃ—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রয়ত্বম্ অজ্ঞানত্বাৎ। "শুক্তি-কাদ্যজ্ঞানবজ্ জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ" ইতি শ্রীভাষ্যম্। ব্রহ্ম না জ্ঞানাশ্রয়ং,—জ্ঞাতৃত্ব-বিরহাৎ ঘটবদিতি চ। ততশ্চ পারিশেষ্য-প্রমাণেন তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ এব ব্রহ্মণি পর্যবস্যন্তীত্যেব সাধুসম্মতম্। সম্ভবতি চালৌকিকবস্তুত্বাত্তস্য তাদৃশশক্তিত্বম্।

জগতে সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া তিনি অবস্থিত। সেই জ্ঞেয়তত্ত্ব সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক (অথচ) সকল জড়েন্দ্রিয়রহিত, অনাসক্ত (অথচ) সর্বপালক, প্রাকৃত গুণাতীত (অথচ) গুণের অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যের ভোক্তা। সেই তত্ত্ব সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে, তাহাই চরাচর জগৎ, সূক্ষ্মত্ব-নিবন্ধন তাহা অবিজ্ঞেয় তাহা দূরেও বটে নিকটেও বটে। সেই জ্ঞেয় বস্তু অখণ্ড হইয়াও সর্বভূত-মধ্যে খণ্ডের ন্যায় অবস্থিত, সর্বভূত-পালক, সর্বগ্রাসী ও প্রভুত্বকারী। তাহা সকল জ্যোতির্ময় বস্তুর জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশ, অজ্ঞান বা প্রকৃতির অতীত ; তাহা জ্ঞান, জ্ঞানসাধ্য জ্ঞেয়, সর্বহৃদয়ে অবস্থিত।"

ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ আছে, যথা—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)—ব্রহ্মশক্তি স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য। এই হেতুবশতঃ এই শক্তিত্ব কখনই অজ্ঞান-কল্পিত হইতে পারে না। যে স্থলে অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যা স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত না হয়, সেইখানেই উহার অঙ্গীকার ও গৌরব আপতিত হয় (অর্থাৎ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে)। এ স্থলে বিচার্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, দ্বৈতভাব-বিরহিত কেবল মণিমন্ত্র-মহৌষধির শক্তির ন্যায় ব্রহ্মে তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ বিদ্যমান। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, তাদৃশ কেবল ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান, আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান রহে, অজ্ঞান কখনও স্বতন্ত্র নহে। জীবত্ব—অজ্ঞানকৃত। যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি হয়, তেমনি পরব্রহ্মে জীবভ্রান্তি ঘটে, এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। এখানে (কেবলাদ্বৈতবাদিমতে) জীব স্বীয় অজ্ঞান দ্বারাই জীবত্ব কল্পনা করে। ইহাতে স্বাশ্রয় ও পরস্পরাশ্রয়-দোষের প্রসক্তি ঘটে। যে জীব যে অজ্ঞান দ্বারা জীবত্ব কল্পনা করে, সেই জীব সেই অজ্ঞান ও উহার কার্যের অতিরিক্ত বস্তু। সেই জীবের শুদ্ধাবস্থায় উহার জ্ঞান-মাত্রত্বই সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার সেই অজ্ঞানটী কি বস্তু, যদ্দ্বারা সে তাহার নিজ জীবত্বের কল্পনা করে ? এ এক অসম্ভব কল্পনা।

উদ্ধৃত সূত্রের (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) গোবিন্দভাষ্যের উপসংহারে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—

প্রসিদ্ধঞ্চ শ্রুতিপুরাণাদৌ তৎ,—ততোঽতর্ক্যশক্তিবিলাসে দ্বৈতখণ্ডনবিস্তাপি নাত্রাবতার্য্যেত্যুক্তমিতি।

শক্তেস্ত্রৈবিধ্যম্

তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চেতি মূল এব দর্শয়িষ্যতে। অত্রোত্তরয়োরনন্তরঙ্গত্বং তাভ্যাং পরমেশ্বরস্যালিপ্ততয়া, শক্তিত্বঞ্চ নিত্যতদাশ্রিততয়া তদ্ব্যতিরেকেণ স্বতোঽসিদ্ধতয়া তৎকার্যোপযোগিতয়া চ। তত্র তটস্থাখ্যা শক্তিঃ পরমাত্মসন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব দর্শয়িষ্যতে।

অন্যে তু বিব্রিয়েতে,—যে পরাপরাশব্দাভ্যাং ভণ্যেতে—যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এব (বিঃ পুঃ ১।১৯ ৭৫-৭৬)—

"সর্বভূতেষু সর্বাত্মন্! যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥
যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্" ইতি॥

অনয়োরর্থঃ—হে সুরেশ্বর! সুরাদিপালন-শক্তিপ্রকাশক! হে সর্বাত্মন্! সর্বাদিকারণত্বেন তজ্জননাদি-শক্তিনিধান! তবাপরা পরস্বরূপায়াশ্চিচ্ছক্তেরিতরা বহিরঙ্গা জীবমায়া মায়েত্যাদ্যাখ্যা যা শক্তিঃ সর্বভূতেষু সর্বেষু জীবেষু অধিকৃত্য বর্ততে তস্যৈ নমঃ। তস্যাঃ সকাশাদাত্মানং বিদায়ং কর্তুমিতিভাবঃ

"প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অগম্য গ্রহণচেষ্টাদিক স্থলে শব্দই সাধকতমরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার শব্দের সর্ব-প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতি শব্দ হইতেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং'—অবেদবিৎ ব্যক্তি বৃহৎ ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ নহে। বেদ স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার দরুণ নির্দোষ।"

মূলেও শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন—এতৎপক্ষে প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। বিবাদের অস্পদীভূত অজ্ঞান, অজ্ঞানত্ব-নিবন্ধন কখনও জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের আশ্রিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত যেমন—শুক্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞান—এই অজ্ঞান জ্ঞাতাকেই আশ্রয় করে। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন। কেন না ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞানে জ্ঞাতৃত্ব নাই। অতএব পারিশেষ্য প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তর্কাগোচর শক্তিসমূহ ব্রহ্মে পর্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধু সম্মত। ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, এই জন্য তাঁহাতে তাদৃশ শক্তি অবশ্যই সম্ভাবিত হয়। শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যশক্তিত্ব সুপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মের এই অতর্ক্য শক্তিবিলাসে দ্বৈতবাদ খণ্ডনবিস্তারও এ স্থলে অবতারণার প্রয়োজনাভাব।

শক্তি ত্রিবিধা

ব্রহ্মের ভাবশক্তি এই প্রকারে সিদ্ধ হইল। এখন তাঁহার ত্রিবিধাশক্তি আলোচ্য। অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গাভেদে ব্রহ্মশক্তি ত্রিবিধা। মূলগ্রন্থে (ভগবৎসন্দর্ভে) ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তটস্থাশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তি—অন্তরঙ্গা নহে। যেহেতু এই দুই শক্তিতে পরমেশ্বরের লিপ্ততা নাই। তাহা না থাকিলেও এই উভয়েই তদীয় শক্তিত্ব আছে। কেন না, ইহারা নিত্যই তাঁহার আশ্রিত এবং তদ্ব্যতিরেকে স্বতঃ অসিদ্ধ এবং তাঁহারই কার্যোপযোগিনী। তটস্থা শক্তি সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে আলোচিত হইবে।

এক্ষণে অন্যবিষয় দুইটি,—পরা ও অপরা বিবৃত হইতেছে। এই দুইটি দ্বিবিধ শক্তির বিষয় পরা ও অপরা যোগে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৭৬-৭৭) কথিত হইয়াছে, যথা—"হে সর্বাত্মন্ সুরেশ্বর! সর্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণের আধার অপরা অর্থাৎ জড়া শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতিগুণাদি বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানদ্বারা বেদ্য, সেই পরা ঈশ্বরী অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা করি।

কথম্ভূতা ? গুণাশ্রয়া গুণাঃ স্বয়ং গুণসাম্যরূপায়াঃ জড়ায়াঃ প্রকৃতের্বৃত্তিবিশেষাঃ সত্ত্বাদয়স্ত এবাশ্রয়ো যস্যাঃ সা। মায়াশক্তিস্তূর্ণনাভিরিব হি গুণসাম্যাবস্থাৎ স্বৈকদেহস্থকোষবিশেষাৎ গুণজালং প্রকাশ্য তদাশ্রিত্য চ তচ্চাক্‌চিক্যমুগ্ধবদ্ধান্ কীটানিব জীবানধিকরোতি। শাশ্বতায়া ইতি স্বাভাবিকত্বং বক্তব্যম্। অস্যাঃ প্রাক্‌কথনমেতদ্দ্বারৈব প্রথমতঃ সানুমেয়েত্যভিপ্রায়েণ। অথ বাচাং মনসাং চাতীতোঽতিক্রান্তো গোচরো বিষয়ো যয়া সা যস্মাদবিশেষণা দৃষ্টজাতিগুণাদিভির্বিঘোষয়িতুমশক্যা এবম্ভূতা যা শক্তিস্তামীশ্বরীং ঈশ্বরস্য তবান্তরঙ্গত্বাদঙ্গীভূতাং চিচ্ছক্তিরাত্মমায়েতি নাম্নীং পরামপরস্যা বহিরঙ্গায়া আশ্রয়ভূতাং বন্দে স্তৌমি। তামনুসর্তুমিতি ভাবঃ।

নম্বেবম্ভূতা কথমস্তীতি জ্ঞায়তে, তত্রাহ- জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যেতি। জ্ঞানিনামশুদ্ধজীবানাং জাতিশব্দাদিবিষয়াণি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ পরিচ্ছেদ্যা। সর্বতঃ প্রসরদ্ভির্নির্ঝরোদকৈর্মহাসরোবৎ সর্বগতত্বেনাবগম্যা। বস্তুতস্তস্যা এব সর্বপ্রবর্তকত্বাদিদমুক্তম্—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো মনঃ"—(কেন ১।২) ইতি শ্রুতেঃ।

যদ্বা জ্ঞানী জীবঃ জ্ঞানঞ্চ তদুভয়মপি পরিচ্ছেদ্যং বাহ্যং ঘটাদিবৎ প্রকাশ্যং যস্যাঃ সা। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্" (শ্বেতাশ্ব ৬।১৪। কঠ ২।২।১৫। মুণ্ড ২।২।১০) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিংবা জ্ঞানিনঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা যে জীবাস্তেষাং যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানোপলক্ষিতা সর্বাপি বাহ্যাভ্যান্তরচেষ্টা সা পরিচ্ছেদ্যা প্রবর্তনীয়া যয়া সা।

শ্রীজীবপাদ ঐ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—হে সুরেশ্বর-সুরাদিপালন-শক্তিপ্রকাশক, হে সর্বাত্মন্, সকলের আদি কারণত্ব-নিবন্ধন তাহাদের জননাদি শক্তি-নিধান, তোমার 'অপরা'—পরস্বরূপ চিচ্ছক্তি হইতে অন্যা বা নিকৃষ্টা—বহিরঙ্গা—জীবমায়া—মায়া ইত্যাদি নাম্নী যে শক্তি 'সর্বভূতে'—সর্বজীবে বর্তমানা, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার নিকটে আত্মাকে বিদায় অর্থাৎ মুক্ত করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য—ইহাই ভাবার্থ।

সেই শক্তি কি প্রকার ?—গুণাশ্রয়া। গুণসমূহ কি ?—না, গুণসাম্যরূপা জড়া প্রকৃতির বৃত্তিবিশেষসমূহ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ আশ্রয় যাহার, তিনি গুণাশ্রয়া। ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন স্বীয় কোষ হইতে গুণজাল বিস্তার করিয়া, সেই গুণজাল আশ্রয় করিয়া তচ্চাকচিক্যমুগ্ধ কীটদিগকে আত্মসাৎ করে, মায়াশক্তিও তদ্রূপ গুণসাম্যাবস্থা হইতে সত্ত্ব, রজ ও তম—ত্রিগুণ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, ত্রিগুণ-মুগ্ধ জীবদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়। শ্লোকোক্ত 'শাশ্বত' পদের অর্থ স্বাভাবিক। অপরা শক্তির সম্বন্ধে প্রথমতঃ বলার উদ্দেশ্যে এই যে, ইহাদ্বারা প্রথমতঃ সেই শক্তির অনুমান করিতে হইবে। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং 'অবিশেষণা'—দৃষ্টি-জাতিগুণাদি দ্বারা যাঁহার বিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব, এতাদৃশী যে শক্তি—যিনি ঈশ্বরী—ঈশ্বর যে তুমি—তোমার অঙ্গাঙ্গভূত—যাঁহার অপর নাম চিচ্ছক্তি ও আত্মমায়া—যিনি 'পরা'—অপরা অর্থাৎ বহিরঙ্গার আশ্রয়ভূতা, আমি তাঁহার অনুসরণের নিমিত্ত তাঁহার বন্দনা করি—ইহাই ভাবার্থ। এই শক্তি যে আছেন, তাহা কিরূপে জানা যায় ? তজ্জন্য বলা হইয়াছে—'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা'—জ্ঞানিগণের—শুদ্ধ জীবগণের জাতি-শব্দাদি-বিষয়ক প্রাদেশিক জ্ঞানসমূহের পরিচ্ছেদ্যা। মহাসরোবর যেমন সর্বত্র প্রসারণী নির্ঝরপ্রবাহে সর্বগত হইয়া থাকে, এই পরা শক্তিও সেই প্রকার সর্বগতত্ব-রূপেই অবগম্যা। বস্তুতঃ এই পরাশক্তিই সর্বশক্তির প্রবর্তক। বস্তুতঃ তিনি সমস্তেরই প্রবর্তকাদি—এই কথা শ্রুতিতে (কেন ১।২) বলা হইয়াছে ; যথা—"ইনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনের মন।"

"কো হ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈঃ উঃ ২।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ।

অথবা জ্ঞানী শুদ্ধো জীবঃ, তস্য যৎ নিজং জ্ঞানং প্রমাত্রাদীনাং সাক্ষিভাস্যতামাত্র-প্রতীত্যা চ মায়া বিমোহিতত্বলিঙ্গাবগতাচ্ছন্নস্বজ্ঞানত্বেন চ কৈবল্যে তদভাবে স্বরূপসুখাস্ফূর্তিদোষপ্রসঙ্গেন চ "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (বৃঃ আঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদিশ্রুত্যা চ স্বরূপভূতং লক্ষ্যতে। তেন জ্ঞানেন পরিচ্ছেদ্যা যস্মাত্তথাভূতজ্ঞানোপলক্ষিতা স্বরূপ-শক্তিঃ শুদ্ধজীবব্রহ্মণি দৃশ্যতে। তস্মাৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তু সানন্তাত্মিকৈব বর্তত ইতি সম্ভবনীয়েত্যর্থঃ। যথা— গভস্তিলেশে দৃষ্টা শক্তির্গভস্তিমালিনি, "য আত্মা-নমন্তরো যময়তি" ইতি শ্রুতেরিতি বা।

জ্ঞানী সৃষ্ট্যাদিবিদ্যানিধিঃ পরমেশ্বরঃ, তস্য যন্নিজং জ্ঞানং তেন পরিচ্ছেদ্যা গম্যা। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারাদিদর্শনাত্তস্মিন্ যা শক্তির্লক্ষ্যতে, যৈব চ মায়েতি গীয়তে, সা তস্য মন্ত্রাদিবিদামিব বিদ্যাবিশেষ এব তৎসাদৃশ্যাৎ, স্বাভাবিকত্বং তত্র বিশেষঃ। ততস্তস্যা বিদ্যাবিশেষত্বে বিদ্যায়াশ্চ পুরুষস্য নিজজ্ঞান-ধার্যত্বে, তন্নিজজ্ঞানস্য তাবন্মাত্রধারকতায়ামেবাসমাপ্তত্বে চ বশীকৃতমায়স্য পরমেশ্বরস্য যৎ নিজং জ্ঞানং তন্মায়া মায়িকং বা ন ভবতি। তস্মাত্তেনৈব স্বরূপভূতজ্ঞানেন তদাত্মিকা শক্তির্লক্ষ্যতে—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইদং বা একস্মিন্নেব স্বরূপে জ্ঞানীতি জ্ঞানমিতি চ পরিচ্ছেদাং যয়া সা। "পূর্ববদ্বা" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৯) ইতি ন্যায়াৎ।

অথবা অন্য অর্থও হইতে পারে। যথা—'জ্ঞানী'—জীব, এবং জ্ঞান—এই উভয়ই 'পরিচ্ছেদ্য' ঘটাদির ন্যায় বাহ্য বা প্রকাশ্য হয় যাঁহা হইতে এমন যে শক্তি, তিনিই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা' শক্তি। তাই শ্রুতি বলেন—(শ্বেঃ ৬।১৪, কঠঃ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০)—"তিনি প্রকাশমান বলিয়াই তদনুযায়ী সকলে দীপ্তিমান্ হয়, তাঁহার জ্যোতিতে এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশমান হয়।" কিংবা 'জ্ঞানিসমূহ'—আব্রহ্ম-স্তম্ব (তৃণাদি) পর্যন্ত জীবসমূহ, তাহাদের যে জ্ঞান—সেই জ্ঞানপোলক্ষিত সর্বপ্রকার বাহ্যাভ্যন্তর চেষ্টা যাঁহা দ্বারা প্রবর্তিত হয়, এমন যে শক্তি, তিনিই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা শক্তি'। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই যে, (তৈঃ ২।৭।১)—"যদি আকাশে (অর্থাৎ পরব্যোমরূপ হৃদয়গুহায়) রস বলিয়া প্রসিদ্ধ আনন্দ না থাকিত, তবে কে-ই বা জীবন ধারণ করিত, কে-ই বা অপানাদি প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন করিত।"

অথবা—জ্ঞানী শুদ্ধজীব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যতারূপ প্রতীতি দ্বারা জীব মায়ামোহিত হইল, তাহার ফলে যে তাহার স্বজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই প্রতীতি দ্বারা কৈবল্যাবস্থায় এবং তাহার অভাবে স্বরূপসুখের অস্ফূর্তি-দোষপ্রসঙ্গ দ্বারা এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিপরিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা (বৃঃ আঃ ৪।৩।২৩), শুদ্ধ জীবের নিজ জ্ঞান উহার স্বরূপভূত বলিয়া লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্যা—তথাভূত জ্ঞানপোলক্ষিতা স্বরূপশক্তি যখন শুদ্ধ জীবব্রহ্মে দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু পরব্রহ্মে সেই স্বরূপশক্তি নিশ্চয়ই অনন্তাত্মিকারূপে বিরাজমানা হয়েন, ইহাই সম্ভাবনীয়। যেমন সূর্যকিরণ-কণায় দৃষ্টা শক্তি সূর্যে প্রচুররূপে বিদ্যমান, পরাশক্তিও তাদৃশী। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—"যিনি আত্মার আত্মস্বরূপ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন" ইত্যাদি।

আরও কথা এই যে, জ্ঞানী সৃষ্ট্যাদি বিদ্যানিধি পরমেশ্বর; তাঁহার যে নিজ জ্ঞান সেই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছেদ্যা গম্যা যে শক্তি, উহাই 'জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্যা শক্তি'। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি দর্শনে ব্রহ্মে যে শক্তি লক্ষিত হয়—যে শক্তি মায়াশক্তি নামে পরিগীত হয়, সেই শক্তি পরমেশ্বরের মন্ত্রবিদ্গণের বিদ্যাবিশেষের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেন না, সেই মন্ত্রবিদ্গণের বিদ্যা-শক্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পরমেশ্বরের ইহা আগন্তুক নহে—স্বাভাবিক,

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ? ইতি "স্বে মহিম্নি" (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১) ইতি শ্রুতেঃ। ইত্থং বা, জ্ঞানী বিদ্বান্ তস্য জ্ঞানেন অনুভবেন পরিচ্ছেদ্যাবগম্যা। বৈকুণ্ঠাদিষু শ্রীভগবতস্তত্তন্নিজবৈভবানাং শুদ্ধানন্দবিলাসমাত্রতাং প্রতি প্রমাণেন বিদ্বদনুভবেনৈব প্রমেয়েত্যর্থঃ। "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (শ্বেতাঃ ১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। তদেবমন্তরঙ্গাপরপর্যায়া স্বরূপশক্তির্দর্শিতা।

শ্রুত্যন্তরাণ্যত্র—

"স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥"

ইতি চতুর্বেদশিখায়াং মায়াশব্দস্য দ্বিধাবৃত্তিরিত্যুক্তম্। তস্যা একস্যা এব স্বরূপশক্তের্বৃত্তিভেদেন ভেদা অপি স্বীকৃতাঃ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ শ্রীমধ্ব-ভাষ্যপ্রমাণিতাঃ শ্রুতয়ঃ—

"সর্বৈর্যুক্তা শক্তিভির্দেবতা সা পরেতি যাং প্রাহুরজস্রশক্তিম্।
নিত্যানন্দা নিত্যরূপাজরা চ যা শাশ্বতাত্মেতি চ তাং বদন্তি ॥"
ইতি চতুর্বেদশিখায়াম্।

"অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিরন্যত্র। অতএব ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিনশ্রুতি-রপি তস্য সর্বশক্তিমত্ত্বং স্বরূপসিদ্ধমেবেত্যঙ্গীকরোতি—"স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃত্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি, ব্রহ্মণা শৃণোতি, ব্রহ্মণৈবেদং সর্বমনুভবতি" ইতি।

এই মাত্র বিশেষ। অতএব সেই শক্তি যদি বিদ্যা-বিশেষই হয়, বিদ্যা যদি পুরুষের নিজজ্ঞানধৃত হয়, এবং নিজ জ্ঞান যদি কেবল জ্ঞান মাত্র ধারকতাতেই পরিসমাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়াবশীকারী পরমেশ্বরের যে নিজ জ্ঞান, তাহা মায়া বা মায়িক নহে। তাহা হইলে সেই স্বরূপভূত জ্ঞান দ্বারাই তদাত্মিকাশক্তি লক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন (৪।১০)—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।" এই জ্ঞান একই স্বরূপে যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচ্ছেদ্য হয়, তিনিই শক্তি। পূর্বের ন্যায় এখানে ব্রহ্মসূত্র (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৯) "পূর্ববদ্ বা" যাহা বলিয়াছেন—তাহার তাৎপর্য এই যে, মণির প্রকাশ যেমন মণিরই অংশ, সূর্যের কিরণকণা যেমন সূর্যেরই অংশ, জীবও তেমন ব্রহ্মের অংশ। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যের ভূমিকায় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ বলিয়া-ছেন—"পূর্বকাল বলিতে যেমন একই কাল বস্তু অবচ্ছেদ্য তথা অবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হয়, ঠিক সেই প্রকার জ্ঞান এবং আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম হইলেও ধর্মী ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।" সূত্রে 'বা' পদের অর্থ বুঝিতে আমরা ইহার পূর্ববর্তী সূত্র "প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮) এর গোবিন্দভাষ্যের অনুবাদ দিতেছি, যথা—"ব্রহ্ম তেজস্বরূপ তথা চৈতন্যস্বরূপ হওয়ার জন্য প্রকাশ-আশ্রয়ের ন্যায় উহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। প্রকাশাত্মা সূর্য যে-প্রকার প্রকাশের আশ্রয় সেই প্রকার জ্ঞানাত্মা শ্রীহরিও জ্ঞানের আশ্রয়। অবিদ্যা-বিরোধী তথা তিমির-বিরোধী বস্তুকে তেজ বলা হয়।"

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন (ছাঃ ৭।২৪।১)—"সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? (তদুত্তরে বলা হইয়াছে) তিনি স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।" এই প্রকারে আরও একটী ব্যাখ্যা আছে। যথা—জ্ঞানী বিদ্বান্; তাঁহার 'জ্ঞান' অনুভব দ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্যা অবগম্যা। বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীভগবানের সেই নিজ বৈভবসমূহের শুদ্ধানন্দবিলাসমাত্রতা সম্বন্ধে বিদ্বদনুভব প্রমাণ দ্বারাই সেই শক্তি প্রমেয়া।

—৮

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা চ তথৈব কল্প্যতে। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ উঃ ৬।১।৩) ইতি বাক্যান্তরঞ্চ।

সর্বস্য তাদৃশতন্নিজশক্তিবৃন্দানুগতত্বাৎ নির্বিশেষবস্তুজ্ঞানে সর্বজ্ঞানাসম্ভবাচ্চ।

অতএব "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" (মুণ্ড ১।১।১) ইত্যুক্তম্।

"যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" ইতি চান্যত্র। যথা "সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ উঃ ৬।১ ৪) ইতি দৃষ্টান্তেঽপি একস্মিন্ মৃৎপিণ্ডে ঘটশরাবাদিবিকারানাবির্ভাব্য-দর্শনয়া তত্তদ্বিজ্ঞানমেকস্মিন্ সম্ভবাৎ সৎকার্যবাদাঙ্গীকারাচ্চ। মৃদ্বিকারস্য রজ্জুসর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রুষোর-সিদ্ধমিতি বিবর্তবাদশ্চ ন তচ্ছ্রুতিস্বারস্য-সিদ্ধঃ। তস্মাৎ সাধূক্তম্ শ্রীপরাশরেণ,—"সর্বশক্তি-নিলয়ঃ" (বিঃ পুঃ) ইতি।

ভগবত্তা

তদেবমেকস্যৈব বস্তুনোঽচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া শ্রুত্যেকনির্ধারিততয়া চ নানা-শক্তিত্বে সতি তদাত্মিকা এব ভগ-সংজ্ঞিতা ঐশ্বর্যাদয়ঃ যদ্বত্ত্বেয়ুঃ যেনাদ্বয়মেব তত্ত্বং ভগবানপি শব্দ্যতে—ইতি তেষাং পরব্রহ্মধর্মাণাং পরব্রহ্মণঃ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব,—ন তু জড়ত্বম্। ন হি জ্যোতির্ময়স্য শৌক্ল্যাদি-কস্য তমোরূপত্বম্। তচ্চ স্বপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়করণকগ্রহণাভাবে সতি স্বরূপেণ তানি প্রকাশ্য তেষু প্রকাশমানত্বং

ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "সেই ধ্যান-যোগানুগত সাধকগণ স্বগুণ নিগূঢ় দেবাত্মশক্তির সন্দর্শন করেন।" (শ্বেঃ ১।৩) এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বরূপশক্তির অপরপর্যায়—অন্তরঙ্গাশক্তি।

এস্থলে অন্য শ্রুতি (চতুর্বেদশিক্ষা) বলিতেছেন—"মায়াশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ও নিত্যা, এই জন্য সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা হয়।" এখানে মায়াশব্দের দুই প্রকার বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। সেই একই স্বরূপশক্তির বৃত্তিভেদে বহুল ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (৬।৮) বলিয়াছেন—"পরব্রহ্মের (ভগবান্ হরির) বহু শক্তির বিষয় শুনা যায়।" আরও মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত চতুর্বেদশিক্ষা-শ্রুতিতে বলিয়াছেন—"সেই সত্ত্বগামী অসত্ত্বগামী বহুশক্তি-সমন্বিতা দেবতা সর্বশক্তিযুক্তা। এই চিৎশক্তিকে বেদজ্ঞগণ নিত্যানন্দা, নিত্যরূপা, অজরা ও শাশ্বতাত্মা পরাশক্তি বলিয়াছেন।"

"অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ", (অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং অশ্রুত থাকিয়া সকলেরই শ্রোতা, এবং অদৃষ্ট থাকিয়াও দ্রষ্টা)। অতএব ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্ত্ব যে স্বরূপসিদ্ধ, ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিন শ্রুতিও তাহা স্বীকার করেন। সেই শ্রুতির অর্থ এই যে, সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক এই মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্মদ্বারাই সর্ববস্তু অনুভব করেন।

এক বিজ্ঞানদ্বারা সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রও ইহারই পোষক। যথা (ছাঃ ৬।১।৩)—"যাঁহার দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।"

বস্তুমাত্রেই যখন ব্রহ্মের তাদৃশ নিজ শক্তিবৃন্দের অনুগত, এ অবস্থায় নির্বিশেষ-বস্তু-জ্ঞানে সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই অসম্ভব ঘটে।

অতএব শ্রুতিতে (মুণ্ডঃ ১।১।১) বলা হইয়াছে—"স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম বিদ্যার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন।"

নাম। কচিদনিন্দ্রিয়েষ্বপ্যচেতনেষ্বপি তস্য প্রকাশঃ শ্রূয়তে—যথা বংশীবাদ্যস্য "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুম্" (শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৯) ইত্যাদৌ, "তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বা" (শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৭) ইত্যাদৌ চ। তত্র ভগানাং স্বপ্রকাশত্বং ভগবিশিষ্টস্যৈব ভগবতঃ পরবিদ্যামাত্রাভিব্যঙ্গ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টম্। প্রায়ঃ শ্রীধরস্বামিনাং ক্রমেণ তদ্ব্যাখ্যানে চ যথা (বিঃ পুঃ ৬।৫।৫৯)—

"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা॥

নিরস্তোঽতিশয়াহ্লাদো নির্বৃতির্যস্মিন্ সুখে তদ্ভাবঃ তদাত্মত্বমেবৈকলক্ষণং যস্যাঃ সা তথা। কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেণাবশ্যম্ভাবিনী ন তু ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্মফলাদিবদনিত্যা।" আত্যন্তিকী চ নিত্যা।

"তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম চোক্তং মহামুনে॥"

(বিঃ পুঃ ৬।৫।৬০)

"যত্নস্য সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—তৎপ্রাপ্তীতি, কর্ম, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানং সাক্ষাৎ। তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬১)—

শ্রুতিতে আরও বলিয়াছেন, যথা—"ইহার যাহা এখানে আছে, যাহা এখানে নাই, তৎসমস্তই তাঁহাতে সমাহিত আছে।" আরও ছান্দোগ্য (৬।১।৪) শ্রুতিতে বলিয়াছেন, (মহর্ষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন)—"হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞান দ্বারাই সর্বমৃন্ময় বস্তু জানা যায়", এই দৃষ্টান্তেও একই মৃৎপিণ্ডে ঘট শরাবাদি বিকার সমূহের আবির্ভাব না করিয়া উহাতে তাহাদেরও বিজ্ঞান ঘটে। এই সম্ভাবনা এবং সৎকার্যবাদাঙ্গীকারহেতু ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় মৃদ্বিকারের অসিদ্ধত্ব অবশ্যই অসিদ্ধ। বিবর্তবাদও এই সকল শ্রুতিবারস্য সিদ্ধ নহে, (ইহার দ্বারা শ্রুতির স্বীয় সরসতা সিদ্ধ হয় না)।

ভগবত্তা

মহর্ষি পরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উত্তম কথাই বলিয়াছেন, যথা—"সেই এক বস্তুরই অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরতাহেতু এবং শ্রুতির একত্বনির্দ্ধারণহেতু নানাপ্রকার শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার ঐশ্বর্যাদি শক্তিনিচয় তদাত্মক এবং 'ভগ' এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই ভগ সংজ্ঞাদ্বারা সেই পরমতত্ত্ব 'ভগবান্'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এই সকল পরব্রহ্ম-ধর্ম পরব্রহ্মেরই প্রত্যক্রূপত্বহেতু স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার্য। ইঁহারা জড় নহেন। কেন না, জ্যোতির্ধর্ম শৌক্ল্যাদির কখনও তমোরূপ হয় না। এই স্বপ্রকাশত্বের ইন্দ্রিয়রূপ করণাদি নাই। না থাকিলেও স্বরূপদ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া ভগবদৈশ্বর্যাদি ইন্দ্রিয়াদিতে স্বীয় প্রকাশমানত্ব প্রকটন করেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়বিহীন অচেতনেও তাঁহার প্রকাশ সংবাদ শ্রুত হওয়া যায়। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ ৩৫শ অধ্যায় হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকটি ৯ম সংখ্যক, এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, যথা—"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ, প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥" অর্থাৎ—(গোপীগণ পরস্পরে আলাপ করিতেছেন—'অনুচরগণ নিরন্তর যাঁহার বীর্য বর্ণন করেন সেই আদি পুরুষ নারায়ণের ন্যায় অচল শ্রীসম্পন্ন হইয়াও বনচরবেশে এই শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীল ধেনুগণকে বংশীস্বর-যোগে পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণপূর্বক আহ্বান করেন, তৎকালে ফল-পুষ্পপরিপূর্ণ অবনত শাখাবিশিষ্ট বনলতা এবং তরুগণ যেন আত্মস্থিত অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে বিরাজমান বিষ্ণুতত্ত্বের সূচনা করিয়াই প্রেমপুলকিতগাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে)। ইহার পর অপর উদ্ধৃত ৭ম সংখ্যক শ্লোকটিতে সখীগণ পরস্পর বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীরবে ধেনুগণকে আহ্বান করিতে

"আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।"

তদ্বিবৃণোতি—"শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্মবিবেকজম্"

"আগমময়মাগমোত্থং" জ্ঞানং, শব্দাৎ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদিবাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম শ্রবণজং জ্ঞানমাগমোত্থমিত্যর্থঃ। দেহাদিবিবিক্তাত্মাকারচিত্তবৃত্তৌ নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃত্তিব্যঙ্গ্যস্য ব্রহ্মণ এব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব জ্ঞানমিত্যুক্তম্।"

"নমু শব্দশ্রবণাদপি ব্রহ্মজ্ঞানমেবোৎপদ্যতে। তেনৈবজ্ঞান নির্বর্ত্য ভগবৎপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬২)—

"অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্। যথা সূর্যস্তথাজ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে! বিবেকজম্॥"

"নিবিড়ং তম ইবাজ্ঞানং ব্যাপকমাবরণম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জ্ঞাতং জ্ঞানং দীপবৎ অসম্ভাবনাদ্যভিভূতং ন সর্বাত্মনাজ্ঞাননিবর্তকং, বিবেকজন্তুজ্ঞানং সূর্যবৎ সর্বাজ্ঞাননিবর্তকমিত্যর্থঃ।"

উক্তলক্ষণজ্ঞানদ্বৈধে মনুসম্মতিমাহ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৩)—

"মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা চ মুনিসত্তম। যদেতৎশ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম॥"

"অত্র সম্বন্ধেঽস্মিন্ প্রসঙ্গে" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৪) —

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

থাকেন তখন ঐ বংশীধ্বনী শ্রবণ করিয়া অচেতন নদীসকলও যেন পবনোক্ষিপ্ত তদীয় শ্রীচরণকমলরজঃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তগতি হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু বোধ হইতেছে যে, তাহারাও আমাদেরই ন্যায় অল্পপুণ্যবিশিষ্টা, যেহেতু তাহারা আকাঙ্ক্ষিত তদীয় পদপরাগ লাভ করিতে পারে নাই। কেবল মাত্র প্রেমভরে তাহাদের তরঙ্গরূপ বাহু কম্পিত হয় এবং জলরাশি নিশ্চল হইয়া থাকে।

সে ক্ষেত্রে 'ভগানাং' ভগ-(ভগবদৈশ্বর্য)-সমূহের স্বপ্রকাশত্ব ও ভগসমন্বিত ভগবানের পরা বিদ্যা অভিব্যঞ্জকতা-হেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৫৯) স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"যে সুখে অতিশয় আহ্লাদ নিরস্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ।" শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা, যথা—"নিরস্ত হইয়াছে অতিশয় আহ্লাদ—নিবৃত্তি যে সুখে, উহাই নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ সুখ। তদ্ভাব—তদাত্মত্ব। তদাত্মত্বই হইয়াছে লক্ষণ যে ভগবৎপ্রাপ্তির, তাহাই নিরস্তাতিশয়সুখভাবলক্ষণা ভগবৎ-প্রাপ্তি। উহা একান্তা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেই উহা অবশ্যম্ভাবিনী। ঋত্বিকাদির বৈগুণ্য দ্বারা কর্মফল যেমন প্রণষ্ট হয়, উহা তদ্রূপ নহে।" উহা আত্যন্তিকী ও নিত্যা। এখানে নিত্যা বলাতে আত্যন্তিকীও বুঝিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৬০) আরও বলিয়াছেন—"তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে, (শৌনক ঋষি) তৎপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।"

শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'যত্ন সাধনবিষয়ক'। তাই মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ বলা হইয়াছে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ; যথা মূলে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬১)—"এই জ্ঞান আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ। বিবৃত বা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—শব্দব্রহ্ম আগমময় এবং পরব্রহ্ম—বিবেকজ।

স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, 'আগমময়' আগমোত্থ জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে (তৈঃ ২।১।৩) আছে—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ইত্যাদি শব্দ হইতে যে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, উহা শ্রবণজ জ্ঞান সুতরাং তাহা

"শব্দব্রহ্মণি শ্রবণেন নিষ্ণাতো বিবেকজজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫)—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্বণী শ্রুতিঃ। পরয়া হ্যক্ষরপ্রাপ্তির্ঋগ্বেদাদিময়াপরা॥"

"বিদ্যাশব্দেন তদ্ধেতুকর্মব্রহ্মবিষয়ৌ বেদভাগৌ গৃহ্যেতে, তদাহ পরয়েতি। ব্রহ্মভাগোঽক্ষর-প্রতিপাদকপরাখ্যবেদভাগাদিনা কর্মভাগঋগ্বেদাদিশব্দেনোচ্যতে। "ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবৎ" সা ত্বপরা সাধনগোচরত্বাৎ। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে (মুঃ ১।১।৫) যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদ্যথর্বশ্রুত্যুক্তম্। পরবিষয়মক্ষরাখ্যং পরং তত্ত্বমাহ ত্রিভিঃ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৬-৬৮)—

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥"

"বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্। ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥"

আগমোত্থ। দেহাদিজ্ঞান হইতে পৃথককৃত আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে নিদিধ্যাসনযোগে প্রকাশমান ব্রহ্মবিবেকজ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ্য ব্রহ্মের জ্ঞানই অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্যোপায়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মই জ্ঞান, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।"

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামি আরও বলিতেছেন,—"যদি বল, শব্দ-শ্রবণ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই জ্ঞান-নিবর্তনীয় ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি ঘটে। আবার বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সেই আশঙ্কা প্রশমন-কল্পে মূল গ্রন্থে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬২) ঋষি (মহর্ষি পরাশর) বলিতেছেন—অজ্ঞান অন্ধতমের ন্যায়। ইন্দ্রিয়োদ্ভূত জ্ঞান দীপবৎ। হে বিপ্রর্ষে (শৌনক ঋষি), বিবেকজ জ্ঞান সূর্যতুল্য।"

স্বামিপাদ ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"অজ্ঞান নিবিড় তমের ন্যায় ব্যাপক আবরণ-স্বরূপ। শব্দাদি দ্বারা জ্ঞাত জ্ঞান দীপের ন্যায়। উহা অসম্ভবনাদি-অভিভূত—সর্বপ্রকারে অজ্ঞান-নিবর্তক নহে। বিবেকজ জ্ঞান কিন্তু সূর্য-তুল্য; উহা সর্বপ্রকার অজ্ঞানের নিবর্তক।"

জ্ঞানের এই দ্বিবিধ লক্ষণ মনুর সম্মত। যথা বিষ্ণুপুরাণে (৬.৫।৬৩) "মনু বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি (পরাশর ঋষি) উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

অত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সম্বন্ধে মনু বলেন,—"শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৪)।

শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"শ্রবণ দ্বারা শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি বিবেকজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।" এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু যে জ্ঞান ও কর্ম, এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইল। এ বিষয়ে শ্রুতিরও সম্মতি আছে। যথা—আথর্বণীশ্রুতি বলেন, পরা ও অপরাভেদে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অপরাবিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫)

শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—বিদ্যাশব্দ দ্বারা এ স্থলে উহার হেতু বেদের কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় ভাগই বুঝায়। পরা ইত্যাদি শ্লোকের শেষে দুই চারণ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মভাগ অক্ষর-প্রতিপাদক পরাখ্য বেদভাগ এবং কর্মভাগ—ঋগ্বেদাদি। ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকাদি ন্যায় অনুসারে সেই অপরাবিদ্যাও সাধন-লভ্যা।

মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—(১।১।৫) "যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা, 'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য', এই সকল আথর্বণশ্রুতি অক্ষরাখ্য পরতত্ত্ব-বিষয়ক।

তিনটী শ্লোকে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫,৬৭ ৬৮) এই পরতত্ত্ব উক্ত হইয়াছেন—"যাঁহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ এবং পাণিপাদাদি সংযুক্ত নহেন, যিনি বিভু, সর্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপি ও অব্যাপি

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্। শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

"বিভুং প্রভুং, সর্বগতম্ অপরিচ্ছিন্নং, ব্যাপি সর্বকার্যানুগতং, স্বয়ং ত্বন্যেনাব্যাপ্যং, যতঃ সর্বং ভবতি তৎ পরং ব্রহ্মৈব স্বেচ্ছায়াবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যং পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদিপরবিদ্যোপাসনয়া ভক্তৈঃ সুলভদর্শনমিত্যাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৯)—

"তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥"

"ঈদৃগ্বিষয়ঞ্চ জ্ঞানং পরবিদ্যেত্যাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭০)—

"এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যৎ ত্রয়ীময়ম্॥"

"নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাক্ষরাদিভিরুক্তার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিদ্যা। ত্রয়ীময়ং ত্বন্যৎ অপরা অবিদ্যা কর্মাখ্যা। নন্ু যদি ঈশ্বরো ব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্যানির্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭১-৭২)—

"অশব্দগোচরস্যাপি তস্যৈব ব্রহ্মণো দ্বিজ। পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ॥
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ততে। মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে।
এবমেষ মহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম॥"

"অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে। তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাদুপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে তদ্ভেদবিবক্ষয়াম্ (৭১)। ইত্থম্ভূতে মুখ্য এব ভগবচ্ছব্দো বর্তত ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্যে" (৭২)।

এবং যাহা হইতে সমস্তই উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সন্দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম তাহাই পরম, তাহাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের ধ্যেয়, উহাই শ্রুতিবাক্যাদিত সেই বিষ্ণুর সূক্ষ্ম পরমপদ।"

শ্লোকোক্ত 'বিভু' শব্দের অর্থ প্রভু; 'সর্বগত'—অপরিচ্ছিন্ন; 'ব্যাপি' সর্বকার্যানুগত, স্বয়ং কিন্তু অন্য দ্বারা অব্যাপ্য, যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হয়, সেই পরব্রহ্মই স্বকীয় ইচ্ছায় যখন ঐশ্বর্যাদিষড়্গুণ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরাখ্য ভগবৎশব্দ বাচ্য হয়েন এবং দ্বাদশাক্ষরাদি পরা বিদ্যা উপাসনা দ্বারা ভক্তগণের সুলভ দর্শনীয় হয়েন। এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, 'পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শব্দ সেই আদ্যাক্ষরাত্মার বাচক।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৯)।

এই প্রকার বিষয়জ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৭০) বলা হইয়াছে যে, "এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান—পরা বিদ্যা; কিন্তু ত্রয়ীময়ী (ঋক্ সাম্ ও যজুঃ—এই তিন শ্রুতিতে কথিতা) জ্ঞান অপরা বিদ্যা অর্থাৎ কর্মাখ্যা বিদ্যা। অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষরাদি দ্বারা উক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বযুক্ত স্বরূপ যথাযথ ব্রহ্মরূপে যে দ্বাদশাক্ষর (ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ) দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান, তাহাই পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অন্যজ্ঞান—কর্মাখ্যা অপরা বিদ্যা।"

যদি বলা যায়, ঈশ্বরই যদি ব্রহ্ম হয়েন, তাহা হইলে সেই অনির্দেশ্য বস্তু কি প্রকারে ভগবৎশব্দবাচ্য হইতে পারেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য উহার পরেই (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭১-৭২) বলিয়াছেন—"হে দ্বিজ, (শৌনক ঋষি) অশব্দগোচর ব্রহ্মের উপাসনার্থ, ভগবচ্ছব্দ ঔপচারিকভাবে প্রযুক্ত হয়।" "হে মৈত্রেয়, মহাবিভূতিস্বরূপ, সর্বকারণ-কারণ শুদ্ধ পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। হে সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ), ভগবান্ এই মহাশব্দ এইরূপই বটে।"

পরস্যাপি ব্রহ্মণস্তস্যৈব ভগবচ্ছব্দো নান্যস্য। অন্যস্য তু পূজায়াং পূজ্যত্বপ্রতিপাদনে নিমিত্তে ঔপচারিক এব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি। শুদ্ধ এব সতি মহাবিভূতিরাখ্যা খ্যাতির্যস্য তস্মিন্। বক্ষ্যতে হি—"এবমেষ মহাশব্দঃ" ইত্যাদি সার্ধদ্বয়েনান্যত্র হ্যুপচারত ইত্যন্তেন। "অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ— সম্ভর্তেত্যাদিনা" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩)—

"সম্ভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোঽর্থ-দ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥"

"সম্ভর্তা পোষকঃ, ভর্তা আধার ইত্যর্থদ্বয়েনান্বিতঃ। নেতা কর্ম-জ্ঞান-ফলপ্রাপকঃ। নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গকারার্থঃ। গময়িতা প্রলয়ে কার্যাণাং কারণং প্রতি স্রষ্টা পুনরপি তেষামুদ্গময়িতা সর্গকর্তেতি বা গকারার্থ ইতি।"

অত্র স্বামিভির্বহিরঙ্গান্তরঙ্গয়োঃ শক্তিত্বেনাভেদবিবক্ষয়া ব্যাখ্যাতম্ শুদ্ধস্বরূপশক্তিবিবক্ষায়ান্তু তজ্জ্ঞানভক্তিফলপ্রাপকত্বাদ্যভিপ্রায়েণার্থান্তরং যোজ্যমিতি।

"ইদানীমক্ষরদ্বয়াত্মকস্য পদস্যার্থমাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৪)—

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

ইঙ্গনা ঈরণং সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অত্র তৈ র্ব্যাখ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্যস্য বীর্যস্য মণিমন্ত্রাদীনামিব প্রভাবস্য, যশসঃ বিখ্যাতসদ্গুণত্বস্য, শ্রিয়ঃ সর্বপ্রকারসম্পত্তেঃ, জ্ঞানস্য সর্বজ্ঞত্বস্য, বৈরাগ্যস্য যাবৎ

---

৭১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"উপাসনার নিমিত্ত ষড়্গুণের প্রকাশ-নিবন্ধন ব্রহ্মে ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই ব্রহ্মের গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন; এই নিমিত্ত উপচার বশতঃ ভেদভাব-প্রদর্শনের জন্য ভগ-শব্দের উত্তর নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (৭২ সংখ্যক শ্লোকে) এই প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মে ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হয় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের 'শুদ্ধ'পদের অর্থ অসঙ্গ এবং 'মহাবিভূত্যাখ্য' পদের অর্থ অচিন্ত্যৈশ্বর্য।"

পরম ব্রহ্মেই ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে অপরে নহে। অপরের পূজ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ঔপচারিকভাবে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগই মুখ্য। মহাবিভূত্যাখ্য ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম। অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে 'এবমেষ মহাশব্দঃ' (৭৬ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া 'অন্যত্রহ্যুপচারতঃ' (৭৭ শ্লোকে) এই সার্ধদ্বয় শ্লোক দ্বারা প্রাগুক্তার্থের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—"অক্ষরার্থ-নিরুক্তিদ্বারা ভগবৎশব্দ যে পরমেশ্বর-বাচক, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৎসম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩)—'ভগ এই শব্দে ভ এবং গ এই দুইটী বর্ণ আছে। ভ-কারের অর্থ দুইটী—সম্ভর্তা ও ভর্তা। গ-কারের অর্থ তিনটী—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা।'

'সম্ভর্তা' পদের অর্থ পোষক; ভর্তা—আধার। ভ-কারের এই দুই অর্থ। নেতা পদের অর্থ—কর্মজ্ঞান-ফল-প্রাপক। নেতৃত্ব পদের অর্থ—প্রযোজ্যগমনগর্ভ অর্থাৎ প্রয়োজ্যের পরিচালক শক্তিত্ব। গময়িতা পদের অর্থ প্রলয়ে কার্যসমূহের কারণ অভিমুখে পরিচালক। স্রষ্টা—পুনর্বার তাহাদের উদ্গময়িতা বা সর্গকর্তা, ইহাই গ-কারের অর্থ।

এই স্থলে স্বামিপাদ বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গাশক্তির কেবল শক্তিত্ব মাত্র নির্ধারণ করিয়া অভেদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধ-স্বরূপশক্তির কথা বলিতে হইলে উহার জ্ঞান ভক্তিফল প্রাপকত্বাদি অভিপ্রায়ে অর্থান্তর যোজনীয়।

প্রাপঞ্চিকবস্তুনাসঙ্গস্য চ। সমগ্রস্যেতি সর্বত্রান্বিতমিতি।

"বকারার্থমাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৫)—

"বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থ-স্ততোঽব্যয়ঃ॥"

তত্রাধিষ্ঠানভূতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেষু বসতীতি বকারার্থঃ॥

"এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥"

(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৬)

এবমেষ মহাশব্দো বাসুদেবস্য বাচকঃ, নত্বন্যস্যেত্যর্থঃ। অক্ষরনিরুক্তিপক্ষে ভশ্চ গশ্চ বশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ ততশ্চ ভগবা ইতি নামরূপা বিদ্যন্তে যস্য স ভগবান্ পৃষোদরাদিত্বাদ্বলোপঃ।

তত্র ত্বেকদেশেঽপ্যর্থশক্তিমপ্যক্ষরসাম্যান্নির্দ্ধার্য্যাদিতি নিরুক্তাৎ।

"তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোঽয়ং শব্দঃ অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ"—(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৭)।

"তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষা-সমন্বিতঃ। শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥

পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠপদার্থস্যোক্তৌ যা পরিভাষা,—সংকেতরূপ গ্রহঃ, যদা তৎসমন্বিতোঽয়ং শব্দঃ তদা ভগবতি নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে—অন্যত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ত্ততে। উপচারে বীজমাহ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৮)—

"ইদানীং অক্ষরাদ্বয়াত্মক ভগ-পদের অর্থ বলা হইতেছে—(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৪) সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের সমষ্টিই ভগ নামে সংজ্ঞিত। ঈক্ষণা পদের অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম এইরূপ,—ঐশ্বর্যের, বীর্যের মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাবের, যশের—বিখ্যাত সদ্গুণত্বের, শ্রীর সর্বপ্রকার সম্পত্তির, জ্ঞানের—সর্বজ্ঞত্বের, বৈরাগ্যের নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনাসঙ্গের সমষ্টিই ভগ। 'সমগ্র' পদের উক্ত সকলের সহিতই অন্বয় হইবে।

এক্ষণে বকারার্থ বলা হইতেছে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৫)—"অখিলের আত্মভূত সেই ভগবানে ভূতসমূহ অবস্থান করিতেছে এবং অশেষ ভূতসমূহে (ভগবানের) বাস 'ব'কার দ্বারা এই অর্থ লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে বলা হয়—অব্যয়।"

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৭৬) বলিয়াছেন—"হে সাধুশ্রেষ্ঠ, 'ভগবান্' এই মহাশব্দটী পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবেরই বাচক। এই শব্দটী অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।"

এই মহাশব্দটি বাসুদেবেরই বাচক, কিন্তু অন্যের বাচক নহে। অক্ষর নিরুক্তি-পক্ষে 'ভশ্চ গশ্চ বশ্চ' দ্বন্দ্বসমাসে 'ভগব' এইরূপ পদ হয়। 'ভগব' ইহাই নামরূপে থাকে যাঁহার, তিনিই 'ভগবান্', পৃষোদরত্বাদি-নিবন্ধন বকার লুপ্ত হইয়া 'ভগবান্' এইরূপ পদ সাধিত হয়। পৃষোদরাদি সমাস—পৃষদুদরং যস্য সঃ ইতি পৃষোদরঃ; এখানে ত-কারের লোপ হইয়াছে যেমন মনসঃ-ঈশা মনীষা। "ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ। বর্ণাদেশাচ্চ গূঢ়াত্মা বর্ণলোপাৎ পৃষোদরঃ॥" অক্ষর সাম্য-নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থ-শক্তি নির্ধারণ করিতে হয়। এই প্রকারে নিরতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বরেই ভগবৎশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে; অন্যত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। ইহাই বলিতেছেন (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৭)—"পূজ্য পদার্থের পরিভাষা-স্বরূপ এই শব্দটী বাসুদেবে উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না—মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়, ইহার অন্যত্র প্রয়োগ ঔপচারিক।"

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥"

ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়্গুণ্যং প্রকারান্তরেনাহ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯)—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥"

হেয়ৈঃ প্রকৃতি-গুণৈঃ তৎকার্যৈঃ বর্মভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি। তত্র জ্ঞানমন্তঃকরণজং বলম্, শক্তিরিন্দ্রিয়জম্ বলম্, শরীরজং তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্।

"দ্বাদশাক্ষরান্তর্গতভগবচ্ছব্দস্যার্থমুক্ত্বা বাসুদেবশব্দস্যার্থমাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫ ৮০)—

"সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি। ভূতেষু চ স সর্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥"

"বসনাদ্বাসনাচ্চ বাসুঃ সাধনাৎ সাধুরিতিবৎ। দ্যোতনাদ্দেবঃ।" বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। তদুক্তম্ মোক্ষধর্মে—

"বসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ" ইতি।

জনকাদয়ো ভগবন্নামালোচনানিষ্ঠয়ৈব ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তা ইতি দর্শয়ন্নাহ, খাণ্ডিক্যেতিষড়্ভিঃ"—(বিঃ পুঃ ৬।৫।৮১)।

"খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা। নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥"

স্পষ্টম্। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮২)—

'ভগবৎ'-শব্দটী পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ অর্থাৎ সংকেতরূপে যে ব্যবহৃত হয় তখন উহা ভগবানে ঔপচারিকরূপে নহে, কিন্তু অন্যত্র দেবাদিতেই ইহার অর্থ—গৌণ বা ঔপচারিক।

এখন উপচারের হেতু বলা হইতেছে, (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৮)—"যিনি সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্' এই সংজ্ঞায় অভিহিত।"

ভগবৎশব্দবাচ্য ষাড়্গুণ্য (ষড়্গুণবিশিষ্টতা ভাবার্থে ষ্ণ্য) সম্বন্ধে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, যথা (বিঃ পুঃ ৬।৫ ৭৯)—"যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি ছয়টী গুণ এবং যাঁহাতে ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য, অবীর্য ও অতেজস্ব প্রভৃতির ঐকান্তিক অভাব, তিনি ভগবৎ শব্দবাচ্য।" শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"হেয়সমূহ-বিবর্জিত অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ-বিবর্জিত। 'আদি' পদে উহাদের কার্য অর্থাৎ কর্ম ও তৎফলসমূহ বর্জিত বুঝিতে হইবে।" এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ—অন্তঃকরণের বল, শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল, শরীরজ তেজ—কান্তি, অশেষতঃ শব্দের অর্থ—সমগ্ররূপে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অতঃপর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষরান্তর্গত ভগবৎশব্দের অর্থ বলিয়া বাসুদেব শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। যথা (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮০)—"সেই পরমাত্মায় সৃষ্ট—জাত সর্বপদার্থ অবস্থান করে এবং তিনি সর্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি 'বাসুদেব' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।"

বসন (বাসকরণ) এবং বাসন (বাসস্থান) হইতে বাসুশব্দ সাধন হইতে সাধু শব্দের ন্যায় সাধিত হয়। সাধু (সাধন-কর্তা মহাত্মা)। দ্যোতন (ক্রীড়ার্থক দিব্ ধাতু) হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বাসুই দেব,—এই অর্থে কর্মধারয় সমাসে 'বাসুদেব' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জনক প্রভৃতি ভগবানের নামালোচনানিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করার জন্য অতঃপর খাণ্ডিক্যাদি ছয়টি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮২ হইতে ৬।৫।৮৭ পর্যন্ত); যথা (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮১),—

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ। ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"

"ভূতেষু সোঽন্তরিতি বাসুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা—দেবশব্দো দিবের্ধাতোরনেকার্থপ্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৩)—

"স সর্বভূতঃ প্রকৃতের্বিকারান্, গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ।
অতীতসর্বাবরণোঽখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥"

"ভুবনান্তরালে যদস্তি তৎ সর্বস্তেনাস্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ।"

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি, স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪)

অত্র গ্রহিঃ প্রাদুর্ভাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীবৃত্তিষু পরমায়াস্তদ্দেহশোভাসম্পত্তের্ভগান্তঃপাতেন স্বাভাবিকত্বাৎ। উত্তরত্র শারীরবলাদেরপ্যুক্তত্বাৎ। "তথৈব কল্যাণগুণানাহ" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫-৮৬)—

"তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধঃ, স্ববীর্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽ,-ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥"

"পুরাকালে একদা খাণ্ডিক্য জনকের প্রশ্নে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য জনকের নিকট তাত্ত্বিকভাবে অনন্ত বাসুদেবের নাম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" ইহার পরবর্তী শ্লোক (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮২)—"যিনি সর্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্বভূত যাঁহাতে বাস করে এবং যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা, সেই প্রভুই বাসুদেব নামে অভিহিত।" তিনি সমগ্র প্রাণীর অন্তরে বাস করেন, ইহা দ্বারা 'বাসু' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা দিব্ ধাতুর অনেকার্থ বিস্তার দ্বারায় 'দেব' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

পরবর্তি-শ্লোকে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৩) বলিতেছেন—"তিনি সর্বভূতস্বরূপ প্রকৃতির বিকার ও গুণদোষসমূহের অতীত, সর্ব আবরণের অতীত, তিনি অখিলাত্মা। ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসর্বই তাঁহা দ্বারা আস্তৃত।" 'আস্তৃত' শব্দের অর্থ ছন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত।

অপর শ্লোক (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪) যথা—"তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক, তাঁহার শক্তি-লেশদ্বারা সমস্ত সৃষ্টজগৎ সমাবৃত। তিনি আপন ইচ্ছায় বহু দেহ গ্রহণ করেন এবং জগতের অশেষ হিতসাধন করেন।"

উক্ত পদ্যের "ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ" এই চরণে 'গৃহীত'-শব্দের যে গ্রহিঃ ধাতু আছে, উহার অর্থ প্রাদুর্ভাবন। শ্রীবৃত্তিসমূহের মধ্যে পরমা ভগবানের দেহশোভাসম্পত্তির ভগান্তঃপাতিত্বহেতু তদীয় দেহ তাঁহার স্বাভাবিক বস্তু, আগন্তুক নহে। 'শ্রী' ষড়ৈশ্বর্যরূপ ভগেরই অন্তঃপাতি। এই শ্রী হইতেই তাঁহার দেহশ্রী প্রকটিত হয়। সুতরাং তদীয় দেহশ্রীও স্বাভাবিকী।

পরে শরীরের বলাদির কথাও বলা হইয়াছে। ঐ প্রকারই কল্যাণসমূহও বলিতেছেন, যথা (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫) —"তাঁহাতে তেজ, বল, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্য ও শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধগুণ প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি শ্রেষ্ঠগণের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (এই জন্য তাঁহাকে 'পরাৎপর'ও বলা হয়)। তাঁহাতে ক্লেশাদির লেশমাত্রও নাই, তিনি পরাবরেশ—'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠগণেরও 'অবর' অর্থাৎ নিকৃষ্টগণেরও 'ঈশ' বা ঈশ্বর।"

ব্যষ্টিঃ সঙ্কর্ষণাদিরূপঃ, সমষ্টির্বাসুদেবাত্মা। অত্র প্রকটস্বরূপঃ শ্রীবিগ্রহপ্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়ম্। প্রকৃতমুপসংহরতি (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৭)—

"সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে চাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্" ইতি ॥

যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্জ্ঞানং পরা বিদ্যা।

অজ্ঞানং অবিদ্যান্তর্বর্তিনী অপরা বিদ্যেত্যর্থ ইতি।

অত্রৈতদুক্তং ভবতি—স এবংভূত ঐশ্বর্যাদিগুণযুক্তো যেন জ্ঞানেন তদেকরূপমেব তত্ত্বমিত্যেব জ্ঞায়তে তদেব বিজ্ঞানমিত্যস্য কিং বিবক্ষিতম্? কিমতদংশানাং তত্তদ্গুণানাং পরিত্যাগেন ভেদগন্ধরহিতং তজ্জ্ঞায়েত? কিংবাচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়ৈকমেব তত্ত্বং গুণগুণিরূপমিতীত্থমেবাভেদং তজ্জ্ঞায়েতেতি? উচ্যতে—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য" ইত্যত্র হেয়গুণমিশ্রিতনিষেধাৎ, তথা "গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ," "সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি" ইতি গুণান্তরনিষেধপূর্বকতদাত্মভূতগুণান্তরস্থাপনেন তেষাং স্বরূপরূপতা প্রতিপাদনাচ্চ তে পরিত্যক্তুং ন শক্যন্তে।

পরবর্তী শ্লোক (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৬)—"তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর। তিনি ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর।"

শ্রীধরস্বামীর টীকাতে লিখিত আছে—ব্যষ্টি— সঙ্কর্ষণাদিরূপ; সমষ্টি—বাসুদেবাত্মা। (সঙ্কর্ষণ হইতে শুদ্ধ জীবসমূহ নির্গত হয় তাই তিনি ব্যষ্টি)। এখানে 'প্রকটস্বরূপ' যে পদ আছে, উহার অর্থ—শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্য-হেতু বুঝিতে হইবে। অধুনা মূল প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৭)—"যদ্দ্বারা সেই নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্মল, একরূপ পরমেশ্বর বাসুদেবকে জানা যায়, দর্শন করা যায়, এবং লাভ করা যায়, তাহাকেই জ্ঞান বলে, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান-পদবাচ্য।

স্বামীপাদের টীকার অর্থ,—"যাহা দ্বারা বাসুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং যে পরোক্ষ বৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ করা যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিদ্যা নিবৃত্তিবশতঃ বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান—উহারই অপর নাম পরা বিদ্যা। অবিদ্যার অন্তর্বর্তিনী অপরা বিদ্যাই অজ্ঞান ইতি।"

এ স্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা এই যে, সেই বাসুদেব ত' এবম্বিধ ঐশ্বর্যাদি-গুণযুক্ত; যে জ্ঞান দ্বারা সেই তত্ত্ব যে একরূপই, ইহা জানা যায়, তাহা জ্ঞান—এ কথা বলার তাৎপর্য কি? তবে কি অনঙ্গীভূত সেই সেই গুণ-সমূহের পরিত্যাগে ভেদগন্ধরহিত বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে কি? কিংবা অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণগুণিরূপে বিদ্যমান, এইরূপেই অভেদ বলিয়া জানিতে হইবে কি?

ইহার উত্তর এই যে,—বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন (৬।৫।৭৯)—"জ্ঞান, শক্তি, বল ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি যে স্থলে বলা হইয়াছে, সে স্থলে হেয়গুণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি "গুণ-দোষের অতীত" (৮৩ শ্লোক) এবং "সমস্তকল্যাণগুণাত্মক", (৮৪ শ্লোক)। ইহা দ্বারা তাঁহাতে গুণান্তরের নিষেধপূর্বক তদীয় আত্মভূত গুণান্তর স্থাপন দ্বারা সেই সকল গুণ যে পরমেশ্বর বাসুদেবের স্বরূপ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল গুণ

অতএবাস্তদোষমিত্যেবোক্তং নত্বস্তত্দ্গুণদোষমিতি। তস্মাত্তেষামপি যেন যথাবস্থিতানামেব স্বরূপত্বং জ্ঞায়তে তজ্জ্ঞানমিত্যেব তাৎপর্যম্।

অতএব ভগোপলক্ষণত্বেন কেবলাদ্বয়স্বরূপমেবোচ্যতে ইতি চ প্রত্যাখ্যাতম্—ভগবচ্ছব্দেন ভগবতশ্চ ভগস্য চ বাচ্যত্বস্বীকারাৎ, "তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।" ইত্যনেন, "জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি" ইত্যনেন চ।

এবঞ্চ ভগস্যাপি স্বরূপভূতত্বমেব ব্যক্তম্। তদ্ব্যক্তয়ে এব চ শুদ্ধস্বরূপনিরূপণ এব "বিভুং সর্বগতম্" ইত্যত্র প্রভুতাবাচকবিশেষণং দত্তম্। এবমদ্বৈতশারীরককৃতাপি—"জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলতেজাংসি গুণা আত্মন এব তে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" (শাঃ ভাঃ, ব্রঃ সূঃ ২।২।৪৫) ইতি পাঞ্চরাত্রিকং মতমুত্থাপিতম্। শ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লাঘিতে তস্মিন্নপি সাক্ষাচ্ছ্রীভগবন্মতে স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষাণাং তেষাং গুণানাং গুণি-নৈক্যবৃত্তৌ দূষণং ত্বদ্বয়বাদস্থাপনাগ্রহেণৈব কৃপ্তম্। তদাগ্রহণে চ 'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ' (শাঃ ভাঃ) ইত্যাত্মবচনং নাত্মসহিতমিতি। শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ—

"পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতং মহেশ্বরম্" (গীতা ৯।১১) ইত্যনেন ভূতং পরমার্থসত্যং মহেশ্বর-লক্ষণমেব স্বস্য পরং তত্ত্বমিত্যুক্তম্।

অতএব স্বামিভিরপি তত্র তত্র তথা ব্যাখ্যাতম্। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি। বর্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥" ইতি।

কিছুতেই পরিহার্য নহে। এই নিমিত্ত (৮৭ শ্লোকে) "অস্তদোষ"—এইরূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'অস্তত্দ্গুণদোষ' এইরূপ লিখিত হয় নাই। তজ্জেতু সেই সকল যথাবস্থিত গুণসমূহেরও স্বরূপত্ব যাহাদ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান, ইহাই তাৎপর্য।

অতএব 'ভগ' পদের উপলক্ষণত্ব দ্বারা যে কেবল অদ্বয়-স্বরূপই বলা হইয়াছে, এই অভিমত প্রত্যাখ্যাত হইল। 'ভগবৎ'-শব্দের দ্বারা ভগবৎশব্দের ও ভগের বাচ্যত্ব স্বীকার করা হয়। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ (৬৯ শ্লোক) "তদেতদ্ ভগবদ্ বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ"। অপর প্রমাণ— (৭৯ শ্লোক) "জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য বীর্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবৎশব্দবাচ্যানি" ইত্যাদি। এই প্রকারে 'ভগ' পরমতত্ত্বের স্বরূপভূত, এই বিষয় প্রকাশের জন্য শুদ্ধস্বরূপ-নিরূপণে বলা হইয়াছে—"বিভুং সর্বগতম্" (৬৭ শ্লোক) এস্থলে 'বিভু' শব্দের দ্বারা প্রভুতাবাচক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ-শারীরক (বেদান্ত সূত্র) ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলেন,— জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল ও তেজ, এই গুণ আত্মারই; উহাদিগকে ভগবান্ বাসুদেব বলা হয় (শাঙ্কর ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২।২।৪৫); এইরূপ বলিয়া তিনি পাঞ্চ-রাত্রিক মত উত্থাপিত করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক সিদ্ধান্ত শ্রুতি-পুরাণাদির প্রশংসিত সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্মত। এই মতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ঐ সকল গুণের গুণীর সহিত ঐক্য বৃত্তিতে দোষ দেওয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপনাগ্রহের পক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ। সেই আগ্রহের ফলে ভাষ্যকারের কথিত "কারণের আত্মভূতা শক্তি" (শাঃ ভাঃ) এই স্বীয় বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। শ্রীভগবদুপনিষদ্ (শ্রীভগবদ্) গীতায় (৯।১১) লিখিত আছে,—"পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্" এস্থলে ভূত শব্দের অর্থ পরমার্থ সত্য, এবং মহেশ্বর লক্ষণই তাঁহার নিজের পরম তত্ত্ব।

শ্রীধর স্বামীও সেই সেই স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত হইয়াছে,— "ভগবান্ এবং নিরুপাধি পুরুষ, এই দুই পদ অখিলাত্মা বাসুদেবে প্রযুক্ত হইয়াছে।" এই নিমিত্ত ভগবিশিষ্ট ভগবান্

তস্মাদ্গুণবিশিষ্টস্যৈব ভগবতোব্রহ্মবৎপরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বেন স্বপ্রকাশত্বং স্পষ্টমেব। অত্র শ্রুত্যন্তরঞ্চ শ্রীমধ্বভাষ্যে প্রমাণিতম্—"অথ দ্বেবাব বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চাপরা চ। তত্র যে বেদাস্তা যান্যঙ্গানি যান্যুপাঙ্গানি সা অপরা। অথ পরা যয়া স হরির্বেদিতব্যো যোঽসাবদৃশ্যো নির্গুণঃ পরঃ পরমাত্মা" ইতি (মাঃ ভাঃ ১।২।২১ ব্রঃ সূঃ)।

কৌঠরব্যশ্রুতাবপি তেষাং গুণানাং পরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বং ব্যঞ্জিতম্— "তদদৃশ্যমব্যবহার্যমব্যপদেশ্যং সুখং জ্ঞানমোজোবলম্" ইতি। "ব্রহ্মণস্তস্মাদ্ ব্রহ্মেত্যাচক্ষ্যতে" ইতি। অন্যত্র চ—

"অন্যজ্ জ্ঞানন্তু জীবানামন্যজ্ জ্ঞানং পরস্য চ। নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়তে॥" ইতি।

অতো মাধ্বভাষ্য এব প্রমাণিতং শ্রুত্যন্তরমপি তেন গুণিনা তেষাং গুণানাং তদ্ব্যঞ্জকশক্তে-শ্চৈকাত্মকত্বমেব প্রতিপাদয়তি—

"যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা শক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ" (মাঃ ভাঃ, ব্রঃ সূঃ ২।২।৪১) ইতি।

"যস্য জ্ঞানময়ন্তপঃ" (মাঃ ভাঃ, ব্রঃ সূঃ ১।২।২২ ; মুঃ উঃ ১।১।৯) ইতি।

শ্রুত্যন্তরেঽপি যস্য চিৎস্বরূপমেবৈশ্বর্যমিত্যভিধীয়তে। চতুর্বেদশিখায়াঞ্চ—

"বিষ্ণুরেব জ্যোতির্বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ" (মাঃ ভাঃ ১।৩।৪০ ব্রঃ সূঃ) ইত্যাদি।

ভাগবততন্ত্রে (মাঃ ভাঃ, ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০)—

ব্রহ্মের ন্যায় পরা বিদ্যা মাত্র দ্বারা প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পষ্ট নির্ণীত হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমাধ্বভাষ্যে অন্য একটী শ্রুতি প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। যথা—দুইটী বিদ্যা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গসহ বেদাদি অপরা বিদ্যা; যাহাদ্বারা হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা। এই হরি অদৃশ্য, নির্গুণ, পর এবং পরমাত্মা।" (মাঃ ভাঃ ১।২।২১ ব্রঃ সূঃ)।

কৌঠরব্যশ্রুতিতেও সেই সকল ভগবদ্গুণ যে কেবল পরা বিদ্যামাত্রেরই প্রকাশ্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে,—"অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অব্যপদেশ্য, সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল" ইত্যাদির কথা বলেন। কৌঠরব্য শ্রুতিতে আর একটী প্রমাণ এই যে, সেই ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্ম ইহাই আখ্যাত বা কথিত হইয়া থাকে।" অন্যত্র আর একটী প্রমাণ আছে,—"জীবের জ্ঞান অন্য, পরমের জ্ঞান অন্য। পরম জ্ঞান নিত্যানন্দ, অব্যয় এবং পূর্ণ"।

মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত অপর এক শ্রুতি স্পষ্টতই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, সেই গুণীর সহিত তাঁহার গুণসমূহের এবং তদ্ব্যঞ্জক শক্তির একাত্মকত্বই স্পষ্টতই সুপ্রতিষ্ঠিত। যথা,—"ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার শক্তি তদাত্মকা। ভগবান্ কি আত্মক? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক।" (মাঃ ভাঃ ২।২।৪১ ব্রঃ সূঃ) শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্য জ্ঞানময়ন্তপঃ" ইত্যাদি (মাঃ ভাঃ ১।২।২২ ব্রঃ সূঃ, মুঃ উঃ ১।১।৯)। অর্থাৎ—'যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ এবং সর্বজ্ঞত্বই যাঁহার তপস্যা, সেই ব্রহ্ম হইতেই সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছে।' ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্য শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, যাঁহার চিৎস্বরূপ ঐশ্বর্য বিদ্যমান।

(ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪০ এর) মধ্বভাষ্য-ধৃত চতুর্বেদশিখায়ও কথিত আছে—"বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ।"

"শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে॥" ইতি।

বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ—

"ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা। শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে॥" ইতি।

তস্মাদ্ভগবতৈকরূপত্বমেব গুণানাম্। অতএব ভারততাৎপর্যপ্রমাণিতা শ্রুতিঃ—"সত্যঃ সোঽস্য মহিমহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্য" ইতি। (ভারততাৎপর্য ১ম। ৬৭ অঃ) অতোমায়িকসর্বনিষেধাবধি স্বরূপমুক্ত্বা পশ্চাত্তস্যৈবৈশ্বর্যাদিকমুচ্যতে "এস সর্বেশ্বরঃ" (বৃঃ আঃ ৪ ৪।২২) ইত্যাদি। অতো গুণগুণিনো-র্ভেদপক্ষেঽপি তদেকরূপমিতি বচনং গুণানামন্তরঙ্গত্বেন গুণিনা সহ তুল্যত্বাত্তাদাত্ম্যাপত্তেশ্চ সঙ্গচ্ছত এব।

দহরবিদ্যায়ামপি তদীয়গুণানাং "দহরউত্তরেভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪) ইতি ন্যায়-প্রসিদ্ধদহরাখ্য-ব্রহ্মবদেব তত্রাপ্যন্তরঙ্গতয়ৈব চ জিজ্ঞাস্যত্বমন্বেষ্টব্যত্বং চোক্তম্।

তথাহি—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছাঃ উঃ ৮।১।১) ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈঃ—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকে বেশ্মন্যনুষ্য তস্মিন্ দহরে পুণ্ডরীকবেশ্মনি যোদহরাকাশো যচ্চ তদন্তর্বর্তি গুণজাতং তদুভয়মন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চেতি বিধীয়তে" ইত্যর্থঃ। "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ"

(ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০ এর) মাধ্বভাষ্যধৃত ভাগবত তন্ত্রে লিখিত আছে,—"শক্তি ও শক্তিমানের কিছুমাত্র ভেদ নাই; শক্তিমান হইতে শক্তি অবিভিন্না হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে ভেদ-বিভাবনা হইয়া থাকে।"

বিষ্ণুসংহিতায়ও লিখিত আছে,—"ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি; শক্তিরই এই ত্রিবিধভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি-শক্তিমানের কোন ভেদ নাই।"

সুতরাং ভগবদ্গুণসমূহও ভগবানেরই স্বরূপ। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ শ্রীমধ্বাচার্যের ভারততাৎপর্য প্রমাণিত শ্রুতি বলিয়াছেন—"সত্যঃ সোঽস্য মহিমহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ।" ইতি।

(ভারত-তাৎপর্য ১ম। ৬৭ অঃ)। সুতরাং মায়িক সর্ববস্তু নিষেধ পর্যন্ত তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, পরে তাঁহারই ঐশ্বর্যাদি বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক (৪।৪।২২) বলিয়াছেন—"ইনি (ব্রহ্ম) সর্বেশ্বর" ইত্যাদি। অতএব গুণ ও গুণীর ভেদ পক্ষেও গুণসমূহ গুণীরই অন্তরঙ্গ; অতএব গুণীর তুল্য ও তদাত্মক; তাই 'তিনি একরূপ',—এই বচন সঙ্গত হয়।

দহর বিদ্যাতেও "দহর উত্তরেভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪)—এই সূত্র-নিরূপিত দহরাখ্য ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার গুণ সমূহও তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়াও জিজ্ঞাস্য ও অন্বেষণীয়—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এখানে দহর অর্থাৎ হৃদয়াকাশই পরমেশ্বর।

যথা—(ছান্দোগ্যের ৮।১।১)—"এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (ক্ষুদ্র) হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহাতে অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম আছেন। সেই হৃদয়পদ্মে যে অন্তরাকাশ তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। [উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা—"ছান্দোগ্য শ্রুতিতে শ্রবণ করা যায়—'এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়-কমলে যে দহর আকাশ আছে উহাই ব্রহ্মের আবাসভূত স্থান। এই স্থানে যিনি অবস্থিত তিনিই অন্বেষণীয়, তিনিই জিজ্ঞাস্য বিষয় ইত্যাদি। এখানে সন্দেহ—হৃদয়পুণ্ডরিকস্থ দহর আকাশশব্দ দ্বারা ভূতাকাশ, কিংবা জীব অথবা বিষ্ণু? আকাশ-শব্দে প্রসিদ্ধি-হেতু ভূতাকাশের এবং পুরস্বামিত্ব ও অল্পত্ব প্রত্যয়হেতু

(ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইতি হি কামত্বাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাস্তদন্তঃস্থা উচ্যন্তে। "তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" ইত্যাদিভির্বিভুত্বাদয়ঃ, "অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদিভিরপহতপাপ্মাত্বা-দয়শ্চ তত্র বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি।

বাক্যকারৈশ্চ ত এব তদন্তরস্থত্বেনোক্তাঃ—"তস্মিন্ যদন্তর" ইতি "কামব্যপদেশঃ" ইত্যাদিনেতি।

অত্র যদি দহরজ্ঞানার্থং দ্যাবাপৃথিব্যাবেবান্বেষ্টব্যত্বাদিভ্যাং বিবক্ষিতে তদা জ্ঞাতত্বাত্তে পূর্বমুপদিশ্যা-জ্ঞাতত্বাৎ পশ্চাদেব দহর উপাদেক্ষ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। তস্মাৎ স্বরূপভূতা এতে গুণাঃ সহস্রনামভাষ্যে চাদ্বৈতগুরুভিরপীদমুক্তম্—"সাক্ষাদব্যবধানেন স্বরূপবোধেন পশ্যতি সর্বমিতি "সাক্ষী"; নিরুপাধিক-মৈশ্বর্যমস্যেতি "ঈশ্বরঃ"—"এষ সর্বেশ্বরঃ" (বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতেরিতি। অত্র 'সর্ব' শব্দেনো-পাধেরপি পরিগ্রহাত্তদতিরিক্তমৈশ্বর্যমিতি ভাবঃ।

অথ যৎ পৃষ্টম্—নিষিদ্ধনীলপীতাদ্যাকারস্য তস্য জ্ঞানমাত্রবস্তুনঃ কথং তত্তদ্বর্ণত্বং কথং বা পরিচ্ছেদ-রহিতস্য চতুর্ভুজাদ্যাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বং কথং বা বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদ্রূপত্বমিতি?

তত্রৈশ্বর্যাদিবৎ স্বপ্রকাশত্বেন বিভুত্বেন চ তত্তদুপাধিরহিতস্বরূপমাত্রত্বং প্রমাণ-চক্র-চক্রবর্তি-বিদ্বদনুভব-সেবামানৈঃ শব্দৈরেব প্রমিতং দর্শয়িষ্যতে।

তদেবং ভগপদমত্র—"ভাস্বানয়মুদয়তে" ইত্যাদৌ ভাশব্দাদিবৎ স্বরূপাংশভূতং বিশেষণমেব—ন তূপলক্ষণম্।

জীবকে বোধ করা যায়?' ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে,—দহর আকাশ শব্দের দ্বারা বিষ্ণুরই বোধ হয়। কারণ বাক্যের শেষে আকাশের উপমা, সর্বাধারত্ব, অপহত পাপ্মাত্বাদি হওয়ার জন্য সমস্ত ভূতাকাশও জীবের নিরাস করিয়া বিষ্ণুরই বোধ হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মপুর শব্দদ্বারা উপাসকের শরীর ও পুণ্ডরীক শব্দ দ্বারা তদবয়বভূত হৃদয়ের বোধ হইয়া থাকে। 'অপহতপাপ্ম'ত্বাদি গুণবিশিষ্ট তাদৃশ পরমাত্মাই অন্বেষণীয় ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে হইবে।']" শ্রীপাদ রামানুজ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"এই ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরিক গৃহে যে দহরাকাশ এবং তাহার যে সকল গুণ আছে, তদুভয়ই অন্বেষণীয় ও বিজিজ্ঞাস্য, শ্রুতি এই বিধান করিয়াছেন।" ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।৫) বলিতেছেন—"ইহাতে কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে।" এই শ্রুতির অর্থে জানা যায়, কামত্ব-নিবন্ধন কামসমূহ অর্থাৎ কল্যাণগুণসমূহ সেই দহর ব্রহ্মের অন্তস্থ, এই কথাই বলা হইয়াছে। সেই সকল গুণ "তাহাতে (হৃদয়াকাশে) এই আকাশ ও পৃথিবী সমাহিত আছে।"---ইত্যাদি বাক্যে বিভুত্ব প্রভৃতি এবং (ছাঃ ৮।১।৫)—"ইনি আত্মা বিদূরিতপাপ অর্থাৎ নিষ্পাপ, বিজর (জরাহীন), বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত, অমর), বিশোক (শোক অর্থাৎ ইষ্টাদি-বিয়োগজনিত মানসিক সন্তাপ রহিত), বিজিঘৎস (ভোজনেচ্ছাশূন্য), অপিপাস (পিপাসাশূন্য), সত্যকাম (তাঁহার কামনা সত্য সম্বন্ধেই হয়, বিষয়ীর ন্যায় অসত্য বস্তু সম্বন্ধে হয় না, অসত্য বা অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে হয় না) সত্যসঙ্কল্প (তিনি যে সঙ্কল্প করেন তাহা অসত্য বা ব্যর্থ হয় না), ইত্যাদি বাক্যে এই সকল ব্যাখ্যাত বহু গুণও তাঁহাতে আছে। বাক্যকারও বলিয়াছেন—এই সমস্ত গুণ তাঁহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এইরূপ নির্দেশের হেতু শ্রুতিতেই রহিয়াছে—'যদন্তরম্' 'কামব্যপদেশঃ' ইত্যাদি।

এস্থলে যদি দহর জ্ঞানার্থ দ্যাবা পৃথিবী অন্বেষণীয় ও জ্ঞাতব্য, ইহাই বলার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে উহারা জ্ঞাত বলিয়া পূর্বে উহাদের উপদেশ করিয়া, দহর অজ্ঞাত বলিয়া পশ্চাৎ উহা উপদেশ করিতে হইত।—ইহাই বুঝিতে হয়। (এখানে উপদেষ্টা পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিয়াছেন।) সুতরাং ব্রহ্মের এই সকল বিভুত্বাদিগুণ

ততশ্চ ভেদবৃত্তিপ্রাধান্যেন বা কেবলয়া ভেদবৃত্ত্যা বা কৃতেঽপি মত্বর্থীয়ে স্বরূপশক্তিবৃত্তীনামদ্বয়ে জ্ঞানেঽপ্যপরিহরণীয়ত্বাৎ, স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তি-লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেনাদ্বয়জ্ঞানেনৈকবস্তুত্বমেব সিধ্যতীতি কৃতং জহদজহল্লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া। তত এবেত্থং প্রৌঢ়িযুক্তমুক্তম্—"ভগবানপি তদদ্বয়ং জ্ঞানং শব্দ্যতে" ইতি। তত্র প্রমাণং তত্ত্ববিদ ইত্যনেন বিদ্বদনুভবঃ শব্দশ্চেতি।

তদেতৎ সর্বসংবাদেন প্রকরণমারভ্যতে—

শ্রীভগবদ্বিগ্রহত্বং তস্য নিত্যত্বঞ্চ

"অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা" ইত্যাদিনা। অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপভূতত্বস্থাপকপ্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশবাক্যস্যাবতারিকায়াং তদেবমৈশ্বর্যাদীত্যাদাবেবং বেদান্তাবিচরণীয়াঃ। ননু তস্যারূপত্বমেব বেদৈঃ প্রস্তূয়তে—"অস্থূলমনণু" (বৃঃ আঃ উঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিভিঃ (শ্বেঃ ৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরাগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

ইত্যাদিভিশ্চ উচ্যতে। তস্য স্বরূপভূতসর্বশক্তিত্ব-স্থাপনয়া রূপস্যাপি সিদ্ধিঃ শ্রুতিলব্ধৈবেতি।

কিঞ্চ "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৩।৭) ইতি। অত্র জ্যোতিঃশব্দেনৈব

তাঁহারই স্বরূপভূত। অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও সহস্রনাম-ভাষ্যে নিজে তাহা বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানরূপে স্বরূপবোধরূপে যিনি সর্বপদার্থ দর্শন করেন, তিনি 'সাক্ষী'; নিরূপাধিক ঐশ্বর্য আছে যাঁহার, তিনি 'ঈশ্বর'। যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৪।৪।২২) বলেন—"ইনি (ব্রহ্ম) সর্বেশ্বর।" এস্থলে 'সর্ব'-শব্দের দ্বারা উপাধিরও গ্রহণ-হেতু ঐশ্বর্য যে উপাধির অতিরিক্ত, তদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

এখানে যাহা প্রশ্ন হইয়াছে তাহার উত্তর বলা যাইতেছে। প্রশ্নটী এই—সেই জ্ঞানমাত্র বস্তুর যখন নীল-পীতাদি-বর্ণক কোন আকার নাই, তখন তাঁহার সেই বর্ণত্বই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যিনি পরিচ্ছেদরহিত, তাঁহার চতুর্ভুজাদি আকার দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় অথবা বৈকুণ্ঠাদিরই বা তদ্রূপত্ব কি-প্রকারে সম্ভবপর হয়?

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—প্রমাণচক্র-চক্রবর্তী বিদ্বদনুভব সেব্যমান শব্দসমূহদ্বারা ঐশ্বর্যাদির ন্যায় স্বপ্রকাশত্ব ও বিভুত্বদ্বারা ব্রহ্মের ঐ সকল উপাধিরহিত স্বরূপমাত্রত্বই প্রমাণীকৃত হয়, ইহা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। 'ভাস্বানয়-মুদয়তে' ইত্যাদি স্থলে ভাঃ-শব্দ যেমন স্বরূপাংশভূত বিশেষণ মাত্র, কিন্তু উপলক্ষণ নহে, ভগ-পদও এস্থলে তদ্রূপ স্বরূপাংশ-ভূত বিশেষণ মাত্র, উপলক্ষণ নহে। যেহেতু ভেদবৃত্তির প্রাধান্য ভাবেই হউক অথবা কেবল ভেদবৃত্তির ভাবেই হউক, মত্বর্থীয় প্রত্যয় করিলে স্বরূপশক্তির বৃত্তিসমূহ অদ্বয়-জ্ঞানেও অপরিহার্য। স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ ভগপদের সহ ভগবানের সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপে এক বস্তুত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাতে জহদজহল্লক্ষণময় কষ্টকল্পনার প্রয়োজন কি? (জহদজহল্লক্ষণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, অস্মৎ-সম্পাদিত সর্বসংবাদিনী ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সেই জন্যই এইরূপ দৃঢ়ভাবে যুক্তিযুক্ত কথা বলা হইয়াছে—'ভগবানও সেই অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছেন।' এই বিষয়ে 'তত্ত্ববিদ্‌গণই প্রমাণ'—এই বচন দ্বারা বিদ্বদনুভব ও শব্দ এ-সম্বন্ধে প্রমাণ, এই কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহত্ব ও তাঁহার নিত্যত্ব

এখন সর্বসংবাদ (গতি সামান্য) দ্বারা মূল প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। উহার আরম্ভ এইরূপ—সেই ভগবত্তা আরোপিতা নহে, (কিন্তু স্বরূপভূতা, এই অর্থ পুনর্বার বিশেষরূপে স্থাপনার জন্য অন্য প্রকরণ আরম্ভ করা গেল।

প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বঞ্চাস্য প্রকরণবলাৎ সূত্রকৃদ্ভিঃ সাধিতম্ ততস্তস্য জ্যোতিষ্ট্বে সতি রূপিত্বমেব সিধ্যতি।

নন্বু 'বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" (বৃঃ আঃ উঃ ৪।৩।৫), "মনো জ্যোতির্জুষতাম্" (তৈঃ ব্রাহ্মণ ১।৬।৩।৩) ইত্যাদিদর্শনাৎ নাত্র তচ্ছব্দশ্চক্ষুরনুগ্রাহকে তেজসি বর্ততে। কিং তর্হি যদ্ যস্যাবভাসকং তদেব তত্র জ্যোতিরুচ্যত ইতি। ব্রহ্মণোঽপি চৈতন্যমাত্রস্য সর্বাবভাসকত্বাৎ জ্যোতিষ্টং সত্যম্। যদ্যপি তৎ-স্বরূপত্বাদপি জ্যোতিষ্টং ভবেৎ, তথাপি প্রসিদ্ধার্থং যৎ জ্যোতিষ্টং তদপি তস্যাবগম্যতে শ্রুত্যন্তরাৎ। তথাহি—

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৬, কঃ উঃ ২।২।১৫) ইতি সমামনন্তি। অত্র তেজঃ স্বভাবানাং সূর্যাদীনাং তত্র ভানপ্রতিষেধাৎ পূর্ববৎ জ্যোতীরূপত্বমেবোপপদ্যতে। সূর্যেঽবভাসমানে চন্দ্রতারকাদি ন ভাসত ইতিবৎ। এবং সমানস্বভাব এবানুকারদর্শনাচ্চ তদ্রূপত্বমেব—গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তী-তিবৎ। যত্তু বহ্নিং দহন্তমনুদহতি সুতপ্তং লোহমিত্যত্র বায়ুং বহন্তং তমনুবহতি রজ ইত্যত্র চান্যথাত্বং, তত্রাপি দহনবহনক্রিয়য়োস্তত্রৈব মুখ্যত্বমিতি। ব্রহ্মণ্যপি তাদৃশজ্যোতিষ্টস্য তথাত্বম্। এবং তদ্ভাসা সর্বস্য ভাসমানত্বেঽপি তদ্রূপত্বং সিধ্যতি। অতএবানুমানমিতি সিদ্ধম্ সূর্যমনুভান্তি রশ্ময় ইতিবৎ। নতু দীপো দীপান্তরমনুভাতীতিবদ্বিরুদ্ধম্। অতস্তস্য প্রসিদ্ধার্থজ্যোতীরূপত্বে সর্বপরত্বে চ শ্রুতিশব্দেষ্বেব সতি কিংনামান্যথাগতিক্রিয়য়া। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতিবৎ। তথাহি "ভা রূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি।

ভগবৎসন্দর্ভের ১১শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপভূতত্ব-স্থাপক-প্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশ বাক্যের (প্রাগুক্ত গ্রন্থের ২৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) অবতরণিকায় লিখিত আছে,—'সেই ষড়ৈশ্বর্যাদির' ইত্যাদি। এই স্থলের বেদান্ত-অভিমত বিচার করা কর্তব্য।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে—"বেদে তাঁহার অরূপত্বই বলা হইয়াছে ; যেমন—"অস্থূল, অনণু" ইত্যাদি (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (৩।১৯) বলেন—"তাঁহারহস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ গমন করেন, তিনি অচক্ষু অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আদ্য মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।" এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বরূপভূত-সর্বশক্তিত্ব-স্থাপনা-দ্বারাই তাঁহার রূপেরও সিদ্ধি শ্রুতিসম্মত-ভাবেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৩।১৩।৭) আরও বলিতেছেন—এই দ্যুলোক হইতেও যে জ্যোতি দীপ্ত হয়েন, বিশ্বের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতিদীপ্ত হয়েন, ইনিই সেই ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম। সূত্রকার প্রকরণ-বলে এই জ্যোতির ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইলে তাঁহার রূপিত্বই তৎসঙ্গে সাধিত হয়।

"বাকাই পুরুষের জ্যোতিরূপে গৃহীত হয়েন" (বৃঃ আঃ ৪।৩।৫), "যাঁহারা মনের জ্যোতি নিসেবন করেন" (তৈঃ ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজ নহে। তাহা হইলে যাঁহার অবভাষক এই জ্যোতিঃ, তাহা কি পদার্থ এবং যাহাতে এই জ্যোতিঃশব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাই বা কি পদার্থ ? চৈতন্য মাত্র সকলেরই প্রকাশক ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দ তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিষ্বই সত্য। যদিও তাঁহার স্বরূপ হইতেও জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তথাপি জ্যোতির

"হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" (মুঃ ২।২।১০) ইতি। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্বানক্তি ব্রহ্মাত্মেন ন ব্যজ্যতে। "আত্মনৈব জ্যোতিষাস্তে" (বৃঃ ৪।৩।৬) "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" ইতি, "যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইতি চ। তথাচোক্তম্ (গীতা ১৫।১২) —

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।" ইতি

তস্মাদ্রূপবদেব তদিতি স্থিতম্। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ"- (ব্রঃ সূঃ ১।১।২৪) ইত্যধিকরণে শ্রীরামানুজচরণৈশ্চৈবমাচক্ষতে।

"এতাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" (ঋঃ সং ১০।৯), (ছাঃ উঃ ৩।১২।৬) ইতি

প্রতিপাদিতস্য চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্য।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-, মাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।" (শ্বেঃ ৩।৮)

ইত্যভিহিতপ্রাকৃতরূপস্য তেজোঽপ্রাকৃতমিতি। তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি।

কিঞ্চ "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে" (ছাঃ ৮।১৩।১), "সুবর্ণাজ্জ্যোতিঃ" ইতি। (তৈঃ ৩।১০।৬)। তস্য হৈতস্য চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌক্মং কৃষ্ণমিতি ;—

প্রসিদ্ধার্থে তাঁহাকেই বুঝা যায়, অন্য শ্রুতি (কঠ উঃ ২।৩।১৫) বাক্যে যথা—"সেই ব্রহ্মকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুতও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; অগ্নির আর কথা কি ? সেই স্বপ্রকাশ ভগবানকে অনুসরণ করিয়া সূর্য প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়।"

এস্থলে দেখা যায় যে, তেজঃস্বভাব (বিশিষ্ট) সূর্যাদির সর্বজ্যোতির মূলাধার ব্রহ্মের নিকট প্রকাশযোগ্যতা নাই, যেমন সূর্য প্রকাশে চন্দ্রতারকাদি স্বতঃই নিষ্প্রভ হয়। সুতরাং তিনিই মূল জ্যোতিঃ। এই প্রকারে আরও বলা যায় যে, সমান স্বভাবেই অনুকার দৃষ্ট হয়। এই নিয়মে সমান স্বভাব পদার্থের একরূপত্বই প্রসিদ্ধ। যেমন গমনকারীর পশ্চাৎ গমন করিতেছ, তদ্রূপ। যদিও সুতপ্ত লৌহ দহনকারী অগ্নির অনুদহন করিতেছে, ধূলিকণা প্রবহমান বায়ুর অনুপ্রবহন করিতেছে। এই দুই স্থলে যদিও দৃষ্টান্তের অন্যথাত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি এখানে অগ্নি ও বায়ুর দহন-বহন-ক্রিয়া বিষয়ে মুখ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। ব্রহ্মসম্বন্ধেও তাদৃশ জ্যোতিস্তরই মুখ্যত্ব। তাঁহার প্রকাশবশতঃই যখন সর্ববস্তুর প্রকাশ, সুতরাং এই কারণেও তাঁহারই জ্যোতিরূপত্ব অবশ্যই সুসিদ্ধ। এক দীপ অন্য দীপের অনুসরণ করিয়া আলোক প্রদান করে, এই দৃষ্টান্তের ন্যায় প্রাগুক্ত দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে। (কেন না, মূল দীপের বিনাশেও পরবর্তী দীপের কার্যশক্তি নষ্ট হয় না ; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। এস্থলে দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভিন্ন সূর্যাদির জ্যোতিঃ একেবারে অসিদ্ধ। এই সকল আলোচনায় দেখা যায় যে, শ্রুতিবাক্য সমূহে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জ্যোতিরূপে এবং সর্বপররূপে বর্ণিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রমাণের জন্য আর অন্যত্র গমনের কি প্রয়োজন ? "শ্রুতি কিন্তু শব্দমূলা", (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে শব্দপ্রমাণই বলবৎ। "ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ও সত্যসঙ্কল্প" বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন।

মুণ্ডক উপনিষৎ (২।২।১০) বলিতেছেন—"হিরণ্ময় (জ্যোতির্ময়) পর (শ্রেষ্ঠ) কোশে (কোশতুল্য অর্থাৎ আধার স্বরূপ হৃদয়-পদ্মমধ্যে) বিরজ (অবিদ্যাদি দোষশূন্য) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব) যে ব্রহ্ম অবস্থিত, উক্ত ব্রহ্ম শুভ্র (শুদ্ধ) জ্যোতিসমূহের (তেজোময় অগ্নি প্রভৃতির) জ্যোতিঃ (অবভাষক) ; আত্মবিদ্গণ সেই ব্রহ্মকে জানেন।"

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইতি। (মুঃ উঃ ৩।১।৩)

"স ঐক্ষত" ইতি। (ঐঃ উঃ ১।১।১)

"সর্বে নিমেষাজ্জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" ইতি (মহানারাঃ ১।৮)

"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য" ইতি। (মহানারাঃ ১।১১)

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি।

(কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)

'বুদ্ধিমত্ত্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে",—"বুদ্ধিমান্ মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্" ইত্যাদ্যৈঃ (মাঃ ভাঃ ২।২।৪১), "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৫) "রূপোপন্যাসাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।২।২৩) ইত্যাদৌ মাধ্বভাষ্যাদিপ্রমাণিতৈর্বেদৈঃ 'পশ্যতে' 'বিবৃণুতে' 'লক্ষয়ামহে'—ইত্যাদ্যাভ্যস্তবিদ্বৎপ্রত্যক্ষপক্ষপাতবলবত্তরৈর্বিরোধাৎ "অপাণিপাদাদি"—বেদানাং ন তথার্থঃ সঙ্গচ্ছত ইতি ন তাবত্তস্যারূপত্বং প্রতিপাদিতম্। দর্শনাদিক্রিয়ায়াং ন মনোরথকল্পনামাত্রত্বং চিন্ত্যম্। উক্তঞ্চাদ্বৈতশারীরকেঽপি,—"অভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি কর্ম ভবতি, মনোরথকল্পিতস্যাপ্যভিধ্যায়তিকর্মকত্বাৎ, ঈক্ষতেস্তু যথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্মদৃষ্টমিতীতি।" অন্যত্রাপি দর্শনস্য যথার্থোপলব্ধ্যর্থত্বং দৃষ্টম্। যথা, "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরঃ" ইত্যাদৌ। তস্মাৎ অপাদপাণ্যাদিবেদৈঃ কথমেতে বিরুধ্যেরন্? তস্য রূপস্য ব্রহ্মণি স্বরূপভূতসর্বশক্তিত্ব-

---

ব্রহ্ম অন্যকে ব্যঞ্জন (প্রকাশ) করেন, তিনি অন্য দ্বারা ব্যঞ্জিত (প্রকাশিত) হন না। বৃহদারণ্যক (৪।৩।৬) বলেন—"তিনি নিজ আত্মস্বরূপ জ্যোতিদ্বারাই বর্তমান।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩।৯।২৬) আরও বলেন—"তিনি অগৃহ্য, কাহার দ্বারা গৃহীত হন না।" উক্ত শ্রুতি আরও বলেন—"যাঁহাদ্বারা সূর্য তাপ প্রদান করেন।"

শ্রীভগবদ্গীতাতেও (১৫।১২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"আদিত্যগত যে তেজ নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন, চন্দ্রে যে তেজ বিদ্যমান, অগ্নিতে যে তেজের প্রকাশ সেই তেজ আমার তেজ বলিয়াই জানিও।"

সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট। শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য বেদান্তসূত্রের "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" এই অধিকরণের (১।১।২৪—১।১।২৭ সূত্র পর্যন্ত) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঋক্ মন্ত্রটি (১০।৯) ও ছান্দোগ্য মন্ত্রটির (৩।১২।৬ এর) সহিত ছান্দোগ্যের পূর্ববর্তি মন্ত্রটির (৩।১২।৫) একত্র লইয়া অর্থ এইরূপ—'ষড়্বিধ অর্থাৎ (বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ) পাদ-বিশিষ্ট চতুষ্পদা গায়ত্রী। এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বিস্তার তৎপরিমিত, তাঁহা হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত লোক ঐ ব্রহ্মের একটি পাদ। উঁহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজ করিতেছেন।'

প্রতিপাদিত চতুষ্পাদ পরমপুরুষের "তমের অপর পারে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি।" (শ্বেতাশ্ব ৩।৮) এইরূপে অভিহিত অপ্রাকৃত রূপের তেজও অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃশব্দে কথিত।

আরও দেখা যায়—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৩।১) লিখিত আছে—"শ্যামাচ্ছাবলং প্রপদ্যে ইত্যাদি"—অর্থাৎ 'সেই পরতত্ত্বই রসস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপ-শক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনীসার ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই; এবং সেই হ্লাদিনীর আশ্রয়েই

স্থাপনয়া "সর্বৈর্যুক্তা শক্তিভির্দেবতাস্য" ইত্যাদৌ নিত্যরূপেতি বিশেষোপদেশেন চ নিত্যত্বং সিদ্ধমেব। স্বরূপনিত্যত্বং তু তত্র "শাশ্বতাত্মা" ইত্যনেনৈবোক্তম্। অতএব "বিবৃণুতে" ইত্যেবোক্তম্—ন তু কল্পয়তীতি।

অত্রোদাহরিষ্যন্তে চ শ্রুতিস্মৃতয়ঃ।—উদাহৃতা চ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (বৃঃ আঃ) ইত্যাদি তদিত্থমন্যপ্রাকৃতরূপসাদৃশ্যেন কুতর্কবিশেষশ্চ পরিহৃতঃ বৈলক্ষণ্যাৎ, কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) ন্যায়েন শব্দৈকপ্রামাণ্যাচ্চ।

তত এব যথাগ্নেঃ সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তত্বাৎ কচিৎ কদাচিদমূর্ততা, স্থূলরূপেণ ব্যক্তত্বাৎ কদাচিন্মূর্ততা তথা ব্রহ্মণোঽপীত্যপি নিরস্তম্। বিশেষতস্তত্রাব্যক্ততাব্যক্ততাভেদশ্চ নিষেদ্ধব্যঃ। তস্মাদ্রূপিত্বম-রূপিত্বঞ্চেতি ন। অত্র সমুচ্চয় ব্যবস্থা ত্বেকাধিকরণত্বান্ন সম্ভবত্যেব।

তথা বিকল্পোঽপ্যষ্টদোষদুষ্টত্বেন ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি তস্যাসম্ভবান্ন স্যাদিতি রূপিত্বশ্রুতিরেব সর্বোপমর্দিনী।

তর্হি কা স্বিদরূপশ্রুতের্গতিঃ? উচ্যতে, 'অরূপরূপপ্রতিপাদকতয়া দ্বিবিধস্য শ্রুতিজাতস্য পরস্পরসঙ্ঘট্টনে সতি দুর্বলানামরূপশ্রুতীনাং তদনুগমনমেব গতিঃ।' তদনুগমনং চাত্র, কস্যচিদ্রূপস্যৈব সতো ভবেদরূপত্বলক্ষণপ্রসাধনম্। তথাবিধং রূপঞ্চাত্র প্রাকৃতাদন্যদেব যুজ্যতে। যথা ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্যাদিষট্কম্।

শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপত্তি লাভ করি।' (স্বমতস্থাপনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য এই অংশের বিশেষ একটি বিকৃত অর্থ করিয়াছেন)। শ্রুতি (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।৭) বলেন—"শ্রীভগবানের জ্যোতিঃ সুবর্ণকেও ধিক্কার প্রদান করে।" শ্রুতি আরও বলেন "তাঁহার চারিরূপ,—শুক্ল, রক্ত, রৌপ্য ও কৃষ্ণ।"

মুণ্ডক (৩।১।৩) বলেন—"যখন বিচারনিরত সাধক হেমবর্ণ, ব্রহ্মযোনি, ঈশ্বর কর্তৃপুরুষকে দেখিতে পান, তখন পুণ্য, পাপ পরিহার করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য (ভগবৎপার্ষদত্ব) লাভ করেন।"

"তিনি দর্শন করিলেন।" ঐতরেয় উঃ ১।১।১ মন্ত্রটির সম্পূর্ণ অর্থ—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন—'আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।'

মহানারায়ণ-উপনিষদে (১।৮, ১।১১) লিখিত আছে—"বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষসকল উৎপন্ন হইয়াছে।" "চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।" (অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত নয়নের দর্শনযোগ্য নহেন।)

শ্রুতি (কঠ ১।২।২৩ ও মুণ্ডক ৩।২।৩) বলেন—"যাঁহাকে ইনি বরণ করেন, ইনি তাঁহারই লভ্য হন, তাঁহার নিকটেই সেই পরমাত্মা নিজেকে প্রকটিত করেন।"

"প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৫)। [টিপ্পনী—ইহার গোবিন্দভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"আচ্ছা! জ্ঞানানন্দরূপ পরমাত্মবস্তুর চিন্তার দ্বারা উহার বিরুদ্ধ দুঃখরূপিণী জড়া প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়। অতএব সূত্রকার তাদৃশ ব্রহ্মে কি প্রকার বিগ্রহবত্তা স্বীকার করেন —এই প্রকারের সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—প্রকাশবিশিষ্ট রবির ন্যায় ব্রহ্মের বিগ্রহবত্তা ব্যর্থ হয় না। শঙ্কা-নিরাসের জন্য 'চ' শব্দ। সপ্তম্যন্ত প্রকাশ শব্দের উত্তর 'ইব' এর অর্থে 'বতি'

যদৈব হি স্বরূপশক্তিপ্রকাশমানত্বেন স্বপ্রকাশমাত্রং ভবেৎ তদা চক্ষুরপ্রকাশ্যত্বাৎ অরূপত্বমঙ্গীকরোতি। তত এব স্থূলসূক্ষ্মাখ্যব্যক্তাব্যক্ত-পদার্থেভ্যো বিলক্ষণং তদ্রূপমিতি—বেদান্তে বৈষ্ণবপ্রস্থানবিদামভিপ্রায়ঃ।

তথাচ "প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৫) ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং মাধ্বভাষ্যে—"অগ্ন্যাদিবৎ স্থূল-সূক্ষ্মত্ব-বিশেষাত্তস্য তাদৃশত্বং ন সম্ভবতি।"

"নাসৌ স্থূলো ন সূক্ষ্মঃ পর এব স ভবতি তস্মাদাহুঃ পরমম্" ইতি মাণ্ডব্যশ্রুতেঃ।

"স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র ন ক্বচিৎ পরমেশ্বরে। সর্বত্রৈকপ্রকারোঽসৌ সর্বরূপেষু বর্ততে॥"

ইতি গারুড়াৎ।

"অব্যক্তব্যক্তভাবৌ চ ন ক্বচিৎ পরমেশ্বরে। সর্বত্রাব্যক্তরূপোঽসৌ যত এব জনার্দনঃ॥"

ইতি কৌর্মাৎ।

যস্মাদব্যক্তব্যক্তভাবৌ তস্মিন্ন স্তঃ তস্মাত্তাভ্যামতিরিক্তং রূপং—"যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যম্" (ভাঃ ১০।৩।২৪) ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যদব্যক্তাখ্যং পরং তত্ত্বং তদেব রূপং বিগ্রহো যস্যেতি কৌর্মবচনার্থঃ। অস্য পূর্ণপরমতত্ত্বাকারত্বমগ্রে মূলগ্রন্থ এব বিবেচনীয়ম্। অতএব বহুব্রীহিরয়মৌপচারিকেণৈব ভেদেন বোদ্ধব্যঃ।

প্রত্যয় করিয়া প্রকাশবৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে প্রকার প্রকাশ-স্বরূপ সূর্যে ধ্যানার্থ বিগ্রহ সঙ্গত হয়, ঠিক ঐপ্রকার জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানের জন্য বিগ্রহ স্বীকার করা যুক্ত। বিগ্রহ বিনা ধ্যান হওয়া অসম্ভব। কেন না, বিগ্রহই ধ্যানের কারণ। বিরহিণী স্বীয় কান্তের ধ্যান করে ইত্যাদি স্থলে ধ্যান বিগ্রহ-বিষয়ে দেখা যায়।"] "রূপোপন্যাসাচ্চ" (১।২।২৩ ব্রঃ সূঃ), [**টিপ্পনী**—ইহার গোবিন্দভাষ্যে "'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ' (মুঃ ৩।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষর ভূতযোনি পুরুষেরই রূপ নিরূপিত হইয়াছে। এই প্রকার রূপ পরমাত্মারই হওয়া সম্ভব, প্রকৃতি বা পুরুষের নয়।"] এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় 'ভগবান্ বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গ প্রত্যঙ্গবান্—ভগবানের এই সকল দৃষ্টি করি।' ইত্যাদি মাধ্বভাষ্যে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ভগবদ্বিগ্রহত্বের পোষক ও সমর্থক। এতদ্ব্যতীত তাহাতে 'পশ্যতে' 'বিবৃণুতে' 'লক্ষয়ামহে' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথিত বিদ্বৎপ্রত্যক্ষের বিরোধ-হেতু পূর্বোক্ত অপাণিপাদ-শ্রুতির তথাবিধ অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না এবং উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অরূপত্বও প্রতিপাদিত হয় না।

দর্শনাদি ক্রিয়াতে 'মনোরথ কল্পনামাত্র'—এইরূপ অর্থ করা সুসঙ্গত নহে। অদ্বৈতশারীরক-ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৩) ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"এস্থলে 'অভিধ্যায়তি' এই ক্রিয়াপদের অতথাভূত বস্তুও কর্মপদে ব্যবহৃত হয়, মনোরথকল্পিত বস্তুও অভিধানের কর্ম হইতে পারে। কিন্তু ঈক্ষণের কর্ম যথাভূত বস্তুই হইয়া থাকে; অর্থাৎ লোকে যাহা দেখে, তাহাই ঈক্ষণের কর্ম হইয়া থাকে।" অন্যত্রও ঈক্ষণ বা দর্শনের যথার্থ অর্থের উপলব্ধিও দৃষ্ট হয়। যথা—মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে (২।২।৮) কথিত হইয়াছে, "আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হয়েন।" (এস্থলে এই শ্রুতিবাক্য যে পরব্রহ্মপর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।) সুতরাং 'অপাণিপাদ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের বিগ্রহবত্তাদির কিরূপে বিরোধী হইতে পারে?

"ইহার দেবতা সর্বশক্তিযুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সর্বশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপভূত; এবং তাহাতে ব্রহ্মের শক্তি নিত্যরূপা, এই বিশেষ উপদেশদ্বারা ব্রহ্মে শক্তির নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। 'শাশ্বতাত্মা'-পদের

অতএব তস্য রূপস্য পরবিদ্বৈকব্যঙ্গ্যস্বপ্রকাশপরব্রহ্মত্বং—“যদা পশ্যঃ পশ্যত” ইত্যস্যান্তে তদ্দর্শন-মাত্রেণাশেষকর্মাবধূনন-পূর্বক-পরমসিদ্ধিপ্রাপ্তিলিঙ্গতো ব্যঞ্জিতম্ (মুঃ ৩।১।৩)—“তদা পুমান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যনেন।

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিশ্রুতি-সামান্যাৎ। তথা পরাপি শ্রুতিরাদিত্যপুরুষমধিকৃত্য সর্বপাপ্মাত্যয়কথনোত্তরমেব রূপং বর্ণয়ন্তী তস্য রূপস্য পাপ্মাপরপর্যায়মায়িকদোষরাহিত্যমেবাঙ্গীকরোতি। “এষআত্মাপহতপাপ্মা” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তজ্জ্ঞানিনামপি পাপ্মাত্যয়লিঙ্গাৎ কৈমুত্যেন চ তদেব দ্রঢ়য়তি—

“অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সুবর্ণস্তস্য কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ। উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ” ইতি। (ছাঃ উঃ ১।৬।৬-৭)

কিঞ্চ “নাসদাসীয়াখ্যে” (ঋক্ সং ১০ম ১২৯ সূঃ ১ মন্ত্রঃ) ব্রহ্মসূক্তে ব্রহ্মণি প্রাকৃতাতীতস্য প্রাণস্য সম্ভাবশ্রবণেন তত্তন্নিষেধবাক্যং “অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ” (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদিকং প্রাকৃতবিষয়-মেবেতি গম্যতে। যথা—

“ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেত।

দ্বারাও স্বরূপ-নিত্যত্ব নির্ধারিত হইয়াছে। তাই “বিবৃণুতে” (কঃ ১।২।২৩, মুঃ ৩।২।৩) এই কথাই বলা হইয়াছে, ‘কল্পয়তি’—এইরূপ বলা হয় নাই।

এই স্থলে শ্রুতিস্মৃতি সমূহের উদাহরণের মধ্যে “যত্র নান্যৎ পশ্যতি” (বৃঃ আঃ) অর্থাৎ যেখানে অন্য কিছুই দেখা যায় না, এই শ্রুতিটিও পূর্বপক্ষীয়গণ (অদ্বৈতবাদী) দ্বারা উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা প্রাকৃত রূপসদৃশ ব্রহ্মের কোন রূপ নাই—এইরূপ কুতর্ক উপস্থাপিত করেন। বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টতা এবং “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্র-ন্যায়ে শব্দের একমাত্র প্রামাণ্যহেতু উক্ত প্রকার কুতর্ক-বিশেষ পরিহৃত হইল। কেহ কেহ বলেন, যেমন অগ্নি যখন সূক্ষ্মরূপে পদার্থে লুক্কায়িত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা-হেতু অমূর্তৃতা; আর সেই অগ্নি যখন স্থূলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন তাহার মূর্তৃতা; ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রাগুক্ত যুক্তি সমূহের বলে এই অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-বাদও নিরস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মে অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-ভেদ একেবারেই নিষেধ-যোগ্য। এই হেতু (সবিশেষ-নির্বিশেষ-ভেদে) ব্রহ্মের রূপিত্ব ও অরূপিত্ব হয়, এ উক্তিও শাস্ত্রযুক্তি-বিরুদ্ধ। একাধিকারণত্ব-হেতু ব্রহ্মে এতাদৃশ সমুচ্চয় ব্যবস্থা (উভয় প্রকারের যুগপৎ সংযোগ ব্যবস্থা) সম্ভবপর নহে।

রূপিত্ব গ্রাহ্য, আবার অরূপিত্বও গ্রাহ্য। এইরূপ বিকল্পও সমীচীন নহে। বৈদিক ক্রিয়ায় যেমন অষ্টদোষ-দুষ্টত্বনিবন্ধন বিকল্প (বিবিধ কল্প) অসমীচীন, বস্তু বিষয়ে বিকল্পও তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম-সম্বন্ধে রূপিত্ব শ্রুতিই সর্বোপমর্দনে (নিরস্তীকরণে) সমর্থা। (বৈদিক কর্মের যে অষ্টদোষ কীর্তিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রে বিহিত আছে—“প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ব পরিত্যাগপ্রকল্পনা। প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকমষ্টদোষতা।”

এরূপ হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অরূপ শ্রুতির (যে শ্রুতি মন্ত্রে ব্রহ্মের অরূপত্ব স্থাপন করিয়াছে) গতি কি হইবে? রূপ-প্রতিপাদিকা এবং অরূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পর সঙ্ঘটনে দুর্বল অরূপশ্রুতি সমূহের পক্ষে সবল রূপ-শ্রুতিসমূহের অনুগমনই গতি। সেই অনুগমন কোন দৃশ্যমান রূপের অরূপত্বলক্ষণ-প্রসাধনই হইবে। যে ব্রহ্মরূপের কথা বলা হইল উহা প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; যেমন ভগসংজ্ঞক ষড়ৈশ্বর্য।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥"

(ঋক্ সং ১০ম ১২৯ সূঃ ২ মন্ত্রঃ)

অত্র স আনীদিতি প্রাণকর্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমেব প্রাণং সূচয়তি।

"এবং বা অরে মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) ইতি শ্রুত্যন্তরে চ তৎ সদ্ভাবস্তস্মিল্লক্ষ্যতে। তত্র "অবাতম্" ইতি বিশেষণাত্তু প্রাকৃতবাতত্বং নিষেধতীতি স্পষ্টমেব। ততস্তথাবিধ প্রাণত্বশ্রবণেন তৎসহচারিণঃ শ্রীবিগ্রহস্য সদ্ভাবস্তাদৃশভাবশ্চ গম্যত এব।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

ইতি (রামঃ উঃ ৭)

নৈবং ব্যাখ্যায়তে—"রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপং গদারিশঙ্খাব্জধরম্" ইতি (রামঃ উঃ ৩২) তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ পৃথক্‌শরীরধারিতারহিতস্য রূপকল্পনা অষ্টবিধপ্রতিমারচনং বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

স চ শ্রীবিগ্রহোঽনন্তরূপাত্মকো এব শ্রুত্যন্তরে তেষাং রূপাণামেতাবত্ত্বনিষেধাৎ। তথাহি—"মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ" (বৃঃ আঃ ৪।৩।১) ইত্যুপক্রম্যামূর্তরূপস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহারজনাদিরূপাণি দর্শয়িত্বা তদনন্তরম্—অথাত আদেশো নেতিনেতি" (বৃঃ আঃ ৪।৩।৬) ইত্যত্র সমাপ্ত্যর্থত্বাৎ ইয়ত্তাবাচকেন 'ইতি' শব্দেন প্রকৃতরূপস্য এতাবত্ত্বং নিষেধতি।

যখনই স্বরূপশক্তির প্রকাশমানত্ব-নিবন্ধন সেই 'রূপ' স্বপ্রকাশমাত্র হয়, তখন উহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপ বলা হয়। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইল যে, উক্ত রূপ স্থূলসূক্ষ্ম, ব্যক্ত-অব্যক্ত পদার্থসকল হইতে পৃথক্ লক্ষণবিশিষ্ট; ইহাই বৈষ্ণব বেদান্তিগণের অভিপ্রায়।

"প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২ ২৫) [এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যা কিয়ৎপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।] মাধ্বভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—অগ্ন্যাদি পদার্থের যেমন স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের বিশেষ আছে, ব্রহ্মে তাদৃশত্ব সম্ভবপর নহে। মাণ্ডবাশ্রুতি বলেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, ইনি স্থূল ও সূক্ষ্মের পর। এই নিমিত্ত ইঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। গরুড়পুরাণও বলেন, "পরমেশ্বরে স্থূল-সূক্ষ্মবিশেষ নাই, ইনি সর্বত্র ও সর্বরূপে একপ্রকার।" কূর্মপুরাণও বলেন, পরমেশ্বরের ব্যক্তাব্যক্ত ভাব নাই, যেহেতু এই জনার্দন সর্বত্রই ইঁহার অব্যক্তরূপে বর্তমান। যেহেতু ইঁহাতে ব্যক্তাব্যক্তভাব নাই, তদ্ধেতু ব্যক্তাব্যক্ত হইতে ইঁহার রূপ অতিরিক্ত। শ্রীভাগবতও (১০।৩।২৪) বলেন, "ইঁহাকে অব্যক্ত ও আদ্য বলা হয়।" এই সকল প্রমাণে যে অব্যক্তাখ্য পরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছেন, সেই অব্যক্ত রূপ বিগ্রহ যাঁহার তিনিই অব্যক্তরূপ, ইহাই কূর্মপুরাণ-বচনের অর্থ। ইহার পূর্ণ পরমতত্ত্বাকারকত্ব মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সপ্তচত্বারিংশ বাক্যে) বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই যে বহুব্রীহি সমাসযোগে অব্যক্তরূপের ব্যাখ্যা করা হইল, এখানে ঔপচারিকভাবেই ভেদ জানিতে হইবে।

অতএব এই রূপ কেবলমাত্র পরা বিদ্যাপ্রকাশ্য স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে" (মুঃ ৩।১।৩) এই শ্রুতির ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপের দর্শনমাত্রেই অশেষ কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্দ্বারাই এই রূপের পরব্রহ্মত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ফলশ্রুতি এই যে, "এই রূপ দর্শন করিলে উপাসক পুণ্য ও পাপ পরিহার করিয়া ব্যক্তাব্যক্ত সকল লক্ষণেরই অতীত হইয়া, পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।"

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" (মুণ্ডক ২.২।৮) অর্থাৎ কার্যকারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর

পুনঃ স্বয়মেব সা শ্রুতিঃ—"নহ্যেতস্মাৎ" ইতি "নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যত্রাদেশবাক্যমেব ব্যচষ্টাণা ততঃ পরমন্যদপি রূপবৃন্দমস্তীতি ব্রবীতি। "নহ্যেতস্মান্মূর্তলক্ষণাদ্রূপাদমূর্তলক্ষণং রূপম্" ইতি এতাবদেব বক্তব্যং কিন্তু নেতি নৈতাবৎ। যতোঽন্যদপি পরং রূপমস্তীত্যাদেশবাক্যার্থঃ ইত্যর্থঃ।

এবমাহ সূত্রকারঃ। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২)।

অত্র রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিপ্রেতে সতি মহারজনাদি-সদৃশরূপমলোকপ্রসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলপিতা স্যাৎ, সূত্রকারস্য চ এতাবত্ত্বমিতি সাংখ্যাত্মকভাবপ্রয়োগোঽসমীক্ষ্য-কারিতায়ৈ ভবেৎ। এতদ্রূপঞ্চ নিষেধতীত্যেব সূচয়িতুং কথঞ্চিদুক্তং স্যাদিতি।

শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বম্

অথ চতুশ্চত্বারিংশস্য বাক্যস্য ব্যাখ্যান্তে ইদং বিচার্যম্—যৎ যস্য তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপ্য-পরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে, তচ্চ যুক্তম্—অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, সর্বেষাং বিভুত্বাদি পরমশক্তীনামেকাশ্রয়ত্বাচ্চ। যথৈব হি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমধিকৃত্যোক্তজগৌ মূলেঽপি—যথা চ দহরাকাশসংজ্ঞস্য পরমেশ্বরস্য। তথাহি "দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (ছাঃ উঃ ৮।১।১) ইত্যুক্ত্বোচ্যতে। "যাবান্ বয়মাকাশস্তাবানে-ষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" (ছাঃ উঃ ৮।১।৩) ইতি।

হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতিটিতেও "যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই শেষ চরণে দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অপর একটি শ্রুতিতেও আদিত্যপুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, সকলপ্রকার পাপধ্বংসের ফলশ্রুতি উল্লেখপূর্বক সেই রূপের পাপরূপ মায়িক দোষরাহিত্য কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৮।১।৫) বলা হইয়াছে, "এই আত্মা পাপরহিত।"

এমন কি এই আত্মাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পর্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইরূপে কৈমুত্যন্যায় (কৈমুতিক ন্যায়) দ্বারা এই আত্মার রূপ যে অপ্রাকৃত, স্বয়ং আত্মাই—তাহা দৃঢ় করিয়া বলা হইতেছে—ছান্দোগ্যের উক্ত (১।৬।৬-৭) শ্রুতি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ,—এই আদিত্য মণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ আছেন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, তাঁহার কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত সকলই সুবর্ণ। তাঁহার পুণ্ডরীকসদৃশ অরুণবর্ণ লোচনদ্বয়। তাঁহার উৎ এই নাম। তিনি সকল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া উদিত হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। [**টিপ্পনী**—'কপ্যাসং' এই শব্দের বিকৃত অর্থে কপির আসন বানরের পুচ্ছভাগের সহিত ভগবানের চক্ষুর তুলনার কথা নিজগুরু যাদবপ্রকাশের মুখে শুনিয়া শ্রীল রামানুজ আচার্যপাদের উষ্ণ অশ্রুবিন্দু গুরু যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলে গুরু তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রকৃত অর্থ বলিলে গুরু তাঁহাকে শত্রুতুল্য বিচার করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অন্য শিষ্যগণের সহিত ষড়যন্ত্র পূর্বক সকলে তীর্থ স্নানের ছলে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিলেন। রামানুজ পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়া আত্মগোপনপূর্বক আত্মরক্ষা করেন। পরে যাদবপ্রকাশ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রামানুজাচার্যপাদের শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন।]

ঋগ্বেদের ১০ম (দশম) মণ্ডলে ১২৯ সূঃ ১ মন্ত্রে 'নাসদাসীদাথ্য' ব্রহ্মসূক্তে জানা যায় যে, ব্রহ্মে প্রাকৃতের অতীত সদ্ভাব বা বিশেষ সত্তা আছে, শ্রবণ করা যায়। অতএব মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।২) আছে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" অর্থাৎ তিনি প্রাণশূন্য, মনশূন্য, শ্রেষ্ঠ অক্ষর তত্ত্ব হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তদপেক্ষাও তিনি শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি সেই সেই নিষেধ বাক্যসমূহ প্রাকৃত বিষয়নিষেধপরই বুঝা যাইতেছে।

দৃষ্টান্তশ্চায়মিষুবদগচ্ছতি সবিতেতিবদত্যন্তং মহত্ত্বমেব নির্দিশতি বাক্যান্তরাণি চ।—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি "উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি ; "সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি" (ছাঃ ৭।১২।১) ইতি ; যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বন্তদস্মিন্ সমাহিতম্" (ছাঃ ৮।১ ৩) ইতি চ।

অত্র যাবতা হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্বর্তিত্বম্ তাবতা এব সর্বব্যাপকত্বমচিন্ত্যশক্তিং বিনা ন সম্ভবতি। নহি ঘটবর্ত্যাকাশো যাবান্ তাবত্যেব চন্দ্রসূর্যদ্যাধারত্বং যুজ্যত ইতি। ন চ হৃৎপুণ্ডরীকে ব্রহ্মণঃ প্রতি-বিম্বত্বাৎ সর্বসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। বিভোঃ পরিচ্ছিন্নোপাধৌ সামস্ত্যেন প্রতিবিম্বত্বমদৃষ্টচরম্।

নহি ঘটাদাবাকাশঃ সামস্ত্যেন প্রতিবিম্বত্বমাপদ্যেতেতি। তস্মাদচিন্ত্যৈব শক্তির্যোগমায়াখ্যা তত্রাভ্যুপগমনীয়া। এবমেবৈকৈত্রব্রহ্মসূত্রেষু বৈশ্বানরাখ্যস্য প্রাদেশমাত্রত্বেন শ্রুতস্য পরমপুরুষস্য বিচারে সিদ্ধান্তিতম্। "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৩২) যথা সম্পত্তিরচিন্ত্যৈশ্বর্যং শ্রুতিশ্চ তথা দর্শয়তি—

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" (ছাঃ উঃ ৫।১৮ ১) ইতি। মিতত্বেন সর্বতো বিগতমানত্বেন চ দর্শনাৎ। তত্রৈব প্রাদেশমাত্রে তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ (ছাঃ উঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদিনা ত্রৈলোক্যসমাবেশনাচ্চেতি।

প্রাকৃত প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে—তখন মৃত্যু ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না, প্রাণকর্মোপাদান উৎপত্তির পূর্বেও অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত প্রাণবায়ু ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। [**টিপ্পনী**—এই মন্ত্রে যে 'প্রকেত' পদ আছে, তাহার অর্থ প্রজ্ঞান। সায়ণাচার্য স্বধা পদের অর্থ করিয়াছেন—"স্বধয়া স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়ত আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধা।" আনীৎ ক্রিয়াপদ অদাদিগণীয় ; প্রাণনার্থ অন্ ধাতুর উত্তর লুঙ্ বা লঙ্ প্রত্যয় করিয়া আনীৎ পদ সাধিত হয়। সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন,—"তৎ সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমানীৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ। শুদ্ধ ইতি তস্য প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ। তত্রাহ আনীদবাতম্। আনীদিত্যত্র ধাত্বর্থক্রিয়া তৎকর্তা তস্য চ ভূতকাল সম্বন্ধ ইতি ত্রয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে।"]

এই মন্ত্রে আনীৎ পদ আছে ; তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণকর্মোপাদনের পূর্বেও সৎস্বরূপ প্রাণ বর্তমান ছিল। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) "ইহা মহাভূতের নিশ্বসিত।" এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ আছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রাণবায়ুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে যে 'অবাত' পদ আছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃত বাতের নিষেধই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎসহচারী শ্রীবিগ্রহের সদ্ভাব এবং তাঁহার তাদৃশ ভাব অবশ্যই স্বীকার্য।

রাম-পূর্বতাপন্যুপনিষদে (১।৭) লিখিত আছে—"অদ্বিতীয় চিন্ময় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসক-গণের কার্যার্থই হইয়া থাকে।" ইহাও পূর্ববৎ ব্যাখ্যেয়। যেহেতু উক্ত উপনিষদে (৫৮) ইহাও অতঃপরে লিখিত হইয়াছে—"সচ্চিদানন্দরূপ শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীরামের বন্দনা করি।"

পৃথক্ শরীরধারিত্ব-রহিত শ্রীভগবানের ('দেহ-দেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দেহদেহী ভেদ নাই সুতরাং তাঁহার পৃথক্ শরীর নাই) যেরূপ কল্পনা, সেই কল্পনা অষ্টবিধ প্রতিমাত্মিকা (শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, লেপ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ি এই অষ্টবিধ প্রতিমা)।

অত্র শ্রীবিগ্রহপ্রসঙ্গে সূত্রচতুষ্টয়স্য মাধ্বভাষ্যে যথা—

১। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪) ইতি। অস্য সূত্রস্য ভাষ্যং যথা—"প্রকৃত্যাদিপ্রবর্তকত্বেন তত্তত্তমত্বান্নৈব রূপবদ্‌ব্রহ্ম—হিশব্দাৎ, "অস্থূলমনণু" (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ।

"ভৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভ্যোঽসৌ পরো যতঃ। অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ স তদব্যক্ততঃ পরঃ॥"

ইতি চ মাৎস্যে।

২। "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৫) ইতি।

ভাষ্যম্—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" (মুঃ ৩।১।৩), "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৩।১) "সুবর্ণজ্যোতিঃ" (তৈঃ উঃ ৩।১০।৬) ইত্যাদিশ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। যথা চক্ষুরাদি-প্রকাশে বিদ্যমানেঽপি বৈলক্ষণ্যাদপ্রকাশত্বাদিব্যবহারঃ।"

৩। "আহ চ তন্মাত্রম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৬) ইতি।

ভাষ্যম্—"বৈলক্ষণ্যং চোচ্যতে"—রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বমৈকাত্ম্যপ্রত্যয়সারমিতি।

"আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্।

তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"—(কঠ ২।২।১৩; শ্বেতাশ্ব ৬।১২) ইতি চতুর্বেদশিখায়াম্।

[**টিপ্পনী**—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।১১) ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে স্তোত্রে বলিয়াছেন—"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎ-সরোজ, আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"—অর্থাৎ 'ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! হে নাথ! তুমি জীবের শ্রুতেক্ষিত পথস্বরূপ অর্থাৎ (শ্রীগুরুমুখে) শ্রুত হইয়া ঈক্ষিত-তত্ত্ববিশেষ, ভক্তিযোগ-পরিভাবিত (পরিমার্জিত) হৃৎপদ্মে তোমার উদয় হইয়া থাকে। হৃদয়ে স্ববুদ্ধিদ্বারা হে উরুগায়, (মহাযশা) ভক্তগণ তোমার যে যে রূপ ভাবনা করেন তুমি সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সেই সেই বপুতে প্রকাশ পাও।]

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত রূপাত্মক। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে ভগবানের রূপসমূহের এতাবত্ত্ব অর্থাৎ এই পর্যন্তই এইরূপ ইয়ত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৩।১ মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—"ব্রহ্মের দুইটি রূপ,—মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত সাবয়ব, অমূর্ত নিরবয়ব। তন্মধ্যে মূর্তরূপ বিনাশশীল, অমূর্ত চিরস্থায়ী। মূর্তরূপ পরিচ্ছিন্ন ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট। অমূর্তরূপ ব্যাপক ও অনুদ্ভূত। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি অপর ভূতত্রয় মূর্ত। যাহা মূর্ত, তাহা বিনাশশীল, তাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নির্দেশযোগ্য রূপবিশিষ্ট।

এক্ষণে কারণাত্মক পুরুষের রূপ উক্ত হইতেছে। সেই পুরুষের অঙ্গকান্তি হরিদ্রারঞ্জিত বসনের ন্যায় পীত, রোমজ বসনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামক কীট বিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি। অনন্তর পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে। ইহা নয়, ইহা নয় এই প্রকার করিয়া শ্রুতি ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্বনিষেধের যাহা অবধি, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নেতি' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন, কেবল এখান হইতেই নির্দেশের পরিসমাপ্তি, তাহা নহে; ইহা হইতেও অন্য পরম রূপবৃন্দ আছে, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য। এই মূর্ত লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত লক্ষণরূপ সম্ভবপর নহে। তবে কি না, ইহা হইতেও অন্য পরমরূপ আছে, ইহাই আদেশ বাক্যের ফলিতার্থ।

৪। "দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্যতে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৭) ইতি।

ভাষ্যম্—"দর্শয়তি চানন্দস্বরূপত্বম্"—"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিভাতি" (মুঃ উঃ ২।২।৭) ইতি শ্রুতিঃ।

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্। চিন্তয়ীত যতির্নিত্যং জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ"॥ ইতি মাৎস্যে।

অত্র "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" ইতি ভেদনির্দেশশ্চ শ্রূয়তে। তথা মাধ্বভাষ্যে (২।২।৪১) এবোদাহৃতম্। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—

"সন্দেহঃ সুখগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ। জ্ঞানজ্ঞানঃ সুখী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমাক্ষরঃ॥" ইতি।

শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবং বদন্তি—"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২০) ইতি। অত্র ভাষ্যম্—"পরস্যৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকানতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি। তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যানিরবদ্যনিরতিশয়ৌজ্জ্বল্যসৌন্দর্যসৌগন্ধ-সৌকুমার্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত-গুণনিধিং দিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমস্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতিপত্ত্যনুরূপসংস্থানং করোত্যপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্যজলনিধি-নিরস্তাখিল-হেয়গন্ধোঽপহতপাপ্মা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি।"

বেদান্তসূত্রকার ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২ সূত্রে মূর্তামূর্ত রূপসমূহের সীমা প্রতিষেধ করিয়াছেন। [**টিপ্পনী**—শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—(কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার) "আচ্ছা! পরমাত্মার ন্যায় জীব চেতন। এইরূপ হইতে পারে না। জীব চেতনাভাসমাত্র। বৃহদারণ্যকে "দ্বে বাব" (বৃঃ আঃ ২।৩।১) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ইতর বস্তুর নিষেধ করা হইয়াছে। এখানে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মের দুইরূপ, মূর্ত এবং অমূর্ত। এই উভয় মূর্তিই যথাক্রমে ভূতময় এবং ইচ্ছাময়। পুরুষের এই মূর্তি হরিদ্রা বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ-কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখাবর্ণ, পুণ্ডরীকবর্ণ, ঘনবিদ্যুদ্বর্ণ। উঁহার শ্রী নানা প্রকার। যিনি উঁহাকে অবগত হন তিনি নিরতিশয় কল্যাণ লাভ করেন। পুনরায় পুরুষ-শব্দদ্বারা কথিত উহার মহাদিব্যত্ব হরিদ্রাদিরূপসমূহকে দেখাইয়া পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "ন হ্যেতস্মাদিতি" "নেত্যন্যৎ পরমস্তি" "অথনামধেয়ং সত্যস্য সত্যং" "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যমিতি।" ইহার অর্থ—সপ্রপঞ্চ মূর্ত-অমূর্তাদিরূপ নিরূপণের অনন্তর যাহার দ্বারা উহার পরিজ্ঞান হইতে অধিক অন্য শ্রেয় নাই এই জন্য "নেতি নেতি" শব্দের আদেশ। "নেতি নেতি" দ্বারা যাহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্রহ্মই বোধের বিষয় হয়। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নাই। এই জন্য ব্রহ্মকে সত্যের সত্য বলা হইয়াছে। (ভাঃ ১০।২।২৬) এখানে ভূতরাশি তথা বাসনারাশি অথবা জড় চেতন এই দুই পদার্থ হইতে অন্যতর পদার্থের নিষেধের জন্য উহা হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই—এইরূপ দুইবার বলা হইয়াছে। নাই ইত্যাদির দ্বারা আদেশের অর্থ বলিতেছেন, ব্রহ্ম হইতে অন্য কেহই নাই। এই জন্য "নেতীতি" বলিতেছেন। আচ্ছা! প্রপঞ্চকের ন্যায় ব্রহ্ম নয় কি? এই কারণে নেতি বলা হয়। কেন না ব্রহ্মপদার্থ প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্)। সমস্ত ব্রহ্মের অধিভূত সৎ-মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ। "ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তু নাই! এই বচনদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তথা উহার সমানই চেতন জীব—এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্ত নয়। পরন্তু ব্রহ্মই অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত। তথাপি যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে যে পৃথক্ শুনা যায় তাহা কেবল অণুত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্মের কারণভেদমাত্র। ঘটাকাশ

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১); "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ" (ছাঃ উঃ ৬।২।১); "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"; (ঐতঃ ১।১।১) "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ"; (মহোপঃ ১।১) ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২ ১।৩) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃঃ আঃ ৫।৯।২৮] ইত্যাদিষ্বেবম্ভূতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে। "নির্গুণং" (আত্মোপনিষৎ) "নিরঞ্জনম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৯) "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"—(ছাঃ উঃ ৮।৭।১)।

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (শ্বেঃ ৬।৮)
"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।"
"স কারণং করণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥" (শ্বেঃ ৬।৭,৯)
"সর্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" (শ্বেঃ ৩।৮)
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" (শ্বেঃ ৩।৯)

"সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [তৈঃ নারাঃ ১ অং] ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকর্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি। তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যনুগুণাকারং দেবমনুষ্যাদিসংস্থানং

এবং মহাকাশের অল্পত্ব এবং মহত্ত্ব প্রভৃতি ভেদের ন্যায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ কল্পিত।"—এই প্রকার আশঙ্কার নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন—

উক্ত শ্রুতির দ্বারা একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থাপনার সঙ্গে ব্রহ্মেতর পদার্থের নিষেধ করা হয় নাই। কিন্তু প্রথমে উঁহার কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণন করিয়া উঁহার সীমার নিষেধ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের যে মূর্ত-অমূর্ত দুইরূপ করিয়াছেন, 'দুই' এই সংখ্যার দ্বারাই উঁহার সীমা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এখনে প্রকৃত রূপের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। প্রতিষেধের পরেও পুনরায় প্রচুর রূপদ্বারা উহার সত্য নামাদি রূপ বলা হইয়াছে। অতএব ঐ শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই প্রকার জানিতে হইবে—কি মূর্ত প্রভৃতি রূপের নিরূপণের পরেও অপরিমেয় ব্রহ্মরূপের ব্যাখ্যানার্থ নেতি নেতি বাক্য। ইতি শব্দের অর্থ সমাপ্তি। 'ইতি ন' অর্থাৎ পূর্বোক্ত মূর্তাদি লক্ষণ নিরূপণের পশ্চাৎ রূপের ইয়ত্তার নিষেধ করিবার জন্যই "নেতি" শব্দের প্রয়োগ। মূর্তাদি লক্ষণের অতিরিক্ত ব্রহ্মের নামাদি লক্ষণেরও ইয়ত্তা নাই। এই অর্থের "নহ্যেতস্মাৎ" ইত্যাদি দ্বারা শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। মূর্তাদিলক্ষণ এই রূপের দ্বারা অন্য সত্য নামাদি রূপের ইয়ত্তা—এইরূপ বলা যায় না। রূপান্তরের উপলক্ষণ দ্বারা ইহাকে অনিয়ত জানিতে হইবে। ইহার পর নামধেয় শব্দের দিক্‌প্রদর্শনের জন্য বুঝিতে হইবে।

"সত্যস্য সত্য" "যে নাম উহা ব্রহ্মের স্বরূপ।" উহার নিরুক্তি বা (নিঃশেষে কথিত) প্রাণই সত্য। প্রাণ শব্দদ্বারা প্রাণীসমূহকে বুঝা যায়। রূপ শব্দ হইতে বিশেষের বোধ হয়। এখানে প্রাকৃত অপ্রাকৃত অনন্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়। ব্রহ্মেতর বস্তুর প্রতিষেধ নাই। মূর্তামূর্ত রূপই প্রাকৃত। হরিদ্রাবর্ণাদিক অপ্রাকৃত। প্রাণ-শব্দিত জীব সত্য-শব্দবাচ্য। কেন না, আকাশাদির ন্যায় জীবের স্বরূপে অন্যথাভাব নাই। তথাপি উহা হইতে ব্রহ্মের অতি সত্যত্ব স্বীকার করা যায়। জীবের ন্যায় জ্ঞানের সংকোচ বিকাশরূপ পরিণাম ব্রহ্মে নাই। জীব নিত্য চৈতন্যাত্মক। উহা হইতে বিলক্ষণ অনন্ত কল্যাণ-গুণবান্ পরমাত্মা। অতএব উঁহাকে ভক্তি করা উচিত।]

করোতি স্বেচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকো ভগবান্। তদিদমাহ শ্রুতিঃ,—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (পুরুষ সূঃ) ইতি। স্মৃতিশ্চ,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্" (গীতা ৪।৬) ইতি। "পরিত্রাণায় সাধূনাম্" (গীতা ৪।৮) ইত্যাদি "সাধবো হ্যুপাসকাঃ"। তৎপরিত্রাণমেবোদ্দেশ্যম্, আনুষঙ্গিকস্তু দুষ্কৃতাং বিনাশঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ তদুৎপত্তেঃ। "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়" [গীতা ৪।৬] ইত্যাদি। "প্রকৃতিং স্বাম্" ইতি প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। স্বমেব স্বভাবমাস্থায়, ন সংসারিণং স্বভাবমিত্যর্থঃ।

"আত্মমায়য়েতি" [গীতা ৪।৬] স্বসঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" [বেদনির্ঘণ্টৌ ধর্মবর্গে ২২ শ্লোকঃ] ইতি জ্ঞানপর্যায়মপি মায়াশব্দং নৈর্ঘণ্টুকা অধীয়তে।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ।

"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নাপুর্যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ॥"

"সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর। দেবতির্যঙ্‌ মনুষ্যাখ্যাচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া॥"

"জগতামুপকারায় ন সা কর্মনিমিত্তজা।" [বিঃ ৬।৭।৭০] ইতি।

মহাভারতে উদ্যোগপর্বণি চাবতাররূপস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে,—

"ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইতি।

"অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণ এবং রূপ-রূপবত্ত্বাদয়মপি তস্যৈব ধর্মঃ" [শ্রীভাষ্য ১।১।২০] ইতি।

স্বরূপমাত্রের নিষেধই যদি শ্রুতির তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে হরিদ্রাবর্ণাদিকে অলৌকিক রূপের স্বয়ং স্বীকার তথা উপদেশ করিয়া এবং পুনরায় উহার নিষেধ করা শ্রুতির পক্ষে উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় হইত এবং সূত্রকারও "এতাবত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া অসমীক্ষ্যকারিতা দোষে দূষিত হইয়া যান। অন্যথা তিনি 'এই রূপের প্রতিষেধ করা হইতেছে।'—এইরূপভাবে একটি সূত্র করিতেন। অতএব যে প্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত ও উত্তম।]

(শ্রীজীবপাদ একই প্রকার ভাষায় সমান ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা,—) মূর্তামূর্ত রূপসমূহের সীমা প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃতাতীত অপররূপের বিষয় উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি পুনর্বার বলিয়াছেন। অর্থাৎ "নেতি নেতি" দ্বারা প্রাকৃত রূপের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, আবার "অন্যৎ পরমস্তি" এই আদেশ বাক্যদ্বারা অন্য পরম রূপের বিষয় বলা হইয়াছে।

এ স্থলে রূপমাত্রের নিষেধই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মহারজনাদি (কাঞ্চনাদি) সদৃশ, লোকাতীতরূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া আবার উহার নিষেধ করা শ্রুতির পক্ষে উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় হইত; "এতাবত্ত্ব" পদ প্রয়োগদ্বারা সূত্রকার যে সংখ্যাত্মক ভাবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অসমীক্ষ্যকারিতারই (অবিমৃষ্য-কারিতারই) পরিচয়স্বরূপ হইয়া পড়িত। "এই রূপেরও নিষেধ করা হইল।"—ইহারই সূচনা করিবার জন্য সূত্রকার কিছু বলিতেন, কিন্তু তাহা বলেন নাই। অতএব ঐ ব্যাখ্যাই যথার্থ।

শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্ব

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের চতুশ্চত্বারিংশ বাক্যের "তমিমমহমজ"মিত্যাদি পদ্যব্যাখ্যার অন্তে বিচার্য এই যে, সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার যে অপরিচ্ছিন্নত্বসম্বন্ধে উক্তি শুনা যায়, তদীয় অচিন্ত্য-শক্তি নিবন্ধন এবং তদীয় সর্ব-বিভূত্বাদি পরমশক্তিসমূহের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এতন্নিবন্ধন; তাই উহা যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৪৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে শ্রীভাগবতীয় একটি পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—"কেচিৎ স্বদেহান্তঃহৃদয়াকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" (ভাঃ ২।২।৮) এই পদ্যটি ভগবদ্বিগ্রহসম্বন্ধেই উদ্গীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহরাকাশ-সংজ্ঞক

তত্র তৈরপি বিশ্বরূপাদ্বৈলক্ষণ্যবত্ত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গধর্মত্বেন স্বরূপাতরঙ্গধর্মাণাং তত্তদবয়বসন্নিবেশানাং স্বরূপমেব ধর্মি ভবেদিত্যেবং তদেবাবয়বী দেহ ইত্যাগতত্বেন, যুগপদপি সমস্তশক্তিপ্রাদুর্ভাব-কর্তৃত্বেন চ স্বরূপত্বমেবাঙ্গীকৃতং,—পূর্ণত্বঞ্চ।

তাশ্চ শক্তয়ো নিজেচ্ছাত্মকস্বাভাবিকশক্তিময্য ইতি তাসামপি তদ্রূপত্বং ধ্বনিতম্।

অতঃ কর্তৃত্বমপ্যত্র প্রাদুর্ভাবয়িতৃত্বমেব নতু কল্পয়িতৃত্বমিতি। তথা "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।২) ইত্যপি। ত ইদমাহুঃ,—'মনোময়ঃ'—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহ্যঃ; 'প্রাণশরীরঃ'—ইতি জগতি সর্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ। 'ভারূপঃ' ভাস্বরূপঃ,—অপ্রাকৃতস্বাসাধারণ-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। 'আকাশাত্মা',—আকাশবৎ সূক্ষ্মস্বচ্ছরূপঃ,—সকলেতরকারণস্যাত্মভূত ইতি আকাশাত্মা,—স্বয়ঞ্চ প্রকাশতেঽন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বাকাশাত্মা। এবং 'সর্বকর্মা',—ক্রিয়তে ইতি কর্ম,—সর্বং জগদস্য কর্ম সর্বা বা ক্রিয়া যস্যাসৌ সর্বকর্মা। "সর্বকামঃ",—কাম্যন্ত ইতি কামা ভোগ্যভোগোপকরণাদয়স্তে পরিশুদ্ধাঃ সর্ববিধাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ।

'সর্বগন্ধঃ' 'সর্বরসঃ',—"অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধাদিনিষেধাদপ্রাকৃতস্বাসাধারণা নিরবদ্যা নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ সর্ববিধা গন্ধরসাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্বমিদমভ্যাত্ত উক্তমিদং

পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—'হৃদয়পদ্মরূপ-গৃহ—এই হৃদাকাশই—দহর' (ছাঃ ৮।১।১)। অতঃপর বলা হইয়াছে—"এই ভূতাকাশের যেরূপ পরিমাণ, এই হৃদয়াকাশেরও তাবৎ পরিমাণ।" (ছাঃ ৮।১।৩)। এই দৃষ্টান্তটি সবিতা বাণের ন্যায় গমন করেন—এইরূপ উক্তির ন্যায় ব্রহ্মের অত্যন্ত মহত্ত্বই নির্দেশ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও কতকগুলি উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য। যথা,—"ইনি পৃথিবী হইতে মহান্, অন্তরীক্ষ হইতে মহান্।" (ছাঃ ৩।১৪।৩) "এই অন্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহ সংসারে ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।" (ছাঃ ৮।১।৩)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, হৃৎপুণ্ডরীকান্তর্বর্তিত্বেরও যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ—অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্যাধার আকাশের তাবৎ পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নিবন্ধনও উঁহাতে সর্বসমাবেশ সম্ভবপর নহে। কেন না পরিচ্ছিন্ন উপাধিবিশিষ্ট পদার্থের সমগ্রভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টতর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্রভাবে আকাশ প্রতিবিম্ব হয় না। অতএব শ্রুতির এইরূপ স্থানের সুব্যাখ্যানের নিমিত্ত যোগমায়ানাম্নী অচিন্ত্যশক্তির অভ্যুপগম অবশ্যই করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানরাখ্য পরম পুরুষের বিচারে একশ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি ব্রহ্মসূত্র এই—"সম্পত্তিবশতঃ এইরূপ ঘটে, জৈমিনীও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৩২)। এস্থলে সম্পত্তি শব্দের অর্থ অবিচিন্ত্যৈশ্বর্য।

[**টিপ্পনী**—এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"জৈমিনি ঋষি বলিতেছেন—বিভু পরমাত্মার প্রাদেশমাত্রত্ব উঁহার অচিন্ত্যশক্তিরূপ ঐশ্বর্যের প্রভাব হইতে জানিতে হইবে। উক্ত শক্তি ঔপাধিক নয়। পরমাত্মা বিভু হইলেও পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ উঁহাতে আছে। গোবিন্দেরই একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রুতি এই প্রকার বারংবার বলিয়াছেন। উহাতে সর্বধর্ম-জ্ঞানত্ব থাকিলেও মূর্ত, এক হইলেও তিনি বহু।]

পর্যন্তং সর্বমিদং বল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্। 'অভ্যাত্তঃ' ইতি "ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ" ইতিবৎ কর্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ। অবাকী বাগুক্তিঃ সাস্য নাস্তীত্যবাকী। কুতঃ? ইত্যাহ—'অনাদরঃ' ইতি। অবাপ্তসমস্ত-কামত্বেনাদর্তব্যাভাবাদাদররহিতঃ। অতএবাবাকী অজল্পাক ইতি।

অত্র প্রাণশরীর ইতি প্রাণবদুপাসকানাং পরমশ্রেষ্ঠশরীর ইত্যর্থ ইত্যপি। তথা প্রাণযুতি সর্বমিতি প্রাণং পরং ব্রহ্মৈব শরীরং যস্য স ইত্যর্থ ইত্যপি চ ব্যাখ্যানং ঘটতে।

"ওঁ নমস্তে" ইত্যাদি দেবাঃ শ্রীহরিম্ (ভাঃ ৬।৯।৩৩) ইত্যত্র তস্য হরিত্বং, "গ্রাহাৎ প্রপন্নম্" (ভাঃ ১১।৪।১৮) ইত্যাদৌ মুক্তাফলব্যাখ্যানুসৃতৈকাদশস্কন্ধবাক্যস্বারস্যাল্লভ্যতে। অতএবাত্রাপি "অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ" (ভাঃ ৬।৯।৪৬) ইত্যত্র হরিশব্দেনৈবোক্ত ইত্যসাবিতি।

পৃথিবীত্যাদি (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) অত্র "যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ" ইত্যাদিপদ্য এবং বিবেচনীয়ম্।

ব্রহ্মণো বিশেষাতিরিক্তত্বম্

যদ্যপি শ্রীরামানুজীয়ৈর্নির্বিশেষং ব্রহ্ম ন মন্যতে, তথাপি সবিশেষং মন্যমানৈর্বিশেষাতিরিক্তং মন্তব্যমেব। তচ্চ ব্রহ্মশব্দেনোক্তং বিশিষ্টব্রহ্মণো গুণভূতমিতি "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ উঃ ২।১) ইত্যত্র সহশব্দবলেন তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। তচ্চাগ্রে মূল এব বিবেচনীয়ম্।

অথাষ্টনবতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈঃ উঃ ২।১)

ছান্দোগ্য (৫।১৮।১) শ্রুতি বলিতেছেন—"যিনি এই প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন" ইত্যাদি। এখানে পরিমিত হইলেও তাঁহাকে অপরিমিত বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপরেই উক্ত শ্রুতিতে (৫।১৮।১) "প্রাদেশমাত্রে ঐ বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা শির, বিশ্ব চক্ষু" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঐ প্রাদেশ মাত্র-পরিমিত পুরুষে ত্রৈলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধে চারিটি ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া মাধ্বভাষ্যে যে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির প্রবর্তক, সুতরাং তাহাদের হইতেও উত্তম (সূক্ষ্ম); অতএব ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট নহেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন— তিনি স্থূল নহেন, অণুও নহেন, (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮)। মৎস্য পুরাণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন— ইহ জগতে এই সকল রূপ ভৌতিক, কিন্তু ব্রহ্ম ভূত সমস্ত হইতে পৃথক্ ও সূক্ষ্ম, এই জন্য ইনি রূপবিবর্জিত, সেই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের মধ্যে আর শ্রেষ্ঠ কি আছে। [এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, যথা:—"এখানে ভগবানের আত্মবিগ্রহত্বের প্রতিপাদন করা যাইতেছে। আত্মাই ভগবানের একমাত্র নিত্য বিগ্রহ ইহাই তাৎপর্যার্থ। বিগ্রহ যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে আত্মা অবশ্য ঐ বিগ্রহে বিশেষণরূপ। এই আত্মবিশিষ্ট বিগ্রহে ভক্তিই বিশেষণীভূত অর্থাৎ গৌণ। কিন্তু এইরূপ ত' নয়। কেন না, তাঁহার বিগ্রহ ও রূপের প্রধানতা অনুভব হয়।

রূপ বিগ্রহবিশিষ্ট, ব্রহ্ম তদ্বিশিষ্ট নয়, অরূপবৎ ইহাই বলা হইতেছে, তাহাই বিগ্রহ—ইহাই ভাবার্থ। যুক্তি নিরাসের জন্যই 'এব' শব্দ। ইহার কারণ কি? উত্তর তাহাই। যেহেতু সেইরূপই প্রধান আত্মা। উহা বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব তথা ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে বিশিষ্ট ধর্মী আত্মা। অতএব আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মবিগ্রহ হইতেপৃথক্ নয়।]

২। "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৫)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" অর্থাৎ "যখন বিবেকনিরত ব্যক্তি স্বর্ণবর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন" (মুণ্ডক ৩।১।৩)। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৩।১)।

ইত্যাদিকা শ্রুতিবিবৃত্য ব্যাখ্যায়তে। যথা "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" (তৈঃ ২।২)। "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" (তৈঃ ২।৩)। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" (তৈঃ ২।৪)। "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। (তৈঃ ২।৫)

অয়মর্থঃ। 'স বা' শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা। এষ মৃজ্জলাগ্নিপিণ্ডলক্ষণঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসপ্রাচুর্যবান্। যদ্বা, অন্নরসো নামান্নবিকারস্তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্বোঽপি তদ্বিকারো গৃহ্যতে।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শবল। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে শবল অর্থাৎ স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারভাবকে আশ্রয় করি। (এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্যামসুন্দরকে আশ্রয় করি)। "সুবর্ণজ্যোতিঃ" (তৈঃ ৩।১০।৬)। বিলক্ষণরূপ নিবন্ধন এই সকল শ্রুতির বৈয়র্থ্যাশঙ্কা নাই। চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের করণাদির প্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও উহাদের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন যেমন অপ্রকাশত্বাদি ব্যবহার ঘটে, এই সকল শ্রুতির তদ্রূপ বৈয়র্থ্যাশঙ্কা নাই, ইহাই ফলিতার্থ। [**টিপ্পনী**—এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—"জ্ঞানানন্দরূপ পরমাত্মবস্তুর চিন্তনের দ্বারা বিরুদ্ধ দুঃখরূপিণী জড় প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়। অতএব সূত্রকার তাদৃশ ব্রহ্মে বিগ্রহত্ব কি-প্রকার স্বীকার করেন—এই প্রকার সংশয়ের উত্তরে সূত্র বলিতেছেন।—'প্রকাশবিশিষ্ট সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব ব্যর্থ হয় না।' শঙ্কা নিরাশের জন্য 'চ' শব্দ। সপ্তম্যন্ত প্রকাশ শব্দের (প্রকাশে) উত্তর 'ইব' অর্থাৎ মত বা ন্যায় এই অর্থে 'বতি' (বৎ প্রত্যয়) প্রত্যয় করিয়া প্রকাশবৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যে প্রকার প্রকাশস্বরূপ সূর্যে ধ্যানার্থ বিগ্রহ সঙ্গত হয়, ঠিক সেই প্রকার জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে ধ্যানের নিমিত্ত বিগ্রহ স্বীকার করা সঙ্গত। বিগ্রহ ব্যতীত ধ্যান অসম্ভব। কেন না বিগ্রহই ধ্যানের কারণ। 'বিরহিণী স্বীয় কান্তের ধ্যান করে' ইত্যাদি স্থলে ধ্যান বিগ্রহ-বিষয়েই দেখা যায়।]

৩। "আহ চ তন্মাত্রম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩.২।১৬)। ইহার ভাষ্য-বৈলক্ষণ্যও বলা হইতেছে,—শ্রীভগবদ্রূপ—বিজ্ঞানানন্দ মাত্র; সুতরাং একাত্ম প্রত্যয়ের সার। (অর্থাৎ শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্রূপ সুতরাং রূপ ও রূপী একই)। শ্রুতিও বলিতেছেন—'ইনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান; এইরূপে যে সকল ধীর আত্মস্থ তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়, অপরের নহে' (কঠ ও শ্বেতাশ্বতর ৬।১২)।

[**টিপ্পনী**—এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, যথা—"ধ্যানের জন্য বিগ্রহ স্বীকার করা মিথ্যা কল্পনা নয়। যেহেতু উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। অতএব বিগ্রহ সত্য। গোপালতাপনী শ্রুতিতে শুনা যায় যে—'ব্রহ্ম সৎপুণ্ডরীকনয়ন, নবীননীরদশ্যাম, বিদ্যুদ্বসন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালাধারী।' এখানে পুণ্ডরীকাক্ষত্ব ইত্যাদি ধর্মযুক্ত বিগ্রহই ঈশ্বর, ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। স্মৃতিতে বলা

ততশ্চ জলবিকারাদিভিরীষন্মিশ্রত্বাত্তৎপ্রচুরঃ কৈবল্যাভাবেনাংশস্যৈবান্নরসবিকারত্বে সতি অংশিনস্তদ্বিকারত্ববিবক্ষানর্হত্বাৎ প্রাণময়াদাবপি শুদ্ধবায়ুবিগ্রহাদীনাং রূপান্তরপ্রাপ্ত্যদর্শনাৎ পৃথিব্যভিমানি-দেবতাদিলক্ষণতঃ পুচ্ছাদীনাং তদ্বিকারত্বাভাবাৎ, "বিকারশব্দাৎ" (ব্রঃ ১।১।১৩) ইত্যাদৌ সূত্রকারাণাম-স্বারস্যাৎ, "নদ্বাচশ্ছন্দসি" ইতি নিষেধাচ্চ নতু তদ্বিকার ইতি। ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ নতুত্তরোত্তর-ত্রেবাত্রাপি কল্পনাময়ম্।

হইয়াছে—ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ নাই। এখানে (জগতে) দেহ হইতে ভিন্ন দেহী—এই প্রকারের ভেদ ঈশ্বর-বস্তুতে নাই। পরন্তু দেহই দেহী—ইহাই পাওয়া যাইতেছে।]

৪। "দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্যতে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৭) :—সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতি হইতে আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা—"যিনি আনন্দরূপ ও অজর, ধীরগণ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন (মুঃ উঃ ২।২।৭)।"

মৎস্যপুরাণও বলেন—যতি, শুদ্ধ, স্ফটিকসদৃশ, নিরঞ্জন বাসুদেবকেই ধ্যান করেন, জ্ঞানরূপী হরি ভিন্ন অন্য কিছু ধ্যান করিবেন না। এস্থলে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" অর্থাৎ "ব্রহ্মের আনন্দরূপ" বলায় ভেদও লক্ষিত হইতেছে। মাধ্বভাষ্যে (২।২।৪১) অপর একটি শ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষ্ণু পরমাক্ষর দেহবিশিষ্ট, সুখময়, সৎপরা-ক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট, সুখী ও মুখ্য।

[**টিপ্পনী**— এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যা, যথা—"শ্রুতি এবং স্মৃতি দুইই আত্মার বিগ্রহত্ব প্রদর্শন করাইতেছেন। প্রকৃতি হইতে অতীত সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ শ্রীগোপাল কি প্রকার ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন?—এই প্রশ্নবাক্যের উত্তরে শ্রুতির যে উক্তি, উহাতে পরমাত্মারই বিগ্রহরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। উক্ত 'গোপাল'-শব্দ পরম কমনীয়-চরণমুখাদিবিশিষ্ট, মেঘশ্যাম, সর্বেশ্বরেরই প্রধানরূপে বোধক। প্রথমে 'গোপবেশ' অভ্রাভ (মেঘের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট), তরুণ—এই প্রকার উক্তি আছে। সৎপুণ্ডরীকনয়ন ইত্যাদিও শুনা যায়। স্মৃতিতে বিগ্রহেরই আত্মত্ব বলা হইয়াছে। যথা—"সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি। সূত্রে ব্যতিহার (পারস্পরিক ভাব) দেখান হইয়াছে—বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ। ফলতঃ শ্রুতি প্রভৃতি হইতে বোধব্য অবিচিন্ত্য অর্থে তর্কের অবতারণা করা উচিত না হওয়ায় আত্মার বিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলেই বিগ্রহে পরা ভক্তি সিদ্ধ হয়। অলৌকিক বস্তু হওয়ার দরুণ বিজ্ঞান আনন্দস্বরূপ আত্মার মূর্তত্ব, এই শ্রুতি প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব ইহা ভক্তিভাবনা দ্বারা বিভাবিত হৃদয়ে গ্রাহ্য। তাহা না হইলে বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন প্রভৃতি শ্রুতি বাধিত হয় (ব্যর্থ হইয়া যায়)। এই প্রকার শ্রীবিগ্রহের ব্যাপকত্বাদি ধর্ম সিদ্ধ হয়। এই বিগ্রহে অন্যপ্রকার জ্ঞান মায়া হইতে হয় জানিতে হইবে।]

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২০) এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"পরব্রহ্ম নিখিল হেয় গুণগণ-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিতর পদার্থনিবহ হইতে তিনি ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট; তাঁহাতে স্বাভাবিক নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ-গুণসমূহ বিদ্যমান। তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ ও অপ্রাকৃত, তাঁহার স্বাভাবিক অনুরূপ অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য নিরবদ্য, নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য, সৌকুমার্য, লাবণ্য এবং যৌবনাদি অনন্তগুণযুক্ত দিব্যরূপও সেইরূপ স্বভাবতই অপ্রাকৃত। অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য ঔদার্যসাগর এবং অখিল হেয়ানন্দ বিবর্জিত ও পাপবর্জিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আপন আপন প্রতিপত্তি অনুরূপ স্বকীয় দেবমনুষ্যাদি রূপ প্রকট করেন।"

[**টিপ্পনী**—এই সূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায়—"এখানে সংশয় হয় যে, পুণ্য ও জ্ঞানের অতিশয্যবশতঃ উৎকর্ষপ্রাপ্ত কোন জীবকে বুঝায়, কিংবা জীব হইতে ভিন্ন অন্য কোন পরমাত্মাকে বুঝায়? এখানে দেহিত্বাদি

—১২

এবং পক্ষাদিষ্বপি ব্যাখ্যেয়ম্। পক্ষো বাহুঃ। উত্তরো বামঃ। মধ্যমো দেহভাগ আত্মাঙ্গানাম্। "মধ্যং হ্যেষামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। ইদমপি নাভেরধস্তাৎ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছম্ অধোলম্বনসাম্যাৎ। তদেব চ প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। শাখাচন্দ্রদর্শনবত্তত্তরতমত্ব-জ্ঞানার্থং লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনূদ্য তস্যান্তরমন্তরাত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ তত্র মনসো ধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য ইতি।

প্রতীতি-হেতু প্রবৃদ্ধপুণ্যশালী জীবই পুরুষ পদবাচ্য। পুণ্যের অতিশয্য-হেতু উহাতে জ্ঞানশক্তির আধিক্য হয় এবং লোকসমূহের কামনাপূর্তিতে সামর্থ্যাদি হইলে ঐ জীবই উপাস্য,—এই প্রকার পূর্বপক্ষ হইলে পর উহার মীমাংসা এই যে সূর্যমণ্ডল, নেত্রমণ্ডল উভয়ের অন্তবর্তী বস্তু জীব নয় কিন্তু পরমাত্মা। কারণ এই প্রকরণে অন্তবর্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মধর্ম বলা হইয়াছে। অপহতপাপ্মত্বের অর্থ অপহতকর্মত্ব অর্থাৎ কর্মবশ্যতা-গন্ধরহিত। কর্মাধীন জীবে ইহার সম্ভব নয়। দেবতাদের মধ্যে যে লোকেশ্বরত্বাদি দেখিতে পাওয়া যায় উহা স্বাভাবিক নয় কিন্তু ঈশ্বর উপাসনা হইতে লব্ধ। দেবতাদের মধ্যে যে ফলদাতৃত্ব ধর্ম আছে উহাও ঈশ্বরাধীন। তাই এই সমস্ত দেবতা উপাস্য বলিয়াও শ্রেষ্ঠ নয়। পরমাত্মা দেহসম্বন্ধবশতঃ জীব হন, এই প্রকার বলিতে পার না; কেন না "আমি ঐ মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়, অজ্ঞানান্ধকারনাশক, (পুরুষ অর্থাৎ) অপ্রাকৃত দিব্যশরীরধারী বলিয়াই জানি।" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত প্রভৃতিতে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত দেহ বলা হইয়াছে।]

"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে" (তৈঃ ৩।১)। "হে সৌম্য, এই সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন" (ছাঃ ৬।২।১)। "সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন" (ঐতঃ ১।১।১)। "এক মহানারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা মহেশ্বর তখন ছিলেন না" (মহোপঃ ১।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগতের এক কারণরূপে জ্ঞাত পরব্রহ্মের "সত্যজ্ঞানানন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ ২।১।৩) বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ আঃ ৫।৯।২৮) ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপিত স্বরূপ জানা যায়। উপনিষৎ বলেন,—'ইনি নির্গুণ' (আত্মোপনিষৎ)। শ্বেতাশ্বতর বলেন—'নিরঞ্জন' (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৯)। ছান্দোগ্য (৮।৫।১) বলেন—অপাপবিদ্ধ, জরামরণশোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।

শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) আরও বলেন—"তাঁহার কার্য নাই, করণ নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। সেই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে বলিয়া শ্রুতিতে জানা যায়"। "তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাদেরও পরম দেবতা বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানি।" (শ্বেঃ ৬।৭) "তিনি কারণ, কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি, তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই, তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই" (শ্বেঃ ৬।৯)। "ধীর ব্যক্তি তাঁহার সকলরূপ চিন্তা করিয়া, সকল নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অভিব্যক্ত করেন" (যজুঃ অঃ ৩।১২), "তমের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহাপুরুষকে আমি জানি" (শ্বেঃ ৩।৮)। "এই বিদ্যুৎপুরুষ হইতে সর্ব নিমেষ কালের উদ্ভব হইয়াছে" (তৈঃ নারায়ণ ১ অঃ)—এই সকল শ্রুতি বাক্য পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণসমূহ, হেয় দেহসম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্মবশ্যতা-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া, তাঁহার কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পরম কারুণিক ভগবান্ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ-নিবন্ধন তাঁহাদের প্রপত্তির অনুরূপ দেব-মনুষ্যাদিরূপে তাঁহার স্বাভাবিকরূপ স্বেচ্ছাপূর্বক প্রকট করেন। তাই পুরুষসূক্ত বলেন—"তিনি অজায়মান হইলেও বহুভাবে দেব, মনুষ্য ও তির্যগাদিরূপে অবতীর্ণ হন।" গীতাও (৪।৬) বলেন—"সেই অব্যয় আত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর, অজ হইয়াও জন্ম পরিগ্রহ করেন।" "সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য তিনি আবির্ভূত হন।" এ স্থলে সাধু-শব্দের অর্থ—উপাসক। তাঁহাদের পরিত্রাণই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতিগণের বিনাশ আনুষঙ্গিক মাত্র—কেন না, সঙ্কল্পমাত্রেই তাহাদের বিনাশ সম্ভবপর হয়। "আমি স্বীয়

প্রথমং প্রাণময়মাহ—তস্মাদিতি। অন্তরস্তদপগমাদন্নরসময়স্য দৃতেঃ। এষোঽন্নরসময়স্তেন পূর্ণো বায়ুনেব দৃতিঃ স চ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ। কথম্? তস্য পূর্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতামেব লক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধয়িতুময়মপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষ্যাদিভিঃ পুরুষাকার এব বর্ণ্যতে ইতি।

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া অবতীর্ণ হই" (গীতা)। এস্থলে প্রকৃতি অর্থ স্বভাব; আমি স্বীয় স্বভাব অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হই, কিন্তু সংসারী স্বভাব অবলম্বন করিয়া নহে, ইহাই ভাবার্থ। "আত্মমায়য়া" (গীতা), আত্মমায়া-পদের অর্থ—স্বসঙ্কল্পরূপ জ্ঞান, মায়াশব্দের অর্থ—বয়ুন ও জ্ঞান। (বেদ-নির্ঘণ্টের ধর্মবর্গের ২২ শ্লোক দেখ) নির্ঘণ্টুকারগণ মায়াশব্দের অর্থ জ্ঞানও বলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ পরাশরের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে—"যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে বিততরূপে বর্তমান, সেই শক্তিসমূহের অভিব্যঞ্জক এই বিশ্বরূপ হরির বৈরূপ্য মাত্র; তাঁহার স্বকীয় দিব্যরূপ এই বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন। দেব, তির্যক ও মনুষ্যাদি তাঁহার শক্তিরূপ; তিনি স্বীয় লীলায় এই সকল শক্তিরূপ, জগতের উপকারের জন্য প্রকটন করেন। তাঁহার লীলা—মনুষ্যের কার্যের ন্যায় কর্মজা নহে।" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯-৭১)।

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যোগপর্বে লিখিত আছে—'পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে।'—অতএব পরব্রহ্মের এই রূপ ও রূপবত্তাদি তাঁহারই ধর্ম।" (শ্রীভাষ্য ১।১।২০)

ভগবান্ পরাশরের পূর্ব উক্তিতে জানা গিয়াছে যে, শ্রীহরির স্বয়ংরূপ বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন, উহা ভগবানের স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম। স্বরূপ—ধর্মী; স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্মগুলি স্বরূপের অবয়ব। উপপন্ন হইল যে, স্বরূপ—অবয়বী, সুতরাং দেহ। (মূল ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ ও মূর্তি—একই) শ্রীভগবৎস্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাদুর্ভাবের কর্তা। এই কর্তৃত্ব দ্বারা স্বরূপত্ব ও পূর্ণত্ব স্বীকৃত হইল। এই শক্তি সকল আবার ভগবানের নিজেচ্ছাত্মক স্বাভাবিক শক্তিময়ী, এই নিমিত্ত ইহারাও ভগবৎ-স্বরূপেরই অন্তর্গত।

ভগবৎস্বরূপের যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইল, উহার অর্থ প্রাদুর্ভাবয়িতৃত্ব—বহ্নয়িতৃত্ব নহে; (কেন না, ঐ শক্তিসকল ভগবৎস্বরূপ-নিষ্ঠ—আগন্তুক নহে)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজরূপ সত্যসঙ্কল্প, আকাশস্বরূপ, সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সার্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও অনপেক্ষ (ছাঃ ৩।১৪।২)।

'মনোময়' বলার তাৎপর্য এই যে, এই পুরুষ পরিশুদ্ধ মনদ্বারা গ্রাহ্য। প্রাণশরীর বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইনি এই জগতে সকলের প্রাণধারক। "ভারূপ" অর্থ ভাস্বরূপ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বীয় অসাধারণ নিরতিশয় কল্যাণদ্যোতনশীল রূপবিশিষ্ট বলিয়া ইনি নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত। 'আকাশাত্মা'—আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম স্বচ্ছরূপ অথবা অন্যান্য কারণ সকলের আত্মভূত বলিয়াই ইঁহাকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। অথবা যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অপরকেও প্রকাশ করেন, তিনি আকাশাত্মা। "ইনি সর্বকর্মা"—যাহা করা হয় তাহাই কর্ম, সকল জগৎ ইঁহার কর্ম বা সকল ক্রিয়াই যাঁহার—এই অর্থে ইনি সর্বকর্মা। "সর্বকাম"—যাহা কামনা করা যায়, তাহাই কাম—ভোগ্যভোগ-উপকরণ-নিবহ। পরিশুদ্ধ সর্ববিধ ঐ সকল কাম তাঁহাতে বর্তমান—তাই তিনি সর্বকাম। তিনি সর্বগন্ধ ও সর্বরস,—"অশব্দ অস্পর্শ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গন্ধাদির যে নিষেধ করা হইয়াছে, সে নিষেধ প্রাকৃত গন্ধাদির সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁহাতে প্রাকৃত গন্ধাদি নাই। সেই শ্রীভগবানে অসাধারণ, অনিন্দ্য, নিরতিশয় কল্যাণাস্পদ, স্বভোগ্যার্হ সর্ববিধ গন্ধরস বিদ্যমান (তাই তিনি সর্বগন্ধ—সর্বরস)। অতঃপর শ্রুতির উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সর্বমিদমভ্যাত্তম্" অর্থাৎ এই সকল কল্যাণকর গুণসমূহ শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "ভুক্ত ব্রাহ্মণ" এস্থলে ভুক্ত পদটি যেমন কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে (ইহার অর্থ—যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছেন, তিনি ভুক্ত-ব্রাহ্মণ) এস্থলে 'অভ্যাত্ত' পদটিও সেইরূপ কর্তৃবাচ্যে

তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণং হৃদিস্থো বায়ুরেব প্রথমধার্য্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে এবং সাধনক্রমেণৈব দক্ষিণপক্ষত্বাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। আকাশঃ আকাশস্থবৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরা পর্যন্তবৃত্তীরপেক্ষ্যাত্মা পৃথিবী তদভিমানিনী দেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি (প্রশ্ন উঃ ৩।৮) শ্রুত্যন্তরাৎ।

ক্ত-প্রত্যয় সিদ্ধ। অপি চ "ইনি অবাকী"—বাক্ শব্দের অর্থ উক্তি। যাঁহার বাক্য নাই, তিনি অবাকী, যাঁহার বৃথা জল্প নাই। তিনি 'অনাদর'—সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু-প্রাপ্তি নিবন্ধন যাঁহার আদর্তব্য কিছুই নাই, তিনি অনাদর; সুতরাং তিনি অবাকী—অর্থাৎ সর্বপ্রকার জল্পনা-রহিত। ইনি 'প্রাণশরীর'—প্রাণ যেমন পরম শ্রেষ্ঠ ইনিও উপাসকদিগের সেইরূপ প্রাণবৎ পরম শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইঁহাকে 'প্রাণশরীর' বলা হইয়াছে। অথবা যাহা সকলকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাণ; সুতরাং পরব্রহ্মই প্রাণ। এই প্রাণরূপ পরব্রহ্ম যাঁহার শরীর, তিনিই প্রাণশরীর।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১২ অনুচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধান্তর্গত বৃত্রবধোপাখ্যানে দেবগণকৃত শ্রীহরিস্তোত্র হইতে 'ওঁ নমস্তে ভগবন্' (ভাঃ ৬।৯।৩২) ইত্যাদিরূপ একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে পরব্রহ্ম ভগবান্ যে শ্রীহরিই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বিন্যস্ত "গ্রাহাৎ প্রপন্নম্" (ভাঃ ১১।৪।১৮) এই শ্লোকের বোপদেব-রচিত মুক্তাফল ব্যাখ্যানুসৃত তাৎপর্যানুসারে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব "অথৈবমীড়িতো রাজন্ ভগবান্ ত্রিদশৈর্হরিঃ" অর্থাৎ হে রাজন্ অনন্তর এইরূপে ভগবান্ হরি দেবগণদ্বারা সাদরে পূজিত হইলেন" (ভাঃ ৬।৯।৪৫); এস্থলেও হরি-শব্দ পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে।

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ২০ অনুচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধীয় ষোড়শাধ্যায়স্থ ৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, "পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতিঃ, বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজ, সত্ত্ব, তম এবং পর অর্থাৎ ব্রহ্ম—এই সকলই আমি।" শ্রীধর স্বামিপাদ পরের অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্ম। অতঃপর মূল ভগবৎসন্দর্ভ 'যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ' ইত্যাদি বালমন্দারচার্যকৃত স্তোত্রের এই পদ্যটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—স্থাবরাস্থাবরাদি যত কিছু ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, এবং গুণ, পুরুষ, প্রধান, পরাৎপর ব্রহ্ম—এই সকলই তোমার বিভূতি।

ব্রহ্মের বিশেষাতিরিক্তত্ব

যদিও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যগণ নির্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, সবিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন; কিন্তু তথাপি বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্মও তাঁহাদের স্বীকার করা কর্তব্য। বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম শব্দার্থে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণভূত বস্তু। "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ উঃ ২।১।৩) অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্রহ্মসহ তিনি সর্বকাম সম্ভোগ করেন। এ স্থলে সহ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্যকেও বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে অতঃপরে মূল গ্রন্থে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। মূলে বলা হইয়াছে ব্রহ্মরূপে ভগবানের বিশিষ্টতা উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব যে ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্গত, শাস্ত্রকারগণ তাহাও উপদেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্য শ্রীভাগবতের "রূপং যৎ তৎ প্রাহুঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, উহার অর্থ করা হইয়াছে,—"ব্রহ্মই যাঁহার প্রভা, তথাভূত রূপ শ্রীবিগ্রহ"। অতঃপরে ব্রহ্মসংহিতাদি হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিশেষাতিরিক্ত পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ মূল ভগবৎসন্দর্ভ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন।

অতঃপরে ৯৩ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যায় শ্রীভগবৎসন্দর্ভে "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় (২।১।৩)

তস্য প্রাণময়স্য এব—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যত্রোপক্রান্ত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশরীরান্তর্যামী। কথম্ভূতঃ? যঃ পূর্বস্য অন্নময়স্যাপি শারীর আত্মা। এবং "যঃ পূর্বস্য প্রাণময়স্য" ইত্যাদিকমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্। "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরম্" (বৃঃ আঃ ৩।৭।৯) ইত্যাদ্যন্তর্যামিশ্রুতেঃ।

যত্ত্বানন্দময়াস্তেঽপি তস্যৈব এব শারীর আত্মেতি শ্রূয়তে তত্তু তস্যৌপচারিকভেদনির্দেশেনানন্যাত্মত্বমেব বোধয়তি। নাত্মান্তরং, বিজ্ঞানময়াদন্যে হ্যন্তর আত্মেতিবদন্যাপ্রস্তাবাৎ। প্রাণময়াদ্যোক্তে যঃ পূর্বস্যেত্যত্রান্যৈরপি তথাভ্যুপগমাৎ। ততশ্চ এষ পূর্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্যাবসানবিবেক আত্মৈব

শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে এই শ্রুতিটির সবিস্তার উল্লেখ করিয়া উহার বিবৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—এই **অন্নরসময়** কোষই দেহরূপ পুরুষ। এই পুরুষের যথাবস্থিত এই শিরই শিব—এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বামপক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়। এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইঁহার অন্তবর্তী ইঁহারই আত্মস্বরূপ **প্রাণময়** কোষ, তদ্দ্বারাই ইনি পূর্ণ। এই প্রাণময় কোষও পুরুষতুল্য। অন্নময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তবর্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির, ব্যান (সর্বশরীরব্যাপী বায়ু) দক্ষিণপক্ষ, অপান (গুহ্যদেশস্থ বায়ু) উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময় পুরুষের শরীর আত্মা। আবার এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন, প্রাণময়ের অন্তবর্তী এবং উত্তর আত্মস্বরূপ **মনোময়** পুরুষ আছেন। এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকারবিশিষ্ট, যজুই ইঁহার শির, ঋক্ দক্ষিণপক্ষ, সাম উত্তরপক্ষ, আদেশ আত্মা, অথর্বাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি প্রাণময়ের শরীর আত্মা। সেই মনোময় হইতে অন্যতর **বিজ্ঞানময়**। ইনি মনোময়ের আত্মা। তদ্দ্বারা মনোময় পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, শ্রদ্ধাই ইঁহার শির, ঋত (পরব্রহ্ম) ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ ইহাঁর আত্মা, মহঃ ইহাঁর পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনি পূর্বোক্ত মনোময়ের শরীর আত্মা। এই বিজ্ঞান হইতে অন্য, ইহার অন্তবর্তী আত্মা **আনন্দময়,** এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ; এই আনন্দময়ও পুরুষ। পূর্ব পূর্ব রীতি অনুসারে প্রিয়ই আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রহ্ম ইহাঁর পুচ্ছ ও আধার (তৈঃ উঃ ২।১।৩—২।২।৫)।

(গ্রন্থকার এক্ষণে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা—) ইহার অর্থ এই যে, প্রসিদ্ধে বা নিশ্চয়ে "সঃ বা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মৃজ্জলাগ্নিপিণ্ডময় পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসপ্রাচুর্যবান। অথবা অন্নরসশব্দের অর্থ অন্নবিকার; এই হেতু দেহের ত্বগাদি সকলই অন্নবিকার বলিয়াই গৃহীত হয়। উহাতে জল বিকারাদির ঈষৎ মিশ্রণ থাকিলেও উহা অন্নরসপ্রচুর। কিন্তু অন্নরস প্রচুর হইলেও দেহ কেবল অন্নরসের বিকার নহে, অন্নরসের অংশমাত্র, কিন্তু অংশী অন্নরসেরই বিকারই নহে, প্রাণময় কোষে অন্নবিকারই নাই, উহাতে কেবল শুদ্ধ বায়ু। সেই বায়ুবৃত্তিসমূহের কোন প্রকার রূপান্তর দেখা যায় না। পৃথিবী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট পুচ্ছাদিরও বিকারত্বাভাব, 'বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ' অর্থাৎ যদি বল, আনন্দময় পদটি এখানে আত্মাকে লক্ষ্য করে না, কেন না, বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়; তদনুসারে জীবাত্মাই আনন্দময় পদের লক্ষ্য। তাহা বলিতে পার না, যেহেতু প্রাচুর্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়। বিকার স্বীকার করিতে হইলে এ সূত্রেরও স্বারস্য ভঙ্গ হয়। অপিতু বেদে দ্বিস্বরবিশিষ্ট পদের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় না। অতএব কেবল অন্নের বিকার নহে। সুতরাং আংশীতে বিকার সম্ভাবিত হয় না। অন্নময় কোষের পরে অন্যান্য কোষ সম্বন্ধে পুরুষের উল্লেখ করিয়া যেমন তাহার শির কল্পনা করা হইয়াছে, অন্নময় পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ কল্পনা করা হয় নাই। এখানে আমাদের প্রসিদ্ধ শিরকেই শির বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা

তস্য "শারীর আত্মা" ইতি যোজ্যম্। এবং প্রাণধারণয়া মনো বশং কৃত্য তচ্চ মনো বৈদিকনিষ্কামকর্মাত্মকতয়া ধারণীয়মিত্যাশয়েন মনোময়মাহ—মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমন্তঃকরণম্। যজুরিতি "অনিয়তাক্ষরপাদাবশেষো মন্ত্রবিশেষঃ"। তজ্জাতিবচনোঽপি যজুঃ শব্দঃ। তস্য শিরস্ত্বং প্রাথম্যাৎ যজুষা হি হবির্দীয়তে এবং ঋক্সাময়োরপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণং, আদেষ্টব্যবিশেষান্নির্দিশতি অস্যাত্মত্বং প্রবর্তকত্বাৎ।

অথর্বণা অঙ্গিরসা দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুকর্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মনোময়ত্বং চৈষাং মনোবৃত্ত্যাবাবির্ভাবত্বেন তৎ প্রাচুর্যাৎ। তদ্বিকারত্বে তু পৌরুষেয়ত্বাপাতঃ স্যাৎ।

অবলম্বন করিতে হইবে। পক্ষ অর্থ বাহু। উত্তর অর্থ বাম। অঙ্গসমূহের মধ্যম দেহভাগই আত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—'ইহাদের মধ্যই আত্মা'। নাভির অধোভাগে যে অঙ্গ, তাহা পুচ্ছের ন্যায় নিম্নভাগে স্থিত বলিয়া পুচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহাতে কোন কিছু প্রকর্ষরূপে অবস্থান করে, তাহাই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয়। যেমন বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া চন্দ্র প্রদর্শন করিতে হইলে, পরপর শাখাদির উল্লেখ করিয়া, উহাদের অন্তরতমত্ব প্রদর্শনচ্ছলে চন্দ্র লক্ষ্য করাইতে হয়; লোকপ্রসিদ্ধ (শরীর প্রাণ প্রভৃতি) আত্মার কথা প্রথমতঃ বলিয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমে অন্তরতম আত্মার জ্ঞানার্থ অন্নময় প্রাণময়াদি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। মনের ধারণার নিমিত্ত উহার আধার প্রাণও ধার্য্য।

এখন প্রাণময় পুরুষের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অন্নরসময়ের অন্তর প্রাণময়। বায়ুদ্বারা যেমন লৌহকারদের চর্ম পুষক পরিপূর্ণ হয়, এই প্রাণবিহীন অন্নরসময় কোষও তদ্রূপ প্রাণময় দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রাণময়—পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার। ইহাঁর পূর্ববর্তী অন্নরসময়ের পুরুষকারত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য রূপককল্পিত শির ও বাহু প্রভৃতি রূপক কল্পনা দ্বারা এই পুরুষাকার বর্ণিত হইয়াছে।

সেই রূপকের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণহৃদিস্থ বায়ুই প্রথমে ধার্যহেতু তাহাকে শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ সাধনক্রমে দক্ষিণপক্ষত্বাদির উল্লেখও বুঝিতে হইবে। "আকাশ আত্মা" আকাশ-শব্দের অর্থ এস্থলে আকাশের বৃত্তিবিশেষ সমান নামক বায়ু। কেন না, উহা প্রাণ-বৃত্তিরই অধিকারভুক্ত। সমানাখ্য বায়ু মধ্যস্থ হেতু প্রাণবায়ুর অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় সমান বায়ু আত্মা অর্থাৎ অধ্যক্ষ। পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানি দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। কেন না, পৃথিবী আধ্যাত্মিক প্রাণের স্থিতি-হেতু। শ্রুত্যন্তরে (প্রশ্নঃ উঃ ৩।৮) কথিত হইয়াছে—"পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্য অপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ" অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি পুরুষের অপান বায়ুকে বল দিয়া সাহায্য করেন।

"সেই প্রাণময়ের এই আত্মা—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে"—এইরূপ বলিয়া, পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, এই আত্মা শারীর আত্মা। এইরূপে এই আত্মা শরীরান্তর্যামী। ইহা কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে, যিনি অন্নময়ের শারীর আত্মা, এই প্রকারে যিনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা ইত্যাদিরূপে "পৃথিবী যাঁহার শরীর, জল যাঁহার শরীর, তেজ যাঁহার শরীর, বায়ু যাঁহার শরীর (বৃঃ আঃ ৩।৭।৩,৪,৫,৭) ইত্যাদি অন্তর্যামি শ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে এই সকলের শারীর আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আনন্দময় কোষের দ্যোতক শ্রুতিতেও আনন্দময়াস্তেও যে শারীর আত্মার উল্লেখ আছে, উহা কেবল ঔপচারিক ভেদ প্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে; কিন্তু উহা আনন্দময় হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানময় হইতে যেমন

অত্র পারমার্থিকপথস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ব্যাবহারিকসঙ্কল্পাদ্যাত্মকমনোময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে। প্রাণধারণায়াঃ পূর্বমেব হি ত্যক্তং তৎ। এবমুত্তরত্রাপি।

তথৈব বিজ্ঞানময়মাহ—শ্রদ্ধা অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাথার্থ্যপ্রতীতিঃ। ঋতং শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ, সত্যং তদর্থানুভবপ্রযত্নঃ যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্ আত্মা, শ্রদ্ধাদীনামেতৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ। মহঃ তত্তৎসর্বপ্রকাশহেতুত্বেনোত্তমতরং শুদ্ধজীবরূপং যস্যৈব প্রসিদ্ধেন বিজ্ঞানাত্মত্বেনাস্য বিজ্ঞানময়ত্বমুচ্যতে।

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্" ইতি (বৃঃ আঃ ৩।৭।২২) জীবান্তর্যামি-প্রতিপাদকশ্রুতেঃ। অত্র স্থান এব "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। প্রতিষ্ঠা তেষাং সর্বেষামাশ্রয়ঃ।

অন্য ভিন্ন আত্মা শ্রুতিতে পরিপঠিত হইয়াছে, আনন্দময় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রসঙ্গ করা হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের অন্তরে উহাদিগের হইতে পৃথক্ অপর আত্মার উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত "আনন্দময় ব্রহ্মের তাৎপর্যে অবসান-বিবেকরূপ আত্মাই তাঁহার শারীর আত্মা" এইরূপ উক্তি এস্থলে যোজনীয়। [তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তদ্যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ তাবৎ 'বিবিক্তে' প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দ বিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি।]" এই প্রকার প্রাণধারণা দ্বারা মন বশীভূত করিয়া, সেই মনকে বৈদিক নিয়াম কর্মাচরণে স্থির করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে মনোময় কোষের আলোচনা করা হইয়াছে। মন—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ। অনিয়তাক্ষরপাদ মন্ত্রবিশেষই যজু, তজ্জাতীয় মন্ত্রগুলিই যজু। (অর্থাৎ পদ্য ও গানাদি রচনা করিতে হইলে তাহাতে অক্ষরের নিয়ম নির্দিষ্ট রাখা বিহিত, ঋক্ ও সামমন্ত্রে সেরূপ অক্ষর নিয়মাদি নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যজুর্মন্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। ইহার সবিশেষ উল্লেখ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসায় দ্রষ্টব্য।) যজুর্মন্ত্রেই যজ্ঞে হবির্দান করিতে হয়, যজ্ঞকার্যে যজুই প্রথম—এই নিমিত্ত যজুকেই শির বলা হইয়াছে। এইরূপ ঋক্ ও সামমন্ত্রেরও বিশিষ্টতা জ্ঞেয়। আদেশ-শব্দের অর্থ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ। যজ্ঞীয় বিধানের আদেষ্টব্য বিশেষগুলি নির্দেশ করে বলিয়া ইহাকে আদেশ বলা হয়। আদেষ্টব্য বিশেষসমূহকে নির্দেশ করে বলিয়া প্রবর্তক-হেতু আদেশকে আত্মা বলা হইয়াছে।

অথর্বা ও অঙ্গিরা ঋষি দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ও ব্রাহ্মণভাগ শান্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা-হেতুক কর্মপ্রধান বলিয়া উহাকে পুচ্ছ ও তদাধার বলা হইয়াছে। মনোবৃত্তির আবির্ভাব-নিবন্ধন মানসিক ব্যাপারের প্রাচুর্য-হেতু ইহাদের (বেদসমূহের) মনোময়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ঋগ্ যজু প্রভৃতিকে যে মনোময় বলা হইয়াছে, তাহাতে বেদসমূহ যদি বিকারার্থক ময়ট্ প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে বেদসমূহ (অপৌরুষেয় না হইয়া) পৌরুষেয়ই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের পারমার্থিকত্বই যখন প্রকৃত, সুতরাং ব্যবহারিক সঙ্কল্পাদ্যাত্মক মনোময়ত্ব এস্থলে প্রযোজ্য নহে। প্রাণধারণার পূর্বেই তাদৃশ মনোময়ত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর বিজ্ঞানময়াদির সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

এখন বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ অধ্যাত্মশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি (উপলব্ধি)। ঋক শব্দের অর্থ—শাস্ত্রার্থ-নিশ্চিতা বুদ্ধি। সত্য অর্থ শাস্ত্রার্থানুভবপ্রযত্ন এবং যোগ অর্থ যুক্তি—অর্থাৎ সমাধানই ইহার আত্মা। শ্রদ্ধাদি এই যোগেরই অঙ্গ। (শ্রীমৎশঙ্করাচার্যও তদীয় তৈত্তিরীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্ আত্মৈব আত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতঃ অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থ-প্রতিপত্তিক্ষমানি ভবন্তি তস্মাৎ সমাধানং যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য।") মহঃ—ঋত, সত্য ও যোগাদির প্রকাশ-হেতু বলিয়া মহঃও উত্তমতর শুদ্ধজীব নামে ব্যাখ্যাত। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাত্মত্ব বলিয়াই এই পুরুষ বিজ্ঞানময় পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে

তদেবং শুদ্ধজীবপর্যন্তমুক্ত্বা তথা তথা লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্বান্তরতমত্বেন তত্রৈব পূর্বোপক্রান্ত-মুখ্যাত্মত্বং পর্যবসায়য়ন্—আনন্দময়মুপদিশতি। এবং পূর্বপূর্বং শাস্ত্রীয়পরমার্থ প্রক্রিয়ৈব লব্ধা, ন তু ব্যবহারিকী। ততো নেষ্টপুত্রদর্শনজানন্দাদিকং প্রিয়াদিশব্দৈর্ব্যাখ্যেয়ম্, কিন্ত্বেকস্যৈব পরমানন্দস্য ব্রহ্মণ উত্তরোত্তরোদয়োৎকর্ষতারতম্যাৎ তত্তন্নামভেদঃ। আনন্দস্য সামান্যত্বেন প্রিয়াদিষু প্রাপ্ত্যপেক্ষয়া আত্মত্বরূপকং ব্রহ্মণস্তু সর্বোত্তরোদিতত্বেন পুচ্ছত্বরূপকমিতি।

তদেব চ সর্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রিয়াদিলক্ষণস্বপ্রকাশবিশেষাণামন্নময়াদীনামপ্যাশ্রয়ঃ। এতদেব প্রিয়াদিস্বপ্রকাশবিশেষবচ্চেতি এতদপ্যুপলক্ষণম্, তত্তদশেষশক্তিবিশেষবচ্চেৎ, তর্হ্যানন্দময় আত্মেত্যুচ্যতে। সোঽখণ্ডোঽপি পরব্রহ্মৈব, তদুক্তমানন্দময়োঽভ্যাসাদিতি।

জীবান্তর্যামি-প্রতিপাদক "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ বিজ্ঞানং যস্য শরীরম্" অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন অথচ বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞান যাহাকে জানে না, বিজ্ঞানই যাঁহার শরীর (বৃঃ আঃ ৩।৭।২২) —এই শ্রুতিই এ স্থলে প্রমাণ। এ প্রসঙ্গেই "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি অপর শ্রুতিও প্রমাণ। মহঃ অর্থাৎ শুদ্ধজীব প্রতিষ্ঠারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু ঋত ও সত্য প্রভৃতি বিজ্ঞানাঙ্গ সমূহের মহঃই আশ্রয়।

এইভাবে শুদ্ধজীব পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া এবং তৎসমূহের অন্তরতমরূপে পূর্ব-উপক্রান্ত মুখ্য আত্মা প্রদর্শন করার জন্য শ্রুতি আনন্দময়ের উপদেশ করিতেছেন। এই প্রকারে পূর্বপূর্ব-ব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রক্রিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সকল উক্তি যে ব্যবহারিকী নহে—ইহাও বলা হইয়াছে। সেইরূপ এস্থলেও ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজ আনন্দাদি প্রিয়াদি শব্দের অর্থ নহে, কিন্তু একই পরমানন্দ ব্রহ্মের পরপর সমুদিত দয়া-উৎকর্ষের তারতম্য-ভেদেই প্রিয় মোদ প্রভৃতি নামভেদ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রিয়াদিতে আনন্দের সামান্য প্রাপ্তির পর্যালোচনায় তৎসমূহে আনন্দের আত্মরূপত্ব; কিন্তু ব্রহ্মেই আনন্দের সর্বপেক্ষা অধিকতম উদয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকেই পুচ্ছ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রিয়াদিও আনন্দেরই প্রকাশ-বিশেষ। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মেই আনন্দের সর্বোৎকর্ষত্ব। এই ব্রহ্মই নিজ প্রকাশবিশেষরূপ প্রিয়াদির এবং অন্নময়াদিরও আশ্রয়স্বরূপ।

এ স্থলে প্রিয় মোদ প্রভৃতি শব্দদ্বারা আনন্দের যে নামভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ মাত্র,—যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রকাশের তাদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন, তিনি আনন্দময় আত্মা। তিনি অখণ্ড পরব্রহ্ম—এই নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।"

এই আনন্দময় আত্মা প্রিয়াদিরূপ বহু প্রকার বিশেষবান্ হইয়াও পরম অখণ্ড। এই নিমিত্ত শ্রীভগবদ্গীতায় (১৪।২৭ শ্লোকে) আনন্দময় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।" এস্থলে এই গীতার্থও যে শ্রুতিসমূহের হৃদয়গত ভাবই ইহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব-প্রকরণে ১০০তম (শততম) বাক্যের পূর্বাংশে (৯৪ অনুচ্ছেদে) যে মহাভারতের মোক্ষ ধর্মবচন গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরেই শ্রীমাধ্বভাষ্য হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত ভাবাত্মক বচন প্রমাণগুলি আলোচ্য। প্রথম সূত্রের মাধ্বভাষ্যাধৃত শ্রুতিটির অর্থ এই—"ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যাঁহাকে সমুদ্রের অন্তস্থ বলিয়া জানেন, যে পরম অক্ষরে সকলেই প্রজা (অর্থাৎ অধীন), যাঁহা হইতে জগৎপ্রসূতি লক্ষ্মীর উদ্ভব, যিনি এই পৃথিবীতে নিজ প্রভাব অর্থাৎ শক্তিদ্বারা জীবদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন।"—ইহা আরম্ভ করিয়া "তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্" অর্থাৎ 'তিনিই পরং ব্রহ্ম'—এইটি শ্রুতির শেষাংশ। অতঃপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে উহার অর্থ এইরূপ—"যে পুরুষকে আমি কামনা করি, সেই পুরুষকে আমি উগ্র করি, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় করি, সেই পুরুষকে স্রষ্টা করি, তাঁহাকে

ততস্তস্য তু তত্তদ্বিশেষবত্তে পরমাখণ্ডত্বমিতি "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ (গীতা ১৪.২৭) ইত্যেতদ্-গীতার্থোঽপি শ্রুতিদ্বয়গত এব বোদ্ধব্যঃ।

অথ শ্রীভগবতঃ পূর্ণতত্ত্বাকারত্বনির্ধারণপ্রকরণে শততমাদ্বাক্যাৎ পূর্বত্র মোক্ষধর্মবচনান্তরং শ্রীমধ্বভাষ্যাদেব তদাহার্যাণি—যথা প্রথম-সূত্রে—

"যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি, যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ।
যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী, যেন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্॥"

ইত্যারভ্য "তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্" ইত্যন্তা শ্রুতিঃ। তথা—

"যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিন্তং সুমেধাম্"। (ঋক্ সং ১০ম ১২৫ সূঃ)

ইত্যুক্ত্বা "মম যোনিরপ্স্বন্তঃ" ইতি শক্তিবচনাত্মকশ্রুতিঃ।

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" (ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২০) ইত্যত্র চ তদ্ভাষ্যম্—অন্তঃ শ্রূয়মাণো বিষ্ণুরেব।

"অন্তঃ সমুদ্রে মনসা চরন্তং, ব্রহ্মান্ববিন্দদ্দশহোতারমর্ণে।
সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে, মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ॥"

"যস্যাণ্ডকোশং সুষ্মমাহুঃ" ইত্যাদি তদ্ধর্মোপদেশাৎ। সহি প্রলয়সমুদ্রশায়ী তস্য বিশ্বমণ্ডকোশঃ।
"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

ইতি ব্যাসস্মৃতেরিতি। (মনুস্মৃতেরপি ১।৮-১০)

শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র সমন্বয়ঃ

অথ "সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ" ইতি। প্রকরণান্তরমষ্টোত্তরশততমাদ্বাক্যাৎ পূর্বত্র শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-সমন্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ—যথা, বেদো দ্বিবিধঃ—মন্ত্রো ব্রাহ্মণঞ্চ। মন্ত্রোঽপি

অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী করি।" (ঋক্ ১০।১২৫।৫)। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, সমুদ্রস্থ অন্তঃ (বিষ্ণুই) আমার উদ্ভবস্থান। ঋক্ (১০।১২৫।৭)

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২০) এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্যে অন্তঃ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শ্রুতিতে বিষ্ণুকেই অন্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এস্থলে একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন,—যিনি সমুদ্রজলে যথেষ্ট বিচরণশীল। যিনি দশেন্দ্রিয়ের বিবিধ হোতৃস্বরূপ, যিনি জীবগণের আশ্রয়, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মাণ্ডকোষ যাঁহার বীর্য, তিনি প্রলয়সমুদ্রশায়ী অর্থাৎ ক্ষীর-সমুদ্রশায়ী। এই সকল উক্তিদ্বারা বিষ্ণুধর্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্যাস স্মৃতিতে (মনু ১।৮-১০) উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি মনে মনে সঙ্কল্পপূর্বক বহুবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া সর্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর সেই জলসমূহে বীজ ক্ষেপণ করিলেন। তাহাতে সূর্যকিরণোজ্জ্বল হিরণ্য-অণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জল 'নারা' নামে অভিহিত, জল—নরসন্ততি (অর্থাৎ নর হইতে উদ্ভূত,) এই জলসমূহই পূর্বে বিষ্ণুর অয়নস্বরূপ হইয়াছিল—এই জন্যই ইনি নারায়ণ নামে অভিহিত।

—১৩

দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠো দেবতান্তরনিষ্ঠশ্চ। তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎপরতা, দ্বিতীয়স্তু কর্মোপাসনয়োরঙ্গমিতি তদ্গত্যৈব গতিং ভজতি।

অথ ব্রাহ্মণস্য,—কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাত্মকাস্ত্রয়োভেদাঃ। তত্র কর্মণো জড়ত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ স এব ফলদাতেতি তৎকাণ্ডস্য তৎপরত্বমেব। উপাস্তিরত্র দেবতান্তরনিষ্ঠৈব গৃহ্যতে, ভগবন্নিষ্ঠায়াস্তু জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ। ততশ্চোপাসনাকাণ্ডস্য অন্যাসাং দেবতানাং তদীয়ত্বেন তৎপরত্বম্। জ্ঞানকাণ্ডং ব্রহ্ম-ভগবৎ-প্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধম্, উভয়োরপি চিদেকরসত্বাৎ। জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে। জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্য প্রাধান্যতো বৃত্তিঃ, ধার্তরাষ্ট্রেষু 'কৌরব'-শব্দবৎ। তত্র দ্বিতীয়ং সাক্ষাদেব ভগবৎপরম্। প্রথমং তদীয়সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরম্।

অথ বেদনির্বিশেষাণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবদুপাসনসাধনত্বাত্তত্র সমন্বয়ন্তে। যথা শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং করস্বরাদের্জ্ঞানায় শিক্ষা; আনুপূর্ব্যাঃ কল্পঃ; সাধুত্বস্য ব্যাকরণম্; পদার্থস্য নিরুক্তম্; শ্রীবিষ্ণোর্মহোৎসবাদিসময়স্য জ্যোতিঃ; মন্ত্রাণাং ছন্দঃ।

অথ বেদানুগান্যপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি বক্ষ্যমাণহেতোঃ সমন্বয়ন্তে, তত্র পূর্বোত্তরমীমাংসে কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ডয়োস্তাৎপর্যাবধৃতেঃ; গৌতমকনাদকপিল-ন্যায়াঃ—ঈশ্বরাস্তিত্বচিদচিদ্বস্তাদীনামূহনাৎ; পাতঞ্জলি-ন্যায়স্ত্বীশ্বরোপাসনোদ্দেশাৎ; স্মৃত্যাদীন্যপরাণি তু কাণ্ডত্রয়মনুগচ্ছন্তীতি পূর্বযুক্তেরেব কাব্যালঙ্কারকাম-

---

শ্রীভগবানে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৯৭ অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—"এই পরমদেব সকল বেদেরই জিজ্ঞাস্য।" (চতুর্বেদ-শিখা)—এই বলিয়া আর একটি প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে শ্রীভগবানেই যে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সে স্থলে এইরূপে বিবেচনীয়—যথা, বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্র আবার দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতান্তরনিষ্ঠ। ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপরতা; দেবতান্তরনিষ্ঠ মন্ত্র—কর্ম ও উপাসনার অঙ্গ, তাহাদের সঙ্গতি অনুসারে এই শ্রেণীর মন্ত্রেরও গতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে তিন প্রকার। কর্ম জড়, সুতরাং অস্বতন্ত্র; ফলদাতা ভগবান্, সুতরাং কর্মকাণ্ডও ভগবদপেক্ষাযুক্ত, তাই তাহা ভগবৎপরই। দেবতান্তরনিষ্ঠাই উপাসনা কাণ্ডের প্রতিপাদ্য। ভগবন্নিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। অন্যান্য দেবতাগণও যখন তদীয় অর্থাৎ ভগবদপেক্ষ, তখন কাজে-কাজেই উপাসনা-কাণ্ডও ভগবদপেক্ষ অর্থাৎ ভগবৎপর-মধ্যে গণ্য।

"জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক,—এই দুই ভাগে বিভক্ত। কেন না, এই উভয়েই এক চিৎপদার্থানুগত। এস্থলে জ্ঞান-শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই ধর্তব্য। ধৃতরাষ্ট্রবংশীয়গণেই যেমন প্রধানতঃ 'কুরু' শব্দের প্রবৃত্তি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান-শব্দের প্রধানতঃ বৃত্তি। ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপর। জ্ঞান—সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সামান্যাকারে (চিন্মাত্র) স্বরূপ নির্দেশ করে বলিয়া ভগবৎপর।

বেদনির্বিশেষ বেদাঙ্গ শাস্ত্রসমূহও ভগবদুপাসনার সাধক, সুতরাং শ্রীভগবানেই উহাদেরও সমন্বয় লক্ষিত হয়। যথা—বিষ্ণু-সূক্তাদির কর-স্বরাদি জ্ঞানের নিমিত্তই 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। উপাসনার কোন্ কার্য অগ্রে কর্তব্য, কোন কার্য পরে কর্তব্য, এই আনুপূর্ববিষয়ক জ্ঞানের নিমিত্ত 'কল্প' নামক বেদাঙ্গের আবশ্যক। পদ-পদার্থের সাধুত্ব জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ; পদের অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত—'নিরুক্তি'; শ্রীবিষ্ণুর পর্ব-মহোৎসবাদির সময় নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠের জন্যই ছন্দঃশাস্ত্র প্রয়োজনীয়।

তন্ত্রগান্ধর্বকলাস্তু তস্য তত্তচ্চরিতমাধুর্যানুভব-বৈদুষ্য-সিদ্ধেঃ; নীতিঃ শিল্পঞ্চ,—তৎসেবাচাতুরীসিদ্ধেঃ; আয়ুর্বেদধনুর্বেদৌ,—তদুপাসনপ্রতিবন্ধনিরাকরতঃ। ইত্থমভিপ্রেত্যৈবোক্তং শ্রীমৎপ্রহ্লাদেন (ভাঃ ৭।৬।২৬)—

"ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং, স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥" ইতি॥

অথ নবোত্তরশততমাঙ্কমারভ্য "ব্রহ্মন্" ইত্যাদি প্রকরণে বিশেষঃ কশ্চিদ্দর্শ্যতে—ব্রহ্ম চেদবচনীয়ং ভবতি তর্হ্যবচনীয়পদেনোচ্যতে ইতি বাচ্যত্বমেবায়াতি। তেনাপি লক্ষ্যতে চেদ্বস্তুতস্তদ্বল্লক্ষ্যং, লক্ষ্যগঙ্গা-শব্দবত্তস্যাপ্যবচনীয়ত্বা ভাবে বচনীয়ত্বমেব সিধ্যতি।

বচনীয়ত্বা বচনীয়ত্বাভাবে তু অনির্বচনীয়ত্বাপাতঃ। স চ মিথ্যা ইতি "ঘট্টকুট্যাং প্রভাতম্"। এবং লক্ষ্যশব্দেনোচ্যতে চেদ্বচনীয়ত্বসিদ্ধিঃ।

লক্ষ্যতে চেল্লক্ষ্যত্ব-চ্যুতিঃ গঙ্গাশব্দলক্ষ্যস্যালক্ষ্যত্ববল্লক্ষ্যশব্দলক্ষ্যস্যালক্ষ্যত্বাৎ।

দ্বিতীয়লক্ষ্যশব্দেন তস্য লক্ষ্যত্বমিতি চেদনবস্থায়ামপি লক্ষ্যপদবাচ্যত্বানতিক্রম এব স্যাৎ। এবং নির্বিশেষস্বপ্রকাশপরমার্থসদিত্যাদিশব্দৈর্ব্রহ্মোচ্যতে চেদ্বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ। ন চ তৈরপি লক্ষ্যতে—তত্তচ্ছব্দ-

---

উক্ত হেতুবশতঃ বেদের অনুগত অপরাপর শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যথা—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান ও চিদচিৎ বস্তুসমূহের অব-ধারণের নিমিত্ত গৌতম, কণাদ ও কপিল প্রণীত-দর্শন-শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশে বিহিত বলিয়া পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রও ভগবানে সমন্বিত হয়। স্মৃতি প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রসমূহও পূর্বযুক্তি অনুসারে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধর্বকলা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তদ্‌বিষয়ক চরিত-মাধুর্যের অনুভব-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্প দ্বারা তাঁহার সেবাচাতুরী বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়াই শ্রীমৎ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন —"ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ, (ঈক্ষা) অবিদ্যা, ত্রয়ী (কর্মবিদ্যা), নয় (তর্কবিদ্যা), দম (দণ্ডনীতি) ও বিবিধ বার্তা (জীবিকা-নির্বাহার্থ বিদ্যা), এই সকল বিষয় যদি স্বসুহৃৎ (স্বান্তর্যামী) পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া মনে করি, নচেৎ ইহারা অসৎ।" (শ্রীভাগবত ৭।৬।২৬)। সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূলভাবে গ্রহণ করিয়াই সকল বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য, এবং সকল বিদ্যারই তাহাতে সমন্বয়-জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ৯৮ অনুচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।১ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; উহার অর্থ এই—হে ব্রহ্মণ, নিগুর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণাতীত, তজ্জন্য অনির্দেশ্য এবং স্থূলসূক্ষ্মেরও অতীত পরব্রহ্মে গুণবৃত্তিশীল শ্রুতিসমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে?

এই স্থলে কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। ব্রহ্ম যদি অবচনীয় হন, তবে অবচনীয় পদের বিষয়ীভূত হন। সুতরাং তিনি যে শব্দবাচ্য, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি অবচনীয় পদের দ্বারাই তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ তিনি তদ্বৎই লক্ষ্য হন। লক্ষ্য-প্রতিপাদক গঙ্গা শব্দের ন্যায় তাঁহারও অবচনীয়ত্বাভাবে বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়।

আর যদি বল, তাঁহাতে বচনীয়ত্ব অবচনীয়ত্ব, এই উভয়েরই অভাব, তাহা হইলে অনির্বচনীয়ত্ব দোষ সম্পাত ঘটে, তাহা হইলে তিনি একেবারেই মিথ্যা হইয়া পড়েন। এখানে আবার সেই "ঘট্টকুটীতেই প্রভাত।" অর্থাৎ যে ঘাটকরগ্রাহীর ভয়ে প্রবঞ্চনপ্রিয় বণিক্ রাত্রিতে বিপথে পলাইতে চায়, দিক্‌হারা হইয়া নিশাবসানে আবার তাঁহার

মুখ্যার্থস্যান্যস্যাভাবাৎ। নির্বিশেষাদিশব্দানাং বিশেষাভাববিশিষ্টং বা তদুপলক্ষিতং বা ব্রহ্ম চেৎ তত্তচ্ছব্দ-বাচ্যত্বং দুর্নিবারম্।

কিঞ্চ,—নির্গুণস্বপ্রকাশাদেরব্রহ্মত্বে যদ্‌যদ্‌ব্রহ্মতয়েষ্টং তত্তদর্থো ব্রহ্মেতি সাধুসমর্থিতো ব্রহ্মবাদঃ।

তথা তন্মতে স্ফুটমশব্দমিত্যাদিশব্দবাচ্যত্বস্য "যতো বাচঃ" (তৈঃ উঃ ২।৪।১) ইত্যত্রাপি যচ্ছব্দ-বাচ্যত্বস্য নিষেধেন স্বব্যাঘাতপাতঃ স্যাৎ। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম" ইতি তস্মাদুচ্যতে "পরং ব্রহ্ম" (অথর্ব শিরঃ ৪৪) ইতি শ্রুত্যা "পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তঃ" (গীঃ ১৩।২২) ইতি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" ইতি শ্রীগীতা-দিনা চ 'বাচ্যত্বং' সাক্ষাদেবোচ্যতে। অত্রানুমানানি চ,—বেদান্ততাৎপর্যবিষয়ো ব্রহ্ম বাচ্যম্,—বস্তুত্বাল্লক্ষ্য-ত্বাচ্চ ঘটবৎ। পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাৎ ঘটপদবৎ। সত্যজ্ঞানাদিবাক্যং বাচ্যার্থবৎ বাক্যত্বাদগ্নিহোত্রাদিবাক্যবদিতি।

বিপক্ষে লক্ষ্যত্বং ন স্যাৎ—তথাহি—লাক্ষণিকশব্দো ন স্বত এবার্থগোচরধীহেতুঃ; তত্রাগৃহীত-শক্তিত্বাৎ। কিন্তু পূর্বধীস্থে বাচ্যার্থেঽনুপপত্তিদর্শনে মতি তত্ত্যাগেন স্বরূপতো বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন চাবগতস্যার্থান্তরস্য বোধকঃ; গঙ্গাশব্দাদৌ তথা দর্শনাৎ অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ।

সম্মুখেই পড়িয়া তাহাকে যেমন অপ্রতিভ হইতে হয়, এরূপ যুক্ত্যাভাস অনুসরণকারীরও তাদৃশী বিড়ম্বনা ঘটে। এইরূপ লক্ষ্য শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বাক্যের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হয়। যাহা লক্ষিত হয়; তাহার লক্ষ্যত্ব থাকে না; যাহা গঙ্গা-শব্দ-লক্ষ্য, তাহা যেমন লক্ষ্যত্বহীন, লক্ষপ্রতি-পাদক শব্দলক্ষ্যবস্তুরও আর পুনর্বার সেইরূপ লক্ষ্যত্ব থাকিতে পারে না। (যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা শব্দ যেমন তটকেই লক্ষ্য করে, এই তট শব্দ যখন লক্ষিত হয়, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না, অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ। কোন শব্দদ্বারা ব্রহ্ম যখন লক্ষিত হন, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না।) যদি বল, দ্বিতীয়বার এই ব্রহ্ম-শব্দ দ্বারাও কোন অনির্দেশ্য শব্দ বস্তুকেই লক্ষ্য করা হউক। তাহা হইলেও নিস্তার নাই। প্রথমতঃ ইহাতে অনবস্থা দোষ ঘটে। অর্থাৎ লক্ষ্যপ্রতিপাদকশব্দের লক্ষ্যবস্তুকে আবার যদি লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দরূপে- ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এইরূপে লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের ও লক্ষ্যের যে ধারা চলিবে, কখনও তাহার বিরাম হইবে না। ইহা অনবস্থা-দোষ। কিন্তু অনবস্থা দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও লক্ষ্যপদবাচ্যত্বের অতিক্রম হইবে না। যাহাই লক্ষ্য-লক্ষিত হইবে, তাহাই লক্ষ্য-প্রতিপাদক বাক্যের বাচ্য হইয়া পড়িবে।

এই প্রকারে 'নির্বিশেষ', 'স্বপ্রকাশ', 'পরমার্থ-সৎ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম উক্ত হইলেই ব্রহ্ম যে বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হয় না। কারণ, ঐ সকল শব্দের মুখ্যার্থই ব্রহ্ম, উহাদের ব্রহ্ম ভিন্ন অপর মুখ্যার্থ নাই। আবার যদি বল, নির্বিশেষাদি শব্দের প্রতিপাদ্য বিশেষাভাব বিশিষ্ট বা তদুপলক্ষিত ব্রহ্ম, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ঐসকল শব্দের বাচ্য—এই সিদ্ধান্ত দুর্নিবার্য। যদি বল, নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্ম নয়, যাহা কিছু ব্রহ্ম বলিয়া ইষ্ট, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা আমাদেরও অনভিমত নয়, উহা সাধু-সমর্থিত ব্রহ্মবাদ। কিন্তু তোমরাই ব্রহ্মকে পরিস্ফুটরূপে অশব্দ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বল; আবার "যতো বাচো নিবর্তন্তে" (তৈঃ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতির কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াই তোমরাই আবার শব্দবাচ্যত্বের নিষেধ কর। ইহাতে তোমাদের পক্ষেই স্বব্যাঘাত দোষ ঘটে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজেদের উক্তির দ্বারা নিজেদেরই উক্তির বিরোধিতা কর।

"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম" ইতি তস্মাদুচ্যতে "পরং ব্রহ্ম" (অথর্ব শিরঃ ৪৪) ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই পরং ব্রহ্ম

তথাচ—ব্রহ্মণো লক্ষ্যতাবাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বাদৌ প্রতিষেধশ্রুত্যা বেদৈকগম্যস্য শব্দেনা-জ্ঞেয়ত্বাৎ স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধৌ চ শব্দবৈয়র্থ্যাদবাচ্যত্বেন শব্দস্য লক্ষকত্বৈব বক্তব্যত্বাৎ। তথাপি বাচ্যসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চানবস্থেতি কথমবচনীয়ে লক্ষণা ইতি।

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াং সর্বসংবাদিন্যাং
ভগবৎসন্দর্ভো নাম দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ॥

উক্তির বা বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৩।২২) লিখিত হইয়াছে, "তিনি 'পরমাত্মা' বলিয়া 'উক্ত' হইয়াছেন।" এতদ্ব্যতীত গীতাতে আরও লিখিত আছে, তিনি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" অর্থাৎ তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্য। ইত্যাদি শ্রুতি ও গীতাদি বেদান্তশাস্ত্রে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট ভাবেই ব্রহ্মের "বাচ্যত্ব" স্বীকৃত হইয়াছে। এস্থলে নৈয়ায়িকগণের রীত্যানুযায়ী অনুমান প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্‌যথা—

(১)

(১ম) প্রতিজ্ঞা—বেদান্ততাৎপর্য-বিষয় ব্রহ্ম বাচ্য। (২য়) হেতু—বস্তুত্বনিবন্ধন ও লক্ষ্যত্বনিবন্ধন। (৩য়) উদাহরণ,—যেমন ঘট।

(২)

(১) প্রতিজ্ঞা—পরমার্থ সৎ প্রভৃতি পদ কাহারও বাচক। (২) হেতু—যেহেতু উহারা পদ। (৩) উদাহরণ—ঘট পদবৎ।

(৩)

(১) প্রতিজ্ঞা—সত্যজ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবিশিষ্ট। (২) হেতু— যেহেতু উহারা বাক্য। (৩) উদাহরণ—অগ্নিহোত্রাদি বাক্যবৎ।

বিপক্ষে অর্থাৎ নির্বিশেষবাদীর পক্ষে লক্ষ্যত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেন না, যে শব্দদ্বারা লক্ষণা প্রকাশ পায়, সেই লাক্ষণিক শব্দ নিজে অর্থবোধক হয় না। কেন না, সেই শব্দে অর্থবোধ-শক্তি থাকে না। সেই শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থ বোধ হয়, সেই অর্থে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ তাহার উপপত্তি হয় না; কাজেই সে অর্থ ত্যাগ করিতে হয়। তাহা ত্যাগ করিয়া, বক্তার বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থই পরিগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং উক্ত শব্দ অন্য অর্থের বোধক হয়। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই স্থলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই লক্ষণা সিদ্ধ হয়, এরূপ স্থান না হইলে লক্ষণার লক্ষণ অসিদ্ধ হয়। [**টিপ্পনী**—এই স্থানে অর্থ বোধের জন্য এই মাত্র বক্তব্য যে, গঙ্গায় ঘোষপল্লী বর্তমান, এরূপ বাক্যে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য কেবল গঙ্গা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কেন না, গঙ্গা-স্রোতে একটি পল্লী থাকা সম্ভব না। সুতরাং তাৎপর্যের উপপত্তি হইল না। তাৎপর্যের উপপত্তি না হওয়ায় বাচ্যার্থের অর্থবোধক সম্বন্ধ যাহার সহিত দৃষ্ট হইবে, এস্থলে তাহাই এই 'গঙ্গা' শব্দের অর্থবোধক। সুতরাং গঙ্গা-শব্দ এখানে গঙ্গা-তটের বোধক। গঙ্গা শব্দের লক্ষ্য গঙ্গা-তট। গঙ্গা শব্দ লক্ষক—তট উহার লক্ষ্য।]

(নির্বিশেষবাদীর মতে ভগবত্ত্বজ্ঞাপক পদগুলি কেন যে লক্ষণাদ্বারা ব্যাপ্যাত হইতে পারে না, গ্রন্থকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।)—নির্বিশেষবাদীদের মতে—"ব্রহ্ম লক্ষ্যতা ও বাচ্যার্থ সম্বন্ধিতায় জ্ঞেয় নয়। কেন না,

বাক্যদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না ;—তাঁহারা কোন কোন শ্রুতির এইরূপ প্রতিষেধ অর্থ গ্রহণ করেন। বেদৈকগম্য বস্তু শব্দের জ্ঞেয় নয়। তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিত্যসিদ্ধ বস্তু। তিনি শব্দের প্রকাশ্য নন, তাঁহার প্রকাশত্ব শব্দের সাধ্য নয় ; শব্দ-প্রয়োগের অবৈয়র্থ্যের জন্য তিনি শব্দের অবাচ্য-নিবন্ধন কেবল লক্ষক শব্দেই বক্তব্য।" এখন আমাদের কথা এই যে—লক্ষক শব্দের ব্যক্তব্যতা স্বীকার করিলেই বা ফল কি ? যেহেতু বাচ্যসম্বন্ধিত্ব ও জ্ঞেয়ত্বহেতু লক্ষণাতে অনবস্থা-দোষই ঘটে। সুতরাং নির্বিশেষবাদীদের তর্কযুক্তিতেও নির্বিশেষ বস্তু অবচনীয় হয় না। অবচনীয়ে কি প্রকার লক্ষণা সিদ্ধ হইতে পারে ? (সুতরাং লক্ষণা অবলম্বন করিয়া ভগবত্তত্ত্বদ্যোতক বাক্যসমূহের কদর্থ করা একেবারেই বিচারসহ নহে।)

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বসংবাদিনীর
ভগবৎসন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের মূলে ব্যবহৃত

শ্লোক, সূত্র, শ্রুতিমন্ত্র প্রভৃতির তালিকা

অনুচ্ছেদ		
১২	তৌ সম্মোগয়তা, তস্যাস্তং	কারিকা
৩	ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি	ভাঃ ১।২।১১
"	জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমাত্মমেকম্	ভাঃ ৫।১২।১১
"	ত্বং প্রত্যগাত্মনি	ভাঃ ৪।১১।৩০
"	যত্তদব্যক্তম্, বিভুং সর্বগতং, তদ্ব্রহ্ম পরমং	
"	ধাম তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং, সংভর্তেতি তথাভর্তা,	
"	ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য, বসন্তি তত্র ভূতানি, জ্ঞান-	
"	শক্তিবলৈশ্বর্য	বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৬৬-৭৯
৪	নারায়ণাভিধানস্য	ভাঃ ১১।৩।৩৪
"	স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়	ভাঃ ১১।৩।৩৫
"	তস্মৈ নমো ভগবতে	ভাঃ ১০।২৮।৬
৫	বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে	ভাঃ ১১।১৫।১৭
"	নারায়ণে তুরীয়াখ্যে	"
"	নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি	"
"	বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ	ঐ শ্রীধর টীকা
৬	তথাপি ভূমন্ মহিমা	ভাঃ ১০।১৪।৬
"	অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ	শ্রুতি
"	তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো	ভাঃ ১।২।১২
"	মদীয়ং মহিমানঞ্চ	ভাঃ ৮।২৪।৩৮ মৎস্যদেব
৭	শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং···মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা···	ভাঃ ২।৭।৪৭
৮	ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে	কারিকা
"	ভক্তিযোগেন	ভাঃ ১।৭।৪
৯	ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত	ভাঃ ৩।৯।১১
১০	তস্মৈ স্বলোকং, প্রবর্ততে যত্র, শ্যামাবদাতাঃ, প্রবালবৈদূর্য	ভাঃ ২।৯।৯-১৮
"	অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা	ভাঃ ৩।১৫।২৭-২৮
"	লোকং বৈকুণ্ঠনামানং	জিতন্তেস্তোত্রে

অনুচ্ছেদ		
"	এবং প্রাকৃতরূপায়া, প্রধান-পরমব্যোম্নো, তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি, শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যং	পাদ্মে উঃ ২৫৫।৫৬-৫৮
"	শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ	ভাঃ ২।৪।১৯
"	ধর্মজ্ঞানতৈশ্বর্য	পাদ্ম উঃ ২৫৬।২৩
"	চণ্ডপ্রচণ্ডৌ, কুমুদঃ, শঙ্কুকর্ণঃ, ···দিকপতয়ঃ	পাদ্ম উঃ ২৫৬।১৫-১৭
"	কূর্মশ্চ নাগরাজশ্চ	পাদ্ম উঃ ২৫৬।২৪
১১	বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং	ভাঃ ১।১।২
১২	যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং	ভাঃ ৬।৪।৩১
১৩	যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো	ভাঃ ৪।৯।১৬
১৪	সর্গাদি যোঽস্যানু	ভাঃ ৪।১৭।৩৩
১৫	আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য	ভাঃ ৩।৩৩।৩
"	শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭
"	আত্মনি চৈবং বিচিত্রাঃ	ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮
১৬	সত্ত্বং রজস্তম ইতি	ভাঃ ১১।৩।৩৭
"	সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ	ছাঃ ৬।২।১
"	তস্য ভাসা সর্বমিদং	কঠ ২।২।১৫, শ্বেঃ ৬।১৪, মুঃ ২।২।১০
"	শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য	বিঃ পুঃ ১।৩।২-৩
"	ন তস্য কার্যং	শ্বেঃ ৬।৮
"	মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্	শ্বেঃ ৪।১০
"	স বা সর্বস্য বশী	বৃঃ আঃ ৪।৪।২২
"	জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি	গীঃ ১৩।১২
"	সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ	গীঃ ১৩।১৩
"	একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ	বিঃ পুঃ ১।২২।৫৪
"	যস্য ভাসা সর্বমিদং	কঠাদি ১৬ অনুচ্ছেদে
"	বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা	বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১

অনুচ্ছেদ		
৩০	নষ্টে লোকে	ভাঃ ১০।৩।২৫
”	যোঽয়ং কাল	ভাঃ ১০।৩।২৬
”	মর্ত্যো মৃত্যুব্যাল	ভাঃ ১০।৩।২৭
”	অমৃতবপুঃ	সহস্রনাম স্তোত্র
”	প্রাদুরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং	ভাঃ ১০।৩।৮
”	স ব্রহ্মণা সৃজতি	মহোপনিষৎ
৩১	উৎপত্তিস্থিতিলয়	ভাঃ ৫।২৫।৯
”	ন যস্য মায়াগুণ	ভাঃ ৫।১৭।১৯
”	যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী	ভাঃ ৫।২৫।১
”	ভবানীনাথৈঃ	ভাঃ ৫।১৭।১৬
”	মূর্তিং নঃ পুরুরূপয়া	ভাঃ ৫।২৫।১০
”	অনাদিনিধনানন্তবপুষে	পাদ্মোত্তর
”	এবং বদন্তি রাজর্ষে	ভাঃ ১০।৭৭।৩০
”	সত্যং শৌচং দয়া	ভাঃ ১।১৬।২৭
৩২	ন চান্তর্ন বহির্যস্য	ভাঃ ১০।৯।১৩
”	তং মত্বাত্মজমব্যক্তং	ভাঃ ১০।৯।১৪
”	নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ	ভাঃ ১০।৯।২০
”	অর্বাগ্ দেবা অস্য	শ্রুতি
”	পদ্মাস্তু কোটিশতবৎ	ব্রঃ সং ৫।৩৪
”	অস্থূলোঽনণুর	মধ্বভাষ্যোক্ত শ্রুতি
”	তুরীয়মতুরীয়	নৃসিংহতাপনী (৬)
”	অস্থূলোঽনণুরূপো	ব্রহ্মপুরাণ
”	পরমাণন্ত	বিষ্ণুধর্ম
”	যয়া ততমিদং	গীঃ ৯।৪-৫
৩৩	ক্বাহং তমো, উৎক্ষেপণং, জগৎত্রয়ান্তো, নারায়ণস্তং	ভাঃ ১০।১৪।১১-১৪
”	নরাজ্জাতানি, আপো নারা	বিঃ পুঃ ১।৪।৬
”	যচ্চ কিঞ্চিৎ	মহানাঃ উঃ ৬
৩৪	তচ্চেজ্জলস্থং	ভাঃ ১০।১৪।১৫
৩৫	অত্রৈব মায়াধমনা	ভাঃ ১০।১৪।১৬
৩৬	যস্য কুক্ষাবিদং	ভাঃ ১০।১৪।১৭
”	কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া	ভাঃ ১০।৮।৪০
”	…ঔৎপত্তিক আত্মযোগঃ	ভাঃ ১০।৮।৪০
”	গৃহীত যদ্যদ্	ভাঃ ২।৭।৩০
৩৭	ত্বয্যেব ত্বদৃতে	ভাঃ ১০।১৪।১৮
৩৮	অজ্ঞানতাং	ভাঃ ১০।১৪।১৯
”	সৃজামি	ভাঃ ২।৬।৩২
৩৯	সুখেন্দ্র বিষ্ণী্শ	ভাঃ ১০।১৪.২০
৪০	কো বেত্তি ভূমন্	ভাঃ ১০।১৪।২১
”	যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ	কেন ২।৩
”	বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্	ভাঃ ১০।৪০।৭
”	একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্	শ্রুতি
”	প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ববৎ	ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫২
”	উপাসনাভেদাদ্দর্শনভেদঃ	ঐ মধ্বভাষ্য
”	মণির্যথা বিভাগেন	নাঃ পঃ রাঃ
”	যত্তদ্বপুর্ভাতি	ভাঃ ৮।১৮।১২
”	যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ	শ্রুতি
”	যথোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ	ভাঃ ১১।৯।২১
”	স্বং ভক্তিযোগ [৯ম অধ্যঃ]	ভাঃ ৩।৯।১১
”	তান্যেব তেঽভিরূপাণি	ভাঃ ৩।২৪।৩১
”	তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ	ভাঃ ৯।২১।১৫
৪১	তস্মাদিদং	ভাঃ ১০।১৪।২২
”	শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭
”	বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ	ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯
৪২	চিত্রং বতৈতদেকেন	ভাঃ ১০।৬৯।২
”	আসাং মুহূর্ত একস্মিন্	ভাঃ ৩।৩।৮
”	অথো মুহূর্ত একস্মিন্	ভাঃ ১০।৫৯।৪২
”	অনেকত্র প্রকটতা	লঃ ভাঃ পুঃ ১।২১
৪৩	ইত্যাচরন্তং	ভাঃ ১০।৬৯।৪১
”	কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য	ভাঃ ১০।৬৯।৪২
”	সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ	শ্বেঃ ৩।১৬, গীঃ ১৩।১৩
”	ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং	ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১
”	স্থানাপেক্ষয়াপি	মধ্বটীকা
”	সর্বভূতেষ্বেবমেব ব্রহ্ম	শ্রুতি
”	এক এব পরো বিষ্ণুঃ	মাৎস্য
”	প্রতিদৃশমিব	ভাঃ ১।৯।৪২

অনুচ্ছেদ		
৪৩	ন ভেদাদিতি চেন্ন	ব্রঃ সূঃ ৩।২।১২
„	অপি চৈবমেকে	ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩
৪৪	তমিমমহমজং (৪৩ অনুঃ)	ভাঃ ১।৯।৪২
„	কেচিৎ স্বদেহান্ত	ভাঃ ২।২।৮
„	অমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ	ভাঃ ১।৯।৩০
„	কৃষ্ণ এবং ভগবতি	ভাঃ ১।৯।৪৩
৪৫	অনাবিরাবিরাসেয়ং	ভাঃ ৮।৬।৮ স্বামিটীকা
„	অজাতজন্মস্থিতি	ভাঃ ৮।৬।৮
„	রূপং তবৈতৎ	ভাঃ ৮।৬।৯
„	যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং	ভাঃ ৪।৯।১০
„	স বৈ ন দেবাসুর	ভাঃ ৮।৩।২৪
„	এবং গজেন্দ্রম্	ভাঃ ৮।৩।৩০
„	যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা	ভাঃ ৮।৩।২২
„	স্বেচ্ছাময়স্য	ভাঃ ১০।১৪।২
৪৬	স ত্বং কথং মম	ভাঃ ১০।৬৪।২৬
„	নিত্যাব্যক্তোঽপি	নারায়ণাধ্যাত্ম
„	ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য	শ্রুতি
„	যমেবৈষ বৃণুতে	কঠ ১।২।২৩, মু ৩।২।৩
„	ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য	কঠ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৪।২০
„	এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং	মঃ ভাঃ শাঃ ৬৩৯।৪৪,৪৬
„	প্রীতস্তস্তোঽস্য	মঃ ভাঃ শাঃ ৩৩৬।১২
„	ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুং	মঃ ভাঃ শাঃ ৩৩৬।১৯
৪৭	ন বিদ্যতে যস্য	ভাঃ ৮।৩।৮
„	নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্	শ্বেঃ ৬।১৯
„	অশব্দমস্পর্শ	কঠ ১।৩।১৫
„	সর্বকর্মা	ছাঃ ৩।১৪।২
„	ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্	কৌর্ম
„	অয়মাত্মাপহতপাপ্মা	ছাঃ উঃ ৮।১।৫
„	এতং সংযদ্বাম	ছাঃ উঃ ৪।১৫।২-৪
„	সম্ভাকর্ষাৎ	ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৫
„	গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ	বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৩
„	সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি	বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪
„	জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য	পাদ্মোত্তর

অনুচ্ছেদ		
„	যোঽসৌ নির্গুণ	পাদ্মোত্তর
„	বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং	ভাঃ ১০।৩৭।২২
„	চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা	ভাঃ ১০।৬৯।২
„	দ্বির্গো শব্দোঽয়মুচ্চারিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দৌ	শঙ্করশারীরক
„	পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন	মধ্বভাষ্য
„	যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ [৪০ অনুঃ]	শ্রুতি
„	অজায়মানো বহুধাভিজায়তে	শ্রুতি
„	দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং	ভাঃ ১০।৩।৮
„	সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য	ভাঃ ৭।৮।১৮
„	কার্দমং বীর্যমাপন্নঃ	ভাঃ ৩।২৪।৬
„	লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং	ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩
„	লোকে যত্তস্য	ঐ মধ্বভাষ্য
„	সৃষ্টাদিকং হরিনৈব	নারায়ণসংহিতা
„	দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা	শ্রুতি
„	অব্যাকৃতবিহারায়	ভাঃ ১০।১৬।৪৭
„	এবং জন্মানি	ভাঃ ১।৩।৩৫
„	যত্রেমে সদসদ্রূপে	ভাঃ ১।৩।৩৩
„	ত্বয়োদিতঃ (অক্রূরস্তুতি)	ভাঃ ১০।৪৮।২৩
„	নামকর্মস্বরূপাণি	বিঃ পুঃ ৫।২।১৯
„	জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্	গীঃ ৪।৯
„	অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণা	বাসুদেবাধ্যাত্ম
„	অনামা সোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ	ব্রাহ্ম
„	ন যত্র নাথ	বিঃ পুঃ ৫।১৮।৫৩-৫৪
„	অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্	শ্বেঃ ৪।৫
„	বর্ণা এব (টিঃ দ্রষ্টব্য)	ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৬
„	তেষ্বক্ষরেষু	গোঃ তাঃ শ্রুতি
„	ওঁ আস্য জানন্তো নাম	ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য় ঋক্
„	অপ্যন্যচিত্তঃ	ব্রাহ্ম
„	সকৃদুচ্চারিতং যেন	পাদ্ম উঃ ৪৬ অঃ
„	ওঁ ইত্যেতৎ ব্রহ্মণো	শ্রুতি
„	তথার্থবাদো	পাদ্ম

অনুচ্ছেদ		
১০৪	অনপায়িনী ভগবতী	ভাঃ ১২।১১।২০
”	বিলজ্জমানয়া যস্য	ভাঃ ২।৫।১৩
”	পরমাত্মা হরির্দেবঃ	হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র
”	নিত্যৈব সা জগন্মাতা	বিঃ পুঃ ১।৮।১৫
”	এবং যথা জগৎস্বামী	বিঃ পুঃ ১।৯।১৪০
”	অপরন্ত্বক্ষরং যা সা	স্কন্দপুরাণ
”	তামক্ষরং পরম্প্রাহঃ	”
”	কলাকাষ্ঠানিমেষাদি	বিঃ পুঃ ১।৯।৪৪
”	প্রোচ্যতে পরমেশো যো	বিঃ পুঃ ১।৯।৪৫
”	এষ প্রপন্নবরদো	ভাঃ ৩।৯।২৩
”	সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈঃ	ভাঃ ৭।৯।২
১০৫	ক ইহ নু বেদ	ভাঃ ১০।৮৭।২৪

অনুচ্ছেদ		
”	ন তং বিদাথ য ইমা	শ্রুতি
”	যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে	তৈঃ ২।৪।১, ২।৯।১
”	কো অদ্ধা বেদ ক ইহ	শ্রুতি
”	অর্বাগ্ দেবা অস্য	শ্রুতি
”	অনেজদেকং মনসো	ঈশঃ ৪
”	ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো	শ্রুতি
১০৬	ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনো-	ভাঃ ৯।৮।২১
”	যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা-	ভাঃ ৯।৮।২২
”	তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং	ভাঃ ৯।৮।২৩
”	পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ	কঠ ২।১।১
”	ভক্তিরেবৈনং নয়তি	মাঠরশ্রুতি
”	নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো।	কঠ ১।২।৩, মুঃ ৩।২।৩